# আইন

অর্থাৎ

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদু

ইং ১৮০২ লাং ১৮০৯ সালের তাবৎ আইন।

তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে

সংশোধিত হইয়া

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

---

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮৩০ সাল। বাং ১২৩৭ সাল।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালে যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিহ্রিস্তি।

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

---

### ১ প্রথম আইন। ২৮ জানুআরি।

সকল প্রকার কাপড়ের ও তুলার সূতার এবং ঘৃতের ও কয়লার উপরে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ একাদশ আইনের নির্ণীত পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী হাসিল লাগিবার।

### ২ দ্বিতীয় আইন। ২২ আপ্রিল।

বিলায়তী ডৌলে মদিরা চোঁয়াইবার কারখানায় বিলায়তের ন্যায় যে মদিরা জন্মে তাহার উপর হাসিল নির্ণয় করিবার।

### ৩ তৃতীয় আইন। ২ আপ্রিল।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাসকলের আসামীদিগের স্থানে জামিন লইবার নিয়মের এবং পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনদিগের মোকদ্দমার বিচারের সংক্রান্ত কএক হুকুম শুধরিবার।

### ৪ চতুর্থ আইন। ২২ আপ্রিল।

এলাকা জাহাঁগীরনগরে কথনং দুসরা প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীল অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালত বসিবার।

### ৫ পঞ্চম আইন। ৮ জুলাই।

সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের বন্দরসকলের সরকারী হাসিল ডাকে পঞ্চোত্তরা এবং টৌনডুটি অর্থাৎ শহরের মাসুল লাগিবার কোনং বিষয়ের ফেরফার করিবার এবং তাহা সুদাঁড়ায় লইবার।

### ৬ ষষ্ঠ আইন। ২০ আগস্ত।

গঙ্গাসাগরাদি স্থানেং সন্তান দিয়া মাননিত শুধিবার পদ্য নিবারণের।

### ৭ সপ্তম আইন। ১৮ নবেম্বর।

সমুদ্রপথ্বী জাহাজী কোনং জিনিস বাঙ্গালায় আমদানী হইয়া তাহা পুনরায় এদেশের মধ্যে রপ্তানী হইলে তাহাতে পঞ্চোত্তরাদির হাসিল না লাগিবার।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

# ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ১ প্রথম আইন।

সকল প্রকার কাপড়ের ও তূলার ও তূলার সূতার এবং ঘৃতের ও কয়লার উপর ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ একাদশ আইনের নির্ণীত পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী হাসিল লাগিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের তারিখ ২৮ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৯ সালের ১০ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৮ সালের ১০ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ২৩ রমজানে জারী হইল।

এমত সন্দেহ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ একাদশ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের অনুসারে তাহার লিখিত হাসিল কাপড়ের ও তূলার ও তূলার সূতার উপর লাগিবেক কি না এবং ঐ ১১ আইনের ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার অনুক্রমেও ঘৃত ও কয়লা ঐ ৬ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের উল্লিখিত হাসিল লাগিবার যোগ্য হইবেক কি না। অতএব এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যে ঘোষণা পাইলে পর চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

## ২ ধারা।

জানিবেন যে এ ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ একাদশ আইনের নির্ণীত শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরাসংজ্ঞক সরকারী হাসিল ঐ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ২ দ্বিতীয় তথা ৩ তৃতীয় তথা ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখিত নিষেধ ও বিধির অনুসারে কোন২ বিষয়ছাড়া সকল প্রকার কাপড়ের ও তূলার ও তূলার সূতার উপর এবং ঘৃতের ও কয়লার উপরেও লাগিবেক ইতি। ইং ১৮০১ সালের ১১ আইনের নির্ণীত পঞ্চোত্তরা কোন২ বিষয় ছাড়া মূলের উক্ত বস্ত্রাদির উপর লাগিবার কথা।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানায় বিলায়তের ন্যায় যে মদিরা জন্মে তাহার উপর হাসিল নির্ণয় করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের তারিখ ২২ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৯ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৯ সালের ৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৯ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৯ সালের ৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ১৮ জীহেজ্জায় জারী হইল।

বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানায় বিলায়তের ন্যায় যে মদিরা জন্মে তাহার হাসিলের দ্বারা সরকারের আয়বৃদ্ধি পাইবার কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ হুকুম এ আঁইনজারীর তারিখহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যে চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবার তারিখহইতে এক মাসের পর কাহার কর্ত্তব্য নহে যে বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানা করিয়া সে কারখানা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের সীমানার মধ্যগত হউক কি না হউক তথাচ তাহাতে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার ঐ মহালাতের পোলীসের বহালী তিন জন সাহেবের বিনাপাট্টায় বিলায়তের ন্যায় মদিরা জন্মায়। এ হুকুমের অন্যথা করিলে তাহার কারখানায় যত মদিরা জন্মিয়া থাকে এবং সে বিষয়ী যে কিছু সরঞ্জাম রহে তাহা জব্দ হইবেক। এবং বিনাপাট্টায় যাবৎ মদিরা জন্মাইয়া থাকে তাবৎকালের দিনপ্রতি সে কারখানার এক২ ভাটীতে মদিরা যত গালন্ জন্মিতে পারে তাহার ফিগালন্ ২ দুই টাকার হিসাবে দণ্ড লাগিবেক। অতএব কর্ত্তব্য যে কেহ উপরের উক্ত মদিরা চুয়াইবার কারখানা করিতে ও মদিরা জন্মাইতে চাহিলে তদর্থে ঐ পোলীসের বহালী সাহেবদিগের স্থানে পাট্টার দরখাস্ত করে ইতি।

চব্বিশপরগনার পোলীসের সাহেবদিগের বিনাপাট্টায় বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানা না করিবার এবং মূলের লিখিত হুকুম লঙ্ঘিলে দণ্ড হইবার কথা।

### ৩ ধারা।

কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও বারাণসের এবং উড়িষ্যার যেপ র্য্যন্ত

জিল বেরা

মধ্যের বিলায়তী ডৌলী মদিরার কারখানার বার্ত্তা চব্বিশপরগনার পোলীসের সাহেবদিগকে জানাইবার কথা।

যুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যের জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগের জিলাসকলে উপরের লিখনানুসারে বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার যে কারখানা থাকে কিম্বা উত্তরকাল হয় তাহার বার্ত্তা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগকে জানান্ ইতি।

৪ ধারা।

মদিরা চুয়াইবার কারখানার মালিকেরা যে হকীকৎ লেখাইবেক ও তাহা না লেখাইলে যত দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যাহারা বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানা করিবার অর্থে পাট্টা পায় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সে কারখানার মদিরা রাখিবার গুদামআদি স্থান যথায়২ করে তাহার বেওরা হকীকৎ দশ দিনের মধ্যে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের সমীপে কিম্বা তাঁহারদিগের যে আমলারা নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হইয়া সে সকল কারখানায় রুজু থাকিবেক তাহারদিগের সিরিস্তার বহীতে লেখায় নতুবা তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

মদিরাকারেরা মদিরার কারনাখার সরঞ্জাম কার্য্যে লাগাইবার পূর্ব্বে বহীতে লেখাইবার ও না লেখাইলে দণ্ড হইবার কথা।

মদিরাকারদিগের কর্ত্তব্য যে মদিরা চুয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে পাঁচ দিন থাকিতে ভাটী ও ডেগ্ ও টন্ ও বট্ ও কুলর্ ও পীপার তালিকা ফিসিস্তি গেজেরেরা অর্থাৎ যাহারা মদিরা চুয়াইবার কারখানায় মদিরার পরিমাণ রাখিবার ও তাহা পাকের বিবেচনা করিবার কারণ চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের পক্ষে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সিরিস্তার বহীতে লেখায় এবং এতমামদার সাহেব নিজে কিম্বা সে সাহেব সাক্ষাৎ না থাকিলে তস্য নায়েব অথবা নীচের লিখনানুসারে নিযুক্তহওয়া গেজের সেই সকল পাত্রের উপর এক২ নিশান করিবেন। ইহাতে যদি কেহ অন্যথা করে তবে এমতাপরাধ যতবার করিবেক তাহার এক২ বারে পাঁচ২ শত টাকার হিসাবে দণ্ড করা যাইবেক অধিকন্তু বহীতে না লেখান ও নিশান না করান উপরের উক্ত যে সকল পাত্র কার্য্যে লাগায় তাহা তন্মধ্যের মদিরা সমেত জব্দ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

পোলীসের সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলারা আপন ইচ্ছায় মদিরা চুয়াইবার কার

চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতা বেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবেরা এবং এতমামদার সাহেব ও তাঁহারদিগের তাবে ছোট২ আমলা নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় সে সকলের সাধ্য আছে যে দিবসে কিম্বা রাত্রে যে সময়ে ইচ্ছা মদিরা চুয়াইবার কারখানায় ও তাহার গুদামে অবাধে



যান্

ধান্ এবং হাসিল লইবার অর্থে মদিরার যে তহকীক করিবার আবশ্যক থাকে তাহা করেন্। আর ভাটীসকলের ও চুয়ান মদিরা রাখিবার পাত্রসকলের মাপ যোক এবং মদিরা পাকের বিবেচনাও করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি কেহ প্রতিবাদী হয় তবে যতবার হয় ততবার এক হাজার টাকার হিসাবে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

খানায় ও তাহার গুদামে যাইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

একং ওয়াশ্‌ভাটী দুই শত গালন্ মদিরা রাখিবার যোগ্য করিতে হইবেক এবং নরম পাকের মদিরা চুয়াইবার একং ভাটী এক শত গালন্ রাখিবার উপযুক্ত করিতে হইবেক. যে কেহ এ হুকুমের অন্যথায় এ ধারার নির্দ্ধারিত ভাটী অপেক্ষা ছোট ভাটী করে তাহার দণ্ড সেমত ভাটী যতবার করিবেক ততবার এক হাজার টাকার হিসাবে করা যাইবেক ইতি।

এ ধারার নির্ণীত ভাটীঅপেক্ষা ছোট ভাটী করিলে দণ্ড হইবার কথা।

৮ ধারা।

এতমামদারসাহেব এবং তস্য নায়েব আপন ২ ভারের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে উপরের উক্ত পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের স্থানে নীচের লিখিত পাঠে শপথ করিবেন। সে পাঠ এই যে 'আমি শ্রীঅমুক মদিরা চুয়াইবার কারখানার এতমামদারী কিম্বা এতমামদারের নায়েবী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শপথপূর্ব্বক একরার করিতেছি যে সত্যনিষ্ঠ হইয়া ঐ কারখানার জনিত মদিরার পরিমাণ ও তাহার হাসিলের সংখ্যাযুত হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে ভয় মিত্রতা ও পক্ষপাত না করিয়া দিব। আর গোপনে কিম্বা অগোপনে এমত কোন কারখানা করিব না এবং নির্দ্ধারিত মাহিয়ানা ও রসুমছাড়া কিছু রসুম কিম্বা ইনামস্বরূপে কাহার স্থানে লইব না ইতি।

এতমামদার সাহেব এবং তস্য নায়েব নীচের লিখনানুসারে শপথ করিবার কথা। শপথের পাঠের কথা।

৯ ধারা।

এ আইন জারী হইলে এক মাসের পর বিলায়তী ডৌলে যে মদিরা জন্মে তাহা লণ্ডন শহরের মদিরার ন্যায়ে পাক হইলে তাহা চুয়াইবার একং ভাটীতে ফিগালন্।৵০ ছয় আনার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক। তাহাতে মদিরার পাক দৃষ্টে ন্যূনাধিক হইতেও পারিবেক। এবং যে কোন স্থানে সেই রূপের যত মদিরা এইক্ষণে প্রস্তুত আছে কিম্বা এ আইন জারীর তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে প্রস্তুত হয় তাহার উপরেও ফিগালন্।৵০ ছয় আনার হারে হাসিল লাগিবেক। আর এইক্ষণে প্রস্তুতথাকা মদিরার হাসিল লইবার অর্থে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবেরা তিন জনে কিম্বা ততোধিকজনে বিষয় বুঝিয়া যথা সম্ভবক্রমে যে কিস্তিবন্দীর ধার্য্য করেন্ তদনুসারে লইতে হইবেক। অতএব মদিরার মালিকদিগের কর্ত্তব্য যে চুয়ান

এইক্ষণে যে মদিরা প্রস্তুত আছে তাহার হাসিলের হারের এবং সে মদিরার যথার্থ হিসাব তাহার মালিকেরদের দিবার কথা।



মদিরা

মদিরা এইক্ষণে যথায় প্রস্তুত থাকে তাহার যথার্থ হিসাবের ফর্দ্দ গালন্ নিদর্শনে আপন২ দস্তখৎ ও মোহরে সটীক্ করিয়া ঐ পোলীসের তিন জন কিম্বা ততোধিক জন সাহেবের স্থানে অথবা তাঁহারদিগের তিন জনের কিম্বা ততোধিক জনের পক্ষে যে কেহ নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দাখিল করে। যদি এমতে যথার্থ হিসাব দাখিল না করে তবে যত গালন্ ছাপাইয়া রাখে তাহার ফিগালন্ সিক্কা ২ দুই টাকার হিসাবে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

হাসিল লইবার মতের কথা।

এ আইন জারীর তারিখের পর এক মাসগতে চুয়ান মদিরার যে হাসিল এ আইনের ৯ নবম ধারার অনুসারে নির্ণয় হয় তাহা মাসে২ কিম্বা তাহার পূর্ব্বে যে সময়ে লওয়া চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী তিন জন কিম্বা ততোধিক জন সাহেব উচিত জানেন্ সেই সময়ে লওয়া যাইবেক ইহাতে জানিবেন যে সে সাহেবেরা এবং যে কেহ তাঁহারদিগের দস্তখৎও মোহরী সনন্দানুসারে হাসিল লইবার অর্থে নিযুক্ত হয় সে সকলের স্থানে হাসিল দাখিলের কারণ সমস্ত ভাটী ও ডেগ্আদিপাত্র বন্ধকের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাহা হাসিলের বাকী ও এ আইনের নির্দ্ধারিত কোন দণ্ড উসুলের নিমিত্তে বিক্রয় হইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা।

হাসিলনির্ণয়ের মতের এবং মদিরা চুয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।

এ আইন জারীর তারিখের পর এক মাসগতে যে মদিরা চুয়ান যায় তাহার হাসিল নির্ণয়ের কারণ মদিরা চুয়াইবার কারখানার মালিকদিগের কর্ত্তব্য যে মদিরা চুয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে পাঁচ দিন থাকিতে এমত সমাচার পত্র যে অমুক দিনহইতে মদিরা চুয়াইতে আরম্ভ হইবেক* লিখিয়া আপন২ দস্তখৎ ও মোহরে সটীক্ করিয়া চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের স্থানে অথবা যে কেহ সে সাহেবদিগের তিন জনের কিম্বা ততোধিক জনের পক্ষে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দেয় না দিলে সিক্কা এক হাজার টাকা তাহার দণ্ড হইবেক। আর জানিবেন যে এমতে দেওয়া সমাচারপত্র দুই মাসের কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত সিদ্ধ ও বলবৎ থাকিবেক। ইহাতে নিশ্চয় বুঝিবেন যে এক২ ওয়াশ্ ভাটীতে সেই২ সমাচারপত্রের লিখিত মদিরা চুয়াইবার আরম্ভের দিনহইতে দুই মাসপর্য্যন্ত অবাদে কার্য্য হইবেক এবং কোন ওয়াশ্ ভাটীতে কার্য্যহইতে লাগিলে যদি ঐ নিরূপিত দুই মাস মিয়াদ মধ্যে তাহা ভণ্ডুল হইবার কোন কারণ ঐ পোলীসের বহালী সাহেবদিগের স্থানে বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন ও মঞ্জুর না হয় তবে সে ভাটীকে কেহ ঐ মিয়াদের মধ্যে ভণ্ডুল ও মৌকুফ করিতে পারিবেক না ইতি।



১২ ধারা।

## ১২ ধারা।

মদিরাকারকেরা ভাটী মৌকুফ করিবার বার্ত্তা জানাইবার কথা।

যদি উপরের লিখিত দুই মাস মিয়াদের পর মদিরাকারকদিগের কেহ কোন ভাটী মৌকুফ করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার সেই মিয়াদ উত্তীর্ণের পূর্ব্ব চারি দিন থাকিতে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহাল্লী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের স্থানে অথবা তাঁহারদিগের পক্ষে যে কেহ নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দেয় না দিলে সিক্কা এক হাজার টাকা তাহার দণ্ড হইবেক। আর সমাচার দিলে ঐ দুই মাস মিয়াদ গতে এতমামদার সাহেব কিম্বা তস্য নায়েব অথবা অন্য যে কেহ পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় সেই জন ভাটীর উপর মোহর করিবেন। তাহাতে মদিরাকারকের কর্ত্তব্য নহে যে এতমামদার সাহেবের কিম্বা তস্য নায়েবের অথবা পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের কি অধিক জনের নিযুক্তকরা কোন লোকের অসাক্ষাৎ সে মোহর ভাঙ্গে। আর যদি মদিরাকারক পুনরায় সে ভাটীতে কার্য্য করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার উপরের ধারার লিখনানুসারে লিখিয়া দেয় নতুবা তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা হইবেক ইতি।

ভাটীতে মোহর করিবার এবং তাহা ভাঙ্গিলে দণ্ড হইবার কথা।

## ১৩ ধারা।

পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে জনেক লোক মদিরার হিসাবকিতাব রাখিবার কারণ নিযুক্ত হইবার কথা।

চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে জনেক লোক যে কারখানায় যত মদিরা জন্মে ও তাহা গুদাম আদি যে যে স্থানে রাখা যায় তাহার হিসাবকিতাব বেওরা করিয়া লিখিবার কারণ এবং সে মদিরা পাকের বিবেচনার নিমিত্তে নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হইবেক এবং সেই লোক প্রতিহপ্তায় তাহার তালিক ফিরিস্তি পোলীসের সাহেবদিগের স্থানে পঁহুছাইবেক ও যদি কেহ সে হিসাব লইতে প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা করা যাইবেক ইতি।

## ১৪ ধারা।

বিনাছাড়চিঠীতে মদিরা নির্দ্দিষ্ট গুদামআদির বাহিরে রাখিলে দণ্ড হইবার কথা।

মদিরা চুয়াইবার কারখানার নির্দ্দিষ্ট গুদামআদি কোন স্থানে রাখা কিছু মদির উঠাইয়া তালিকার ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট না থাকা গুদামআদি কোন স্থানে রাখিতে চাহিলে তাহা পোলীসের সাহেবেরদের জনেকের কিম্বা অধিক জনের দস্তখতী ও মোহরী ছাড়চিঠীব্যতীত রাখিতে পারিবেক না। যদি বিনা ছাড়চিঠীতে স্থানান্তরে রাখিবার কারণ চালাইতে উদ্যত হয় তবে তাহা পীপায় কিম্বা যে পাত্রান্তরে পুরিয়া এবং গাড়ী কিম্বা নৌকা অথবা ঘোড়া কিম্বা গবাদি পশুপ্রভৃতি যে কোন ভারবাহ বস্তুতে করিয়া চালায় তাহাসমেত জব্দ হইবেক। আর জানিবেন যে এ আইনজারীর পূর্ব্বে যে মদিরা জন্মিয়া গুদামআদিতে প্রস্তুত রহিয়া থাকে তাহার প্রতিও এ হুকুম খাটিবেক। ইহাতে যে কেহ নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে জব্দের যোগ্য মদিরাসকল ক্রোক্ করে ইতি।

১৫ ধারা।

এ আইনের অন্যথাচরণ করিলে দণ্ড হইবার কথা।

যদি এতমামদার সাহেব কিম্বা অন্য কোন আমলায় তস্য প্রতি এ আইনের অনুসারে অর্পণহওয়া কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবন্ধক হয় অথবা অপর কোনরূপে এ আইনের অন্যথাচরণ করে তবে তাহা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী দুই জন কিম্বা ততোধিক জনের সমক্ষে সাহেবের প্রমাণ হইলে তাহার যত দণ্ড করা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবেক অধিকন্তু তাহার কারখানার পাট্টাও বাজেয়াপ্ত হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

জাহাজে রপ্তানীহওয়া মদিরার হাসিল ফিরিয়া দিবার মতের কথা।

যদি কেহ আপন পাট্টাই কারখানার চুয়ান মদিরা জাহাজে রপ্তানী করে তবে তাহা চুয়াইবার স্থানে যত হাসিল দিয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ফিগালন্ ৶০ তিন আনার হারে সে মদিরা রপ্তানীর কারণ জাহাজে বোঝাই হইয়াছে এমত নিদর্শনী জাহাজের মালিকের লিখন দর্শাইলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ইহাতে কলিকাতার পঞ্চোত্তরার সাহেবের কর্ত্তব্য যে যত টাকা ফিরিয়া দেন্ তাহার হিসাব এ ধারার হুকুমমতে রাখেন্ এবং সেই ফিরৎ টাকা ঐ পোলীসের সাহেবদিগের নামে খরচ লিখেন্ আর তিন২ মাসব্যাজে তাহার হিসাব সে সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।

১৭ ধারা।

ফিরত হাসিলের টাকার হিসাব নিষ্পত্তির মতের কথা।

যে কেহ নীচের লিখনানুসারে নিযুক্ত হয় সে লোক জাহাজে রপ্তানীর কারণ যে মদিরা কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হয় তাহার পরিমাণ রাখিবার ও পাক বিবেচনা করিবার নিমিত্তে পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে ঐ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে রুজু থাকিবেক। তাহাতে যদি সে মদিরার পাক লণ্ডন্ শহরের মদিরার ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা ইতর বিশেষ হয় তবে তদ্দৃষ্টে ন্যূনাধিক করিয়া হাসিল ফিরৎ হইবেক এবং সেই ফিরৎ হাসিল ঐ রুজু থাকিবার কার্য্যে নিযুক্তহওয়া লোকের নিদর্শনী লিখনে পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের দস্তখৎ হইলে তদ্দৃষ্টে দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এক হাজার গালনের কম মদিরা জাহাজে না যাইবার কথা।

এক হাজার গ্যালনের কম পরিমাণের মদিরা জাহাজে রপ্তানীর যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

যে সময়ে ও যথাহইতে মদিরা জাহাজে বো

জাহাজে রপ্তানী হইবার মদিরা যাবৎ সে জাহাজে আড়কাটি না চড়ে তাবৎ জাহাজে বোঝাই হইবেক না এবং তাহার হাসিল তাবৎ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক



না

না। এবং সে মদিরা পঞ্চোত্তরার কাছারীছাড়া অন্য কোন স্থানহইতেও জাহাজে বোঝাই হইবেক না। * আর মদিরা রফ্তানীর বিষয়ে যে আইনমতে যত রসুম পঞ্চোত্তরার সাহেবের ও তাঁহার ডেপুটির পাওনা হয় তাহা এ আইনক্রমে লইতে নিষেধ নাই জানিবেন ইতি।

ঝাই হইবেক তাহার ও তাহাতে রসুম লইবার কথা।

২০ ধারা।

রফ্তানীর কারণ মদিরা জাহাজে বোঝাই হইলে পর যদি তাহা পুনরায় পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের দস্তখতী লিখিত পরওয়ানগী ব্যতীত ওলান যায় তবে তাহা পীপায় কিম্বা যে পাত্রান্তরে ভরা থাকে এবং গাড়ী ও নৌকা ও ঘোড়া ও গবাদি পশুপ্রভৃতি যে কোন ভারবাহ বস্তুতে বোঝাই রহে তাহা সমেত জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

রফ্তানীর মদিরাবিনা পরওয়ানগীতে জাহাজ হইতে ওলাইলে দণ্ড হইবার কথা।

২১ ধারা।

যদি কখন মদিরা কিম্বা তৎপাত্রাদি অন্য কোন বস্তু এ আইনমতে জব্দ হইয়া নীচের লিখনানুসারে নীলাম হয় তবে তাহার মূল্যের টাকা নীলামী খরচাবাদে নীচের লিখিতমতে বিভাগ হইবেক। আর যদি সে মদিরার হাসিল ফিরিয়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে পঞ্চোত্তরার সাহেব পুনরায় সেই ফিরৎ হাসিল লইয়া সরকারে দাখিল করিবেন।

জব্দী মদিরাদির মূল্য বিভাগের মতের কথা।

বিভাগ।

পাঁচ ভাগের দুই ভাগ সন্ধানবাদী। এক ভাগ ক্রোক্করণিয়া। এক ভাগ এতমামদার সাহেব। এক ভাগ এতমামদারের নায়েব পাইবেন ইতি।

২২ ধারা।

কেহ চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের দস্তখতী পাট্টাব্যতীত বিলায়তী ডৌলী কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরা বিক্রয়ের দোকান শহর কলিকাতার সীমানার বাহিরে করিতে পারিবেক না। এবং এমত পাট্টা পাইলে পর যদি তাহা পোলীসের সাহেবেরা জনেকে কিম্বা অধিক জনে বিবেচনাক্রমে বাজেয়াপ্ত করা উচিত জানেন তবে তাহাও করিতে পারিবেন। ইহাতে যদি কোন টুপীওয়ালায় পোলীসের সাহেবদিগের বিনাপাট্টায় বিলায়তী ডৌলী কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরা বিক্রয়ের দোকান শহর কলিকাতার বাহিরে করে তবে তাহার দণ্ড সিক্কা পাঁচ শত টাকা করা যাইবেক ইতি।

পোলীসের বিনাপাট্টায় শহর কলিকাতার সীমাপারে বিলায়তের ন্যায়ে জনিত মদিরা বিক্রয়ের দোকান করিলে দণ্ড হইবার কথা।

২৩ ধারা।

যদি কেহ বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানার জনিত বিলায়তের

শহর কলিকাতার সী



ন্যায়

মা পারে মদিরা বিক্রয়ের হাসিলের হারের কথা।

ন্যায় মদিরা বিক্রয়ের দোকান শহর কলিকাতার সীমানার বাহিরে কোন খানে করিবার পাট্টা পায় তবে ফিগালন চারি আনা তিন পাইর হারে হাসিল সরকারে দিবেক ইতি।

২৪ ধারা।

পাট্টার পাঠের কথা।

নীচের লিখিত পাঠে পাট্টা দেওয়া যাইবেক এবং সে পাট্টা যে কেহ পাইবেক সে ব্যক্তি তদনুসারে কবুলিয়ৎ দিবেক। সে পাঠ এই যে শ্রীঅমুক প্রতি আগে তোমাকে চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের হুকুমমতে বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরা বিক্রয়ার্থে অমুক জিলার অমুক স্থানে এক দোকান করিতে এক সনের মিয়াদে পাট্টা দেওয়া যাইতেছে যদি ইতোমধ্যে পোলীসের সাহেবদিগের জনেকে কিম্বা অধিক জনে এ দোকান মৌকুফ করিতে হুকুম না দেন তবে এ পাট্টা ঐ মিয়াদতক্ বহাল থাকিবেক। অতএব তুমি নীচের উক্ত নিয়মসকলের অনুসারে সত্যনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করিবা।

তাহার প্রথম নিয়ম এই যে।—তুমি এ দোকানে বিলায়তী ডৌলে মদিরা চুয়াইবার কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরাছাড়া অন্য জাতীয় মদিরা বিক্রয় করিবা না এবং অপর কাহাকেও বিক্রয় করিতে দিবা না।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।— যে দোকান করিবার অর্থে পাট্টা পাইলা কেবল সেই দোকানে মদিরা বিক্রয় করিবা।

তৃতীয় নিয়ম এই যে।—সাধ্যক্রমে কাহাকেও অতিরিক্ত মদিরা পান করিতে দিবা না এবং তোমার দোকানে জুয়াখেলা ও ঝকড়া গণ্ডগোল হইতে লাগিলে তাহার নিবারণ করিবা।

চতুর্থ নিয়ম এই যে।—চৌরাদি দুষ্ট লোকদিগেরে আপন দোকানে আশ্রয় দিবা না বরং যে কোন দুষ্ট লোক তোমার দোকানে যাতায়াত করে তাহার বার্ত্তা সন্নিকটস্থ পোলীসের সাহেবদিগের স্থানে কিম্বা পোলীসের আমলার নিকটে দিবা।

পঞ্চম নিয়ম এই যে।—মদিরার মূল্যের বদলে পরি[illegible] বস্ত্রাদি কোন দ্রব্য কাহার স্থানে লইবা না ইতি।

২৫ ধারা।

উপরের উক্ত পাট্টাই দোকানে এদেশীয় মতে চুয়ান মদিরা বিক্রয়

জানিবেন যে কেহ বিলায়তী ডৌলী কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরা বিক্রয়ার্থে পাট্টা পাইলে তাহার এমত সাধ্য থাকিবেক না যে তাহাতে এদেশীয় ডৌলী ভাটীর জনিত মদিরা বিক্রয় করে। কারণ এই যে সে মদিরা ইঙ্গরেজী

১৮০০ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের এবং তাহার উক্ত অন্য আইনসকলের লিখিত হুকুমের অনুসারে বিক্রয় হইবার দায় রাখে ইতি।

করিতে-না পারিবার কথা।

## ২৬ ধারা।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের তরফ পোলীসের সাহেবেরা শ্রীমৎ তৃতীয় জর্জের আমলী আক্টপার্লিমেণ্ট অর্থাৎ বিলায়তী আইনের হুকুমমতে তাহার ১৫৯ দফার ৫২ বারের আনুসারিক যে ভার পাইয়াছেন তদনুরূপে শহর কলিকাতার সীমানার মধ্যে মদিরা বিক্রয়ের দাঁড়া ধার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

পোলীসের সাহেবেরা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে মদিরা বিক্রয়ের দাঁড়া ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

## ২৭ ধারা।

চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবছাড়া তথাকার অন্য সাহেবেরা এ আইনের অনুসারে বিলায়তী ডৌলী কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় মদিরার হাসিলের মোটের মধ্যে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের হিসাবমতে জাহাজে রপ্তানীহওয়া মদিরার হাসিল যাহা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহাবাদের বাকীর উপর শতকরা ১০ দশ টাকার হারে রসুম পাইবেন ইতি।

পোলীসের সাহেবেরা রসুম পাইবার হারের কথা।

## ২৮ ধারা।

পোলীসের বহালী সাহেবদিগের তিন জনকে কিম্বা ততোধিক জনকেও এধারা ক্রমে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে জনেক এতমামদার ও তাহার নায়েব ও গাজের এবং অন্য যেং আমলা এ আইনের লিখিত দাঁড়ায় কার্য্য সম্পন্ন করিবার অর্থে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় সে সকলকে আপনারদিগের দস্তখৎ ও মোহরযুত সনন্দ দিয়া নিযুক্ত করেন্ ইতি।

পোলীসের সাহেবেরা আপনারদিগের তাবের আমলা নিযুক্ত করিবার মতের কথা।

## ২৯ ধারা।

উপরের লিখনানুসারে যে কোন আমলা নিযুক্ত হয় সে যদি এমত বুঝে যে বিলায়তী ডৌলী কোন কারখানার জনিত বিলায়তের ন্যায় কিছু মদিরা কিম্বা তাহার কোন ভাটী অথবা ডেগ্ কিম্বা টন্ অথবা বট্ কিম্বা কুলর্ অথবা পীপাপ্রভৃতি কোন পাত্র প্রতারণা করিয়া কোন স্থানে কেহ লুকাইয়া রাখিয়াছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে সে কথা চব্বিশপরগনার ও তাহার পেটার কলিকাতাবেষ্টনকারি মহালাতের পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের নিকটে অথবা যে স্থানে সেই মদিরা কিম্বা ভাটীপ্রভৃতি পাত্র লুকাইয়া রাখিয়া থাকে তথাকার ব্যাপক জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমীপে শপথ করিয়া কহে তাহাতে যদি সে সাহেবেরা উচিত বুঝেন্ তবে সে লোকের নামে আপন দস্তখৎ ও মোহরে এমত নিদর্শনে হুকুম লিখিয়া দিবেন যে সে লোক দিবারাত্রির মধ্যে যে সময়ে চাহে সেই

মদিরা ও তাহার পাত্র কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে এমত সন্দেহ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সময়েই সেই মদিরা কিম্বা ভাটীপ্রভৃতি পাত্র লুকাইয়া রাখা স্থানে প্রবেশিয়া তাহা সমস্ত ক্রোক্ করিয়া আনে। ইহাতে যদি কেহ প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার দণ্ড সিক্কা এক হাজার টাকা করা যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

মদিরাদি জব্দের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার মতের কথা।

উপরের লিখনানুসারে কখন কিছু মদিরা কিম্বা ভাটীপ্রভৃতি পাত্র ক্রোক হইলে সে মোকদ্দমার বিচার স্থানবিশেষে পোলীসের সাহেবদিগের জনেকে কিম্বা অধিক জনে অথবা জিলার মাজিস্ট্রেটসাহেব সংক্ষেপ বিচারের মতে করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। এবং তাহাতে সে সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারদিগের স্থান হইতে এমত দ্রব্য বাহির হয় তাহারদিগেরে তলব করেন্ তদনুসারে হাজির হইলে সাক্ষাৎকারে ও হাজির না হইলে অসাক্ষাৎকারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। আর সে সামগ্রী জব্দ হইলে তাহা নীলাম করিবার অর্থে হুকুম দিবেন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩১ ধারা।

ক্রোকী মদিরাদির মালিক কিম্বা তাহা যাহারদিগের স্থানে মিলে তাহারা হাজির না হইলে তাহারদিগের অসাক্ষাৎকারে সে দ্রব্য বেচিবার মতের কথা।

যদি উপরের লিখনানুসারে কখন কিছু মদিরা কিম্বা ভাটীপ্রভৃতি পাত্র জব্দের নিমিত্তে ক্রোক্ হয় তবে সেই ক্রোকের দিনহইতে বিংশতি দিবসের মধ্যে কেহ তাহা ক্রোককরণিয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার দাওয়া না করিলে তদনন্তর সেই ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে তদর্থে কলিকাতার গাজেটে কিম্বা স্থানান্তরে সে ক্রোক্ হইলে তথাকার ব্যাপক জিলার মাজিস্ট্রেটী কাছারীতে এমত ইশ্‌তিহার দেওয়ায় যে অমুক স্থানে অমুক দিনে অমুক সময়ে পোলীসের সাহেবেরা কিম্বা মাজিস্ট্রেটসাহেব উপরের ধারার লিখনানুসারে সেই ক্রোকের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। এবং এমত হইলে পর পোলীসের সাহেবেরা কিম্বা মাজিস্ট্রেটসাহেব সেই ক্রোকী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে মনোযোগী হইবেন তাহাতে যদি সেই ক্রোকী মদিরা ও ভাটীপ্রভৃতি পাত্র জব্দের যোগ্য ঠাহরে তবে জব্দ করিয়া তাহা নীলামের হুকুম আপন দস্তখৎ ও মোহরে লিখিয়া জারী করিবেন। ইহাতে সে হুকুম সেইরূপে চূড়ান্ত হইবেক যেরূপে সে দ্রব্যের মালিককে কিম্বা তাহা যাহার স্থানহইতে বাহির হইয়া থাকে তাহাকে তলব করিয়া তাহার সাক্ষাৎ হুকুম দিলে হইত ইতি।

৩২ ধারা।

সময়শিরে হাসিল না দিলে দণ্ড হইবার মতের কথা।

যদি কেহ এ আইনের নির্ণীত হাসিল নিরূপিত সময়শিরে না দেয় তবে যত টাকা বাকী পাড়ে তাহার উপর তঙ্কাপ্রতি সিক্কা ১/০ মতের আনা দণ্ড ধরিয়া লওয়া যাইবেক এবং সে দণ্ড উসুলের অর্থে তাহার দ্রব্যসামগ্রী নীচের লিখিত গতিকে বিক্রয় হইবেক ইতি।



৩৩ ধারা।

৩৩ ধারা।

এ আইনের অনুসারে জব্দ ও দণ্ডাদির মোকদ্দমার বিচার করিবার ও তাহা উসুল করিবার মতের কথা।

এ আইনের আনুসারিক জব্দ ও দণ্ডাদির সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি পোলীসের বহালী সাহেবদিগের জনেকের কিম্বা অধিক জনের নিকটে অথবা সে মত মোকদ্দমা কোন জিলার ব্যাপ্য স্থানে উপস্থিত হইলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে হইয়া চূড়ান্ত হইবেক। অতএব এ ধারার অনুক্রমে পোলীসের সাহেবদিগকে ও জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগেরে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে যদি কেহ কখন জব্দ ও দণ্ডাদির দাওয়ার নিদর্শনে আরজী দিয়া নালিশ করে তবে তদনুসারে আসামীকে তলব করেন তাহাতে সে আসামী হাজির হইলে তাহার সাক্ষাৎ ও হাজির না হইলে তাহার অসাক্ষাৎ সে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন এবং সে দাওয়া বাদি ও প্রতিবাদির কবুল একরারক্রমে কিম্বা বিশ্বস্ত জনেক বা অধিক জন সাক্ষির শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্যদেওনদ্বারা প্রমাণ হইলে তদ্দৃষ্টে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক এবং সে সাহেবেরা এ আইনের নির্দ্ধারিত জব্দ ও দণ্ডাদির টাকা খরচাসমেত উসুলের কারণ অপরাধিগণের দ্রব্যসামগ্রী জব্দের হুকুম আপনারদিগের দস্তখৎ ও মোহরে লিখিয়া জারী করিবেন। তাহাতে যদি ১৪ চৌদ্দ দিনের মধ্যে সে টাকা না দেয় তবে সেই দ্রব্যসামগ্রী নীলাম হইয়া জব্দ ও দণ্ডাদির টাকা খরচাসুদ্ধা উসুল পড়িয়া যত উদ্বর্ত্ত হয় তাহা সেই দ্রব্যাধিকারিগণকে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে সেই জব্দ ও দণ্ডাদির টাকার মোটহইতে শতকরা ১৫ পনের টাকা সন্ধানবাদিকে কিম্বা এ আইনমতে সে নালিশ যে কেহ করিয়া থাকে তাহাকে দেওয়া যাইবেক বাকী সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাসকলের আসামীদিগের স্থানে জামিন লইবার নিয়মের এবং পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনদিগের মোকদ্দমার বিচারের সংক্রান্ত কএক হুকুম শুধরিবার আইন শ্রীযুত গবনরর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের তারিখ ২২ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৯ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৯ সালের ৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৯ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৯ সালের ৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ১৮ জীহিজ্জায় জারী হইল।

যে যোত্রহীনেরা কোনহেতুক আদালতে রুজু হইয়া আপন২ মোকদ্দমা করিতে না পারে কিম্বা যোত্রহীনতাপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের নির্দ্দিষ্ট আদালতের সিরিস্তার উকীলগণের রসুমের জামিন দিতে অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের নিরূপিত প্রথম নালিশের কালে কিম্বা আপীলের সময়ে লাগিবার রসুম যোগাইতে অশক্ত হয় তাহারা আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার এবং সিরিস্তার উকীলগণের পুষ্টি পাইবার উপায়হীন না হইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৪৬ আইন ১৭৯৫ সালের ২৩ আইনের তথা ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৯ নবম ধারার অনুসারে বারাণসে চলন হইয়াছে সেই ৪৬ আইনের অনুক্রমে যে উপায় স্থির হইয়াছিল তদনুরূপে হুকুম আছে যে কেহ যোত্রহীনতাহেতুক মোকদ্দমার প্রথম নালিশের কালে লাগিবার রসুম যোগাইতে কিম্বা সিরিস্তার উকীল নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হইলে তাহার ওকালতী রসুমের জামিন দিতে পারে না এমত কথা দিব্য করিয়া কহিলে এবং দুই জন বিশ্বস্ত সাক্ষির দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়াইয়া সেই দিব্য সত্য জানাইতে পারিলে এবং আপনি হাজির থাকিবার অর্থেও হাজিরজামিন দিলে পরে তাহার রসুম দিবার সংস্থান থাকনপ্রমাণহওনব্যতিরেকে কোন খরচা না দিয়া পাপরের মতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে এবং তথাকার নিষ্পত্তির উপর মফঃসল কোর্ট আপীলে তথা সদর দেওয়ানী আদালতেও আপীল করিতে শক্তি রাখে। পরন্তু সে নালিশ যাহার নামে হয় সে আসামী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার তথা ১৭৯৭ সালের ১১ একাদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হাজির জামিন দিতে খরচা লাগে বিশেষতো মোকদ্দমার প্রথম নালিশের এবং আপীল হইলে তাহারো ওকালতী রসুম ওগয়রহ যত খরচা দেয় তাহা সে মোকদ্দমা সকল আদালতে অগ্রাহ্য হইলেও

হেতুবাদ।

ফিরিয়া পাইবার সঙ্গতি হয় না। অতএব যোত্রহীনদিগের স্বত্বলাভ অনায়াসে হইবার কারণ যে উপায় স্থির হইয়াছিল এবং তদর্থে আইনসকলের মতে যে কর্ত্তব্য ছিল তাহা সমস্তই আপনারা অসঙ্গতাবধানে প্রাপ্তব্যের অতিরিক্ত দাওয়ায় নালিশ করিয়া এবং সকল আদালতেই নালিশ করিতে পারিয়া এবং আসামীদিগকে অনর্থক নষ্ট করিবার আশয়ী হইয়া ও তাহারদিগের উপর আপনারদিগের অসঙ্গত দাওয়া প্রৌঢ়িপূর্ব্বক সঙ্গত করাইবার চেষ্টা পাইয়া বিপরীত করিয়াছে। অতএব এমত অসঙ্গত নালিশ আদালতে উপস্থিত না হইতে পারিবার কারণ অসঙ্গত নালিশকরণিয়া অপরাধিগণকে তিন মাসের অনূর্দ্ধ কয়েদ করিবার নিয়মাদি যে উপায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনে লেখা গিয়াছে তাহা গুণকারক হইল না এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এরূপ অনুপযুক্ত ক্রিয়ার শাসনের নিমিত্তে এবং আসামীদিগকেও ঈদৃশ উৎপাতহইতে রক্ষা করিবার জন্যে নীচের লিখিত নব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যে ঘোষণা পাইবার তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবেরা টাকার দায়ধরা করিয়া হাজির জামিন লইতে পারিবার কথা।

কথন কোন যোত্রহীন কিম্বা অন্য কেহ কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে তথাকার জজসাহেবের সাধ্য আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৪ চতুর্থ আইন ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে বারাণসে চলন হইয়াছে সেই ৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার অনুক্রমে আসামীর হাজিরজামিন যত টাকার দায়ধরা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য তাহার নির্ণয় করেন্। এবং সে জামিনী লিখনের পাঠ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১১ একাদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে লেখা যায়। আর জজসাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আসামীদিগের দেওয়া হাজির জামিনদিগের মাতবরীর বিবেচনা যথাসম্ভবক্রমে করেন্। এবং ফরিয়াদীদিগের মোকদ্দমা যত সংখ্যা কিম্বা মূল্যের হয় তাহার অনুধাবন না করিয়া কেবল মোকদ্দমার বিচার হইবাপর্য্যন্ত যত খরচ লাগে ততকের দায়ধরা করিয়া জামিন চাহেন্। আর বিচারমুখেও যদি বোধ হয় যে যতকের দায়ধরায় জামিন লওয়া গিয়াছে তাহাতে কুলাইবেক না তবে ততোধিক যতকের দায়ধরা করিয়া জামিন লওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা লন্। তাহাতে যদি দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে তথাকার জজসাহেব অব্যাজে সে ডিক্রী আইনমতে জারী করিবেন। ইহাতে যদি সে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হয় ও আইনসকলের মতে আপীল করে তবে তাহার স্থানে সে ডিক্রী জারী না হইবার অর্থে নিরূপিত জামিন অবিলম্বে লইবেন। আর মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরাও শক্তি রাখেন্ যে যদি কখন তাঁহারা দেওয়ানী

বাড়তি দায়ধরা করিয়া জামিন লইবার সময়ের কথা।

মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরাও বাড়



আদালতে

আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হওয়া মোকদ্দমায় রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যত টাকার দায়ধরায় জামিন লওয়া গিয়াছে তাহাতে পোষায় না বুঝেন্ তবে ততোধিক যত টাকার দায়ধরায় জামিন লইবার আবশ্যক জানেন্ তাহা লইবেন। তাহাতে যদি মফঃসল কোর্ট আপীলে আপেলাণ্টের পক্ষে ডিক্রী হয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি ডিক্রী জারী করিবার অর্থে যেমত হুকুম আছে সেই মতে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা নিজ কৃত ডিক্রী রিস্পাণ্ডেণ্টের উপরে জারী করিবেন। আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও ক্ষমতা রাখেন্ যে তাঁহারদিগের আদালতে মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহাতে ডিক্রী জারী মৌকুফের অর্থে জামিন লইবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় যদনুসারে আছে তদনুসারে যত টাকার দায়ধরায় জামিন লওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহাই লন্ ইতি।

ডি দায়ধরা করিয়া জামিন লইতে পারিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও উপরের লিখনানুসারে জামিন লইতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

যদি কোন যোত্রহীন্ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে তাহার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া খরচার দায়ে ঠেকে ও তাহার এমত সম্পত্তি না মিলে যে তাহাতে আসামীর উকীলের খরচা পোষায় তবে তথাকার জজসাহেব ক্ষমতা রাখেন্ বরং হুকুম আছে যে সেই ফরিয়াদীর হারা মোকদ্দমায় আসামীর উকীলের কৃত শ্রমানুসারে যত বেতন পাওয়া সম্ভব হয় তদপেক্ষা তাহার প্রাপণীয় নিরূপিত রসুমকে অতিরিক্ত বোধ করিলে সে উকীলের শ্রম এবং মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া নিরূপিত রসুমের মোটহইতে যত টাকা তাহাকে দেওয়ান উচিত হয় তাহা দেওয়ান বাকী যে থাকে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে ফরিয়াদীর অপর সম্পত্তি যাহা পশ্চাৎ মিলে তাহা হইতে দেওয়াইয়া দেন্। আর এমত মোকদ্দমায় মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও তাঁহারদিগের আদালতে কোন আপেলাণ্ট যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমার আপীল করিলে ও সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া খরচার দায়ে ঠেকিলে উপরের লিখনানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং এধারার মর্ম্ম দেওয়ানী এলাকার যে কোন আদালতে যে কোন প্রকার মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট অক্ষমতাপ্রযুক্ত কি ক্ষমতাসত্ত্বেই বা যোত্রহীনরূপে নালিশ করিবেক সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া খরচার দায় তাহার শিরে পড়িলে ও সে খরচা কিম্বা তৎসংক্রান্ত অপর কোন বিষয়ের পাওনা পোষাইবার উপযুক্ত সম্ভাবনা তাহার না থাকিলে অথবা তাহার দেওয়া জামিনীর দায়ধরা টাকাতেও সে দায়ের কুলান না হইলে ও সে মোকদ্দমার আসামীর কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের উকীলের রসুম স্বতন্ত্র ২ দেওয়াইবার আবশ্যক হইলে তাহাতে খাটিবেক ইতি।

যোত্রহীনের নালিশী মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে তাহাতে আসামীর উকীলের খরচা দেওয়াইবার মতের কথা।

উপরের উক্ত হুকুম মফঃসল কোর্ট আপীলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমা সকলে খাটিবার কথা।

উপরের উক্ত হুকুম যোত্রহীনরূপে নালিশকরা ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টের সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

৪ ধারা।

জানিবেন যে উপরের দুই ধারার লিখনানুসারে যে ক্ষমতা জিলা ও শহরের

জজসাহেবদিগের প্রতি

 লের

অর্পণকরা ক্ষমতা রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতিও অর্পণ হইবার কথা।

লের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল তাহা ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতিও আইনমতে তাঁহারদিগের বিচারের যোগ্য মোকদ্দমাসকলের আসামীদিগের স্থানে জামিন তলব করিবার অর্থে এবং তাঁহারদিগের বিচারের মোকদ্দমায় কেহ হারিলে তাহার ওকালতী রসুম বিবেচনাপূর্ব্বক দেওয়াইবার নিমিত্তেও দেওয়া গেল ইতি।

৫ ধারা।

যে মোকদ্দমার রসুম আপীলের পর ফিরাইয়া দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা।

যদি কখন কোন যোত্রহীন এদেশীয় কমিস্যনরদিগের কিম্বা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের অথবা জজসাহেবদিগের বিচারে মোকদ্দমায় জয়ী হয় ও তাহার পর আপীলে চূড়ান্ত বিচারে সে মোকদ্দমার মূলী দাওয়া ডিসমিস্ হইয়া তাহার ডিক্রী রদ পড়িয়া আসামীতে খরচা পাইবার হুকুম হয় তবে তাহাতে যত রসুম নালিশের কালে আসামী দিয়া থাকে তাহা জজসাহেবেরা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন। এবং যে যোত্রহীন চূড়ান্ত বিচারে হারে তাহার সম্ভাবনা সে রসুম পোষাইবার অনুসারে থাকিলে তাহাইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুক্রমে উসুল করিবেন। আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে সকল মোকদ্দমার আপীল তাঁহারদিগের আদালতে হয় তাহার কিম্বা জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবেরা কিম্বা মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমার রসুম দেওয়াইবার কথা তাঁহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসেন সে সমস্ত মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যাহাতে যত রসুম দেওয়ান কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক হুকুম দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

কোন যোত্রহীন অসঙ্গত নালিশ কিম্বা আপীল করিলে তাহাকে অধিককাল মিয়াদে কয়েদ করিতে হুকুমের কথা।

যদি কোন যোত্রহীনের মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ডিস্মিস্ হয় ও তাহার নালিশ অসঙ্গত এবং অনর্থক উৎপাতজনক ঠাহরে তবে তথাকার জজ কিম্বা রেজিষ্টর যে কোন সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার আপীল হইলে কিম্বা না হইলেও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার হুকুমমতে কার্য্য করেন্। আর যদি সে মোকদ্দমার আপীল হয় তবে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে মোকদ্দমাকে অসঙ্গত এবং অনর্থক উৎপাতজনক ঠাহরিলে ও দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি সাব্যস্ত রাখিলে ঐ ৪৬ আইনের ৩ ধারার লিখিত নির্ণয়াপেক্ষা অধিক মিয়াদে তাহাকে কয়েদ রাখেন্ এবং সে গরহাজির হইলে তাহাকে হাজির করিবার কারণ তাহার জামিনদারকেও কয়েদ করেন্। কিন্তু মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহাকে অধিক যত দিন কয়েদ রাখা উচিত জানেন্ তত দিন পূর্ব্ব নিরূপিত কয়েদের মিয়াদের উপর বাড়াইয়া সর্ব্বসুদ্ধা ছয় মাসের

সের অতিরিক্ত না হয় এমত নিয়ম করিবেন। এবং এ হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমাসকলের উপরেও খাটিবেক ও তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কয়েদের মিয়াদ দেওয়ানী আদালতের অথবা মফঃসল কোর্ট আপীলের নির্ণীত মিয়াদসমেত এক বৎসরের ঊর্দ্ধ না হয় এমত নির্ণয় করেন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

# ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

এলাকা জাহাঁগীরনগরে কখনং দুসরা প্রবিন্সিয়ল কোর্টু আপীল অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালত বসিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের তারিখ ২২ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৯ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৯ সালের ৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৯ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৯ সালের ৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৬ সালের ১৮ জীহেজ্জায় জারী হইল।

হেতুবাদ।

এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ তথাকার জিলা সকলের বিস্তর প্রাশস্থ্য কারণ ব্যাপক কাল করিতে হয় তাহাতে প্রায় দুই ভ্রমণের যোগ বিচ্ছেদ হয় না এবং ভ্রমণকর্ত্তা দুই জন জজসাহেবের বিশ্রাম হইতে পারে না এপ্রযুক্ত সে সাহেবেরা সর্ব্বদা আপীল আদালতে সাক্ষাৎ থাকিতে অসমর্থ হন্ ইহাতে সে আদালত বসিবার বিলম্ব দর্শে অতএব সর্ব্বদা ঐ এলাকার আপীল আদালতের বৈঠক এবং দায়ের ও সায়েরী আদালত হইবার জন্যে এক জন সাহেবকে চতুর্থ জজক্রমে নিযুক্ত করা উচিত ও আবশ্যক হইয়াছিল। এবং তদনুসারে সেই চতুর্থ জজসাহেব নিযুক্ত হইলে তৎকালহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার নির্ণীত সময়ানুরূপে ভ্রমিয়া দায়ের ও সায়েরী আদালত করিতে নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। এইক্ষণে ঐ এলাকার জজসাহেবেরা চারি জন আপনারদিগের সদর মোকামে প্রত্যক্ষ আছেন। যস্মাৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৭ সপ্তচত্বারিংশৎ আইনের তথা ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের উল্লিখিত হুকুমমতে দুইং জন জজসাহেব একত্র হইয়া আপীল আদালতে বসিবার আবশ্যক আছে তস্মাৎ ঐ এলাকার আপীল আদালত উপরের উক্ত হেতুপ্রযুক্ত সর্ব্বদা বসিতে না পারিয়া আপীলের অনেক মোকদ্দমা যবস্থবে রহিয়াছে। ইহাতে ঐ এলাকার জজসাহেবেরা চারি জন সদর মোকামে উপস্থিত থাকিবার কালে যদি তথায় দুসরা আপীল আদালত বসান যায় তবে যথেষ্ট বিচার হইতে পারে অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম এইক্ষণহইতেই চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আপীলের মোকদ্দমা বিচার শীঘ্র হইবার কারণ মোকাম জাহাঁগীর

যে সময়ে এলাকা জাহাঁগীরনগরের আপীল আদালতের জজসাহেবেরা চারি জন সদর মোকাম জাহাঁগীর নগর শহরে সাক্ষাৎ থাকেন্ এবং ঐ শহরের তথা জিলা

নগরে দুই আপীল আদালত বসিবার ও তাহা যে মতে বসিবেক এবং তাহাতে জজসাহেবেরা যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

জিলা ঢাকাজলালপুরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের কার্য্যে লিপ্ত না থাকেন্ ও আপীল আদালতের ব্যাপার কবিবার অবসর সকলের রহে সে সময়ে সাধ্য রাখেন্ বরং হুকুম আছে যে তৎকালে অনেক মোকদ্দমা যবস্থবে থাকিলে ও তদর্থে আবশ্যক হইলে চারি জনে ভাগাভাগিতে দুই সম্প্রদায় হইয়া এক আদালতে প্রধান ও চতুর্থ এই দুই জন জজসাহেব ঐ এলাকার কাজী সমেত এবং দুসরা আদালতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই দুই জজসাহেব তথাকার মুফ্তীসুদ্ধা স্বতন্ত্র২ বসিবেন। আর এই দুই আদালতের কোন স্থাননির্দ্দিষ্টে যে মোকদ্দমা বিচারার্থে সঁপা না গিয়া থাকে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি চারি জন জজসাহেব কিম্বা যত জন একত্র হইয়া এক আদালতে বসিয়া করা উচিত জানেন্ তাহা করিবেন অথবা তাহা আদি কিম্বা দুসরা আদালতে যথায় সঁপা কর্ত্তব্য হয় তথায় সঁপিবেন। ইহাতে বহালী আইনসকলের অনুসারে সকল জজসাহেবেরা একত্র বসিয়া আপীল আদালত করিবার যে শক্তি রাখেন্ সেই শক্তি সকল জজসাহেবেরা একত্র হইয়া দুই আদালতের যথায় যে সময়ে বসিবার আবশ্যক হয় তথায় সেই সময়ে বসিয়া আপীলের মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার অর্থে রাখিবেন। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৭ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে কোন মোকদ্দমার বিচারে জজসাহেবদিগের পরস্পর মতের অনৈক্য হইলে তাহার সমাধা ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধি দৃষ্টে প্রধান জজসাহেব নিজ বিবেচনাক্রমে করিবার যে কর্তৃত্ব আছে সে কর্তৃত্ব দুসরা আদালতের প্রধান পদপ্রাপ্ত দ্বিতীয় জজসাহেব সেই প্রধান পদস্থ থাকিবাপর্য্যন্ত রাখিবেন। আর যদি দ্বিতীয় জজসাহেব তৃতীয় জজসাহেবের মতের ব্যত্যয়ে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন ডিক্রী রদ অথবা তৎসংক্রান্ত দায়ের ন্যূনাধিক করা উপযুক্ত ঠাহরেন্ ও সে মোকদ্দমা সদরদেওয়ানী আদালতের আপীলের যোগ্য না হয় তবে তাহাতে সে সময়ে এবং অন্য যে সকল সময়ে উপরের উক্ত ধারা খাটে সে সমস্ত সময়েই সে মোকদ্দমা অতিরিক্ত জনেক সাহেবকে লইয়া তিন জনের সমক্ষে অথবা সকল সাহেবেরা মোকাম জাহাঁগীর নগরে প্রত্যক্ষ থাকিলে চারি জন জজসাহেবের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহারদিগের সকলের বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি পাইবেক। তাহাতে যদি দুই২ জন জজসাহেবের এক২ মত হয় তবে আদি প্রধান জজসাহেবের মত যাহা হয় তদনুসারে সমাধা পাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ঐ আদালতের আমলার বেওরার এবং হুকুম জারী হইবার মতের ও অধিক আমলা রাখিবার সময়ের কথা।

উপরের ধারায় লিখনানুসারে মোকাম জাঁহাগীরনগরে দুই আপীল আদালত বসিলে তাহার এক আদালতের রেজিষ্টরী কার্য্য তথাকার রেজিষ্টরসাহেব এবং দুসরা আদালতের রেজিষ্টরী কর্ম্ম অগ্রগণ্য আসিষ্টাণ্টসাহেব সাক্ষাৎ থাকিলে করিবেন। আর দুই আদালতের বৈঠক এক ঘরে স্বতন্ত্র২ কুঠরীতে কিম্বা নিকটবর্ত্তী

অন্য যে স্থান বাদি ও প্রতিবাদি এবং উকীলগণের সুগম্য হয় তথায় হইবেক। এবং দুই আদালতের দপ্তরসকল মোকররী সিরিস্তাদার অর্থাৎ মুজমিল্ নবীসের জিম্মায় থাকিবেক। এবং দুই আদালতের হুকুম পূর্ব্বমতে জারী হইবেক। ইহাতে যে সময়ে দুই আদালতের বৈঠক করিতে হয় সে সময়ে যদি এদেশীয় আমলা অধিক রাখিতে হয় তবে তাহা জজসাহেবেরা রাখিতে পারিবেন এবং তাহার খরচের বরাওর্দী ফর্দ্দসমেত হকীকৎ লিখিয়া হুজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইবার কারণ পাঠাইবেন। কিন্তু যে সময়ে দুই আদালত বসিবার আবশ্যক হয় কেবল সেই সময়ের জন্যে অধিক আমলা রাখিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এলাকা জাহাঁগীরনগরের আপীল আদালতের মোতালক যবস্থবেথাকা মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি ত্বরা হইবার কারণ এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল অতএব যে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বুঝেন্ যে এ আইনের ফলোদয় হইয়া গেল সে সময়ে তাঁহারদিগের হুকুমমতে এ আইনের অনুসারে নির্দ্দিষ্টহওয়া দুসরা আপীল আদালত মৌকুফ হইবেক। আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এ আইনের ফলোদয় হইবার নিমিত্তে স্বতন্ত্র কোন হুকুম কখন দেওয়া উচিত ও বিহিত জানিলে তাহাও দিতে শক্তি রাখিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এ আইনের নির্দ্দিষ্ট আদালত মৌকুফ করিতে এবং এ আইনের ফলোদয়ার্থে স্বতন্ত্র হুকুম দিতে পারিবার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের বন্দরসকলের সরকারী হাসিল ডাকে পঞ্চোত্তরা এবং টৌণ্টী অর্থাৎ শহরের মাসূল লাগিবার কোন২ বিষয়ের ফেরফার করিবার এবং তাহা সুদাঁড়ায় লইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের তারিখ ৮ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৯ সালের ২৬ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০৯ সালের ২৩ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৯ সালের ২৬ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৯ সালের ২৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২১৭ সালের ৭ রবীয়ল্আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবার নিদর্শনী বহালী আইনসকলের অনুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যে২ দেশ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে দিয়াছেন এবং যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সকল স্থানের জনিত কিম্বা জাত দ্রব্য যদি সুবে বারাণসের পথ দিয়া কিম্বা সোজাসুজি সুবে বেহারে আমদানী হয় তবে তথায় পঞ্চোত্তরার হাসিল তন্মধ্যের যে যে কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে লাগে তাহাছাড়া অন্য সকল জিনিসের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে লওয়া যায়। এবং তথাহইতে সেই২ প্রকার জিনিস সমুদ্র পন্থী জাহাজে রফ্তানী হইবার কারণ কলিকাতায় আসিলে পুনরায় তথায় তাহার উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগে। আর সুবে বারাণসের জনিত কিম্বা জাত জিনিস সুবে বেহারে রফ্তানী হইবার কালে তাহার উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীতে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে লাগিয়া পরে সে জিনিস সুবে বেহারে পঁহুছিলে বন্দর পাটনার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হিসাবে পুনর্ব্বার লাগে। তদনন্তর সে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার কোন স্থানে রফ্তানী হইলে কিম্বা জাহাজে রফ্তানী হইবার নিমিত্তে কলিকাতায় আসিলে তাহার উপর পঞ্চোত্তরার কিছু হাসিল লাগে না। আর সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার জনিত কিম্বা জাত জিনিস বন্দর পাটনার ও ঢাকার ও মুরশিদাবাদের ও চাটিগাঁর ও হুগলীর ও কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীর মোতালক চৌকীয়াতের সীমানার মধ্যে আসিলে তাহার উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল সেই কাছারীতে লওয়া গিয়া থাকে। এবং তাহা কলিকাতায় আমদানী হইয়া সেই আমদানীর তারিখহইতে নয় মাসের মধ্যে জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহার

উপর পুনরায় পঞ্চোত্তরার কিছু হাসিল লাগে না। তদিতর কলিকাতা শহরের মাসুল লইবার নিদর্শনী বহালী আইনসকলের মতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৫ পঞ্চম তথা ১০ দশম আইনের প্রস্তাবিত যে সকল জিনিস নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যেং দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে দিয়াছেন ও যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন তথাকার জনিত কিম্বা জাত হয় অথবা সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার কিম্বা বারাণসের অথবা অন্যং স্থানের জনিত কি জাতই বা হউক তাহা কলিকাতায় আমদানী হইলে তৎকালে তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোত্তরার হাসিলছাড়া কলিকাতা শহরের মাসুল কাপড়ে ও সূতায় শতকরা ২ দুই টাকার হারে অন্যং জিনিসে শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে লাগে। পশ্চাৎ সে সকল জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইলে তন্মধ্যের কোনং দ্রব্যছাড়া কাপড়ের ও কাঁচা রেশমের ও নীলের ও চিনির ও তুলার ও সূতার এবং বিলায়তের ন্যায়ে জন্মান সকলপ্রকার মদিরার যে শহর মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহা নির্দিষ্ট হুকুমক্রমে ফিরিয়া দেওয়া যায়। ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার বাঙ্গালার মোতালক দেশের এবং নওয়াব উজীর বাহাদুরের স্বহস্তে থাকা রাজ্যের কারবারের বাহুল্য হইবার জন্যে এবং হাসিল লইবার দ্বারা ঐ সরকারের আয় বৃদ্ধি পাইবার কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ হইল যে বন্দরসকলের পঞ্চোত্তরার হাসিল ও কলিকাতা শহরের মাসুল সময়বিশেষে ফেরফার হয় এবং কোনং জিনিসের ঐ দুই হাসিল মাসুল মাফ করা যায় আর কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারের মধ্যের নির্দিষ্ট পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলহইতে জিনিস ছাড়িয়া দিতে অযথা বিলম্ব না হয় এবং বন্দরসকলের পঞ্চোত্তরার হাসিল ও কলিকাতা শহরের মাসুল সুদাঁড়ায় লওয়া যায়। অতএব ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দিষ্ট হইল এ নির্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী কাপড়ছাড়া যে সকল জিনিস সুবে আওধহইতে বারাণসে আসিবেক তাহাতে পঞ্চোত্তরার হাসিল শতকরা ২৷৷০ টাকা লাগিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সমস্ত রেশমী ও সূতী কাপড়ের এবং গর্ভসূতী অর্থাৎ রেশম ও সূতায় জড়িত কাপড়সকলের উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল এ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত নিরিখে লাগিবেক। তদ্ভিন্ন যে সকল জিনিসের হাসিল মাফের হুকুম হজুর কৌন্সেলহইতে হয় নাই সে সকল জিনিস নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যেং দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে দিয়াছেন এবং যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্বস্থানের জনিত কিম্বা জাত হউক কি না হউক তাহা সুবে বারাণসে আমদানী হইলে বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীতে তথাকার নিরিখী বহীর অনুসারে তাহার মূল্যের উপর শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল লওয়া যাইবেক। পরে যদি সে সকল জিনিস সুবে বেহারে আইসে

বারাণসহইতে বেহারে

আইসে তবে তাহার উপর বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীর রওয়ানার লিখিত মূল্যদৃষ্টে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে পঞ্চোত্তরার হাসিল বন্দর পাটনার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লাগিবেক এবং সে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব তাহার স্বতন্ত্র রওয়ানা দিবেন সেই রওয়ানার অনুসারে সে সকল জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মধ্যের কোন স্থানে আমদানী ও রফ্তানী হইতে পুনরায় পঞ্চোত্তরার কিছু হাসিল কিম্বা রসুম অথবা খরচা লাগিবেক না ও তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের নিকট দিয়া চলিবার কালে রওয়ানার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে যে বিলম্বের আবশ্যক হয় তদপেক্ষা অধিককাল গৌণ হইবেক না। আর যদি সে সকল জিনিস শহর কলিকাতায় আইসে ও তাহাতে ঐ শহরের মাসুল লাগা সম্ভব হয় তবে সে মাসুল তাহার কলিকাতার দরের উপর নীচের লিখিত নিরিখে এতাবতা তুলায় ও সূতায় শতকরা ২ দুই টাকার হারে তদিতর সকল জিনিসে শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে লওয়া যাইবেক। কিন্তু তাহার মধ্যে বিলায়তের ন্যায়ে বানান যে নীল থাকে তাহার উপর ঐ শহরের মাসুল এ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে লাগিবেক। এবং সে সকল জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহা যত দিন কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহার ধরাট না করিয়া তাহাতে লাগিয়া থাকা সেই শহরের মাসুলের মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগ বাক্যার্থে চৌঠী বাদে তাহার রওয়ানাকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং সে জিনিসের রফ্তানীর মাসুল মাফ হইবেক। পরন্তু কলিকাতায় শোরা আমদানীর উপর শহরের মাসুল লইয়া সমস্তই সরকারে দাখিল হইবেক তাহার কিছুই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। আর এ ধারাক্রমে মাসুল ফিরিয়া দিবার যোগ্য জিনিসের মূল্য তাহা জাহাজে রফ্তানীর কালে কলিকাতার দরে ধরিয়া হিসাব করিয়া ফিরিয়া দিতে হইবেক।

আমদানীহওয়া জিনিসে পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবার হারের কথা।

কলিকাতায় আমদানীহওয়া জিনিসে শহরের মাসুল লাগিবার হারের কথা।

শহরের মাসুল লাগিয়াথাকা জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইলে সে মাসুল ফিরিয়া দিবার ও তাহার রফ্তানী হাসিল মাফ হইবার কথা।

তাহার বিশেষ কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বিলায়তের ন্যায়ে বানান যে নীল জাহাজে রফ্তানীর কারণ কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার মূল্য কুঠীর ওজন মোনকরা সিক্কা ১০০ এক শত টাকা ধরিয়া সেই মূল্যের উপর শতকরা ১ এক টাকার হারে শহরের মাসুল লইয়া সমুদায় সরকারে দাখিল করা যাইবেক ও তাহার কিছুই জাহাজে রফ্তানীর কালে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।

বিলায়তের ন্যায়ে বানান নীলে শহরের মাসুল লাগিবার হারের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী যত কাপড় সুবে বারাণসে আমদানী হয় নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যেং দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে দিয়াছেন এবং যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্বস্থানের জনিত হউক কি না হউক তথাচ বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীতে তথাকার নিরিখী বহীর অনুসারে তাহার মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল লওয়া যাইবেক। পরে যদি তথাহইতে সে জিনিস সুবে বেহারে আমদানী হয় তবে তাহার উপর পুনরায় পঞ্চোত্তরার কিছু হাসিল কিম্বা রসুম অথবা

রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী কাপড় আমদানী ও রফ্তানীতে হাসিল মাসুল লাগিবার হারের কথা।



খরচা

খরচা লাগিবেক না। বরং বারাণসের রওয়ানার অনুসারে সে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মধ্যে সর্ব্বত্র কিছু হাসিল ও রসুম ও খরচা না লাগিয়া চলিতে পারিবেক ও তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের নিকট দিয়া চলিবার কালে রওয়ানার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে যে বিলম্বের আবশ্যক হয় তদপেক্ষা অধিক কাল গৌণ হইবেক না। আর যদি সে জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইবার কারণ কলিকাতায় আমদানী হয় ও তথাকার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব সে জিনিস নিশ্চয় জাহাজে যাইবেক বুঝেন্ তবে তদধিকারী বন্দর বারাণসের রওয়ানা ফিরিয়া দিলে তাহার উপর আমদানীমুখে শহরের মাসুল লাগিবেক না। তাহা জাহাজে রফ্তানী হইবার সময় কলিকাতাঁর দরের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে শহরের মাসুল লাগিবেক।

জিনিস বারাণসের পথে না আসিয়া সোজাসুজি বেহারে আসিলে তাহাতে পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবার হারের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যেং দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে দিয়াছেন এবং যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্বত্র হইতে যদি এ ধারার ১।২।৩ প্রকরণের লিখিত জিনিস বারাণসের পথ দিয়া না আসিয়া সোজাসুজি সুবে বেহারে আমদানী হয় তবে তাহাতে পঞ্চোত্তরার হাসিল বন্দর পাটনার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে তথাকার নিরিখী বহীর অনুসারে তাহার মূল্যের উপর প্রথমাদি প্রকরণোক্ত জিনিসের শতকরা ৫পাঁচ টাকার হারে এবং তৃতীয় প্রকরণোক্ত কাপড়ে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে লাগিবার যোগ্য হইবেক। এবং তথাকার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব সে হাসিল দাখিল হইলে পর রওয়ানা দিবেন।

এ গতিকে আমদানী হওয়া জিনিসের হাসিলের বিষয়ে যে হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

এ গতিকে নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যেং দেশ কোম্পানি বাহাদুরকে দিয়াছেন এবং যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্বত্রহইতে যে সকল জিনিস বারাণসের পথ দিয়া সুবে বেহারে আমদানী হয় তাহার সম্পর্কে এ ধারার ১।২।৩ প্রকরণের লিখিত যত হুকুম আছে তাহা সমস্তই উপরের উক্ত মর্ম্মের ফেরফারে তথাহইতে সে সকল জিনিস বারাণসের পথ দিয়া না আসিয়া সোজাসুজি বেহারে আমদানী হইলে তাহাতে খাটিবেক।

## ৩ ধারা।

সুবে বারাণসের জনিত ও জাত জিনিস বেহারে রফ্তানী হইবার কালে শতকরা ৩॥০ টাকা হাসিল বন্দর বারণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লাগিবার কথা।

১ প্রথম পুকরণ।—সুবে বারাণসের জনিত ও জাত যে যে রকম কাপড়ের এবং অন্য যে সকল জিনিসের হাসিল মাফের হুকুম হজুরহইতে হয় নাই তাহার মধ্যে ২ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নির্দ্ধারিত নিরিখে মাসুল লাগিবার যোগ্য বিলায়তের ন্যায়ে বানান নীলছাড়া অন্যং জিনিস যদি সুবে বেহারে রফ্তানী হয় তবে বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীতে তথাকার নিরিখী বহীর অনুসারে তাহার মূল্যের উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবেক পরে সে জিনিস সুবে বেহারে পঁহুছিলে তথায় পঞ্চোত্তরার হাসিল পুনরায় লাগিবার যোগ্য হইবেক না। বরং বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার

ঐ জিনিসের উপর পু



কাছারীর

কাছারীর রওয়ানার অনুসারে সে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মধ্যে সর্ব্বত্র কিছু হাসিল ও রসুম ও খরচা না লাগিয়া চলিতে পারিবেক এবং তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের নিকট দিয়া চলিবার কালে রওয়ানার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে যে বিলম্বের আবশ্যক হয় তদপেক্ষা অধিক গৌণ হইবেক না। ইহাতে যদি সে জিনিস কোন রকম রেশমী কিম্বা সূতী অথবা গর্ব্ভসূতী কাপড় হয় ও জাহাজে রফ্তানীর কারণ কলিকাতায় আইসে তবে তাহা জাহাজে যাইবার নিশ্চয় বোধ বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের হইলে এবং তদধিকারী বন্দর বারাণসের রওয়ানা ফিরিয়া দিলে শহর কলিকাতার মাসুল না দিয়া সে জিনিস কলিকাতায় আনিতে পারিবেক। পশ্চাৎ তাহা জাহাজে রফ্তানী হইবার কালে তাহার কলিকাতার দরের উপর শহরের মাসুল শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে লওয়া যাইবেক। আর যদি সে জিনিস ঐ সকল রকমের কোন কাপড় ও বিলায়তের ন্যায়ে বানান নীল না হইয়া শহরের মাসুল লাগিবার যোগ্য অন্য২ জিনিস হয় ও কলিকাতায় আইসে তবে তৎকালে কলিকাতার দরের উপর তাহার মধ্যের তুলায় ও সূতায় শতকরা ২ দুই টাকার হারে তদ্ভিন্ন জিনিসে শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে শহরের মাসুল লাগিবেক। এবং সে জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহা যত দিন কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহার ধরাট না করিয়া তাহাতে আমদানীর কালে লাগিয়া থাকা সেই শহরের মাসুলের মধ্যে চৌঠাবাদে তাহার রওয়ানাকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং তাহার রফ্তানীর মাসুল মাফ করা যাইবেক কিন্তু কলিকাতায় শোরা আমদানীর উপর শহরের মাসুল লইয়া সমস্তই সরকারে দাখিল হইবেক তাহার কিছুই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। আর এ ধারাক্রমে মাসুল ফিরিয়া দিবার যোগ্য জিনিসের মূল্য তাহা জাহাজে রফ্তানীর কালে পুনরায় কলিকাতার দরে ধরিয়া হিসাব করিয়া ফিরিয়া দিতে হইবেক।

নরায় কিছু হাসিল মূলের উক্ত সুবেজাতে না লাগিবার কথা।

রেশমী ও সূতী ও গর্ব্ভসূতী কাপড় জাহাজে রফ্তানী হইবার জন্যে কলিকাতায় আসিলে তাহাতে শহর কলিকাতার মাসুল না লাগিবার কথা।

ঐ জিনিসের মাসুল জাহাজে রফ্তানীর কালে লাগিবার হারের কথা।

তাহাছাড়া জিনিস কলিকাতায় আসিলে তাহার হাসিল লাগিবার হারের কথা।

জিনিস জাহাজে রফ্তানীর কালে মাসুল ফিরিয়া দিবার ও তাহা যত দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবে বারাণসে বিলায়তের ন্যায়ে বানান নীল জাহাজে রফ্তানী হইবার একরারে রওয়ানা করিলে বন্দর বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীতে তাহার দর কুঠীর ওজন মোনকরা ১০০ এক শত টাকা বারাণসী সিক্কা ধরিয়া তাহার উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল লওয়া যাইবেক পরে সে নীল সুবে বেহারে পঁহুছিলে তথায় পঞ্চোত্তরার হাসিল পুনরায় লাগিবার যোগ্য হইবেক না। এবং তাহা কলিকাতায় আমদানীর কালেও শহর কলিকাতার মাসুল লাগিবেক না ও তাহা জাহাজে রফ্তানী হইবার সময়েও মাসুল মাফ করা যাইবেক ইতি।

জাহাজে রফ্তানী হইবার নীলের হাসিল লাগিবার হারের কথা।

## ৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার জনিত ও জাত যে সকল রকম কাপড়ের এবং অন্য২ জিনিসের হাসিল মাফের হুকুম হজুরহইতে হয়

মূলের লিখিত সবে জাতের জনিত ও জাত

জিনিসে শতকরা ৩৷৷০ টাকা পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবার কথা।

ঐ হাসিল লাগিবার স্থাননির্ণয়ের কথা।

জাহাজে রফ্তানী না হইলে মূলের উক্ত জিনিসে আর কিছু হাসিল না লাগিবার কথা।

রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী কাপড় জাহাজে রফ্তানীর কারণ কলিকাতায় আসিলে তাহাতে শহরের মাসুল না লাগিবার ও তাহা রফ্তানীর কালে লাগিবার কথা।

অন্য২জিনিস কলিকাতায় আমদানীর কালে যত মাসুল লাগিবেক ও তাহার যাহা জাহাজে রফ্তানীর সময়ে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

হয় নাই সে সমস্ত জিনিসের মধ্যে যে নীলের হাসিল এ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নির্দ্ধারিত নিরিখে লাগে তাহাছাড়া সকল জিনিসের আড়ঙ্গের দরের উপর শতকরা ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা পঞ্চোত্তরার হাসিল আমদানীর কালে লাগিবেক। এবং সে হাসিল বন্দর পাটনার কিম্বা ঢাকার অথবা মুরশিদাবাদের কিম্বা চাটিগাঁর অথবা হুগলীর কিম্বা কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লওয়া যাইবেক। এবং পঞ্চোত্তরার যে কালেক্টরসাহেবের স্থানে সে হাসিল দাখিল হইবেক সে সাহেব তাহার রওয়ানা দিবেন। পরে যদি সে জিনিস জাহাজে রফ্তানী না হয় তবে আর কিছু হাসিল কোনখানে পুনরায় না দিয়া সেই রওয়ানার অনুসারে ঐ সুবেজাতের ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্র রফ্তানী হইতে পারিবেক ও তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের নিকট দিয়া চলিবার কালে রওয়ানার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে যে বিলম্বের আবশ্যক হয় তদপেক্ষা অধিক কাল গৌণ হইবেক না। ইহাতে যদি সে জিনিস কোন রকম রেশমী কিম্বা সূতী অথবা গর্ভসূতী কাপড় হয় ও জাহাজে রফ্তানীর কারণ কলিকাতায় আইসে তবে তাহা জাহাজে যাইবার নিশ্চয় বোধ বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের হইলে এবং তদধিকারী রওয়ানা ফিরিয়া দিলে শহর কলিকাতার মাসুল না দিয়া সে জিনিস কলিকাতায় আনিতে পারিবেক। পশ্চাৎ তাহা জাহাজে রফ্তানী হইবার কালে কলিকাতার দরের উপর শহরের মাসুল শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকার হারে লওয়া যাইবেক। আর যদি সে জিনিস ঐ সকল রকমের কোন কাপড় ও বিলায়তের ন্যায়ে বানান নীল না হইয়া শহরের মাসুল লাগিবার যোগ্য অন্য২ জিনিস হয় ও কলিকাতায় আইসে তবে তৎকালে কলিকাতার দরের উপর তাহার মধ্যের তুলায় ও সূতায় ও কাঁচা রেশমে শতকরা ২ দুই টাকার হারে তদ্ভিন্ন জিনিসে শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে শহরের মাসুল লাগিবেক। এবং সে জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহা যত দিন কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহার ধরাট না করিয়া তাহাতে আমদানীর কালে লাগিয়াথাকা সেই শহরের মাসুলের মধ্যে চৌঠী বাদে তাহার রওয়ানাকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং তাহার রফ্তানীর মাসুল মাফ করা যাইবেক। কিন্তু কলিকাতায় শোরা আমদানীর উপর শহরের মাসুল লইয়া সমস্তই সরকারে দাখিল হইবেক তাহার কিছুই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। আর এ ধারাক্রমে মাসুল ফিরিয়া দিবার যোগ্য জিনিসের মূল্য তাহা জাহাজে রফ্তানীর কালে পুনরায় কলিকাতার দরে ধরিয়া হিসাব করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

মূলের লিখিত সুবেজাতের বানান নীলের হাসিল লাগিবার হারের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় যে নীল বিলায়তের ন্যায়ে বনিয়া থাকে তাহার দর কুঠীর ওজন মোনকরা সিক্কা ১০০ এক শত টাকা ধরিয়া সেই দরের উপর শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল তাহা বনিবার স্থানহইতে রফ্তানীর কালে লাগিবেক। এবং সে হাসিল পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের যথায় ইচ্ছা দাখিল করিতে পারিবেক। আর



সে

সে নীল কলিকাতায় আমদানী ও জাহাজে রপ্তানী হইলে তাহাতে আমদানী ও রপ্তানীর হাসিল মাসুল কিছুই পুনরায় লওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার জনিত ও জাত যে কোন রকম কাপড়ের ও অন্যং জিনিসের হাসিল মাফের হুকুম হজুরহইতে হয় নাই তাহা যদি ৪ চতুর্থ ধারার উক্ত আড়ঙ্গের দরের উপর কিম্বা বন্দরী নিরিখী বহীর অনুসারাদি মতান্তরে শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল কোন স্থানে না দিয়া কলিকাতায় আমদানী করে তবে তৎকালে তাহার সেই হাসিল আড়ঙ্গাদির দরের উপর না লইয়া কলিকাতার দরের উপর লওয়া যাইবেক। এবং সে হাসিল দাখিল হইলে পর সে জিনিস কলিকাতায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে এ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার অনুক্রমে নির্ণীত হাসিল পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে দিলে যেমতের ঠাহরিত সেইমতের ঠাহরিবেক। এবং তাহাতে ঐ ৪ ধারার হুকুম খাটিয়া গুণকারক হইবেক ইতি।

আড়ঙ্গাদির দরে হাসিল না দিয়া জিনিস কলিকাতায় আনিলে তাহা পশ্চাৎ যে দরের উপর লাগিবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের এবং নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যেং দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে দিয়াছেন ও যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্ব স্থানের সীমাপারের জনিত ও জাত যে কোন রকম কাপড়ের ও অন্যং জিনিসের হাসিল মাফের হুকুম হজুরহইতে হয় নাই সে জিনিস যদি ডাঙ্গাপথে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় কিম্বা বেহারে অথবা উড়িষ্যায় আমদানী হয় তবে তাহাতে এই সুবেজাতের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের এক স্থানে শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবার যোগ্য হইবেক এবং সে জিনিস কলিকাতায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে এ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার অনুসারে তাহার নির্ণীত হাসিল পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের এক স্থানে দিলে যেমতের ঠাহরে সেইমতের ঠাহর সকল স্থানেই হইবেক। এবং তাহাতে ঐ ৪ চতুর্থ ধারার হুকুম খাটিয়া গুণকারক হইবেক।

কোম্পানির ও নওয়াব উজীরের অধিকারের বাহিরের জনিত ও জাত জিনিস শতকরা ৩॥০ টাকা হাসিল দিয়া কলিকাতাপর্য্যন্ত আনিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নেপালের রাজার অধিকারহইতে যে সকল জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় আমদানী হয় তাহার উপর এ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত সমস্ত হুকুম এতদ্বিশেষে খাটিবেক যে পঞ্চোত্তরার হাসিল শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে না লাগিয়া ২॥০ আড়াই টাকার হারে লাগিবেক ইতি।

নেপালের রাজার অধিকারহইতে আমদানা হইবার জিনিসের হাসিলের হারের স্বতন্ত্র কথা।

৭ ধারা।

এ আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুক্রমে যে জিনিস পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীর

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা জিনিসের

রওয়ানার লিখিত দরকে আড়ঙ্গের চল্তি দর হইতে কম ঠাহারলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কাছারীর রওয়ানার অনুসারে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার সেই রওয়ানার লিখিত দরকে যদি আড়ঙ্গের চল্তি দরঅপেক্ষা কম ঠাহর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব করেন তবে তাহার নমুনা লইয়া তহকীক করিবেন। এবং সে তহকীকে আড়ঙ্গের চল্তি দরঅপেক্ষা কম ঠাহর নিশ্চয় হইলে সেই রওয়ানার লিখিতছাড়া যত টাকা কম ঠাহরে তত টাকার উপর পঞ্চোত্তরার নির্ণীত হাসিল স্বতন্ত্র চড়াইয়া লইবেন। তাহাতে যদি তদধিকারী তাহার যথার্থ দেনা সেই চড়ান হাসিল নগদ না দিয়া জামিন দেয় তবে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অপেক্ষা থাকিলেও তাহার একশেষপর্য্যন্ত সে জিনিস আটক রাখিবেন না। এবং এ ধারাক্রমে পাওয়া ভারানুসারে কার্য্য করা পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইলে তৎকালে বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগকে তাহার বেওরা লিখিয়া জানাইবেন ইতি।

## ৮ ধারা।

রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী কাপড় জাহাজে রফ্তানীর কারণ কলিকাতায় আসিয়া পরে তাহা জাহাজে না গিয়া কোম্পানির ভিন্নাধিকার কোন বন্দরে গেলে তাহার হাসিল লাগিবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কেহ কোন স্থানের জনিত রেশমী কিম্বা সূতী অথবা গর্ভসূতী কিছু কাপড় জাহাজে রফ্তানীর কারণ ডাঙ্গাপথে কলিকাতায় পঁহুছাইয়া পরে তাহা জাহাজে রফ্তানী না করিয়া সুবে বাঙ্গালার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের ভিন্নাধিকার কোন বন্দরে চালাইবার দরখাস্ত করে তবে তাহা জাহাজে রফ্তানী হইবার কালে তাহার কলিকাতার দরের উপর যেমতে শহরের মাসুল লওয়া যাইত সেই মতে সেই বন্দরে রফ্তানী হইবার কালে সেই দরের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে শহরের মাসুল লওয়া যাইবেক।

কোন জিনিস কলিকাতাইতে কোম্পানির ভিন্নাধিকার কোন বন্দরে গেলে তাহার মাসুল ফিরিয়া দিতে নিষেধের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কখন কোন জিনিস কলিকাতায় আমদানী হইলে ও তাহার উপর শহর কলিকাতার মাসুল লওয়া গেলে যদি সে জিনিস বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার কোন বন্দরে রফ্তানী হয় তবে তাহাতে শহর কলিকাতার মাসুল যাহা লওয়া গিয়া থাকে তাহার কিছুই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

## ৯ ধারা।

কোন খানে পঞ্চোত্তরার হাসিল না দিয়া কিছু জিনিস কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরে আনিবার কারণ ডাঙ্গাপথে আনিলে তাহার হাসিল লাগিবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালার কিম্বা বেহারের অথবা উড়িষ্যার কিম্বা বারাণসের এবং নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যে২ দেশ কোম্পানি বাহাদুরকে দিয়াছেন ও যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্ব স্থানের সীমাপার অন্য কোন স্থানের জনিত কিম্বা জাত কোন জিনিস কোম্পানি বাহাদুরের ভিন্নাধিকার যে কোন বন্দর হুগলীর গাঙ্গের ধারে আছে তথায় যাইবার কারণ ডাঙ্গাপথে আসিলে যদি তাহার আড়ঙ্গের দরের উপর কিম্বা বন্দরী নিরিখী বহীর অনুসারাদি মতান্তরে পঞ্চোত্তরার নির্ণীত হাসিল কোনখানে না লওয়া গিয়া থাকে তবে হুগলীর পঞ্চো



ত্তরার

ত্তরার কালেক্টরসাহেব তাহার হাসিল কলিকাতার দরের উপর সেইরূপে লই বেন যেরূপে কোনখানে পঞ্চোত্তরার হাসিল না দিয়া কিছু জিনিস কলিকাতায় আমদানী করিলে তাহার যে হাসিল এ আইনের ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুসারে কলিকাতার দরের উপর লইবার অর্থে হুকুম আছে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— রেশমী কিম্বা সূতী অথবা গর্ভসূতী কোন রকম কাপড় কখন কোম্পানি বাহাদুরের ভিন্নাধিকার কোন বন্দরহইতে জাহাজে রফ্তানী হইলে যদি তাহার রফ্তানীর মাসুল ৮ অষ্টম ধারার অনুসারে পূর্ব্বে না লওয়া গিয়া থাকে তবে তাহাতে কলিকাতার দরের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে মাসুল হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লাগিবার যোগ্য সেইরূপে হইবেক যেরূপে সে জিনিস কলিকাতাহইতে রফ্তানী হইলে সে মাসুল লাগিবার যোগ্য হইত।

রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী কাপড় কোম্পানির ভিন্নাধিকারহইতে জাহাজেরফ্তানীহইবার কালে মাসুল লাগিবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কখন কোন জিনিস পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীর রওয়ানার অনুসারে কোম্পানি বাহাদুরের ভিন্নাধিকার কোন বন্দরে আসিলে যদি তাহার সেই রওয়ানার লিখিত দরকে আড়ম্বর চ্যুতি দরঅপেক্ষা কম ঠাহর হুগলীর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব করেন তবে তাহাতে সে সাহেব সেই মতাচরণ করিবেন যে মতাচরণ সেমত গতিকে এ আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য আছে।

কোম্পানির ভিন্নাধিকারে আমদানীহওয়া জিনিসের সম্পর্কে ৭ ধারার হুকুম খাটিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জাহাজী আমদানী কোন জিনিস কোম্পানি বাহাদুরের ভিন্নাধিকার যে কোন বন্দর হুগলীর গাঙ্গের ধারে আছে তথায় যাইবার কারণ আসিলে যদি তাহার উপর আমদানীর কালে পঞ্চোত্তরার নির্ণীত হাসিল বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে না লওয়া গিয়া থাকে তবে তাহা কলিকাতায় আমদানী হইলে যে হারে সে হাসিল লাগিত সেই হারে সে জিনিস এদেশের মধ্যে যাইবার কালে হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লাগিবার যোগ্য হইবেক ও তাহা লইয়া হুগলীর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব রওয়ানা দিবেন এবং সেই রওয়ানার অনুসারে সে জিনিস সুবেজাত বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মধ্যে এবং ঐ সুবেজাতের সীমানার বাহিরেও যাইবার কালে পঞ্চোত্তরার হাসল লাগিবার যোগ্য হইবেক না ইতি।

জাহাজী আমদানী জিনিস কোম্পানির ভিন্নাধিকার বন্দরে আমদানীর কালে যদি পঞ্চোত্তরার হাসিল না লওয়া যায় তবে তাহা রফ্তানী কালে হাসিল লাগিবার কথা।

## ১০ ধারা।

জানিবেন যে এ আইনের ধারাসকলের লিখিত হুকুমমতে এবং অপর যে কোন বিধিক্রমে পঞ্চোত্তরার আমলায় পঞ্চোত্তরার কাছারীর নিকট দিয়া জিনিস চলিবার কালে তাহার রওয়ানার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার কারণ যে কাল বিলম্ব করিবার সাধ্য রাখেন সে কাল এক দিনের অধিক করিতে পারিবেন না বরং ইহাঅপেক্ষা যত অল্পকাল বিলম্ব হয় ততই ভাল এবং তাহাই করা উচিত ইতি।

রওয়ানার অনুসারে জিনিস চলিতে এক দিনের অধিক বিলম্ব না হইবার কথা।



১১ ধারা।

১১ ধারা।

কলিকাতায় খরচের কারণ আমদানী হওয়া কাপড়দিগর জিনিসের পূরা মাসুল লাগিবার কথা।

যে সকল রকম কাপড়ের ও অন্যং জিনিসে কলিকাতা শহরের মাসুল লাগিবার যোগ্য হয় তাহা দেশং হইতে কলিকাতায় খরচ হইবার কারণ আমদানী হইলে শহর কলিকাতার পূরা মাসুল নগদে কিম্বা ট্রেজুরির বিলের দ্বারা লওয়া যাইবেক। এবং সে জিনিস জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহা যত দিন কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহার ধরাট না করিয়া তাহাতে আমদানীর কালে লওয়া সেই শহরের মাসুলের মধ্যে একতেহাই তাহার রওয়ানাকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। কিন্তু কলিকাতায় শোরা আমদানীর উপর শহরের মাসুল লইয়া সমস্তই সরকারে দাখিল হইবেক তাহার কিছুই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। আর এ ধারাক্রমে মাসুল ফিরিয়া দিবার যোগ্য জিনিসের মূল্য তাহা জাহাজে রফ্তানীর কালে পুনরায় কলিকাতার দরে ধরিয়া হিসাব করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

মাসুল ফিরিয়া দিবার মতের কথা।

১২ ধারা।

হাসিল মাফ না হইয়া থাকা জাহাজী জিনিস কলিকাতায় আমদানী হইলে তাহাতে হাসিল ও মাসুল লাগিবার ও তাহা যত লাগিবেক তাহার কথা।

ঐ হাসিল মাসুল ফিরিয়া দিবার সময়ের কথা।

জাহাজী আমদানী যে কোনপ্রকার জিনিস কলিকাতায় আইসে তাহার উপর হাসিল মাফের হুকুম হজুরহইতে না হইয়া থাকিলে তাহাতে পঞ্চোত্তরার হাসিল ও শহর কলিকাতার মাসুল লওয়া যাইবেক। এবং সে জিনিস পুনরায় জাহাজে রফ্তানী হইলে তাহা যত দিন কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহার ধরাট না করিয়া তাহাতে আমদানীর কালে লাগিয়া থাকা ঐ হাসিল ও মাসুলের মধ্যে দুই তেহাই তাহার রওয়ানাকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং সে জিনিসের মূল্য তাহা জাহাজে রফ্তানীর কালে কলিকাতার দরে ধরিয়া হিসাব করিয়া ফিরিয়া দিতে হইবেক। কিন্তু তাহা আমদানীর কালে নিরিখী বহীর আনুসারিক দরের উপর ঐ হাসিল ও মাসুল লওয়া গিয়া থাকিলে সেই নিরিখেই হিসাব করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

মলাবারের ও কনারীর সুপারী ও মরিচ কলিকাতায় আসিলে তাহাতে মূলের উক্ত রওয়ানা দর্শাইলে কেবল শহরের মাসুল লাগিবার কথা।

মলাবার ও কনারী দেশের যে সুপারী ও গোলমরিচ কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা তথাকার জাত এমত নিদর্শনী মোকাম মলাবারের ও কনারীর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাবের দেওয়া রওয়ানা তাহা আননিয়া দর্শাইতে পারিলে সে জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল শতকরা ৩৷৹ সাড়ে তিন টাকার হারে না লইয়া কেবল কলিকাতা শহরের মাসুল শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে লওয়া যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে যে জিনিসের হা

উত্তরকালে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে নীচের বিতঙ্গী জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল মাফ হইবেক। এবং শহর কলিকাতার

তার ও পাটনার ও ঢাকার ও মুরশিদাবাদের ও বারাণসের শহরের মাসুল মাফ করা যাইবেক। সিল মাসুল মাফ হইবেক তাহার কথা।

বিতং।

নীলের বীজ। পান। শপ মাদুর। হোগলার চাটাই। মৌলাদি নলের চাটাই।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এমত সন্দেহ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে যে চালান পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিল করিতে হুকুম আছে তাহার লিখিত মূল্যদৃষ্টে জিনিসের প্রকৃত দরের ঠাহর কিরূপে হইবেক অতএব সেই প্রকরণের হুকুম স্পষ্ট করিবার অর্থে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল। ইং ১৮০০ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম স্পষ্ট করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কখন কোন জিনিসের চালান পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিল না হইলে কিম্বা দাখিলহওয়া কোন চালানে জিনিসের প্রকৃত দর অর্থাৎ যথাকার জনিত কিম্বা জাত জিনিস তথাকার যথার্থ মূল্য লেখা যায় নাই এমত বোধ সে সাহেবের হইলে আমদানীর কালে তাহার মূল্য কলিকাতার দরে ধরিয়া না দাখিল চালানী জিনিসের সেই মূল্যের উপর এবং দাখিল চালানী জিনিসের যত মূল্য সে চালানঅপেক্ষা বেশী ঠাহরে তাহা বাড়াইয়া মোটের উপর হাসিল চুক্তি করিয়া লইতে হইবেক ইতি। আসল দরের সন্দেহ জন্মিলে তাহা ভঞ্জনের মতের কথা।

১৬ ধারা।

এ ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী১৮০১ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ রদ হইল। উত্তর কালে লোকদিগের ব্যয়ার্থে যে সকল জিনিস আসিবেক তাহাতে পঞ্চোত্তরার হাসিল ও শহরের মাসুল লাগা সম্ভব হইলে তাহা মহাজনী জিনিসের অনুসারে লাগিবেক। কিন্তু দরকারী পুলিন্দাদি লওয়াজিমা যে সরঞ্জাম বিলায়তহইতে আসিবেক তাহা বিনাহাসিলে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব ছাড়িয়া দিতে পারিবেন ইতি। পুলিন্দাদি লওয়াজিমা ছাড়া সকল জিনিসের উপর হাসিল মাসুল মহাজনী জিনিসের মতে লাগিবার কথা।

১৭ ধারা।

উত্তর কালে গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরের স্বতন্ত্র হুকুমব্যতীত কোন জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল এবং শহরের মাসুল মাফ হইবেক না। ইহাতে যদি কখন কোন জিনিসের নির্ণীত হাসিল মাসুল মাফ করা ঐ হজুরের উচিত বোধ হয় তবে তাহার অর্থে স্বতন্ত্র হুকুম পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব পাইবেন ইতি। হজুরের বিনাহুকুমে কোন জিনিসের হাসিল মাসুল মাফ না হইবার কথা।

১৮ ধারা।

জাহাজী আমদানী পিপাভরা সকল প্রকার মদিরার উপর এইক্ষণে শতকরা মদিরার হাসিল লাগিবার মতের কথা।

৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে পঞ্চোত্তরার হাসিল যে গতিকে লাগে পশ্চাৎ সে গতিকে না লইয়া পিপাপ্রতি ৩০ ত্রিশ পৌণ্ডষ্টর্লিং দর ধরিয়া সেই দরের উপর শতকরা ঐ হারে হাসিল লওয়া যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

দোকর আমদানী কহিয়া কোন জিনিস কলিকাতায় আনিলে তাহার হাসিল লাগিবার গতিকের কথা।

যদি কলিকাতায় আমদানীহওয়া কোন জিনিসকে কেহ দোকর আমদানীহওয়া কহে ও সে জিনিস আদৌ আমদানীর পর রফ্তানীর কালে বহীতে লেখা না গিয়া থাকে তবে তাহার উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল সেইরূপে লাগিবেক যেরূপে তাহা কখন কলিকাতায় না আসিলে আদৌ আমদানীর কালে লাগিত ইতি।

২০ ধারা।

সানী রওয়ানার রসুম লইবার মতের কথা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের সাধ্য আছে যে কখন ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আইনের ১৫ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে কোন জিনিসের সাবেক রওয়ানার বদলে সানী অর্থাৎ দোকর রওয়ানা দিতে হইলে তাহাতে আপনার ও আপন ডেপুটি ছোট সাহেবের প্রাপ্তির অর্থে ঐ ১১ আইনের ১২ ধারার তৃতীয় প্রকরণের উল্লিখিত হারে আসল রওয়ানার লিখিত দরের উপর রসুম লন্ ইাত।

২১ ধারা।

কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব জিনিসের ফিরাস্তি রাখিবার ও তাহার রসুম লইবার কথা।

বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে জাহাজে রফ্তানী হইবার একরারে যত কাপড় ও নীল দেশ২হইতে রওয়ানার অনুসারে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার তালিকা ফিরিস্তি রাখেন্। আর সে সাহেবকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে আপনার ও আপন ডেপুটি ছোট সাহেবের প্রাপ্তির অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আইনের ১২ ধারাব ৩ তৃতীয় প্রকরণের উল্লিখিত হারে সেই রওয়ানার লিখিত মূল্যের উপর রসুম লন্ ইতি।

২২ ধারা।

কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব আপনার ও আপন ডেপুটির লাভার্থে জাহাজে রফ্তানীর যে যে জিনিসে রসুম লইবেন তাহার কথা।

বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের সাধ্য আছে যে জাহাজে রফ্তানী হইবার যে সকল জিনিসের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে হাসিল লইয়া থাকেন্ তাহার সেই হাসিলের মোটের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে রসুম স্বতন্ত্র লন্। এবং হাসিলমাফী যে জিনিস জাহাজে যায় তাহাতে যত মাসুল লাগা সম্ভব হইত সেই মোটের উপরেও ঐ হিসাবে রসুম লইবেন। কিন্তু রুপার ও সোণার এবং এই দুই ধাতুর মুদ্রার ও খাদ্য শস্যের উপর কিছু রসুম লইবেন না। ইহাতে যত রসুম লইবেন তাহার বিভাগ নীচের লিখনানুসারে হই



বেক

বেক এতাবতা দশ ভাগ হইয়া তাহার নয় ভাগ কালেক্টরসাহেব এক ভাগ হার ডেপুটি ছোট সাহেব পাইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

হাসিল মাসুল লইবার নিদর্শনী সাবেক যে সকল আইন এ আইনের অনুসারে রদাদি না হইল তাহা বহাল থাকিবার কথা।

জানিবেন যে বন্দর কলিকাতার ও হুগলীর ও মুরশিদাবাদের ও পাটনার ও চাটিগাঁর ও ঢাকার ও বারাণসের পঞ্চোত্তরার হাসিল এবং কলিকাতা শহরের মাসুল লাগিবার নিদর্শনী যে সকল আইন এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে বহাল ছিল এবং এ আইনের অনুসারে ফেরফার ও রদ না হইল সে সকল আইন বহাল থাকিবেক। আর সে সকল আইনের লিখিত যেং নিষেধ ও বিধি এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে বলবৎ ছিল সেই নিষেধ ও বিধির অনুসারে ঐ বন্দরসকলে পঞ্চোত্তরার হাসিল ও কলিকাতা শহরের মাসুল লইতে হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এ আইনের ১৪ ধারার বিতঙ্গী জিনিসের সম্পর্কীয় হাসিলমাফী হুকুম অন্যং জিনিসের উপর মূলের উক্ত শহর সকলের মাসুল লইবার বিষয়ে না খাটিবার কথা।

বুঝিবেন যে এ আইনের ১৪ ধারার বিতঙ্গী জিনিসের অর্থে পঞ্চোত্তরার হাসিল ও শহরের মাসুলমাফের যে হুকুম হইয়াছে সে হুকুম সেই বিতঙ্গী জিনিস ছাড়া এ আইনের নিদর্শনে অন্য সকল জিনিসের উপর শহরের মাসুল শহর পাটনায় ও ঢাকায় ও মুরশিদাবাদে ও বারাণসে লইবার বিষয়ে খাটিবেক না অন্য সকল জিনিসের উপর শহরের মাসুল ঐ শহরসকলে পূর্ব্বমতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১০ দশম আইনের লিখিত হুকুমক্রমে লওয়া যাইবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

গঙ্গাসাগরাদি স্থানে২ সন্তান দিয়া মাননিত শুধিবার পদ্য নিবারণের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী১৮০২ সালের ২০ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৯ সালের ৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৯ সালের ৭ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৯ সালের ৫ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৯ সালের ৭ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৭ সালের ২০ রবীয়াঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিদিত হইল যে গঙ্গাসাগর সঙ্গম স্থলে এবং বাঁশবাড়িয়া ও চাকদহাদি নদীতট স্থানে২ সন্তানদিগেরে জলে মগ্ন করিয়া কিম্বা হাঙ্গরাদি ভুক্ত করাইয়া যে মারণ ক্রিয়াতে উৎকট পাপ ঘটে এবং তাহা মনুষ্যের অকর্ত্তব্যও বটে তাহা করিয়া মাননিত শুধিবার পদ্য পড়িয়াছে। বিশেষতো গঙ্গাসাগরে এমতে মাননিত শোধ দিবার নির্ণীত সময় আছে এতাবতা ইঙ্গরেজী নবেম্বর মাসে হয় কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তাহাতে এবং জানুআরি মাসে হয় উত্তরায়ণ সংক্রান্তি তাহাতেও এইরূপে মাননিত শুধিয়া থাকে। এবং তথায় ঐ সকল নির্ণীত সময়ে কেহ জ্ঞানোদিত বয়ঃক্রমেও স্বেচ্ছাধীন কামনাপূর্ব্বক গা ঢালিয়া প্রাণত্যাগ করে। এতদ্ভিন্ন চাকদহাদি স্থানে২ও সন্তানদিগেরে জলে মগ্ন করাইয়া মাননিত শুধিবার পদ্য বিস্তর আছে ও তথায় কোন২ সময়ে সেমতে জলে মগ্ন হওয়া সন্তানের পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে। কিন্তু সেমতোদ্ধারের সম্ভাবনা গঙ্গাসাগরে কদাচিত হয় না বরং তথায় এমত কুক্রিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়তাক্রমে করে এই যে সকল গতিকের মাননিত শুধিবাতে মধ্যে২ অনেক বিরুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে এ সকল গতিকের মাননা ধর্ম্ম বহির্ভূত কামনা বলা যায় এবং ইহা কোন শাস্ত্র সম্মতও হয় না এবং কোন সম্প্রদায় ও লোকদিগের জীবের রীতিও এমত নাই আর হিন্দুর ও মুসলমানের রাজত্বকালের এমতাচরণের পদ্য বলবৎ ছিল না। এপ্রযুক্ত যে কেহ এমতাপরাধ করে সে ব্যক্তি সুতরাং শাস্ত্যর্হ হয় এবং এমত পদ্য আছে কহিয়া কেহ আপনকৃত এতাদৃশাপরাধহইতে মুক্তহইতে পারে না।, অতএব এ বিষয়ের নিবারণ সর্ব্বতোভাবে হইবার কারণ ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল ইহা সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইবার কালহইতে চলন হইবেক ইতি।



২ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন.

### ২ ধারা।

কেহ মূলের লিখিত অপরাধ করিলে কতল অমদের যোগ্য হইয়া তাহার তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে চালান হইবার। ও তাহাতে ঐ আদালতের হুকুম হইবার কথা।

যদি কেহ চেষ্টাপূর্ব্বক আপনার কোন সন্তানকে কিম্বা অপর কোন বালককে তস্য সম্মতি কিম্বা অসম্মতিতে সাগরে কিম্বা গঙ্গায় অথবা অন্য নদীতে মগ্ন করে কিম্বা করায় ও সেই মগ্নাধীন কিম্বা হাঙ্গর ও কুম্ভীরে গ্রাস করিবাতে অথবা অন্য কোনমতে সে সন্তানাদি প্রাণে মরে তবে তৎকর্ম্মকারী প্রমাণপূর্ব্বক কতল্ অমদ্ অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের শাস্তি অর্থাৎ প্রতিহত্যার্হ হইবেক। এবং যাহারা তাহার উত্তরসাধক সঙ্গী থাকে তাহারাও তৎপাপ ভাগী ঠাহরিয়া আপনং পাপানুযায়ী শাস্তি পাইবেক ও সে সকল অপরাধির কৃতাপরাধ সাব্যস্থ হইলে তাহার তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে চালান হইবেক। ও তাহাতে শরার আমলার দেওয়া ফতওয়া যাহা হউক তাহার উপরে ঐ আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৭৫ ধারার অনুসারে হুকুম দিবেন। কিন্তু যদি কোন অপরাধিকে সেমত কোন অপরাধ ক্ষমাকরা কর্ত্তব্য হয় তবে তাহার হেতু বেওরা করিয়া লিখিয়া সেই আইনের ৭১ ধারার অনুক্রমে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

কোন অপরাধিকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য হইলে তাহার হেতু লিখিয়া হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

### ৩ ধারা।

জলে ডুবান কোন বালক উদ্ধার হইলে তাহাকে ডুবানিয়া ব্যক্তি উৎকট শাস্ত্যার্হ হইয়া দায়ের ও সায়েরী আদালতের বন্দি হইবার কথা।

যদি কেহ উপরের ধারার লিখনানুসারে আপনার কোন সন্তানকে কিম্বা অপর কোন বালককে জলে মগ্ন করে কিম্বা করায় ও তাহাকে কেহ শ্রীশ্রীশ্বরের প্রীতে উদ্ধার করে অথবা দৈবাৎ তাহার উদ্ধার হয় তবে যে কেহ তাহাকে এমতাপদ্গ্রস্ত করে ও যে কেহ সে কর্ম্মের উত্তরসাধক সঙ্গী থাকে প্রমাণপূর্ব্বক তাহারা উৎকট শাস্ত্যাহ হইয়া দায়ের ওসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা শরার আমলার দেওয়া ফতওয়াক্রমে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যথোচিত শাস্তি পাইবেক ইতি।

### ৪ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা মূলের লিখিত পদ্য নিবারণ করিবার এবং এ আইনের হুকুমের ইশ্তিহার দিবার কথা।

যে সকল জিলায় মাননিত সন্তান দিয়া বধিবার পদ্য আছে তত্রাকার মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা না হইতে পারিবার অর্থে অতিসাবধান থাকেন্ এবং যথায়ং ও যে যে সময়ে এমতে মাননিত শোধ দেয় তথায়ং এবং সেইং সময়েও এ আইনের হুকুম ঘোষণা দেওয়ান ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FOSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

সমুদ্রপন্থী জাহাজী কোন২ জিনিস বাঙ্গালায় আমদানী হইয়া তাহা পুনরায় এ দেশের মধ্যে রফ্তানী হইলে তাহাতে পঞ্চোত্তরাদির হাসিল না লাগিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের তারিখ ১৮ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৯ সালের ৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১০ সালের ৯ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১০ সালের ৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৯ সালের ৯ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৭ সালের ২১ রজবে জারী হইল।

পূর্ব্বে সমুদ্রপন্থী জাহাজী জিনিস বাঙ্গালায় যথেষ্ট আমদানী হইবার নিমিত্তে এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের চাকর তথা শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চাকর বাঙ্গালার মোতালক কলমজীবী ও যুদ্ধজীবী সাহেবদিগের এবং এদেশে বসতি করিবার সাধ্যবান অন্য২ ইঙ্গরেজদিগের হিতের জন্যে আর তাহারা জাহাজী আমদানী দরকারী জিনিস প্রকৃত মূল্যে অনায়াসে পাইবার কারণেও ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আইনের ১০ দশম ধারার ১ প্রথম প্রকরণে হুকুম হইয়াছে যে জাহাজী জিনিস বাঙ্গালায় আমদানীর কালে যদি তাহার উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল বন্দর কলিকাতার কিম্বা হুগলীর অথবা চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লওয়া যায় তবে পশ্চাৎ সেই কাছারীর রওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে জিনিস এ দেশের কোন খানে রফ্তানী হইলে পুনরায় হাসিল লাগিবার যোগ্য হইবেক না। আর ঐ আইনের ১০ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুক্রমেও হুকুম আছে যে উপরের উক্ত জিনিস রওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যে রফ্তানী হইতে লাগিলে সে সঙ্গে হাসিলমাফী রওয়ানা পঞ্চোত্তরার ঐ কাছারীসকলের যে কোন স্থানহইতে দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তথাহইতে দেওয়া যাইবেক। এমত২ হুকুম থাকিতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কলমজীবী ও যুদ্ধজীবী সাহেবদিগের এবং বারাণসবাসী অন্য২ সাহেব লোকের এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যে২ দেশ কোম্পানি বাহাদুরকে দিয়াছেন তথাকার স্থায়ী সাহেবদিগের প্রমুখাৎ বিদিত হইল যে সমুদ্রের পথে জাহাজে বোঝাই হইয়া যে সকল দরকারী জিনিস বাঙ্গালায় আমদানী হয় তাহার উপর রফ্তানীর কালে বারাণসে এবং উপরের উক্ত নওয়াব হেতুবাদ।



উজীরের

উজীরের দেশে হাসিল লাগে এ কারণ সে সকল জিনিস মাহার্ঘ্য হয় অতএব ঐ স কল সাহেব লোকের হিতের কারণ এবং সেমত সকল জিনিস বাঙ্গালায় যথেষ্ট আমদানী হইবার নিমিত্তে ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

নীচের বিতঙ্গী জিনিসের হাসিল আমদানীরকালে দিলে পর পুনরায় রফ্তানীমুখে না লাগিবার কথা।

নীচের বিতঙ্গী জাহাজী জিনিস বাঙ্গালায় আমদানী হইবার কালে তাহার উপর বন্দর কলিকাতার কিম্বা হুগলীর অথবা চাটিগার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে হাসিল লাগিবেক পরে সে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার যে পর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তন্মধ্যের কোনখানে ও বারাণসের কোন স্থানে আর নওয়াব উজীর বাহাদুর আপন অধিকারের যাহা কোম্পানি বাহাদুরকে দিয়াছেন এবং যাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন সে সর্ব্ব স্থানেও রফ্তানী হইলে তাহার হাসিল পুনর্ব্বার লওয়া যাইবেক না। ইহাতে যে সময়ে সে জিনিস এ দেশের কোন স্থানে রফ্তানী হইবেক সে সময়ে বন্দর কলিকাতার কিম্বা হুগলীর অথবা চাটিগার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব তাহার সঙ্গে হাসিলমাফী রওয়ানা দিবেন।

বিতং।

পঞ্চোত্তরার কালেকটরসাহেবেরা হাসিল মাফী রওয়ানা দিবার কথা।

সকল রকম মদিরা। পনীর। হাম অর্থাৎ লবণাক্ত শূকরের ফড়া। গ্রোসরী অর্থাৎ কাওয়াওগয়রহ দোকানদারী জিনিস। মোরব্বা। আচার। চাহা। চীনের ও ইঙ্গরেজের বিলায়তওগয়রহের মাটির বাসন। সীসাঘটিতাদি স্বচ্ছ দ্রব্য। নানাজাতীয় রাঙ্গের দ্রব্য। লোহার দ্রব্য। মোজাওগয়রহ। বনাত। বোতাম। চর্ম্মের জুতা ও মোজা। টুপি। ফ্লানেল। কম্বল। ঐর্লও দেশী কাপড়। মাঞ্চেষ্টর বন্দরের কাপড়। ইঙ্গরেজী বারাণী। বুট। চামের পায়জামা। দস্তানা। স্ত্রীলোকের পোষাক। লাঙ্কীন কাপড়। মান্দ্রাজী কাপড়। বিলায়তী গন্ধদ্রব্য। মেজ ও চৌকীওগয়রহ কাঠরা জিনিস। ঘোড়ার জীন। কেতাব। কলমাদি লিখিবার সরঞ্জাম।

৩ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেকটরসাহেবেরা রসুম পাইবার কথা।

রসুম ভাগের মতের কথা।

বন্দর কলিকাতার কিম্বা হুগলীর অথবা চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা এ আইনের মতে যত রওয়ানা দেন তাহাতে এ আইনের অনুসারে নিজ প্রাপ্তির জন্যে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আইনের ১২ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত হারে রসুম লইতে পারিবেন। এবং সেই রসুম বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব যত লইবেন তাহা আপন ডেপুটি ছোট সাহেবের সহিত ঐ ১১ আইনের ১২ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত রসুম বিভাগের নিদর্শনী হারে ভাগ করিয়া পাইবেন ইতি।



৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ আইন যে সময়ে বন্দর কলিকাতার ও হুগলীর ও চাটিগাঁর ও বারাণসের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলে পঁহুছিবেক সেই সময়হইতে চলন হইবেক।

এ আইনমতে কার্য্য করিবার সময়নির্ণয়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের বিতঙ্গী যে জিনিস এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সুবে বেহারছাড়া এ দেশের যে কোন স্থানে রফ্তানী হইয়া অদ্যাবধি না পঁহুছিয়া থাকে তাহার সঙ্গে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে যে রওয়ানা দেওয়া গিয়া থাকে সে রওয়ানা এ আইনের অনুক্রমে মাফার যোগ্য হইবেক ইতি।

রফ্তানী হইয়া যে সকল জিনিস অদ্যাবধি যথা স্থানে না পঁহুছিয়া থাকে তাহার হাসিল মাফ হইবার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

### ৫ দফা।

ঢাকার প্রবিন্স্যল আদালতের বিষয়। ১
সরকারী মামুল ও শহরের মাসুলের বিষয়। ... ... ১
বালকাদি নিক্ষেপকরণের বিষয়। ১
জামিনের বিষয়। ... ... ১
মদিরাদির বিষয়। ... ... ১

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

| প্রস্তাব। | বিষয়ের তলে। |
|---|---|
| আক্কৌণ্টাণ্টের। ... ... | মদিরাদির। |
| আপীলের। ... ... | জামিনীর। |
| আসিষ্টাণ্টের। ... ... | ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতের। |
| সুপারীর। ... ... | সরকারী হাসিলের। |
| বেহারের (আমদানীর)। ... | ঐ। |
| ঐ (রফ্তানীর)। ... ... | ঐ। |
| বারাণসের (ঐ)। ... ... | ঐ। |
| কলিকাতার (ঐ)। ... ... | ঐ। |
| ঐ (আমদানীর)। ... ... | ঐ। |
| মোকদ্দমার। ... ... | ঢাকার প্রবিন্স্যল আদালতের। |
| কয়লার। ... ... | সরকারী হাসিলের। |
| কালেকটরসাহেবের। ... ... | ঐ। |
| আদায়করা টাকার। ... ... | মদিরাদির। |
| কমিস্যনের। ... ... | ঐ। সরকারী হাসিলের। |
| কয়েদকরণের। ... ... | জামিনীর। |
| জব্দকরণের। ... ... | মদিরাদির। |
| খরচার। ... ... | জামিনীর। |
| তুলার। ... ... | সরকারী হাসিলের। |
| হাসিলের। ... ... | ঐ। |
| আসামীর। ... ... | জামিনীর। |
| এতমামদার সাহেবের নায়েবের। ... | মদিরাদির। |

আটককরণের

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।


| | |
|---|---|
| আটককরণের। | সরকারী হাসিলের। |
| ভাটীর পরিমাণের। | মদিরাদির। |
| ভাটীর। | ঐ। |
| মাসুল ফিরিয়া দেওনের। | ঐ। সরকারী হাসিলের। |
| মাসুলের। | সরকারী হাসিলের। |
| হকীকতের। | মদিরাদির। |
| সিরিস্তার। | ঢাকার প্রবিন্স্যাল আদালতের। |
| তদারকের। | মদিরাদির। |
| বর্জিত কথার। | সরকারী হাসিলের। |
| রফ্তানীর। | ঐ। মদিরাদির। |
| রসুমের। | জামিনীর। সরকারী হাসিলের। |
| জরীমানার। | মদিরাদির। |
| ভিন্ন জাতীয়েরদের বসতির। | সরকারী হাসিলের। |
| গুনাহগারীর। | মদিরাদির। |
| প্রবঞ্চনার। | ঐ। |
| মাফকরণের। | ঐ। |
| ঘৃতের। | সরকারী মাসুলের। |
| গুদামের। | মদিরাদির। |
| দ্রব্যের। | সরকারী মাসুলের। |
| নীলের। | ঐ। |
| উপস্থিতকালীন রসুমের। | জামিনীর। |
| চালানের। | সরকারী হাসিলের। |
| তটে উঠানের। | মদিরাদির। |
| পরওয়ানার। | ঐ। |
| বিরোধের। | জামিনীর। |
| মাজিষ্ট্রেটের। | মদিরাদির। বালক নিক্ষেপের। |
| শিল্পনির্ম্মিত বস্তুর। | সরকারী হাসিলের। |
| ক্ষুদ্রাপরাধের। | বালক নিক্ষেপের। |
| খুনের। | ঐ। |
| নেপালের। | সরকারী হাসিলের। |
| নিজামৎ আদালতের। | বালক নিক্ষেপের। |
| এত্তেলার। | মদিরাদির। |
| শপথের। | ঐ। |
| পাসের। | ঐ। |

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| যোত্রহীনের। | ... | ... | জামিনীর। |
| জরীমানার। | ... | ... | মদিরাদির। |
| মরিচের। | ... | ... | সরকারী হাসিলের। |
| কাপড়ের থানের। | ... | ... | ঐ। |
| ফরিয়াদীর। | ... | ... | জামিনীর। |
| আসল দামের। | ... | ... | সরকারী হাসিলের। |
| আইনের। | ... | ... | ঐ। |
| খুজরা বিক্রয়ের। | ... | ... | মদিরাদির। |
| রওয়ানার। | ... | ... | সরকারী হাসিলের। |
| বিক্রয়ের। | ... | ... | ঐ। |
| সোরার। | ... | ... | ঐ। |
| মোহরের। | ... | ... | মদিরাদির। |
| ক্রোক্‌করণের। | ... | ... | ঐ। |
| জাহাজাদির। | ... | ... | ঐ। |
| দোকানের। | ... | ... | ঐ। |
| রেশমের। | ... | ... | সরকারী মামুলের। |
| ভাটীর। | ... | ... | মদিরাদির। |
| সদর দেওয়ানী আদালতের। | | ... | জামিনীর ঢাকার প্রবিন্সাল আদালতের। |
| এতমামদারের। | ... | ... | মদিরাদির। |
| ওয়াইন শরাবের। | ... | ... | সরকারী হাসিলের। |

ঢাকার

## ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| ঢাকার প্রবিন্স্যাল আদালতের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ঢাকায় দুই আপীল আদালত স্থাপন হইবে। ... | ৪ | ২ | ০ |
| আমলার হাজিরহওনবিষয়ের এবং আদালতের হুকুম জারী হইবার বিষয়ের ও অধিক আমলা রাখিবার আবশ্যক হইলে তাহার বিষয়ের বিধি। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| এই আইন যত কালপর্য্যন্ত বহাল থাকিবে তাহার বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| **সরকারী হাসিল ও শহরের হাসিলের বিষয়।** | | | |
| ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১১ আইনে যে সরকারী মাসুল ধার্য্য হইয়াছে তদনুসারে কাপড়ের থানপ্রভৃতির মাসুল লওয়া যাইবেক। ... ... ... ... | ১ | ২ | ০ |
| অযোধ্যাহইতে আমদানীকরা জিনিসের উপর মাসুল। বর্জনীয় কথা। মাসুল ফিরিয়া দেওনবিষয়। ... ... | ৫ | ঐ | ১ |
| বিলায়তের ন্যায় বানান নীলের উপর হাসিল। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| রেশমী ও সূতী ও গর্ভসূতী কাপড় আমদানী ও রফ্তানী করিতে যে মাসুল লাগিবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| উপরের উক্ত জিনিস বারাণসের পথে না আসিয়া সোজাসুজি বেহারে আসিলে তাহাতে পঞ্চোত্তরার যে হাসিল লাগিবে তাহা। অযোধ্যাহইতে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে পুনশ্চ বিধি। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| সুবে বারাণসের জনিত ও জাত জিনিস বেহারে রফ্তানী হইলে যে মাসুল লাগিবে তাহা। তাহাতে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ১ |
| বারাণসের জাত যে নীল জাহাজে রফ্তানী হইবার নিমিত্তে রফ্তু হয় তাহার যে হাসিল লাগিবে তাহা। .... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার জনিত ও জাত | | | |

সকল

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| সকল রকম জিনিসের উপর যে মাসুল লাগিবে তাহা। তাহাতে বর্জ্জিত কথা ও যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা। ... | ৫ | ৪ | ১ |
| সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার উপৎন্ন নীলের হাসিল। | ঐ | ঐ | ২ |
| আড়ঙ্গের মূল্যানুসারে যে কাপড়ের হাসিল না লওয়াগিয়া থাকে তাহার উপর যে হারে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা। | ঐ | ৫ | ০ |
| কোম্পানির ও নওয়াব উজীরের অধিকারের বাহিরের জনিত ও জাত জিনিসের উপর যে মাসুল লাগিবে তাহা। .... | ঐ | ৬ | ১ |
| নেপালহইতে জিনিস আমদানীকরণবিষয়ের বিশেষ কথা। | ঐ | ঐ | ২ |
| জিনিসের প্রকৃত মূল্যহইতে কম মূল্য লিখিত হইলে পঞ্চোত্তরার সাহেবেরদের যাহা কর্ত্তব্য। ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| রেশমী ও সূতী কাপড় জাহাজে রফ্তানী হইবার কারণ কলিকাতায় আসিয়া পরে তাহা জাহাজে না গিয়া কোম্পানির ভিন্নাধিকারের কোন বন্দরে গেলে তাহাতে রফ্তানীর মাসুল লাগিবে। | ঐ | ৮ | ১ |
| কোন জিনিস কলিকাতাহইতে কোম্পানির ভিন্নাধিকারের কোন বন্দরে গেলে তাহার মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে না। | ঐ | ঐ | ২ |
| কোন স্থানে ডাঙ্গাপথে কোন জিনিস কোম্পানির ভিন্নাধিকার দেশে আমদানী হইলে তাহার মাসুল লাগিবে। .... | ঐ | ৯ | ১ |
| রেশমী ও সূতী কাপড় কোম্পানির ভিন্নাধিকারদেশেহইতে জাহাজে রফ্তানী হইবার কালে যে মাসুল লাগিবে তাহা। .. | ঐ | ঐ | ২ |
| ৭ ধারার লিখিত বিধি কোম্পানির ভিন্নাধিকারদেশের বন্দরে আমদানীকরা জিনিসের উপরে খাটিবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| জাহাজী আমদানী জিনিসের উপর কোম্পানির ভিন্নাধিকারদেশে আমদানীর কালে যদি পঞ্চোত্তরার হাসিল না লওয়া যায় তবে তাহার রফ্তানীকালে হাসিল লাগিবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| রওয়ানার জিনিস এক দিনের অধিক আটক করিতে নিষেধ। | ঐ | ১০ | ০ |
| কলিকাতার খরচের কারণ আমদানীহওয়া কাপড়প্রভৃতি জিনিসের পূরা মাসুল লাগিবে। সোরাব্যতিরেকে অন্য দ্রব্যের উপরে রফ্তানীর মুখে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। .... | ঐ | ১১ | ০ |
| সমুদ্রপথে কলিকাতায় জিনিস আমদানী হইলে তাহার মাসুলের বিষয়ের বিধি। সেই জিনিস রফ্তানী হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |

মলাবারের

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| মলাবারের ও কানারীর সুপারী ও মরিচ কলিকাতায় আসিলে তাহাতে যে মাসুল লাগিবে তাহা। ... ... | ৫ | ১৩ | ০ |
| যেং জিনিসের হাসিল মাফ হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৪ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার হুকুম স্পষ্ট করিবার কথা। ... ... ... | ঐ | ১৫ | ১।২ |
| পুলিন্দাদি লওয়াজিমাদ্রব্যের বিষয়ের বিধি। ... ... | ঐ | ১৬ | ০ |
| হজুরের বিনাহুকুমে কোন জিনিসের হাসিল মাফ হইবে না। | ঐ | ১৭ | ০ |
| মদিরার হাসিলের যেরূপ হিসাব করা যাইবে তাহা। ... | ঐ | ১৮ | ০ |
| দোকর আমদানী কহিয়া কোন জিনিস কলিকাতায় আনিলে তাহার যে হাসিল লাগিবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৯ | ০ |
| সানী রওয়ানার রসুম লইবার বিষয়। ... ... | ঐ | ২০ | ০ |
| কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব জিনিসের ফিরিস্তি রাখিবেন ও তাহার রসুম লইবেন। ... ... | ঐ | ২১ | ০ |
| কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব আপনার ও আপন ডেপুটীর লাভার্থে জাহাজে রপ্তানীহওয়া জিনিসের রসুম লইবেন। | ঐ | ২২ | ০ |
| হাসিল লইবার নিদর্শনী সাবেক যে সকল আইন এই আইন ক্রমে রদাদি না হইয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবে। ... | ঐ | ২৩ | ০ |
| এই আইনের কেবল ১৪ ধারা শহর বারাণস ও পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকার উপরে খাটিবেক। ... ... | ঐ | ২৪ | ০ |
| কতকং জিনিস সমুদ্রপথে বাঙ্গালাতে আমদানী হইয়া কলিকাতায় কি হুগলি কি চট্টগ্রামে নির্দ্ধারিত হাসিল দিয়া থাকে তাহার উপরে আর কোন মাসুল লাগিবে না এবং তত্তৎ স্থানের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা হাসিলমাফী রওয়ানা দিবেন। | ৭ | ২ | ০ |
| ঐ মাফী রওয়ানার উপরে কালেক্টরসাহেব আপনার ও আপন ডেপুটীসাহেবের লাভার্থে রসুম লইবেন। ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| যে কালাবধি ঐ আইন জারী হইবে তাহা। ... | ঐ | ৪ | ০ |
| **গঙ্গাসাগরে বালকাদি নিক্ষেপের বিষয়।** | | | |
| গঙ্গাসাগরাদি স্থানেং সন্তান দিয়া মাননিত শুধিবার পদ্যানিবারণের বিষয়। ... ... ... ... | ৬ | ২ | ০ |

জলে

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| জলে ডুবান কোন বালক উদ্ধার হইলে তাহাকে ডুবানিয়া ব্যক্তি উৎকট শাস্ত্যর্হ হইবে। ... ... ... | ৬ | ৩ | ০ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা উপরের উক্ত অপরাধনিবারণ করিবেন। | ঐ | ৪ | ০ |
| **জামিনীর বিষয়।** | | | |
| আসামীর হাজিরহওনবিষয়ে প্রথমতঃ হাজিরজামিনী লওয়া যাইবে তাহার পর যে অধিক জামিন লওয়া যাইতে পারে তাহার বিষয়ের বিধি। ... ... ... | ৩ | ২ | ০ |
| যোত্রহীনাদির মোকদ্দমার উকীলকে যে খরচা দেওয়া যাইবে তাহার বিষয়ের বিধি। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| উপরের উক্ত বিধি রেজিষ্টরসাহেবের শুননযোগ্য মোকদ্দমার উপরে খাটিবে। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| যে২ গতিকে উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা। | ঐ | ৫ | ০ |
| কোন যোত্রহীন অসঙ্গত নালিশ কিম্বা আপীল করিলে তাহাকে অধিক কাল মিয়াদে কয়েদ করিতে হুকুমের কথা। | ঐ | ৬ | ০ |
| **মদিরাদির বিষয়।** | | | |
| বিনাপাট্টায় বিলায়তী ডৌলে মদিরা চোঁয়াইবার কারখানা করা যাইবে না করিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... | ২ | ২ | ০ |
| বিলায়তী ডৌলে যে সকল ভাটী স্থাপন করা যায় তাহার রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরসাহেবেরা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরদিগকে দিবেন। ... ... .... | ঐ | ৩ | ০ |
| মদিরা চোঁয়াইবার কারখানাপ্রভৃতির মালিকের পাট্টা পাইবার দশদিন পরে যে হকীকৎ লেখা যাইবে ও তাহা না লেখাইলে যত দণ্ড হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| মদিরাকারকের মদিরার কারখানার সরঞ্জাম কার্য্যে লাগাইবার পাঁচ দিন পূর্ব্বে তাহা বহীতে লেখাইবে ও তাহা না লেখাইলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| জুষ্টিস পিসসাহেবের ও যাঁহারদের আমলারা আপন২ ইচ্ছায় মদিরা চোঁয়াইবার কারখানায় ও তাহার গুদামে যাইতে পারিবে। তাহাতে যদি কেহ প্রতিবাদী হয় তবে তাহার যে দণ্ড করা যাইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |

ভাটীর

## ইঙ্গরাজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ভাটীর পরিমাণের বিষয়। তদ্বিষয়ের জরীমানা। ... | ২ | ৭ | ০ |
| এতমামদারসাহেব ও তাঁহার ডেপুটী সাহেব যে শপথ করিবেন তাহা। ... ... ... .... | ঐ | ৮ | ০ |
| মদিরা প্রস্তুতকরণে ও যে মদিরা প্রস্তুত আছে তাহার যে মাসুল লাগিবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| সেই মাসুল যেরূপে উসুল হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| সেই মাসুল যেরূপে নির্ণয় হইবে। এবং মদিরা চোঁয়াইবার সরঞ্জামের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্বাদ দিবার কথা ও সেই সম্বাদ যতকালপর্য্যন্ত বহাল থাকিবে তাহা। ... | ঐ | ১১ | ০ |
| মদিরাকারকেরা ভাটী মৌকুফ করিবার পূর্ব্বে যে বার্ত্তা জানাইবে তাহা। ভাটীতে মোহর করা যাইবে ও তাহা ভাঙ্গিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| পোলীসের সাহেবদিগের পক্ষে জনেক লোক মদিরার যে হিসাব কি ভার রাখিবে তাহা। সেই হিসাবলওনে যাহারা প্রতিবন্ধক হয় তাহারদের যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| মদিরা নির্দ্দিষ্ট গুদামের বাহিরে রাখিবার বিষয়ের বিধি। তাহার বিষয়ে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৪ | ০ |
| এই আইনের অন্যথাচরণ করিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। | ঐ | ১৫ | ০ |
| জাহাজে রফ্তানীহওয়া মদিরার যে হাসিল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহা যেরূপে নির্ণয় হইবে তাহা। ... | ঐ | ১৬ | ০ |
| ফিরত হাসিলের টাকার হিসাব নিষ্পত্তি যেরূপে হইবে তাহা। | ঐ | ১৭ | ০ |
| যত মদিরা রফ্তানী হইতে পারে তাহার বিষয়ের বিধি। | ঐ | ১৮ | ০ |
| যে সময়ে ও যেখানহইতে মদিরা জাহাজে বোজাই হইবে তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ১৯ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কাছারীর সাহেবের কমিস্যন। রফ্তানীর মদিরা বিনাপরওয়ানগীতে জাহাজহইতে ওলাইলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ২০ | ০ |
| জব্দী মদিরাদির মূল্য বিভাগের মত। ... ... | ঐ | ২১ | ০ |
| বিনাপাট্টায় শহর কলিকাতার সীমাপারে মদিরা বিক্রয়ের দোকান করিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ২২ | ০ |

মদিরার

## ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| মদিরা খুজরা বিক্রয় করিয়া যে হাসিল দিবে তাহা। ... | ২ | ২৩ | ০ |
| পাট্টার পাঠ। ... ... ... | ঐ | ২৪ | ০ |
| উপরের উক্ত পাট্টায় এতদ্দেশীয় মতে চোঁয়ান মদিরা বিক্রয় হইতে পারে না। ... ... ... | ঐ | ২৫ | ০ |
| পোলীসের সাহেবেরা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে মদিরা বিক্রয়ের দাঁড়া ধার্য্য করিবেন। ... ... | ঐ | ২৬ | ০ |
| পোলীসের সাহেবেরা যে রসূম পাইবেন তাহা। তাহার বর্জ্জনীয় কথা। ... ... ... | ঐ | ২৭ | ০ |
| কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা আপনারদিগের তাবে আমলা নিযুক্ত করিবেন। ... ... ... | ঐ | ২৮ | ০ |
| মদিরা ও তাহার পাত্র কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে এমত সন্দেহ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা। অনুসন্ধানকরণে যে কেহ প্রতিবন্ধক হয় তাহার যে জরীমানা হইবে তাহা। ... | ঐ | ২৯ | ০ |
| মদিরাদি জব্দের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যেরূপে হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩০ | ০ |
| ক্রোকী মদিরাদির মালিক কিম্বা তাহা যাহারদিগের স্থানে মিলে তাহারা হাজির না হইলে বিংশতি দিবসের পর তদ্বিষয়ে যে ইশ্তিহার দেওয়া যাইবে তাহা। সেই মদিরাদি জব্দকরণের রীতি। | ঐ | ৩১ | ০ |
| সময়শিরে হাসিল না দিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... | ঐ | ৩২ | ০ |
| এই আইনের অনুসারে জব্দ ও দণ্ডআদির মোকদ্দমার বিচার করিবার ও তাহা উসুল করিবার মতের কথা। ... ... | ঐ | ৩৩ | ০ |

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER,

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

৪৯ ঊনপঞ্চাশৎ আইন। ৫ মাই।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে কখনং আসিষ্টাণ্ট জজকে নিযুক্ত করিবার এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ভার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত ও বাহুল্য করিবার আর ঐ সমস্ত আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা মফঃসল কোর্ট আপীলে আপীলের যোগ্য হইবেক তাহা পুনর্নির্ণয় করিবার এবং সিক্কা এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির অর্পিত মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে সদর কমিস্যনরী ভারে এদেশীয় বর্ণলোকদিগেরে প্রবর্ত্তিবার আর সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির অস্থাবরীয় মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে এদেশীয় বর্ণ কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার এবং তাহারদিগের ক্ষমতানির্ণয়ের যে দাঁড়া চলিত আছে তাহা সারিবার।

৫০ পঞ্চাশৎ আইন। ৫ মাই।

দেওয়ানী আদালতে সাক্ষিদিগকে হাজিরকরণ ও হলফ করাণ কি তাহারদিগের স্থানে হলফনামালওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের যে সকল দাঁড়া লেখা যায় সেই সকল দাঁড়া তাহার কএক কথা ফেরফার হইয়া ফৌজদারী আদালতের সহিত সম্পর্ক রাখিবার ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিবার প্রকারসকলের বিষয়ে ঐ সকল দাঁড়া স্পষ্ট করিয়া লিখিবার।

৫৩ ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ আইন। ২১ জুলাই।

অপরাধিগণকে শরার আনুসারিক শাস্তি হাকিমে বিবেচনা করিয়া দিতে হইলে তৎকালে তাহা নির্ণয় করিতে দায়েরসায়েরী জজসাহেবেরা তথা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে মতাচরণ করিবেন এবং সেরকয়ে কোব্রা অর্থাৎ ডাকাইতী করণে যে অপরাধ ঘটিবেক ও তাহাকরণিয়াদিগের যে শাস্তি হইবেক এবং উত্তর কালে যাহারদিগেরে দেশের বাহির করিয়া সমুদ্রের পারে চালানের যোগ্য এবং যাহারদিগেরে তত্তন্নিজ নিবাসের জিলাছাড়া করিয়া অন্য জিলায় পাঠাইবার উপযুক্ত ঠাহরা যাইবেক এবং ফতওয়ার হুকুমের মিয়াদের মধ্যে দেশে আসিলে কিম্বা বন্ধনদশায় পলাইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহা নিষ্কর্ষ করিবার।

৫৪ আইন

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

৫৪ আইন। ২৪ নবেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারার হুকুম নির্দ্ধারিত কিছু কালের জন্যে জিলা চাটিগাঁয় চলন মৌকুফ হইবার।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল ৪৯ উনপঞ্চাশৎ আইন।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে কখনং আসিষ্টাণ্টজজকে নিযুক্ত করিবার এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ভার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত ও বাহুল্য করিবার আর ঐ সমস্ত আদালতে নিষ্পাত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা মফঃসল কোর্ট আপীলে আপীলের যোগ্য হইবেক তাহা পুনর্নির্ণয় করিবার এবং সিক্কা এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির অর্পিত মোকদ্দমাসকনের বিচারার্থে সদর কমিস্যনরী ভারে এদেশীয় বর্ণ লোকদিগেরে প্রবর্ত্তিবার আর সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির অস্থাবরীয় মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে এদেশীয় বর্ণ কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার এবং তাহারদিগের ক্ষমতানির্ণয়ের যে দাঁড়া চলিত আছে তাহা সারিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের তারিখ ৫ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১০ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১০ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬০ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে হিজ্রী ১২১৮ সালের ১৩ মোহরমে জারী হইল।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোনং স্থানে এত মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ যবস্থুবে রহিয়াছে যে তাহার নিষ্পাত্তির জন্যে এবং সেসকল মোকদ্দমার নিষ্পাত্তি না হইতে অন্য যত মোকদ্দমার নালিশ হইবেক তাহারও সমাধার কারণ কোন বিহিত বিধান স্থির না করিলে সে মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পাত্তির বিস্তর বিলম্ব দর্শিবেক। কিন্তু যস্মাৎ সে সকল মোকদ্দমা কেবল দৈবযোগহেতুক মুলতবী পড়িয়াছে তস্মাৎ তদাদি মুলতবী মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি মধ্যেং সময়শিরে হইবার কারণ কোন বিহিত বিধান হইলে আদালতসকলের জিলাপ্রভৃতির ভাঙ্গচুর চিরকালের জন্যে করিবার আবশ্যক থাকিবেক না। অতএব যে যে জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপরের উক্ত হেতুতে মোকদ্দমাসকল মুলতবী পড়িয়াছে ও পশ্চাৎপড়িবেক সেইং আদালতে সে মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পাত্তির নিমিত্তে একং জন সাহেবকে আসিষ্টাণ্টজজক্রমে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এবং সেই দেওয়ানী আদালতসকলের জজ সাহেবদিগকেও এমত ক্ষমতার্পণ করা উচিত যে তাঁহারা আপনারদিগের মোতালক আদালতসকলের কর্ম্ম শীঘ্র সম্পন্ন হইবার অর্থে তথাকার রেজিষ্টরসাহেবদিগকে যত টাকা সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলের গোড়াগুড়ি বিচার সে রেজিষ্টরেরা করিতে পারিবার নির্ণয় পূর্ব্বে হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যাদির মোকদ্দমা হেতুবাদ।

সকলের বিচার গোড়াগুড়ি করিবার ভার দেন্ এবং আবশ্যক বুঝিয়া এ দেশীয়
বর্ণ কোনং লোককে সদর কমিস্যনরী ভারে সিক্কা এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা
দির অর্পিত মোকদ্দমাসকলের গোড়াগুড়ি বিচার করিবার অর্থে নিযুক্ত করেন্।
আর সেই জজসাহেবদিগের প্রভুত্ব কমিস্যনরদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে চলিবার কারণ
এবং তাহারা কিরূপে কর্ম্ম করে তাহাও তাঁহারদিগের দৃষ্টিগোচর হইবার জন্যে
এবং সে কমিস্যনরদিগের নিকটে বাদি প্রতিবাদিগণের যে মোকদ্দমাসকল
গোড়াগুড়ি বিচারে সমাধা পায় সে মোকদ্দমাসকলের বিচার পুনরায় করাইবার
তাৎপর্য্য হইলে তাহার আপীল সেই জজসাহেবদিগের সমীপে হইয়া নিষ্পত্তি
পড়িবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৩ তৃতীয় আইনের অনুসারে
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে কমি
স্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি সিক্কা পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির মোকদ্দমাসক
লের আপীল হইবার যে ভারাপণ আছে তাহা দূর হয়। আর যস্মাৎ বিষয়বি
শেষে সেই সিক্কা পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির কোনং মোকদ্দমা ভারিং মো
কদ্দমার সহিত গণ্য হইতে পারে তস্মাৎ সেমত কোন মোকদ্দমার গোড়াগুড়ি বি
চার রেজিষ্টরসাহেবদিগের কিম্বা জজসাহেবদিগের কাহার নিকটে হইয়া নিষ্পত্তি
পড়িলে ও সে বিচারে কিছু দোষ থাকিলে যদি সে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য
না হয় তবে তাহাতে অনেক হানি হইতে পারে এহেতুক উচিত যে ইঙ্গরেজী
১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের যে ৬ ষষ্ঠ ধারা সিক্কা পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ
সংখ্যাদির সেমত মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি যাহা রেজিষ্টরসাহেবেরা
করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক এমত নিদর্শনে আছে সে ধারা রহিত হয়। এত
দ্ভিন্ন মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে এমত শক্ত্যপণ করা আবশ্যক যে
তাহারা জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের স্থানে ঐ সংখ্যাদির কিম্বা অন্যং
সংখ্যাদির যে মোকদ্দমাসকল গোড়াগুড়ি বিচারে নিষ্পত্তি পড়ে সে মোকদ্দমাস
কল মফঃসল কোর্ট আপীলে আপীলের অযোগ্য হইলেও যদি তাহার আপীলের
দরখাস্ত বিশিষ্ট হেতু নিদর্শনে দেয় তবে তাহা বিবেচনা করিয়া মঞ্জুর করা উচিত
জানিলে ঐ ৮ আইনের ১১ একাদশ ধারার পরিবর্ত্তে মঞ্জুর ও গ্রাহ্য করেন্। ইহা
তে যেমত মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা উচিত জানিলে সমস্ত মোকদ্দমাই
কোর্ট আপীলে আপীলের যোগ্য হইতে পারে সেমত এইক্ষণে যে সকল মোকদ্দমা
আপীলের যোগ্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অল্পতা করিতেও পারা যায় বিশেষতঃ
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে গোড়া
গুড়ি বিচারে সমাধাহওয়া যে সকল মোকদ্দমার ডিক্রী তথাকার জজসাহেবেরা
মঞ্জুর করেন্ সে সকল ডিক্রীর মোকদ্দমার আপীলের অল্পতা সুতরাং হইতে
পারে। আর যেমত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৬ ষষ্ঠ
প্রকরণের অনুসারে বড়ং কসবা ও গঞ্জ ও বাজার ও হাট ও আড়ঙ্গসকলছাড়া
অন্যং স্থানের মুনসেফী কর্ম্মে কেবল ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও কর্টাকনা



দারের

দারেরা ও তাহারদিগের কাছারীর আমলা এবং হুজুর তহসীলী এলাকার আম লারা নিযুক্ত হইতে পারিবার নির্ণয় আছে সেমত সেই ধারার ৭ সপ্তম প্রকর ণের অনুক্রমে সেই সকল কস্বাপ্রভৃতি স্থানের মুনসেফী ভারে সদর দেওয়ানী আ দালতের সাহেবেরা যাহারদিগেরে প্রবৃত্ত করা বিহিত জানেন্ তাহারদিগেরেই প্র বৃত্ত করিতে এবং তাহারদিগের গের্দবন্দী করিতেও শক্তি রাখেন্। এবং তাহাতে সে মুনসেফদিগের প্রভুত্ব তাহারা অধিকারও ইজারা ভূম্যাদি যে মহালের মুনসেফী ভার রাখে এবং তদতিরিক্ত যে মহাল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমে তৎশামিলে যায় কেবল সেই২ মহালাতের পেটার কট্‌কিনাদারদিগের ও প্রজাগণের উপর নালিশী মালী মোকদ্দমাসকলে চলে ও তাহাই ভূম্যধিকারিগ ণের ও ইজারদারদিগের মালগুজারীর বাকী কট্‌কিনাদারদিগের ও প্রজাবর্গের স্থানে উসুল করিবার সহায়তায় চলিয়াছে কিন্তু তদপেক্ষা বিহিত বিধান ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে স্থির হইয়া বাকী উসুলের কারণ বা কীদারদিগের সম্পত্তি সহজে ক্রোক হইবার দাঁড়া ধার্য্য পড়িয়াছে এবং সে দাঁড়ায় যদি কখন কাহার কোন সম্পত্তি ক্রোক না হইতে পারে কিম্বা কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কোন বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক করিতে না চাহে তবে তৎকালে সে বাকীদারকে এবং তাহার জামিনকেও অব্যাজে ধরাইতে ও সে মোকদ্দমার বিচার তথাকার জজসাহেবের স্থানে সংক্ষেপে করাইয়া ডিক্রী হইলে পরে সেই বাকী উসুল না হইবাপর্য্যন্ত তাহারদিগেরে কয়েদ রাখাইতে পারে এবং সে বা কীদারের কট্‌কিনার কিম্বা জোতের ভূমিও ক্রোক করিতে সাধ্য রাখে। অতএব সংপ্রতি তাৎপর্য্য নাই যে মুনসেফেরা কেবল ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদি গের মালগুজারীর বাকী উসুলের সহায়তার কারণ নিযুক্ত হয়। আর উপরের উক্ত লোকেরা মুনসেফী ভার পাইয়া আচরণের বিরুদ্ধতাও করিয়াছে এ জন্যে উচিত যে উত্তরকাল তাহারদিগেরে কেবল আমীনী ও সালিসী ভারে নিযুক্ত ক রিয়া রাখা যায় তদনন্তর যদি কখন তাহারদিগের কাহাকেও তাহার অনুরাগ ও কৃতিত্ব বুঝিয়া মুনসেফী ভার দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তবে তৎকালে দেওয়া যাইবেক। এবং এরূপে অনুরাগান্বিত ও কৃতি লোকদিগেরে সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সং খ্যাদির অস্থাবরীয় এতাবতা নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমাসকলের গোড়াগুড়ি বি চার করিবার অর্থে মুনসেফী ভারে নিযুক্ত করা গেলে জিলাসকলের নিবাসিসকলের বিশেষতঃ আদালতের কাছারীসকলহইতে দূরে বসতি যাহারদিগের সে সক লের বিস্তর সুসার ও অনায়াস হইবেক। কিন্তু এদেশীয় লোকেরা স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র২ বিষয়ে বিরোধী হইয়া মারামারি ও অঙ্গক্ষতাদি করিয়া মর্য্যাদামূ ল্যের এবং ক্ষতিখত্তরার দাওয়ায় নালিশ করে এহেতুক তাদৃশ মর্য্যাদামূল্যাদি ক্ষতিখত্তরার দাওয়ার মোকদ্দমাসকলের বিচার জজসাহেবদিগের বিনাঅর্পণে মুন সেফদিগের করা উচিত হইবেক না। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আই নের ৪ চতুর্থ ধারার অনুক্রমে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও পো লীসের

পাসের চৌকীর একং এলাকা চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দশং ক্রোশ পরিমাণে যত হইতে পারিয়াছে তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সেই একং এলাকার মধ্যস্থলে বড়ং কসবা কিম্বা গঞ্জ অথবা বাজার আছে ইহাতে যদি সেই একং এলাকার আমীনী ও সালিসী ভারপ্রাপ্ত কমিস্যনরদিগকে তথাকারং মুনসেফী ভার দেওয়া যায় ও তাহারা সেইং মধ্যস্থলের বড়ং কসবায় কিম্বা গঞ্জে অথবা বাজারে কিম্বা সেইং মধ্যস্থলের নিকটবর্ত্তি অন্য স্থানে কাছারী করে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের যে বিধান আসামীরা আপনং নামে নালিশহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিবার নিমিত্তে পাঁচ ক্রোশের অধিক দূরে যাইতে না হয় এমত বিবেচনাপূর্ব্বক কমিস্যনরী কাছারীসকলের স্থাননির্ণয় যত হইতে পারে তাহা করিয়া যে জিলায় যত জন কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে হয় তত জনকেই নিযুক্ত করিতে হইবার নিদর্শনে আছে সে বিধানের ফলোদয় হইবেক। অতএব উপরের লিখিত মনোরথসিদ্ধি হইবার কারণ এবং কমিস্যনরী মোকদ্দমাসকলের বিচারের বিষয়ী যে দাঁড়া চলিত আছে তাহা সারিবার নিমিত্তে তথা আদালতসকলের কর্ম্ম শীঘ্র সম্পন্ন হইবার বিধানার্থেও শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল ইহা সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইবার তারিখহইতে ঐ সর্ব্বত্র চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

আসিষ্টাণ্টজজকে নিযুক্ত করিবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সময় যে কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে এত মোকদ্দমা মুলতবী পড়ে যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র করিবার কারণ তথায় আসিষ্টাণ্টজজকে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় সে সময় শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের পরামর্শক্রমে কি নিজ বিবেচনাক্রমেইবা উচিত জানিলে এক জন সাহেবকে তথাকার জজের আসিষ্টাণ্টী ভারে নিযুক্ত করিবেন। তাহাতে সে সাহেব সেই জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের আসিষ্টাণ্টজজ খ্যাতিতে খ্যাত হইবেন।

আসিষ্টাণ্টজজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য শপথের কথা।

এবং সেই সাহেব আসিষ্টাণ্টজজের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে যে শপথ জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা করিবার নির্ণয় আছে সেই শপথ ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে অথবা অন্য যথায় করিবার ধার্য্য হয় তথায় করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজের আসিষ্টাণ্টী ভারে যে সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহাকে তথাকার জজসাহেব মুলতবী যত মোকদ্দমা বিচারাদির অর্থে অর্পণ করিবেন তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি তিনি দেওয়ানী আদালতের আইনের অনুসারে করিতে সক্ষম হইবেন। এমতে ঐ আদাল

জজসাহেবেরা যে যে

তের জজসাহেবেরাও তাঁহারদিগের আদালতে প্রথম নালিশী যত মোকদ্দমা মুলতবী রহে তাহা এবং রেজিষ্টরসাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তির পর যে সকল মোকদ্দমার আপীল হইয়া যবস্থবে থাকে তাহাও আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগকে তাঁহারা আসিষ্টাণ্টী ভারে নিযুক্ত থাকিবাপর্য্যন্ত বিচারাদির অর্থে অর্পণ করিতে শক্তি রাখিবেন।

মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগকে অর্পণ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে বিচারাদির অর্থে যত মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগকে অর্পণ করেন্ তাহা সমুদায় নিষ্পত্তি না পড়িতে যদি আদালতের গতিক বুঝিয়া তাঁহারদিগেরে অধিক কিছু মোকদ্দমা অর্পণ করা উচিত হয় তবে নিজবিচার্য্য কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিচারণীয় মোকদ্দমাসকলের যাহা মুলতবী পড়িয়া থাকে তাহার যত ও যে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিতে চাহেন্ তাহাই অর্পণ করেন্। কিন্তু তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৯ ঊনবিংশতি ধারার যে হুকুম কোন২ বিশেষ মোকদ্দমাছাড়া অন্য সকল মোকদ্দমার বিচার নম্বর বিলিক্রমে হইবার নিদর্শনে আছে সে হুকুমের অনুসারে বিলি করিয়া যত পারেন্ অর্পণ করিবেন। এবং আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবেরাও তদনুসারে কর্ত্তব্য জানিয়া অর্পিত মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি নম্বর বিলিক্রমে যত করিতে পারেন্ করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব দিগকে মোকদ্দমাসকল অর্পণ করিবার মতের কথা।

মোকদ্দমাসকলের বিচারাদি নম্বর বিলিক্রমে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইনের অনুসারে যত মোকদ্দমা তাহারদিগেরে বিচারাদির অর্থে অর্পণ হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আপন২ সংক্রান্ত জিলার কিম্বা শহরের আদালতের কাছারীর মধ্যে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি উৎকৃষ্ট কোন স্থানে বসিয়া করেন। তাহাতে তাঁহারদিগের নিকটে সেই২ জিলার কিম্বা শহরের আদালতের সিরিস্তার উকীলগণের মধ্যের যত জন রুজু থাকিবার তাৎপর্য্য হয় তাহা থাকিবেক এবং অতিরিক্ত উকীলের আবশ্যক হইলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের দাড়ায় নিযুক্ত করা যাইবেক। আর যদি তাঁহারদিগের সংক্রান্ত কর্ম্ম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের অনুক্রমে সম্পন্ন হইবার কারণ অধিক আমলা নিযুক্ত করিতে হয় তবে তাহার যথাযোগ্য হুকুম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হইবেক। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের স্থানে যে যে মোকদ্দমায় ফতওয়া কিম্বা ব্যবস্থা দিতে হইবেক তাহা সেই২ আদালতের শরার আমলা কাজী কিম্বা পণ্ডিত দিবেন।

আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবেরা বৈঠক করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং তাঁহারদিগের নিকটে উকীল ও আমলা থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগকে যে সকল হুকুমনামা ও দস্তক প্রভৃতি জারী করিতে হইবেক তাহা আপন২ সংক্রান্ত জিলার কিম্বা শহরের জজসাহেবের কর্ত্তব্যানুসারে সেই২ আদালতের মোহর ও নিজ দস্তখতে সটীক করিয়া তথাকার আমলার দ্বারা জারী করিবেন। ও জানিবেন যে আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের কৃত সেই দস্তখৎ জজসাহেবদিগের কৃত দস্তখতের অনুসারে বলবৎ হইবেক

আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবেরা হুকুমনামাওগয়রহ জারী করিবার মতের কথা।

আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের দস্তখৎ বলবৎ

হইবার ও তাঁহারদিগের হুকুম কেহ না মানিলে দণ্ড হইবার কথা।

ও তাঁহারদিগের হুকুমনামাপ্রভৃতি কেহ দুঁদ্যামি করিয়া না মানিলে সে দুঁদ্যার দণ্ড জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের হুকুম উল্লঙ্ঘন করিলে যে দণ্ড আইনমতে হয় তদনুক্রমে হইবেক।

আসিষ্টান্ট জজসাহেবেরা আইনমতে মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার এবং সে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত কিম্বা তাহার উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগেরে অর্পণ করা মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের সম্পর্কে নির্দ্দিষ্টহওয়া আইনসকলের অনুসারে করেন্। এবং তাঁহারা তদনুসারে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহাও আইনমতে জজসাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তির অনুক্রমে চূড়ান্ত কিম্বা তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক।

মফঃসল কোর্ট আপীলের হুকুমনামা আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের স্থানে চালানের মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের কাহার কৃত নিষ্পত্তি যে কোন মোকদ্দমার আপীল মফঃসল কোর্ট আপীলে হয় কিম্বা তাঁহারদিগের স্থানে যে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পড়ে অথবা যবস্থে থাকে সেই২ মোকদ্দমার সম্পর্কে মফঃসল কোর্ট আপীলের হুকুমনামা চালাইতে হইলে তৎকালে সেই কোর্টের সাহেবেরা তাহা সেই২ জিলার কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে চালান করিবেন সে জজসাহেব তাহা পাইলে পর সেই আসিষ্টান্ট জজসাহেবকে দিবেন। ও তৎকালে যদি সেই আসিষ্টান্ট জজসাহেব তথায় সাক্ষাৎ না থাকেন্ কিম্বা তাঁহার সে আসিষ্টান্টী ভার না থাকে অথবা অপর কোন হেতুতে সে হুকুমনামা জারী এতাবতা তদনুরূপে কার্য্য করিতে সেই আসিষ্টান্ট জজসাহেব না পারেন্ তবে তাহা সেই জজসাহেব নিজে জারী করিবেন।

আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের বিষয়ঘটিত সমাচারলিপি চালানের মতের কথা।

এরূপে মফঃসল কোর্ট আপীলের হুকুমনামার জওয়াবআদি কোন সমাচার সেই কোর্ট আপীলপ্রভৃতি কোন আদালতে অথবা অন্য কোন দফ্তরে পাঠাইবার আবশ্যক আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের কাহার হইলে তাহাও লিখিয়া সেই জিলার কিম্বা শহরের জজসাহেবের দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আসিষ্টান্ট জজসাহেবের অকৃত বিধানবিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

যদি আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম বিশেষ সম্পন্নের অর্থে কিছু বিহিত বিধানের নির্ণয় এ আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে না থাকে তবে সে সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার লিখিয়া উপরের প্রকরণের অনুসারে আপন২ সংক্রান্ত জিলার কিম্বা শহরের জজসাহেবের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া সে কর্ম্ম তথাকার হুকুমমতে করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগকে পদস্থাপদস্থ করিবার

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অনেক মোকদ্দমা যবস্থে থাকিলে যদি তৎকালে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ অনেক সাহেবকে তথাকার জজের আসিষ্টান্টী

ষ্টাণ্টী ভারে নিযুক্ত করা উচিত জানেন্ তবে সে সমাচার শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সুগোচর করান্। এবং কোন স্থানে নিযুক্তহওয়া আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবকেও যদি তথাকার যবস্থবে থাকা মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি পড়িলে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আসিষ্টাণ্টী ভারহইতে অবসর করা কর্ত্তব্য বুঝেন্ তবে সে বার্ত্তাও সে সময়ে ঐ হজুর কৌন্সেলে সুবিদিত করান্ ইতি।

তত্ত্ব হজুর কৌন্সেলে জানাইবার কথা।

৫ ধারা।

কোন জিলায় কিম্বা শহরে আসিষ্টাণ্ট জজ নিযুক্ত হইলে পর যদি তথাকার জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেব তৎপদচ্যুত হন্ অথবা বিদায় হইয়া স্থানান্তরে যান তবে তৎকালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে কিছু কালের জন্যে সেই জজী ও মাজিষ্ট্রেটী ভার সেই আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবকে অর্পণ হইবেক কিম্বা অপর যে বিধান বিহিত চাহরে তাহা করা যাইবেক। আর কোন জিলার কিম্বা শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ৺ দৈবাৎ মৃত্যু হইলে কিম্বা সেই ৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার উক্ত অপর কোন হেতুতে তাঁহার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে আইন মতে তাঁহার জজী ও মাজিষ্ট্রেটী ভার কিছু কালের জন্যে তথাকার আদালতের রেজিষ্টরপ্রভৃতি সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব অগ্রগণ্য অর্থাৎ অগ্রের চাকর থাকেন্ তাঁহাকেই অর্শে। কিন্তু এই ক্ষণহইতে তথায় আসিষ্টাণ্ট জজ নিযুক্ত হইলে পর যদি সেমত কোন হেতুতে তথাকার জজ ও মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মস্থান শূন্য হয় ও সেই আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব সেই রেজিষ্টরপ্রভৃতি অগ্রগণ্য সাহেবের অপেক্ষা সরকারের পুরাতন চাকর হন্ ও তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকেন্ তবে তাঁহাকে সেই জজী ও মাজিষ্ট্রেটী ভার কিছু কালের জন্যে অর্শিবেক। এবং তাহাতে সেই ৪ আইনের ৫ ধারার উল্লিখিত বাঞ্ছা সফলা হইবার কারণ সেই জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতার মধ্যে যাহা তৎকর্ম্ম সম্পন্নের নিমিত্তে সেই আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব পাইবার আবশ্যক হয় তাহা পাইবেন এবং তাহা পাইবার সমাচার লিখিয়া সেই ৪ আইনের অনুক্রমে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।

কোন জিলার কিম্বা শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেব পদচ্যুত হইলে কিম্বা স্থানান্তরে গেলে অথবা মরিলে তাহার ভার যাহাকে কিছু কালের জন্যে অর্শিবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের যে ৮ অষ্টম আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৪ আইনের অনুসারে সুবে বারাণসে চলন হইয়াছে সে ৮ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুক্রমে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল যে সিক্কা দুই শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের অস্থাবরীয় মোকদ্দমার এবং বৎসরে সিক্কা দুই শত টাকার অনূর্দ্ধ উৎপন্নের সকর ভূমির মোকদ্দমার আর বৎসরে সিক্কা কুড়ি টাকার অনূর্দ্ধ উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমার

জজসাহেবেরা পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মোকদ্দমাসকল বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

বিচারের ভার আপনারদিগের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে দেন্। এ প্রক রণের অনুসারে সে জজসাহেবদিগকে ততোধিক ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা আদালতের কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবার কারণ সে রেজিষ্টরসাহেবদিগের স্থানে যত মোকদ্দমা যবস্থবে থাকে তাহা নিষ্পত্তির গতিক বুঝিয়া তাঁহারদিগের নিকটে বি চার্য্য যে সকল মোকদ্দমা যবস্থবে রহে তাহার মধ্যহইতে সিক্কা পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির অস্থাবরীয় এবং বৎসরে সিক্কা পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ উৎপ ন্নের সকর ভূমির আর বৎসরে সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ উপস্বত্বের নিস্কর ভূমির মোকদ্দমাসকলের যত যে সময়ে বিচারার্থে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে অর্পণ করা উচিত জানেন্ সেই সময়েই অর্পণ করেন্।

রেজিষ্টরসাহেবেরা অর্পিত মোকদ্দমাসকলের বিচারাদি করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসা হেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারদিগেরে উপরের প্রকরণের লিখনানুক্রমে যত মোকদ্দমা বিচারাদির অর্থে অর্পণ হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের লিখিত দাড়ার সামান্য হুকুমের অনুক্রমে করেন্।

ইং ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা রদ হইবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা সমস্ত মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এ প্রকরণক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের যে ৬ ষষ্ঠ ধারা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদি গের কৃত বিচারে সিক্কা পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার অস্থাবরীয় মোকদ্দমাসক লের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার নিদশনে আছে সে ধারা রহিত হইল। উত্তরকালে সে সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা সমস্ত মোকদ্দমা তথাকার জজসাহেবদিগের সমীপে আপীলের যোগ্য হইতে পারিবেক এবং সে আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে এবং অন্য যে সকল সামান্য হুকুম আপীলের বিষয়ে নির্দিষ্ট আছে তদনুক্রমেও দিতে হইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৩ আইন রদ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের যে তৃতীয় আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি সিক্কা ২৫ পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার অস্থাবরীয় মোকদ্দমাসকলের আপীল হইলে সে আপীলী বিচারের ভারার্পণ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তথাকার রেজি ষ্টরসাহেবদিগকে করিতে পারিবার ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত বিচারে সেমত মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার নিদর্শনে আছে সে ৩ আইন রহিত হইল। কিন্তু রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে আপীলী বিচারে যত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এ আইন সেইং স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে হইয়াছে তাহা বলবৎ থাকি বেক। পরন্তু তাহার পুনর্ব্বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারানুসারে করিবার শক্তি তথাকার জজসাহেবদিগের থাকিবেক। আর কমি স্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি যে সকল মোকদ্দমার আপীলী বিচারাদির ভারার্পণ রে জিষ্টরসাহেবদিগকে হইয়াছে তাহার মধ্যের যে সকল মোকদ্দমা এ আইন সেইং স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে সমাধা না পড়িয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও

কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তির মধ্যের আপীলহওয়া মোকদ্দমা সকলের যাহা এ আইন তত্তৎস্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে ও পরে সমাধা



নিষ্পত্তি

নিষ্পত্তি জজসাহেবেরা সেই রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটেই করাইতে চাহিলে তাহা করাইতে পারিবেন ও তাহা করাইলে পর সে সকল মোকদ্দমার আপীল পুনরায় সেই জজসাহেবদিগের সমীপে এ আইনমতে হইতে পারিবেক। আর জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে যে সকল মোকদ্দমার আপীলী বিচারাদি করিবার ভারার্পণ করিয়া থাকেন্ তাহা যবস্থবে থাকিলে যদি চাহেন্ যে তাহা তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া নিজে বিচার করেন্ তবে তাহাও করিতে সক্ষম হইবেন অথবা রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে সে সকল মোকদ্দমার সমাধা পড়িলে দরখাস্ত মতে তাহার পুনর্ব্বিচারের হুকুম তাঁহারদিগের প্রতি উপরের লিখনক্রমে দিতে পারিবেন।

ইয়াছে ও হইবেক তাহাতে জজসাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব যেরূপে চলিবে তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এ আইনের অনুসারে কিম্বা পূর্ব্বের আইনসকলের অনুক্রমে যে সকল মোকদ্দমা বিচারাদির অর্থে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে অর্পণ করা গিয়া থাকে ও যায় তাহা যবস্থবে রহিলে যদি আদালতের কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবার কারণ অথবা অপর কোন হেতুতে সেই যবস্থবেথাকা মোকদ্দমাসকল তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া তাহার গোড়াগুড়ি বিচার আপনারা করা কিম্বা আইনমতে কমিস্যনরসাহেবদিগের স্থানে বিচারের যোগ্য হইলে তাহারদিগেরে অর্পণ করা উচিত জানেন্ তবে তাহাই করিতে পারিবেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের স্থানে অর্পিত মোকদ্দমাসকল যবস্থবে থাকিলে তাহাতে জজসাহেবদিগের যে কর্ত্তৃত্ব চলিবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণ রহিত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে জানিবেন যে এ আইন আদালতসকলে পঁহুছিলে পর তথাকার রেজিষ্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগেরে বিচারার্থে অর্পণহওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যের যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি নিজকৃত বিচারে করিবেন অথবা তন্মধ্যের যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বাদি প্রতিবাদিগণের দেওয়া রাজীনামাক্রমে হইবেক সেই২ মোকদ্দমার নালিশের কালের নির্ণীত রসুমের অর্দ্ধেক সেই নিষ্পত্তির অনন্তর পাইবেন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার ৬ প্রকরণ রদ হইবার এবং তাহার বদলে রেজিষ্টরসাহেবেরা যে মোকদ্দমার যত রসুম পাইবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানিবেন যে উপরের প্রকরণের অনুসারে কিম্বা অন্য কোন আইনের অনুক্রমেও উত্তরকালে রেজিষ্টরসাহেবেরা ফরিয়াদীদিগের গরহাজিরে কিম্বা অপর কোন হেতুতে বিচার না করিয়া অথবা উভয়পক্ষের স্থানে রাজীনামা না পাইয়া যে সকল মোকদ্দমা ননসূট অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিবেন সে সকল মোকদ্দমার নালিশের কালের নির্ণীত রসুমের কিছুই তাঁহারা পাইবেন না।

রেজিষ্টরসাহেবেরা যে মোকদ্দমাসকলের রসুম কিছুই পাইবেন না তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে যদি কখন কোন জিলার কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেব তথায় সাক্ষাৎ না থাকিলে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে তাঁহার রেজিষ্টরী কর্ম্মস্থান শূন্য রহিলে তাঁহার আকটিন রেজিষ্টরী

আকটিন রেজিষ্টরসাহেবেরা রসুম পাইবার মতের কথা।

ষ্টরী ভারে কোন সাহেব নিযুক্ত হন্ তবে তৎকালে সেই আকটিন রেজিষ্টরসাহেব তাঁহাকে বিচারাদির অর্থে অর্পণহওয়া যেং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি নিজকৃত বিচারে করিবেন অথবা উভয়পক্ষের দেওয়া রাজীনামাক্রমে হইবেক তাহার নালিশের কালের নির্ণীত রসুমের যে অংশ এ আইনের অনুসারে তাঁহার প্রাপ্তব্য হয় তাহাই সেই নিষ্পত্তির পর পাইবেন ইতি।

## ৮ ধারা।

ইং ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের ৪ ধারা রদ হইবার ও তাহার বদলে অন্য হুকুম নির্দিষ্ট হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের যে ৪ চতুর্থ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে জিলা ও শহরসকলের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত সমাধা অস্থাবরীয় মোকদ্দমাসকলের আপীল তথাকার জজসাহেবদিগের নিকটে হইলে সে জজসাহেবেরা তাহার যে নিষ্পত্তি আপীলী বিচারে করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবার হুকুম নিদর্শনে আছে সে ৪ ধারা রহিত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে জানিবেন যে উত্তরকালে জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত সমাধা অস্থাবর ও স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকলের যে নিষ্পত্তি আপীলী বিচারে করিবেন তাহাতে নীচের দুই প্রকরণের লিখিত হুকুম চলিবেক।

রেজিষ্টরী সমাধার পর আপীলহওয়া যে মোকদ্দমাসকলের জজী নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবেরা মোকদ্দমাসকলের আপীলী বিচারে যে নিষ্পত্তি করিবেন তদনুসারে রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত সমাধা সাব্যস্ত থাকিলে কিম্বা ফেরফার হইলেও যদি সে মোকদ্দমাসকল নগদ কিম্বা জিনিসের অথবা সকর ও নিষ্কর ভূমিছাড়া অন্য স্থাবর বস্তুর হয় ও তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ১০০ এক শত টাকার উর্দ্ধ না হয়। অথবা যদি সে মোকদ্দমাসকল সকর ভূমির হয় ও তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারের নির্ণয়ক্রমে সিক্কা এক শত টাকার উর্দ্ধ না হয়। কিম্বা যদি সে মোকদ্দমাসকল নিষ্কর ভূমির হয় ও তাহার সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব সেই অনুসারের নির্ণয়ক্রমে সিক্কা দশ টাকার উর্দ্ধ না হয় তবে তাহাতে সে জজী নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক। আর উপরের লিখিত সংখ্যার কিম্বা মূল্যের উর্দ্ধের নগদ কিম্বা জিনিসআদি অস্থাবর কি স্থাবরের অথবা ঐ উৎপন্ন কিম্বা উপস্বত্বের উর্দ্ধের সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির যে মোকদ্দমাসকল রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিচারের যোগ্য সে মোকদ্দমাসকলের রেজিষ্টরী সমাধার পর আপীলী বিচারে যে নিষ্পত্তি জজসাহেবেরা করিবেন তদনুসারে যদি রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত সমাধা সাব্যস্ত থাকে তবে তাহাতেও সেই জজী নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি সেই২ জজী নিষ্পত্তির মোকদ্দমাসকলের আপাল পুনরায় হইবার কিছু বিশিষ্ট হেতু থাকে তবে সেই হেতু নিদর্শনে তাহার আপীলের দরখাস্ত মফঃসল কোর্ট আপীলে দিলে ও তথাকার সাহেবেরা তদৃষ্টে তাহা মঞ্জুর করা উচিত জানিলে সে মঞ্জুর এআইনের ২৪ চব্বিশ ধারাক্রমে প্রাপ্ত ক্ষমতার অনুসারে করিতে পারিবেন।

মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকল জজী নিষ্পত্তির পর পুনরায় আপীলে গ্রাহ্য করিতে পারিবার কথা।



৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবেরা আপীলী বিচারে মোকদ্দমাসকলের যে নিষ্পত্তি করিবেন তদনুসারে রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত সমাধা ফেরফার কিম্বা অসাব্যস্ত হইলে যদি সে মোকদ্দমাসকল নগদ কিম্বা জিনিসের অথবা মূল্যধর্ত্তব্য স্থাবরের হয় ও তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা এক শত টাকার ঊর্দ্ধ হয় কিম্বা যদি সে মোকদ্দমাসকল সকর ভূমির হয় ও তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা এক শত টাকার ঊর্দ্ধ হয় অথবা যদি সে মোকদ্দমাসকল নিষ্কর ভূমির হয় ও তাহার সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব সিক্কা দশ টাকার ঊর্দ্ধ হয় তবে আইনমতে সে মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল কোর্ট আপীলে যথানির্দ্দিষ্টনিয়মে হইতে পারিবেক ইতি।

জজী আপীলে নিষ্পত্তি হওয়া যে মোকদ্দমাসকল পুনরায় মফঃসল কোর্ট আপীল আপীলের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের তথা ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের অনুসারে সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের নগদ কিম্বা জিনিসের মোকদ্দমাসকলের বিচারাদির অর্থে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৮ আইনের অনুক্রমে জিলা চাটিগার সিক্কা পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সাম্বৎসরিক উৎপন্নের সকর ভূমির তথা সিক্কা পাঁচ টাকার অনূর্দ্ধ সাম্বৎসরিক উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমাসকলের বিচারাদির জন্যে যে কমিস্যনরেরা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সেই২ কমিস্যনরছাড়া জিলা ও শহরসকলের একং আদালতে তত্রাকার জজসাহেবের পরামর্শক্রমে কি নিজ বিবেচনাপূর্ব্বকে ইবা যে সময়ে চাহেন সিক্কা একশত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির অর্পিত মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ একং জনকে সদর কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং তাহারদিগেরে সিক্কা এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের নগদ কিম্বা জিনিসের এবং সিক্কা একশত টাকার অনূর্দ্ধ সাম্বৎসরিক উৎপন্নের সকর ভূমির তথা সিক্কা দশ টাকার অনূর্দ্ধ উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমির এবং সিক্কা এক শত টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের অন্যং স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকল বিচারাদির অর্থে অর্পণ করান।

অর্পিত মোকদ্দমাসকলের বিচারাদির অর্থে সদর কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সদর কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার লোকদিগের নির্ব্বাচনী জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের দ্বারা হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমে মঞ্জুর পড়িবেক। এবং তাহারদিগের যে ব্যক্তি যথায় নিযুক্ত হইবেক সে তথাকার আদালতের মোহরে ও জজসাহেবের দস্তখতে সনন্দ পাইবেক। এবং যাবৎ তাহার ত্রুটি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণ না হয় তাবৎ যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরেরা বিনাত্রুটিপ্রমাণে অপদস্থের যোগ্য হয় না সেইরূপে পদচ্যুতির অযোগ্য হইবেক।

সদর কমিস্যনরেরা নির্ব্বাচনী ও মঞ্জুর এবং নিযুক্ত হইবার ও সনন্দ পাইবার এবং পদচ্যুত না হইবার গতিকের কথা।



৩ তৃতীয়

সদর কমিস্যনরীর কারণ যে প্রকার লোকদিগেরে নির্ব্বাচনী করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগকে হুকুম নাই যে তাহারা এ ধারার নিরূপণক্রমে সদর কমিস্যনরীর জন্যে কেবল একোপজীবিকার লোকদিগেরে নির্ব্বাচনী করেন। এতাবতা কর্ত্তব্য যে তদর্থে নানা জীবিকার লোকদিগেরে অনুরাগান্বিত ও কৃতী এবং সুশিক্ষিত তথা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠিত বুঝিয়া নির্ব্বাচনী করেন। এবং তৎকালে তাহারদিগের গুণ বৃত্তান্ত যত জানিতে পারেন তাহা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইয়া দেন।

সদর কমিস্যনরদিগের কর্ত্তব্য শপথের এবং তাহারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সদর কমিস্যনরী কার্য্যে যে লোক নিযুক্ত হইবেক সে তৎকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে তথাকার জজসাহেবের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখনানুসারে শপথ করিবেক। এবং তৎকর্ম্ম করিবার প্রবন্ধে কাহার স্থানে কিছু ঘুষ লইলে কিম্বা অপর কোন অসঙ্গতাচরণ করিলে তদর্থে সেই ৪০ আইনের ৮ অষ্টম ধারার বিধানক্রমে তাহার নামে সেই আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক।

সদর কমিস্যনরদিগের খ্যাতি হইবার এবং তাহারদিগের কাছারীর স্থাননির্ণয়ের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সদর কমিস্যনর যে কেহ হইবেক সে ব্যক্তি সেই জিলার কিম্বা শহরের সদর আমিন খ্যাতিতে খ্যাত হইবেক। এবং তাহার কাছারী সেই আদালতের কাছারীর সন্নিকট যথায় করিতে জজসাহেব হুকুম দেন তথায় করিবেক।

সদর কমিস্যনরদিগকে যে সকল মোকদ্দমা বিচারাদির অর্থে অর্পণ হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— এ আইনের অনুসারে যেং জিলার কিম্বা শহরের আদালতে সদর কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হয় তথাকারং জজসাহেবদিগের সাধ্য আছে যে এ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত সংখ্যা কিম্বা মূল্য অথবা উৎপন্নাদির অনূর্দ্ধ নগদ কিম্বা জিনিসপ্রভৃতি অস্থাবর ও স্থাবর বস্তুর যে সকল মোকদ্দমা এই ক্ষণে সেই জজসাহেবদিগের স্থানে কিম্বা তথাকারং রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে যবস্থে আছে এবং যে সকল মোকদ্দমার নালিশ পশ্চাৎ হইবেক সেইং মোকদ্দমাসকলের বিচার যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১১ একাদশ ধারার এবং এ আইনের ষষ্ঠ ধারার অনুসারে লব্ধ ক্ষমতাপূর্ব্বক সে জজসাহেবেরা নিজে কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা উচিত না জানেন তবে তাহার বিচারাদির ভারার্পণ সেই সদর কমিস্যনরদিগকে করেন। এবং যে সকল মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে অর্পণ করিয়া থাকেন তাহাও যদি অনেক যবস্থে রহে তবে সে জন্য কিম্বা অন্য কোন হেতুতে তাহা সে রেজিষ্টরসাহেবদিগের স্থানহইতে ফিরিয়া লইয়া বিচারাদির অর্থে সেই সদর কমিস্যনরদিগকে অর্পণ করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারিবেন।

ইং ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ ধারার যে যে প্রকরণের হুকুম সদর কমিস্যনরদিগকে

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ৪ চতুর্থ তথা ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের এবং তাহার পরের কএক প্রকরণের লিখিত যে সকল হুকুম আমিনী ভারপ্রাপ্ত মফঃসল কমিস্যনরদিগকে অর্পণ করিবার যোগ্য মোকদ্দমাসকলের



লের

সের সম্পর্কে আছে সে সকল হুকুম এ আইনের অনুসারে সদর আমিনী ভারপাওয়া কমিস্যনরদিগ্কে অর্পণের যোগ্য মোকদ্দমাসকলেও খাটিবেক।

অর্পণ করিবার যোগ্য মোকদ্দমাসকলে খাটিবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮ ধারার যে যে হুকুম সে আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া মফঃসল কমিস্যনরদিগের ক্ষমতানির্ণয়ের এবং তাহারদিগের নিষ্পত্তিকৃত ডিক্রী জারী করিবার ও তাহারদিগের স্থানে নিষ্পত্তিহওয়া ও যবস্থবে থাকা মোকদ্দমাসকলের কৈফিয়ৎ লিখিবার নিদর্শনে আছে। আর সেই আইনের ২০।২১।২২।২৩। ২৪। ২৫ ধারার যে যে হুকুম সেই মফঃসল কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমাসকলের আপীল জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের নিকটে হইবার এবং তাহারদিগেরে অর্পণকরা মোকদ্দমাসকল সেই জজসাহেবদিগের কিম্বা তত্তৎস্থানের রেজিষ্টরসাহেবদিগের সমীপে বিচারার্থে উঠাইয়া লইবার নির্ণয়ে আছে সেই২ হুকুম সমস্তই এ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিকৃত ডিক্রী জারী করিবার এবং তাহারদিগের স্থানে নিষ্পত্তিহওয়া ও যবস্থবে থাকা মোকদ্দমাসকলের কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ে খাটিবেক।

ইং ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের যে যে ধারার হুকুম সদর কমিস্যনরদিগের বিষয়ে খাটিবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৮ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার যে হুকুম কেবল জিলা চাটিগাঁর ভূমির মোকদ্দমার সম্পর্কে নির্দিষ্ট আছে সে হুকুম এ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগ্কে অর্পণ করা ভূমির স্বত্বাধিকারিতার মোকদ্দমাসকলের সম্পর্কেও খাটিবেক।

ইং ১৭৯৭ সালের ১৮ আইনের ৫ ধারার হুকুম সদর কমিস্যনরদিগের বিষয়ে খাটিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে সদর কমিস্যনরদিগ্কে বিচারাদির অর্থে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব বাদিপ্রতিবাদিরা নিজে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া আদালতের সিরিস্তার উকীলগণের দ্বারা করিবেক। ইহাতে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সদর কমিস্যনরদিগ্কে অর্পণকরা মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ যত জন উকীল অধিক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্। এবং সেই জজসাহেবদিগের সাধ্যও আছে যে মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে এ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগের স্থানে এবং আপনারদিগের সন্নিধানে ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের সদনে এবং আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের সমীপে যথায় যত জন উকীল থাকিবার তাৎপর্য্য হয় তথায় তত জনকে সেই সিরিস্তার উকীলগণের মধ্যহইতে ভাগ করিয়া রুজু রাখেন্। তাহাতে যে ওকালতী রসুম সেই ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে এবং সে বিষয়ী অন্যান্য আইনের অনুক্রমে প্রাপ্তব্য হয় তাহা সে উকীলগণ পাইবেক। এবং এ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগের নিকটে মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব যে উকীল[illegible] ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের

মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব উভয়ে নিজে কিম্বা সিরিস্তার উকীলগণের দ্বারা করিতে পারিবার কথা।

অধিক উকীল নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে তাহা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইবার কথা।

সিরিস্তার উকীলগণকে ভাগ করিয়া স্থানে২ রুজু রাখাইবার কথা।

উকীলগণ রসুম পাইবার মতের কথা।

নের ৭ সপ্তম ধারার নির্ণীত ওকালতী বায়না।০ চারি আনা এবং সেই ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের নির্দ্ধারিত যে।০ চারি আনা রসুম এদেশীয় বর্গ কমিস্যনরদিগকে মোকদ্দমা অর্পণ করাইবার অর্থে পাইবার নিরূপণ আছে তাহাও পাইতে পারিবেক। কিন্তু যে কমিস্যনরকে যে মোকদ্দমা যে উকীল অর্পণ করাইবেক সে কমিস্যনরের নিকটে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সে উকীল করিলে তাহাতে সেই অর্পণ করাইবার।০ চারি আনা রসুম সে উকীল পাইবেক না।

সদর কমিস্যনরদিগের বিচার্য্য মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবী কাগজ ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লিখিবার এবং তদিতর প্রমাণপত্রাদির রসুম না লাগিবার কথা। ঐ মোকদ্দমাসকলের আপীল হইলে তাহার আরজীপ্রভৃতি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার এবং প্রমাণপত্রাদির রসুম লাগিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগকে যে সকল মোকদ্দমা বিচারাদির অর্থে অর্পণ হয় সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবী কাগজপত্র ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৭ সপ্তম আইনের বিংশতি ধারার অনুক্রমে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার আবশ্যক থাকিবেক না। এবং তাহারদিগের নিকটে দাখিল হইবার প্রমাণ পত্রাদির উপরেও ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার নির্ণীত রসুম লওয়া যাইবেক না। কিন্তু সদর কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি যে মোকদ্দমাসকলের আপীল জজসাহেবদিগের নিকটে হইবেক তাহার আপীলের দরখাস্ত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক এবং সে মোকদ্দমাসকলের অন্য যে সকল প্রমাণপত্রাদি জজসাহেবদিগের স্থানে দাখিল করিতে হইবেক তাহাতেও উপরের উক্ত নির্ণীত রসুম লাগিবেক।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কমিস্যনরদিগের বিষয়ে নব্য দাঁড়া ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগের এবং অন্য২ কমিস্যনরদিগের বিচার্য্য বিষয়ের যে কোন নব্য দাঁড়া ধার্য্য করা উচিত জানেন্ তাহা বহালী কোন আইনের ব্যত্যয়ে না হইলে করেন্ ইতি।

## ১০ ধারা।

সদর কমিস্যনর নিযুক্ত করা উচিত হইলে সে সম্বাদ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইবার কথা।

জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা এ আইন পাইলে পর তৎকালে কিম্বা তদনন্তর যে কোন সময়ে রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিচার্য্য মোকদ্দমাসকলের অনেক যবস্থবে রহে সে সময়ে যদি আদালতের কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবার অর্থে এ আইনের অনুসারে আপন২ আদালতে এক২ জনকে সদর কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত জানেন্ তবে তাহার সমাচার এ আইনের ৯ নবম ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের অনুসারে নির্বাচনী করা তদুপযুক্ত লোকের নামাদি নিদর্শনে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

## ১১ ধারা।

সদর কমিস্যনরেরা রসুম পাইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে নি[illegible]হওয়া সদর কমিস্যনরদিগকে বিচারাদির অর্থে অর্পণহওয়া মো[illegible] তাহারা নিজকৃত বিচারে



নিষ্পত্তি

নিষ্পত্তি করিবেক কিম্বা বাদিপ্রতিবাদির দেওয়া রাজীনামাক্রমে নিষ্পত্তি পড়িবেক সেইং মোকদ্দমার নালিশের কালের নির্ণীত যে রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার নিরূপণক্রমে প্রাপ্তব্য অর্থাৎ তঙ্কা প্রতি ৵০ এক আনার হারে সেই নিষ্পত্তির পর আপনারদিগের শ্রমের বদল বেতনক্রমে এবং খরচপত্রের জন্যে আপনং আদালতের জজসাহেবের নিকটহইতে পাইবেক। আর যদি সেইং জজসাহেব সে রসুমে সদর কমিস্যনরদিগের খরচপত্রের কুলান হয় না এমত বুঝেন তবে তাঁহারা সে সমাচার লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। তদৃষ্টে তথাকার সাহেবেরা সে রসুমের অপেক্ষা অধিক যাহা নির্ণয় করিবার পরামর্শ চাহরেন তাহা লিখিয়া সেই জজসাহেবদিগের লিখনসমেত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন ঐ হজুরহইতে তাহা সদর কমিস্যনরী কার্য্য করিতে তদুপযুক্ত লোকদিগের প্রবৃত্তি হইবার এবং তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া সে কার্য্য যথাথরূপে সম্পন্ন করিবার অর্থে মঞ্জুরের হুকুম হইবেক।

নির্ণীত রসুমে সদর কমিস্যনরদিগের খরচ না কুলাইলে তাহা বাড়াইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানিবেন যে এ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরেরা তাহারদিগেরে অর্পণহওয়া মোকদ্দমাসকলের যাহা ফরিয়াদীদিগের গরহাজিরের কারণ কিম্বা অপর কোন হেতুতে বিচার না করিয়া অথবা উভয়পক্ষের স্থানে রাজীনামা না পাইয়া ননসুট করিবেক তাহার নালিশের কালের নির্ণীত রসুমের কিছুই পাইবেক না।

সদর কমিস্যনরেরা ননসুটকরা মোকদ্দমাসকলের রসুম না পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের তথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া মফঃসল কমিস্যনরেরা এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৮ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া জিলা চাটিগাঁর মফঃসল কমিস্যনরদিগেরও তাহারা সেই ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের তথা ৪ চতুর্থ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে মোকদ্দমাসকলের নালিশের কালের যে নির্ণীত রসুম অদ্যাবধি পাইতেছে তাহাই উত্তরকালে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি নিজকৃত বিচারে করিবেক কিম্বা উভয় পক্ষের দেওয়া রাজীনামাক্রমে হইবেক তাহাতে সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর পাইবেক। তদিতর যে মোকদ্দমাসকল ফরিয়াদীদিগের গরহাজিরের কারণ কিম্বা অপর কোন হেতুতে বিচার না করিয়া অথবা উভয় পক্ষের স্থানে রাজীনামা না পাইয়া ননসুট করিবেক তাহার নালিশের কালের নির্ণীত রসুমের কিছুই পাইবেক না।

মফঃসল কমিস্যনরেরা ননসুটকরা মোকদ্দমাসকলের রসুম না পাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণ রহিত হইল। আর যদ্যপি মুনসেফী ভার প্রাপ্ত কমিস্যনরেরা সাধ্য রাখে বরং হুকুম আছে যে তাহারদিগের নিকটে আদৌ যে সকল মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার রসুম তঙ্কা প্রতি ৵০ এক আনার হারে

ইং ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

মুনসেফী ভারের কমিস্যনরেরা মূলের লিখনানুসারে রসুমের টাকা জজ সাহেবদিগের স্থানে চালান করিবার কথা।

জজসাহেবেরা রসুমের টাকা জমা করিয়া পশ্চাৎ মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তিদৃষ্টে মুনসেফদিগকে দিবার কথা।

স্থানে ফরিয়াদীদিগের স্থানে তৎকালে লয় তস্মাৎ এইক্ষণে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইন পাইলে পর এক মাস ব্যাজে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত মাসকাবারী কৈফিয়তের সঙ্গে তাহারা যে মাসে যত টাকা রসুম আপনারদিগের নিকটে নালিশহওয়া মোকদ্দমাসকলে পাইয়া থাকে তাহার হিসাব এবং তাহার পূর্ব্ব মাসে যত টাকা রসুম লইয়া থাকে সে টাকা আপনং কর্ম্মস্থানের ব্যাপক জজসাহেবের সমীপে প্রতিমাসে চালান করে। তাহাতে সে জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই চালানী রসুমের টাকা সমুদায় জমা করিয়া রাখেন পশ্চাৎ সেই মুনসেফী ভারের কমিস্যনরদিগের চালানী কৈফিয়ৎদৃষ্টে তাহারদিগের নিজকৃত বিচারে কিম্বা উভয় পক্ষের দেওয়া রাজীনামাক্রমে যত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পড়িয়া থাকে তত মোকদ্দমার নালিশের কালের নির্ণীত রসুমের টাকা তাহারদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের এবং এ আইনের উপরের প্রকরণের নির্ণয়ানুসারে মনসং কমিস্যনরদিগকে যে মতে দিতে হয় সেই মতে দিবেন।

উপরের প্রকরণের হুকুম মোকদ্দমাসকলের যাহাতে না খাটিবেক ও যাহাতে খাটিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম মফঃসল কমিস্যনরদিগের স্থানে এ আইন পঁহুছিবার পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার কোনরূপে নিষ্পত্তি হইবেক তাহাতে খাটিবেক না। কিন্তু এ আইন পঁহুছিবার কালে যে সকল মোকদ্দমা তাহারদিগের নিকটে যবস্থে থাকিবেক তাহাতে চলিবেক। অতএব তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এ হুকুমমতে যবস্থে থাকা মোকদ্দমাসকলের নালিশের কালের নির্ণীত যে রসুম লইয়া থাকে তাহার হিসাব এ আইন পঁহুছিলে পর যে কৈফিয়ৎ জজ সাহেবদিগের নিকটে প্রথম চালান করিবেক তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেয়।

সালিসী রসুমের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১০ দশম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে সে আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া সালিসী ভারের কমিস্যনরদিগকে বাদি ও প্রতিবাদিরা উভয় সম্মতিতে সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের আপনং মোকদ্দমাসকল বিচারাদির অর্থে জজ সাহেবদিগের অগোচরে ভার দিতে পারিবেক। কিন্তু তাহার রসুম চাহিবার কিম্বা লইবার নিমিত্তে কিছু হুকুম কোন আইনে লেখা যায় নাই। কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণে হুকুম আছে যে জিলা ও শহরসকলের আদালতে নালিশহওয়া যেং মোকদ্দমাসকলের সালিসী ভারের কমিস্যনরদিগকে বিচারাদির অর্থে অর্পণ হয় তাহার নালিশের কালের নির্ণীত রসুম যত মিলে তাহা সে মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তি সে কমিস্যনরদিগের নিজকৃত বিচারে কিম্বা উভয় পক্ষের দেওয়া রাজীনামাক্রমে হইলে পর সেই কমিস্যনরদিগকে দেওয়া যাইবেক। অতএব এ প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে যদি উভয় সম্মতিতে আপনারদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচারাদির ভার সেই ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে সালিসী ভারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনদিগকে

স্যনরদিগকে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের অগোচরে দেয় তবে সে কমিস্যনরেরা সে মোকদ্দমাসকলের নালিশের কালে তাহার নির্ণীত রসুম তঙ্কাপ্রতি /০ এক আনার হারে যেরূপে সেই ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে মুনসেফী ভারপ্রাপ্ত কমিস্যনরেরা লইতে পারে সেইরূপে লইতে পারিবেক এবং তাহাতে সেই ৩ ধারার ১। ২। ৩ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক। কিন্তু যদি সেই সালিসী ভারের কমিস্যনরেরা বিনাবেতনগ্রহণে সে মোকদ্দমাসকলের সালিসী করিতে চাহে ও করে তবে সে প্রসঙ্গ সেই নালিশী আরজীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তথায় আপনং দস্তখৎ করিবেক। অথবা যদি সে মোকদ্দমাসকলের নালিশের কালে তাহার নির্ণীত রসুম লয় তবে তাহার হিসাবসমেত সেই রসুমের টাকা জমা করিয়া রাখিবার কারণ আপনং কর্ম্মস্থানের ব্যাপক জজসাহেবের নিকটে চালান করিবেক পশ্চাৎ সে মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তি সেই কমিস্যনরদিগের নিজকৃত বিচারে কিম্বা উভয় পক্ষের দেওয়া রাজীনামাক্রমে হইলে সেই রসুমের টাকা সেইং জজসাহেবের স্থানে যেরূপে এ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখনানুসারে মুনসেফী ভারের কমিস্যনরেরা তাহারদিগের নিজের লওয়া রসুম ফিরিয়া পায় সেইরূপে পাইবেক ইতি।

ঐ রসুম জমা করিয়া রাখিবার এবং তাহা মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তির পর দিবার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার যে ৬ ষষ্ঠ প্রকরণ মুনসেফী কর্ম্মোপযুক্ত কমিস্যনরদিগকে নির্ব্বাচিবার এবং তাহারদিগের ক্ষমতা নির্ণয়ের হুকুম নিদর্শনে আছে তাহা রহিত হইল। ইহাতে জিলাসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এ আইন পাইলে পর ইহার পূর্ব্বে যে কমিস্যনরদিগকে মুনসেফী সনন্দ দেওয়া গিয়া থাকে তাহা ফিরিয়া লন্। তাহার পরিবর্ত্তে সেই ৪০ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত পাঠক্রমে কেবল আমিনী ও সালিসী ভারের নব্য সনন্দ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যদি কমিস্যনরদিগের কাহাকেও এ আইনের অনুসারে মুনসেফী ভারদেওয়া কোন জিলার জজসাহেবের পরামর্শে কি বিনাপরামর্শেই বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উচিত জানেন্ তবে সে লোক এ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখিত পাঠে মুনসেফী সনন্দ পাইবেক।

ইং ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৫ ধারার ৬ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

পূর্ব্বের দেওয়া মুনসেফী সনন্দ ফিরিয়া লইবার ও তাহার বদলে আমিনী ও সালিসী সনন্দ দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলাসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এ আইন পাইলে পর ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের উক্ত লোকদিগেরে সেই আইনের অনুসারে যে মুনসেফী সনন্দ দেওয়া গিয়া থাকে সে সনন্দ ফিরিয়া লন্। তাহার পরিবর্ত্তে কলিকাতার কাজী তথা জিলাসকলের আদালতের কাজীরা এবং সেই ৭ সপ্তম প্রকরণের উক্ত লোকদিগের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৫ ধারার ৭ প্রকরণের উক্ত লোকদিগের প্রাপ্ত মুনসেফী সনন্দ ফিরিয়া লইবার ও তাহার বদলে নব্য সনন্দ দিবার কথা।

লোকদিগের যাহাকে২ আমিনী ও সালিসী ভারের কমিস্যনরীতে নিযুক্ত রাখা যায় সেই সকল ব্যক্তিকে কেবল আমিনী ও সালিসী নব্য সনন্দ সেই ৪০ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুক্রমে পশ্চাৎ দেওয়া যাইবেক। আর যদি উপরের প্রস্তাবিত প্রকরণের উক্ত কোন লোককে এ আইনের অনুসারে কোন স্থানের মুনসেফী ভারে নিযুক্ত রাখা যায় তবে সে লোক এ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখিত পাঠে মুন সেফী সনন্দ পাইবেক।

কমিস্যনরদিগকে যে হেতুক নব্য সনন্দ দেওয়া যাইবেক না এবং দিলেও তৎপদচ্যুত করিতে পারা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের দুই প্রকরণের উক্ত কমিস্যনরদিগের যাহাকে২ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জিলাসকলের জজসাহেবদিগের সমাচার পত্রদ্বারা কি প্রকারান্তরেই বা তত্ত্ব পাইয়া কোনহেতুক এ আইনের মতে নব্য সনন্দ দেওয়া অনাবশ্যক কিম্বা অনুচিত বুঝেন্ তাহারা নব্য সনন্দ পাইবেক না। আর এ প্রকরণক্রমে হুকুম আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের তথা ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগকে তাহারদিগের ত্রুটি প্রমাণ হইলে যেমত অপদস্থ করিতে পারেন সেইমত এ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগকেও জিলা কিম্বা শহরসকলের জজসাহেবদিগের সমাচারপত্রদ্বারা কি প্রকারান্তরেই বা তত্ত্ব পাইয়া কোন হেতুতে সাব্যস্ত রাখা অনাবশ্যক কিম্বা অনুচিত জানিলে সে কমিস্যনরী সিরিস্তা রহিত করিতে পারিবেন।

পদস্থ কমিস্যনরেরা যাবৎ নব্য সনন্দ না পায় কিম্বা তাহারদিগের কমিস্যনরী সিরিস্তা রহিত না হয় তাবৎ পূর্ব্বমতে কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি এ ধারার ১ প্রথম তথা ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে কমিস্যনরদিগের সনন্দ ফিরিয়া লইবার হুকুম আছে তথাচ তাহারা যাবৎ এ আইনের অনুসারে নব্য সনন্দ না পায় অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহারদিগের কমিস্যনরী সিরিস্তা রহিত না করেন্ তাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে আমিনী ও সালিসী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেক। আর যে কমিস্যনরদিগের মুনসেফী ভার আছে তাহারাও যাবৎ এই আইনের চতুর্দ্দশ ধারার অনুসারে নব্য মুনসেফী সনন্দ না পায় তাবৎ সেই ৪০ আইনের মতে এবং এ আইনের ১১ একাদশ ধারার অনুক্রমে আপন২ কার্য্য পূর্ব্বমত করিবেক। ইহাতে যদি পূর্ব্বের কোন কমিস্যনরের প্রতি মুনসেফী ভার না রাখা যায় তবে তথাকার ব্যাপক জিলার জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সেই কমিস্যনরীর মধ্যের মুনসেফী সিরিস্তার নিষ্পত্তিহওয়া ও যবস্থবেথাকা সমস্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র যে কেহ এ আইনের মতে নব্য মুনসেফী সনন্দ পাইয়া তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহার স্থানে দাখিল করান্।

## ১৩ ধারা।

নব্য সনন্দে নিযুক্ত

জিলাসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এ আইন পাইলে পর নীচের

নীচের ধারার লিখনানুসারে আপনং এলাকায় যত লোককে নব্য সনন্দ দিয়া মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হয় তাহার তালিক করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

হইবার মুনসেফদিগের তালিক পাঠাইবার থা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উত্তরকালে যাহারদিগেরে মুনসেফী ও আমিনী ও সালিসী ভারের কমিস্যনরীতে নিযুক্ত করিতে হইবেক তাহারদিগের নির্ব্বাচনী জিলাসকলের জজসাহেবদিগের দ্বারা হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমে মঞ্জুর পড়িবেক। এবং তাহারা যথায়ং নিযুক্ত হইবেক তথাকারং আদালতের মোহরে ও জজসাহেবের দস্তখতে সনন্দ পাইবেক এবং যাবৎ তাহারদিগের ত্রুটি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণ না হয় তাবৎ যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে নিযুক্ত হওয়া কমিস্যনরেরা বিনাত্রুটিপ্রমাণে অপদস্থের যোগ্য হয় না সেইরূপে পদচ্যুতের অযোগ্য হইবেক। কিন্তু এ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত গতিকে তাহারদিগের কমিস্যনরী সিরিস্তা রহিত করা কর্ত্তব্য হইলে তাহা হইতে পারিবেক।

যাহারদিগের দ্বারা কমিস্যনরদিগের নির্ব্বাচনী হইবেক ও মঞ্জুর পড়িবেক তাহার কথা। কমিস্যনরেরা সনন্দ পাইবার এবং ত্রুটি প্রমাণ না হইলে কিম্বা সিরিস্তা রহিত না পড়িলে অপদস্থ না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলাসকলের জজসাহেবদিগকে হুকুম নাই যে তাঁহারা এ ধারার নিরূপণক্রমের মুনসেফী ভারের কমিস্যনরীর জন্যে কেবল একোপজীবিকার লোকদিগেরে নির্ব্বাচনী করেন্। এতাবতা কর্ত্তব্য যে তদর্থে নানা জীবিকার লোকদিগেরে অনুরাগান্বিত ও কৃতী এবং সুশিক্ষিত তথা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠিত বুঝিয়া নির্ব্বাচনী করেন্ এবং তৎকালে তাহারদিগের গুণবৃত্তান্ত যত জানিতে পারেন্ তাহা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইয়া দেন্।

মুনসেফী ভারের লোকদিগের নির্ব্বাচনী করিবার এবং তাহার রেওরা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফী ভারের কমিস্যনরীতে যে কেহ নিযুক্ত হইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে তৎকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে তথাকার আদালতের জজসাহেবের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখনানুসারে শপথ করে। পরে যদি তাহাহইতে তৎকর্ম্মোপলক্ষে অন্যায়াদি কোন অসঙ্গতাচরণ হয় তবে তদর্থে তাহার নামে সেই ৪০ আইনের ৮ অষ্টম ধারার অনুসারে তথাকার আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক।

মুনসেফী ভারের কমিস্যনরেরা শপথ করিবার এবং তাহারা অসঙ্গতাচরণ করিলে সে নালিশ যথায় হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িয়্যার পোলীসের যে এলাকার মুনসেফী কর্ম্মে যে লোক নিযুক্ত হইবেক তাহার মুনসেফী গোর্দবন্দী সেই

মুনসেফী গোর্দবন্দী হইবার ও তাহার কাছারীর স্থাননির্ণয়ের কথা।



এলাকার

এলাকার চতুঃসীমাপর্য্যন্ত হইবেক। এবং তাহার মুনসেফী কাছারী সেই এলাকার মধ্যস্থলে যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখনানুসারে কোন বড় কসবা কিম্বা গঞ্জ অথবা বাজার থাকে তবে তথায় করিতে হইবেক ও সেমত খ্যাত স্থান সে এলাকার মধ্যস্থলে না থাকিলে তথাকার জজসাহেব সেই এলাকার মধ্যের অন্য যে কোন স্থানে মুনসেফী কাছারী করিলে লোকদিগের অনায়াস হয় তাহা ঠাহরিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুর করাইবেন। এতদ্ভিন্ন যদি জজসাহেবদিগের কেহ কোন স্থানের পোলীসের এক এলাকায় জনেকের অধিক মুনসেফ কিম্বা কোন স্থানের পোলীসের দুই কিম্বা ততোধিক এলাকায় এক জন মুনসেফ নিযুক্ত করা উচিত জানেন তবে তাহার বেওরা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সমীপে চালান করিবেন সে সাহেবেরা তদ্দৃষ্টে সেই স্থানে মুনসেফ নিযুক্ত করিবার ও তাহার গের্দবন্দী করিবার অর্থে যাহা বিহিত বুঝেন তাহাই করিতে শক্ত হইবেন।

সুবে বারাণসে মুনসেফী গের্দবন্দী হইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সুবে বারাণসের পোলীসের কোন এলাকা ছোট এবং কোন এলাকা বড় আছে এবং সেইং এলাকার পোলীসী ভার তথাকার তহসীলদারদিগের প্রতি হইয়াছে। অতএব তথাকার জজসাহেবেরা আপনং আদালতের মোতালক স্থানেং যত জন মুনসেফ নিযুক্ত করিতে হয় তাহার তালিক করিয়া এবং তাহারদিগের মুনসেফী গের্দবন্দী যে যে স্থান লইয়া করিতে হয় তাহাও ঠাহরিয়া লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন সে সাহেবেরা তদ্দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার যে ২ দ্বিতীয় প্রকরণ কমিস্যনরদিগের তালিক এবং এমতে গের্দবন্দী যে কোন আসামীকে তাহার নামে কমিস্যনরী কাছারীতে নালিশহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ পাঁচ ক্রোশের অধিক দূরে যাইতে না হয় করিবার হুকুম নিদর্শনে আছে তদনুসারে বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত জানেন তাহাই হুকুম দিবেন।

কমিস্যনরেরা আদালতসকলের কাছারীহইতে যত দূরে বসিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—মফঃসল কমিস্যনরদিগের কেহ কোন আদালতের কাছারীহইতে পাঁচ ক্রোশের অনূর্দ্ধ দূরে নিযুক্ত হইবেক না। কিন্তু যদি কোন জজসাহেব তাঁহার মোতালক আদালতের কাছারীর সন্নিকটে মফঃসল কমিস্যনরদিগের কাহাকেও নিযুক্ত করা উচিত জানেন তবে তাহার বেওরা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন সে সাহেবেরা তদ্দৃষ্টে বিহিত বুঝিলে তাহা মঞ্জুরের হুকুম দিতে পারিবেন।

মুনসেফেরা উত্তরকালে যেং মোকদ্দমার বিচারাদি করিবেক ও যাহার না করিবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কমিস্যনরদিগের যে কেহ এ আইনের অনুসারে মুনসেফী ভার পায় তাহার সাধ্য আছে যে আপন গের্দের নিবাসি এদেশীয় বর্ণ লোকদিগের নামে সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের অস্থাবরীয় যে সকল মোকদ্দমার নালিশ তাহার নিকটে হয় সে সকল মোকদ্দমা যদি নিশ্চয় নগদের



কিম্বা

কিম্বা জিনিসের টাহরে তবে গ্রাহ্য করে। এতদ্ভিন্ন লোকেরা মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া মর্য্যাদামূল্যের এবং ক্ষতিখতরার দাওয়ায় যে নালিশ করে তাহার বিচারাদি করিবার অর্থে তথাকার জজসাহেব হুকুম না দিলে কিম্বা ভারার্পণ না করিলে সে নালিশ গ্রাহ্য করিবেক না। ইহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে মুনসেফদিগের কেহ এ হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অপদস্থের যোগ্য হইবেক এবং সে সাহেবদিগের বিচারে সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া সেই মুনসেফের যত দণ্ড করা উচিত হয় তাহাও করিতে হুকুম দিবেন।

হুকুমের অন্যথা করিলে মুনসফদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যাহারা মুনসেফী ভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনানুসারে নিজ বিচার্য্য মোকদ্দমাসকলের বিচারাদি আপনং কাছারী প্রকাশের কালে তথায় বসিয়া স্বয়ং করে এবং তাহাতে আপনারদিগের চাকর কিম্বা অন্য এলাকাদার অথবা আমলা কিম্বা অপর কাহাকেও হস্তনিক্ষেপ করিতে না দেয়। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১১। ১২। ১৩। ১৪ ধারার অনুসারে এবং সে আইনের লিখিত মুনসেফী বিষয়ী অন্য যে কোন হুকুম এ আইন মতে নিবৃত্ত কিম্বা পরিবর্ত্ত না হইলে তদনুক্রমেও সে মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে থাকে এবং অন্য যে কোন আইন তাহারদিগের কর্ম্ম সম্পন্নের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুরূপেও কার্য্য করে। আর তাহারদিগের সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের অর্থে কিছু বিধান স্থির না হইয়া থাকে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে হুকুম হয় সেই মতাচরণ যথাসাধ্য করিবেক।

মুনসেফেরা মোকদ্দমাসকলের বিচারাদি নিজে করিবার কথা।

মুনসেফেরা যেং আইনমতে কার্য্য করিবে তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—কমিস্যনরদিগের যাহাকে এ আইনের অনুসারে মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায় তাহাকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের তথা ১৭৯৭ সালের ১৮ আইনের অনুক্রমে আমিনা ও সালিসী কর্ম্মেও প্রবৃত্ত করা যাইবেক। এবং সেই ৪০ আইনের যে ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ধারা কমিস্যনরদিগের নিকটে নিষ্পত্তিহওয়া ও যবস্থবেথাকা মোকদ্দমাসকলের মাসকাবারী কৈফিয়ৎ চালানের নিদর্শনে আছে এবং সেই ৪০ আইনের যে ২১। ২২। ২৩। ২৪ ধারা তাহারদিগের কৃতনিষ্পত্তি মোকদ্দমাসকলের আপীল হইবার সম্পর্কে আছে এবং সেই ৪০ আইনের যে ২৫ ধারা তাহারদিগের নিকটে যবস্থবেথাকা মোকদ্দমাসকল জজসাহেবেরা নিজে বিচারাদি করিবার অর্থে কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ করিবার জন্যে তলব করিয়া লইতে

এ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া মুনসেফদিগের সম্পর্কে অন্য আইন সকলের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের সম্পর্কীয় ইং ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের যে যে ধারা খাটিবেক তাহার কথা।



পারিবার

পারিবার নির্ণয় আছে সেইং ধারা সমস্তই সে মুনসেফের কর্ত্তব্য সকল কর্ম্মের প্রতি খাটিবেক।

মুনসেফী ও আমিনী ও সালিসী ভারের কমিস্যনরদিগের সনন্দের পাঠের কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—কমিস্যনরদিগের যাহাকে এ আইনের অনুসারে যে গের্দের মুনসেফী ও আমিনী ও সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায় সে তথাকার ব্যাপক জিলার আদালতের মোহরে ও জজসাহেবের দস্তখতে নীচের লিখিত পাঠে সনন্দ পাইবেক। শ্রী অমুক প্রতি আগে আমাকে এ জিলার দেওয়ানী আদালতের জজী ভারের উপর যে ক্ষমতার্পণ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের অনুসারে হইয়াছে তদনুক্রমে তোমাকে এ জিলার মোতালক অমুক গের্দের মুনসেফী ও আমিনী ও সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল। তুমি মারামারি ও কাটাকাটি জন্য মর্য্যাদামূল্যের এবং ক্ষতিখতবার দাওয়ার যে মোকদ্দমা হয় তাহাছাড়া সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের নগদ কিম্বা জিনিসের দাওয়ার যে মোকদ্দমাসকলের নালিশ এই মুনসেফী গের্দের শামিল নীচের লিখিত মহালাতের নিবাসিদিগের নামে তোমার নিকটে হইবেক তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি মুনসেফী ভারে করিবা। তদিতর সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের অস্থাবরীয় যে মোকদ্দমাসকল আমিনী ভারে বিচারাদি করিবার কারণ এ আদালতহইতে তোমাকে অর্পণ হয় এবং ঐ সংখ্যাদির অস্থাবরীয় অন্য যে মোকদ্দমাসকল সালিসী ভারে বিচারাদি করিবার নিমিত্তে বাদিপ্রতিবাদিগণ উভয় সম্মতিতে তোমার স্থানে উপস্থিত করে সেইং মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেও থাকিবা। আর ঐ সমস্ত মোকদ্দমার বিচারাদি করিবার অর্থে অমুক স্থানে কাছারী করিয়া তথায় সকলের দৃষ্টিপাতের স্থানে এই সনন্দ লটকাইবা। এবং তোমাকে উপরের উল্লিখিত যেং কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল তাহা উপরের উক্ত ৪৯ আইনের অনুসারে এবং সেইং কর্ম্মের সম্বন্ধে অন্য যেং আইন নির্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দিষ্ট হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে ছাপা ও জারী হয় সেইং আইনসকলের অনুক্রমেও সম্পন্ন করিবা। আর যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এ সনন্দ ফিরিয়া লইতে হুকুম না করেন্ তাবৎ ইহার প্রস্তাবিত কমিস্যনরী সকল কার্য্য করিতে রহিবা ইতি।

১৫ ধারা।

শহর বারাণসের ও আজীমাবাদের মুনসেফদিগের বিশেষ কথা।

জিলা গাজীপুরের কিছু খারিজ হইয়া শহর বারাণসের আদালতের শামিল হইয়াছে এবং জিলা বেহারের কিছু খারিজ হইয়া শহর আজীমাবাদের আদালতের

তের শামিলে গিয়াছে এপ্রযুক্ত যে কমিস্যনরেরা ঐ শহরসকলের মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে কিম্বা পশ্চাৎ জজসাহেবেরা আবশ্যক বুঝিয়া যাহারদিগেরে ঐ শহরসকলের মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন সে সকলের সম্পর্কে উপরের তিন প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটা উচিত হইবেক। অতএব ঐ শহরসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কমিস্যনরদিগের যাহারা এই ক্ষণে তথাকার মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহারদিগেরে এ আইনের অনুসারে ফেরফার করা আবশ্যক বুঝিলে তাহার বেওরা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কমিস্যনরদিগকে ফেরফার করিবার বেওরা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

১৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখিত সামান্য হুকুমের মতে বাদি প্রতিবাদিগণ মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে আপনং মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ যাহাকে চাহে তাহাকেই উকীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিযুক্ত করিতে সাধ্য রাখে এই সাধ্যপ্রযুক্ত অনেক দুষ্ট লোক আপনং লাভের জন্যে ওকালতী করিবার বাসনায় সেই কমিস্যনরদিগের কাছারীতে রুজু থাকিয়া লোকদিগেরে ভুলাইয়া অসঙ্গত মোকদ্দমাসকলের নালিশ করাইয়া সেই সাধ্যের উল্টা বুৎপত্তি জন্মাইয়াছে অতএব এ প্রকরণের অনুসারে সেই ৫ প্রকরণ রহিত হইল। উত্তরকালে যে লোকেরা বাদি প্রতিবাদিগণের অন্তরঙ্গ কিম্বা চাকর অথবা অন্য এলাকাদার হয় কিম্বা তদ্ভিন্ন যে লোকেরা নীচের প্রকরণের লিখনানুসারে জজসাহেবদিগের স্থানে ওকালতী সনন্দ পায় সেইং লোকব্যতীত অন্য কেহ এ আইনের অনুক্রমে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরছাড়া মুনসেফী কিম্বা আমিনী অথবা সালিসী ভারের মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে ওকালতীতে নিযুক্ত হইতে পারিবেক না।

ইং ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ ধারার ৫ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে যে যে লোক ওকালতী করিতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার সদর কমিস্যনরছাড়া মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ উকীলগণকে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক জানিলে যত জনকে নিযুক্ত করিতে হয় তত জনকেই যশস্বান ও কর্ম্মোপ্রযুক্ত ঠাহরিয়া নিযুক্ত করিবেন। এবং তাহারদিগেরে আপনং দস্তখতে ও আদালতের মোহরে সটিক করিয়া এমত পাঠে সনন্দ দিবেন যে তদনুসারে যাবৎ তাহারদিগের বিরাগ না জন্মে এবং যাবৎ তাহারদিগেরে সেই ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবার আবশ্যক থাকে তাবৎ তৎপদচ্যুত না হয়।

জজসাহেবেরা মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।



৩ তৃতীয়

মফঃসল কমিস্যনরী সিরিস্তার উকীলগণ শপথ করিবার কথা।

ত্রুটি করিলে উকীলগণের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

উকীলগণ ত্রুটি প্রমাণ ব্যতীত অপদস্থ না হইবার কিন্তু তাহারদিগকে রাখিবার অনাবশ্যক হইলে জজসাহেবেরা উত্ত্যক্ত করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে উকীলগণ মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে ওকালতীতে নিযুক্ত হইবেক তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে শপথ করিবেক। তাহাতে যদি তাহারা কোন অধর্ম্মাচরণ কিম্বা মোকদ্দমা সকলের সওয়াল ও জওয়াব করিতে জ্ঞাতসারে ত্রুটি অথবা সেই ওকালতী ভারের উপলক্ষে অন্য কোন বিরুদ্ধ ব্যবহার করে তবে তদর্থে তাহারদিগের নামে সেই২ জিলার কিম্বা শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক। কিন্তু যাবৎ কোন উকীলের কিছু ত্রুটি কিম্বা ওকালতীর অযোগ্যতা অথবা অপর কোন কুক্রিয়া কিম্বা দুষ্টতা তথাকার আদালতের জজসাহেবের সমীপে প্রমাণ না হয় তাবৎ সে উকীল অপদস্থের যোগ্য হইবেক না। পরন্তু এমতে যদি কোন কমিস্যনরের স্থানে অনেক উকীল নিযুক্ত হয় তবে তথাকার জজসাহেব তন্মধ্যের যত জনকে রাখিবার অনাবশ্যক জানিবেন তত জনকে উত্ত্যক্ত করিতে সর্ব্বদা শক্তি রাখিবেন।

মফঃসল কমিস্যনরী সিরিস্তার উকীলগণের রসুম নির্ণয়ের এবং তাহা ওকালৎনামায় ও ডিক্রী ডিসমিসে লিখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এ ধারাক্রমে যাহারা মফঃসল কমিস্যনরদিগের নিকটে ওকালতীতে নিযুক্ত হইবেক তাহারা আপনারদিগের কর্ত্তব্য ওকালতীর সওয়াল ও জওয়াবের এবং তৎসংক্রান্ত অন্য২ কর্ম্মের রসুমের ধার্য্য আপন২ মওক্কেল অর্থাৎ প্রবর্ত্তকের সহিত করিতে পারিবেক। এবং জানিবেন যে তাহারা এ আইনের অনুসারে মওক্কেলের কিম্বা তৎ পক্ষের কর্ম্মকর্ত্তার সহিত উভয় সম্মতিতে যত রসুম পাইবার ধার্য্য করিবেক তদতিরিক্ত কিছু রসুম কিম্বা বেতনাদি চাহিতে ও লইতে পারিবেক না। এবং মওক্কেল ও উকীল উভয়সম্মতিতে যত রসুমের ধার্য্য পড়ে তাহার নিদর্শন যে ওকালৎনামাক্রমে সওয়াল ও জওয়াব করিবেক তাহাতে লেখা যাইবেক। এবং কমিস্যনরেরাও সেই ওকালৎনামার লিখিত রসুম সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যাহা আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ডিসমিসে লেখা উচিত জানে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ১২ দ্বাদশ প্রকরণের অনুক্রমে যে মতে অন্য২ খরচ ধরিয়া লিখিতে হয় সেই মতে লিখিবেক।

কমিস্যনরেরা মূলের উক্ত লোকছাড়া অন্য লোকদিগেরে আপনারদিগের কাছারীতে যাতায়াত এবং ওকালতী করিতে না দিবার ও ইহার অন্যথা করিলে দণ্ড হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এ আইন পঁহুছিলে পর ইহার অনুসারে যে কমিস্যনরেরা মফঃসল মুনসেফী ও আমিনী ও সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে বাদি প্রতিবাদিগণের অন্তরঙ্গ কিম্বা চাকর অথবা অন্য এলাকাদার কিম্বা জজসাহেবদিগের দত্ত সনন্দীয় উকীলগণছাড়া অন্য কাহাকেও ওকালতীর কারণ আপন২ কমিস্যনরী কাছারীতে গমনাগমন এবং ওকালতী সওয়াল ও জওয়াব করিতে না দেয়। ইহাতে যদি কমিস্যনরদিগের কেহ এ হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি তৎপদচ্যুত হইবেক এবং সে

সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার যত দণ্ড করা উচিত হয় তাহাও করা যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ—মুনসেফী ভারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের নিকটে যে সকল ছোট মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১১ একাদশ ধারার অনুসারে আসামীদিগের তলবে পিয়াদা গিয়া হাজিরজামিন লইলে তাহারা অনেক ব্যামোহ পায় এবং হাজিরজামিন দিতেও ব্যয়ব্যসন হয় কিন্তু ছোটং মোকদ্দমায় আসামীদিগের স্থানে হাজিরজামিন লইবার তাদৃশ আবশ্যক নাই অতএব এ প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে সিক্কা দশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের নগদ অথবা জিনিসের যে সকল মোকদ্দমার নালিশ মুনসেফী ভারের কমিস্যনরদিগের নিকটে হয় তাহার আসামীদিগের স্থানে উত্তরকালে হাজিরজামিন তলব হইবেক না। পরন্তু যদি মুনসেফী ভারের কমিস্যনরদিগের কেহ সেমত কোন মোকদ্দমার আসামী পলাইবার উদ্দেকবার্ত্তা শুনিতে পায় তবে তাহার বেওরা রুবকারীতে লিখিবেক এবং সে বার্ত্তা তথ্য হইলে তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবেক তাহাতে যদি সে আসামী হাজিরজামিন না দেয় তবে সে মোকদ্দমার ফরিয়াদীর দাওয়ার সংখ্যাদির ঊর্দ্ধ না হয় এমতানুসারে সে আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি ঐ ৪০ আইনের ১১ ধারার অনুক্রমে ক্রোক করিতে পারিবেক।

ছোটং মোকদ্দমার আসামীরা পলাইবার উদ্দেকবার্ত্তা শ্রবণব্যতীত তাহারদিগের স্থানে হাজিরজামিন লওয়া না যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানিবেন যে আমিনী ভারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগকে যত মোকদ্দমা বিচারাদির জন্যে অর্পণ হয় তাহার আসামীদিগের জামিন লইবার বিষয়েও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম চলিবেক। কিন্তু যদি উপরের উল্লিখিত গতিকে তাহার কোন আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লইবার তাৎপর্য্য থাকে ও সে জামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের অনুসারে সেই জিলার কিম্বা শহরের জজসাহেবের স্থানে দাখিলের আবশ্যক না রহে তবে তাহাতে সেই আমিনী ভারের কমিস্যনরের সাধ্য আছে যে সে আসামীর স্থানে হাজিরজামিন সেই ৪০ আইনের ১১ একাদশ ধারার অনুক্রমে মুনসেফী ভারের কমিস্যনরেরা যেরূপে লইতে পারে সেইরূপে লয় ইতি।

আমিনী ভারের কমিস্যনরদিগকে অর্পণহওয়া মোকদ্দমাসকলের আসামীদিগের জামিনীর বিষয়েও উপরের প্রকরণের হুকুমচলিবার কথা।

১৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে মুনসেফী ভারে

মুনসেফী ভারের কমি

স্যনরেরা সাক্ষিগণকে তলব করিতে পারিবার কথা।

ভারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের এমত সাধ্য সেই আইনের ৯ নবম ধারার ১০ দশম প্রকরণের অনুক্রমে ছিল যে তাহারদিগের মুনসেফী গের্দের নিবাসি লোকদিগেরে সাক্ষ্য দিবার জন্যে আপনারদিগের নিকটে তলব করে। আর হুকুম ছিল যে সাক্ষিগণের কেহ যদি কোন কমিস্যনরের পাঠান সপীনা না মানে তবে সে যাবৎ সেই কমিস্যনরের নিকটে হাজির না হয় তাবৎ ফরিয়াদীর দাওয়ার সংখ্যাদির উর্দ্ধ না হয় এমতানুসারে তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখে সে সাধ্য ও হুকুম সমস্তই এ আইনের অনুসারে যে কমিস্যনরেরা মুনসেফী ভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের প্রতি বর্ত্তিবেক। ইহাতে সে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহারদিগের নিকটে এ আইনের ১৪ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে নালিশহওয়া মোকদ্দমাসকলে যে সকল লোকের সাক্ষ্য শুনিবার আবশ্যক হয় সে সকল লোকের মধ্যে বিশিষ্ট ঘরের যে স্ত্রীলোকেরা জাতিগৌরবে দেশাচারক্রমে দরবারে উপস্থিত হইতে পারে না তাহাছাড়া তাহারদিগের মুনসেফী গের্দের নিবাসি অন্য সাক্ষি সকলকেই আপনারদিগের নিকটে তলব করে। আর সেমত যে কোন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য শুনিবার আবশ্যক হয় তাহার জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের অনুসারে করিয়া লয়।

আমিনী কিম্বা সালিসী ভারের কমিস্যনরেরা সাক্ষিগণকে তলব করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আমিনী কিম্বা সালিসী ভারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে তাহারদিগের কমিস্যনরী গের্দের মধ্যের অধিকার কিম্বা ইজারা মহালের নিবাসী উপরের প্রকরণের উল্লিখিত স্ত্রীলোকছাড়া অন্য সমস্ত সাক্ষিগণকে তাহারদিগেরে অর্পণহওয়া মোকদ্দমাসকলের সাক্ষ্য দিবার কারণ আপনারদিগের নিকটে তলব করিতে পারিবেক। তাহাতে যদি সাক্ষিগণের কেহ সাক্ষ্য দিবার কারণ তথায় হাজির না হয় তবে যাবৎ হাজির না হইবেক তাবৎ সেই মোকদ্দমার ফরিয়াদীর দাওয়ার সংখ্যাদির উর্দ্ধ না হয় এমতানুসারে সেই সাক্ষির অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিয়া রাখিতে শক্ত হইবেক।

কমিস্যনরেরা আপনারদিগের গের্দের বাহিরের নিবাসি সাক্ষিগণকে হাজির করাইবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফী কিম্বা আমিনী অথবা সালিসী ভারে নিযুক্তহওয়া যে কমিস্যনরদিগের নিকটে যে কোন লোকের সাক্ষ্য শুনিবার আবশ্যক হয় তাহার বসতি যদি উপরের দুই প্রকরণের লিখনানুসারে তাহার কমিস্যনরী গের্দের বাহিরে থাকে তবে সে সাক্ষী বাদি কিম্বা প্রতিবাদির কথাক্রমে অথবা সে কমিস্যনরের তলবমতে হাজির না হইলে সেই কমিস্যনরের কিম্বা সাক্ষিমাননিয়ার অথবা তাহার উকীলের কর্ত্তব্য যে সেই সাক্ষিকে হাজির করাইবার কিম্বা তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম



ধারার

ধারার ১০ দশম প্রকরণের অনুসারে তথাকার জজসাহেবের সমীপে দরখাস্ত করে ইতি।

১৯ ধারা।

সদর কমিস্যনরদিগের নিকটে আসামীরদিগকে ও সাক্ষিগণকে তলব করিবার মতের কথা।

জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে সদর কমিস্যনরী ভারে যাহারা নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সম্পর্কে এবং তাহারদিগেরে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ হইবেক তাহার আসামীদিগের ও সাক্ষিগণের সম্বন্ধে উপরের দুই ধারার লিখিত হুকুম খাটিবেক না। সে আসামীদিগের ও সাক্ষিগণের সম্বন্ধে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের নবম ধারার ৬ ষষ্ঠ তথা ১০ দশম প্রকরণের প্রস্তাবিত হুকুম খাটিবেক। এতাবতা সদর কমিস্যনরদিগকে অর্পণকরা মোকদ্দমাসকলের আসামীদিগের স্থানে হাজিরজামিন লইবার অর্থে তাহারদিগের তলবে তলবচিঠী এবং ফরিয়াদীদিগের কিম্বা আসামীদিগের কথায় সদর কমিস্যনরদিগের নিকটে হাজির না হওয়া সাক্ষিগণকে রুজু করাইবার জন্যে সপীনা এবং তদনুরূপে অন্য যে কোন হুকুমনামা সে মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি কি অনিষ্পত্তি কালেই বা যে সময়ে জারী করিবার আবশ্যক হয় তাহাও সেই সময়ে তাহারদিগের যাহার যে গোর্দের ব্যাপক আদালতের মোহরে ও জজসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের অথবা রেজিষ্টরের আসিষ্টান্ট সাহেবের দস্তখতে সটিক হইয়া জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

কমিস্যনরদিগকে অর্পণকরা মোকদ্দমাপ্রভৃতির সংক্রান্ত হুকুমনামাওগয়রহে যাহার২ দস্তখৎ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২০ বিংশতি ধারাক্রমে হুকুম আছে যে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবেরা তলবচিঠী ও হুকুমনামাপ্রভৃতি আপন২ দস্তখতে ও আদালতের মোহরে সটিক করিয়া জারী করিবেন। অতএব সন্দেহ জন্মিল যে জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে বিচারাদির অর্থে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ তাহার সম্পর্কীয় কাগজপত্রছাড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সাক্ষিগণের তলবী সপীনাআদি এবং অন্য কোন বিষয়ী হুকুমনামাপ্রভৃতি দস্তখৎ করিবার ভার রেজিষ্টরসাহেবদিগকে দিতে পারেন্ কি না। এই সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের অনুসারে আপন২ লিখিত হুকুমক্রমে মোকদ্দমাসকল কমিস্যনরদিগকে অর্পণ করিলে পর সে মোকদ্দমাসকলের সম্পর্কীয় সপীনাআদি কাগজপত্রে দস্তখৎ করিবার ভার রেজিষ্টরসাহেবদিগকে দিতে পারিবেন। এবং তদ্ভিন্ন আদালতের মোতাল্লক যে

যে কোন হুকুমনামাপ্রভৃতিতে দস্তখৎ করিতে হয় তাহাতে যদি জজসাহেবেরা নিজেই দস্তখৎ করিবেন এমত কোন বিশেষ হুকুম না থাকে তবে তাহাও সহী করিবার ভার রেজিষ্টরসাহেবদিগকে কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে দিতে শক্ত হইবেন ইতি।

২১ ধারা।

জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবপ্রভৃতির দ্বারা সাক্ষিগণের জোবানবন্দী করাইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের সাক্ষাৎ সাক্ষিগণের জোবানবন্দী করাইবার অবকাশ না থাকিলে তাহা করিবার ভার আপনারদিগের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে অথবা অন্য প্রধান আমলাকে দেন। কিন্তু এমতে কর্ত্তব্য যে সে সকলে সেই জোবানবন্দী কাছারীপ্রকাশের কালে তথায় বসিয়া বাদিপ্রতিবাদির কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলদিগের সমক্ষে করেন এবং তাহাতে সেই বাদি প্রতিবাদিতে কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা এমত শব্দ যে এ জোবানবন্দী আমারদিগের সমক্ষে হইল লিখিয়া সহী করে। আর যদি এরূপে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী করিয়া লইবার কালে কিছু আপত্তি জন্মে তবে তৎক্ষণাৎ কিম্বা তদনন্তর যত শীঘ্র হইতে পারে তথাকার জজসাহেব নিজে বাদিপ্রতিবাদির কিম্বা তাহারদিগের উকীলগণের সমক্ষে সেই সাক্ষির সাক্ষ্যবাক্য শুনিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা উচিত জানেন তাহাই হুকুম করিবেন।

জোবানবন্দী করিতে আপত্তি জন্মিলে তাহার বিবেচনা জজসাহেবেরা স্বয়ং করিবার কথা।

জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবপ্রভৃতির দ্বারা জোবানবন্দী করাইবার ভার দিতে এবং সে ভার সময়ক্রমে নিবৃত্ত করিতেও পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের ইহাও ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের নিকটে অনেক মোকদ্দমা যবস্থবে থাকিলে যদি তাহার নিষ্পত্তি শীঘ্র করিবার আবশ্যক হয় তবে সে সকল মোকদ্দমার সাক্ষিগণের জোবানবন্দী তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা অন্য প্রধান আমলার দ্বারা উপরের প্রকরণের লিখিত নিষেধ ও বিধির অনুসারে করাইবার ভার দেন। কিন্তু রেজিষ্টরসাহেবেরা জজসাহেবদিগের লিখিত হুকুমক্রমে সেমত ভার না পাইলে তদনুরূপে জোবানবন্দী করাইতে পারিবেন না। এবং জজসাহেবেরাও রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সেমত ভার দিলে যদি সময়বিশেষে সে ভার নিবৃত্ত করা উচিত জানেন তবে তৎকালে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

২২ ধারা।

জজসাহেবেরা কমি

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের

দিগের নিকটে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩১
আইনের তথা ১৭৯৮ সালের ১৮ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদি
গের কৃতসমাধা যে মোকদ্দমাসকলের এবং এ আইনের অনুক্রমে প্রবৃত্তহওয়া
সদর কমিস্যনরদিগের এবং মুনসেফদিগের সমাধাকরা যে মোকদ্দমাসকলের আ
পীল হইবেক তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি নিজে করেন্। তাহাতে আপীলের বিষ
য়ী যে সকল হুকুম এইক্ষণে চলন আছে তদপেক্ষা নীচের লিখিত হুকুম বাহুল্য
করা গেল।

স্যনরদিগের কৃতসমাধা মোকদ্দমাসকলের আপীলী বিচারাদি নিজে করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৯ নবম ধারার ৯
নবম প্রকরণের লিখিত যে হুকুমের অনুসারে জজসাহেবেরা ফরিয়াদীদিগের গর
হাজিরে যে সকল মোকদ্দমা কমিস্যনরেরা নন্‌সুট করে তাহার পুনর্বিচার করিবার
অর্থে রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে কিম্বা সেই কমিস্যনরদিগ্‌কে আদেশ করিতে অথবা সে
বিচার নিজে করিতে পারেন্। এবং আসামীদিগের গরহাজিরে যে সকল মোক
দ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কমিস্যনরেরা করে তাহার বিচার পুনরায় গোড়াগুড়ি
করিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে কিম্বা সেই কমিস্যনরদিগ্‌কে আদেশ করি
তে শক্তি রাখেন্। সে হুকুমের অপেক্ষা বাহুল্য হুকুম এ প্রকরণের অনুক্রমে আ
ছে যে কমিস্যনরদিগের কাহার নিকটে কোন মোকদ্দমার বিচার সূক্ষ্ম না হইলে
কিম্বা তাহার প্রমাণজন্য অন্য কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার আবশ্যক হইলে অথ
বা তাহার বিচার পুনরায় গোড়াগুড়ি করিবার তাৎপর্য্য থাকিলে তথাকার জজসা
হেব দরখাস্তমতে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার সূক্ষ্মরূপে করিবার কিম্বা অন্য সাক্ষির
সাক্ষ্য লইয়া তাঁহার নিজ স্থানে চালান করিবার অথবা সেই সাক্ষ্য প্রমাণে নিষ্প
ত্তি ফিরাইয়া করিবার অথবা পুনরায় গোড়াগুড়ি বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার অর্থে
সে মোকদ্দমার আদৌ বিচারকারক সেই কমিস্যনরকে কিম্বা আইনমতে সে মোক
দ্দমা অন্য কোন কমিস্যনরের বিচার্য্য হইলে তাহাকে অথবা রেজিষ্টরসাহেবকে
আদেশ করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি সে আদেশ শেষের দুই গতিকে এতা
বতা নিষ্পত্তি ফিরাইয়া করিবার কিম্বা পুনরায় গোড়াগুড়ি বিচার ও নিষ্পত্তি করি
বার নিমিত্তে করেন্ তবে তদনুসারে নিষ্পত্তি পড়িলে পর পুনর্ব্বার সে মোকদ্দমার
আপীল সেই জজসাহেবের সমীপে হইতে পারিবেক। এবং সেই পূর্ব্ব দরখাস্ত
জজসাহেবের স্থানে পঁহুছিবার কালে যদি তাহার রসুম দাখিল হইয়া থাকে তবে
পুনর্ব্বার সে মোকদ্দমার আপীল জজসাহেবের সমীপে করিতে হইলে তথায় সে
আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে রসুম লাগিবেক না।

কমিস্যনরদিগের স্থানে সূক্ষ্ম বিচার না হওয়া মোকদ্দমাসকলে জজসাহেবদিগের যে কর্ত্তৃত্ব চলে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার অনু

জিলা ও শহরসক

লের জজসাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তির যাহা চূড়ান্ত হইবেক ও যাহার উপর আপাল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

সারে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের অনুক্রমে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের সমাধা কৃত নগদের কিম্বা জিনিসের মোকদ্দমাসকলের আপীলী বিচারে যে নিষ্পত্তি জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবেরা করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। এ প্রকরণের মতে হুকুম আছে যে এ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগ্কে যত টাকা সংখ্যা কিম্বা মূল্যের অস্থাবরীয় কি স্থাবরীয় মোকদ্দমাসকল অর্পণের যোগ্য হয় তাহার অনূর্দ্ধ সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলের যে সমাধা তাহারদিগের কৃত বিচারে হইবেক তাহার উপর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৮ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া জিলা চাটিগাঁর কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্য ভূম্যাদি স্থাবরীয় মোকদ্দমাসকলের যে সমাধা তাহারদিগের কৃত বিচারে হইবেক তাহার উপরেও আপীলী বিচারে যে নিষ্পত্তি জজসাহেবেরা করেন্ তাহা চূড়ান্ত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জজসাহেবেরা উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলের আপীলী বিচারে যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার উপর পুনরায় আপীল হইবার দরখাস্ত যদি মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক উচিত জানিয়া এ আইনের ২৪ ধারার অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে মঞ্জুর করেন্ তবে সে আপীল পুনর্ব্বার হইতে পারিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

ইং ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ১১ ধারার কিছু রহিত হইবার কথা।

জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সিক্কা পঞ্চাশৎ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার কিম্বা মূল্যের নগদ অথবা জিনিসের মোকদ্দমাসকল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অথবা ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগ্কে এবং সিক্কা এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার কিম্বা মূল্যের নগদ অথবা জিনিসের মোকদ্দমাসকল রেজিষ্টরসাহেবদিগ্কে কিম্বা এ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সদর কমিস্যনরদিগ্কে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করেন্। ইহাতে অনুমান হয় যে সেই জজসাহেবেরা কখন সেই২ মোকদ্দমাসকলের গোড়া শুড়ি বিচার নিজে কদাচিৎ করেন্। কিন্তু বিষয় বুঝিয়া সেই২ মোকদ্দমাসকলের মধ্যের যে কোন অল্প সংখ্যাদির মোকদ্দমা ভারি২ মোকদ্দমার সহিত গণ্য হয় তাহার বিচারাদি যদি জজসাহেবদিগের কেহ নিজে করিবার আবশ্যক জানেন্ ও করেন্ তবে সেই জজসাহেবের কৃত নিষ্পত্তির পর তাহার আপীল হইবার দরখাস্ত মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা উচিত জানিয়া মঞ্জুর করিলে তাহা হইতে পারিবেক। অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখিত হুকুমসকলের মধ্যের যে হুকুম সিক্কা পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা



কিম্বা

কিম্বা মূল্যের নগদের অথবা জিনিসের মোকদ্দমাসকলের গোড়াগুড়ি বিচার জজসাহেবদিগের সমীপে হইয়া নিষ্পত্তি পড়িলে তাহাই চূড়ান্ত হইবার নিদর্শনে আছে সে হুকুম এ ধারার অনুসারে রহিত হইল। এ আইন পাইলে পর জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের নিকটে বিচার না হওয়া যে মোকদ্দমাসকলের গোড়াগুড়ি বিচার নিজে করিয়া নিষ্পত্তি করেন্ তাহার আপীল আপীলের আইনমতে মফঃসল কোর্ট আপীলে হইতে পারিবেক ইতি।

জজসাহেবদিগের গোড়াগুড়ি বিচারে নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল কোর্ট আপীলে হইতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কমিস্যনরদিগের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে গোড়াগুড়ি বিচারে সমাধাহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের সমীপে হইয়া নিষ্পত্তি পড়ে তাহার মধ্যের বিষয়বিশেষের অল্প সংখ্যাদির যে মোকদ্দমা ভারিং মোকদ্দমার সহিত গণনার যোগ্য হয় তাহার বিশেষতঃ মালগুজারীর সংক্রান্ত যে মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারিগণের এবং ইজারদারদিগের তথা প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকারিতার দাওয়া থাকে সেইং মোকদ্দমার জজী বিচারে কিছু দোষ থাকিলে যদি তাহার আপীল পুনরায় না হইতে পারে তবে তাহাতে বিস্তর হানি হয়। অতএব হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি এ আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের অনুসারে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমা আপীলের অযোগ্য হয় তথাচ মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা দরখাস্তমতে সেই জজী নিষ্পত্তি ডিক্রীদৃষ্টে কিম্বা অন্য কোনরূপে তাহাতে কিছু দোষাদি অসঙ্গতাবধান হইয়াছে বুঝিলে যদি সে মোকদ্দমার আপীল পুনরায় হওয়া উচিত জানেন্ ও আপেলাণ্ট আপীলের বিধানক্রমে কার্য্য করে তবে তাহার আপীলী সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

আপীলের অযোগ্য যেং মোকদ্দমার আপীল মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা মঞ্জুর করিতে পারিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবার অর্থে যে ক্ষমতার্পণ হইল সে ক্ষমতা পূর্ণ হইবার নিমিত্তে তাঁহারা অতিসাবধানে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। এবং জানিবেন যে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের সেই ক্ষমতা থাকিতে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের কৃত যে নিষ্পত্তি কোন হুকুমের অনুসারে চূড়ান্ত হয় তাহার উপর ঐ কোর্টের সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে আপীল করিবার শক্তি কাহার থাকিবেক না। আর সে ক্ষমতা থাকিতে যদি কেহ জজসাহেবদিগের কাহার নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত মফঃসল কোর্ট

মফঃসল কোর্ট আপীলের অযোগ্য মোকদ্দমাসকলের আপীল মঞ্জুর করিতে অতিসাবধান হইবার কথা।

জজসাহেবেরা নিজকৃত নিষ্পত্তির পর পুন



আপীলের

বির্চ্চার করিতে পারিবার মতের কথা।

আপীলের সাহেবদিগের স্থানে দিয়া মঞ্জুর না করাইয়া থাকে তবে তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত সেই জজসাহেবের সমীপে দিলে ও সে বিচার করা উচিত হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সে দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে জজসাহেবদিগের কাহার প্রতি নিষেধ নাই। ইহাতে বুঝিবেন যে পুনর্ব্বিচার কর্ত্তব্য হইলে তাহার দরখাস্ত সেই ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ২ ধারার অনুসারে সেই জজসাহেবের স্থানে দিতে হইবেক। কিন্তু সেমত কোন মোকদ্দমায় যদি কেহ আপীলের দরখাস্ত উপরের প্রকরণের অনুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলে দিতে চাহে তবে সে দরখাস্তের সঙ্গে সেই জিলার কিম্বা শহরের আদালতের নিষ্পত্তি ডিক্রীর নকল এবং সে মোকদ্দমার আপীলের কালের নির্ণীত যে রসুম আপীলী অন্যং মোকদ্দমার অনুসারে লাগে তাহা এবং জামিনীও সেই মফঃসল কোর্ট আপীলে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দিবার মতের কথা।

আপীলের দরখাস্ত দিবার মতের কথা।

## ২৫ ধারা।

এ আইনের ৮।২২ ধারার হুকুম যে যে মোকদ্দমায় খাটিবেক না তাহার কথা।

জানিবেন যে এ আইনের ৮ অষ্টম তথা ২২ দ্বাবিংশতি ধারার যে হুকুম জিলা ও শহরসকলের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল কোর্ট আপীলে হইবার নিদর্শনে আছে সে হুকুম বহালী আইনসকলের মতে জিলা ও শহরসকলের আদালতে নিষ্পত্তিপড়া আপীলের যোগ্য যে সকল মোকদ্দমার আপীল মফঃসল কোর্ট আপীলে এইক্ষণে হইতেছে এবং এ আইন জারীর পূর্ব্বপর্য্যন্ত হইবেক তাহাতে খাটিবেক না ইতি।

## ২৬ ধারা।

মফঃসল কোর্ট আপীলে মোকদ্দমাসকলের আপীল হইবার নিদর্শনী ইং ১৮০১ সালের

১ প্রথম প্রকরণ।— রেজিষ্টরসাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের কৃতনিষ্পত্তি যে সকল মোকদ্দমার আপীল জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের সমীপে হইবার যোগ্য হয় তাহার কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত কেহ কোন জজ সাহেবের নিকটে দিলে যদি তৎকালে আপীল করিবার নিরূপিত মিয়াদ গত হইয়া থাকে

থাকে কিম্বা সে দরখাস্ত প্রণালিপূর্ব্বক না হইয়া থাকে ইত্যাদি কোন কারণে সে জজসাহেব সে দরখাস্ত না লন্ কি লইয়াই বা কোন দোষে বিচার না করিয়া অগ্রাহ্য করেন্ তবে জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে তাঁহাকে সে মোকদ্দমার আপীল ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৯ নবম ধারার অনুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলে করিবার অর্থে দরখাস্ত সেই কোর্টে দিতে নিষেধ নাই।

২ আইনের ৯ ধারার হুকুম সাব্যস্ত থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমাসকলের আপীলের দরখাস্ত মফঃসল কোর্ট আপীলে এবং সদর দেওয়ানী আদালতেও দিবার যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৮ অষ্টম তথা ৯ নবম ধারায় লেখা আছে তাহা বাহুল্য হইবার জন্যে এবং এ আইনের যে হুকুম সেমত মোকদ্দমাসকলের আপীলের দরখাস্ত অন্যং মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তের মতে দিবার নিদর্শনে আছে তাহার ফেরফার করিবার নিমিত্তে এ প্রকরণে লেখা যাইতেছে যে কেহ সেমত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত দিলে তাহাতে তাদৃশ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিবার তাৎপর্য্য থাকিবেক না। কেবল যেহেতুক তাহার পূর্ব্ব দরখাস্ত জজসাহেব না লইয়া থাকেন্ কি লইয়াই বা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন্ সে কি হেতু কেনই বা না লইয়াছেন এবং লইয়াই বা কেন অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাই যথাসম্ভবক্রমে বিবেচনা করিতে হইবেক ও তাহার মর্ম্ম সেই জজসাহেবের চালানী রোয়দাদদৃষ্টেই জানা যাইবেক তদর্থে প্রণালিপূর্ব্বক সওয়াল ও জওয়াব লইয়া বিবেচনা করিবার আবশ্যক থাকিবেক না।

আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্যাদি হইবার মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবেচনা করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলের আপীলের দরখাস্ত দিতে তাহার রসুম লাগিবেক না। কিন্তু যদি বিবেচনাক্রমে জানা যায় যে সে দরখাস্ত কেবল মিথ্যা বিরোধের প্রবন্ধে দিয়াছিল তবে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৮ অষ্টম ধারার অনুসারে সে মোকদ্দমার ভাব এবং সেই দরখাস্তদায়ক আপেলাণ্টের সম্ভাবনা বুঝিয়া দণ্ড করা যাইবেক।

মূলের উক্ত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তের রসুম না লাগিয়া অসঙ্গত বোধ হইলে আপেলাণ্টের দণ্ড হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের উক্ত কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত দাখিলক্রমে নালিশ হইলে যদি তাহার রিস্পাণ্ডেণ্ট হাজির হইবার আবশ্যক না থাকে তবে তাহাকে তলব না করিয়া কেবল সে মোকদ্দমার আপীল হইল ইহাই জানান যাইবেক হাজির হও এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না কিন্তু তাহার স্বেচ্ছা হইলে হাজির হইতে পারিবেক। আর যদি আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্ট সে মোকদ্দমার সওয়াল

মূলের উক্ত আপীলী মোকদ্দমায় রিস্পাণ্ডেণ্ট হাজির হইবার আবশ্যক না থাকিবার এবং তাহার ওকালতী রসুম ধার্য্য হইবার মতের কথা।

সওয়াল ও জওয়াবের কারণ আপন পক্ষে উকীল নিযুক্ত করে তবে আদালতের সা হেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম্ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার অনুসারে সে উকীলের বেতন যত নির্ণয় করা উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন।

মূলের উক্ত আপীলী মোকদ্দমায় জামিন লই বার ও না লইবার ম তের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের উক্ত কোন মোকদ্দমার আপেলাণ্টের এবং রিস্পা ণ্ডেণ্টের স্থানেও নিরূপিত জামিন লওয়া যাইবেক না। কিন্তু যদি সে মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী জারী মৌকুফ করিতে হয় তবে তাহাতে অন্যং আপীলী মোকদ্দমায় যেমতে জামিন লইতে হয় সেই মতে লওয়া যাইবেক ইতি।

## ২৭ ধারা।

যবস্থবেথাকা মোক দ্দমাসকলের কৈফিয়ৎ চালানের নিদর্শনী ইং ১৭৯৩ সালের ১৮ আই নের ১২। ১৬ ধারার হুকুমের ফেরফার হই বার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ১৮ অষ্টাদশ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে সুবে বারাণসে জারী হইয়াছে সেই ১৮ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারাক্রমে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগকে হুকুম আছে যে প্রতি সন ইঙ্গরেজীর ১ জানুআরি এবং ১ জুলাইতে আপনং আদালতের যবস্থবেথাকা মোকদ্দমাসকলের কৈফিয়ৎ সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট নক্সামতে মফঃসল কোর্ট আপীলে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন্। এবং সেই ১৮ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারার অনুক্রমে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আ ছে যে তাঁহারদিগের স্থানে গোড়াগুড়ি বিচারের এবং আপীলী তজবীজের যত মোকদ্দমা যবস্থবে থাকে তাহার কৈফিয়ৎ ঐ দুই কাল নিয়মে সদর দেওয়ানী আ দালতে পাঠাইয়া দেন্। আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের পূর্ব্ব ক্ষমতাক্রমে জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগকে এবং মফঃসল কোর্ট আপী লের সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৭ আইনের অনুসারে সে কৈফিয় তের বেওরা পারশী ভাষায় লেখাইয়া তাহার খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ইঙ্গরেজীতে করিবার অর্থে আদেশ হইয়াছে। এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে সেই নির্দ্দিষ্ট নক্সা ক্রমে কি পশ্চাৎ যে কোন নক্সা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করেন্ তদনুসারেই বা কেবল সেইরূপে খোলাসা লিখিয়া প্রতিসন ১ জুলাইতে চা লান করেন্। এবং কর্ত্তব্য যে প্রতিসন ১ জানুআরির পূর্ব্বে সেই কৈফিয়ৎ পূর্ব্ব দাঁড়ায় বেওরা করিয়া লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া তদনন্তর যত ত্বরায় পারেন্ সদর দে ওয়ানী আদালতে চালান করিতে থাকেন্। এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহে বদিগকেও শক্ত্যর্পণ হইতেছে যে তাঁহারা আপনং এলাকার ব্যাপ্য জিলা ও শহর



সকলের

সকলের জজসাহেবদিগের স্থানে যবস্থবেথাকা মোকদ্দমাসকলের কৈফিয়তের যেং বেওরা কিম্বা খোলাসা তলবকরা উচিত জানেন্ তাহাই তলব করিয়া লন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল ৫০ পঞ্চাশৎ আইন।

দেওয়ানী আদালতে সাক্ষিদিগ্কে হাজির করণ ও হলফ্ করাণ কি তাহারদিগের স্থানে হলফ্নামা লওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের যে সকল দাঁড়া লেখা যায় সেই সকল দাঁড়া তাহার কএক কথা ফেরফার হইয়া ফৌজদারী আদালতের সহিত সম্পর্ক রাখিবার ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে হলফ্ অর্থাৎ দিব্য করিবার প্রকারসকলের বিষয়ে ঐ সকল দাঁড়া স্পষ্ট করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের তারিখ ৫ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১০ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১০ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬০ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৮ সালের ১৭ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের যে ৬ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনানুসারে বারাণসে চলন হইয়াছে তাহাতে দেওয়ানী আদালতে সাক্ষিদিগ্কে হাজিরকরণ ও উভয় বিবাদি ও সাক্ষিগণকে হলফ্ অর্থাৎ দিব্যকরাণের ও সাক্ষিরা হলফ্নামা লিখিয়া দিলে তাহারদিগের হলফ্ মাফকরণের বিষয়ে দাঁড়াসকল লেখা গিয়াছে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল দাঁড়া ফৌজদারী আদালতের বাবৎ কোন আইনেতে লেখা যায় নাহি ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের যে ৫ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের মতে বারাণসে জারী হইয়াছে তাহাতে সামান্যতঃ হুকুম আছে যে সমস্ত ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের ফৌজদারীর মোতালক সমস্ত প্রকার নালিশেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে হলফ্ করিতে হইবেক ইহাতে সন্দেহ হয় যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব লোক কোন প্রকারেতে কোন জনের হলফ্ মাফ করিতে পারেন্ কি না ও সাক্ষী হলফ্ করিতে না চাহিলে কি প্রকারে বলক্রমে তাহাকে হলফ্ করান্ ও এমত হইয়াছে যে ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণেরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ও দায়েরসায়ের সাহেবের হজুরে আপন২ ধর্ম্ম ও পদ ও মর্য্যাদার অনুরোধে হলফ্ করিতে স্বীকার করে নাহি কিন্তু তাহারদিগের আপত্তি শরা ও শাস্ত্রানুসারে যথার্থ ও গ্রাহ্য বোধ হয় না নিজামৎ আদালতের কাজীয়ল্ কুজ্জাৎ ও মুফ্তীরা তাহার বিপরীত ফতওয়া দিয়াছেন যে যদ্যপি আদালতের মোকদ্দমাসকলের বিষয়ে শরার অনুসারে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যের মাতবরীর নিমিত্তে হলফের আবশ্যকতা নাহি তথাপি কোন

বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবেতে দিব্যকরণে বাধা নাই ও সদর দেওয়ানী আদালতের
পণ্ডিতদিগের লিখিত বিবরণের দ্বারা বুঝা গেল যে হলফ্ অর্থাৎ দিব্য করা শাস্ত্র
সঙ্গত বটে বরং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমাতে সাক্ষিদিগের হলফের
আবশ্যকতা আছে ও জাতিভেদে ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া হলফের প্রকার
ভিন্ন২ আছে ও যে কেহ যে কোন পদান্বিত লোক হয় তাহাকে আদালতে হ
লফ্ করিতে নিষেধ নাহি ও শাস্ত্রানুসারে ও রেওয়াজমতে শাস্ত্রের নিরূপিত হলফ্
করাইতে আপত্তি নাহি ও যে সকল ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান বিলক্ষণরূপে ক
রেন্ গোতম মুনির মতে তাঁহারদিগের হলফ্ মাফ আছে ও এমতে একরার অর্থাৎ
প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহারদিগের সাক্ষ্য দেওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে কিন্তু আর যে স
মস্ত মুনিরা গোতম মুনির ন্যায় ব্যক্তিভেদে হলফ্ মাফকরণের প্রসঙ্গ করেন্ নাহি
তাঁহারদিগের মত এক জনের মতহইতে প্রবল আর সমস্ত মুনির মতে কোন জা
তীয় লোকের হলফ্হইতে এড়ান নাহি ও কোনপ্রকার হলফ্ অকর্ত্তব্য নহে কিন্তু
শূদ্রেরদিগ্কে কোন২ প্রতিমা স্পর্শ করিতে নিষেধ আছে ও এক্ষণে যেপ্রকার হলফ্
চলন আছে এতাবতা তামা ও তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করা তাহা কএক শাস্ত্রানুসারে
সঙ্গত বটে কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য২ প্রকার দিব্যও তত্তুল্য মান্য এবং প্রতিমাস্পর্শ ক
রিয়া দিব্যকরণের প্রকার সকলি সমান শরা ও শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের
এই সকল প্রামাণ্য বিবরণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে হলফের বিষয়ে এ অন্যায়
ওজর ও আপত্তি কিছু দিনের মধ্যে রহিত হইবেক ও আদালতে সাক্ষ্য দিবার নি
মিত্তে কোন ব্যক্তির তলব হইলে সে যে কোন জাতি কি মর্য্যাদা ও পদান্বিত হউক
যে কোন প্রকার হলফ্ করা সহজ ও মোকদ্দমার উপযুক্ত হয় তাহা করাণ গেলে
করিবেক কিন্তু যেকালপর্য্যন্ত হলফের বিষয়ে উপরের লিখিত ওজর ও আপত্তি থা
কিবেক ও সেইহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার লিখিত যে
দাঁড়াসকলে দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাতে জাতি কিম্বা পদমর্য্যাদানুরোধে যে
সকল সাক্ষিদিগ্কে হলফ্ করাণ অনুচিত সে সকল সাক্ষিরা ঐ ধারার লিখনমত হ
লফ্নামা লিখিয়া দিলে তাহারদিগের হলফ্ মাফকরণের কথা লেখা যায় তাহা ব
হাল রাখা উপযুক্ত হয় তাবৎ রাখা উচিত ও ঐ সকল দাঁড়ার মত যে এমত২ ব্য
ক্তিরা ফরিয়াদী অথবা সাক্ষী হয় মাজিস্ট্রেটসাহেবের কিম্বা ফৌজদারী আদাল
তের অন্য সাহেবদিগের নিকটে তাহারদিগের হলফ্ মাফ হয় এবং উচিত ও শ
রার মত যে সরকারের নালিশেতে সরকারী উকীল কি অন্য যে ব্যক্তি সরকারের
তরফহইতে নিযুক্ত থাকে তাহার মোকদ্দমার সত্যতার বিষয়ে হলফ্ করিতে কি
হলফ্নামা লিখিয়া দিতে না হয় ও দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাতে সাক্ষিদি
গকে হাজির করিবার দাঁড়াসকল ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক রাখা
আবশ্যক বোধ হইল অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর
কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দিষ্ট হইল যে এই আইন প্রকাশহওন
অবধি সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসেতে জারী ও চলন হয় ইতি।



২ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল ৫০ পঞ্চাশৎ আইন।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার কতক ফৌজদারী মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

সাক্ষিদিগের তলবচিঠী জারীহওনের মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের কতক এতাবতা সাক্ষিদিগ্‌কে হাজিরকরণ ও তাহারদিগ্‌কে হলফ্ করাইবার ও এদেশের রেওয়াজমতে জাতি ও মর্য্যাদার অনুরোধে তাহারদিগ্‌কে হলফ্ করাণ অনুচিত হইলে হলফ্‌নামা লিখিয়া দেওনের নিয়মে হলফ্ মাফ করিবার দাঁড়াসকল যে সকল সাক্ষিদিগের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি দায়েরসায়ের সাহেবের অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে ফৌজদারী মোকদ্দমাতে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কাছারীতে কি ঐ২ আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে হাজির হইতে হয় তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাতে চাপরাসী কি পেয়াদার কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তরফ অন্য কাহারু অথবা পোলীসের কোন আমলার মারফতে সাক্ষিদিগের নামে তলবচিঠী পাঠান যাইবেক উভয় বিবাদির স্থানে সাক্ষী আনিয়া দিবার নিমিত্তে তলবচিঠী দেওয়া যাইবেক না যেমত দেওয়ানী আদালতে জজসাহেব উভয় বিবাদির স্থানে দিতে পারেন্ ইতি।

জরীমানাকরণাদির ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত ধারামতে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা সাক্ষিদিগের উপর তলবচিঠী হইলে তাহারা তাহা পাওনের পরে হাজির না হইলে কি হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না চাহিলে কিম্বা আপন২ জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করিলে তাহারদিগকে শক্ত কয়েদকরণ ও পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করণের বিষয়ে যে ক্ষমতা রাখেন্ সেই ক্ষমতা জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হইবেক কিন্তু যে সকল সাক্ষিরা হাজির হইয়া দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দিতে না চাহে তাহারদিগ্‌কে প্রথমতঃ কেবল কয়েদ রাখা যাইবেক ও আট প্রহরের কম না হয় এমত কালগতে জজসাহেব উচিত জানিলে পুনরায় তলব করিবেন তখনো যদি সাক্ষ্য দিতে না চাহে তবে তাহার আহওয়াল বুঝিয়া উপরের নিরূপিত সংখ্যাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম তাহার উপর করিবেন ও জরীমানা যাবৎ দাখিল না করে তাবৎ দেওয়ানী জেহলখানাতে কয়েদ রাখাইবেন কিম্বা জরীমানার বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার নিরূপিত মিয়াদে কয়েদ রাখাইবেন অথবা সাক্ষ্যদেওনের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী থাকিলে যাবৎ সাক্ষ্য দিতে না চাহে তাবৎ কয়েদ রাখাইবেন ও পরে কয়েদহইতে খালাসী পাইবেক ও জরীমানা মাফ হইবেক ইতি।

কয়েদহওয়া সাক্ষির সাক্ষ্যের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী রাখণের

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—দায়েরসায়ের সাহেবলোকের এই ধারানুসারে যে সাক্ষী কয়েদ হয় তাহার সাক্ষ্যদেওনের অপেক্ষায় আইন্দা দওরাপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমা মুলতবী রাখা উচিত নহে যদি তাহার সাক্ষ্যের অপেক্ষায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা

আবশ্যক না হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

লের ২ আইনের ৪১ ধারানুসারে আপন পাওয়া ক্ষমতামতে মুলতবী রাখা আবশ্যক না বুঝেন্ ও কয়েদহওয়া সাক্ষির সাক্ষ্যদেওয়ার অপেক্ষায় মুলতবী থাকা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা যে কালপর্য্যন্ত আদালতের সাহেব উপযুক্ত জানেন্ তাহার অধিক কাল নিষ্পত্তি করিতে বিলম্বকরণের আবশ্যক নাহি ইতি।

সাক্ষির জরীমানা করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা দস্তুরমতে তলব হওয়া কোন সাক্ষী হাজির না হওন কি হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না চাহনহেতুতে এই ধারানুসারে তাহার যে জরীমানা করেন্ তাহার কৈফিয়ৎ তাহার মতালক সমস্ত রোয়দাদসমেত আইন্দা দওরাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে দরপেশ করা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে জরীমানার বাবৎ কোন আরজী দরপেশ হইলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের রোয়দাদ বিবেচনা করিয়া দেখেন্ তাহাতে যদি ঐ সাহেবলোকের ইহা বোধ হয় যে জরীমানা ভারী কি অন্যায় কি অনর্থক হইয়াছে তবে তাঁহারা তাহার কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১৭ ধারা ও ১৮০১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারামতে অন্যং মোকদ্দমাতে যে প্রকারে পাঠান্ সেইপ্রকারে পাঠাইয়া দিবেন নতুবা ফরিয়াদীকে জ্ঞাতকরণের নিমিত্তে আরজীর পিঠে হুকুম লেখাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

হলফ মাফকরণের মতের কথা।

যদি জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের হজুরে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের সময়ে এ দেশের রেওয়াজ মতে জাতি কি মর্য্যাদা ও পদানুরোধে কোন ফরিয়াদীকে হলফ করাণ অনুচিত হয় তবে ঐ সাহেবেরা সেই ফরিয়াদী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারানুসারে হলফ্‌নামা লিখিয়া দিলে তাহার হলফ্ মাফ করিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সরকারের তরফ উকীলআদির হলফ্ না করিতে হইবার কথা।

যদি সরকারী উকীল কি অন্য কোন ব্যক্তি সরকারের তরফহইতে নালিশ করে তবে তাহার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমা যথার্থহওনের বিষয়ে হলফ করিতে কি হলফ্‌নামা লিখিয়া দিতে হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

গঙ্গাজল স্পর্শভিন্ন অন্য হলফ্ করাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারানুসারে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে হুকুম আছে যে উভয় বিবাদি ও সাক্ষিদিগকে তাহারদিগের ধর্ম্মানুসারে যে প্রকার হলফ্ মাতবর ও মান্য হয় সেই প্রকার হলফ্ করাইবেন



ফৌজদারী

ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরাও এই হুকুমমত আচরণ করিবেন কিন্তু যদি উভয় বিবাদি কি সাক্ষিদিগের মধ্যে কেহ হিন্দু হয় ও তামা ও তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শের হলফ্ করিতে না চাহে এমতে যদি তহকীককরণের পরে তাহার ধর্ম্মানুসারে অন্য শপথ মাতবর ও মান্য পাওয়া যায় ও তাহা করিতে কবুল করে ও তাহা করাণ হইতে পারে তবে তাহাকে সেই শপথ করাইবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত কোন কথানুসারে ঐ সাহেবলোকের হিন্দুদিগের শাস্ত্রোক্ত কোন পরীক্ষার মত হলফ্ উভয় বিবাদি কি সাক্ষিদিগকে করাইতে ক্ষমতা নাহি ও যে হলফ্করণেতে করণিয়ার কথা মিথ্যা হইলে কিম্বা তাহার দেওয়া সাক্ষ্য অপ্রামাণ্য হইলে তৎক্ষণাৎ কি উত্তরকালে নিশ্চয় তাহার নিজ শরীরের কি পরিবারের কিম্বা ধনসম্পত্তির কিছু হানি হইবার নিয়ম থাকে তাহাই পরীক্ষা কহা যায় ইতি। পরীক্ষা করাইতে নিষেধের কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের হেতুবাদের লিখিত শরা ও শাস্ত্রের উক্ত বিবরণ ও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের মতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম হইল যে সাক্ষিদিগের হলফ্ মাফকরণের বিষয়ে এমত সতর্ক ও মনোযোগী হন্ যে এ দেশের বেওয়াজমতে জাতি ও মর্য্যাদা ও পদানুসারে কোন সাক্ষিকে হলফ্ করাণ অনুচিত না হইলে তাহার স্থানে হল্ফনামা না লওয়া যায় ইতি। হলফ্ মাফকরণেতে সাহেবেরা সতর্ক হইবার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল ৫৩ ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ আইন।

অপরাধিগণকে শরার আনুসারিক শাস্তি হাকিমে বিবেচনা করিয়া দিতে হইলে
তৎকালে তাহা নির্ণয় করিতে দায়েরসায়েরী জজসাহেবেরা তথা নিজামৎ আদাল
তের সাহেবেরা যে মতাচরণ করিবেন এবং সের্কয়ে কোব্রা অর্থাৎ ডাকাইতী
করণে যে অপরাধ ঘটিবেক ও তাহাকরণিয়াদিগের যে শাস্তি হইবেক এবং উত্তর
কালে যাহারদিগেরে দেশের বাহির করিয়া সমুদ্রের পারে চালানের যোগ্য এবং
যাহারদিগেরে তত্তন্নিজনিবাসের জিলাছাড়া করিয়া অন্য জিলায় পাঠাইবার উপ
যুক্ত ঠাহরা যাইবেক এবং ফতওয়ার হুকুমের মিয়াদের মধ্যে দেশে আসিলে কিম্বা
বন্ধনদশায় পলাইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহা নিষ্কর্ষ করিবার আইন শ্রীযুত গবর্
নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের তারিখ ২১
জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ৭ শ্রাবণ মত্তয়াফেকে ফসলী ১২১০
সালের ১৭ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১০ সালের ৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে
সম্বৎ ১৮৬০ সালের ১৭ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৮ সালের ১ রবীয়ঃসানী
তে জারী হইল।

হেতুবাদ।

অপরাধিগণের শাস্তি তাজীরন্ ও আকূবতন্ ও সিয়াসতন্ এই তিন প্রকারে
শরার অনুসারে রাজরাজাধিপ শ্রীমৎ বাদশাহের এবং তদনুযায়ী হাকিমের বিবে
চনাক্রমে হয়। ইহাতে প্রথম প্রকার তাজীর অর্থাৎ লঘু শাস্ত্যর্হ সেই অপরাধে
হয় যাহাতে হদ্দ কিম্বা কেসাস বাক্যার্থ নির্ণীতাতিশাস্তির অথবা সম শাস্তির
নিষ্কর্ষ শরায় না থাকে এতাবতা যদি ক্ষুদ্রাপরাধ করে তবে তাহাতে হাকিমের বি
বেচনাক্রমে তাজীর হইয়া সজুতের নিমিত্তে হদ্দঅপেক্ষা অল্প শাস্তির নির্ণয় হইতে
পারে। আর দ্বিতীয় প্রকার আকূবৎ অর্থাৎ সম শাস্ত্যর্হ সেই অপরাধে হয় যাহা
তে হদ্দ কিম্বা কেসাসের যোগ্যাপরাধ অপরাধিহইতে নিশ্চয় হইয়া থাকে কিন্তু
শরার মতে প্রমাণসিদ্ধ এমত হয় না যে তাহাতে সন্দেহ না জন্মিয়া তদনুসারের
শাস্তি হদ্দ কিম্বা কেসাসের হুকুম খাটে কিম্বা শরার মতে প্রমাণসিদ্ধ হয় অথচ
উত্তরাধিকারিগণের ক্ষমাপ্রযুক্ত অথবা শরার যে কোন মতে কিঞ্চিৎ বিশেষ হেতু
তে শোবেহাৎ অর্থাৎ সন্দেহ কহে তাহা হইবার কারণ যে এমামের কৌল এ
তাবতা বচনক্রমে ফতওয়া চলে তদনুক্রমে সে অপরাধির উপর হদ্দ কিম্বা কেসা
সের হুকুম খাটে না তবে তাহার দমনার্থে আকূবৎ হয়। আর তৃতীয় প্রকার
সিয়াসৎ অর্থাৎ অতিশাস্ত্যর্হ সেই অপরাধে হয় যে অপরাধজনক ক্রিয়াতে লো
কেরদিগের নিতান্ত ক্লেশ জন্মে এবং অত্যুৎপাত ঘটে বিশেষতঃ তাদৃশাপরাধ পুন

র্ব্বার করিলে শাসনার্থে আদালতসকলের সাহেবদিগের বিবেচনায় দিয়াসৎ হইয়া তদনুসারে হদ্দ শাস্তি পায় এবং প্রচরদ্রূপ সকলে জানেন্ যে যথায় শরার হুকুম চলন আছে তথায় এমত সকল অপরাধে দেশাধিপ হাকিম এবং তাঁহার পক্ষের আদালতসকলের কর্ত্তারা সর্ব্বপ্রকারে শাস্তি দিতে ও বধ করিতে সম্পূর্ণ সাধ্য রাখেন্ ॥০॥ যে অপরাধিগণের শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার থাকে তাহাতে বিশেষতঃ উপরের উক্ত অপরাধিগণহইতে ঐ তিন প্রকারের মধ্যের দ্বিতীয় প্রকার অপরাধ হইলে তাহাতেও প্রমাণপূর্ব্বক আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তীরা যে ফতওয়া দেন্ তদ্দৃষ্টে জানা গেল যে সেই ফতওয়া অপরাধিগণের কৃতাপরাধ যত প্রমাণ হয় তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া প্রায় হইয়া থাকে তাহার দোষান্বিত মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া হয় না অতএব যে শাস্তির নির্ণয় করেন্ তাহা কখন অসূক্ষ্ম প্রমাণক্রমে হয় এবং কখন অপরাধের সংখ্যাপেক্ষা অল্পও হইয়া থাকে। এনিমিত্তে আবশ্যক যে শরার আনুসারিক যে শাস্তি হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার থাকে তদর্থে এমত এক বিধান স্থির করা যায় যে তাহাতে কেহ অপরাধের সূক্ষ্ম প্রমাণব্যতীত শাস্তি না পায় এবং সূক্ষ্ম প্রমাণ হইলে তাহার সমান শাস্তি পায়। এতদ্ভিন্ন এদেশে দৌরাত্ম্যক্রমের ডাকাইতী অনেক হইয়া থাকে ও তাহাতে প্রায় সর্ব্বদা হত্যা হয় এবং মৃতপ্রায় তথা অঙ্গহীন ও দেহ জরা এবং শরীর ক্ষত হইয়া থাকে এবং গৃহদাহাদি নানাবিধোৎপাত ঘটে এ জন্যে অবশ্য চাহি যে সেমত কর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা পরিষ্কাররূপে হইবার কারণ এবং তাহার শাস্তির নির্ণয়করণের অর্থেও স্বতন্ত্রং বিধানের নির্দ্ধার্য্য করা যায় এইহেতুক যে তাহার শাস্তি শরার অনুসারে তারতম্য হইয়া থাকে সে জন্যে অপরাধিগণ নির্ণীতাতিশাস্তির বহির্ভূত হয়। এবং পথে কিম্বা অবসতিতে অথবা তত্তৎসমীপে কিম্বা বসতিতে এবং পল্লীতে তথা শহরে অথবা ঐ সর্ব্বত্রের নিকটে ডাকাইতী হইলে সে অপরাধে শরার মতে শাস্তির হুকুম পৃথক্ং হয় অতএব এপর্য্যন্ত অপরাধিগণের যত শাস্তি হইয়াছে তাহা সমস্তই বৃথা বোধ হইল যদি কোন ডাকাইতী বসতিহইতে দূরে হইলে তাহাতে কাহার হত্যা হয় তবে সে নিহন্তা সেই ডাকাইতদিগের সম্প্রদায়সমেত শরার আনুসারিক হদ্দ যে শাস্তি ঈশ্বরাধীন আছে তাহাই পাইবে এতাবতা অপরাধ না হইতে পারিবার এবং অপরাধিগণকেও তাহা করণে নিবৃত্ত করিবার মনস্থে যে আদালত বর্ত্তে তাহার অনুসারে বধ হইবেক। আর কেহ কাহার এমত কর্ম্মের সহায়তা করিলে কিম্বা প্রবৃত্তি লওয়াইলে সেহেতুক শরার অনুসারে সে সকলের এক সমান শাস্তি হয়। এবং অন্য কোন অপরাধের কর্ম্ম অনেকে মিলিয়া দৌরাত্ম্যক্রমে করিলে যদি তাহাতে কাহার হত্যা হয় তবে সে কর্ম্ম পথে কিম্বা বসতিহইতে দূরে অথবা তৎসমীপে কিম্বা পল্লীর মধ্যে অথবা অন্য কোথাও করিলেও তদনুরূপের হুকুম কোনং আইনে শরা এতাবতা শরার বিধিবক্তার মতে খাটে। কিন্তু উপরের লিখিত শরার হুকুম এবং হত্যাহীন ডাকাইতীর শাস্ত্যর্থে অঙ্গদ্বয়চ্ছেদনের হুকুম সচরাচর চলন

চলন ফতওয়াক্রমে কেবল যে ডাকাইতী পথে কিম্বা তৎসমীপে এবং বসতিহই তে দূরে হয় তাহাতেই খাটে ও যদি সে ডাকাইতদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যের কেহ বালক কিম্বা অজ্ঞান কি বাতুল হয় অথবা নিহতের সহিত কিম্বা দস্যুগ্রস্তের সঙ্গে এমত সম্পর্ক রাখে যে তাহাতে শাস্তি হইবার নিষেধ থাকে কিম্বা নিহতের অথবা দস্যুগ্রস্তের বসতির নৈত্য না থাকে কিম্বা সেই সম্প্রদায়ের মধ্যের কাহার স্বত্বাধিকারি তাংশ সেই হৃত ধনে রহে অথবা সে ধন সেই ডাকাইতদিগের কাহার স্থানে শরার মতে গচ্ছিত থাকা সিদ্ধ হয় কিম্বা সেই হৃত ধনের ভাগ ডাকাইতদিগের জন প্রতি শরয়ী দশদেরম্ এতাবতা কম বেশ সিক্কা তিন টাকার ন্যূন পড়ে তবে এই সকল গতিকে সে ডাকাইতদিগের শরার আনুসারিক নির্ণীতাতিশাস্তি হয় না। যস্মাৎ এই সকল বিশেষ গতিক স্পষ্টতো ন্যায়ের বহির্ভূত তস্মাৎ অত্যাবশ্যক যে যদি কোন ডাকাইতীতে হত্যা হয় কিম্বা হত্যাকরণের ন্যায় উৎকটাপরাধ জন্মে অথবা না জন্মে তথাচ সে মত্তাপরাধ যথায় হউক তাহার শাস্তির অর্থে এক বিধান স্থির করা যায় ॥০॥ অধিকন্তু যে অপরাধিগণ বন্ধনদশায় পলায় ও পুনরায় ধরা পড়ে তাহারদিগেরে এবং অন্য যে অপরাধিগণ অল্প মিয়াদে বন্দী হয় তাহারদিগেরেও দেশের বাহির করিয়া সমুদ্রের পারে চালানের নিমিত্তে যে হুকুম হইয়াছে তাহাতে আপত্তি জন্মিল এপ্রযুক্ত উচিত যে উৎকটাপরাধের জন্যে যে অপরাধিরা দায়মলহবস্ অর্থাৎ চিরবন্ধনের যোগ্য হয় কেবল তাহারদিগেরেই সমুদ্রের পারে পাঠান যায় এবং অল্প মিয়াদী বন্দিগণকে অপরাধের মর্ম্ম বুঝিয়া সমুদ্রের পারে চালানের পরিবর্ত্তে তাহারদিগের নিজনিবাসের জিলাছাড়া অন্য জিলায় পাঠাইয়া রাস্তাবন্দিপ্রভৃতি কঠিন কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা যায় অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে উপরের উল্লিখিত মর্ম্ম প্রণিধান পূর্ব্বক নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম এই আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুর নিজাধিকারের যাহা শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে অর্পণ করিয়াছেন তথায় পঁহুছিবার তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের যাঁহার নিকটে যে অপরাধির মোকদ্দমার বিচার হয় সে অপরাধির শাস্তি তাজীর কিম্বা আকূবৎ অথবা সিয়াসৎক্রমে হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার রাখিয়া যদি কাজী কিম্বা মুফ্তী তে ফতওয়া দেন্ তবে কর্ত্তব্য যে সে ভার যেহেতুক রাখেন্ কেবল তাহাই সেই ফতওয়ায় লিখেন্। তদনন্তর সেই দায়েরসায়েরী জজসাহেব কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের বিধানানুসারে তাহার যত শাস্তিনির্ণয় করিতে হয় তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ণয় করিবেন।

হাকিমের বিবেচনাক্রমে শাস্তিনির্ণয় হইবার ফতওয়া লিখিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন অপরাধির শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হই বার

শাস্তির নিরূপণ আই

নে থাকিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বার ভার হইলে যদি তাহার শাস্তির নিরূপণ কিছু কোন আইনে থাকে ও সেই অপরাধ তদপরাধির স্বেচ্ছাধীন অঙ্গীকারক্রমে কিম্বা বিশ্বস্ত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা নিশ্চয়বোধক অন্য কোন বিশিষ্ট নিদর্শনেতে প্রমাণ হয় তবে এ সকলরূপে সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার শাস্তি নির্ণয় সেই আইনের নিরূপণক্রমে করেন। এবং যদি আইনমতে সে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য হয় তবে তদ্বিযয়ার্থে যে বিবেচনা নিজে করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া রোয়দাদসমেত তথায় পাঠাইয়া দেন্।

হাকিমের বিবেচনাক্রমে শাস্তিনির্ণয়ের ভার হইলেও সে শাস্তির নিরূপণ কোন আইনে না থাকিলে তাহাতে এবং সে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য হইলে তাহাতেও যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—অপরাধিগণের কাহার কৃতাপরাধ প্রমাণ হইয়া কোন হেতুতে তাহার শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার হইলে ও সেই শাস্তির নিরূপণ কোন আইনে না থাকিলে যদি সে অপরাধ এ প্রকারের হয় যে তাহা শরার মতে প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহাতে হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তির হুকুম খাটিত কিন্তু সেমতে প্রমাণসিদ্ধ হয় না অথচ সে অপরাধ তদপরাধিকর্ত্তৃক নিতান্ত হইয়াছে চিত্তে লয় এ কারণ কাজী কিম্বা মুফ্তীর ফতওয়াক্রমে তাহার শাস্তি নির্ণয় হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার হইল এমত জানা যায় এবং সে অপরাধিহইতে সে অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে এমত বোধগম্যও সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেবের হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে অপরাধ শরয়ী মতে প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহাতে কোন হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তি সঙ্গত হইত তাহার নিদর্শনে দ্বিতীয় ফতওয়া সেই কাজী কিম্বা মুফ্তীর স্থানে লেখাইয়া লন্ ও তদ্দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া শাস্তির হুকুম দেন্। আর যদি কোন আইনমতে সে শাস্তি পরিবর্ত্ত করিবার বিধান থাকে তবে তদনুসারে পরিবর্ত্ত করেন্। এবং আইনমতে সে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য হইলে তদ্বিষয়ার্থে যে বিবেচনা নিজে করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া রোয়দাদসমেত তথায় পাঠাইয়া দেন্।

কিঞ্চিৎ বিশেষ হেতুতে সন্দেহ জন্মিয়া কোন অপরাধির হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তি না সম্ভবিলে এবং তাহার শাস্তির নিরূপণ কোন আইনেও না রহিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কাহার কৃত কোন অপরাধ শরয়ী মতে প্রমাণসিদ্ধ হয় কিম্বা তাহা তৎকর্ত্তৃক নিশ্চয় হইয়াছে এমত চিত্তে লয় ও তাহার শাস্তির নিরূপণ কোন আইনে না থাকে এবং সে অপরাধ এ প্রকারের হয় যে তাহাতে সে অপরাধী শরার নির্ণীত হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তি পাইবার যোগ্য ঠাহরে কিন্তু শরয়ী মতে কিঞ্চিৎ বিশেষ হেতুতে যে শোবেহাৎ অর্থাৎ সন্দেহ জন্মিবাতে অপরাধের লঘুতা ঠাহরে না বরং তাহাতে হদ্দ কিম্বা কেসাসের অপেক্ষা অল্প শাস্তি হইলে অন্যায় হয় সেই সন্দেহ জন্মিয়া তাহার শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার হয় তবে সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাতে উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে এতাবতা কাজী কিম্বা মুফ্তীর স্থানে দ্বিতীয় ফতওয়া এমত নিদর্শনে যে কোন সন্দেহপ্রযুক্ত সে অপরাধির প্রতি হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তি না খাটিলে শরার আনুসারিক অমুক শাস্তি সঙ্গত হইত লেখাইয়া লইয়া তদনুসারে শাস্তির হুকুম দেন্।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি শরয়ীমতে কিঞ্চিৎ বিশেষ হেতুতে কোন অপরাধির কৃতাপরাধকে ক্ষুদ্র ঠাহরিয়া শরার নির্ণীত শাস্তি ক্ষমা করিতে কিম্বা সে নির্ণীতাপেক্ষা অল্প শাস্তি দিতে হয় ও সেই শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার হয় তবে জানিবেন যে সে মতাপরাধিকে শরার হুকুমের পরিবর্ত্তে অধিক কিম্বা সমান শাস্তি দিবার নিরূপণ কোন আইনে না থাকিলে এ প্রকরণের অনুসারে সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেব তাহার শাস্তির হুকুম শরার নির্ণীতাপেক্ষা অধিক কিম্বা তত্তুল্য না হয় এমত নিয়মে বিবেচিয়া দিবেন।

যে গতিকে শরার নির্ণীতাপেক্ষা অধিক কিম্বা তত্তুল্য শাস্তি না হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে কাহার কৃতাপরাধের প্রমাণে শরার উক্ত ওহম্ কিম্বা শক অথবা শোবেজয়ীফা অর্থাৎ প্রমাণ নভাবি কিম্বা ভাবি নভাবি অদৃঢ় সন্দেহ জন্মিলে কোন শাস্তি হইবেক না এতাবতা যে সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা কিম্বা অন্য নিদর্শনক্রমে প্রমাণ হয় সে সাক্ষিগণাদি যদি বিশ্বস্ত ও প্রত্যয়জনক না হয় অথবা সে সাক্ষিগণাদি বিশ্বস্ত ও প্রত্যয়জনক হয় ও তাহারদিগের সাক্ষ্যবাক্যাদিক্রমে সূক্ষ্ম প্রমাণ না হয় বাক্যার্থ যাদৃশ প্রমাণে শরার নির্ণীত শাস্তি খাটিতে পারিবার যোগ্য শোবেকবিয়া কিম্বা জেন্নেগালেব অর্থাৎ প্রমাণভাবি দৃঢ় সন্দেহ কিম্বা নিশ্চয়ানুমান হয় তাদৃশ প্রমাণ যদি না হয় তবে সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেব বিশ্বস্ত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা কিম্বা অপরাধির স্বেচ্ছাধীনাঙ্গীকারক্রমে অপরাধ সূক্ষ্ম প্রমাণ না হইলে যদি কাজী কিম্বা মুফ্তীতে ফতওয়ায় শাস্তি লিখিয়া থাকেন্ তথাচ কোন শাস্তি দিবেন না। কিন্তু সে অপরাধ পরিষ্কাররূপে প্রমাণ না হইলেও যদি তাহাতে সেই দায়েরসায়েরী জজসাহেবের দৃঢ় সন্দেহ জন্মে কিম্বা সে অপরাধী প্রসিদ্ধ কুকর্ম্মা ও বিখ্যাত দুষ্ট হয় তবে যাবৎ তাহার স্বভাব শুদ্ধ না হয় তাবৎ ফেয়ালজামিন ও হাজিরজামিন না দিলে তাহাকে কয়েদ রাখিবার হুকুম মাজিষ্ট্রেটসাহেবের প্রতি দিতে পারিবেন।

কেবল অদৃঢ় সন্দেহেতেই শাস্তির হুকুম না হইবার কথা।

ফেয়ালজামিন ও হাজিরজামিন লইবার গতিকের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি কাহার অপরাধ প্রমাণ হইয়া তাহার শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার হয় ও সেই শাস্তির নিরূপণ শরায় কিম্বা কোন আইনে না থাকে ও সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেব তদপরাধিহইতে সে অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে এমত বুঝিয়া তাহাকে শাস্ত্যর্হ ঠাহরেন্ তবে কর্ত্তব্য যে শরয়ী হুকুমক্রমে যে ভার হাকিমের প্রতি বর্ত্তে তদনুসারে সে মোকদ্দমার বেওরা বুঝিয়া সে অপরাধির কৃতাপরাধের তুল্য যত শাস্তি সঙ্গত হয় তাহা হইবার হুকুম কাজী কিম্বা মুফ্তীর সহিত নিষ্কর্ষ করিয়া দেন্। কিন্তু সে শাস্তির হুকুম ঊনচল্লিশ ঘা কোড়ার অনূর্দ্ধ হয় এমত সংখ্যায় নিগ্রহের নিমিত্ত এবং সাত বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কঠিন শ্রমযুক্ত বন্ধনের অর্থে করিবেন। আর যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেব সেই শাস্তিকে অল্প জ্ঞান করেন্ ও তদর্থে অন্য কোন শাস্তির নির্ণয় শরায় কিম্বা কোন আইনে না রহে তবে উচিত যে তদ্বিষয়ার্থে যে বিবেচনা নিজে করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া রোয়দাদসমেত সে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালান করেন্ ইতি।

কোন অপরাধির শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার হইলে যদি তাহার নিরূপণ শরায় কিম্বা কোন আইনে না থাকে তবে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৩ ধারা।

চুরীকরণাধীন যাহারদিগেরে ডাকাইত জ্ঞান করা যাইবেক এবং তাহারা যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ডাকাইতী করিবার মনস্থে দিবসে কিম্বা রাত্রে কেহ একাকী অস্ত্রধারী হইয়া অথবা অনেকে মিলিয়া অস্ত্র ধরিয়া কিম্বা না ধরিয়াও বাহির হয় ও পথে কিম্বা নদীতে অথবা খালে এবং তাদৃশ কোন স্থানে কিম্বা শহরে অথবা পল্লীতে কিম্বা কসবায় অথবা গ্রামে কিম্বা অন্য কোন স্থলে অথবা ঐ সর্ব্বত্রের নিকট কোথাও কাহাকেও উৎপাত জন্মাইয়া কিম্বা ভয় দর্শাইয়া ডাকাইতী করে অথবা তাহা করিবার চেষ্টা পায় কিম্বা বসতিবাটীতে অথবা ডেরায় কিম্বা নৌকায় অথবা ধনসম্পত্তিরাখনের কিম্বা মনুষ্যদিগের থাকনের অন্য কোন স্থানে ধন কিম্বা জন বিদ্যমান থাকিবার কালে দৌরাত্ম্যক্রমে পড়িয়া ডাকাইতী করে কিম্বা তাহা করিবার চেষ্টা পায় তবে এই সকল গতিকে দৌরাত্ম্যক্রমের যে অপহরণকে শরায় কহে সেরকয়ে কোবরা এবং অনেকে বলে শবখুনী এবং হিন্দি ও বাঙ্গলা ভাষায় কহে ডাকাইতী তাহাই গণ্য হইবেক। তাহাতে যদি সে দৌরাত্ম্য তাহারদিগের অঙ্গীকারক্রমে কিম্বা বিশ্বস্ত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা নিশ্চয়বোধক কোন বিশিষ্ট নিদর্শনেতে প্রমাণ হয় তবে হত্যা করিয়া কিম্বা না করিয়া এবং জখমী অর্থাৎ দেহজরা করিয়া ও ক্লেশান্তর দিয়া অথবা উৎকটাপরাধজনক অপর কোন উৎপাত ঘটাইয়া ডাকাইতীকরণের বিষয়ের যে শাস্তি নীচের ধারায় লেখা যাইতেছে তদনুসারে যাহা সেই ডাকাইতেরদিগের কৃত কর্ম্মযোগে খাটে তাহাই হইবেক।

ডাকাইতীকরণ অপরাধের শাস্তিনির্ণয় করিতে হৃতধনের সংখ্যাদির উপর নির্ভর রাখা না যাইবার এবং তাহাতে শরার নিষিদ্ধ হুকুম ধর্ত্তব্য না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি উপরের প্রকরণের উক্ত দৌরাত্ম্যক্রমের ডাকাইতী হয় তবে তাহা করণিয়া অপরাধিগণের শাস্তিনির্ণয় করিতে সে ডাকাইতীকরণক যত ধন ও যে প্রকার ধনাপহরণ হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও প্রকারের উপর নির্ভর রাখা যাইবেক না এবং উত্তরকাল উপরের প্রকরণের লিখিত দৌরাত্ম্যক্রমের ডাকাইতী পথাদি কোথাও করিলে ও সে ডাকাইতী করিবার কিম্বা তাহা করণের চেষ্টা পাইবার কালে হত্যা কিম্বা অন্য কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে তাহাতে শরার নির্ণীত হদ্দ শাস্তি কিম্বা অন্য কোন শাস্তি না হইতে পারিবার অর্থে এ আইনের হেতুবাদের লিখিত যে কিছু বিশেষ হেতু বর্ত্তে সে হেতু ধর্ত্তব্য হইবেক না যদি সে অপরাধিরা অন্যং অপরাধের মোকদ্দমায় শাস্তি পাইবার যোগ্য অপরাধিগণের ন্যায় সজ্ঞান এবং অবালক হয়।

কাজী কিম্বা মুফ্তীর ফতওয়াক্রমে হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক শাস্তি নির্ণয়ের ভার হইলে তাহাতে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ দৌরাত্ম্যকরণক ডাকাইতী করিয়া থাকে ও তাহা করিবার কিম্বা করণের চেষ্টা পাইবার কালে হত্যা কিম্বা অন্য কোন অপরাধ হইয়া থাকে এমত প্রমাণ হয় এবং আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীতে সে অপরাধির শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার রাখিয়া ফতওয়া লিখেন তবে সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এ আইনের



২ ধারার

২ ধারার ২ প্রকরণের হুকুমের অনুসারে কার্য্য করেন্। আর যদি কাজী কিম্বা মুফ্তীতে খুনের ফতওয়া লিখেন্ তবে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের উচিত যে তদ্বিষয়ার্থে যে বিবেচনা নিজে করেন তাহা লিখিয়া রোয়দাদসমেত আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্। এবং যদি কাজী কিম্বা মুফ্তীতে অঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়া লিখেন্ তবে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাতে নিজামৎ আদালতের হুকুম হইবার কারণ সে মোকদ্দমা তথায় চালান করেন্ অথবা সে শাস্তির পরিবর্ত্তে নীচের ধারার লিখনানুসারে শাস্তির হুকুম দেন্ এতাবতা যদি পরিবর্ত্তক্রমে কঠিন শাস্তির হুকুম হয় কিম্বা কোন আইনমতে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য হয় তবে তথায় চালাইবেন নতুবা নিজেই হুকুম জারী করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ডাকাইতদিগের সম্প্রদায়হইতে হত্যা হইয়া থাকে তবে সে হত্যা যাহার কৃত প্রমাণ হয় তাহার প্রতি এবং সেই সম্প্রদায়ের সরদারের প্রতিও যদি সে সরদার সেই হত্যার অথবা অন্য যে হত্যা ডাকাইতী করিবার কিম্বা তাহা করণের চেষ্টা পাইবার কালে হইয়া থাকে তাহাতে আবৃত কিম্বা চেষ্টিত রহিয়া থাকে অথবা আপনি সাক্ষাৎ থাকিয়া সেই হত্যাকরণের সহায়তা করিয়া থাকে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিয়াও যদি পরামর্শ দিয়া ও প্রবৃত্তি লওয়াইয়া থাকে অথবা বেতন দিয়া কিম্বা নিজে হুকুম করিয়া হত্যা করাইয়া থাকে তবে খুনের হুকুম হইবেক।

ডাকাইতীতে হত্যা হইলে তাহা করণিয়ার এবং তাহার সরদারের যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ডাকাইতেরা ডাকাইতী করিতে আঘাতক্রমে কাহার শরীর জরা কিম্বা শরীরের কোন অঙ্গ অকর্ম্মণ্য করে অথবা কাহার দেহ পোড়ায় কিম্বা আঘাতক্রমে কি প্রকারান্তর নিষ্ঠুর ক্রিয়াতেই বা মৃতপ্রায়কারক কিছু ক্লেশ জন্মায় কিম্বা ঘরে অগ্নি দেয় অথবা ডাকাইতী করিবার কিম্বা তাহা করণের চেষ্টা পাইবার সময়ে এমতোৎপাত ঘটায় যে তাহাতে তাহারদিগের ভাগ্যে উৎকটাপরাধ জন্মে তবে তাহা যাহার কৃত প্রমাণ হয় তাহার প্রতি এবং সে সম্প্রদায়ের সরদারের প্রতিও যদি সে সরদার সেই ডাকাইতী করিবার কিম্বা তাহা করণের চেষ্টা পাইবার কালে উপরের উক্ত যে কোন ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাতে আবৃত কিম্বা চেষ্টিত রহিয়া থাকে অথবা সেই ক্রিয়া করিবার সময়ে আপনি সাক্ষাৎ থাকিয়া সহায়তা করিয়া থাকে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিয়াও যদি পরামর্শ দিয়া ও প্রবৃত্তি লওয়াইয়া থাকে অথবা বেতন দিয়া কিম্বা নিজে হুকুম করিয়া সে ক্রিয়া করাইয়া থাকে তবে দায়মলহবস্ অর্থাৎ চিরবন্ধনের এবং দেশের বাহির করিয়া সমুদ্রের পারে চালানের হুকুম হইবেক। অধিকন্তু ডাকাইতদিগের সরদারের এবং অন্যাপরাধিদিগের উপরেও এই প্রকরণের লিখিতাপরাধ পুনঃকরণ প্রমাণ

ডাকাইতীতে জখম আদি হইলে তাহা করণিয়ার এবং তাহার সরদারের যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

অপরাধিহইতে বারদ্বয় অপরাধকরণ প্রমান

হইলে যে হুকুম বিশেষ হইবেক তাহার কথা।

মাণ হইলে তাহাতে নিষ্ঠুরতার কোন কর্ম্ম করিয়া থাকে কিম্বা না থাকে তথাচ শা সনার্থে যদি সে অপরাধিরা শরার মতে বধার্হ হয় এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতেও হত্যার যোগ্য হয়েন তবে তাহারদিগেরে খুন করা যাইবেক।

হত্যা কিম্বা নিগ্রহ না করিয়া ডাকাইতী ক রিলে যে শাস্তি পাই বেক এবং সেমতাপ রাধ বারদ্বয় করিলে ও দুর্নামে বিখ্যাত হইলে যে হুকুম বিশেষ হইবে ক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি ডাকাইতদিগের সম্প্রদায় হত্যা কিম্বা নিগ্রহ না করিয়া ডাকাইতী করে অথবা দৌরাত্ম্যক্রমে পাইয়া ডাকাইতী করিবার চেষ্টা পাইয়া তাহা করিতে না পারিয়া থাকে তবে এমত প্রমাণ যাহার উপর হয় তাহার প্রতি এবং সে সম্প্রদায়ের সরদারের প্রতিও যদি সে সরদার সেই ডাকাইতী করিবার কিম্বা তাহাকরণের চেষ্টা পাইবার বিষয়ে আবৃত কিম্বা চেষ্টিত থাকে অথবা আ পনি সাক্ষাৎ থাকিয়া সেই ডাকাইতী করিবার কিম্বা তাহাকরণের চেষ্টার সহায় তা করিয়া থাকে অথবা সাক্ষাৎ না থাকিয়াও যদ্যপি পরামর্শ কিম্বা হুকুম অথবা বেতন দিয়া সেই ডাকাইতী কিম্বা তাহার চেষ্টা করাইয়া থাকে তবে কঠিন শ্রমযুত চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদে বন্ধনের হুকুম হইবেক। এবং ডাকাইতদিগের সরদার কিম্বা অন্য যে অপরাধিগণহইতে এই প্রকরণের উক্তাপরাধ পুনর্ব্বার হয় অথবা পুনর্ব্বার না হইলেও যদি সে অপরাধিরা দুর্নামে বিখ্যাত থাকে কিম্বা মোকদ্দমার বেওরাদৃষ্টে যে কোন ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ এমতেঽ ষ্ট হয়েন যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে উত্তরকাল উৎপাতের সম্ভাবনা রহে ও তাহাকে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত হয় তবে চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদী বন্ধনের পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত শাস্তি নির্বন্ধনের এবং দেশের বাহিরকরণের হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সন্তোভাবে দিতে পারিবেন।

ডাকাইতীকরণের পূর্ব্বে ধরা পড়িলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি ডাকাইতেরা ডাকাইতী করিবার চেষ্টায় সম্প্রদায় সমেত বাহির হইয়া ডাকাইতী কিম্বা অন্যোন্যপাত অথবা ডাকাইতীর উদ্রেক করিবার পূর্ব্বে ধরা পড়িয়া থাকে তবে এমত প্রমাণ যাহারদিগের উপর হয় তাহারদিগের প্রতি উপরের লিখিত শাস্তিদেওয়া সম্ভব না হইলে মোকদ্দমার বেওরাদৃষ্টে সাত বৎসরের অধিক না হয় এমত নিয়মে কঠিন শ্রমযুত যত মিয়াদে বন্ধনের হুকুম দে ওয়া উচিত হয় তাহাই দেওয়া যাইবেক।

যে গতিকে শাস্তি নি র্ণীতাপেক্ষা অল্প হই বেক কিম্বা অনেক অপ রাধির মধ্যে জনেক দুই জনে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই ধারার উপরের প্রকরণসকলের লিখিতাপরাধসকলের যাহাতে যে প্রকার শাস্তির নির্ণয় হয় সে শাস্তিকে যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেব কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বিচারকালে কোন বিশেষ বিবরণদৃষ্টে অ তিরিক্ত বোধ করেন কিম্বা যদি কোন অপরাধের অপরাধী অনেকের প্রতি এক শাস্তির নির্ণয় হইয়া থাকে ও সে সকলকে শাস্তি না দিয়া কোন বিশেষ হেতুদৃষ্টে তন্মধ্যের জনেক দুই জনকে শাস্তি দিলে বিচারের ফল সিদ্ধ হইয়া সকলের দমন হই তে পারে তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে কিম্বা সে মোক



দ্দমা

দমা নিজামৎ আদালতে চালানের অযোগ্য হইলে তাহার বিচারকারক দায়েরসা য়েরী জজসাহেবের সাধ্য আছে যে সেই অপরাধিগণের শাস্তি যত অল্পহওন উচিত হয় তাহাই হইবার হুকুম দেন্।

অপরাধিগণকে ক্ষমা করা উচিত হইল যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে কোন অপরাধের অ পরাধিগণকে ক্ষমা করা উচিত হইলে যেহেতুক ক্ষমা করিতে হয় তাহার বেওরা লি খিয়া নিজামৎ আদালতে চালান করেন্ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যদি সে মোকদ্দমাকে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠান বিহিত জানেন্ তবে তথায় পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু যদি সেই অপরাধিগণের শাস্তিনির্ণয় শরার অনুসারে কিম্বা আইনের অনুক্রমে না হইয়া থাকে তবে তাঁহারা উপরের প্রস্তাবিত লব্ধ ক্ষমতার অনুসারে সেই নির্ণীত শাস্তির হুকুমকে ঐ হুজুরের অগোচ রে নিবৃত্ত করিতে এবং সে অপরাধিগণকে খালাস দিবার হুকুম লিখিতেও শক্তি রাখেন ইতি।

ধারা।

গুপ্ত চুরী ও সামান্য ডাকাইতীতে যেমত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেন যে উপরের ধারার লিখিত হুকুম যে কোন গুপ্ত চুরী ও সামান্য ডাকাইতী বিনা দৌরাত্ম্যে সিন্ধমারণের দ্বারা ঘরহইতে কিম্বা অন্য কোনরূপে কাহার স্থানহইতে হয় তাহাতে খাটিবেক না। এমত মোকদ্দমায় যদি অপরাধির শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার হয় তবে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের এবং সে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে উপস্থিত হইলে তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শরার হুকুমমতে কিম্বা কোন আইনক্রমে শরার হুকুমের পরিবর্ত্ত হইয়া থাকিলে সেই আইনের এবং এ আইনের ২ ধারার অনুসারে কার্য্য করেন্।

কেহ ডাকাইতীর উপলক্ষে কাহাকেও হত্যা কিম্বা জখমাদি করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ কাহার বাসগৃহে কিম্বা অন্য কোন ঘরে সিন্ধ দিয়া অথবা কোন প্রকারে রাত্রে কাহার বাটীতে কিম্বা ডেরায় অথবা নৌকায় কিম্বা লোকদিগের অবস্থিতিকরণের অথবা ধনসম্পত্তি রাখণের অন্য কোন স্থানে বিনাদৌরাত্ম্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরে স্বকার্য্যোদ্ধারার্থে কাহাকেও হত্যা করে কিম্বা এমত চোট মারে যে তাহাতে অঙ্গহীন হয় অথবা মারিপিটাদিকরণক শারীরিক অন্য কোন পীড়া জন্মায় কিম্বা অপরোৎপাত ঘটায় তবে সে ব্যক্তি তাহার সহায় বর্গসমেত উপরের ধারার লিখিত যে শাস্তি দৌরাত্ম্যক্রমের ডাকাইতীতে হইবার নির্ণয় আছে তাহাই পাইবেক এবং এরূপের সমস্ত বিষয়েই উপরের ধারার নির্ণীত অন্যং হুকুম তথা এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার হুকুম খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমা

১ প্রথম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে কাজী কিম্বা মুফ্তীর

নিজামৎ আদালতে চালাইতে হইবেক তাহার কথা।

দেওয়া ফতওয়াক্রমে যে সকল মোকদ্দমায় বধের কিম্বা চিরবন্ধনের হুকুম হয় সে সকল মোকদ্দমা এবং অন্যং মোকদ্দমাও যদি তাহাতে দেওয়া ফতওয়া অসঙ্গত বোধ করেন্ এবং এ আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে সে ফতওয়া অন্যথা করিয়া অপরাধিগণকে কোন শাস্তি দিতে কিম্বা খালাস করিতে অথবা জামিন লইয়া কিম্বা না লইয়া ছাড়িয়া দিতে শক্তি না রাখেন্ তবে পূর্ব্বমতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইয়া দেন্।

নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য মোকদ্দমাসকলের যাহাতে দায়েরসায়েরী জজসাহেব চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন ও যাহাতে না পারিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য কোন মোকদ্দমায় কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়াকে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের অসঙ্গত বোধ হয় কিম্বা যদি কোন মোকদ্দমার বন্দী অনেকে অথবা জনেক বধের হুকুমের যোগ্য চাহরে তবে সে জজসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমার যে বন্দিরা নিরপরাধী হয় তাহারদিগের খালাসের হুকুমব্যতীত অন্য হুকুম দেন্ বরং উচিত যে তদ্বিষয়ার্থে যে বিবেচনা নিজে করিয়া থাকেন তাহা লিখিয়া রোয়দাদসমেত নিজামৎ আদালতে চালান করেন্। আর যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেবের বিবেচনার সহিত কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফওয়ার ঐক্য হয় ও তাহাতে কোন বন্দী বধের যোগ্য না চাহরে তবে সে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৪৭ ধারার তথা ১৮০৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারের যে হুকুম দেওয়া সম্ভব হয় তাহাই সেই বন্দির প্রতি দেন্। কিন্তু নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য মোকদ্দমা তথায় চালান হইয়া যাবৎ তথাহইতে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের তদনুসারের হুকুম বহালের আদেশ না হয় তাবৎ সে হুকুম চূড়ান্ত হইবেক না এবং তাহা জারী করাও যাইবেক না। আর যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেবের দেওয়া হুকুম মঞ্জুরের কারণ কোন স্বয়ং কৃতাপরাধান্বিতের মোকদ্দমার তজবীজী রোয়দাদ এ আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের অনুক্রমে নিজামৎ আদালতে চালান হয় ও তৎকালে তাহার সহায়বর্গের অপরাধ বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ হইয়া থাকে তবে যে পর্য্যন্ত নিজামৎ আদালতহইতে সেই স্বয়ং কৃতাপরাধান্বিতের এবং তস্য সহায়বর্গের বিষয়ে কোন হুকুম না হয় সেপর্য্যন্ত তাহাতে কোন হুকুম দায়েরসায়েরী জজসাহেব নিজে জারী করিবেন না। কিন্তু এ হুকুমক্রমে যদি কাহার উপর সেমত সহায়তা করিবার অপবাদ হইয়া থাকে ও সে সহায়তা দায়েরসায়েরী জজসাহেবের এবং কাজী কিম্বা মুফ্তীর বিবেচনায় অপ্রমাণ চাহরে তবে জানিবেন যে তাহাতে সেই স্বয়ং কৃতাপরাধান্বিতের মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালান করিলেও সেই অপবাদের মোকদ্দমায় চূড়ান্ত হুকুম দিতে এবং সেই অপবাদগ্রস্ত বন্দিকে খালাসের হুকুম করিতে দায়েরসায়েরী জজসাহেবের প্রতি নিষেধ নাই।

দায়েরসায়েরী জজসা

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেব এ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার

২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে বধের যোগ্য এবং ৩ তৃতীয় প্রকরণের অনুক্রমে চির বন্ধনের যোগ্য তথা ৫ পঞ্চম প্রকরণের অনুরূপে অল্প শাস্তির যোগ্য অপরাধের কোন মোকদ্দমার কিম্বা শাস্তি অল্প দিবার অথবা ক্ষমা করিবার উপযুক্ত অন্য কোন অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে চালান করা উচিত জানেন্ তবে কর্ত্তব্য যে সে রোয়দাদের সঙ্গে যে লিপি পাঠান্ তাহাতে বিচারমুখে প্রমাণহওয়া যেং হেতুপ্রযুক্ত সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত অপরাধিগণকে শাস্তি অধিক কিম্বা অল্প অথবা ক্ষমা দিবার কিম্বা খালাস করিবার অর্থে যে বিবেচনা নিজে করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া সেইং হেতুনিদর্শনী অজুহাৎ অর্থাৎ বিবরণসুদ্ধা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অবগতহওনার্থে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

হেব বন্দিগণকে শাস্তি অধিক কিম্বা অল্প দেওয়া অথবা ক্ষমা করা উচিত জানিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের কেহ কোন মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালান করিলে যদি তাহাতে নিজামৎ আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীতে অপরাধিগণের শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার রাখিয়া ফতওয়া লিখেন্ তবে কর্ত্তব্য যে সেই ভার রাখিবার হেতু সেই ফতওয়ায় লিখিয়া দেন্ তদনন্তর তাহারদিগের যত শাস্তিনির্ণয় করা কর্ত্তব্য হয় তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এ আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের অনুসারে করিবেন।

নিজামৎ আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীতে শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার রাখিলে সে ফতওয়া যেমতে লিখিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কাজী কিম্বা মুফ্তীর ফতওয়াক্রমে অপরাধিগণের কাহার শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার হইলে যদি সে শাস্তির নির্ণয় কোন আইনে থাকে অথবা শরার মতে সে অপরাধির হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তির যোগ্যাপরাধ ঠাহরিয়া তাহাতে প্রমাণের দোষে দৃঢ় সন্দেহ জন্মিয়া সে শাস্তি খাটিতে না পারে কিম্বা সে অপরাধির কৃতাপরাধ সম্যক্ প্রমাণ হয় অথচ এমত কোন বিশেষ হেতুতে তাহার হদ্দ কিম্বা কেসাস শাস্তি হইবার বাধা জন্মে যে সে হেতুতে তাহার অপরাধের লঘুতা ঠাহরে না বরং অল্প শাস্তি হইলে অন্যায় দর্শে তবে এমত সকলরূপে দায়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের অর্থে এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার ২।৩।৪।৫।৬ প্রকরণের যে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হুকুম নিজামৎ আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীর ফতওয়াক্রমে সে মতাপরাধিগণের কাহার শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার হইলে তাহাতেও খাটিবেক এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এমতরূপের মোকদ্দমায় তথাকার কাজী কিম্বা মুফ্তীর স্থানে দ্বিতীয় ফতওয়া লইবার আবশ্যক জানিলে তাহা লইয়া সেইং নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অনুসারে হুকুম দিবেন।

দায়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের বিষয়ী এ আইনের ২ ধারার কএক প্রকরণের হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণে খাটিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে

নিজামৎ আদালতের



যে সকল

সাহেবেরা এ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমাসকলে ব ধছাড়া অন্য যে শাস্তি দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিতে পারিবার এবং কোন অপরাধের শাস্তিনির্ণয় কিছুতে না থাকিলে তাহা নির্ণয়ার্থে আইনের মুসাবিদা ক রিয়া মঞ্জুরের কারণ হ জুর কৌন্সেলে পাঠাই বার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালান ও অর্পণ হয় তাহাতে এতাবতা অপরাধিগণের কাহার কৃত কোন অপরাধ প্রমাণ হইলে যদি তাহার শাস্তিনি র্ণয় শরায় কিম্বা কোন আইনে না থাকে ও ফতওয়াক্রমে সে শাস্তিনির্ণয় হাকি মের বিবেচনাপূর্ব্বক হইবার ভার হয় এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরাও সে অপরাধির কৃত সেই অপরাধ সূক্ষ্ম প্রমাণ হইয়াছে এমত বুঝেন্ ও শরার মতে তাহার শাস্তিনির্ণয় হাকিমের বিবেচনাক্রমে হইবার ভার হইতে পারে তবে সে সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া বধছাড়া অন্য যে শাস্তি সেই অপরাধে বিচারসঙ্গত হয় তাহাই নির্ণয় করিতে পারেন ও তাহাতে সে সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন অপরাধের শাস্তিনির্ণয় শরায় কিম্বা কোন আইনে না থাকিলে ও তাহার শাস্তিনির্ণয় করিবার আবশ্যক হইলে তৎকালে তাহা নির্ণয় করিবার আইনের মু সাবিদা অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি বিধানপূর্ব্বক করিয়া মঞ্জুরের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন।

এ আইনের ৩।৪।৫ ধারার লিখিত বিধান মতে নিজামৎ আদাল তের সাহেবেরা কার্য্য করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এ আইনের ৩। ৪। ৫ ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলে নি জামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুম যাহা হইবার তাহা সেই সকল ধারার উক্ত বিধানক্রমে হইবেক অতএব কাজী কিম্বা মুফ্তীর যে ফতওয়া হয় তাহাতে যদি এমত সটিক থাকে যে অপরাধির স্বেচ্ছাধীনাঙ্গীকারকরণক কিম্বা বিশ্বস্ত সাক্ষিগ ণের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা নিশ্চয়বোধক অন্য কোন বিশিষ্ট নিদর্শনক্রমে যে অপ রাধ প্রমাণ হইল ইহাতে দৃঢ় সন্দেহ জন্মে ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরাও সে অপরাধিহইতে সে অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে এমত বুঝেন এবং তাহার শাস্তি অল্প করিবার কিম্বা ক্ষমা দিবার কোন হেতু না দেখেন্ তবে তাহাতে সে সাহে বেরা সেই সকল ধারার বিধানপূর্ব্বক শরার নির্ণীত শাস্তির হুকুম দিতে পারি বেন।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেং কালে দায়েরসায়েরী জজসাহে বের চালানী রোয়দাদ সমস্ত দৃষ্টি করিবেন ও যেং কালে না করিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী বিচারের কালে বধের অযোগ্যাপরাধির মো কদ্দমায় প্রমাণপূর্ব্বক যে ফতওয়া কাজী কিম্বা মুফ্তীতে দেন্ সে ফতওয়া যদি দায়ে রসায়েরী জজসাহেব মঞ্জুর করিয়া তদপরাধিকে শরার নির্ণীত কিম্বা আইনের নি র্দ্ধারিত শাস্তির যোগ্য ঠাহরিয়া এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অ নুসারে হুকুম দেন্ এবং নিজামৎ আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীতে সে মোকদ্দ মার রোয়দাদদৃষ্টে সে অপরাধিকর্ত্তৃক সেই অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে এমত বু ঝিয়া সে ফতওয়া মঞ্জুর করেন্ এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরাও দায়েরসা য়েরী জজসাহেবের সেই হুকুম আইনমতে হইয়াছে এমত বুঝেন তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে বিচারমুখে কোন হেতুতে সে মোকদ্দ মার রোয়দাদী কাগজপত্রদৃষ্টির আবশ্যক না বুঝিলে তাহা দৃষ্টি না করিয়া সেই ফতওয়ার অনুসারে ও আইনের অনুক্রমে হওয়া দায়েরসায়েরী জজসাহেবের হু কুমকে মঞ্জুর করেন্। কিন্তু নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে



সকল

সকল মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্র সে আদালতে চালান হয় তাহার মধ্যে বধের যোগ্য বন্দির কিম্বা বন্দিগণের যে মোকদ্দমা হয় তাহার কাগজপত্র সমুদায় দৃষ্টি করেন্ এবং অন্য যেং মোকদ্দমার সম্পর্কে দায়েরসায়েরী কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়াকে দায়েরসায়েরী জজসাহেব না মঞ্জুর করিয়া থাকেন্ অথবা মঞ্জুর করিয়া তৎসংক্রান্ত বন্দিকে শরার নির্ণীত কিম্বা আইনের নির্দ্ধারিত শাস্তি পাইবার যোগ্য না বুঝেন অথবা নিজামৎ আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীতে দায়েরসায়েরী কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়াকে সেই বন্দির অপরাধ প্রমাণকরণের বিষয়ে বলবৎ না রাখেন অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কৃত হুকুম আইনমতে হয় নাই এমত জ্ঞান করেন্ কিম্বা অন্য কোন হেতুতে যদি বিচারার্থে সেইং মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক জানেন্ তবে তাহাও সম্যক্ দেখিবেন। এতদ্ভিন্ন বধের অযোগ্য যে মোকদ্দমা হয় তাহার কাগজপত্রের মধ্যে যাহা সে মোকদ্দমা বিবেচনা করিবার নিমিত্তে দেখনের আবশ্যকতা থাকে কেবল তাহাই দেখিয়া হুকুম দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

ইং ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১০ ধারার হুকুমসকলের যে হুকুম রহিত হইল তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১০ দশম ধারার হুকুমসকলের মধ্যের যে হুকুমের অনুসারে সাত বৎসর মিয়াদের এবং অন্য যত কাল মিয়াদের বন্দিগণ সমুদ্রের পারে চালানের যোগ্য হইত এবং সেই ধারার অনুসারে দায়েরসায়েরী জজসাহেবেরাও যে অপরাধিগণকে সমুদ্রের পারে চালানের যোগ্য ঠাহরিতেন তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতহইতে নিজামৎ আদালতে চালান ও অর্পণ হইত এইক্ষণে সে হুকুম রহিত হইল।

উত্তরকালে কেবল চির বন্দিগণ সমুদ্রের পারে চালানের যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উত্তরকালে কেবল চিরবন্ধনের হুকুমহওয়া অপরাধিগণ সমুদ্রের পারে চালান হইবেক ও চিরবন্ধনের হুকুমহওয়া অপরাধিগণকে যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেব কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দেশহইতে বাহিরকরণের যোগ্য ঠাহরেন্ তবে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পারে চালানের হুকুম দিবেন্।

যে যে চিরবন্দিপ্রভৃতিকে তাহারদের স্বং স্থানের ভিন্ন জিলায় চালাইয়া কয়েদ রাখা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী জজসাহেব কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কাহার প্রতি চিরবন্ধনের হুকুম হইলে যদি তাহাকে সমুদ্রের পারে চালানের যোগ্য না ঠাহরেন্ তবে তাহাকে এবং অন্য মিয়াদী বন্দিগণের কাহাকেও যদি তস্যাপরাধ বুঝিয়া দেশহইতে বাহিরকরা উচিত জানেন্ তবে তাহাকেও সেইং মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী জজসাহেব তাহারং নিজনিবাসের জিলাছাড়া অন্য জিলায় চালানের অর্থে হুকুম দিবেন পরে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেইং বন্দিকে অন্য যেং জিলায় চালানের নির্ণয় করেন্ তথাতেই চালাইয়া তাহারং বন্ধনের মিয়াদ গত না হইবাপর্য্যন্ত সরকারী রাস্তাবন্দিপ্রভৃতি কঠিন কর্ম্মে আবৃত করিয়া রাখা যাইবেক।



৪ চতুর্থ

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা বন্দিগণের ফিরিস্তি যে মতে লিখিয়া নিজামৎ আদালতে চালান করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী ছয়ংমাসিয়া দওরা অর্থাৎ ভ্রমণের পর এবং শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের উচিত যে প্রতিসন ইঙ্গরেজীর ১ জানুআরিতে তথা ১ জুলাইতে কিম্বা অন্য যে তারিখের অবধারণ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা করেন্ সেই তারিখে আপনং এলাকার বন্দিশালার যে যে বন্দিকে আইনমতে দেশহইতে বাহির করিয়া সমুদ্রের পারে চালানের হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগের ফিরিস্তি তাহারদিগের নাম ও বয়ঃক্রম ও অপরাধ এবং যাহার প্রতি যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া আর যে বন্দিগণকে অন্য জিলায় পাঠাইবার হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগের ফিরিস্তি তাহারা ধরা পড়িবার পূর্ব্বে যে যে জিলায় বাস করিত সেইং জিলার নামনিদর্শনে লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে চালান করেন্।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের চালানী ফিরিস্তি পাইলে পর যাহা করিবেন তাহার এবং কোন বন্দিকে দেশহইতে বাহির করিবার হুকুম না হইয়া থাকিলেও তাহাকে অন্য জিলায় পাঠাইবার অর্থে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা উপরের প্রকরণের লিখনানুসারের ফিরিস্তি পাইলে পর তদ্দৃষ্টে যে বন্দিগণকে সমুদ্রের পারে চালানের হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগেরে জিলা চব্বিশপরগনার বন্দিশালায় রাখিবার স্থান কুলাইলে তথায় অথবা সমুদ্রের পারে চালানের জাহাজ প্রস্তুত হইলে সেই জাহাজে পাঠাইবার হুকুম দিবেন। এবং তদ্ভিন্ন যে বন্দিগণকে অন্যং জিলায় চালানের হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগেরেও অন্য যে যে জিলায় চালাইতে হয় তাহার নিষ্কর্ষ হুকুম করিবেন। এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের শরয়ী এমত ক্ষমতা পূর্ব্বমতে সাব্যস্ত রহিল যে বন্ধনের হুকুমহওয়া বন্দিগণের কাহাকেও যদি এই ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের অনুসারে দেশহইতে বাহিরকরণের হুকুম না হইয়া থাকে তথাচ তাহার নিজ নিবাসের জিলাছাড়া শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে অন্য যে কোন জিলার বন্দিশালায় রাখা উচিত জানেন্ তথাতেই তাহাকে তাহার বন্ধনের মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার হুকুম দিবেন। কিন্তু নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমব্যতীত কোন বন্দীকে এক জিলাহইতে অন্য জিলায় চালান করা যাইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

ইং ১৭৯৯ সালের ২ আইনের ৫ ধারা তথা ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২২ ধারা রহিত হইবার এবং কোন বন্দী বন্ধনদশায় পলাইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৫ পঞ্চম ধারা তথা ১৮০৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারা এইক্ষণে রহিত হইল দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে অপরাধিগণের যে কেহ বন্দী হইয়া বন্দিশালায় কিম্বা অন্য কোন স্থানে কয়েদ রহে সে যদি তথাহইতে কিম্বা রাস্তাবন্দিতে অথবা অপর কোন কর্ম্মে আবৃত থাকিয়া সেখানহইতে আপন বন্ধনের মিয়াদ বাকী থাকিতে পলায় ও পুনরায় ধরা পড়ে তবে তাহার সেই পলায়নের জন্যাপরাধের এবং তদ্ভিন্নও অপরাধের বিচার সেই পলায়ন করিবার কিম্বা পলায়নের চেষ্টা পাইবার কালে দৌরাত্ম্যাদি করিয়া



থাকিলে

থাকিলে যদনুসারে কর্ত্তব্য হইত তদনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতে হইবেক এবং বিচারক্রমে সে অপরাধ প্রমাণ হইলে তৎকালের কৈফিয়ৎদৃষ্টে তাহার প্রতি পূর্ব্বে হওয়া হুকুমের অপেক্ষা অধিক যে শাস্তিদেওয়া উচিত হয় তাহাই এ আইনের অনুসারে দেওয়া যাইবেক।

সমুদ্রের পারে চালান হওয়া বন্দিগণের কেহ পলাইয়া এ দেশে আসিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি এ আইন জারী হইলে পর চিরবন্ধনের হুকুম হইবার হেতুতে সমুদ্রের পারে চালানহওয়া কোন বন্দী বিনাহুকুমে তথাহইতে পলাইয়া শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গালায় কিম্বা বাঙ্গালার মোতালক কোন দেশে আইসে ও তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণ হয় তবে তাহাকে কোনরূপে ক্ষমা করা উচিত না হইলে তাহার প্রতি বধের হুকুম হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

সমুদ্রের পারে চালানের হুকুমহওয়া বন্দিগণের যে কেহ অদ্যাবধি তথায় চালান না হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন বন্দির প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১০ দশম ধারার কিম্বা ১৭৯৯ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৫ পঞ্চম ধারার অথবা ১৮০৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার অনুসারে সমুদ্রের পারে চালানের হুকুম হইয়া অদ্যাবধি চালান না হইয়া থাকে ও সে অপরাধী অল্প মিয়াদের বন্দী হয় তবে সেই অল্প মিয়াদের হেতুতে কি অন্য কোন কারণেই বা যদি তাহাকে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সমুদ্রের পারে চালানকরা অনুচিত বুঝিয়া এ আইনের ৮ অষ্টম ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের অনুক্রমে অন্য জিলায় পাঠান উচিত জানেন্ তবে ক্ষমতা রাখেন্ বরং হুকুম আছে যে উপরের উক্ত ধারার ঐ প্রকরণের লিখনমতে সে বন্দীকে সমুদ্রের পারে চালানের পরিবর্ত্তে তাহার নিজনিবাসের জিলাছাড়া অন্য জিলায় পাঠাইয়া সেই মিয়াদপর্য্যন্ত কঠিনশ্রমযুত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাখিবার হুকুম দেন্ ইতি।

১১ ধারা।

কেহ জামিন দিতে না পারিয়া এক বৎসর কিম্বা ততোধিক কাল কয়েদ থাকিলে তদর্থে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখনক্রমে সন্দেহ জাত কিম্বা অপবাদান্বিত কোন মোকদ্দমায় যদি দায়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের কেহ জিলা কিম্বা শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কাহার প্রতি কোন ব্যক্তিকে এরূপে কয়েদ রাখিবার অর্থে হুকুম দিয়া থাকেন্ যে সে ব্যক্তি যাবৎ ফেয়াল্জামিন কিম্বা হাজিরজামিন না দেয় তাবৎ কয়েদ থাকিবেক ও তদনুসারে হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরাও যদি কাহার উপর করিয়া থাকেন্ ও সেই ব্যক্তি তদনুসারে জামিন দিতে অপারক হইয়া এক বৎসর কিম্বা ততোধিক কাল কয়েদ রহিয়া থাকে ও সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেব সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া এবং সেই কয়েদীর বন্ধনদশায় তস্য ভাবচরিত্র বুঝিয়া তাহার স্থানে জামিন



না

না লইয়া কেবল মুচলকা লেখাইয়া লইলে মানস সিদ্ধ হয় এমত জানেন্ তবে ক র্ত্তব্য যে আগামি দওরায় দায়েরসায়েরী জজসাহেবের নিকটে সে বিষয় জানান্।

দায়েরসায়েরী জজ সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের স্থানে ক য়েদীদিগের কৈফিয়ৎ পাইয়া তাহা বুঝিয়া যাহা করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কেহ ঐ রূপের কোন বার্ত্তা দা য়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের কাহার নিকটে জানান্ তবে সেই দায়েরসায়েরী জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে কয়েদীকে আপন সমক্ষে ডাকাইয়া তাহার মোকদ্দ মার রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া তাহার স্থানে জামিন তলব যেহেতুক হইয়া থাকে তা হার মর্ম্ম বুঝিয়া পরে সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া কৈফিয়তের লিখিত ভাব বোধ করিয়া যদি নিজে সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সহিত একবাক্য হইয়া বিনাজা মিনে মুচলকা লইয়া সে কয়েদীকে খালাস দেওয়া উচিত জানেন্ তবে তাহাই হ কুম দেন্।

কোন কয়েদীকে বি নাজামিনে খালাস ক রিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব দিগের এবং দায়ের সায়েরী জজসাহেবদি গের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ ক্ষমতার অনুসারে এমত কর্ম্ম করিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদি গের এবং দায়েরসায়েরী জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কয়েদীর কৃতাপরাধে প্রা মাণ্য গুহ কিম্বা যে সন্দেহ বোধ হইয়া থাকে তাহার কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া এবং তদপরাধির ভাবচরিত্র ও প্রচরদ্রূপ ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে বিবেচিয়া বুঝেন্ যে তাহা কে বিনাজামিনে খালাস করিলে দেশের কি উৎপাত দর্শে ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল ৫৪ চতুঃপঞ্চাশৎ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারার হুকুম নির্দ্ধারিত কিছু কালের জন্যে জিলা চাটিগাঁয় চলন মৌকুফ হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬০ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৮ সালের ৮ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারার হুকুম জিলা সিল্হট্টে নির্দ্ধারিত কিছু কালের জন্যে চলন মৌকুফের যে হেতু ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৩ আইনের হেতুবাদে লেখা গিয়াছে সেই হেতু বাঙ্গলা ১২১০ সালের ১ ভাদ্র মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ আগস্তপর্য্যন্ত জিলা চাটিগাঁয় খাটিয়াছে তাহার কারণ এই যে ঐ তারিখের পূর্ব্বে সেই ৩৫ আইন জিলা চাটিগাঁয় জারী হইয়াছিল না। অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম কেবল জিলা চাটিগাঁর নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

### ২ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারা যদ্যপি জিলা চাটিগাঁয় চলে নাই তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারার হুকুম বাঙ্গলা ১২১০ সালের ১ ভাদ্র মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ আগস্তের পূর্ব্বে জিলা চাটিগাঁয় চলন হইয়াছিল না। জানিবেন যে ঐ তারিখের পর সেই ২০ ধারার হুকুম এবং সেই ৩৫ আইনের অন্য সকল বিধি যেমতে সুবেজাৎ বাঙ্গালার অন্য২ জিলায় চলিয়াছে সেই মতে জিলা চাটিগাঁয় চলন হইয়াছে ইতি।

Vol. IV. 103.

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ২৩ ফিব্রুআরি।

ইস্তলীদেরদের অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের জায়গীর ও আলুফা নির্দ্ধার্য্য করিবার

২ দ্বিতীয় আইন। ২৩ ফিব্রুআরি।

এলাকা কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের নির্দ্ধারিত ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভের তারিখ ফেরফার হইবার এবং জিলা চব্বিশপরগনা ও ঢাকা জলালপুর ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত তিন২ মাসান্তর হওনের নির্ণয় করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৬ মার্চ।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের জিলাসকলের ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাগণের হুকুম লঙ্ঘন না হইতে পারিবার এবং অপরাধের অপবাদহেতুক কিম্বা অন্য কোন কারণে কাহার নামে কিছু হুকুম হইলে যদি সে পলায় অথবা সেই হুকুম লঙ্ঘন করে তবে তাহাকে হাজির করাইবার আর চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতিহওনের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবার এবং এমত সকল মোকদ্দমার দায়ে মহালাৎ খাম অর্থাৎ খাসমহালাতের তহসীলদারেরা ঠেকিবার নির্ণয় করিবার আর ধরণা নিবারণের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের কোন২ হুকুম পরিষ্কারকরণের এবং জাতি রাজকুমারেরা নিজকন্যাসন্তানকে আহার না দিয়া বধ করিতে না পারিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ৩ মাই।

জিলা কটকের ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মসম্পন্নের।

৫ পঞ্চম আইন। ১৬ আগস্ত।

আদালতসকলের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিট অর্থাৎ সায়েরাতের এলাকাসকলের এদেশীয় বর্গ আমলাসকল বহাল ও বদল ও তগীর হইবার এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমৎ বর্ত্তমান বাদশাহ তৃতীয় জর্জের আমলী আক্ট পার্লিমেণ্টের ৩৩ আইনের ৫২ ধারার অনুসারে নব্য দাঁড়ায় শপথ করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ২৫ আগস্ত।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৯ ঊনচত্বারিংশ আইনের হুকুম রহিত করিবার।

শ্রীযুত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনের ফিরিস্তি।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যে অর্থাৎ গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থলের তথা যমুনানদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে এবং সুবে বারাণসে যে লবণ আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার হাসিল লইবার দাঁড়ানির্ণয়ের আর ঐ সুবে বারাণসে সলম্বা ও বলম্বা লবণ আমদানী হইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত হাসিলের নিরিখ কমাইবার এবং ঐ সুবে বারাণসে লবণ জন্মাইতে নিষেধ নিদর্শনে যে হুকুম ঐ ৬ আইনের ৬ ধারায় আছে তাহাও নিবর্ত্ত করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ১৫ অক্তোবর।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুক্ত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে যে লবণ আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৭ সপ্তম ধারার নির্ণীত হাসিলের নিরিখবন্দীর।

৮ অষ্টম আইন। ২৭ নবেম্বর।

জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুরকে শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের এলাকাহইতে খারিজ করিয়া এলাকা বারাণসের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের শামিল করাইবার।

৯ নবম আইন। ১৪ দিসেম্বর।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এলাকার দায়েরসায়েরী আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তের আর যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যের এবং যমুনা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের তথা এ সরকারকে পেশওয়ার দত্ত বুন্দেলখণ্ডের ভিতরী অধিকারের ফৌজদারী আদালতের কার্য্যসম্পন্নের।

১০ দশম আইন। ১৪ দিসেম্বর।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর রাজাধিপ শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অপকার চেষ্টকাপরাধিগণের শাস্তি কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ ফৌজী বিচারানুসারে দিতে পারিবার।

১১ একাদশ আইন। ১৪ দিসেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৮ আইন রদ করিবার এবং শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন এবং ঐ সরকার

যুদ্ধ

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনের ফিরিস্তি।

যুদ্ধক্রমে দোআবের মধ্যের তথা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশ পাইয়াছেন এবং ঐ সরকারকে বুন্দেলখণ্ডের মধ্যের যে দেশ পেশওয়া দিয়াছেন সেই সকল দেশের সুবেজাতে হাসিল লইবার দাঁড়া নির্ণয়ের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

*Translator of Reguations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ১ প্রথম আইন।

ইস্বলীদেরদের অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের জায়গীর ও আলুফা নির্দ্ধার্য্য করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ২৩ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ১৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ২৮ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ১৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬০ সালের ২৮ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৮ সালের ১১ জীকাদে জারী হইল।

ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির ও আলুফার নির্ব্বাচনী ও নির্দ্ধার্য্য এক দাঁড়ায় করণ উচিত বোধ হইয়া শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

এ আইনের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের তথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইনের হুকুমসকল নীচের লিখিত এক হুকুমছাড়া রদ হইল এবং তাহার বদলে নীচের লিখিত ধারাসকলের অনুক্রমে হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুমসকল এ আইন জারীর তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি। ইং ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের তথা ইং ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইনের যে যে হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

### ৩ ধারা।

উত্তরকালে ইস্বলীদেরদের জায়গীর গ্রাম ও ভূমি কেবল জিলা বেহারে ও সাহাবাদে ও তীরহুতে ও সরকার সারণে ও ভাগলপুর ও চাটিগাঁয় নির্দ্দিষ্ট হইবেক। এবং ইস্বলীদেরদের কোন থানা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কেবল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বে নির্ণয় হইবেক না ইতি। ইস্বলীদেরদের জায়গীর যে যে জিলায় নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার কথা।

### ৪ ধারা।

এ ধারার অনুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ইস্বলীদেরদের জায়গীরের ও আলুফার এতমামদারী ভার সামান্যরূপে অর্পণ হইল ইতি। জায়গীরের ও আলফার এতমামদারীর সামান্য ভারার্পণ যে সাহেবদিগকে হইল তাহার কথা।

### ৫ ধারা।

ইস্বলীদেরদের জায়গীরের এতমামদারীর কর্ত্তৃত্বভার বিশেষরূপে রেগুলেটিং অফিসর জায়গীরের এতমাম

দারীতে ও তাহার থানাসকলের মোখ্তারীতে যত জন রেগুলেটিং অফিসর যথায়ং নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

অফিসর খ্যাতিতে খ্যাত জনেক সাহেবকে অর্পণ হইবেক। এবং তাহারদিগের জায়গীরের থানাসকলের কর্ম্ম ঐ খ্যাত্যাপন্ন অফিসর এক জন জিলা ভাগলপুরে ও তীরহুতে আর এক জন জিলা বেহারে আর এক জন জিলা সাহাবাদে ও সরকার সারণে আর এক জন জিলা চাটিগাঁয় নিযুক্ত রহিবেন ইতি।

৬ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরী কর্ম্মের সমাচার হজুর কৌন্সেলে দিবার মতের কথা।

রেগুলেটিং অফিসরেরা কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে থাকিবেন এবং ঐ অফিসরী কর্ম্মের যে সমাচার যৎকালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবার আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে চালান করিবেন তথাহইতে ঐ হজুর কৌন্সেলে পঁহুছিবেক ইতি।

৭ ধারা।

ইস্বলীদেরা হুদ্দামতে জায়গীর ভূমি পাইবার সংখ্যার কথা।

ইস্বলীদেরা নীচের লিখিত হুদ্দা অর্থাৎ পদানুসারে ভূমি জায়গীর পাইবেক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| তুরুক সওয়ারের সওয়ার ও পয়দল সুবেদার। | | | ১০০ বিঘা। |
| ঐ | ঐ | ঐ জমাদার ও সারেঙ্গ। | ৫০ বিঘা। |
| ঐ | ঐ | ঐ হাওয়ালদার ও টাণ্ডেল। | ৩০ বিঘা। |
| নায়েক ও কস্সাব। | | | ২৫ বিঘা। |

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির নির্ব্বাচনী ও নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির সংখ্যার ফর্দ্দ তাহারদিগের হুদ্দার নিদর্শনে পাইলে পর সেই জায়গীরের নিমিত্তে আবশ্যক ভূমির নির্ব্বাচনী করিয়া তাহার নির্দ্ধার্য্য নীচের লিখিত কটানুসারে করিবেন ইতি।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীরের যোগ্য ভূমি চাহিলে যাহা করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবেরা পতিত কোন ভূমিকে ইস্বলীদেরদের থানার যোগ্য জানিলে কিম্বা পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন থানার মধ্যে ইস্বলীদেরদের কাহার বসতির উপযুক্ত স্থান চাহিলে সে ভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যত ভূমি সে নিমিত্তে চাহি তাহার বেওরা সমাচার সেই ভূমির অধিকারির নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়া সেই অধিকারির স্থানে সে ভূমির পাট্টা নীচের লিখিত কটানুসারে সেই ইস্বলীদের নামে লইবেন।

জায়গীর ভূমি তদধিকারির পেটাহইতে খারিজ নাহইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—১ কট এই যে যে ভূমিকে জায়গীর চাহর হইবেক তাহা পূর্ব্বমতে সেই ভূমির অধিকারি জমীদারপ্রভৃতির পেটায় থাকিবেক কখন খারিজ হইতে পারিবেক না।

জলকরাদি অঙ্ক জায়গীর ভূমির পাট্টাভুক্ত হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—২ কট এই যে জলকর ও বনকর ও ফলকর অঙ্ক সমস্তই জায়গীর ভূমির পাট্টাভুক্ত হইবেক।



৪ চতুর্থ প্রকরণ।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—৩ কট এই যে খারিজ জমাভূমির অনুসারে নিষ্করস্বরূপে ইস্ব লীদেরদের জায়গীর ভূমি তাহারদিগের জীবনাবধি ভোগ হইবেক। এবং তাহার দিগের অবর্ত্তমানে তদুত্তরাধিকারিগণকে সে ভূমি অর্শিবেক।

জায়গীর ভূমি ইস্বলীদেরদের জীবনাবধি নিষ্করে ভোগ থাকিয়া অবর্ত্তমানে তদুত্তরাধিকারিগণকে অর্শিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—৪ কট এই যে ইস্বলীদেরদের উত্তরাধিকারিগণ উত্তরাধিকারিতার ভূমিতে দখল পাইবাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত সে ভূমির উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ মালিকানাক্রমে তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতিকে দিবেক।

উত্তরাধিকারিরা উত্তরাধিকারিতার ভূমিতে দখল পাইবাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত যে হারে মালিকানা দিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—৫ কট এই যে ঐ পাঁচ বৎসর মুদ্দৎগতে মালিকানা অঙ্ক মৌকুফ হইয়া সে ভূমির উৎপন্নের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ফসল কিম্বা তাহার মূল্য যাহা তদধিকারির সহিত ধার্য্য হয় তাহাই রাজস্বস্বরূপে নির্ণয় হইবেক সেই রাজস্ব চিরকাল বলবৎ থাকিবেক।

পাঁচ বৎসর গতে ভূমির উৎপন্নের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজস্ব নির্ণয় হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—৬ কট এই যে যদি কোন ইস্বলীদ জায়গীর ভূমি পাইবাবধি সাত বৎসরাতীত না হইতে মরে তবে সে ভূমি তদুত্তরাধিকারির দখলে সেই সাত বৎসর পূর্ণপর্য্যন্ত নিষ্করক্রমে থাকিবেক তদনন্তর তাহার রাজস্ব উপরের উক্ত দুই কটের অনুসারে ক্রমেং ধার্য্য হইবেক।

কোন ইস্বলীদ জায়গীর ভূমি পাইবাবধি সাত বৎসরাতীত না হইতে মরিলে সে ভূমি তদুত্তরাধিকারির দখলে যে কটে যত কাল থাকিবেক তাহার কথা

৮ অষ্টম প্রকরণ।—৭ কট এই যে যদি কোন ইস্বলীদ তস্য উত্তরাধিকারী অসত্ত্বে মরে তবে সেই মৃতের জায়গীর ভূমি এদেশীয় বর্ণ অন্য নব্য ইস্বলীদ জনেকের দখলে সেই কটানুসারে থাকিতে পারিবেক যে কটানুসারে সেই নব্য ইস্বলীদ সেই মৃতের উত্তরাধিকারী হইলে থাকিত যদি কেহ সেই কটানুসারে সে ভূমি লইতে স্বীকার না করে তবে সে ভূমিকে তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতি যে রহে সেই ব্যক্তি পুনরায় নিজে দখল করিয়া স্বেচ্ছাধীন যে কর্ত্তব্য করিতে পারিবেক।

উত্তরাধিকারিবিহীন কোন ইস্বলীদ মরিলে তাহার জায়গীর ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—৮ কট এই যে যদি কোন ইস্বলীদ মরিলে পর তদুত্তরাধিকারিগণ তস্য জায়গীর ভূমিকে উপরের উক্ত কটানুসারে লইতে না চাহে কিম্বা সে ভূমি পত্তন আবাদ করিতে অশক্ত হয় তবে তাহারা সে ভূমিকে সেই থানার অন্য কোন ইস্বলীদের স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবেক। এবং এমত করিলে উপরের প্রকরণসকলের উক্ত ইস্বলীদেরদের উত্তরাধিকারিগণের সম্পর্কীয় সমস্ত কট সেই ক্রেতার সম্বন্ধে খাটিবেক।

কোন ইস্বলীদের জায়গীর ভূমি তদুত্তরাধিকারিগণ না লইলে কিম্বা তাহা আবাদ করিতে অশক্ত হইলে তাহারা সে ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—৯ কট এই যে যদি কোন ইস্বলীদের উত্তরাধিকারিগণ নিজ পৈতৃক জায়গীর ভূমির ভোগার্হ হইয়া ও তাহা দখলের হুকুম পাইয়া তদবধি এক বৎসরপর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট বাধক হেতুব্যতীত সে ভূমি আবাদ না করে তবে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া অন্য কোন ইস্বলীদকে কিম্বা অন্য ইস্বলীদের উত্তরাধিকারী অথবা তৎস্থানপ্রাপ্ত লোককে সেই কটানুসারে দেওয়া যাইবেক যে কটানুসারে

কোন ইস্বলীদের জায়গীর ভূমি তদুত্তরাধিকারিগণ পাইয়া তাহা এক বৎসরপর্য্যন্ত আবাদ না করিলে সে ভূমি অন্য ইস্বলীদপ্রভৃতিতে অথবা

সারে সে লোক সেই মৃত ইস্বলীদের উত্তরাধিকারী হইলে সে ভূমির ভোগাহ হ ইত। আর যদি অন্য কোন ইস্বলীদপ্রভৃতিতে সেই কটানুসারে সে ভূমি লইতে স্বী কার না করে তবে সে ভূমি ৭ কটের অনুসারে তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতি যে রহে তাহার হস্তগত হইবেক।

১১ একাদশ প্রকরণ।—১০ কট এই যে কোন ইস্বলীদের উত্তরাধিকারির কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্তের দখলে যে জায়গীর ভূমি আইসে তাহার মধ্যে চাসের যোগ্য যত ভূমি তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালপর্য্যন্ত চাস না হইয়া থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া পুনরায় তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতির হস্তে যাইবেক সে যাহাকে চাহে তাহাকেই পাট্টা দিয়া জোতাইবেক। কিন্তু যদি তৎকালে সেই উত্তরাধিকারী কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমত নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় যে আমি এই রাজস্ব ধা র্য্যের নির্ণীত তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে এ ভূমি আবাদ করিয়া পশ্চাৎ বৎ সরেং ইহার রাজস্ব যোগাইয়া দিব তবে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত না হইয়া তস্য দখলে থাকিবেক।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—১১ কট এই যে ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির রাজস্ব ও মালিকানার যে টাকা ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম কটের লিখনানুসারে নির্দ্ধারিত হই য়াছে তাহা অন্যং প্রজার স্থানে রাজস্বাদি তহসীল করিবার মতে উসুল করা যাই বেক। এবং সে রাজস্ব ও মালিকানার উপলক্ষে সে ভূমির অধিকারি জমীদারপ্র ভৃতির স্থানে কিছু বেশী তলব হইবেক না।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—১২ কট এই যে যদি কোন ইস্বলীদের জায়গীর ভূমি তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালপ্রাপ্তের পূর্ব্বে তদুত্তরাধিকারী কিম্বা তস্য স্থান প্রাপ্তকে অথবা অন্য কোন ইস্বলীদপ্রভৃতিকে দেওয়া যায় তবে রেগুলেটিং অফিস রের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের দ্বারা সে ভূমির অধিকারির স্থানে সে ভূমি সেই লোকের হস্তে থাকিবার কারণ উপরের প্রকরণসকলের লিখিত কটযুক্তে আ দৌ এক পাট্টা লইয়া পরে তাহার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালপ্রাপ্ত হইলে সেই ভূ মির সীমা ও সংখ্যা ও রাজস্ব নিদর্শনে উপরের উক্ত রাজস্বদানের নিদর্শনী কট যুক্ত দুসরা পাট্টা সেই ভোগবানের নামে লন।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—১৩ কট এই যে ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির অধিকা রি জমীদারপ্রভৃতির সাধ্য আছে যে ইস্বলীদী থানায়ং আপনারদিগের পক্ষের গোমাস্তা একং জনকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। সে গোমাস্তারা সেই অধিকারিদি গের প্রাপ্তব্য রাজস্ব ও মালিকানার টাকার হিসাবের রুজু লিখিবেক এবং উত্তর কালে ইস্বলীদেরদের জায়গীর ভূমির সম্পর্কীয় নির্ণীত কটের কিম্বা সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিগণের হওয়া করারদাদের উল্লঙ্ঘন হইলে তাহার খেওরা নিজ মুনিবদি গকে জানায়।

ভূম্যধিকারিতে পাই বার কথা।

কোন ইস্বলীদের উত্তরাধিকারিতে প্রাপ্ত ভূমির মধ্যে যাহা তা হার রাজস্ব ধার্য্যের নির্ণীত কালের মধ্যে আবাদ না হয় তাহা বাজেয়াপ্ত হইবার ও তাহাতে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

ইস্বলীদেরদের জা য়গীর ভূমির রাজস্ব ও মালিকানা উসুল করি বার মতের এবং সে উ পলক্ষে তদধিকারির স্থা নে কিছু বেশী তলব না হইবার কথা।

কোন ইস্বলীদের জা য়গীর ভূমী তস্য উত্ত রাধিকারিপ্রভৃতির হস্তে গেলে তদধিকারির স্থানে উপরের উক্ত ক টে আদৌ এক পাট্টা ল ইবার তদনন্তর রাজস্ব ধার্য্যের কালপ্রাপ্তে সে ভূমির সীমা ও সংখ্যা ও রাজস্ব নিদর্শনে দুস রা পাট্টা লইবার কথা।

ভূম্যধিকারিরা নিজ প্রাপ্তব্য রাজস্বাদির হি সাবের রুজু লিখিবার কারণ ইস্বলীদেরদের থা নায়ং স্বপক্ষ গোমা স্তাদিগেরে নিযুক্ত করি তে পারিবার কথা।



১৫ পঞ্চদশ

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—১৪ কট এই যে যে সময়ে ৫ পঞ্চম কটের লিখিত হুকুম মতে কোন থানার সমুদায় ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের কাল প্রাপ্ত হয় সে সময়ে হুজুরের হুকুমমতে রেগুলেটিং অফিসর সেই থানার এতমামদারী ভারহইতে অবসর হইবেন। এবং তদনন্তর সে থানা জমীদারীর মোতালক অন্যং গ্রামের ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং যে ইস্বলীদদিগের নামে আদৌ জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহার উত্তরাধিকারী কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ইস্বলীদের জায়গীর ভূমিকে আপনং নামের পাট্টার লিখিত কটানুসারে ভোগ করিবেক।

রেগুলেটিং অফিসর ইস্বলীদদিগের থানার সমুদয় ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের কালে তাহার এতমামদারীহইতে অবসর হইবার এবং সে থানা জমীদারীর মোতালক অন্য গ্রামের ন্যায্য গণ্য হইবার ও তাহা সেই ইস্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিপ্রভৃতির দখলে থাকিবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—১৫ কট এই যে ইস্বলীদদিগের থানার সরকারের তরফ কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ রেগুলেটিং অফিসর ১৫ পঞ্চদশ প্রকরণের লিখনানুসারে অবসর হইলে পর যদি কোন ইস্বলীদ কিম্বা তদুত্তরাধিকারী অথবা তৎস্থানপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারিবিহীন কেহ উত্তরাধিকারিতাপত্র লিখিয়া না রাখিয়া মরে তবে সেই মৃতের জায়গীর ভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যাহা সেই মৃতের ভোগ হইয়া থাকে তাহা পুনরায় তদধিকারি জমীদারপ্রভৃতির হস্তগত হইবেক সে অধিকারী অন্য যে কটে তাহার পাট্টা যাহাকে দিয়া সে ভূমি জোতাইতে চাহে তাহাই পারিবেক।

কোন ইস্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিপ্রভৃতি কেহ নিজোত্তরাধিকারি অসত্ত্বে উত্তরাধিকারিতাপত্র লিখিয়া না রাখিয়া মরিলে তাহার দখলী ভূমি পুনরায় তদধিকারির হস্তে যাইবার কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—১৬ কট এই যে একাদিক্রমে ১৭ প্রকরণের লিখিত কট ছাড়া অপর যে কটাবধারণ ইস্বলীদদিগের সহিত জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির আপোসে হয় তাহা সেই কটাবলম্বী সকলের উপর বলবৎ থাকিবেক। এবং জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির সহিত ইস্বলীদদিগের কিম্বা তদুত্তরাধিকারিপ্রভৃতির জায়গীরভূমির সম্পর্কীয় কটের কোন আপত্তি জন্মিলে সে মোকদ্দমা সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

ভূম্যধিকারিগণ ও ইস্বলীদদিগের আপোসে যে কট জায়গীর ভূমির সম্পর্কে হয় তাহা বলবৎ থাকিবার এবং সেই কটঘটিত আপত্তির মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবার কথা।

১০ ধারা।

এ আইনের অনুসারে ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূমি যে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে তাহার অধিকারভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের কিছু যদি নীলামে বিক্রয় হয় অথবা অন্য কোন রূপে পরহস্তে যায় তবে সেপ্রযুক্ত ইস্বলীদদিগের ও তদুত্তরাধিকারপ্রভৃতির জায়গীরী কটের বিচলিত কোন প্রকারে হইবেক না বরং সে ভূমি পূর্ব্বাধিকারির হস্তছাড়া না হইলে যে মতে সেই সকল কটের মর্য্যাদা বলবৎ রাখা সেই পূর্ব্বাধিকারির কর্ত্তব্য হইত সেইমতে বলবৎ রাখা সেই নব্যাধিকারির কর্ত্তব্য হইবেক যদি ইস্বলীদদিগের জায়গীর ভূমির বিষয়ে স্ফুট দিয়া এ হুকুমের বিপরীতেও কোন হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের নির্দ্দিষ্ট ৪৪ আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে লেখা গিয়া থাকে ইতি।

ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূম্যন্বিতা কোন অধিকার ভূমি পরহস্তে গেলে সেহেতুক জায়গীরী কটের বিচলিত না হইবার কথা।

১১ ধারা।

সরকারের খাস তালুকের মধ্যে যে ইস্বলীদেরা পত্তন হয় তাহারা জমীদার প্রভৃতির

ইস্বলীদেরা সরকারের

খাস তালুকের মধ্যে প্রাপ্ত জায়গীরভূমি জমীদারপ্রভৃতির অধিকারস্থ জায়গীর ভূমির কটের অনুসারে ভোগ করিবার কথা।

প্রভৃতি ভূম্যধিকারির অধিকারে অন্য ইস্বলীদেরা পত্তন হইবার নির্ণীত কটের অনুসারে কিম্বা তদিতর যে কটের ধার্য্য তাহারা সেই জায়গীর ভূমি পাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝিয়া করেন্ তদনুসারে ভোগ করিবেক ইতি।

১২ ধারা।

ইস্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিণী বিধবা স্ত্রীতে ভর্ত্তৃন্তর করিলেও পূর্ব্ব স্বামির জায়গীর ভূমি ভোগ করিতে পারিবার কথা।

যে বিধবা স্ত্রী নিজ স্বামির উত্তরাধিকারিণী হয় সে স্ত্রী নিকাকরণক কিম্বা মতান্তরে ভর্ত্তৃন্তর করিলেও তৎপূর্ব্ব স্বামির জায়গীর ভূমি বাজেয়াপ্ত না হইয়া তাহার ভোগ বলবৎ থাকিতে পারিবেক। এবং সে স্ত্রীর মরণানন্তর সে ভূমি তাহার শাস্ত্রসম্মত উত্তরাধিকারিগণকে অর্শিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরেরা কেবল নিজ থানার মধ্যের ইস্বলীদেরদের সহজ বিরোধ মিটাইতে পারিবার এবং তাহার বাহিরে কোন প্রভুত্ব চালাইতে না পারিবার কথা।

ইস্বলীদদিগের থানার এতমামদার সাহেব অর্থাৎ রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে ইস্বলীদদিগের সহজ বিবাদ এবং দেনা ও পাওনার ঘটিত যেং বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি তাহারদিগেরে হিতোপদেশ করাইয়া ও বুঝাইয়া যত করিতে পারেন্ তাহা করেন। যদি তাঁহার কথা তাহারা না শুনে তবে সে নালিশ সেই জিলার আদালতে করিতে পারিবেক। কিন্তু এ ধারাক্রমে জানিবেন যে রেগুলেটিং অফিসরের প্রভুত্ব কোন প্রকারে তাহার থানার সীমার বাহিরে খাটিবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

ইস্বলীদদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলগণে বিনাখরচে করিবার কথা।

ইস্বলীদেরা দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিতে ব্যামোহ না পায় এবং তাহার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ তাহারদিগেরে আদালতে হাজির হইতে না হয় একারণ সরকারী উকীলগণের কর্ত্তব্য যে আদালতসকলের তলব মতে কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের হুকুমের অনুসারে বিনাখরচে ইস্বলীদদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে ইতি।

১৫ ধারা।

ইস্বলীদপ্রভৃতি থানার নিবাসিরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসক

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ও পোলীসের হুকুম যেরূপে অন্যং স্থানে জারী হয় সেই রূপে ইস্বলীদদিগের থানাসকলে জারী হইবেক। ইস্বলীদেরা ও থানাসকলের নিবাসি অন্য লোকেরা সে হুকুম মানিবেক। যদি কেহ না মানে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া যে আইন হুকুম উলঙ্ঘনের হেতুতে লোকদিগের দণ্ড ও শাস্তি হইবার নিদর্শনে হই



য়াছে

য়াছে ও হয় সেই আইনের অনুক্রমে সেই হুকুম উলঙ্ঘকের দণ্ড কিম্বা শাস্তি হইবেক ইতি।

লের ও পোলীসের হুকুম হেলন করিলে অন্যং লোকের মতে দণ্ড ও শাস্তি হইবার কথা।

১৬ ধারা।

ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূমি যাবৎ তাহারদিগের হস্তে থাকিবেক তাবৎ তাহা কর্জের প্রবোধে বন্ধক দেওয়া সিদ্ধ হইবেক না। এবং তাহারা মরিলে পরেও সে ভূমিকে কর্জ শোধের সংস্থান বোধ করা যাইবেক না। কিন্তু সে ভূমি তদুত্তরাধিকারিগণের কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত জনের হস্তে গেলে তৎকালে তাহা কর্জ শোধের সংস্থান বোধ হইতে পারিবেক ইতি।

জায়গীরভূমি ইস্বলীদদিগের হস্তবশ থাকিতে কর্জের নিমিত্তে বন্ধক সিদ্ধাদি না হইবার কিন্তু তাহার মরণানন্তর হইতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরেরা ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূমি যদনুসারে বিভাগ করিবার হুকুম কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে পান্ তদনুসারে বিভাগ করিয়া দিবেন। আদালতসকলের সাহেবেরা তাহাতে কোন প্রকারে হস্ত নিঃক্ষেপ করিবেন না এবং সে ভূমিবিভাগের বিষয়ী কোন এজহার কিম্বা নালিশ শুনিবেন না ও লইবেন না ইতি।

জায়গীরভূমি বিভাগ করিবার ব্যক্তিনির্ণয়ের কথা।

১৮ ধারা।

ইস্বলীদদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের হাজিরী লইবার কালে এবং জায়গীর ভূমি বিভাগ করিবার সময়ে আপনং থানায় সাক্ষাৎ থাকে। যদি কেহ অসাক্ষাৎ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নাম কাটা যাইবেক। কিন্তু যদি তৎকালে কোন হেতুতে বিদায় কিম্বা পীড়িত হইয়া থাকে অথবা অপর কোন বিশিষ্ট কারণে তাহার নাম কাটন রেগুলেটিং অফিসর কিম্বা কালেক্টরসাহেব অকর্ত্তব্য জানেন্ তবে কাটা যাইবেক না। এবং আদালতসকলের সাহেবেরা এ ধারার অনুসারে ইস্বলীদদিগের কাহার নাম কাটা গেলে সে বিষয়ী কোন এজহার কিম্বা নালিশ শুনিবেন না ও লইবেন না ইতি।

ইস্বলীদেরা হাজিরী দিগরের কালে নিজ থানায় সাক্ষাৎ থাকিবার কথা।

১৯ ধারা।

জানিবেন যে ৯ নবম ধারার লিখিত হুকুম যে ভূমি উত্তরকালে ইস্বলীদদিগকে পুরস্কারক্রমে জায়গীর দেওয়া যাইবেক কেবল সেই ভূমির সম্পর্কে খাটিবেক। কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফেব্রুআরির প্রকাশিত আইনের অনুসারে বন্দোবস্তহওয়া থানাসকলের ইস্বলীদদিগকে যে ভূমি পুরস্কারক্রমে জায়গীর পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহার এবং অন্য সকল জায়গীরভূমির পাট্টার কট এ আইনের ৯ নবম ধারার লিখিত কটের সহিত

ইস্বলীদদিগকে উত্তরকালে যে ভূমি জায়গীর দেওয়া যাইবে কেবল তাহাতেই ৯ ধারার হুকুম খাটিবার এবং সকল জায়গীরভূমির



যত

পাট্টার কটের ঐক্য যত হইতে পারে তাহা করিবার কথা।

যত ঐক্য হইতে পারে তাহা করেন্ এবং ইস্বলীদদিগের জনাজাতের জায়গীর ভূমির সংখ্যানিদর্শনে থানাসকলের বন্দোবস্ত নব্য ভৌলে করিতে মনোযোগী হন্। এবং এইক্ষণে যাহারা ইস্বলীদদিগের স্থানে গণ্য আছে তাহারা আপনং হুদ্দা নিদর্শনী বরাওর্দ্দক্রমে যে যত ভূমি জায়গীর পাইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এবং ইস্বলীদদিগের যে উত্তরাধিকারিগণকে কিম্বা তৎস্থানপ্রাপ্ত জনকে তাহারদিগের জায়গীরভূমি অর্পিয়াছে তাহারদিগের সম্বন্ধেও এ হুকুম বহাল রাখিবেন। আর ইস্বলীদেরা ও তদুত্তরাধিকারিগণ এবং তৎস্থানপ্রাপ্ত জনেরা সেই বরাওর্দ্দঅপেক্ষা অধিক ভূমি যাহা পাইয়া থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন। কিন্তু ভোগবানেরা নিজে আপনং হুদ্দার নিদর্শনী বরাওর্দ্দমতে কিম্বা উত্তরাধিকারিতাদিক্রমে যে যত ভূমি পাইয়া আবাদ করিয়া থাকে তাহা যদি এক্ষণের হুদ্দার নিদর্শনী বরাওর্দ্দঅপেক্ষা অধিক হয়ে তবে সে অধিক আবাদী ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবেন না সে ভোগবানেরা সেই আবাদী ভূমিসমস্তই উপরের উক্ত কটানুসারে ভোগ করিবেক। পরন্তু জানিবেন যে এ ধারার নির্ণীত বিধানদৃষ্ট জায়গীর ভূমিতে ইস্বলীদপ্রভৃতি ভোগবানদিগের এবং জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বাধিকার যাহা এ আইনের নির্দ্ধারিত করারদাদের অনুসারে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইনের লিখিত হুকুমের অনুরূপে হয়ে তাহার বিচলিত তাবৎ হইতে পারিবেক না যাবৎ জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের স্বেচ্ছাধীনে হওয়া বন্দোবস্তের নিয়মিত কাল বহির্ভূত না হয় ইতি।

## ২০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইস্বলীদদিগের কারণ ভূমি নয়া আবাদ করিবার ও তাহার খরচের বিল হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

যদি নব্য থানাপত্তনের নিমিত্তে হুকুম হয় কিম্বা পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন থানার নিকটবর্ত্তী ভূমি ইস্বলীদদিগকে দিবার তাৎপর্য্য দর্শে তবে তৎকালে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ভূমিতে যে বন থাকে তাহা কাটাইয়া এবং সে ভূমি শীঘ্র আবাদ হইবার জন্যে কূপ ও নালা খাত ও পুলবন্দিআদি যাহা অবশ্যকরণীয় তাহা করাইয়া সেই বন কাটানওয়য়রহের খরচ একত্র লিখেন্। এবং সে ভূমি সমুদায় আবাদ হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে তাহার সম্বাদ আলাহাবাদের কমাণ্ডাণ্টকে কিম্বা অন্য যে কোন অফিসরের তাবে ইস্বলীদেরা থাকে তাঁহার স্থানে পাঠাইয়া দেন্। তদনন্তর সে ভূমিতে পত্তন হইবার কারণ এদেশীয় বণ যত জন ইস্বলীদকে পাঠাইতে হয় তাহা সেই কামণ্ডাণ্টপ্রভৃতি অফিসরেরা পাঠাইয়া দিবেন। এবং কালেক্টরসাহেব সেই আবাদের কর্ম্ম সমস্ত সম্পন্ন হইলে পর তাহার সম্যক্ খরচের বিল মঞ্জুরের অর্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।

## ২১ ধারা।

ইস্বলীদদিগের বসতি

১ প্রথম প্রকরণ।—ইস্বলীদদিগের জায়গীরভূমির পাট্টায় তাহারদিগের বসতি



বাটীর

বাটীর ও বাগানআদির ভূমির সংখ্যা স্বতন্ত্রং ধূনি দিয়া লিখিতে হইবেক। এবং তাদৃশ ভূমির রাজস্ব যে হারে লাগিবার নির্ণয় সেই পরগনায় থাকে সেই হারের দুই তেহাইক্রমে সে সকল জায়গীর ভূমির রাজস্বধার্য্য কালেক্টরসাহেবেরা করিবেন।

বাটীপ্রভৃতির নিদর্শন পাট্টায় থাকিবার এবং তাহার রাজস্ব ধার্য্যের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জায়গীরী সকল গ্রামেই আবশ্যক পথ ও কূপাদির জন্যে ভূমিক্রয় সরকারহইতে হইবেক এবং তাহা বিনামূল্যে ইন্বলীদেরা পুরস্কার পাইবেক। কালেক্টরসাহেবেরা সে ভূমির মূল্য বাজে খরচের তলে লিখিবেন ইতি।

পথ ও কূপাদির জন্যে ভূমিক্রয় সরকার হইতে হইবার কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সনন্দী কিম্বা অসনন্দী এদেশীয় বর্ণ যে ইন্বলীদেরা কোন কর্ম্মের যোগ্য না হয় তাহারা শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারহইতে আপনং হুদ্দার নিদর্শনী বরাওর্দ্দমতে ভূমি জায়গীর লয় ভালই নতুবা নগদ আলুফা লইতে চাহিলে তাহা নীচের লিখিত বরাওর্দ্দক্রমে পাইবেক। এবং ঐ সরকারের অধিকারের মধ্যে যে গ্রামে বসতি করিতে বাসনা করে তথাতেই বাস করিতে পারিবেক।

ইন্বলীদেরা ভূমি জায়গীর কিম্বা নগদ আলুফা যাহা লইতে চাহে তাহাই পাইবার কথা।

| হুদ্দা। | | | | আলুফার বরাওর্দ্দ। |
|---|---|---|---|---|
| তুরুকসওয়ারের | সওয়ার ও | পয়দল | সুবেদার। | ১৮ টাকা। |
| ঐ | ঐ | ঐ | জমাদার। | ৭ টাকা। |
| ঐ | ঐ | ঐ | হাওয়ালদার। | ৪৷৷০ টাকা। |
| ঐ | ঐ | ঐ | নায়েক। | ৪ টাকা। |
| সারেঙ্গ। | | | | ৬ টাকা। |
| টণ্ডেল। | | | | ৪ টাকা। |
| কস্সাব। | | | | ৩৷৷০ টাকা। |

যদি ইন্বলীদেরা ভূমি জায়গীর লয় তবে তাহারদিগের হুদ্দার নিদর্শনী ঐ উনবরাওর্দ্দী আলুফা এবং অপর পুরস্কারক্রমে টাকা সরকারহইতে কোনপ্রকারে পাইবেক না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি সনন্দী কিম্বা অসনন্দী এদেশীয় বর্ণ কোন ইন্বলীদ ভূমি জায়গীর না লইয়া নিজবাসে যাইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি গৃহে গিয়া স্বচ্ছন্দে রহিতে পারিবার কারণ তাহার হুদ্দার নিদর্শনী বরাওর্দ্দমতে পূর্ণ ছয় মাসের আলুফার টাকা এক কালে পেশগী পাইবেক এবং সে টাকা যে অফিসরের নিকটে ইন্বলীদদিগের হাজিরী হয় তাঁহার হুকুমক্রমে দেওয়া যাইবেক।

ইনবলীদেরা আলুফা পেশগী পাইবার গতিকের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে ইন্বলীদেরা কিল্লার কর্ম্মোপযুক্ত না হয় তাহারাও আপনং হুদ্দার নিদর্শনী উনবরাওর্দ্দী ছয় মাসের আলুফার টাকা এক কালে লইতে পারিবেক

কিল্লার কর্ম্মের অযোগ্য ইন্বলীদেরা আলুফা পাইবার মতের কথা।

পারিবেক। এবং এ সরকারের অধিকারের মধ্যে যথায় ইচ্ছা তথাতেই বসতি করিয়া জীবনাবধি ঐ উনবরাওর্দ্দী আলুফা লইয়া দিনপাত করিতে সাধ্য রাখিবেক। এবং যে অফিসরের নিকটে ইন্বলীদদিগের হাজিরী হয় তাঁহার হুকুমে সেই আলুফার টাকা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিনামঞ্জুরে সেমত কোন ইন্বলীদ ভূমি জায়গীর পাইবার স্বত্ববান্ হইবেক না। এবং সে ইন্বলীদেরা প্রকারভেদে নীচের লিখিত বরাওর্দ্দমতে আলুফা পাইবেক।

| | |
|---|---|
| সওয়ার ও সিপাহী ও তম্বুরচী ও তূরীবাজানিয়া ও ভিস্তী জনপ্রতি | ৩ টাকা। |
| খালাসী জনপ্রতি | ২৸০ টাকা। |

যদি ঐ সওয়ার ও সিপাহীপ্রভৃতিতে ভূমি জায়গীর পাইবার অর্থে ঐ হুজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুম হয় তবে কে কত ভূমি পাইবেক তাহার প্রভেদ সে হুকুমে না থাকিলে জনপ্রতি ২০ কুড়ি বিঘা ভূমি পাইবেক ততোধিক পাইবেক না।

২৩ ধারা।

যে ইন্বলীদেরা জায়গীর ভূমির বদলে নগদ আলুফা পায় তাহারদিগের কাহাকেও চাকরীহইতে ছাড়ান গেলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সনন্দী ও অসনন্দী এদেশীয় বর্ণ ইন্বলীদ সওয়ার ও সিপাহীপ্রভৃতি যাহারা জায়গীর ভূমির বদলে নগদ আলুফা পায় তাহারদিগের কাহাকেও যদি চাকরীহইতে ছাড়ান যায় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার নামনবিসীর ফর্দ্দ অবয়বাদি নিদর্শনে এতাবতা যত বৎসর বয়ঃক্রম ও যত বড় দেহ ও যত বৎসর চাকর ছিল ও যথাকার জনিত ও যথায় নিবাস ও অঙ্গভঙ্গ হইয়া থাকিলে তাহার বেওরা এবং যে পল্টনে চাকর ছিল ও যে কোন চিহ্নে চেনা যায় এই সকল বিবরণযুতে লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের স্থানে দেওয়া যায় এবং সে ফর্দ্দের নকল ফৌজের জেনরল আডিটরসাহেবের সমীপেও পাঠান যায় ইতি।

২৪ ধারা।

আলুফাদারেরা নির্দ্ধারিত আলুফার টাকা কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে পাইবার ও তাহারদিগের মরণানন্তর সে কালপর্য্যন্তের আলুফার টাকা যাহা বাকী থাকে তাহা তদুত্তরাধিকারিপ্রভৃতিতে লইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে ছয় মাস কিম্বা বৎসরানন্তর অবয়বাদি নিদর্শনী নামনবিসীর যে ফর্দ্দ দাখিল হইবেক তাহাতে যে ইন্বলীদদিগের নাম লেখা থাকিবেক তাহারা আপন২ হুদ্দার নিদর্শনা বরাওর্দ্দমতে আলুফার টাকা ছয় মাস কিম্বা বৎসরানন্তর সেই সাহেবদিগের স্থানহইতে পাইবেক। এবং তাহারদিগের কাহার মরণ হইলে পর তাহার নামনবিসী ফর্দ্দ কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিল হইবেক এবং সেই মরণকালপর্য্যন্তের আলুফার টাকা যাহা বাকী থাকে তাহা তদুত্তরাধিকারিগণ কিম্বা মোখ্তার যে থাকে সেই লইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

আলুফার টাকার

কর্ত্তব্য যে আলুফাদারেরা কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে ছয় মাস কিম্বা বৎসরানন্তর

রানন্তর যত টাকা আলুফা পায় তাহার রসীদ তৎকালে তাঁহারদিগেরে দেয়। এবং কালেক্টরসাহেবেরা সেই রসীদ লইয়া তাহা তহ্কীকের কারণ ফৌজের জেনরল আডিটরসাহেবের নিকটে পাঠান্। এবং জেনরল আডিটরসাহেব সে রসীদদৃষ্টে তহ্কীক করিয়া তাহা যে কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে পাইয়া থাকেন্ তাঁহার সমীপে পুনরায় পাঠাইয়া দেন্। এবং আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব সে টাকা ফৌজী খরচের হিসাবে লিখেন্। আর কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে ইস্বলীদদিগের কাহার মরণনানন্তর তাহার অবয়ব নিদর্শনী নামনবিসীর যে ফর্দ্দ পান্ তাহা এবং তাহার মরণকালপর্য্যন্তের আলুফার বাকী টাকা যাহা তদুত্তরাধিকারিপ্রভৃতিকে দেন্ তাহার রসীদ একত্র করিয়া সেই জেনরল আডিটরসাহেবের সন্নিধানে দাখিল করেন্ ইতি।

রসীদ কালেক্টরসাহেবদিগকে দিবার ও তাহা ফৌজের জেনরল আডিটরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

মৃত ইস্বলীদদিগের অবয়ব নিদর্শনী নামনবিসীর ফর্দ্দদিগের জেনরল আডিটরসাহেবের স্থানে দাখিল করিবার কথা।

২৬ ধারা।

আলুফাদার নিজে আলুফার টাকার যে রসীদ পূর্ব্বে দিয়া থাকে তাহার তারিখ হইতে যদি বার মাসের মধ্যে আপনি বর্ত্তমান থাকিবার নিদর্শনপত্র না দর্শায় তবে তাহার নাম কাটা যাইবেক সে নাম হজুরী হুকুমব্যতীত পুনরায় বহাল হইবেক না ইতি।

আলুফাদারদিগের কেহ আপনি বর্ত্তমান থাকিবার নিদর্শনপত্র বার মাসের মধ্যে না দর্শাইলে তাহার নাম কাটা যাইবার কথা।

২৭ ধারা।

জানিবেন যে এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের ৩৩ ধারা বলবৎ রাখা গেল ইতি।

ইং ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের ৩৩ ধারা বলবৎ রাখিবার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

এলাকা কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের নির্দ্ধারিত ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভের তারিখ ফেরফার হইবার এবং জিলা চব্বিশপরগনা ও ঢাকাজলালপুর ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত তিন২ মাসান্তর হওনের নির্ণয় করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ২৩ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ১৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ২৮ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ১৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬০ সালের ২৮ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৮ সালের ১১ জীকাদে জারী হইল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও বারাণসের এলাকাসকলের দায়েরসায়েরী আদালতের ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভ প্রতিসন ইঙ্গরেজীর ১ মার্চে তথা ১ অক্টোবরে হইবেক। আর এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়ে কোন বিশেষ কারণে হুকুম ছিল যে তথাকার ভ্রমণারম্ভ ১ জানুআরিতে ও ১ জুলাইতে হইবেক। সে হুকুমের অনুসারে এলাকা কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের ভ্রমণের দুই কালের পরিমাণ সমান না হইয়া প্রথম ভ্রমণের কাল সাত মাস এবং দ্বিতীয় ভ্রমণের কাল পাঁচ মাস হইয়াছে এইহেতুক বিচার হইবার পূর্ব্বে কয়েদহওয়া বন্দিগণের মোকদ্দমাসকলের বিচার হইবার কালের তুল্যতা হয় না। এবং প্রথম ভ্রমণের দীর্ঘ কাল নিয়ম সাত মাস এইহেতুক অনেক মোকদ্দমাও যড় হইয়া বন্দিগণ অনেক দিন কয়েদ থাকে এবং দ্বিতীয় ভ্রমণের কার্য্য শেষ না হইতেই প্রায় প্রথম ভ্রমণের সময়োপস্থিত হয় ইহাতে নিতান্ত অসঙ্গত বুঝায় অতএব উত্তরকালে দুই ভ্রমণের কালের পরিমাণ সমান হইবার কারণ এবং এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী জিলা চব্বিশপরগনা ও ঢাকাজলালপুর ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত তিন২ মাসান্তর হইবার বিধান স্থিরের জন্যে এবং উত্তরকালে আবশ্যক হইলে এ আইনের নির্দ্ধারিত ভ্রমণকালের ফেরফার করিবার মতাবধারণের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা জারীর তারিখহইতে সুবে বাঙ্গালায় চলন হেতুবাদ।



হইবেক

হইবেক এবং বঙ্গালী যে আইনের অনুসারে ১ জুনহইতে সুবে বেহারে ও ১ জুলা ইহইতে সুবে বারাণসে ভ্রমণারম্ভ হয় সেই আইনের অনুসারে প্রথম ভ্রমণের কর্ম্ম শেষ হইলে পর ঐ দুই সুবায় এ আইনের অনুক্রমে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৭৯৭ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

ভ্রমণারম্ভের তারিখ নির্দ্দিষ্টের কথা।

উত্তরকালে এলাকা কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণসের দা য়েরসায়েরী আদালতের ভ্রমণারম্ভ নীচের নির্দ্ধারিত তারিখসকলে হইবেক জানি বেন যে এ সকল তারিখ দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবেরদের ও ফরিয়াদী দিগের ও সাক্ষিগণের সুগম হইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল।

এলাকা কলিকাতার প্রথম ভ্রমণের আরম্ভ ১ আপ্রিলে এবং দ্বিতীয় ভ্রমণের আ রম্ভ ১ অক্টোবরে।

এলাকা মুরশিদাবাদের প্রথম ভ্রমণের আরম্ভ ১ মার্চে দ্বিতীয় ভ্রমণের আরম্ভ ১ সে প্তেম্বরে।

এলাকা আজীমাবাদের প্রথম ভ্রমণের আরম্ভ ১ জুনে দ্বিতীয় ভ্রমণের আরম্ভ ১ ন বেম্বরে।

এলাকা বারাণসের প্রথম ভ্রমণের আরম্ভ ১ জানুআরিতে দ্বিতীয় ভ্রমণের আরম্ভ ১ জুলাইতে ইতি।

৪ ধারা।

জিলা চব্বিশপরগনা ও ঢাকাজলালপুর ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত তিনং মাসানন্তর হইবার কথা।

পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুসারে জিলা চব্বিশপরগনা ও ঢাকাজলালপুর ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত যে মত ছয়ং মাসানন্তর হইত এইক্ষণে সেমত না হইয়া এ আইনের অনুসারে দায়ে রসায়েরী আদালতের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় অথবা যদি চতুর্থ জজ রহেন্ তবে এ ক একের যে সাহেব সদর মোকামে হাজির থাকিবেন তিনিই আপন মোতালক ঐ একং জিলায় তিনং মাসানন্তর ভ্রমিয়া আদালত করিবেন। ইহাতে যদি কখন অগ্রগণ্য জজসাহেবছাড়া পরগণ্য দুই কিম্বা ততোধিক জন সাহেব সদর মোকামে হাজির থাবেন্ তবে তৎকালে কর্ত্তব্য যে সেই পরগণ্য সাহেবেরা একেং ফের ঘোরে জিলা চব্বিশপরগনার ও ঢাকাজলালপুরের দায়েরসায়েরী আদালত মার্চ ও জুন ও সেপ্তেম্বর ও দিসেম্বর মাসে এবং জিলা মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত ফিব্রুআরি ও মাই ও আগস্ত ও নবেম্বর মাসে করেন্। কিন্তু জিলা ঢাকা



জলালপুরের

জলালপুরের ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী ঐ সকল মাসেই ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালত যে প্রতিমাসে হইয়া থাকে তাহা শেষ হইলে পর করিবেন। এবং জিলা চব্বিশপরগনার দায়েরসায়েরীতে উপরের উক্ত সকল মাসের প্রথম তারিখে যাইবেন। আর যদি কখন অগ্রগণ্য জজসাহেবছাড়া পরগণ্য জনেক জজের অধিক সদর মোকামে হাজির না থাকেন্ তবে তৎকালে সে এলাকার তিন২ মাসিয়া দায়েরসায়েরী আদালত তথাকার মফঃসল কোর্ট আপীলের বৈঠক যে২ দিনে না হইবেক সেই২ দিনে কিম্বা অন্য দিনে মফঃসল কোর্ট আপীলের কর্ম্ম ভণ্ডুল না হয় এমত গতিকে করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

পরগণ্য জজসাহেবেরা কোন কারণে দায়েরসায়েরী করিতে না পারিলে তৎকালে যে বিধান কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি কখন দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় জজসাহেব অথবা চতুর্থ জজসাহেব রহিলে তিনিও সদর মোকামে হাজির না থাকেন্ কিম্বা হাজির থাকিয়াও যদি পীড়াহেতুক অথবা অন্য কোন কারণে দায়েরসায়েরী কার্য্য করিতে না পারেন্ তবে তৎকালে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে যেমতে শহরসকলের প্রতিমাসিয়া দায়েরসায়েরী আদালত করিবার ভার সে এলাকার প্রধান জজসাহেবকে দিতে পারেন্ সেই মতেই দেন। আর সেই আইনের ৩ ধারার আশয় এমত ছিল যে তাহার ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ধারার হুকুমমতে শহর বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের কার্য্যও হয় অতএব তথায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১৯ ঊনবিংশতি তথা বিংশতি ধারার হুকুমমতে কার্য্য না হইয়া উপরের লিখিত বিধানক্রমে প্রতিমাসে দায়েরসায়েরী আদালত হইবেক। এবং যদি কখন দায়েরসায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী পীড়াপ্রযুক্ত অথবা অন্য কোন কারণে হাজির থাকিতে না পারেন্ তবে তৎকালে তাঁহার বদলে সেই শহরের কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী জিলার দেওয়ানী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীতে তথাকার প্রতিমাসিয়া কিম্বা তিন২ মাসিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যেমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৮ অষ্টম ধারানুসারে ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণের কালে আবশ্যক হইলে করিতে হয় সেইমতে করিবেন ইতি।

ইং ১৭৯৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার আশয় ব্যক্তের কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী হাজির না থাকিতে পারিলে যেমত কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬ ধারা।

ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভের কালে মোহরম কিম্বা দুর্গোৎসব উপস্থিত হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি ছয়২ মাসিয়া কিম্বা তিন২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভের কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে মোহরমের কিম্বা দুর্গোৎসবের সময়াগত হইয়া আদালত বন্দ হয় তবে তৎকালে সেই আইনের ৪ চতুর্থ ধারার অনুক্রমে কার্য্য করিতে হইবেক। এবং জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের সপ্তম আইনের যে ৯ নবম ধারার অনুসারে রবিবারে দায়েরসায়েরী আদালতের

রবিবারে দায়েরসায়ে

রী আদালত না হইবার কথা।

দালতের বৈঠক করিতে তথাকার জজসাহেবদিগকে নিষেধ আছে এ আইনমতেও সেই নিষেধ বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এলাকা আজীমাবাদের ছয়২ মাসিয়া ভুমণ যে জিলার পর যথায় হইবেক তাহার বিলি হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে এলাকা আজীমাবাদের ছয়২ মাসিয়া ভুমণারম্ভের নির্দ্ধারিত কালের ফেরফার হইল অতএব তথাকার জিলাসকলের ভুমণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত বিলিপূর্ব্বক না হইয়া নীচের উল্লিখিত বিলিক্রমে হইবেক। প্রথমে জিলা রামগড়ে। দ্বিতীয়ে জিলা বেহারে। তৃতীয়ে জিলা তীরহুতে। চতুর্থে জিলা সারণে। পঞ্চমে জিলা শাহাবাদে ইতি।

এলাকা কলিকাতার ছয়২ মাসিয়া ভুমণ যে জিলার পর যথায় হইবেক তাহার বিলি হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এলাকা কলিকাতার ছয়২ মাসিয়া ভুমণ উপরের উক্ত আইনের লিখিত বিলিপূর্ব্বক না হইয়া নীচের উল্লিখিত বিলিক্রমে হইবেক প্রথমে জিলা বীরভূমে। দ্বিতীয়ে জিলা বর্দ্ধমানে। তৃতীয়ে জিলা মেদিনীপুরে। চতুর্থে জিলা যশোহরে। পঞ্চমে জিলা নদীয়ায়। ষষ্ঠে জিলা হুগলীতে ইতি।

৮ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ভুমণারম্ভের নির্দ্ধারিত জিলা বিলির এবং মাস নির্দ্ধারিত ভুমণের ফেরফার করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে দায়েরসায়েরী আদালতের কৈফিয়ৎ বুঝিয়া সে আইনের নির্দ্ধারিত জিলা বিলিক্রমে ভুমণ হইবার ফেরফারকরণ আবশ্যক ও উচিত হইলে তাহা করেন্। এবং এ আইনের অনুরূপেও সে সাহেবদিগের শক্তি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে আছে যে যৎকালে যে এলাকার জিলা কিম্বা শহরসকলের এ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রতিমাসিয়া কিম্বা তিন২ মাসিয়া অথবা ছয়২ মাসিয়া ভুমণের সময়ের ফেরফার করা আবশ্যক ও বিহিত বুঝেন্ তৎকালেই তাহা করিতে পারেন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের জিলাসকলের ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাগণের হুকুমলঙ্ঘন না হইতে পারিবার এবং অপরাধের অপবাদহেতুক কিম্বা অন্য কোন কারণে কাহার নামে কিছু হুকুম হইলে যদি সে পলায় অথবা সেই হুকুমলঙ্ঘন করে তবে তাহাকে হাজির করাইবার। আর চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতিহওনের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবার এবং এমত সকল মোকদ্দমার দায়ে মহালাৎ খাম অর্থাৎ খাসমহলাতের তহসীলদারেরা ঠেকিবার নির্ণয় করিবার আর ধরণানিবারণের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের কোন২ হুকুম পরিষ্কারকরণের এবং জাতি রাজকুমারেরা নিজকন্যা সন্তানকে আহার না দিয়া বধ করিতে না পারিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ৬ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১০ সালের ২৭ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ১১ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ২৭ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ১১ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৮ সালের ২৫ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের হুকুমলঙ্ঘকের শাস্তির নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের লিখিত হুকুম ফৌজদারী আদালতে খাটিত না এবং অপরাধের অপবাদহেতুক কিম্বা অন্য কোন কারণে কাহার নামে কিছু হুকুম হইলে যদি সে পলায় অথবা সেই হুকুমলঙ্ঘন করে তবে তাহাকে হাজির করাইবার অর্থেও কোন বিধান স্থির করা যায় নাই। অতএব মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাগণের ক্ষমতা সর্ব্বদা বলবৎ থাকিবার নিমিত্তে এবং কেহ পলাইলে কিম্বা লুকাইলে অথবা অপর কোনরূপে ঐ সাহেবদিগের ও আমলাগণের হুকুম ব্যর্থ না হইবার অর্থেও ইহার পূর্ব্ববিবরণদৃষ্টে তাহার বিধান স্থির করিবার আবশ্যকতা বুঝা গেল। আর পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের অনুসারে চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতিহওনের দাওয়ার নালিশ হজুরতহসীলী ভূমির তহসীলদারদিগের ও অধিকারিগণের নামে এবং হজুরতহসিলী ভূমির তহসীলদারদিগের ও অধিকারিগণের সেমত দাওয়ার নালিশ মফঃসলী ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের নামে হইয়া সে মোকদ্দমাসকলের বিচার ফৌজদারী আদালতে হইবার ভার থাকিত এইক্ষণে উচিত জানা গেল যে এমত সকল মোকদ্দমার বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার ভার থাকে। আর চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতিহওনের দায়



খাম

গ্রাম মহালাতের তহসীলদারদিগের শিরে থাকনবিষয়ের সন্দেহভঞ্জনার্থে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের কোনং হুকুম পরিষ্কার করিবার জন্যে এবং ধরণা দিতে না পারিবার কারণ এবং জাতি রাজকুমারদিগের নিষ্ঠুরতার এতাবতা নিজ কন্যা সন্তানদিগেরে আহার না দিয়া হত্যা করিবার যে পদ্য অদ্যাবধি এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের কোনং স্থানে আছে তাহার নিবারণকরণের নিমিত্তে বিধান স্থির করা কর্ত্তব্য হইয়া শ্রীযুত গবর্নর্‌জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম এ আইন জারীর তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কিম্বা পোলীসের আমলাসকলের কাহার হুকুম তস্য তাবে কেহ লঙ্ঘন করিলে অথবা করাইলে তাহাকে সেই সাহেব হাজির করাইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা পোলীসের আমলার হুকুম তস্য তাবে কেহ লঙ্ঘন ও সে হুকুমের উপর দুর্দ্ধর্ষ্যতা করে অথবা করায় তবে সে সাহেব তাহার দরখাস্ত শপথপূর্ব্বক লইয়া সে বিষয়ের জওয়াব দিবার কারণ সেই হুকুমলঙ্ঘককে হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সে লোক পলায় কিম্বা লুকায় তবে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে লোক হাজির হইয়া জওয়াব দিবার কারণ এক মাসের কম মিয়াদ না হয় এমত নিয়মে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও হিন্দী ভাষায় লেখাইয়া তাহা নিজ কাছারীর মধ্যে পাঠ করাইয়া ঢেঁড়রা দেওয়াইয়া এক খান সেই কাছারীতে সকলের দৃষ্টিপাতের স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়ান্ আর এক খান সে লোকের বসতবাটীর সদর দ্বারে অথবা অন্য যে স্থানে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা থাকে সেই স্থানের সম্মুখে লটকাইয়া দেওয়ান্। তাহাতেও যদি সেই ইশ্‌তিহারনামার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে দুর্দ্ধর্ষ্য ধরা না পড়ে কিম্বা হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া জওয়াব দেয় তবে যে জওয়াব দেয় তাহার প্রমাণদ্বারা তস্য ত্রুটি বোধ হইলে পর সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেব নীচের লিখিত দাঁড়ায় তস্য সম্বন্ধে হুকুম দিবেন।

দুর্দ্ধর্ষ্যতা জমীদারপ্রভৃতি সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির অধিকারিতে করিলে তাহার সেই অধিকারভূমি জব্দ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।--যে জিলায় দুর্দ্ধর্ষ্যতা হইয়া থাকে সেই জিলার মোতালক মালগুজার জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা আয়মাদার কিম্বা আলতমগাদারইত্যাদি কোন প্রকার সকর অথবা নিষ্কর ভূমির অধিকারী যদি সেই দুর্দ্ধর্ষ্য ব্যক্তি হয় ও তাহার উপর এ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের বিধান না খাটে তবে সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সেই অধিকারভূমিকে সরকারী জব্দের তলে রাখিয়া সে মহাল ক্রোকের কারণ আপন এলাকার মোহরে ও নিজ দস্তখতে পরওয়ানা সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নামে লিখিয়া পাঠান্। কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই পরওয়ানা পাইয়া সেই ভূমি ক্রোক্ রাখেন্ এবং যাবৎ তাহার নামে দ্বিতীয় হুকুম নীচের লিখনানুসারে সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানহইতে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে না যায় তাবৎ সেই ক্রোক ছাড়ান না দেন্।



৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে জিলায় দুর্দ্ধর্ষ্যতা হইয়া থাকে সেই জিলার মোতালক হুজুরী মালগুজার ইজারদার যদি সেই দুর্দ্ধর্ষ্য ব্যক্তি হয় ও তাহার উপর এ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের বিধান না খাটে তবে সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সেই ইজারার ভূমি সরকারী বাজেয়াপ্তের তলে রাখিয়া সে মহাল ক্রোকের কারণ আপন মোহর ও দস্তখতে পরওয়ানা সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নামে লিখিয়া পাঠান। কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই পরওয়ানা পাইয়া সে ভূমিকে ক্রোক্ রাখেন।

দুর্দ্ধর্ষ্যতা হুজুরী মালগুজার ইজারদারে করিলে তাহার সেই ইজারার ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি দুর্দ্ধর্ষ্য ব্যক্তি উপরের প্রকরণসকলের লিখনানুসারে সদর মালগুজার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দুর্দ্ধর্ষ্যতার ভাব এবং দুর্দ্ধর্ষ্যের অপরাধ ও সম্ভাবনা বুঝিয়া যত দণ্ডকরণ উচিত হয় তাহা সরকারের নিমিত্তে নির্ণয় করিয়া সেই দণ্ড উসুলের নিমিত্তে যে রূপে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব নগদী ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্যে তন্নিদর্শনী আইনমতে ক্রোক্ করিয়া থাকেন্ তৎক্ষণাৎ তাহার তদুপযুক্ত সম্পত্তি সেই রূপে ক্রোক্ করেন্। আর যদি সেই নির্দ্ধারিত দণ্ডের টাকা কুলানের উপযুক্ত সম্পত্তি সেই দুর্দ্ধর্ষ্যের না থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে সেই দণ্ডের টাকার বদলে তাহাকে কয়েদ রাখেন্ অথবা শারীরিক শাস্তি যাহা দিতে হয় দেন্।

দুর্দ্ধর্ষ্য সদর মালগুজার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার না হইলে তাহার দণ্ড নগদ টাকা হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ। যদি কেহ কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা পোলীসের আমলার হুকুম এরূপে লঙ্ঘন করে কিম্বা করায় যে সেরূপে তাহার অপরাধ গুরুতর না হইয়ে ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনায় ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ অষ্টম ধারার আনুসারিক লঘু অপরাধের সম্পর্কীয় যে শাস্তি নিজে দিতে পারেন্ তাহা দিলেই যথেষ্ট হয় তবে আবশ্যক নাই যে এ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অনুসারে সে বিষয়ের তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের জ্ঞাপনার্থে পাঠাইয়া দেন্ বরং এমত বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে বিনাজিজ্ঞাসায় নিজ হুকুম চালান্। কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে এমত যে হুকুম আছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনার যোগ্য হইবেক এবং তাহা অসঙ্গত হইয়া থাকিলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা রদ করিতে পারিবেন সেই হুকুমমতে চলনার্থে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের যাঁহার নিকটে ভ্রমণকালে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আসল রোয়দাদ দাখিল হইয়া থাকে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর নালিশী দরখাস্ত কেহ দ্বিতীয় ভ্রমণকালে দাখিল করে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তজবীজী রোয়দাদ সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করেন্ এবং তাহার দেওয়া বুঝিয়া যদি সে সমাচার নিজামৎ আদালতের সাহেব দিগের

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা পোলীসের আমলার হুকুম লঙ্ঘনকরণে কাহার লঘু অপরাধ হইলে তাহার শাস্তি ইং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারাক্রমে দিতে পারিবার কথা।

দিগের গোচরকরণ উচিত জানেন্ তবে উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে তাহার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন অথবা সে সমাচার নিজামৎ আদালতে পাঠান আবশ্যক না জানিলে সেই দরখাস্তের পৃষ্ঠে জওয়াব লিখিয়া ফরিয়াদীকে দিবেন্।

মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুকুম না পাইবাতক নিজকৃত নিষ্পত্তি চূড়ান্তজ্ঞান না করিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কিন্তু মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত নিষ্পত্তির রোয়দাদছাড়া আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের সমস্ত রোয়দাদের নকল রাখিয়া আসল রোয়দাদ শীঘ্র দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করিয়া নীচের ধারার লিখনানুসারে সে সাহেবদিগের হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন্ এবং যাবৎ সে হুকুম না পান্ তাবৎ নিজকৃত নিষ্পত্তিকে চূড়ান্ত বোধ না করেন ইতি।

৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অপরাধির অধিকারাদি ভূমি জব্দের কিম্বা বাজেয়াপ্তের বদলে অপর দণ্ড করিতে পারিবার কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা উপরের লিখনানুসারিক রোয়দাদ পাইলে পর তাহার বেওরা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা প্রমাণ বুঝিলে তদর্থে যে হুকুম দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিবেন ও যদি সে সাহেবদিগের বিবেচনায় আইসে যে সে দুর্ধর্ষের অধিকারভূমি জব্দ কিম্বা ইজারা বাজেয়াপ্ত করিলে তৎকৃতাপরাধাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি হয় তবে তাঁহারদিগের সাধ্য আছে যে সেই ভূমি জব্দআদির বদলে অপর যে দণ্ডকরণ সম্ভব বুঝেন্ তাহাই নির্ণয় করেন্। এবং সে দণ্ড উসুল হইলে পর তাহার ক্রোকী ভূমি ছাড়াইয়া দেন্। ইহাতে দণ্ড করিবার কিম্বা কয়েদ রাখিবার অথবা শারীরিক শাস্তি দিবার অর্থে যে হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যদি মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কাহার দেওয়া অধিকারভূমি জব্দের কিম্বা ইজারা বাজেয়াপ্তের হুকুমমঞ্জুর করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমজারীর পূর্ব্বে আপনারদিগের সেই বিষয়ের রোয়দাদ ও মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের চালানী রোয়দাদ ইঙ্গরেজী ভাষার তরজমাসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন তদ্দৃষ্টে ঐ হুজুর কৌন্সেলে সে ভূমি জব্দ কিম্বা বাজেয়াপ্ত অথবা তাহার বদলে অপর যে দণ্ড করিতে হয় তাহারি হুকুম দিবেন। তাহাতে ঐ হুজুরী হুকুম সে ভূমি জব্দের কিম্বা ইজারা বাজেয়াপ্তের নিমিত্তে হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা করিবার অর্থে যথোচিত হুকুম বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নামে পাঠাইবেন। আর যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা ঐ হুজুর কৌন্সেলে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের দেওয়া ভূমি জব্দের কিম্বা ইজারা বাজেয়াপ্তের হুকুম না মঞ্জুর হইয়া তাহার বদলে অপর দণ্ডের হুকুম হয় তবে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব সে হুকুম পাইলে পর সেই ক্রোকী ছাড়িয়া দিবার ও তাহার ক্রোকীকালের জমাখরচ এতাবতা নিকাশ সেই দুর্ধর্ষাপরাধিকে বুঝাইবার কারণ কালেক্টরসাহেবকে সমাচার দিবেন ইতি।



৪ ধারা

## ৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি দুর্দ্ধর্ষ্যতাপরাধের অপরাদগ্রস্ত কেহ পলায় কিম্বা লুকায় ও তাহার উপর মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা পোলীসের আমলার হুকুম জারী হইতে না পারে তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে লোক হাজির হইয়া জওয়াব দিবার কারণ এক মাসের কম মিয়াদ না হয় এমত নিয়মে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও হিন্দী ভাষায় লেখাইয়া তাহা নিজ কাছারীর মধ্যে পাঠ করাইয়া ঢেঁড়রা পিটাইয়া একখান সেই কাছারীতে সকলের দৃষ্টিপাতের স্থানে টাঙ্গাইয়া আর একখান সে লোকের বসতবাটীর সদর দ্বারে অথবা অন্য যে স্থানে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা থাকে সেই স্থানের সম্মুখে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্। তাহাতেও যদি সেই দুর্দ্ধর্ষ্যাপরাধী সেই ইশ্‌তিহারনামার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের উচিত যে সে বার্ত্তা নাজিরের দ্বারা পাইলে পর সে অপরাধির ভূম্যাদি স্থাবর কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি যাহা তাঁহার মোতালক জিলায় থাকে তাহা ক্রোক্ করিবার অর্থে উপরের ধারার লিখনানুসারে হুকুম দেন্।

দুর্দ্ধর্ষ্যাপরাধী পলাইলে কিম্বা লুকাইলে তাহাকে হাজির করাইবার কারণ মাজিষ্ট্রেটসাহেব ইশ্‌তিহারনামা ঢেঁড়রা পিটাইয়া লট্‌কাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি দুর্দ্ধর্ষ্যাপরাধী হজুরী মালগুজার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন এলাকার মোহর ও নিজ দস্তখতে দ্বিতীয় হুকুম না পাঠাইবাপর্য্যন্ত সেই অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি ক্রোক্ রাখিবার কারণ পরওয়ানা সেই জিলার কালেকটরসাহেবের নামে লিখিয়া পাঠান। আর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই হুকুমনামামতে কার্য্য করেন এবং এ আইনের অনুসারে সে ভূমিক্রোকের ভার তাঁহার প্রতি হইলে সে সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে লিখিয়া তাঁহারদিগের হুকুমমতে সে ভূমির সরবরাহ লন্। তদনন্তর যে সময়ে সেই অপরাধী হাজির হইবেক সেই সময়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেব ক্রোকী ভূমি ছাড়িয়া দিবার অর্থে এবং তাহার ক্রোকী কালের নিকাশ সেই অপরাধিকে বুঝাইবার নিমিত্তে হুকুম লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবেন।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব ভূমিক্রোকের অর্থে হুকুমনামা কালেকটরসাহেবের নামে লিখিয়া পাঠাইবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি দুর্দ্ধর্ষ্যাপরাধী হজুরী মালগুজার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার না হইয়া মফঃসলী তালুকদার কিম্বা প্রজা অথবা প্রকারান্তর ভূমির এলাকাদার এমত হয় যে তাহার ভূমি ক্রোকের যোগ্য হইতে পারে তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন এলাকার মোহর ও নিজ দস্তখতে পরওয়ানা সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নামে সে ভূমি ক্রোক্ করিবার কারণ এবং যাবৎ ক্রোকে থাকিবেক তাবৎ সে ভূমির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে এবং তাহার উৎপন্ন হইতে রাজস্বের সরবরাহ সে ভূমির ব্যাপক জমীদার কিম্বা অন্য যে কেহ স্বত্ববান্ হয় তাহার স্থানে দিবার জন্যে এবং তদ্ভিন্ন আবশ্যক খরচ যোগাইবার অর্থে লিখিয়া পাঠান্। এবং সে অপরাধী হাজির হইলে পর সে ভূমির ক্রোক ছাড়ানের কারণ ও তাহার ক্রোকী কালের নিকাশ সে লোককে বুঝাইবার জন্যে হুকুম দেন্।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব মফঃসলী তালুকদারপ্রভৃতির ভূমিক্রোকআদি করিবার মতের কথা।



৪ চতুর্থ

অপরাধী হাজির হইলে তাহার ভূমি খালাস ও নিকাশ দিবার কারণ মাজিষ্ট্রেটসাহেব কালেক্টরসাহেবকে পরওয়ানা লিখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন ভূমি উপরের প্রকরণসকলের অনুসারে ক্রোক হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে অপরাধী হাজির হইলে পর তৎক্ষণাৎ সে ভূমির ক্রোক ছাড়িবার কারণ এবং তাহার ক্রোকী কালের নিকাশ সে লোককে বুঝাইবার জন্যে হুকুমনামা কালেক্টরসাহেবের নামে লিখিয়া পাঠান্।

অপরাধির ভূমিক্রোক হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে সে হাজির না হইলে তাহার হকীকৎ হজুর কৌন্সেলে চালান হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি অপরাধী তাহার ভূমি ক্রোক হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে হাজির না হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাহার হকীকৎ লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন তাহাতে ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে যে হুকুম দেওয়া উচিত হয় তাহাই দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা হুকুমলঙ্ঘনের অপবাদগ্রস্তকে সে মোকদ্দমার বিচার না হইবাপর্য্যন্ত জামিনভরে রাখিতে পারিবার কথা।

এ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে নিষেধ নাই যে তাঁহারদিগের কাহার কিম্বা পোলীসের কোন আমলার দস্তক কিম্বা অন্য হুকুমনামার হুকুমলঙ্ঘনের অপবাদগ্রস্ত কেহ যদি সেই অপরাধব্যতীত অন্য যে কোন ত্রুটিতে গুরুতরাপরাধ জন্মে তাহা না করিয়া থাকে তবে সে অপরাধের নালিশ পঁহুছিলে পর তাহার বিচার না হইবাপর্য্যন্ত কিম্বা সে বিষয়ের নিষ্পত্তি তাঁহার নিকটে হইয়া সে মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে সঁপা গেলে পর তথায় বিচার না হইবাপর্য্যন্ত তাহাকে জামিনভরে রাখা উচিত জানিলে তাহার স্থানে জামিন না লন্। বরং মাজিষ্ট্রেটসাহেবপ্রভৃতির হুকুমলঙ্ঘনের অপরাধ যদি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে জামিন লইবার যোগ্যাপরাধের সঙ্গে গণ্য না হয় তবে তৎসঙ্গে গণনা না হয়। এ আইনের অনুসারে তাহার প্রতিফলার্থে তস্য সম্পত্তি জব্দ কিম্বা অপর দণ্ড করিবার অথবা দণ্ডের টাকা না মিলিলে তাহাকে কয়েদকরণের কিম্বা শারীরিক শাস্তি দিবার নির্ণয় হইয়াছে অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে যদি কেহ এ আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের অনুসারে হুকুমলঙ্ঘনের অপবাদগ্রস্ত হইয়া ধরা পড়ে ও যেমতাপরাধে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে কিম্বা এ আইনের সপ্তম ধারার অনুক্রমে জামিন লইতে নিষেধ আছে সেমতাপরাধ তাহাহইতে না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা সে মোকদ্দমার ফরিয়াদীর তদপরাধিকে সে মোকদ্দমার বিচার না হইবাপর্য্যন্ত জামিনভরে রাখিবার অর্থে বিশ্বাস জন্মিলে তাহার স্থানে জামিন লইতে পারিবেন ইতি।

৬ ধারা।

চুরী ও ডাকাইতীতে হওয়া ক্ষতির দায়ের সকল মোকদ্দমার নালিশ হজুরী ও মফঃসলী মালগুজার তহসীলদারদি

১ প্রথম প্রকরণ।—চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতিহওয়ার সকল মোকদ্দমার নালিশ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ তৃতীয় তথা ২৬ ষড়বিংশতি ধারার অনুসারে আদৌ হজুরী মালগুজার তহসীলদারদিগের ও ভূম্যধিকারিগণের ও



ইজার

ইজারদারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং তথায় সে মোকদ্দমার ডিক্রী তাহারদিগের উপর হইলে পর তাহারা সে ক্ষতির দায়ের নালিশ ঐ আইনের অনুসারে আপনারদিগের পেটার মালগুজার তহসীলদারদিগের ও ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের নামে করিতে পারিবেক। এবং দেওয়ানী আদালতের মোতালক অন্য২ দায়ের মোকদ্দমার সম্পর্কীয় যে হুকুম বহালী আইনসকলের অনুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে সে হুকুম সমস্তই উপরের উক্ত দায়ের মোকদ্দমায় খাটিবেক।

গের ও ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ২৭ ধারার নির্দ্ধারণক্রমে খাম মহালাতের তহসীলদারেরা ঐ ৩৫ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে চুরী ও ডাকাইতীতে হওয়া ক্ষতির দায়ের দায়ী হয় কি না এই সন্দেহভঞ্জনার্থে এ প্রকরণানুসারে হুকুম আছে যে খাম মহালাতের তহসীলদারেরা ঐ ৩৫ আইনের ২৭ ধারার মতে সে দায়ের দায়ী হইবেক ইতি।

খাম মহালাতের তহসীলদারেরা চুরী ও ডাকাইতীর ক্ষতির দায়ের দায়ী হইবার কথা।

৭ ধারা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিতাপরাধিগণছাড়া যে অপরাধিগণকে জামিনভরে রাখিতে নিষেধ আছে তাহারদিগের স্থানে এবং কোন বাটীতে কিম্বা গ্রামে অথবা কসবায় অগ্নি দিবার অপবাদগ্রস্তগণের স্থানেও জামিন লওয়া যাইবেক না ইতি।

ইং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারার উক্তাপরাধিগণছাড়া অন্যাপরাধিগণকে জামিনভরে রাখিতে নিষেধের কথা।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের যে ক্ষমতা ডাকাইতধরণিয়াদিগেরে পুরস্কার দিবার বিষয়ে আছে সেই ক্ষমতা যাহারা অন্য২ প্রকারে চুরী করে কিম্বা দিবসে কি রাত্রেই বা কোন বাটীতে কিম্বা গ্রামে অথবা কসবায় চড়াও করে কিম্বা চড়াও করিয়া লুটে অথবা ঐ সকল স্থানে অগ্নি দেয় কিম্বা ঐ সকল কর্ম্মকরণের চেষ্টা পায় তাহারদিগের ধর্ষক লোকদিগেরে পুরস্কার দিবার অর্থে থাকিবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে ক্ষমতা ডাকাইতধরণিয়াদিগেরে পুরস্কার দিবার বিষয়ে আছে সেই ক্ষমতা অন্য চৌরাদি দুষ্টগণের ধর্ষণিয়াদিগেরে পুরস্কার দিবার অর্থে থাকিবার কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এ আইন পাইলে পর কর্ত্তব্য যে কেহ ধরণা দিতে না পারিবার কারণ এবং সে বিষয়ের ঘোষণা দিলে পর কেহ ঐ কর্ম্মে আসক্ত হইলে তাহার শাস্তি নীচের লিখনানুসারে হইবার সমাচার সমস্ত লোককে জানাইবার অর্থে সেই মর্ম্মযুতে ইশ্তিহারনামা প্রস্তুত করিয়া নিজ কাছারীতে ঘোষণা দিয়া তাহা আপনারদিগের তাবে সকল দারোগার নিকটে পাঠান্ এবং

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ধরণা না হইবার নিদর্শনে ইশ্তিহারনামা লিখিয়া ঘোষণা দেওয়াইবার ও তাহাসমেত এত্তেলানামা দফ্তরে রাখিবার কথা।

এবং সে সঙ্গে এমত পাঠের হুকুমনামা দেন্ যে সেই ইশ্‌তিহারনামা তাহারদিগের পোলীসের থানাজাতের কাছারীসকলে ঢেঁড়রা পিটাইয়া ঘোষণা দিয়া সে ঘোষণা যেমতে হইল তাহার বিবরণযুক্ত এত্তেলানামাসুদ্ধা সেই হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠায়। ও তাহা ফিরিয়া পাইলে ফৌজদারী দপ্তরে রাখেন্। এবং যে কালে ধরণার মোকদ্দমার বিচার এ আইনের অনুসারে হয় সেই কালে সেই ইশ্‌তিহারনামার নকল এবং যে দারোগার এলাকায় সেই ধরণা ঘটিতাপরাধ জন্মিয়া থাকে সেই দারোগার পাঠান এত্তেলানামার নকল আপন দস্তখতে সটীক করিয়া সে মোকদ্দমার বিচারকারক দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে দাখিল করেন্।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ব্রাহ্মণাদি ধরণাদায়কদিগেরে ধরিবার এবং সে অপরাধের বিচারাদি করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ব্রাহ্মণাদি কোন ব্যক্তির ধরণা দিবার নালিশী আরজী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কাহার নিকটে পঁহুছে তবে সেই ফরিয়াদীর শপথপূর্ব্বক সে আরজী নিষ্কর্ষ করিয়া লইয়া সেই সাহেব এক দস্তক সেই নালিশের বিবরণযুতে লেখাইয়া আপন এলাকার মোহর ও নিজ দস্তখতে সটীক করিয়া সেই ধরণাদায়কাপরাধিকে ধরিবার কারণ পাঠাইবেন তাহাতে যদি সে ব্যক্তি ধরা পড়িয়া সে সাহেবের নিকটে আইসে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে নালিশের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং সে মোকদ্দমার বেওরা সেই অপরাধি আসামীর ও ফরিয়াদীর ও তদ্বৃত্তান্তজ্ঞাত সাক্ষিগণের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া সে সাক্ষিগণের জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক করাইয়া লন। এবং এমতে নিষ্কর্ষ করণাধীন যদি সে সাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সে আসামী সে অপরাধ নিজে কিম্বা অন্যের সহকারিতাক্রমেও করে নাই কেবল ঢেঁসামাত্র তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিবার হেতু লিখিয়া তাহা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার অনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে জ্ঞাপনার্থে দাখিল করিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সে অপরাধী সেই অপরাধ নিজে কিম্বা অন্যের সহকারিতাক্রমে নিষ্কর্ষ করিয়াছে তবে তৎকালে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সাধ্য আছে যে সে আসামীকে তাহার অপরাধের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে বিচার হইবার কালপর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা জামিনতরে রাখেন্। এবং উচিত যে সেই ফরিয়াদীর ও সাক্ষিগণের স্থানেও উপরের উক্ত আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে তাহারা সে মোকদ্দমার বিচার ঐ আদালতে হইবার কালে সাক্ষাৎ থাকিবার ও সাক্ষ্য দিবার জন্যে জামিন লন্ ইতি।

## ১০ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের লিখিত যে দাঁড়া অন্যং অপরাধের

১ প্রথম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ধরণার মোকদ্দমা বিচারের কারণ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে যে দাঁড়ায় অন্যাপরাধের মোকদ্দমাসকল বিচারার্থে অর্পণ করিবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের



৭ সপ্তম

৭ সপ্তম তথা ৮ অষ্টম আইনে নির্ণীত আছে সেই দাঁড়ায় নীচের লিখিত কএক বিশেষ মর্ম্মের ফেরফারক্রমে অর্পণ করেন্। সেই আদালতের সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার সেই নির্ণীত দাঁড়ায় করিবেন। তাহাতে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব বুঝেন্ যে যথাকার থানায় কিম্বা মহল্লায় সে অপরাধ জন্মিয়াছে তথায় সে ইশ্‌তিহারনামার ঘোষণা হইয়াছিল তবে সেই ফরিয়াদীর স্থানে তাহার নালিশের প্রমাণ শুনিয়া ও লইয়া পরে সেই প্রামাণ্য কাগজপত্র আপনার নিত্য স্থানে এতাবতা সদর মোকামে পাঠাইবেন সে মোকামের প্রত্যক্ষ জজসাহেবেরা সে কাগজপত্র পাইলে পর তাহা সেই এলাকার মফঃসল কোর্ট আপীলের পণ্ডিত জনেক কিম্বা অনেকের স্থানে দর্শাইবেন তাঁহারা তদ্দৃষ্টে ব্যবস্থা এতদনুসারে দিবেন যে উপরের লিখিত প্রমাণক্রমে সেই ধরণাঘটিতাপরাধ শাস্ত্রসিদ্ধ বটে কি না। তাহাতে যদি শাস্ত্রানুসারে সেই ধরণাঘটিতাপরাধ সিদ্ধ হয় তবে সেই প্রত্যক্ষ জজসাহেবেরা সে অপরাধির প্রাপ্তব্য যে বস্তুর কারণ ধরণা দিয়াছিল সেই বস্তুহইতে তাহার স্বত্ব লোপ হইবার নিদর্শনে হুকুম দিবেন। এবং তাহার সম্ভাবনা বুঝিয়া সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যায় দণ্ড সরকারে লইবার অর্থেও হুকুম করিবেন। আর যদি ধরণা দিবার কালে বিরুদ্ধাচরণ হইয়া থাকে তবে এক বৎসরের অধিক না হয় এমত নিয়মে সেই অপরাধী তথাকার দেওয়ানী আদালতের জেহেলখানায় কয়েদ থাকিবে। এবং সে কয়েদের হুকুম জারী করিতে সে জজসাহেবেরা স্থানান্তরহইতে হুকুম লইবার অপেক্ষা করিবেন না। এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব সে হুকুম জারী করিতেও বিলম্বকারক হইবেন না।

মোকদ্দমার বিচারার্থে আছে সেই দাঁড়ায় ধরণার মোকদ্দমার বিচার হইবার এবং তাহার কাগজপত্র সদর মোকামে চালান হইবার ও তাহা মফঃসল কোর্ট আপীলের পণ্ডিতগণকে দর্শাইবার এবং ধরণা দায়কের স্বত্বলোপ ও দণ্ডের সংখ্যা ও কয়েদের কালনির্ণয়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে পণ্ডিতের দেওয়া ব্যবস্থায় যদি এমত লেখা থাকে যে সাক্ষিগণের সাক্ষ্যক্রমে এ ক্রিয়াতে ধরণা সিদ্ধ হয় না ও তাহাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা সাক্ষিগণের সাক্ষ্য এবং সচরাচর ব্যবহারক্রমে ধরণা ঠাহরেন্ তবে তাহাতে শাস্ত্রীয় বচনানুসারে ধরণাহইতে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইলেও সে সাহেবেরা সেই অপরাধির স্থানে মুচলকা লইবেন যে পশ্চাৎ কখন কাহার উপর ধরণা না দেয় এবং কোন প্রকারে ধরণার ক্রিয়া না করে। যদি পুনরায় ধরণা দেয় ও সে নালিশী মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে পঁহুছে তবে তথাকার প্রত্যক্ষ সাহেবদিগের জনেকে কিম্বা অনেকে সে অপরাধির বৈঠক ধরণার ন্যায় বিবেচনা করিলে ধরণা দিবার অপরাধের যে শাস্তি উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে নির্ণীত আছে সেই শাস্তি সেই পুনঃকৃতাপরাধে তাহাকে দেওয়া যাইবেক এবং সেহেতুক তাহার প্রাপ্তব্য বস্তুতেও স্বত্বলোপ হইবেক।

শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ ধরণা সিদ্ধ না হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে বিধান করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মফঃসল কোর্টআপীলের পণ্ডিতের এ আইনের অনুসারে ব্যবস্থা দিতে এমত বিবেচনা কর্ত্তব্য যে প্রমাণদৃষ্টে ধরণা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় কি না। বরং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমে কাহার দ্বার চাপিয়া বসিবার পদ্যছাড়া অন্য

মফঃসল কোর্ট আপীলের পণ্ডিতগণ ধরণার অপরাধে ব্যবস্থা যেমত

বিবেচনায় দিবেন ও তাহাতে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

যে প্রকারের বৈঠককে লোকে ধরণা কহে সেই প্রকারের বৈঠক যদি সিদ্ধ হয় ও সে বৈঠককে শাস্ত্রানুসারে কিম্বা ব্যবহারমতে অথবা চলন কিম্বা আচরণক্রমে অথবা মতান্তরে ধরণা বলে ও সেই বৈঠক সঙ্গত কিম্বা অসঙ্গত যেরূপের পাওনার নিমিত্তে হইয়া থাকে তাহাতেই এ আইনের ৯ নবম তথা ১০ দশম ধারার যে মর্ম্ম স্থাপিত এমত ক্রিয়াঘটিতাপরাধে অপরাধিগণের শাস্তি হইবার অর্থে নির্ণীত আছে তদনুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

## ১১ ধারা।

জাতি রাজকুমারেরা আহার না দিয়া নিজ কন্যা সন্তানকে হত্যা করিবার পদ্যের নিবারণার্থে ইশ্‌তিহার দিবার ও তাহার মোকদ্দমার বিচারাদি করিবার মতের কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা এ আইন পাইলে পর কর্ত্তব্য যে জাতি রাজকুমারদিগের নিষ্ঠুরাচার এতাবতা নিজ কন্যা সন্তানকে আহার না দিয়া হত্যা করিবার পদ্যের নিবারণের সমাচার জানাইবার নিদর্শনে ইশ্‌তিহারনামা এই মতে যে এই ইশ্‌তিহারনামা ঘোষণা পাইলে পর যদি কেহ নিজ কন্যা সন্তানকে আহার না দিয়া হত্যা করে কিম্বা সেরূপে হত্যাকরণের চেষ্টা পায় তবে তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের অনুক্রমে অন্য মতের নিহন্তাদিগের অপরাধের মোকদ্দমার অনুসারে হইবার যোগ্য হইবেক লিখিয়া ঘোষণা দেওয়াইবেন। আর এইক্ষণে নির্ণয় হইল যে উপরের উক্ত ইশ্‌তিহারনামা ঘোষণা পাইলে পর যদি রাজকুমার জাতির কেহ নিজ কন্যা সন্তানকে এ আইনের হেতুবাদের লিখনানুসারে অন্নজলাদি আহার না দিয়া হত্যা করে তবে তথাকার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের উচিত যে এমত তত্ত্ব পাইলে তাহার নালিশী আরজী শপথ করাইয়া কিম্বা অন্য যে মতে নিষ্কর্ষ বোধ হয় সেই মতে লইয়া সেই রাজকুমারকে ধরিয়া তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার অনুসারে করেন। এবং তাহাতে যদি সে সাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সে অপরাধিহইতে সেই অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে কিম্বা সে ব্যক্তি সে অপরাধকরণের বিষয়ে সন্দিগ্ধ তবে তাহার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে হইবার কারণ তাহাকে কয়েদ রাখিবেন এবং সে মোকদ্দমার আসল ফরিয়াদী ও আসামী ও সাক্ষিগণকে সে আদালতে হাজির করাইবার অর্থে যে বিধি এ আইনের উপরের ধারায় লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। এবং সে অপরাধির মোকদ্দমার বিচার ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের মতে প্রকারান্তরের নিহন্তাদিগের মোকদ্দার বিচার হইবার গতিকে হইবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

জিলা কটকের ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মসম্পন্নের বিষয়ী আইন শ্রীযুত গ-জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ২২ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ৮ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ২২ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ৮ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ২২ মোহর্‌রমে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুক্ত মহারাজ রাঘবজয় ভোসলা আপন রাজত্বাধিকার সুবে কটকসমেত বালেশ্বর ও তাহার মোতালক মহালাত রাজরাজাধিপ শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে অর্পণ করিয়াছেন অতএব তথাকার প্রজাবর্গের রক্ষণার্থে আবশ্যক যে ঐ সুবায় ফৌজদারী আদালতের বিধান স্থির করা যায়। এবং ঐ সুবার ফৌজদারী আদালতের কর্ম্ম পূর্ব্বাবধি শরার মতে চলিয়া থাকে এই ক্ষণেও সেই মতে চলে কিন্তু সে মতের ফেরফার সেইরূপে করা উচিত হয় যেরূপে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত পূর্ব্বে ঐ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হস্তগত হইয়াছে তথায় চলিবার নিমিত্তে করা গিয়াছে। অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে প্রজাবর্গের কল্যাণার্থে ফৌজদারী আদালত জারীর জন্যে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম এ আইন জারীর তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

সুবে কটক এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতভুক্ত এবং জিলা কটকনামে খ্যাত এবং উত্তর ও দক্ষিণ দুই গির্দ হইবার ও তাহাতে বৎসরে দুই দওর হওনের এবং সে দওরের সময় ও কাছারীর স্থান নির্ণয়ের কথা।

সুবে কটক তাহার মোতালক মহালাতসমেত এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের শামিলে আসিবেক এবং ঐ সুবা জিলা কটকনামে খ্যাত হইবেক এবং সেই জিলা দুই ভাগ হইয়া এক ভাগের নাম উত্তর গির্দ দ্বিতীয় ভাগের নাম দক্ষিণ গির্দ রহিবেক। এবং তাহাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মধ্যের এক সাহেব প্রতিবৎসর দুই দওর অর্থাৎ আদালতের নিমিত্তে ভ্রমণ ছয়ং মাসান্তর করিবেন। এবং তাঁহার দওরে যাইবার তারিখের ও কাছারীর স্থানের নির্ণয় নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা করিবেন ইতি।

### ৩ ধারা।

যে আইনমতে জিলা

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা জিলা কটকের মোকদ্দমাসকলের বিচার

কটকের মোকদ্দমাসকলের বিচারাদি হইবেক তাহার কথা।

ও নিষ্পত্তি ফৌজদারী আদালতের বিষয়ী যে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা হইয়া সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে এবং উড়িষ্যার যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হস্তগত হইয়াছে তথায় চলিয়াছে সেই চলিত আইনের অনুক্রমে করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

জিলাকটকে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবেরা নিযুক্ত হইবার কথা।

জিলা কটকের একং গির্দে একং মাজিস্ট্রেটসাহেব নিযুক্ত হইবেন এবং যে ক্ষমতা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া ফৌজদারী আদালতের বিষয়ী আইন মতে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হস্তগত হইয়াছে তথাকার জিলাসকলের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগকে অর্পণ হইয়াছে সে ক্ষমতা তাহারদিগরে অর্পণ হইবে ইতি।

৫ ধারা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালাও গয়রহে চলিবার আইন সকল জিলাকটকে চলিবার কথা।

জানিবেন যে ফৌজদারী আদালতের কর্ম্ম সম্পন্নের কারণ এবং মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের নিমিত্তে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা হইয়া সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে এবং উড়িষ্যার যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হস্তগত হইয়াছে তথায় চলিয়াছে ও পশ্চাৎ চলিবেক সে সকল আইন যদি কোন বিশেষ হুকুমমতে রহিত না হইয়া থাকে ও না হয় তবে তাহাই জিলা কটকে চলন হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

জিলা কটকের পোলীসের কর্ম্ম তথাকার মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের জিম্মা হইবার এবং তাঁহারা কমিসনরসাহেবদিগের তাবে রহিবার ও দারোগা নিযুক্ত করিবার মতের কথা।

জিলা কটকের পোলীসের কর্ম্মের ভার তথাকার মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক এবং সে সাহেবেরা সেই জিলার সমস্ত বর্ম্ম সম্পন্নার্থে যে কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহারদিগের ব্যাপ্য হইবেন। এবং সে কমিস্যনরসাহেবেরা সকলে কিম্বা জনেকেও সকল জিলার মাজিস্ট্রেটী কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শক্তি রাখিবেন। এবং মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা দেশের রক্ষণের ও উৎপাতমোচনের নিমিত্তে কমিস্যনর সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে যথায়২ পোলীসের দারোগা নিযুক্ত করিবার আবশ্যক বুঝেন্ তথায়২ নিযুক্ত করিবেন। আর জানিবেন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে এবং উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হস্তগত হইয়াছে তথায় যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইন মতে ছাপা হইয়া চলিয়াছে ও পশ্চাৎ চলিবেক সে সকল চলিত ও চলনীয় আইন যদি সেই ৪১ আইন মতে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনক্রমে রহিত না হইয়া থাকে ও না হয় তবে তাহাই জিলাকটকে চলিবেক। কিন্তু বুঝিবেন যে জিলা কটকের জমীদার ও ইজারদারপ্রভৃতি ভূমির এলাকাদারদিগের শিরে তাহারদিগের জমীদারী

ভূমির এলাকাদারদিগের শিরে ডাকাইতীপ্র

দারী ও ইজারদারীওগয়রহের একরারমতে এবং দেশাচারক্রমে ডাকাইতীর তথা অন্যোৎপাতের যে দায় ছিল তাহার ছাড়ান এ আইনের অনুসারে হইবেক না যদি এ আইনজারীর পূর্ব্বে ইহার ব্যত্যয়ে কোন বিশেষ হুকুম জারী হইয়া থাকে কিম্বা না থাকে তথাচ সে জমীদার ও ইজারদারপ্রভৃতিতে তাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্ব মতে করিবেক এবং সে দায় তাহারদিগের শিরে রহিবেক ইতি।

ভৃতি উৎপাতের দায় থাকিবার কথা।

## ৭ ধারা।

জানিবেন যে জিলা কটকের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কটকের কিলা ও শহর কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের দখলে আসিবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্তোবরের পূর্ব্বে তথায় যে অপরাধ হইয়াছে তাহার বিচার করিতে সাধ্য রাখিবেন না। এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগ্কে তথা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে ঐ তারিখের পর এ আইন জারী না হইবাপর্য্যন্ত যাহাহইতে অপরাধ হইয়া থাকে তাহার প্রতি তৎকালে শরার যে হুকুম চলনীয় ছিল তাহাছাড়া অন্য হুকুম না করেন্। কিন্তু তৎকালে হওয়া কোন অপরাধের শাস্ত্যর্থে যদি সেই চলনীয় হুকুমের অনুসারে বধ কিম্বা অঙ্গচ্ছেদন অথবা সাত বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদ করা অকর্ত্তব্য হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা সে অপরাধ প্রমাণ পূর্ব্বক সেই চলনীয় হুকুমের অনুসারে যথোক্ত শাস্তির হুকুম দিতে কিম্বা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তদপেক্ষা অল্প শাস্তির হুকুম করিতে সাধ্য রাখিবেন। আর যদি সেই চলনীয় হুকুমের অনুক্রমে বধ কিম্বা অঙ্গচ্ছেদন অথবা সাত বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদ করিতে হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহাতে নিজ বিবেচনায় যে আইসে তাহা লিখিয়া সে মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রসমেত নিজামৎ আদালতে চালান করেন্। নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যদি বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার অপরাধির অপরাধ সূক্ষ্ম প্রমাণ হইয়াছে তবে অঙ্গচ্ছেদনের হুকুমের বদলে কেবল মিয়াদী কয়েদের জন্যে কিম্বা কঠিন শ্রমযুত মিয়াদী কয়েদের অর্থে হুকুম দিবেন। আর বধ কিম্বা সাত বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদ হইবার হইলে তাহাই হইবার হুকুম জারী করাইবেন কিম্বা তদপেক্ষা লঘু শাস্তির হুকুম দিবেন। এবং অপরাধিকে অনুগ্রহ করা উচিত জানিলে অপরাধ ক্ষমাকরা কিম্বা খালাসদেওয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই লিখিয়া গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সুগোচরার্থে পাঠাইবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ও দায়েরসায়েরী জজ সাহেবেরা এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যদবধির মোকদ্দমার বিচার করিতে ও যদনুসারে হুকুম দিতে পারিবেন তাহার কথা।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

আদালতসকলের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিট অর্থাৎ সায়েরাতের এলাকাসকলের এদেশীয় বর্ণ আমলাসকল বহাল ও বদল ও তগীর হইবার এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমৎ বর্ত্তমান বাদশাহ তৃতীয় জর্জের আমলী একট পার্লিমেন্টের ৩৩ আইনের ৫২ ধারার অনুসারে নব্য দাঁড়ায় শপথ করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ১৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ২ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ২৫ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ২ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ২৫ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ৯ জমাদীয়ল্ আউওলে জারী হইল।

আদালতসকলের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের সমস্ত বৃহৎ কর্ম্ম সুশৃঙ্খলায় যথার্থরূপে সম্পন্ন হইবার কারণ উচিত যে ঐ এলাকাসকলের নাজিরদিগের নায়েব ও মৃধাসকল ও পিয়াদাগণ ও বরকন্দাজইত্যাদি প্রকার যে চাকরদিগকে তত্তৎ প্রধানেরা আবশ্যক বুঝিয়া নিজ প্রভুত্বে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত ও উত্তাক্ত করিতে পারে এবং তত্তৎকৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরছাড়া ঐ এলাকাসকলের অন্যং আমলাসকল বহাল ও বদল ও তগীর হইবার নিমিত্তে এমত এক বিধান স্থির করা যায় যে তদনুসারে সে আমলাসকল সর্ব্বতোভাবে সুস্থচিত্তে নিজভারের কার্য্য যথার্থরূপে সম্পন্ন করিতে রহে। আর কর্ত্তব্য যে কখন কোন হেতুতে আমলাসকলের কাহার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে যথাসম্ভব নির্ব্বাচনীক্রমে তৎকর্ম্মযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্ত্যন্তরকে সে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। এবং ইহাও আবশ্যক যে নিযুক্ত আমলাসকলের কাহাকেও তদ্য অযোগ্যতা কিম্বা কুক্রিয়া অথবা অন্য কোন ত্রুটি প্রমাণব্যতীত অপদস্থ না করা যায়। কেননা ইহার বিধান এক প্রকার পূর্ব্বে স্থির পড়িয়াছে সেইহেতুক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের শরার ও শাস্ত্রের আমলাসকল নিযুক্ত করিবার নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের মতে কাজীয়লকুজ্জাৎ ও কাজীরা ও মুফ্তীরা ও পণ্ডিতগণ এবং কসবাসকলের ও শহরসকলের ও পরগনাসকলের কাজীরা আর বহালী আইনসকলের অনুসারে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ও মালের এলাকাসকলের এদেশীয় বর্ণ মুজমিলনবীশ সংজ্ঞক দস্তুর মনিবেরা ও পোলীসের প্রধান আমলাসকল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরে নিযুক্ত হয় এবং তাহারদিগের কোন ত্রুটি ঐ হুজুরে প্রমাণ না হইলে পদচ্যুতের যোগ্য হয় না। আর ছোটং মোকদ্দমাসকলের হেতুবাদ।



বিচারকারক

বিচারকারক এদেশীয় বর্গ কমিস্যনরেরা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের অযোগ্যতা কিম্বা অন্য কোন ত্রুটি সে সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণ না হইলে অপদস্থের যোগ্য হয় না। এবং কালেক্টরীর খাজাঞ্চীরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের অযোগ্যতা কিম্বা অন্য কোন ত্রুটি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে সাব্যস্ত না হইলে কর্ম্মচ্যুতার্হ হয় না। কিন্তু বহালী কোন আইনের মতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ও মালের এলাকাসকলের অন্যং আমলাসকল এবং তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের কোন আমলা বহাল কিম্বা বদল অথবা তগীর হইতে ঐ হুজুর কৌন্সেলের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরের আবশ্যক হয় নাই এবং যাবৎ তাহারা নিজ ভারের কার্য্য সুমনোযোগপূর্ব্বক যথার্থরূপে সম্পন্ন করে তাবৎ বহাল থাকিবার কারণেও কোন বিধান স্থির পড়ে নাই। অতএব ঐ হুজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম অব্যাজে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও কটকসমেত উড়িষ্যায় ও বারাণসে এবং কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরেক অর্পণহওয়া নওয়াব উজীর বাহাদুরের অধিকার দেশের অংশে জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার এবং ইং ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার যত হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের যে যে ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১২ আইনের অনুসারে সুবে বারাণসে জারী হইয়াছে তাহার এবং কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে অর্পণহওয়া নওয়াব উজীর বাহাদুরের অধিকার দেশের অংশে চলনের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার যত হুকুমের অনুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের সাহেবেরা আপনারদিগের তাবে নাজিরদিগের নায়েব ও মৃধাসকল ও পিয়াদাগণছাড়া এদেশীয় বর্গ অন্য সমস্ত আমলাকে বহাল করিতে এবং তাহারদিগের অযোগ্যতা কিম্বা অন্য কোন ত্রুটি হেতুতে বদল কিম্বা তগীর করিতে পারেন্ সেই ২ ধারার তত হুকুম এ ধারার অনুসারে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার এবং ইং ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার যে যে হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার যে যে হুকুমের অনুসারে কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের তাবে এদেশীয় বর্গ মজমিলনবীসসংজ্ঞক দফ্তর মনিব ও খাজাঞ্চীছাড়া অন্য যে আমলাসকলকে বহাল ও বদল ও তগীর করিতে পারেন্ সেইং হুকুম এ ধারার অনুসারে রদ হইল ইতি।



ধারা।

## ৪ ধারা।

এদেশীয় বর্ণ যে সকল প্রধান আমলা সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের ও মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এবং বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর এবং কালেক্টরীর এবং বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারীর এবং তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের সাহেবদিগের তাবে এইক্ষণে বহাল আছে ও পশ্চাৎ বহাল হয় তাহারা গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে তগীর হইবেক না ইতি।

কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী এদেশীয় বর্ণ কোন প্রধান আমলা হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে তগীর না হইবার কথা।

## ৫ ধারা।

এ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে যদি কখন সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের অথবা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর কিম্বা কালেক্টরীর অথবা বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারীর কিম্বা তেজারতের অথবা নিমকের কিম্বা আফীনের অথবা পরমিটের এলাকার কোন প্রধান আমলা আপন ভারের কার্য্য ত্যাগ করিতে চাহে তবে তৎকালে তথাকার মোখ্তার সাহেব কাছারী বৈঠকের সময়ে সে আমলার ইস্তফাপত্র লইয়া রুবকারী বহীতে লিখিয়া তাহা যে দফ্তরের সাহেবদিগের মারফতে হজুর কৌন্সেলে চালানের নির্দ্ধার্য্য আছে সেই দফ্তরের সাহেবদিগের দ্বারা ঐ হজুরের সুগোচরার্থে পাঠাইবেন ইতি।

প্রধান আমলার ইস্তফাপত্র লইবার ও তাহা হজুর কৌন্সেলে চালানের মতের কথা।

## ৬ ধারা।

যদি কখন উপরের ধারার উক্ত কোন এলাকার সাহেবেরা আপন তাবে কোন প্রধান আমলাকে তস্য অযোগ্যতা কিম্বা অন্যায়কারিতা অথবা কুক্রিয়াসক্ততা হেতুক কিম্বা অন্য কোন ত্রুটিপ্রযুক্ত তগীরের যোগ্য ঠাহরেন্ তবে তৎকালে সেই তগীরের হেতু তাহাকে এত্তেলানামাক্রমে জানাইয়া জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যে জওয়াব দেয় সে জওয়াব যদি মাতবর বোধ না হয় তবে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ হকীকৎ লিখিয়া সেই এত্তেলানামার নকল এবং জওয়াব লিখনের তরজমাসমেত নির্দ্ধারিত দফ্তরের সাহেবদিগের মারফতে হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন তথাহইতে যে হুকুম উচিত তাহাই হইবেক। এবং সে রিপোর্টে যদি সে মোকদ্দমা তজবীজের কিছু প্রসঙ্গ থাকে তবে তাহার বেওরা কাগজপত্রের নকল ও তরজমাসুদ্ধা ঐ হজুরের সুগোচরার্থে পাঠাইবেন। কিন্তু যদি কখন এ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন এলাকার প্রধান আমলা এমত কুক্রিয়া করে যে সেহেতুক তাহাকে হঠাৎ তগীর করিবার আবশ্যক হয় তবে তৎকালে সে এলাকার মোখ্তার সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে সেই ক্ষণেই সস্পেণ্ট করেন্ এতা

কোন এলাকার প্রধান আমলা তগীরের যোগ্য হইলে তাহার রিপোর্ট হজুর কৌন্সেলে চালানের মতের কথা।

বতা কার্য্য করিতে না দিয়া যবস্থুবে রাখেন্ এবং সে কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে অন্য লোককে রাখিবার আবশ্যক হইলে যাবৎ হুজুর কৌন্সেলহইতে তদর্থে কোন হুকুম না পঁহুছে তাবৎ রাখিতে পারিবেন ইতি।

৭ ধারা।

মরণাদিহেতুক কোন প্রধান আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে তাহার রিপোর্ট হুজুর কৌন্সেলে চালানের কথা।

যদি কখন কোন এলাকার প্রধান আমলার কর্ম্মস্থান তস্য মরণহেতুক কিম্বা অন্য কোন কারণে শূন্য হয় তবে সে এলাকার মোখ্তার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোট লিখিয়া নির্দ্ধারিত দফ্তরের সাহেবদিগের মারফতে হুজুর কৌন্সেলের সুগোচরার্থে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৮ ধারা।

যে যে দফ্তরের সাহেবদিগের মারফতে প্রধান আমলা বহাল ও বদল ও তগীর হইবার হুকুম এবং তাহার ইস্তফাদিগরের রিপোর্ট হুজুর কৌন্সেলে চালান হইবেক তাহার নির্ণয়ের এবং সে সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

উত্তরকালে প্রধান আমলা বহাল ও বদল ও তগীর হইবার হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মারফতে হইবেক। অতএব সে সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কখন কোন এলাকার প্রধান আমলা ইস্তফা দিবার বিষয়ী রিপোর্ট মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের অথবা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কিম্বা কালেক্টরীর অথবা তেজারতের কিম্বা নিমকের অথবা আফীনের কিম্বা পরমিটের এলাকার সাহেবদিগের স্থানহইতে পান্ তবে তদ্দৃষ্টে সেই ইস্তফা মঞ্জুরকরা উচিত কি না ইহার পরামর্শ লিখিয়া সেই রিপোর্টের সঙ্গে হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্। আর যদি কোন প্রধান আমলার কুক্রিয়াঘটিত রিপোর্ট পান্ তবে সেই রিপোর্টদৃষ্টে কিম্বা ততোধিক কোন বেওরা সে মোকদ্দমার তজবীজের কারণ জানিবার আবশ্যক হইলে তাহা তলব করিয়া লইয়া জ্ঞাত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক সে আমলাকে তগীর করা কি বহাল রাখা যে পরামর্শ চাহরেন্ তাহা লিখিয়া সকল কাগজপত্রসুদ্ধা সেই রিপোর্ট হুজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন। এবং মরণাদিহেতুক কোন প্রধান আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হইবার রিপোর্ট পাইলে তাহাও তদনুসারে ঐ হুজুরে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

৯ ধারা।

কোন প্রধান আমলা তগীরের যোগ্য হইলে কিম্বা কোনহেতুক তৎকর্ম্মস্থান শূন্য হইলে যে বিধান কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি এ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন এলাকার প্রধান আমলা হুজুর কৌন্সেলের হুকুমে তগীরের যোগ্য হয় কিম্বা ইস্তফা দিবাতে অথবা মরণাদি কোন হেতুতে তাহার কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে সে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যে তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া রিপোর্ট লিখিয়া তাহা মঞ্জুরের কারণ তথাকার মোখ্তার সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা মফঃসল কোর্ট আপীল কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালত অথবা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালত কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ অথবা কালেক্টরী কিম্বা বোর্ড

ত্রেড অথবা তেজারত অথবা নিমক অথবা আফীন কিম্বা পরমিট ইহার যে এলাকার সাহেবেরা হন্ তাঁহারা নির্দ্ধারিত দস্তুরের সাহেবদিগের মারফতে হুজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন। এবং সে রিপোর্টে সেই নির্ব্বাচিত লোকের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও যোগ্যতার বেওরা যাহা জানেন্ তাহাও লিখিবেন। আর সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যৎকালে আপনারদিগের তাবে এলাকার সাহেবদিগের চালানী এমত রিপোর্ট হুজুর কৌন্সেলে পাঠান্ তৎকালে তাঁহারা সেই নির্ব্বাচিত লোকের প্রতি কোন আপত্তি থাকে কি না থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন। হুজুর কৌন্সেলে সে রিপোর্ট পঁহুছিলে তদৃষ্টে কিম্বা ততোধিক কোন বেওরা অবগত হইবার আবশ্যক থাকিলে তাহা তলব করিয়া লইয়া জ্ঞাত হইয়া যদি সেই নির্ব্বাচিত লোককে তৎকর্ম্মে নিযুক্তকরা উচিত হয় তাহা করিতে অথবা অন্য লোক চাহিতে হুকুম হইবেক ইতি।

## ১০ ধারা।

এ ধারার অগ্রের ৫ পাঁচ ধারার হুকুম এবং তাহার অভেদ পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুম যে সকল আমলার বিষয়ে খাটিবেক তাহার কথা।

কাজীয়লকুজ্জাতের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের কাজীদিগের ও মুফ্তীদিগের ও পণ্ডিতগণের এবং কসবাসকলের ও শহরসকলের ও পরগনাসকলের কাজীদিগের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ও মালের এলাকাসকলের এদেশীয় বর্ণ মুজমিলনবীসসংজ্ঞক দস্তুর মনিবদিগের এবং পোলীসের দারোগাসকলের এবং সূবে বারাণসের এবং কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে অর্পণ হওয়া নওয়াব উজীর বাহাদুরের অধিকার দেশের অংশের পোলীসের কার্য্যের ভারান্বিত তহসীলদারদিগের বহাল ও তগীর হইবার বিষয়ী যে হুকুম এ ধারার অগ্রের ৫ পাঁচ ধারায় আছে তাহা এবং ঐ বিষয়ী যে সকল হুকুম পূর্ব্বের আইনসকলে আছে তাহার মধ্যে যাহা ঐ পাঁচ ধারার হুকুমের অভেদ হয় তাহাও ঐ সকল আমলা বহাল ও তগীরের বিষয়ে খাটিবেক। কিন্তু সূবে বারাণসের এবং নওয়াব উজীরের অধিকারদেশের অংশের পোলীসের কার্য্যের ভারান্বিত তহসীলদারেরা সরকারী মালগুজারীর দায়ে ঠেকে একারণ তাহারা হুজুর কৌন্সেলের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অথবা কালেক্টরসাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত হুকুমের অনুসারে হঠাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক না। যদি সে তহসীলদারদিগের কেহ তগীরের যোগ্য হয় তবে তথাকার কালেক্টরসাহেব সে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যে এ আইনের ৯ নবম ধারানুসারে তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া তাহার রিপোর্ট লিখিয়া মঞ্জুরের কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মারফতে হুজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।

পোলীসের কার্য্যের ভারান্বিত তহসীলদারদিগের সম্পর্কে বিশেষ হুকুমের কথা।

## ১১ ধারা।

এ ধারার মূলের উক্ত

গবর্নর জেনরল বাহাদুর এ আইনের ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ ধারার লিখিত হুকুম

৫ পাঁচ ধারার হুকুম যে আমলাসকলের উপরে সর্ব্বদা খাটিবেক এবং সে হুকুম যাবৎ যে আমলাসকলের উপরে খাটিবার আদেশ না হয় তাবৎ তাহারা যে হুকুমের অধীন থাকিবেক তাহার কথা।

হুকুম আদালতসকলের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীমের ও পরমিটের এলাকাসকলের প্রধান আমলাসকলছাড়া এদেশীয় বর্ণ অন্য আমলাসকলের উপরেও জারী করিতে সেই সময়ে পারেন্ যে সময়ে সেই অন্য আমলাসকলের বহাল ও তগীর হুজুর কৌন্সেলহইতে করণ উচিত জানেন্। জানিবেন যে এদেশীয় বর্ণ অন্য আমলাসকলের বহাল ও তগীর ঐ হুজুরহইতে করিবার ভার রাখা যায় নাই সে আমলাসকল বহাল ও তগীর হইবার বিষয়ে যাবৎ উপরের উক্ত কএক ধারার হুকুম খাটিবার অর্থে আদেশ না করেন্ তাবৎ তাহারা নীচের কএক ধারার লিখনানুসারে বহাল ও তগীর হইবেক ইতি।

## ১২ ধারা।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরদিগের এবং পোলীসের কর্ম্মের ভারান্বিত দারোগাপ্রভৃতি প্রধান আমলাসকলের তাবে চাকরেরা বহাল ও তগীর হইবার মতের কথা।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরেরা আপনারদিগের তাবে নায়েব ও মৃধাসকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদিপ্রকার যে চাকরদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরদিগকে নিজ প্রভুত্বে পূর্ব্বমতে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। এবং যদি কখন সেমত কোন চাকরের কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সে কর্ম্মের দায় আপন শিরে রাখিয়া তথাকার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ ইহার যে সাহেবের মোতালক হয় তাঁহার মঞ্জুরীক্রমে তৎ কর্ম্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। এবং এমতে নিযুক্তকরা লোকদিগেরে তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহাকরণের বিশিষ্ট হেতু সেই জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও শক্ত হইবেক। কিন্তু সে তগীর জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অগোচরে ও বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না। আর তদনুসারে পোলীসের দারোগাসকল এবং পোলীসের কর্ম্মের ভারান্বিত তহসীলদারেরা এবং জিলা ও শহরসকলের কোতওয়ালপ্রভৃতি পোলীসের প্রধান আমলারা তাহারদিগের তাবে নায়েব ও জমাদার ও বরকন্দাজইত্যাদি প্রকার চাকরদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে এমত জানিয়া যদি কখন সে চাকরদিগের কাহার কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া আপন২ ব্যাপক মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মঞ্জুরীক্রমে নিযুক্ত করিবেক। এবং কর্ম্মক্রমে সেই নিযুক্তকরা লোককে তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহা করিবার বিশিষ্ট হেতু সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সমীপে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও সাধ্য রাখিবেক। কিন্তু সে তগীর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না ইতি।

## ১৩ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত

উপরের ধারার লিখিত হুকুম সমস্তই মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও



আফীমের

আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের নাজিরদিগের নায়েব ও মৃধাসকল ও পেয়াদাগণ ও জমাদার ও বরকন্দাজইত্যাদি প্রকার সরকারী চাকরদিগের বিষয়ে খাটিবেক। এবং ঐ এলাকাসকলের পেটার যেং দফ্তর এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং দফ্তরের মোতালক ঐ প্রকার সরকারী চাকরদিগের সম্পর্কে এবং এদেশীয় বর্গ যে কমিস্যনরেরা এইক্ষণে নিযুক্ত আছে ও পশ্চাৎ নিযুক্ত হয় তাহারদিগের তাবের সরকারী চাকরদিগের সম্বন্ধে এবং দেওয়ানী আদালত সকলের পেটার অন্য সমস্ত দফ্তরের মোতালক ঐ প্রকার সরকারী চাকরদিগের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

সমস্ত হুকুম মাল ও তেজারতদিগর এলাকাসকলের নাজিরদিগের তাবের সরকারী চাকরদিগের এবং ঐ এলাকাসকলের পেটার আর দেওয়ানী আদালতসকলের পেটার দফ্তরসকলের মোতালক ঐ প্রকার সরকারী চাকরদিগের বিষয়ে খাটিবার কথা।

## ১৪ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের এবং অন্যং আদালতের আর কালেক্টরীর ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের হুজুরী ও পেটাই দফ্তরসকলের মোতালক চিরস্থায়ী এবং অচিরস্থায়ী যে সকল ছোটং আমলার বেতন মাসে দশ টাকার কম হয় তাহারদিগের কাহার কর্ম্মস্থান যদি কোন হেতুতে শূন্য হয় তবে সে আমলা যে দফ্তরের মোতালক চাকর হয় সেই দফ্তরের মোখ্তার তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া নিযুক্ত করিতে এবং তাহাহইতে কুক্রিয়া দর্শিলে সেহেতুক তাহাকে তগীর করিতেও পারিবেন। এবং এমত সমাচার পেটার দফ্তরহইতে যাহার যে নির্দ্ধারিত বালাদফ্তরে অর্থাৎ জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ অথবা মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের জজ অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরী কিম্বা কালেক্টরী অথবা বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারী কিম্বা তেজারতী অথবা নিমকী কিম্বা আফীনী অথবা পরিমিটী কিম্বা বোর্ড ট্রেডের সেক্রেটারীইত্যাদি আদালতের কি মালের কি তেজারতের যে দফ্তরের মোখ্তার সাহেবের যে খ্যাতি থাকে তাঁহাকে জানাইবার অপেক্ষা থাকিবেক না। কিন্তু উপরের উক্ত দফ্তরসকলের মোখ্তার সাহেবেরা ছোটং আমলাসকলের কাহাকেও তগীর করিলে তাহা করণের হেতু লিখিবেন এবং তাঁহারা এ ধারার অনুসারে নিজ প্রভুত্বেতে ছোটং আমলা বহাল ও তগীর করিবার ভারপাওয়া সকলের হিতের জন্যেই জানিবেন। ফলতঃ কোন আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে তৎকর্ম্মযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্ত্যন্তরকে নির্ব্বাচনী করিয়া সে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন সে ব্যক্তি এবং যাহারা পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়া থাকে সে সকলেই যাবৎ নিজ ভার কার্য্য সুমনোযোগপূর্ব্বক যথার্থরূপে সম্পন্ন করে তাবৎ বহাল থাকিবেক ইতি।

মাসে দশ টাকার কম বেতনের ছোটং আমলাসকল যাহারং দ্বারা বহাল ও তগীর হইবেক ও তাহাতে যে ফল দর্শিবেক তাহার কথা।



১৫ ধারা।

১৫ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে যেং আমলা তগীর হইবেক না তাহার কথা।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী সামান্য আদালতসকলের এবং সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের এবং কালেক্টরীর ও বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর ও বোর্ড রেবিনিউর এবং তেজারতী কারবারের ও নিমক মহালের ও আফীনের কারখানার ও পরমিটের এবং বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারীর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবের মাসে দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের এদেশীয় বর্ণ যে আমলাসকল এইক্ষণে নিযুক্ত আছে অথবা পশ্চাৎ নিযুক্ত হয় তাহারদিগের বিষয়ের কোন হুকুম উপরের কোন ধারায় লেখা যায় নাই এতাবতা তাহারা বহাল ও তগীর হইবার মঞ্জুরী হুকুম হজুর কৌন্সেলহইতে দিবার ভার রাখা যায় নাই তাহারা সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড এই যে সকল বালাদফ্তর এলাকা বিশেষ নির্দ্ধার্য্য আছে ইহার সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে তগীর হইবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

উপরের ধারার উক্ত কোন আমলার কর্ম্মস্থান তস্য মরণাদি হেতুতে শূন্য হইলে কিম্বা কেহ ইস্তফা দিতে চাহিলে অথবা কেহ তগীরের যোগ্য হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি কখন উপরের ধারার উক্ত আমলাসকলের কাহার কর্ম্মস্থান তাহার মরণাদি কোন হেতুতে শূন্য হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোর্ট লিখিয়া সেই এলাকার নির্দ্ধারিত বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং যদি কখন উপরের ধারার উক্ত আমলাসকলের কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহার ইস্তফাপত্র এ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার মতে লইয়া রিপোর্ট লিখিয়া যাহার যে নির্দ্ধারিত বালাদফ্তরে চালাইতে হইবেক। আর যদি উপরের ধারার উক্ত কোন আমলা তগীরের যোগ্য হয় তবে তৎকালে তথাকার মোখ্তার সাহেব সেই তগীরের হেতু সে আমলাকে এত্তেলানামাক্রমে জানাইয়া জওয়াব লইবেন সে জওয়াব যদি মাতবর না হয় তবে তাহার রিপোর্ট লিখিয়া সেই এত্তেলানামার নকল এবং জওয়াব লিখনসুদ্ধা সেই এলাকার নির্দ্ধারিত বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড ইহার যথায় হয় পাঠাইয়া দিবেন। এবং সে রিপোর্টে যদি সে মোকদ্দমা তজবীজের কিছু রোয়দাদের কিম্বা কোন নিদর্শন কাগজপত্রের প্রসঙ্গ লেখা থাকে ও তাহা চালানের আবশ্যক রহে তবে সে সমস্তও সেই রিপোর্টের সঙ্গে চালান করিবেন তদৃষ্টে সেই বালাদফ্তরের সাহেবেরা যাহা উচিত বুঝেন্ তাহাই হুকুম দিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

১৫ ধারার উক্ত কোন আমলা কুক্রিয়া

যদি এই আইনের ১৫ ধারার উক্ত কোন আমলা এমত কুক্রিয়া করে যে সে হেতুক তাহাকে হঠাৎ তগীর করিবার আবশ্যক হয় তবে সে এলাকার মোখ্তার



সাহেব

সাহেব তৎক্ষণাৎ সে আমলাকে সস্পেণ্ট করিবেন এবং তৎকর্ম্ম চালাইবার অর্থে অন্য লোক রাখিবার আবশ্যক হইলে যাবৎ তদর্থে কোন হুকুম নির্দ্ধারিত বালাদফ্তরহইতে না পঁহুছে তাবৎ তৎকর্ম্মযোগ্য যথার্থকারি ব্যক্ত্যন্তরকে নির্ব্বাচিয়া সে কার্য্যে আবৃত করিবেন। তদনন্তর সেই সাবেক আমলা তগীর হইবার এবং তৎকর্ম্মে ব্যক্ত্যন্তরকে আবৃত করিবার রিপোর্ট যত শীঘ্র হয় লিখিয়া নির্দ্ধারিত বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড ইহার যথায় হয় চালান করিবেন ইতি।

করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৮ ধারা।

যদি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরে বহাল ও তগীর হইবার যোগ্য এ আইনের ১৫ ধারার উক্ত কোন আমলার কর্ম্মস্থান তাহার মরণাদি কোন হেতুতে কিম্বা ইস্তফা দিবাতে শূন্য হয় তবে সে এলাকার মোখ্তার সাহেব তৎকর্ম্মযোগ্য যথার্থকারি অন্য লোককে নির্ব্বাচিয়া রিপোর্ট লিখিয়া সেই এলাকার নির্দ্ধারিত বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেড ইহার যথায় হয় চালান করিবেন। এবং সেই নির্ব্বাচিত নব্য লোকের যোগ্যতার ও যথার্থকারিতার এবং রীতি চরিত্রের বেওরা যাহা জানেন্ তাহাও সেই রিপোর্টে লিখিবেন। সেই বালাদফ্তরের সাহেবেরা সে রিপোর্ট পাইলে পর তদ্দৃষ্টে কিম্বা সে বিষয় বিবেচনার নিমিত্তে অপর যে বেওরা জানিবার আবশ্যক থাকে তাহা তলব করিয়া লইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক সেই নির্ব্বাচিত নব্য লোককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্যে মঞ্জুরী হুকুম দিতে নতুবা অন্য লোককে ঠাহরিবার অর্থে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

১৫ ধারার উক্ত কোন আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৯ ধারা।

এ ধারার অগ্রের ৪ ধারার লিখিত যে সকল হুকুম এইক্ষণে এদেশীয় বর্ণ কমিস্যনরদিগের ও কালেক্টরীর খাজাঞ্চীদিগের বহাল ও তগীরের বিষয়ে বাহুল্য হইল সে সকল হুকুম এবং তাহারদিগের বিষয়ী পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুমের মধ্যে যাহা ঐ ৪ ধারার হুকুমের অভেদ হয় তাহাও সে সকলের সম্বন্ধে খাটিবেক এবং ঐ ৪ ধারার হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মালের তহসীলদারদিগের সম্পর্কেও চলিবেক। এবং সে তহসীলদারদিগের নির্ব্বাচনী কালেক্টরসাহেবেরা করিবেন ও তাহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরে নিযুক্ত হইবেক। আর জানিবেন যে এ ধারানুসারে গবরনর জেনরল বাহাদুর আদালতসকলের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের পেটার যে সকল দফ্তর এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার সংজ্ঞা যদি এ আইনের উক্ত সংজ্ঞাছাড়া হয় তথাচ সে সকল দফ্তরের

এ ধারার অগ্রের ৪ চারি ধারার হুকুম এবং তাহার অভেদ পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুম এদেশীয় বর্ণ কমিস্যনরদিগের এবং কালেক্টরী খাজাঞ্চীদিগের এবং মালের তহসীলদারদিগের বিষয়ে খাটিবার কথা।

গবরনর জেনরল বাহাদুর নব্য আইন বিনা নির্দ্দিষ্টে এ আইনের হুকুম যেং দফ্তরের আমলার উপর চালাইতে চা

ছেন্ তাহার উপরেই চালাইতে পারিবার কথা।

রের আমলার উপর নব্য আইন নির্দ্দিষ্ট না করিয়া এই আইনের হুকুম জারী করিতে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ইতি।

২০ ধারা।

মাসে দশ টাকার অন্যূন বেতনের আমলাসকলের নামনবীসী ফর্দ্দ যেমত করিয়া যথায় চালাইতে হইবেক তাহার নির্ণয়ের এবং সে ফর্দ্দ তথায় পঁহুছিলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

এ আইন পাইলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের তাবে নির্দ্দিষ্ট দফ্তরসকলের সাহেবেরা তাঁহারদিগের এলাকার হুজুরী ও পেটাই দফ্তরসকলের যত আমলা নিযুক্ত আছে ও সরকারহইতে বেতন পায় তাহার মধ্যে মাসে সিক্কা দশ টাকার কম বেতন না হয় এমত আমলাসকলের নামনবীসী ফর্দ্দ নম্বর ও নাম ও বেতনের সংখ্যা ও নিযুক্তের তারিখ নিদর্শনে লিখিয়া যাহার যে নির্দ্দিষ্ট বালাদফ্তর সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। আর যদি এমত কোন আমলার কর্ম্মস্থান শূন্য হয় ও সে কর্ম্ম সম্পন্নের নিমিত্তে অন্য লোককে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক থাকে তবে এ আইনের ৯ নবম ও ১৮ অষ্টাদশ ধারানুসারে তৎকর্ম্মযোগ্য অন্য লোককে নির্ব্বাচনি করিয়া লিখিবেন। বালাদফ্তরে সে ফর্দ্দ পঁহুছিলে তাহা সিবিল আডিটর অর্থাৎ হিসাবের তহকীককার সাহেবের সমীপে চালান হইবেক সে সাহেব সেই ফর্দ্দকে সরকারের মোকররী আমলার ফিরিস্তি বহীর সহিত মিলাইবেন তাহাতে যদি কিছু প্রভেদ হয় তবে সে সমাচার যে দফ্তরের সাহেবের মারফতে হুজুর কৌন্সেলে জানাইবার নির্দ্ধার্য্য আছে সেই দফ্তরের সাহেবের মারফতে জানাইবেন। তদৃষ্টে যদি ঐ হুজুরে মঞ্জুর হয় তবে তদনন্তর সে আমলাসকলের নাম বেতন নিদর্শনে সরকারের মোকররী আমলার ফিরিস্তি বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

মাসে দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের আমলাসকলের বহালী ও তগীরীর বেওরা নিদর্শনী নামনবীসী ফর্দ্দ সিবিল আডিটর সাহেবের স্থানে দিবার কথা।

এই আইনের অনুসারে মাসে সিক্কা দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের যে আমলাসকল হুজুর কৌন্সেলের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের অথবা নিজামৎ আদালতের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরে বহাল ও তগীর হয় তাহারদিগের নামনবীসী ফর্দ্দ বহালী ও তগীরীর বেওরানিদর্শনে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর অথবা বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারীর সাহেবেরা সিবিল আডিটর সাহেবের স্থানে সরকারী মোকররী আমলার ফিরিস্তি বহী দুরস্ত করিবার জন্যে দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

মাসে দশ টাকার অন্যূন বেতনের আমলাস

এ আইনের লিখিত এলাকাসকলের মোখ্তার যে সাহেবদিগের হিসাব পশ্চাৎ আক্কৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের কিম্বা আদালতের অথবা মালের কিম্বা জেলারতের



হিসাব

হিসাব দফ্তরের সাহেবের অথবা সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে দাখিল হয় সে হিসাবের ফর্দ্দে আমলার নামনবীসী যেমতে করিয়া পাঠাইবার হুকুম এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই হুকুমানুসারে সেই নামনবীসী ফর্দ্দে মাসে সিক্কা দশ টাকা কিম্বা ততোধিক বেতনের যে আমলাসকল হুজুর কৌন্সেলের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের অথবা নিজামৎ আদালতের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের মঞ্জুরে বহাল হয় সে আমলাসকলের নাম জনাজাৎ নিষ্কর্ষ করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।

কলের নাম জনাজাতক্রমে নামনবীসীর ফর্দ্দে লেখা যাইবার কথা।

২৩ ধারা।

সরকারী এলাকাসকলের সাহেবদিগকে আমলার বেতনহইতে কিছু লাভ করিতে এবং একের বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে দিতে এবং হুজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে নিযুক্ত আমলার কমী ও বেশী করিতে নিষেধের কথা।

আদালতের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীমের ও পরমিটের এলাকাসকলের মোখ্তার সমস্ত সাহেবদিগকে পূর্ব্বাবধি তাঁহারদিগের যাঁহার যে ভারানুযায়ী শপথ পত্রানুসারে এবং সরকারের হুজুরী সামান্য হুকুমের অনুক্রমে নিষেধ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের তাবে আমলাসকলের কাহার বেতন হইতে কোনপ্রকারে কিছু লাভ না করেন্ এ আইনের অনুসারেও বারণ হইতেছে যে ভাগাভাগিক্রমে একের নির্দ্ধারিত বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে না দেন্ এবং যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী হুজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে না করেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

চাকরীতে উত্তরাধিকারিতার দাওয়া না খাটিবার এবং অনাবশ্যক দফ্তর উঠান যাইবার কথা।

জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে কেহ চাকরীতে উত্তরাধিকারিতার দাওয়া করিতে পারিবেক না। এবং গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেকেও নিষেধ নাই যে কখন কোন দফ্তর বহাল রাখিবার আবশ্যক না থাকিলে তাহা উঠাইয়া না দেন্ ইতি।

২৫ ধারা।

মালতহসীলের সাহেবদিগের শপথ করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে একট পার্লিমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট যে হুকুম কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারী মাল তহসীলের সংক্রান্ত চাকরদিগের সম্পর্কে শপথকরণার্থে নির্দ্ধার্য্য আছে তদনুসারে কলিকাতার বড় আদালতের জনেক জজসাহেবের সমক্ষে শপথ করিবেন। কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা সে সাহেবদিগকে কলিকাতায় বড় আদালতের জজসাহেবের নিকটে আনাইতে কর্ম্মের ভণ্ডুল হয় ইহাতে একট পার্লিমেণ্টের হুকুম মতে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্তৃত্ব আছে যে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমৎ বর্ত্তমান বাদশাহ তৃতীয় জর্জের আমলী একট পার্লিমেণ্টের ৩৩ আইনের ৫২ ধারার অনুসারে শপথ করাইবার নিমিত্তে এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করেন্ অতএব এ ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২



আইনের

আইনের ৩ তৃতীয় ধারার পরিবর্ত্তে হুকুম হইতেছে যে যদি কখন মাল তহসীলের কোন এলাকার সাহেবকে একট পার্লিমেণ্টের ৬১ দফার অনুসারে শপথ করাই বার আবশ্যক হয় তবে গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর সে সাহেবকে কলিকাতার বড় আদালতের এক জন জজসাহেবের সমীপে শপথ করিতে হুকুম দিবেন অথবা তাঁহাকে শপথ করাইবার জন্যে অন্য জনেক সাহেবকে নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে যদি বড় আদালতের জজছাড়া নির্দ্দিষ্ট অন্য সাহেবের নিকটে শপথ করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে সেই শপথপত্রে সেই সাহেবের দস্তখৎ ও সাক্ষী হইয়া সদরদেওয়ানী আদালতের দফ্তরে রাখিবার কারণ সে দফ্তরের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে চালান হয় ইতি।

২৬ ধারা।

শপথের পাঠের কথা।। মাল তহসীলের সাহেবেরা যে পাঠে শপথ করিবেন তাহা নীচের লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল। লিখিতং শ্রী অমুকস্য শপথপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমাকে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের মালতহসীলের যে ভারার্পণ হইয়াছে তাহা আমি যথাসাধ্যক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পন্ন করিব তাহাতে আমার প্রাপ্তব্যের নির্ণয় যাহা গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে হইয়াছে কিম্বা হয় তাহাছাড়া কোন রাজা অথবা জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা পালীগার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজার স্থানে মোকররী পেশকশ ও খাজানা ও টাক্স ব্যতীত কোন প্রকারে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর অথবা ভেটক্রমে অগোপনে কিম্বা গোপনে স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না এবং চাহিব না এবং লইতে স্বীকার করিব না। এবং ঐ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের নির্দ্ধারিত পাওনা পেশকশ কিম্বা খাজানা অথবা টাক্স কিম্বা মহসুল অথবা অপর যে অঙ্ক আমার স্থানে ও আমার তাবে মালমোতালকের আমলার নিকটে পঁহুছে তাহার হিসাব যথার্থরূপে ঐ সরকারে দাখিল করিয়া বুঝাইয়া দিব ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৯ ঊনচত্বারিꤲশ আইনের হুকুম রহিত করিবার। শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলের তথা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে এবং সুবে বারাণসে যে লবণ আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার হাসিল লইবার দাঁড়া নির্ণয়ের আর ঐ সুবে বারাণসে সলম্বা ও বলম্বা লবণ আমদানী হইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত হাসিলের নিরিখ কমাইবার এবং ঐ সুবে বারাণসে লবণ জম্মাইতে নিষেধনিদর্শনে যে হুকুম ঐ ৬ আইনের ৬ ধারায় আছে তাহাও নিবর্ত্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ২৫ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১১ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১১ সালের ৫ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১১ সালের ১১ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ৫ ভাদ্র মোতাবেকে হিজ্রী ১২১৯ সালের ১৮ জমাদীয়ল আউওলে জারী হইল।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের মধ্যে এ সরকারের খাসে লবণ আমদানী ও ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা লাভ করিবার কারণ এক দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৬ নবেম্বরে ধার্য্য হইয়াছে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ মার্চ্চে লবণ আমদানী ও রফ্তানী করিতে ও জম্মাইতে এবং এক স্থানহইতে অন্য স্থানে চালাইতে নিষেধের হুকুম হইয়াছে। এইক্ষণে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের দখলে উত্তর অঞ্চলের অনেক দেশ আসিয়াছে এপ্রযুক্ত এবং অন্য২ কারণপ্রযুক্তও কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে লবণের কারবারঘটিত লাভ করিবার দাঁড়া পরিবর্ত্ত করা উচিত জানা গেল। এবং ইহাও আবশ্যক হইল যে এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে সেই২ স্থানের বিহিত হইবার গতিকে লবণ আমদানী করিবার ও জম্মাইবার অর্থে নব্য বিধান স্থির করা যায়। আর ইহাও কর্ত্তব্য হইল যে পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে এবং কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অন্য২ রাজ্যাধিকারে তত্তৎ স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে লবণের কারবার যে দাঁড়ায় হইত সেই দাঁড়ায় কারবার করিবার প্রবৃত্তি হেতুবাদ।

লওয়ান যায়। অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এই নির্দ্দিষ্ট হুকুম এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে এবং সুবে বারাণসে এ আইন ঘোষণা পাইবার দিনহইতে চলন হইবেক।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩১ আইন রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে ৩১ আইন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এ সরকারের হজুরের বিনাহুকুমে লবণ আনিতে ও জন্মাইতে ও ক্রয় বিক্রয় করিতে ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে চালাইতে নিষেধ নিদর্শনে নির্দ্দিষ্ট ছিল সে আইন রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

লবণের খাস সওদা সরকারে করণের দাঁড়া নিবর্ত্তের এবং প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করিতে নিষেধ না হইবার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে যে দাঁড়ায় এ সরকারের ভিন্নাধিকারের লবণ খাসে আমদানী ও ক্রয় বিক্রয় করিবার এবং এ সরকারের নিজাধিকারের লবণ খাসে পোখ্তানী করাইয়া বেচিবার কর্ত্তৃত্ব এ সরকারের ছিল তাহা নিবর্ত্ত করা গেল। উত্তরকালে ঐ সকল দেশে এ সরকারের খাসে লবণ আমদানী ও পোখ্তানী ও বিক্রয় করা যাইবেক না। কিন্তু জানিবেন যে এ হুকুমের অনুসারে এ সরকারের খাসের যত লবণ প্রস্তুত আছে তাহা যে মতে বিক্রয় করিবার হুকুম নিদর্শনে এ আইনের ১১ একাদশ ধারা আছে সে মতে বিক্রয় করিতে নিষেধ নাই ইতি।

৪ ধারা।

যে২ লোকে এ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে এবং এ সরকারের নিজের যে অধিকারহইতে লবণ এ সরকারের অধিকার যে যে দেশে আনিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেক তাহার ও রওয়ানা লইবার এবং হাসিল নির্ণয় হইবার ও সে লবণ ক্রোক ও জব্দ হইবার গতিকের কথা।

আগামি ১ নবেম্বরহইতে নীচের প্রস্তাবিত লোকছাড়া অন্য সকল লোকের সাধ্য আছে যে তাহারা নিজে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার হইতে লবণ আনিয়া এবং এ সরকারের নিজাধিকার যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের জনিত লবণ তথাহইতে আনিয়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে বিক্রয় করে। কিন্তু তাহার হাসিল নির্ণয়ের নিদর্শনে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেই আইনের অনুসারে হাসিল লাগিবেক। এবং উপরের উক্ত এ সরকারের খাস সওদার যে লবণ ঐ ১ নবেম্বরের পূর্ব্বে এ সরকারের ভিন্নাধিকারের লবণ ক্রয় বিক্রয়ের মোখ্তারকার সাহেবের দেওয়া রওয়ানার নিদর্শনে আমদানী হইবেক তাহা এবং যে লবণ এ আইনের ১১ ধারার অনুসারে সরকারী নীলামে বিক্রয় হইবেক তাহা ছাড়া যত লবণ ঐ ১ নবেম্বরের পূর্ব্বে কিম্বা পরে হাসিল না দিয়া অথবা ঐ মোখ্তা



রকার

রকার সাহেবের স্থানে রওয়ানা না লইয়া আনিবেক তাহা সমস্তই ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং এ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে যে লবণ এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে আমদানী হইবেক তাহার হাসিল নির্ণয় পশ্চাৎ করা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

সমস্ত বিলায়তী লোককে এ সরকারের অধিকারে লবণের কারবার করিতে নিষেধের এবং এ হুকুম হেলন করিলে প্রতিফল পাইবার কথা।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের কিম্বা অন্য২ বাদশাহের অধিকারস্থ সমস্ত বিলায়তী লোককে নিষেধ আছে যে তাহারা অগোপনে কিম্বা গোপনে লবণের কিছু কারবার কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে এবং সুবে বারাণসে না করে। যদি করে তবে সে কারবারী লবণ সমস্তই সরকারে ক্রোক ও জব্দ হইবেক অধিকন্তু তাহার প্রতিফল যাহা গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ঠাহর পড়ে তাহাই পাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

হাসিল দিয়া আমদানীকরা লবণ বিনাহাসিলে যথায়২ রফ্তানী করিতে পারিবেক তাহার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে যত লবণ নির্ণীত হাসিল দিয়া আমদানী করিবেক তাহা এবং ঐ সকল দেশের জনিত লবণ সমস্তই নওয়াব উজীরের নিজাধিকারে এবং রোহেলখণ্ডের মধ্যের জায়গীর রামপুরের মোতালক দেশে এবং সুবে রোহেলখণ্ডের সীমাভুক্ত পাহাড়তলী স্থানে এবং জিলা গোরক্ষপুরে এ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের হাসিল না দিয়া রফ্তানী করিতে পারিবেক ইতি।

৭ ধারা।

উপরের ধারার উক্ত কএক স্থানছাড়া স্থানান্তরে বিনাহাসিলদানে লবণ রফ্তানী করিতে না পারিবার এবং এ হুকুম না মানিলে প্রতিফল হইবার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যহইতে যত লবণ উপরের ধারার উক্ত কএক স্থানছাড়া এ সরকারের অপর ভিন্নাধিকারে রফ্তানী হইবেক তাহার হাসিল ভবিষ্যৎ আইনের অনুসারে লাগিবেক। যদি কেহ এ হুকুম না মানিয়া বিনা হাসিলদানে লবণ রফ্তানী করিতে উদ্যত হয় তবে সে লবণ সমস্তই ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে লবণ হাসিল না দিয়া সুবে বারাণসে চালাইতে পারিবার যে সাধ্য আছে তাহা এ



ইক্ষণে

দেশহইতে যত লবণ সুবে বারাণসে যাইবেক তাহার হাসিল লাগিবার মতের এবং এ হুকুম না মানিলে প্রতিফল পাইবার কথা।

ইক্ষণে স্থগিত হইল। লবণের কারবারের বিষয়ী আইন প্রকাশ পাইলে পর যত লবণ এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যহইতে সুবে বারাণসে আমদানী হইবেক তাহার উপর কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে অন্যং পথ দিয়া বারাণসে আমদানীহওয়া লবণের হাসিল যে হারে এ আইনের ১৭ ধারার অনুসারে লাগে সেই হারে লাগিবেক এতাবতা আশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা সিক্কা ১ এক টাকার হিসাবে লওয়া যাইবেক। যদি কেহ এ নিষেধ হুকুমের অন্যথা করিয়া কিছু লবণ সুবে বারাণসে চালায় কিম্বা চালাইতে উদ্যত হয় তবে সে লবণ ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

সুবে বারাণসহইতে লবণ নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে চালাইবার মতের কথা।

সুবে বারাণসহইতে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে লবণ লইয়া যাইতে যে নিষেধ আছে তাহা রহিত হইল। এইক্ষণে সাধ্যার্পণ হইতেছে যে সুবে বারাণসহইতে এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে যে হারে দেশান্তরহইতে আমদানীকরা লবণের উপর হাসিল নির্ণয় হইবেক সেই হারে হাসিল দিয়া লবণ লইয়া যাইতে পারিবেক। যদি কেহ লবণের কারবারের বিষয়ী আইন প্রকাশ পাইলে পর সুবে বারাণসহইতে কিছু লবণ তাহার যে হাসিল নির্ণয় হইবেক তাহা না দিয়া নীচের ধারার প্রস্তাবিত স্থানছাড়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে লইয়া যায় তবে সে লবণ ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

বিনাহাসিলে লবণ বারাণসহইতে গোরক্ষপুরে চালাইতে পারিবার কথা।

হাসিল না দিয়া লবণ সুবে বারাণসহইতে জিলা গোরক্ষপুরে লইয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এ সরকারের খাস সওদার লবণ বিক্রয়ের মতের কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারী খাস সওদার যে লবণ প্রস্তুত আছে তাহা এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এবং তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানের নিবাসিগণের খরচের নিমিত্তে যেরূপে সন হালে বিক্রয়ের হুকুম গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে হয় সেইরূপে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

সরকারী খাস সও

উপরের ধারার উক্ত সরকারী খাস সওদার যে লবণ যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পা



ওয়া

ওয়া দোআবের মধ্যস্থলের এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে গোলাজাতে প্রস্তুত আছে তাহা বিক্রয়ার্থে সে গোলাজাতী লবণের মোগুারকার সাহেব হাসিল মাফী রওয়ানা দিবেন। অতএব ক্রেতারা হাসিল না দিয়া সে লবণ যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে এবং এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশেও লইয়া যাইতে সাধ্য রাখিবেক। কিন্তু জানিবেন যে যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের কিম্বা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে অথবা এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে যে লবণ বিক্রয় হইবেক তাহা যে কালে তথাহইতে সুবে বারাণসে কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারে রপ্তানী হইবেক সে কালে হাসিল লাগিবার যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

দার লবণ বিক্রয়ের মতের এবং তদর্থে হাসিলমাফী রওয়ানা দিবার কথা।

## ১৩ ধারা।

লবণের কারবারের বিষয়ী আইন প্রকাশ হইবার কালে যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে অন্যং লোকের যত লবণ প্রস্তুত থাকে তাহা হাসিল না দিয়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র রপ্তানী করিতে পারিবেক ইতি।

অন্যং লোকে নিজের লবণ বিনাহাসিলে যে কালে যথায় চালাইতে পারিবেক তাহার কথা।

## ১৪ ধারা।

*কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এবং* যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের পেটার নীচের উক্ত কএক মহালছাড়া অন্য সমস্ত লোণা মহালাৎ সন হাল ফসলীর শেষপর্য্যন্ত মালের এলাকার কালেক্টরসাহেবের এতমামে থাকিবেক। আগামী সন ফসলী প্রবর্ত্তহইতে সে সমস্ত লোণা মহালাৎ যে যে জমীদারের অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার মোতালক হয় সেইং জমীদারের অথবা ইজারদারের শিরে সেই সমস্ত লোণা মহালাতের মালগুজারীর ভার রাখিয়া তাহারদিগের স্থানে সরবরাহ লওয়া যাইবেক। যদি কোন জমীদার কিম্বা ইজারদার সে লোণা মহালাতের কোন মহালের মালগুজারীর ভার আপন শিরে লইয়া সরবরাহ করিতে স্বীকার না করে তবে কালেক্টরসাহেব সে মহালের মালগুজারী তহসীল পূর্ব্ব দাঁড়ায় করিবেন ইতি।

কোনং মহালছাড়া যে মহালাতের জমা যে কালহইতে তদধিকারির ও তস্য ইজারদারের শিরে চড়িবেক এবং তাহারা সে ভার লইতে না চাহিলে যে মত করিতে হইবেক তাহার কথা।

## ১৫ ধারা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের পেটার যে লোণা মহালাতে লবণ জন্মান যায় সে মহালাতের যে ভূমি ও গড্ডা ও ঝীল লবণোৎপত্তির স্থানের শামিল থাকে তাহা কালেক্টর সাহেব আগামী সন ফসলী প্রবর্ত্তহইতে অন্যং ভূমির বন্দোবস্তের নির্দ্ধারিত মিয়াদ অপেক্ষা অধিক না হয় এমত মিয়াদে ইজারা দিবেন। আর যদি কালেক্টরসাহেব

লোণা মহালাতের ভূম্যাদি ইজারা দিবার মতের ও তাহার মালগুজারী তহসীলের বিধানের কথা।

হেব সে লোণা মহালাতকে তদনুসারে প্রকৃত ডৌলে ইজারা দিতে না পারেন্ তবে তাহার মালগুজারী সরকারের পক্ষহইতে তহসীলের বিধান নিজে করিবেন এবং উপরের উক্ত সেই সকল স্থান সন হাল ফসলীর শেষপর্য্যন্ত কালেক্টরসাহেবের এতমামে রহিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

লবণের হাসিল আমদানীমুখে দিলে পুনরায় না লাগিবার কথা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যে আমদানীমুখে যে লবণের হাসিল দাখিল হয় তাহা বিক্রয়মুখে পুনরায় হাসিল কিম্বা অপর কোন অঙ্ক তলব করেন্। এবং লবণের কারবারের বিষয়ী এ আইন প্রকাশের কালে যত লবণ উপরের উক্ত দেশে প্রস্তুত থাকে তাহাও বিক্রয়ের কালে কোনপ্রকারে কিছু হাসিল কিম্বা অপর অঙ্ক লওয়া অনুচিত জানিবেন। কিন্তু যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে যত লবণ প্রস্তুত রহে তাহা যে দাঁড়ায় পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে সেই দাঁড়ায় এইক্ষণেও বিক্রয় হইবেক বুঝিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

সালম্বা ও বালম্বা লবণের হাসিলের নিরিখ পরিবর্ত্তের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের অনুসারে সুবে বারাণসে আমদানীহওয়া সালম্বা ও বালম্বা লবণের উপর ৮০ আশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ২।০ দুই টাকা চারিআনার হারে হাসিল লাগিবার যে নির্ণয় ছিল তাহার পরিবর্ত্তে এ ধারার অনুসারে ঐ ওজনী মোনকরা ১ এক টাকার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ইং ১৮০১ সালের ৬ আইনের ৬ ধারা রদ হইবার কথা।

এ ধারার অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা রদ হইল। জানিবেন যে সে আইনের অন্য২ ধারার যে হুকুম বিনাআদেশে লবণ জন্মাইতে এবং তাহা একস্থানহইতে অন্য স্থানে চালাইতে ও বিক্রয় করিতে নিষেধনিদর্শনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সুবে বারাণসের জন্মান লবণের সম্পর্কে খাটিবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে বিনাহুকুমে আমদানী হওয়া লবণ ক্রোক্ ও জব্দ করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

এ আইনের দ্বারা জানিবেন যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে যে লবণ এ আইনজারীর পূর্ব্বে বিনাহুকুমে আমদানী হইয়া থাকে তাহা ক্রোক্ ও জব্দ করিতে নিষেধ নাই ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৭ সপ্তম আইন।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুক্ত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে যে লবণ আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৭ সপ্তম ধারার নির্ণীত হাসিলের নিরিখবন্দীর আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ১৫ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ১০ রজবে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে এবং এ সরকারের অধিকার যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের উৎপন্ন যে লবণ এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যের রাজ্যে আমদানী হইবেক তাহার উপর হাসিল নির্ণয় পশ্চাৎ যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে করা যাইবেক। আর ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ৭ সপ্তম ধারায় হুকুম আছে যে এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যহইতে যে লবণ ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার উক্ত বিশেষ কএক স্থানছাড়া এ সরকারের ভিন্নাধিকারে রফ্তানী হইবেক তাহার উপরেও হাসিল নির্ণয় যে আইন পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে করা যাইবেক। অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল এ নির্দ্ধারিত হুকুম এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে এ সনের ১ নবেম্বরহইতে চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সর

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারের এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যের উৎপন্ন যে কোনপ্রকার খাদ্য লবণ এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের



পাওয়া

কারের পাওয়া রাজ্যে যে লবণ আমদানী হইবেক তাহার হাসিলের নিরিখবন্দী হইবার কথা।

পাওয়া দোআবের মধ্যের রাজ্যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে আমদানী হইবেক তাহা হাসিল লাগিবার যোগ্য ঠাহরিবেক এবং সে হাসিলের নিরিখবন্দী ৮০ আশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ৷৫০ বার আনার হারে হইবেক ইতি।

### ৩ ধারা।

ইং ১৮০৪ সালের ৬ আইনের অনুসারে যে লবণ আমদানী হইবেক তাহার হাসিলের নিরিখবন্দী হইবার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে এবং যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যের ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যহইতে যে লবণ ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার উক্ত বিশেষ কএক স্থানছাড়া এ সরকারের ভিন্নাধিকারে ঐ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে রপ্তানী হইবেক তাহার হাসিলের নিরিখবন্দী ৮০ আশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ।০ চারি আনার হারে করা যাইবেক ইতি।

VOL. IV. 154.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুরকে শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের এলাকাহইতে খারিজ করিয়া এলাকা বারাণসের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের শামিল করাইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ২৭ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ২৩ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের দায়েরসায়েরী আদালতের মোকামহইতে জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের অবস্থিতির স্থান দূর হয় এহেতুক ঐ২ জিলার ভ্রমণে অনেক বিলম্ব ও ব্যামোহ হয় এবং ঐ২ জিলাকে এলাকা বারাণসের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের শামিল করাইলে ঐ২ জিলার দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার শীঘ্র এবং অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম এ আইন জারীর তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুরকে এলাকা বারাণসের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের শামিল করিবার কথা।

জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুরকে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের এলাকাহইতে খারিজ করিয়া এলাকা বারাণসের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের শামিল করা যাইবেক ইতি।

### ৩ ধারা।

নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের ব্যাপারস্থ পূর্ব্বীয় আইনসকল মূলের উক্ত জিলাসকলে খাটিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এবং এলাকা বারাণসের মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরদের এবং জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুরের জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও কালেক্টরসাহেবেরদের ও তেজারতী কারবারের মোখ্তার সাহেবদিগের এবং অন্যান্য



আমলারদের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

আমলারদের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তথা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের ব্যাপার করিবার সম্পর্কীয় যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের নির্দ্ধারিত হুকুমমতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ হয় সেই সকল আইনের অনুসারে ঐ২ জিলার মোতালক সমস্ত কর্ম্ম করেন্ ইতি।

Vol. IV. 156. সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

---

যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অপরাধগ্রস্ত হয় কিম্বা অন্য ব্যক্তিরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় কিম্বা যে সকল ব্যক্তি কৃত্রিম কাগজ কিম্বা জাল অর্থাৎ কৃত্রিম নিদর্শনপত্রাদি সৃষ্টি করে তাহারদিগকে শাস্তি দিবার বিষয়ে কএক নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ২৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৬ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ১৯ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে সকল ব্যক্তি শপথ কিম্বা সুকৃতিপত্রের অন্যথাচরণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহারদিগের প্রতি শরার উক্ত সমুচিত শাস্তি ও দমনের নিরূপণ করিবার জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনে ও ১৮০৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৪০ চত্বারিংশ ধারাতে ও ১৮০৪ সালের ৯ নবম আইনেতে অনেক২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী হইয়াছে তথাপিও অদ্যাবধি এই উৎকটাপরাধের রহিত ও মিথ্যা সাক্ষ্যইত্যাদিজন্য মহৎ দোষের নিবারণ না হইয়া বরং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার ও কৃত্রিম কাগজপত্রাদি সৃষ্টিকরণের নিমিত্তে সাক্ষিরদিগকে শিক্ষাণপড়ান ও তাহারদিগের সহিত যোগকরণের আত্যন্তিক এমত হইয়াছে যে তাহাতে ছোট বড় সমস্ত ব্যক্তির স্বত্ব নষ্টের এবং অবিচার হইবার নানা প্রকার মুখ্য কারণ হইয়াছে এবং মুসলমানের শরা অর্থাৎ শাস্ত্রে এমতাপরাধের কোন শাস্তি নিরূপণ হয় নাহি কেবল হাকিমের মত প্রমাণ কয়েদ কিম্বা তশহীর কিম্বা মারিপীট হয় এমতে দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীদিগের ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থাক্রমে অনেক২ সময়ে এমত সঙ্ঘটন হইয়াছে যে যে সকল ব্যক্তি এমত অপরাধগ্রস্ত হইয়াছিল তাহারা কোন নিরূপিত শাস্তি না পাইয়া অযথার্থ এবং অনুপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে অতএব এই সকল গতিকের দৃষ্টে এমত উচিত ও আবশ্যক হইল যে এমত অপরাধিদিগের অপরাধ প্রমাণ হইলে অপরাধের ভাব বুঝিয়া যেমত২ শাস্তি তাহারদিগের প্রতি অর্শে সেই২ মত শাস্তিনিরূপণ করিবার জন্যে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং এইরূপ অপরাধের ক্রিয়ার আধিক্য হইবাতে এমত আবশ্যক হইল যে কএক প্রকরণব্যতিরিক্ত এমত অপরাধিদিগের জামিনী গ্রহণ না হইতে পারে এবং এমত অপরাধ প্রমাণ হইলে অবিলম্বে তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে বিচারার্থে অর্পণ হয় যে উভয় পক্ষের সাক্ষী প্রস্তুত হইলে তৎক্ষণাৎ সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা যায় এহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নীচের

লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে ঐ সকল দাঁড়া প্রকাশ ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৭৯৭ সালের ১৭ আইন ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৪০ ধারার মর্ম্মাদি রহিত হইবার কথা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৭ সপ্তদশ আইন ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৪০ চত্বারিংশ ধারার কথা ও মর্ম্ম সকল রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনের ৪ ধারার লিখিত অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধির প্রতি যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী আদালতের ব্যাপ্য ব্যক্তির প্রতি এই আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত অপরাধ ঐ আদালতের সাহেবদিগের সমক্ষে ঐ অপরাধী স্বেচ্ছাধীন তাহার আপন অপরাধ মানিয়া লওনেতে কিম্বা মাতবর সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা কিম্বা অন্য যে কোন কথাক্রমে এ প্রকার দৃঢ় সন্দেহ জন্মে যে অবশ্যই এ ব্যক্তিহইতে এ অপরাধ হইয়া থাকিবে যদি যথার্থ প্রমাণ হয় এবং দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীর ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থাক্রমে সেই ব্যক্তি তাজীর কিম্বা অকূবৎ কিম্বা সীয়াসতের অর্থাৎ অল্প শাস্তি কি সমশাস্তি কিম্বা অতি শাস্তির উপযুক্ত হয় আর এমতে যদি অপরাধের প্রামাণ্য গ্রাহ্য হওনেতে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের মত ঐ আদালতের মুফ্তীর মতের সহিত ঐক্য হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাঁহার আপন মত প্রমাণ সেই অপরাধিকে তশহীর করিবার অর্থাৎ শাস্ত্যর্থে অনবস্থারূপে সকল লোকের অগ্রে প্রকাশ করিবার এবং ত্রিশ ঘা কোড়া মারিবার এবং এমত কোন মিয়াদ অর্থাৎ কালনিয়মে যে সাত বৎসরের অধিক ও চারি বৎসরের ন্যূন না হয় তাহাকে কঠিন শ্রমের সহিত কয়েদে রাখিবার নিমিত্তে হুকুম দেন্ আর মিথ্যাবাদী কিম্বা কৃত্রিমকারক কিম্বা এই অর্থের আর কোন শব্দ সেই দেশের চলন ভাষাতে অপরাধির কপালে গোদানী দিয়া চিহ্ন করান্ বরং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ ত্রিপঞ্চাশ আইনের ৮ অষ্টম ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের হুকুমানুসারে ঐ অপরাধিকে তাহার কয়েদের মিয়াদপর্য্যন্ত সে জিলাহইতে অন্য জিলায় থাকিবার জন্যে পাঠান উচিত বুঝিলেও তাহার হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক দিতে পারেন্

মোকদ্দমার গতিক বুঝিলে যদি সে ব্যক্তি এই প্রকরণের নিরূপিত শাস্তি অপেক্ষা অল্প শাস্তির যোগ্য হয় তবে সে মোকদ্দমার কাগজপত্র নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমার সমস্ত কথা ও বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া যদি এমত বুঝেন্ যে ঐ অপরাধী এই ধারার নিরূপিত শাস্তি অপেক্ষা অল্প শাস্তি পাইবার যোগ্য হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র আর রুবকারী এবং তাঁহারদিগের আপন বিবেচনার এক বৃত্তান্তপত্র লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার সমস্ত ভাব ও গতিক বুঝিয়া আপন বিবেচনাক্রমে যে হুকুম ঐ বিষয়ে দিবেন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ মত অপরাধি ব্যক্তির অপরাধপ্রমাণহওনেতে দায়ের সায়েরা আদালতের জজসাহেবের এবং ঐ আদালতের মুফ্তীর মতে অনৈক্য হইলে ঐ আদালতের সাহেবের উচিত যে ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা শাস্তি দিবার হুকুম স্থগিত রাখিয়া ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের রুবকারী এবং তাঁহারদিগের বিবেচনার বৃত্তান্ত সম্বলিত এক ইঙ্গরেজী চিঠী লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরর বিচার ও ন্যায়ার্থে পাঠান্ ইতি।

এমত কোন মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব ও মুফ্তীর মতে অনৈক্য হইলে যে উপায় হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র পঁহুছিলে পর নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তী তাহাতে আপনারদিগের ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা লিখেন্ আর যদি ঐ আসামীর প্রতি অপরাধ যথার্থ প্রমাণ হয় তবে ঐ সদরের সাহেবদিগের উচিত যে এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের হুকুমানুসারে যে শাস্তিনিরূপণ হইয়াছে সেই মত শাস্তির হুকুম দেন্ ইতি।

নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমার কাগজপত্র পঁহুছিলে যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

## ৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা সরকারের অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি দিব্য করাইবার ভার আছে তাঁহার সাক্ষাৎ কেহ কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন কথাতে জানিয়া শুনিয়া শপথের কিম্বা সুকৃতিপত্রের পাঠের অন্যথাচরণ করিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী করিয়া দেয় তাহাকে মিথ্যা সাক্ষিদিগের মধ্যে গণ্য যাইবেক এবং উপরের ধারার লিখিত শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হইবেক ইতি।

কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমাতে জানিয়া শুনিয়া আপন শপথ কি সুকৃতিপত্রের অন্যথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে উপরের ধারার নির্ণীত শাস্তির যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের বিবরণানুসারে যে ব্যক্তি অন্যেরদিগ্কে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় সে ব্যক্তিকে উৎকটাপরাধিস্বরূপ জ্ঞান করা যাইবেক এবং তাহার প্রতি এমত অপরাধপ্রমাণ হইলে ঐ উৎকটাপরাধী এই আইনের ৩ ধারার লিখিত মত শাস্তি পাইবেক ইতি।

যে ব্যক্তি অন্যেরদিগ্কে লওয়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় সে ব্যক্তি এই আইনের ৩ ধারার শাস্ত্যর্হ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি চাতুর্য্য কিম্বা শঠতা করিয়া এবং অন্যেরদিগের ক্ষতি হয় এমত মনে করিয়া ছাপার কিম্বা লেখা দলীলদস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র কিম্বা কাগজপত্র জাল অর্থাৎ কৃত্রিম সৃষ্টি করে কিম্বা তাহাতে লিখিত কোন কথার বিনিয়ম অর্থাৎ বদল করে কিম্বা এ প্রকার নিদর্শনপত্র ও কাগজপত্রাদিতে মিথ্যা দস্তখৎ কিম্বা কৃত্রিম মোহর করে কিম্বা চাতুর্য্য ও শঠতা করিয়া সরকারী ইষ্টাম্পকাগজ ও মোহরসকল কৃত্রিম করে সে অপরাধি ব্যক্তি এবং এইরূপ যে ব্যক্তি অন্যেরদিগ্কে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কাগজপত্র ও নিদর্শনপত্রাদি কৃত্রিম সৃষ্টি করায় তাহার প্রতি এমত অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তিও এই আইনের ৩ ধারার নির্ণীত শাস্তি পাইবেক ইতি।

কোন ব্যক্তি চাতুর্য্যক্রমে কি অন্যের ক্ষতির মনস্থে কাগজপত্রাদি কৃত্রিম করিলে এবং অন্য লোককে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া তাহা করাইলে এই আইনের ৩ ধারার নির্ণীত শাস্তির যোগ্য হইবার কথা।

## ৫ ধারা।

উপরের উক্ত অপরাধি ব্যক্তিরদিগ্হইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যেপ্রকার জামিনী লইতে পারেন্ তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের লিখিত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ হয় এবং বিচার ও ন্যাযার্থে সেই মোকদ্দমার আসামীকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে সোপর্দ্দকরা উচিত ও আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বের কোন আইনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তি হইবাবধি কয়েদ করিয়া রাখেন্ এবং যে আদালতের সাহেবের হুকুমমতে ঐ মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হয় কিছু বিশেষ হুকুম সে আদালতহইতে না হইলে ঐ অপরাধির জামিনী কখন গ্রাহ্য না করেন্ কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত অপরাধহইতে কোন অপরাধের নালিশ প্রথমতঃ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় এবং ঐ আসামীর মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সমর্পণ করিবার নিমিত্তে আর কোন আদালতের সাহেবদিগের তরফহইতে কোন হুকুম জারী না হয় তবে ইহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনের মতে যে আসামীকে দায়েরসায়েরী আদালতে সমর্পণ করা উচিত বুঝেন্ সে আসামীকে কয়েদ করিয়া রাখেন্ কিম্বা তাহার জামিনী গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

## ৬ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক এমত মোকদ্দমা শীঘ্র সোপর্দ্দ করিবার কারণ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের প্রতি হুকুম দিতে পারিবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব যদি বুঝেন্ যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতের মধ্যে সাক্ষ্য দিবার সময়ে জানিয়া শুনিয়া আপন শপথ কিম্বা সুকৃতিপত্রের অন্যথাচরণপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিল কিম্বা অন্যেরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইল কিম্বা ঐ আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাদিহইতে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র ও নিদর্শনপত্রাদি কৃত্রিম সৃষ্টি করিয়াছে কিম্বা ঐ নিদর্শনপত্র্যাদির কোন কথাবার্ত্তার আর কোন প্রকার চক্রান্ত ও বিনিময় অর্থাৎ বদল করিয়াছে তবে এমতে উভয় পক্ষের সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে এমত হুকুম দেন্ যে ঐ আসামীর মোকদ্দমা শীঘ্র দায়েরসায়েরী আদালতের বিচারার্থে সোপর্দ্দ করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ ঐ আসামীর মোকদ্দমার বিচার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সুন্দররূপে পুনর্ব্বার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে না হইয়া থাকে এবং সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী প্রকৃতপ্রস্তাবে লওয়া ও দৃষ্টি না করা গিয়া থাকে তাবৎ ঐ অপরাধির প্রতি অপরাধ সাব্যস্তের কিম্বা তাহাকে শাস্তি দিবাতে কোনপ্রকারে কোন হুকুম না দেন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. Bayley,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৯ নবম আইন।

শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এলাকার দায়েরসায়েরী আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তের আর যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যের এবং যমুনা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের তথা এ সরকারকে পেশওয়ার দত্ত বুন্দেলখণ্ডের ভিতরী অধিকারের ফৌজদারী আদালতের কার্য্য সম্বন্ধের বিষয়ী আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ১৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ১১ রমজানে জারী হইল।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে দৌলৎরাও সিঁধিয়া দোআবের মধ্যস্থলের এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে যে রাজ্য দিয়াছেন এবং পেশওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বীয় যে অধিকার অর্পণ করিয়াছেন সেই২ স্থানের আর তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য যে যে দেশ এ সরকারের দখলে আসিয়াছে তথাকার নিবাসিগণের রক্ষণাবেক্ষণার্থে ফৌজদারী আদালতের বিধান স্থির করা কর্ত্তব্য। এবং ঐ আদালতের সংক্রান্ত মোকদ্দমাসকলের বিচার আদ্যোপান্ত যে শরার অনুসারে হইয়া আসিতেছে তাহা বলবৎ রাখা উচিত আর তাহার কোন২ মতের ফেরফার হইয়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের ফৌজদারী আদালতের কার্য্যে চলিয়াছে সেই দেশকে স্বতন্ত্র২ জিলাবন্দী করা এবং এ আইনের হুকুম যে নির্দ্ধারিত মিয়াদপর্য্যন্ত না চলে তাবৎ জিলা এটাওও মুরাদাবাদহইতে কোন২ পরগনা খারিজ করিয়া জিলা আলীগড়ের শামিল করা আবশ্যক হইল। আর নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের দায়েরসায়েরী আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের সংজ্ঞা পরিবর্ত্ত করা উচিত জানা গেল এই সকল কারণে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম এ আইন শোহরত পাইবার তারিখহইতে চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার যে অবধির হুকু কোম্পানি বাহাদুরকে



মের

দেওয়া নওয়াব উজীরের দেশের দায়েরসায়েরী আদালতের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তের কথা।

মের অনুসারে অপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের দায়েরসায়েরী সংজ্ঞাক আদালত নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইঅবধি রদ হইল উত্তরকাল সে আদালতের সংজ্ঞা এলাকা বরেলীর দায়েরসায়েরী আদালত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

দৌলৎরাও সিঁধিয়ার দত্ত রাজ্যের নাম জিলা বন্দীক্রমে হইবার ও সেইং জিলা এলাকা বরেলীর দায়েরসায়েরী আদালতের পেটায় রহিবার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে দৌলৎরাও সিঁধিয়া দোআবের মধ্যস্থলের ও যমুনা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বীয় যে রাজ্য দিয়াছেন সে রাজ্যকে পাঁচ ভাগে জিলাবন্দী করা যাইবেক তাহার একের নাম জিলা পানীপথ দ্বিতীয়ের নাম জিলা উত্তর ভরতপুর তৃতীয়ের নাম জিলা দক্ষিণ ভরতপুর চতুর্থের নাম জিলা আলীগড় পঞ্চমের নাম জিলা আগরা হইবেক এবং এ সকল জিলা এলাকা বরেলীর দায়েরসায়েরী আদালতের পেটায় রহিবেক ইতি।

৪ ধারা।

জিলা বুন্দেলখণ্ড এলাকা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের পেটায় রহিবার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বীয় বুন্দেলখণ্ডের ভিতরী যে অধিকার পেশওয়া দিয়াছেন তাহার নাম জিলা বুন্দেলখণ্ড হইবেক ও সে জিলা এলাকা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের পেটায় রহিবেক ইতি।

ধারা।

৩।৪ ধারার লিখিত জিলাসকলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ভ্রমণ হইবার মতের কথা।

এলাকা বরেলীর ও এলাকা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের একং জন নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কৃত নির্ণয়ক্রমে প্রতি বৎসর দুইবার ৩ তৃতীয় ধারার তথা ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত জিলাসকলে ভ্রমণ করিবেন ইতি।

ধারা।

মূলের লিখিত আইন মতে ফৌজদারী আদালতের সংক্রান্ত মোকদ্দমাসকলের বিচার হইবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের বিচার করিবার নিমিত্তী যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের আইনী যাঁহা মতে নির্দিষ্ট হইয়াছে ও পশ্চাৎ নির্দিষ্ট হয় সেই আইনের অনুসারে এ সরকারকে সিঁধিয়ার ও পেশওয়ার দত্ত অধিকারের এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া রাজ্যের ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের বিচার করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

৩।৪ ধারার লিখিত জি

৩ তৃতীয় তথা ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত জিলা প্রতি একং জন সাহেব মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত

নিযুক্ত হইবেক ও যে সকল ভার কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরকে নওয়াব উজীরের দে ওয়া দেশের জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে দেওয়া গিয়াছে এবং উত্তর কালে ঐ আইনের মতে ছাপা ও জারীহওয়া অন্য কোন আইনক্রমে দেওয়া যায় সে সাহেবেরা সেই সকল ভার পাইবেন ইতি।

জাসকলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ভারের কথা।

৮ ধারা।

জানিবেন যে গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ যে সময়ে উচিত বোধ হয় সেই সময়েই উপরের কএক ধারার লিখিত জিলাসকলের সীমানার ফেরফার কিম্বা অন্য২ মাহালাত ঐ জিলাসকলের শামিল অথবা ঐ২ জিলাহইতে কোন মহাল খারিজ কিম্বা ঐ সকল জিলা ভাঙ্গিয়া অধিক জিলাবন্দী করাইবার হুকুম হুজুর কৌন্সেলহইতে দিতে পারিবেন ইতি।

গবরনর জেনরল বাহাদুরজিলাসকলের সীমানার ফেরফারাদি করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা।

ঐ জিলাসকলের পোলীসী কার্য্যের এতমামদারী মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের জিম্মা হইবেক এবং যেরূপে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপন২ জিলার উৎপাত নিবার পার্থে স্থানে২ পোলীসের দারোগা নিযুক্ত করিবার ভার পাইয়াছেন সে সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক জিলাসকলের উৎপাত নিবারণের কারণ বিহিত বুঝিয়া স্থানে২ পোলীসের দারোগা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সেইরূপে পাইবেন। আর সে সাহেবেরা এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের পোলীসের বিষয়ী বহালী আইনমতে কিম্বা অন্য যে কোন আইন পশ্চাৎ আপনারদিগের মোতালক জিলাসকলের অর্থে নির্দিষ্ট হয় তদনুসারেও পোলীসের কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু জানিবেন যে ঐ সকল জিলার জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের শিরে পোলীসের কার্য্যের যে ভার এবং চুরী ও উৎপাতান্তর নিবারণের যে দায় তাহারদিগের বর্ত্তমান করারদাদের অনুসারে কিম্বা দেশাচারক্রমে থাকে সে ভার ও দায় যদি তাহারদিগের সেই করারদাদদৃষ্টে অথবা যাহার যে হুকুমমতে সে ভার হইয়া থাকে সে হুকুমের নির্দশনে স্পষ্ট না হয় তবে সে ভার ও দায়হইতে তাহারা নিস্তার পাইবেক না যদ্যপি এ আইনজারীর তারিখের পূর্ব্বে এ হুকুমের বাধায়ে কোন আইন হইয়া থাকে তথাচ জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা পোলীসের কার্য্য চালাইবেক ও তাহার দায়ে ঠেকিবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা স্থানে২ পোলীসের দারোগা বসাইতে পারিবার কথা।

জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা পোলীসের কার্য্য চালাইবার এবং তাহারা নিজকরারদাদদিগরের অনুসারে যে দায়হইতে নিস্তার না পাইবার কথা।

১০ ধারা।

জিলা বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেটসাহেব ঐ জিলার কর্ম্মকর্ত্তা কমিস্যনরসাহেবদিগের

কমিস্যনরদিগের তাবে



তাবে

থাকিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা পোলীসের কার্য্য করিবার এবং কমিস্যনরদিগকে মাজিষ্ট্রেটী ভারার্পণ হইবার কথা।

তাবে থাকিয়া তথাকার পোলীসের কার্য্য করিবেন্। এবং জানিবেন যে সকল
কমিস্যনরসাহেবকেই ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেটী ভারার্পণ হইল। আর ঐ জিলার কমি
স্যনরসাহেবদিগের মঞ্জুরীতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা তথাকার পোলীসের দারো
গারা নিযুক্ত হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

মূলের লিখিত জিলা সকলের মোতালক রাজ্যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের আমল জারীর তারিখ নির্দ্দিষ্টের কথা।

জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত জিলাসকলের মাজিষ্ট্রে
ট্সাহেবদিগকে ও এলাকা বরেলীর দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম
নাই যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে ৩০ ত্রিশা দিসেম্বর তারিখে কোম্পানি ইঙ্গরেজ
বাহাদুরের সরকারের সহিত দৌলৎরাও সিঁধিয়ার সোলেনামা হইয়া তদনুসারে ঐ
সকল জিলার মোতালক রাজ্য এ সরকারকে অর্পণ হইয়াছে সেই তারিখের পূর্ব্বে
তথায় যে অপরাধ জন্মিয়া থাকে সে অপরাধের মোকদ্দমার বিচার করেন্। আর
জিলা বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও এলাকা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদাল
তের সাহেবদিগকেও হুকুম নাই যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে ১৬ দিসেম্বর তারি
খে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের সহিত পেশওয়ার নয়া সোলেনামা
মোকাম বাঁশবনের অর্থে হইয়া তদনুসারে বুন্দেলখণ্ডের মোতালক কএক মহাল এসর
কারকে অর্পণ হইয়াছে সেই তারিখের পূর্ব্বে যে অপরাধ তথায় জন্মিয়া থাকে সে
অপরাধের মোকদ্দমার বিচার করেন্। এবং কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে ও দায়েরসা
য়েরী আদালতের সাহেবদিগের কাহাকেও হুকুম নাই যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদু
রের সরকারের হস্তে যে তারিখপর্য্যন্ত যে কোন রাজ্য না আসিয়া থাকে সে তারি
খের পূর্ব্বের জনিত তথাকার কোন অপরাধের মোকদ্দমার বিচার করেন্। আর এ
লাকা বরেলীর ও এলাকা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে তথা
নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকেও হুকুম নাই যে উপরের লিখিত যে যে তারিখে
এ সরকারের হস্তে ঐ সকল জিলার মোতালক রাজ্য আসিয়াছে তাহার পর এবং
এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে ঐ সকল জিলায় কোন অপরাধের অপরাধির
মোকদ্দমায় শরার অনুসারে যে হুকুম দেওয়া উচিত হয় তাহাছাড়া কোন হুকুম
দেন্। কিন্তু যদি ফতওয়ার অনুসারে বধ কিম্বা অঙ্গচ্ছেদন অথবা জীবনাবধি বন্ধন
করণ সম্ভব না হয় ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা অপরাধপ্রমাণপূর্ব্বক
স্বাস্ত্যন্তর দেওয়া উচিত বুঝেন্ তবে তাহাতে আপনারদিগের হুকুম জারী করিতে
পারিবেন। অথবা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যদি লঘু শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য হয়
তবে তাহাই দিবেন। আর দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে অপরাধ
প্রমাণ বুঝেন্ সে অপরাধে ফতওয়ার অনুসারে অপরাধীর দুই অঙ্গচ্ছেদন করিতে
হইলে তাহার বদলে ১৪ চৌদ্দবৎসর কয়েদ করিয়া কঠিন শ্রম করাইবার এবং

# ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ৯ নবম আইন।

একাঙ্গচ্ছেদন করিতে হইলে তাহার বদলে ৭ সাতবৎসর কয়েদ রাখিয়া উৎকট শুম করাইবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তদপেক্ষা সম্ভবপর অল্প শাস্তি যাহা দিতে চাহেন্ তাহারি হুকুম দিতে শক্ত হইবেন। আর যদি শরার অনুসারে বধ কিম্বা জীবনাবধি বন্ধন কর্ত্তব্য হয় অথবা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা নিজ বিবেচনাক্রমে কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়ায় অসম্মত হন্ তবে উচিত যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজকৃত বিচারসুদ্ধা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সমীপে চালান করেন্। নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই মোকদ্দমার কাগজপত্রদৃষ্টে যদি অপরাধপ্রমাণ বুঝেন্ তবে সেই ফতওয়ার অনুসারেই শাস্তিদেওয়া কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে লঘু শাস্তিদেওয়া যাহা বিহিত ঠাহরেন্ তাহারি হুকুম করিতে অথবা অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবার অর্থে লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

জিলা মুরাদাবাদ ও এটাওহইতে খারিজ হইয়া জিলা আলীগড়ে দাখিলহওয়া কএক জিলায় অপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচার হইবার তারিখনির্ণয়ের কথা।

## ১২ ধারা।

জানিবেন যে ১১ ধারার নির্দ্ধারিত তারিখ নিদর্শনে আইনচলনের বিষয়ী যে হুকুম আছে তাহা গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের প্রকাশিত ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ২৭ নবেম্বরের হুকুমমতে জিলা মুরাদাবাদের ও এটাওয়ের খারিজী ও জিলা আলীগড়ের দাখিলী বিশেষিত কএক জিলায় খাটিবেক না। সে কএক জিলায় চলনের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩৪ ধারার নির্দ্ধারিত যে তারিখ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের অপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে নির্দিষ্ট আছে সেই তারিখ বলবৎ থাকিবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ১০ দশম আইন।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর রাজাধিপ শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অপকারচেষ্টকাপরাধিগণের শাস্তি কোর্ট মারসাল অর্থাৎ ফৌজী বিচারানুসারে দিতে পারিবার আইন ঐ শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ১৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ১১ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

রাজাধিপ শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের সহিত এদেশের অন্য কোন২ অধিকারির যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে তাহাতে ঐ কোম্পানি বাহাদুরের ব্যাপ্য যে২ লোকে অস্ত্র ধরিয়া কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী ফৌজের সঙ্গে লড়িয়াছে এবং এ সরকারের শত্রুবর্গকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছে এবং তাহারদিগের সহায়তা করিয়াছে এবং এ সরকারের প্রজাগণের ধনপ্রাণের উপর উৎপাত ঘটাইয়াছে সেই২ লোকের শাস্তির অর্থে এবং কখন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের সহিত কাহার লড়াই হইলে কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার ফোর্ট উলিয়মের তাবে রাজ্যের মধ্যে বিরোধবিসম্বাদ জন্মিলে তাহাতেও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের এবং প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ সংরক্ষণের নিমিত্তে আবশ্যক হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ব্যাপ্য যাহারা দুর্ব্বৃত্তীক্রমে অস্ত্র ধরিয়া কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই অস্ত্রধারিতারূপে ধরা পড়ে কিম্বা এ সরকারের সহিত কৃতযুদ্ধ শত্রুবর্গের সহযোগে এ সরকারের প্রজাগণের উপর দৌরাত্ম্য ঘটায় অথবা অন্য কোন দুষ্ণামি করে তাহারদিগের শাস্তির কারণ কোর্ট মারসালের অনুসারে আদালতসকল নির্দ্দিষ্ট করা যায় অতএব শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুমনির্ণয় হইল এ নির্ণীত হুকুম এ আইন জারীর তারিখহইতে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার ফোর্ট উলিয়মের তাবে সকল রাজ্যে চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

গবর্ণর জেনরল ফৌজদারী আদালত মৌকুফ করিতে পারিবার এবং

এ ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যাধিকারের মধ্যের কোন জিলার কিম্বা শহরের অথবা অন্য স্থানের ফৌজদারী আদালত সম্যক্ কিম্বা কিছু মৌকুফ করিতে অথবা মৌকুফ করিবার হুকুম

তাহার অনুযায়ি কোর্ট মারস্যালের অনুসারে আদালত বসাইতে পারিবার কথা।

কাহাকেও দিতে পারেন্। এবং তদনুযায়ী কোর্ট মারস্যালের অনুসারে আদালত সকল বসাইতে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্। যদি কখন কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহিত এদেশের অন্য কোন অধিকারির যুদ্ধবিগ্রহ হয় কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যাধিকারের মধ্যে কিছু বিরোধবিসম্বাদ জন্মে ও তাহাতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ব্যাপ্য এদেশের জনিত কিম্বা এদেশের বসতীকৃত কেহ অস্ত্র ধরিয়া কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই অস্ত্রধারিতারূপে ধরা পড়ে অথবা মুর্খ্যতা কিম্বা হুকুমহেলন করিয়া যুদ্ধকরণে উদ্যত হয় অথবা অপর কোনমতে দুঁদ্যামি ও দৌরাত্ম্য করে কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের শত্রুবর্গের প্রবৃত্তিজনক অথবা সহায়তাকারক হয় তবে তাহার অপরাধের বিচার অব্যাজে কোর্ট মারস্যালের দ্বারা গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে অপরাধির অপরাধ কোর্ট মারস্যালের অনুসারে প্রমাণ হয় সে বধ্য হইবার এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে জব্দ হইবার কথা।

এ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজ্যাধিকারের জনিত কিম্বা বসতীকৃত অথবা আশ্রয় গৃহীতক্রমে যে কেহ কোম্পানি বাহাদুরের ব্যাপ্য হয় ও থাকে তাহাহইতে যদি উপরের উক্তাপরাধ জন্মিয়া ধরা পড়ে ও সে অপরাধ তাহাহইতে হইয়াছে এমত প্রমাণ হয় তবে যাবৎ ফৌজদারী আদালত মৌকুফ থাকে অর্থাৎ কোর্ট মারস্যালের অনুসারে আদালত জারী রহে তাবৎ সে লোক বধের যোগ্য হইবেক ও তাহাকে উদ্বন্ধনে এতাবতা গলায় ফাঁসী দিয়া মারা যাইবেক। এবং যাহার প্রতি উপরের লিখিতাপরাধ কোর্ট মারস্যালের অনুসারে প্রমাণ হয় তাহার স্থাবর কিম্বা অস্থাবর ধন যাহা অপরাধ প্রমাণকালে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজ্যাধিকারের মধ্যে স্থিত রহে তাহা সমস্তই ঐ সরকারে ক্রোক্ ও জব্দ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

উপরের উক্তাপরাধের কোন মোকদ্দমার বিচার কোর্ট মারস্যালের দ্বারা করাইবার আবশ্যক না জানিলে তাহা ফৌজদারী আদালতে কিম্বা স্পেস্যাল কোর্টে করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

এই আইনানুসারে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর উপরের উক্তাপরাধের অপবাদিতগণের মোকদ্দমাসকলের বিচার কোর্ট মারস্যালের দ্বারা করাইবার আবশ্যক না বুঝিলে তাহার বিচার যে ফৌজদারী আদালত কিম্বা স্পেস্যাল কোর্ট ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৪ আইনের তথা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২০ বিংশ আইনের অনুক্রমে এ প্রকার মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে নির্দ্দিষ্ট আছে তথায় করাইতে নিষেধ নাই ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ১১ একাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৮ আইন রদ করিবার এবং শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন এবং ঐ সরকার যুদ্ধক্রমে দোআবের মধ্যের তথা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশ পাইয়াছেন এবং ঐ সরকারকে বুন্দেলখণ্ডের মধ্যের যে দেশ পেশওয়া দিয়াছেন সেই সকল দেশের সুবেজাতে হাসিল লইবার দাঁড়ানির্ণয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের তারিখ ১৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ১১ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন তথায় গবর্নর জেনরল বাহাদুরের নায়েব সাহেবের এবং তথাকার কমিস্যনরী বোর্ডের সাহেবদিগের হকুমী যে ইশ্‌তিহারনামা ঐ দেশের মালগুজারীর বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ১৪ জুলাইতে প্রকাশ পাইয়াছে সেই ইশ্‌তিহারনামার ১ প্রথম দফায় লেখা আছে যে মালের এলাকাহইতে সমস্ত সায়েরাৎ খারিজ হইয়া কেবল মালগুজারীর বন্দোবস্ত সন ১২১০ ফসলীহইতে ধার্য্য করা যাইবেক। এবং ঐ দেশের তৎকালের মোস্তারকারেরাও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৯ জানুআরিতে সাঁয়েরাতের বন্দোবস্ত মৌকুফ করিয়া ঐ দেশে যে রাহাদারী হাসিল পূর্ব্বে লাগিত তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ ফিব্রুআরিহইতে ঐ দেশের আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের উপর পঞ্চোত্তরার হাসিল লাগিবার নিরিখ বন্দী গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরের কারণ করিয়াছিলেন। এবং ঐ দেশের বাজার ও গঞ্জিয়াতে জিনিস বিক্রয়ের উপরে যে সরকারী হাসিল অর্থাৎ পঞ্চোত্তরা ঐ বন্দোবস্তের অনুসারে লাগিত তাহা বহাল রাখিয়াছিলেন। এবং সে বন্দোবস্ত যত দিনপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক তাহার নিরূপণ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৮ আইনে আছে। আর উচিত জানা গেল যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন তথাকার পঞ্চোত্তরার হাসিল লইবার সম্পর্কীয় যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা তাহার কোন২ মর্ম্ম ফেরফার করিয়া ঐ সরকার যুদ্ধক্রমে দোআবের মধ্যের যে দেশ এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশ পাইয়াছেন এবং ঐ সরকারকে বুন্দেলখণ্ডের মধ্যের যে দেশ পেশওয়া দিয়াছেন সেই সকল দেশেও জারী হয় অতএব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সাল ১১ একাদশ আইন।

### ২ ধারা।

এ ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৮ আইন রদ হইবার কথা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন তথাকার রাহাদারী হাসিল মৌকুফের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৮ আইন এবং ঐ দেশের গঞ্জিয়াতে পঞ্চোত্তরার যে হাসিল লাগিত তাহাও এ ধারার অনুসারে রদ হইল ইতি।

### ৩ ধারা।

এ আইনের কিম্বা ভবিষ্যৎ কোন আইনের মঞ্জুরীছাড়া কিছু হাসিল কোন জিনিসে না লাগিবার কথা।

জানিবেন যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীর যে দেশ দিয়াছেন সে দেশের মধ্যে কোন জিনিস এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইতে এবং সেই দেশহইতে ভিন্নাধিকারে যাইতে এবং ভিন্নাধিকারহইতে সেই দেশে আসিতে সায়েরাতী ও রাহাদারী ও জমীদারীসংজ্ঞক এবং তদিতর যেং সংজ্ঞক হাসিল লাগে তাহা এ ধারার অনুসারে মৌকুফ হইল। সে সকল জিনিসের উপর এ আইনের মঞ্জুরী কিম্বা অন্য যে কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়ায় পশ্চাৎ ছাপা ও জারী হয় তাহার মঞ্জুরীছাড়া কিছু হাসিল লাগিবেক না ইতি।

### ৪ ধারা।

এ আইনের এবং ভবিষ্যৎ কোন আইনের বেমঞ্জুরী হাসিল মৌকুফ হইবার কথা।

শহর দিল্লীর এবং যমুনানদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশের রাজস্ব শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ আলম পনাহের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে দেশ এবং বুন্দেলখণ্ডের মধ্যের ঐ নদীর দাহিন পার্শ্বীয় যে দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে পেশওয়া দিয়াছেন সে দেশছাড়া দোআবের মধ্যের অর্থাৎ গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থলের যে দেশ দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ঐ সরকারকে দিয়াছেন সেই দেশের আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের উপর সায়েরাতী ও রাহাদারী ও জমীদারীসংজ্ঞক এবং অন্য যে কোন সংজ্ঞক হাসিল এ আইনের কিম্বা অন্য যে কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে ছাপা ও জারী হয় তাহার অনুসারেও মঞ্জুর না হয় সে হাসিল ফসলী ১২১৩ সাল প্রবর্ত্তহইতে মৌকুফ হইবেক ইতি।

### ৫ ধারা।

হাসিল লইবার কারণ জিলাসকলে পঞ্চোত্তরার কাছারী বসিবার কথা।

জিলা গোরক্ষপুর ও আলাহাবাদ ও কানপুর ও এটাও ও ফরোখাবাদ ও বরেলী ও মুরাদাবাদে এবং জিলা আলীগড়ে ও আগারায় এবং সাহারণপুরের উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে এবং জিলা বুন্দেলখণ্ডে এ আইনের নির্দ্দিষ্ট নিরিখমতে নীচের লিখিত জিনিস আমদানী ও রপ্তানীর উপর হাসিল লইবার কারণ পঞ্চোত্তরার কাছারী বসিবেক ইতি।

### ৬ ধারা।

গবরনর জেনরল বা

গবরনর জেনরল বাহাদুরের সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব আছে যে যে স্থলে উচিত জানেন সেই



স্থলেই

নগেই হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে দোআবের মধ্যের যুদ্ধে পাওয়া দেশে কিম্বা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের কোন জিলায় অথবা খণ্ড জিলায় এ আইন জারী মৌকুফ করেন্। এবং কোন স্থানে পঞ্চোত্তরার কাছারী বসাইবার ইচ্ছা হইলে তাহাও হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে বসাইবার ক্ষমতা রাখেন্ ইতি। মরিশেষে ইচ্ছাক্রমে এ আইনজারী মৌকুফ করিতে এবং পঞ্চোত্তরার কাছারী বসাইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

হাসিল লইবার কারণ পঞ্চোত্তরার কাছারী শহর আলাহাবাদে ও ফরোখাবাদে ও বরেলীতে ও আগরায় ও কসবা গোরক্ষপুরে ও মুরাদাবাদে ও কানপুরে ও এটাওতে ও কোয়েলে ও মেরঠে ও সাহারণপুরে এবং জিলা বুন্দেলখণ্ডের বড় কসবায় বসিবেক ইতি। শহর আলাহাবাদও গয়রহে পঞ্চোত্তরার কাছারী বসিবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—৫ পঞ্চম ধারার অনুসারে পঞ্চোত্তরার যে কাছারী বসিবেক তথায় মোকররী সরকারী হাসিল লওয়া যাইবেক। এবং সেই পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের নাম জিলা এটাও ও আলাহাবাদ ও কানপুর ও ফরোখাবাদ ও আগরা ও আলীগড় ও সাহারণপুর ও মুরাদাবাদ ও বরেলী ও গোরক্ষপুর ও বুন্দেলখণ্ড এবং এ সকল জিলার তাবে জিলাসকলের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব হইবেক। পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের খ্যাতির কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জিলা এটাও ও আলাহাবাদের পঞ্চোত্তরার কাছারী কানপুরের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরী কাছারীর তাবে হইবেক। এবং তথাকার কালেক্টরের নয়াবতীতে কোম্পানির সরকারের চাকর কলমজীবি সাহেবদিগের মধ্যে এক জন জিলা এটাওতে আর এক জন জিলা আলাহাবাদে নিযুক্ত রহিবেন। এবং জিলা আগরার হাসিলের কাছারী ফরোখাবাদের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের তাবে থাকিবেক তথাকার নয়াবতীতে কোম্পানির সরকারী চাকর এক জন কলমজীবি সাহেব আগরায় নিযুক্ত রহিবেন। পঞ্চোত্তরার যে কাছারী যথাকার তাবে থাকিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জিলা আলীগড়ে ও সাহারণপুর ও মুরাদাবাদ ও বরেলী ও গোরক্ষপুরের পঞ্চোত্তরার হাসিল ঐ সকল জিলার মালের কালেক্টরসাহেবদিগের মারফতে লওয়া যাইবেক। আর জিলা সাহারণপুরের পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবের সহায়তার জন্যে অগ্রগণ্য আসিষ্টান্ট যে সাহেব ঐ জিলার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের নায়েবখ্যাতিতে খ্যাত থাকিবেন সেই আসিষ্টান্টসাহেব কালেক্টরসাহেব ঐ জিলার উত্তর খণ্ডে গেলে দক্ষিণ খণ্ডে থাকিবেন এবং দক্ষিণ খণ্ডে গেলে উত্তরখণ্ডে রহিবেন ইতি। যে যে জিলার পঞ্চোত্তরার হাসিল মালের কালেক্টরসাহেবের মারফতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে বওয়াব উজীরের দেওয়া এবং ঐ সর পঞ্চোত্তরার সাহেবেরা

 কারের

বোর্ড রেভেন্যুর সাহেবদিগের তাবে থাকিবার কথা।

কারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা এবং তাঁহারদিগের নায়েবেরা মোকাম কলিকাতার বোর্ড রেভেন্যুর সাহেবদিগের তাবে থাকিবেন ইতি।

১০ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোহরের বিষয়ী হুকুমের কথা।

ঐ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা আপনং এলাকার মোহর চৌকোণা দীর্ঘ ও প্রস্থে দুইইঞ্চ পরিমাণে রাখিবেন এবং সে মোহরে নীচের লিখিত পাঠ পারসী ভাষাক্ষরে এবং হিন্দী ভাষা নাগরী অক্ষরে খোদাইবেন। সে পাঠ এই যে মোহর কালেক্টরী জিলা অমুক। আর যে কোন জিলার কালেক্টরসাহেবের নায়েব থাকিবেন তাহার স্থানেও এমত পাঠের মোহর থাকিবেক ইতি।

১১ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরদের কর্ত্তব্য শপথের কথা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা এবং তাঁহারদিগের নায়েবেরা আপনারদিগের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে নীচের লিখিত পাঠে শপথ গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা অন্য যে কেহ ঐ হজুরহইতে শপথ করাইবার অর্থে ভার পাইয়া থাকেন তাঁহার নিকটে করিবেন। শপথের পাঠ এই যে আমি অমুক জিলার পঞ্চোত্তরার কালেক্টর এই রূপে শপথ করিতেছি যে এ জিলার পঞ্চোত্তরার কার্য্য যথার্থক্রমে করিব এবং যে নিষ্কর্ষ হাসিল সরকারে জমা হইবেক তাহাছাড়া অতিরিক্ত কিছু লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে অন্যকে লইতে দিব না। এবং নিজের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার উপলক্ষে কোন দ্রব্য কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারদেশে গোপনে কিম্বা অগোপনে কিনিব না এবং কোন ব্যবসায় করিব না। আর হজুর কৌন্সেলহইতে আমার প্রাপ্তব্য যাহা নির্দিষ্ট আছে ও হয় তাহার অধিক কিছু নজর কিম্বা সওগাৎ অথবা রসুম কিম্বা অপর কোন মতে নগদ কিম্বা জিনিসে লইব না এবং অন্যকেও লইতে দিব না ইতি।

১২ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কাছারী সকল খোলা থাকিবার সময় নির্ণয়ের কথা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল রবিবারছাড়া অন্য সকল দিনে ইঙ্গরেজী দশ ঘড়ী দিবাহইতে দুই প্রহর চারি ঘড়ীপর্য্যন্ত খোলা থাকিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেভেন্যুর দ্বারা হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীতে সচরাচর

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার চৌকীয়াত যথাযুক্ত বসান আবশ্যক জানেন্ তথাতেই বোর্ড রেভেন্যুর সাহেবদিগের দ্বারা গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে বসাইবেন। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে চৌকীয়াতের বেশী কিম্বা কমী অথবা বদল করিতে চাহিলে তাহার হেতু



ও পরামর্শ

ও পরামর্শ লিখিয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন হজুর কৌন্সেলে যদি তাহা করণ উচিত বুঝেন্ তবে করিবার অর্থে হুকুম দিবেন। কিন্তু বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য নহে যে এ আইনের প্রস্তাবিত জিলাসকলের সর্ব্বত্র চৌকী বসান্ কেবল সচরাচর পথে ও ঘাটে এবং কোম্পানি বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের যে কোন পথে জিনিস সর্ব্বদা আমদানী ও রফ্তানী হয় তথায় বসাইবেন ইতি।

পথে ও ঘাটে এবং নওয়াব উজীরের দেওয়া ও যুদ্ধে পাওয়া দেশের যে পথে জিনিস সদা আমদানী ও রফ্তানী হয় তথায় চৌকীয়াৎ বসাইতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা।

চৌকীয়াতের কোন স্থানে কিছু হাসিল লাগিবেক না চৌকীদারদিগের সাধ্য কেবল ইহাই থাকিবেক যে যদি কখন হাসিল লাগিবার যোগ্য কোন জিনিস বিনারওয়ানায় তাহারদিগের কোন চৌকী ছাড়াইয়া যায় তবে তৎকালে সে জিনিস ক্রোক্ করিতে পারিবেক। এবং সমস্ত হাসিল হাসিলের কালেক্টরসাহেবদিগের স্থিতির মোকামে কিম্বা তাঁহারদিগের নায়েবদিগের রহিবার স্থানে লইতে হইবেক এবং সে সাহেবেরা তাহার রওয়ানা দিবেন ইতি।

চৌকীয়াতের আমলারা বিনারওয়ানায় চালান করা জিনিস ক্রোক্ করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিনিসের হাসিল নীচের লিখিত হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং সেই হাসিল আদায় হইলে পর সে জিনিস ৫ পঞ্চম ধারার উক্ত জিলাসকলের কোন স্থানে চালাইতে তাহার উপর অপর কিছু হাসিল লাগিবেক না। কিন্তু যদি সে জিনিস সেই জিলাসকলের কোন গঞ্জে কিম্বা বাজারে বিক্রয় হয় তবে তাহাতে এ আইনের ১৯ ধারার অনুসারে কেবল গঞ্জিয়াতী হাসিল লাগিবেক।

জিনিসের হাসিল নীচের লিখিত হিসাবে লাগিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নীচের ৩ প্রকরণের লিখিত স্থানছাড়া ৫ পঞ্চম ধারার উক্ত জিলাসকলে যে তুলা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে আইসে সে তুলার উপর ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ৷৷০ আট আনার হারে হাসিল লাগিবেক। আর এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে জনিত কিম্বা আমদানীহওয়া যে তুলা তথাহইতে রফ্তানী হয় তাহার উপর ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ।০ চারি আনার হিসাবে হাসিল লওয়া যাইবেক।

নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশে জনিত ও আমদানীহওয়া তুলায় হাসিল মূলের উক্ত হারে লাগিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে যে তুলা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের কোন জিলায় আইসে সে তুলা তথায় বিক্রয় হইলে কিম্বা তথাহইতে খুস্কীপথে সুবে বারাণসে রফ্তানী হইলে তাহা সেই জিলার কোন চৌকীর সীমানার বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে তাহার হাসিল সেই জিলার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিতে হইবেক এবং তথাহইতে রওয়ানা পাইবেক। এবং সে তুলা সে জিলাহইতে খুস্কীপথে সুবে বারাণসে পঁহুছিলে পুনরায়

ভিন্নাধিকারহইতে কোম্পানির হস্তগত দেশে তুলা আসিলে তাহার হাসিল তথাকার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব লইয়া রওয়ানা দিবার কথা।

রার তাহার হাসিল নির্দিষ্ট নিরিখমতে ঐ সুবার পক্ষোত্তরার কালেক্টরসাহেবের নিকটে লাগিবেক।

তুলার হাসিল যথায় লওয়া যাইবেক ও যথায় না লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের ভিন্নাধিকারহইতে যে তুলা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের কোন জিলা দিয়া ঐ নদীর জলপথে এ সরকারের নিজাধিকার কোন সুবায় যায় যাবৎ তাহা জিলা আলাহাবাদে না পঁহুছে সে তুলার আমদানীর হাসিল তাবৎ তলবকরা ও লওয়া যাইবেক না। সে তুলা জিলা আলাহাবাদে পঁহুছিলে পর তথায় তাহার আমদানীর হাসিল এবং তথাহইতে রপ্তানী হইলে রপ্তানীর হাসিল লওয়া যাইবেক। আর যে তুলা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের কোন জিলা দিয়া ঐ নদীর পার হইয়া এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া কিম্বা এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে বিক্রয়ের কারণ অথবা স্থানান্তরে রপ্তানীর জন্যে যায় যাবৎ তাহা ঐ নদীর ধারে না পঁহুছে তাহার উপরেও আমদানীর হাসিল তাবৎ তলবকরা ও লওয়া যাইবেক না। ইহাতে তুলার মালিক কিম্বা গোমাস্তা অথবা চড়ন্দারের কর্ত্তব্য যে সেই তুলা মোকাম কানপুরের কিম্বা ফরোখাবাদের সীমানার নিকটে অথবা ঐ মোকামাতের সীমানার মধ্যে থাকিলে তথাকার পক্ষোত্তরার কালেক্টরসাহেবের স্থানে রওয়ানার দরখাস্ত করে। সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই দরখাস্তদৃষ্টে সে তুলার নিরূপিত সরকারী হাসিল লইয়া রওয়ানা দেন।

উপরের উক্তছাড়া জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— উপরের উক্তছাড়া কোন জিনিস কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের ভিন্নাধিকারহইতে এ সরকারের হস্তগত যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের কোন জিলায় আমদানী হইতে লাগিলে তাহা সেই জিলার মোতালক কোন চৌকীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাহার নিরূপিত সরকারী হাসিল লইয়া রওয়ানা দেওয়া যাইবেক।

জিলা গোরক্ষপুরদিগরে আমদানীহওয়া যে তুলার হাসিল দোকর লাগিবে না তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—নওয়াব উজীরের অধিকারের কিম্বা সুবে বারাণসের পথ দিয়া যে তুলা জিলা গোরক্ষপুরে কিম্বা জিলা আজীমগড়ে অথবা মহওলে কিম্বা নওয়াবগঞ্জে আমদানী হয় তাহার উপর দোকর হাসিল লাগিবেক না।

যে রকম কাপড়ের হাসিল যত লাগিবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে বিক্রয়ের কারণ যত কাপড় নওয়াব উজীরের অধিকারহইতে আইসে তাহার উপর এবং এ সরকারের হস্তগত ঐ২ দেশে যত কাপড় বিক্রয়ার্থে অথবা স্থানান্তরে রপ্তানীর নিমিত্তে এ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে আইসে তাহার উপরেও হাসিল থানকরা দুই টাকার কম দর হইলে ৷১০ অর্দ্ধ আনার হারে এবং দুই টাকার উর্দ্ধ দর হইলে ৴০ এক আনার হিসাবে লাগিবেক।

নওয়াব উজীরের দে

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের



দেওয়া

দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে জনিত কিম্বা ঐ২ দেশে আমদানী হও য়া কাপড় যদি তথাহইতে রফ্তানী হয় তবে তাহার উপর রফ্তানীর হাসিল থানকরা দুই টাকার উর্দ্ধ দর না হইলে /০ এক আনার হারে এবং দুই টাকার উর্দ্ধ চারি টাকাপর্য্যন্ত দরের উপর ৵০ দুই আনার হারে আর চারি টাকার উর্দ্ধ দরের উপর ।০ চারি আনার হিসাবে লাগিবেক। এবং সে কাপড় নওয়াব উজীরের অধিকা রে কিম্বা এ সরকারের অপর ভিন্নাধিকারে অথবা সুবে বারাণসে কিম্বা সুবে বেহারে অথবা সুবে বাঙ্গালায় কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় ইহার যথায় যায় রফ্তানীর কালে ঐ নি রূপিত হাসিল লইতে হইবেক।

ওয়া এবং যুদ্ধে পাও য়া দেশে জনিত কিম্বা আমদানীহওয়া কাপড় তথাহইতে রফ্তানী হই বার কালে হাসিল না লাগিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে বিক্রয়ার্থে যে নীল নওয়াব উজীরের নিজাধিকারহইতে আইসে তাহার উপর এবং এ সরকারের হস্তগত ঐ২ দেশে বিক্রয়ের কারণ অথবা স্থানান্তরে রফ্তানী হইবার নিমিত্তে যে নীল এ সরকারের অপর ভিন্নাধিকারহইতে আইসে তাহার উপরেও আমদানীর হাসিল ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে লাগিবেক। আর এ সরকারের হস্ত গত ঐ২ দেশের জনিত কিম্বা আমদানীহওয়া নীল তথাহইতে রফ্তানী হইবার কা লেও তাহার উপর রফ্তানীর হাসিল ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে লওয়া যাইবেক।

নওয়াব উজীরের দে ওয়া এবং যুদ্ধে পাও য়া দেশে জনিত ও আম দানীহওয়া নীলের হা সিল আমদানী ও রফ্তা নীর কালে লাগিবার ম তের কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে বিক্রয়ার্থে যে মিসরী ও চিনী ও শর্ক রা ও গুড় নওয়াব উজীরের নিজাধিকারহইতে আইসে তাহার উপর এবং এ সর কারের হস্তগত ঐ২ দেশে বিক্রয়ার্থে কিম্বা স্থানান্তরে রফ্তানীর কারণ যে নীল এ সরকারের অপর ভিন্নাধিকারহইতে আইসে তাহার উপরেও ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা চারি টাকার উর্দ্ধ দর না হইলে ৵০ আনার হারে এবং চারি টা কার উর্দ্ধ দর হইলে ।০ চারি আনার হিসাবে হাসিল লাগিবেক। আর ঐ সকল জিনি সের যাহা এ সরকারের হস্তগত ঐ২ দেশে জন্মে কিম্বা আমদানী হয় তাহাও তথা হইতে রফ্তানী হইবার কালে রফ্তানীর হাসিল ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা চারি টাকার অনুর্দ্ধ দরে ৵ আনার হারে এবং চারি টাকার উর্দ্ধ দরে ।০ আনার হিসাবে লওয়া যাইবেক।

মিসরী ও চিনী ও শর্ক রা ও গুড় আমদানী ও রফ্তানীর হাসিল লাগি বার মতের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—নীচের বিতফ্সী যে জিনিস কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে বিক্র য়ার্থে নওয়াব উজীরের নিজাধিকারহইতে আইসে তাহার উপর এবং ঐ বিতফ্সী যে জিনিস এ সরকারের হস্তগত ঐ২ দেশে বিক্রয়ের নিমিত্তে কিম্বা স্থানান্তরে রফ্তা নী হইবার কারণ এ সরকারের অপর ভিন্নাধিকারহইতে আইসে তাহার হাসিল তস্য মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকার হারে লাগিবেক।

নীচের বিতফ্সী জিনি সের মূল্যের উপর শত করা ৫ টাকার হারে হাসিল লাগিবার কথা।



বিতফ্সী

বিভঙ্গী জিনিস।

| | | | |
|---|---|---|---|
| তামাকু | জয়ত্রী | সকল তৈলিক | পিত্তলের ও তামের |
| পান | লবঙ্গ | শস্য | বাসন |
| সুপারী | দারুচিনী | সোনালী ও রুপা | প্রস্তরের পাত্র |
| খদির | তেজপত্র | লী গোটা | কয়লা |
| ঘৃত | অন্য সকল মসলা | কিমখাব | সোরা |
| জেমেকার মরিচ | যমানী | সূতা | গোলাব |
| গোলমরিচ | জীরা | কাঁচা ও কষাচর্ম্ম | চিনী |
| পিপ্পলী | নারিকেল তৈল | চূণ | মিসরী |
| এলাচী | তিল তৈল | সাবন | গুড় |
| জায়ফল | মসিনা ও সর্ষার তৈল | চরবী | রেশম |
| শাল | হিঙ্গু | মোগলানা সমু | কুচল্যা |
| হরিদ্রা | ধূনা | রের টোপী | সাজীমাটী |
| মোম | মেজ ও চৌকী | চন্দন | গোলাবীদিগর |
| মোমবাতী | দিগর গৃহ সজ্জ | বকম | আতর |
| সতরঞ্জী | চটী | সোণালী ও রুপালী | তুতিয়া |
| গালিচা | থল্যা | তার | নিশাদল |
| গন্ধক | সকল প্রকার জুতা | সোহাগা | বিদরীর জিনিস |
| বাঙ্গালার মোতা | হস্তিদন্ত | সকল রকম চামড়া | শুণ্ঠী |
| লক দেশের | কম্বল | লোহা | চামর |
| জনিত কাগজ | মহিষের শৃঙ্গ | লোহার দ্রব্য | বচ |
| কাটিয়া লাহা | কুসুমপুষ্প | নীলের বীজ | জাজাল |
| চাপড়া লাহা | পেচাও নল | নানাবিধ গঁদ | সিন্দূর |

উপরের উক্ত জিনিসের উপর শতকরা ২॥০ টাকার হারে হাসিল লাগিবার কথা।

উপরের লিখিত যেং জিনিস নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে কিম্বা যুদ্ধে পাওয়া দেশে জন্মিয়া থাকে কিম্বা আমদানী হয় তাহার মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে হাসিল রপ্তানীর কালে লওয়া যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

নিরিখনামা বহী তৈয়ার করিবার ও তাহা হজুরে পাঠাইবার কথা।

এ আইনের অনুসারে যে সকল জিনিসের মূল্যের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক তাহার মূল্য নিরিখনামা বহীতে লেখা থাকিবেক। এবং সে বহী সকলের জাত সার হইবার কারণ পক্ষোত্তরার কাছারীতে রাখা যাইবেক। অতএব পক্ষোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে হাসিল লাগিবার যোগ্য জিনিসের নিদর্শনে নিরিখনামা বহী শীঘ্র তৈয়ার করিয়া গবর্নর জেনরলের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইবার অর্থে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান ইতি।



১৭ ধারা।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে যে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও বারাণসহইতে আলাহাবাদের পথে আমদানী হয় তাহার হাসিল বারাণসের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের দেওয়া রওয়ানার লিখিত মূল্য ও নিরিখের অনুসারে লওয়া যাইবেক। আর জিলা গোরক্ষপুরে যে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও বারাণসহইতে আমদানী হয় তাহার হাসিল বারাণসের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের দেওয়া রওয়ানার লিখিত নিরিখদৃষ্টে লইতে হইবেক। আর জিলা গোরক্ষপুরে যে জিনিস সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও বারাণসহইতে আমদানী হয় তাহার হাসিল যদি পূর্ব্বে বারাণসে না দিয়া থাকে ও সে জিনিস হাসিলী হয় তবে তাহার মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে হাসিল লওয়া যাইবেক এবং সে জিনিসের যে মূল্য ধরিতে হইবেক তাহাও এ আইনের ১৬ ধারার লিখিত নিরিখনামা বহীতে লেখা যাইবেক।

নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশে আমদানী জিনিসের হাসিল যথাকার রওয়ানাদৃষ্টে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে উপরের ধারার লিখিত যে জিনিস রফ্তানী হয় তাহার যে হাসিল আলাহাবাদের কিম্বা গোরক্ষপুরের পঞ্চোত্তরার কাছারীর রওয়ানায় লেখা যাইবেক তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ মূল্যের উপর শতকরা ১।০ পাঁচ সুকীর হিসাবে লাগিবেক ইতি।

জিনিস রফ্তানী হইবার কালে তাহার হাসিল শতকরা ১।০ হারে লাগিবার কথা।

১৮ ধারা।

এ আইনের অনুসারে হাসিল লাগিবার যোগ্য যে জিনিস কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের কিম্বা এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের কোন জিলার পঞ্চোত্তরার মোতালক চৌকীর সীমার মধ্যে জন্মিয়া থাকে কিম্বা জন্মান গিয়া থাকে সে জিনিস যদি সেই জিলার মোতালক চৌকীর সীমাহইতে বাহিরে যায় তবে তৎকালে তাহার উপর রফ্তানীর হাসিল লাগিবেক এবং ঐ দেশের বাহিরের জাত কিম্বা জন্মান কোন জিনিস সরকারী হাসিল না দিয়া যদি ঐ দেশের কোন চৌকীর সীমার মধ্যে আমদানী হয় তবে তৎকালে যত হাসিল নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে রফ্তানীর কালে লাগিত সেই জিনিসের উপর আমদানীর হাসিল তত লাগিবেক। এবং সে হাসিল তথায় দাখিল হইলে পর সে জিনিস পুনরায় ঐ দেশের বাহিরে কোন স্থানে গেলে যথায় যাইবেক তথায় ১৯ ধারার উক্ত বাজার ও গঞ্জিয়াতের হাসিলছাড়া অন্য কোন হাসিল তাহার উপর লাগিবেক না ইতি।

হাসিল লাগিবার যোগ্য জিনিসের হাসিল লইবার মতের কথা।

১৯ ধারা।

জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া

নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া

দেশে জিনিস বিক্রয়মুখে বাজার ও গঞ্জিয়াতের হাসিল মাফ না হইবার কথা।

ওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের বাজারে ও গঞ্জিয়াতে বিক্রয় হইবার জিনিসের উপর সরকারী যে হাসিল লাগিবার নির্ণয় আছে তাহা মাফ হইবেক না সে হাসিল এইক্ষণেও সেই নির্ণীত হারে লওয়া যাইবেক ইতি।

২০ ধারা।

বিক্রয়াদির নিমিত্তে হাসিলমাফী জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইলে তাহার হাসিল লাগিবার কথা।

নওয়াব উজীরের নিজাধিকার দেশহইতে বাণিজ্যের যে জিনিস সুবেজাৎ বারাণসে ও বেহারে ও বাঙ্গালায় গঙ্গা ও ঘাঘরা নদীর পথ দিয়া চলিবেক তাহার হাসিল এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে লাগিবেক না। কিন্তু যদি সে জিনিস বিক্রয়ার্থে কিম্বা অন্য কোন কারণে ঐ দেশের সীমানায় উঠায় তবে তাহার উপর এ আইনের নিরূপিত হাসিল লাগিবেক ইতি।

২১ ধারা।

পাহাড়াদির মেলায় বিক্রয় হইবার জিনিসের হাসিল না লাগিবার কথা।

জিলা গোরক্ষপুরের মোতালক সুবে রোহিলখণ্ডের সীমানার পাহাড়িয়াদিগের বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রবৃত্তির কারণ এ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশে জন্মা এবং আমদানীহওয়া যে জিনিস পাহাড়ের মেলায় বিক্রয় হয় তাহার উপর রফ্তানীর হাসিল লওয়া যাইবেক না। এবং ঐ জিলার মোতালক কোন স্থানের মেলায় বিক্রয়ার্থে পাহাড়হইতে যে জিনিস আমদানী হইবেক তাহার উপরেও গঞ্জিয়াৎ ও বাজারের নিরূপিত হাসিলছাড়া অন্য কিছু হাসিল লাগিবেক না ইতি।

২২ ধারা।

জাহাজী জিনিস আমদানীর নিরূপিত হাসিল দাখিল হইলে তাহার উপর পুনরায় রফ্তানীর হাসিল না লাগিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে হুকুম আছে যে নীচের বিতর্জী যে জিনিস সমুদ্রপন্থী জাহাজে বাঙ্গালায় আমদানী হয় তাহার নিরূপিত হাসিল কলিকাতার অথবা চাটিগাঁর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হইলে পর যদি সে জিনিস কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে কিম্বা নওয়াব উজীরের নিজাধিকারে রফ্তানী হয় তবে তৎকালে তাহার উপর রফ্তানীর হাসিল লওয়া যাইবেক না। জানিবেন যে ঐ আইনের লিখিত হুকুম নীচের লিখিত যে সকল জিনিস ৫ পঞ্চম ধারার উক্ত কোন জিলায় যায় কিম্বা যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে দিল্লী শহরে যায় কিম্বা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে রাজ্যের রাজস্ব শ্রীমৎ শাহআলম বাদশাহকে অর্পণ হয় তথায় যায় অথবা রোহিলখণ্ডের মধ্যে জায়গীর রামপুরের মোতালক দেশে যায় তাহার রফ্তানীর হাসিল মাফ হইবার সহিত সম্পর্ক রাখে। আর বুঝিবেন যে ঐ সকল জিনিস নওয়াব উজীরের দেওয়া কিম্বা যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে কোম্পানির ভিন্নাধিকারে রফ্তানী হইবার কালেও কিছু হাসিল লাগিবেক না।



কিন্ত

বিতং।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সকলপ্রকার মদিরা | চিনের ও ইংগ্লণ্ডের বাসন | টুপী | বিবিয়ানা পোশাক |
| পনির | সীসার সামগ্রী | ফ্লানেল | লাক্কিন |
| হাম | টিনের দ্রব্য | কম্বল | মান্দরাজী কাপড় |
| গ্রোসরী অর্থাৎ কাওয়া দিগরের ন্যায় | চাকুদিগর অস্ত্র | ঐর্লণ্ডী কাপড় | সুগন্ধি দ্রব্য |
| মোরব্বা | লোহার দ্রব্য | মঞ্চেস্তরী নানাবধি কাপড় | মেজ ও চৌকী দিগর গৃহসজ্জা |
| আচার | মোজাদিগর | ইঙ্গরেজী বারানী ও বোটক্লোক | ঘোড়ার জীন |
| চাহা | বনাত | সাবরী পায়জামা ও দস্তানা | কেতাব |
| | বোতাম | | কলমাদি লিখিবার সামগ্রী |
| | চামড়ার জুতা ও মোজা | | |

২৩ ধারা।

সকল প্রকার শস্য এবং রত্নের হাসিল মাফ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সকলপ্রকার ভুষা জিনিস এবং সোণা ও রূপা এবং অন্য সকল রত্ন আমদানী ও রপ্তানীর কালে এবং এক স্থানহইতে স্থানান্তরে লইবার সময়েও তাহার হাসিল মাফ হইবেক। অতএব যাহার মারফতে ঐ সকল জিনিস আমদানী ও রপ্তানী হইবেক এবং এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যাইবেক তাহার উপর কিছুই তলব হইবেক না এবং তাহাকে নিবারণ ও আটক করাও যাইবেক না।

নীচের লিখিত জিনিস এবং তদিতর যে সকল জিনিসের হাসিল মাফ হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে নীচের বিতঙ্গী সকল জিনিস এবং তদিতর যে সকল জিনিস এ আইনের অনুসারে এবং অন্য যে কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের অনুরূপে ছাপা ও জারী হয় তদনুসারেও হাসিল লাগিবার অযোগ্য ঠাহরে সে সকল জিনিস নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে আমদানী ও রপ্তানী হইবার কালে তাহার হাসিল মাফ হইবেক।

বিতং।

| | | | |
|---|---|---|---|
| যে খাদ্য লবণ সুবে বেহার ও বারাণসহইতে আমদানী হয় | জ্বালান কাষ্ঠ | বিচালী | মাটির বাসন |
| | নীলের বীজ | উলুখড় | অশ্বাদি পশু |
| | পাণ | গরাণের কাঁচা ও খুঁটী | যে আফীন কোম্পানির নীলামে খরীদ হয় |
| | বাঁশ | | |
| মেওয়া ও তরকারী | দপ ও মাদুর | ইঁট ও খাপরেল | |



২৪ ধারা।

২৪ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরা ও আমলারা যুদ্ধসজ্জা ক্রোক্ করিবার ও তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

কামানআদি অগ্নিযন্ত্র এবং অন্য সকল যুদ্ধসজ্জা সরকারের নিমিত্তে কিম্বা সরকারী ছাড়চিঠীব্যতীত লইতে নিষেধ আছে অতএব পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে এবং অন্যং আমলাদিগেরে হুকুম হইতেছে যে যদি কেহ এ নিষেধের অন্যথায় কামানআদি অগ্নিযন্ত্র এবং অপর যুদ্ধসজ্জা লইয়া যায় তবে তাহা ক্রোক্ করিবেন এবং সে ক্রোকী জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

জিনিস চৌকীর পার করিবার পূর্ব্বে হাসিল দিতে ও রওয়ানা লইতে হইবার কথা।

কর্ত্তব্য নহে যে পঞ্চোত্তরার যে যে কাছারীতে হাসিল লাগে সেইং কাছারীর মোতালক সীমার বাহিরে কেহ কোন জিনিস তাবৎ লয় ও লইতে উদ্যত হয় যাবৎ তাহার হাসিল না দেয় এবং রওয়ানা না লয়। যদি হাসিল না দিয়া কোন জিনিস চালায় তবে সে জিনিস কোন চৌকীর সীমার পার হইলে পর কিম্বা পার হইবার সময়ে ধরা পড়ে তবে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

রওয়ানা ও ছাড়চিঠী লিখিবার ডৌলের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—রওয়ানা ও ছাড়চিঠী নীচের লিখিত ডৌলে দেওয়া যাইবেক।

দরখাস্ত লিখিবার ডৌলের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিনিসের মালিক কিম্বা গোমাস্তা অথবা চড়ন্দার যে কেহ জিনিসের সঙ্গে থাকে তাহার বিনাদরখাস্তে রওয়ানা দেওয়া যাইবেক না। এবং সে দরখাস্তে মহাজনের নাম ও জিনিসের রকম ও যত জিনিস এবং বস্তার সংখ্যা ও রকম এবং জিনিসের মূল্য আর যথাহইতে আমদানী হয় ও যথায় যায় এই সকল নিদর্শনে লিখিতে হইবেক।

জিনিস জব্দ হইবার কিম্বা দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লাগিবার গতিকের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ আপন দরখাস্তের লিখিত জিনিসঅপেক্ষা কিছু অধিক চালাইবার চেষ্টা পায় তবে তাহার সমস্ত জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং যদি দরখাস্তের লিখিত রকমহইতে সরসদরা জিনিস চালাইতে উদ্যত হয় তবে তাহার সমুদায় জিনিসের উপর দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লাগিবেক।

রওয়ানার দরখাস্ত করিলে তাহা তাহার পরদিনে দেওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কেহ রওয়ানার দরখাস্ত দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে দাখিল করে তবে তাহার রওয়ানা তৈয়ার করিতে ও দিতে তৎপর দিনের অধিক গৌণকরা কর্ত্তব্য হইবেক না।

রওয়ানায় দস্তখৎ ও মোহর করিবার ব্যক্তি নির্ণয়ের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—রওয়ানায় পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের ও দারোগার ও মুশরিফের ও তহবীলদারের দস্তখৎ ও মোহর হইবেক। এবং তহবীলদার হাসিল লইয়া রওয়ানা দিবেক।

আমলারা আপনং

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—দারোগা ও মুশরিফ ও তহবীলদার আপনং হুদ্দার মোহর



আপনং

আপনং স্থানে রাখিবেক। ইহাতে যদি প্রমাণ হয় যে সে মোহর অন্যের স্থানে দিয়াছে তবে এমতাপরাধের প্রথমবারে ২০ কুড়ি টাকা দণ্ড দিবেক ও দ্বিতীয়বারে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ পঞ্চম আইনের লিখিত এমত গতিকের অপরাধ সম্পর্কীয় হুকুমের অনুসারে অপদস্থ হইবেক ইতি।

হুদ্দার মোহর অন্যের স্থানে রাখিলে যে দণ্ড হইবে তাহার কথা।

## ২৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে যে রওয়ানা জারী হইবেক তাহা সেই রওয়ানার লিখিত তারিখহইতে কেবল এক বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত চলিবেক। এবং সেই মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর তাহার লিখিত জিনিস পুনরায় এ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন চৌকীর সীমার মধ্যে আসিলে তাহার হাসিল কখন না দেওয়া গেলে যেরূপে লাগিত তাহার উপর হাসিল সেই রূপে লাগিবেক।

রওয়ানা কেবল এক বৎসর মিয়াদে চলিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার যে কোন কাছারীহইতে রওয়ানা জারী হইবেক তাহা উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের সর্ব্বত্র চলিবেক। এবং সে রওয়ানার লিখিত জিনিসের উপর তাহা ঐ দেশের মধ্যে চলিতে এ আইনের মতে আর কিছু হাসিল লাগিবেক না। এবং রওয়ানার সহিত জিনিস মিলাইতে যত ক্ষণ আমলা লোকের আবশ্যক হয় তদপেক্ষা অধিক কাল কোন জিনিস আটক থাকিবেক না। ইহাতে এমত না চাহি যে কোন জিনিস রওয়ানার সহিত মিলাইতে এক দিনের অতিরিক্ত বিলম্ব হয় ও যে জিনিস রওয়ানার সহিত মিলে তাহার রওয়ানার পৃষ্ঠে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব লিখিবেন যে তহকীক করা গেল। আর যদি সে সাহেবের ঠাহরে আইসে যে রওয়ানাঅপেক্ষা অধিক জিনিস কিম্বা তাহার লিখিত জিনিসছাড়া অন্য কোন দ্রব্য সে জিনিসের সহিত মিলাইয়াছে তবে সে জিনিস সমস্তই জব্দের যোগ্য হইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি সে সাহেবের বোধ হয় যে রওয়ানার লিখিত জিনিসঅপেক্ষা ভারি মূল্যের কোন জিনিস সেই রওয়ানার যোগে চালাইবার চেষ্টায় আছে তবে সে জিনিসকে আপন সাক্ষাৎ কাছারীর মধ্যে খোলাইয়া তহকীক করিবেন ও যদি তহকীকে এমত প্রতারণা সাব্যস্ত হয় তবে সে সকল জিনিসের প্রকৃত মূল্যের উপর দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লইবেন।

পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীর রওয়ানা নওয়াব উজীরের দেওয়া ও যুদ্ধে পাওয়া দেশের সর্ব্বত্র চলিবার কথা।

রওয়ানার সহিত মিলাইবার অপেক্ষায় জিনিস এক দিনের অধিক আটক না থাকিবার কথা।

রওয়ানার লিখিতাপেক্ষা অধিক জিনিস কিম্বা ভারি মূল্যের জিনিস চালাইবার চেষ্টা পাইলে যে দণ্ড লাগিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের যাঁহার যে কাছারী তাহার মোতালক সীমা দিয়া যত জিনিস অন্য পঞ্চোত্তরার কাছারীর রওয়ানার অনুসারে চলে সে রওয়ানার ফিরিস্তিও সেই

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা পরস্পর পঞ্চোত্তরার কাছারীস



চৌলে

কলের দেওয়া রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিবার কথা।

ডৌলে রাখিবেন যে ডৌলে আপন২ কাছারীহইতে দেওয়া রওয়ানার ফিরিস্তি রাখেন্ ইতি।

২৮ ধারা।

এক রওয়ানার বদলে দুই কিম্বা ততোধিক রওয়ানা পাইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন মহাজন আপনার কোন জিনিস চালানের কারণ আদৌ একখান রওয়ানা লইয়া পশ্চাৎ সেই রওয়ানার লিখিত জিনিস কিছু২ করিয়া স্থানে২ চালাইবার অর্থে দুই কিম্বা ততোধিক রওয়ানা চাহে তবে সে জিনিস পূর্ব্বের সেই রওয়ানার ভুক্ত এমত প্রমাণ জানাইলে এবং সেই পূর্ব্বের রওয়ানা ফিরিয়া দিলে তাহার বদলে যত খান রওয়ানা চাহিবেক তাহাই পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীহইতেই বিনাহাসিলে পাইবেক। কিন্তু যদি কোন মহাজন এক রওয়ানার মধ্যের কিছু জিনিস তাহার লিখিত ঠিকানায় পঁহুছাইয়া পরে বাকী জিনিস স্থানান্তরে চালানের কারণ সেই রওয়ানার বদলে নয়া রওয়ানা চাহে তবে তাহা পাইবেক না।

মহাজন মিয়াদ গতে রওয়ানা বদলাইতে পারিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—২৭ ধারার ১ প্রথম প্রকরণে লেখা যায় যে রওয়ানা এক বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত চলিবেক কিন্তু যদি কোন মহাজন আপন জিনিস রওয়ানার লিখিত ঠিকানায় পঁহুছাইয়া পরে সেই রওয়ানার লিখিত মিয়াদী বৎসর গতে সে জিনিস তথাহইতে স্থানান্তরে লইতে চাহে তবে সেই পূর্ব্বের রওয়ানা ফিরিয়া দিলে এবং সে জিনিস সেই রওয়ানার ভুক্ত ইহা পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের নিকটে তথ্য জানাইতে পারিলে পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীহইতেই তাহার বদলে রওয়ানা পাইবেক।

বদল রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার সকল কাছারীতেই বদল রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিতে হইবেক এবং তাহাতে পূর্ব্বের রওয়ানার নম্বর এবং সে রওয়ানা যে কাছারীহইতে জারী হইয়া থাকে তাহার নাম নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা সরকারী হাসিল অনায়াসে পাইবার সদুপায় ঠাহরিয়া লিখিবার কথা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে ভারার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা সরকারী হাসিল অনায়াসে তহসীল হইতে পারিবার কারণ যে বিশিষ্টোপায় ঠাহরেন্ তাহা লিখিয়া গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা হইবার নিমিত্তে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্ ইতি।

৩০ ধারা।

অনির্ণীত হাসিলদিগর লইতে নিষেধের কথা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের আমলাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এ আইনের অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন পশ্চাৎ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের

নের মতে ছাপা ও জারী হয় তাহার অনুসারেও নির্ণীত ও মঞ্জুরী হাসিল ও রসুম ছাড়া কোন প্রকারে কিছু হাসিল কিম্বা রসুমদিগর কাহার স্থানে লয় ইতি।

### ৩১ ধারা।

যদি পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেবের স্থানে এমত প্রমাণ হয় যে তথাকার এদেশীয় কোন আমলায় উপরের ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ পঞ্চম আইনের যে হুকুম এমতাপরাধের সম্পর্কে আছে তাহার অনুসারে পদচ্যুত হইবেক। এবং নিষেধের অন্যথায় যাহা লইয়া থাকে তাহাও ফিরিয়া দিবেক অধিকন্তু সে আমলার যত দণ্ড করা সেই সাহেবের বিবেচনায় আইসে তাহা করিবেন। কিন্তু সে দণ্ডের সংখ্যা সেই আমলার ছয় মাসের মাহিয়ানার অতিরিক্ত হইবেক না। এবং সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ রূপে যত দণ্ড করেন্ এবং যত টাকা ফিরিয়া দিতে হয় তাহার সংখ্যা লিখিয়া সেই পঞ্চোত্তরার কাছারীর ব্যাপক জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারী উকীলের দ্বারা পাঠাইয়া দেন্। জজসাহেব সেই লিখন পাইয়া সে টাকা আপন আদালতের ডিক্রীর টাকা আদায় করিবার মতে উসুল করিবেন ইতি।

এ আইনের অন্যথাচরণ করিলে যে দণ্ড হইবেক এবং সে দণ্ড যে মতে উসুল করা যাইবেক তাহার কথা।

### ৩২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কখন কোন জিনিস জব্দের কারণ ক্রোক্ হয় তবে তৎকালে তথাকার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের উচিত যে তাহার নিষ্পত্তির কারণ বেওরা লিখিয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা জিনিস ক্রোকের সমাচার লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এ আইনের অনুসারে যে জিনিস জব্দ হয় তাহা নীলামে বিক্রয় হইবেক এবং তাহার যে মূল্য হয় তাহা খরচবাদে নীচের লিখিত নিয়মে বিভাগ করা যাইবেক।

সে নিয়ম এই যে মোটে যত টাকা থাকিবেক তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব পাইবেন। এবং সরকারী যে আমলায় সে জিনিস ক্রোক্ করিয়া থাকে সে আমলা ও গোয়েন্দাতে দুই ভাগ পাইবেক। বাকী দুই ভাগ সরকারে দাখিল হইবেক। আর যদি সে জিনিস বন্দর কলিকাতার পঞ্চোত্তরার কাছারীতে ক্রোক্ ও জব্দ হয় তবে কালেক্টরসাহেবের প্রাপ্তব্যাংশ তিন ভাগ হইয়া তাহার দুই ভাগ তথাকার কালেক্টরসাহেব এবং এক ভাগ তাঁহার ডেপুটি অর্থাৎ ছোট সাহেব পাইবেন ইতি।

এ আইনের অনুসারে জব্দী জিনিসের মূল্য বিভাগ হইবার মতের কথা।

### ৩৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে ক্ষমতা

বোর্ড ত্রেডের সাহে

বেরা জব্দের যোগ্য জিনিস ছাড়িয়া দিতে এবং নির্ণীত দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবার কথা।

র্পণ হইতেছে যে তাঁহারা জব্দের যোগ্য কোন জিনিসকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত জানিলে তাহা ছাড়িতে পারিবেন। এবং এ আইনের অন্যথাচরণকরণহেতুক কাহার দণ্ড নির্ণয় হইলে যদি তাহাও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য বুঝেন্ তবে ক্ষমিতে শক্তি রাখিবেন।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা অধিক দণ্ড করা ক্ষমা দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে সাধ্যার্পণ হইতেছে যে কাহার উপর দ্বিগুণ হাসিল ও রসুমঅপেক্ষা অধিক দণ্ড করিতে হইলেও যদি তাহা ক্ষমা দিয়া কেবল দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লওয়া উচিত জানেন্ তবে তাহাই লইতে পারিবেন ইতি।

৩৪ ধারা।

জিনিস রোহিলখণ্ড হইতে জায়গীর রামপুরে রফ্তানীর কালে হাসিল না লাগিবার এবং ঐ রামপুরহইতে রোহিলখণ্ডে আমদানীর কালে হাসিল লাগিবার কথা।

যে সকল জিনিস সুবে রোহিলখণ্ডহইতে জায়গীর রামপুরের মোতালক দেশে রফ্তানী হইবেক তাহা রফ্তানীর হাসিল লাগিবার যোগ্য হইবেক না। এবং এ আইনের অনুসারে যে সকল জিনিসের হাসিল লাগিবার যোগ্য হয় তাহা জায়গীর রামপুরের মোতালক দেশহইতে সুবে রোহিলখণ্ডে আমদানী হইলে কোম্পানির সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে আমদানী হইলে যত হাসিল লাগিত তথায় তাহার আমদানীর হাসিল তত লাগিবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

যুদ্ধে পাওয়া দেশদিগরে ভিন্নাধিকারহইতে যে লবণ আমদানী এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশদিগরহইতে যে লবণ ভিন্নাধিকারে রফ্তানী হইবেক তাহার উপর হাসিল লাগিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোম্পানির সরকারের যুদ্ধে পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশের জনিত কিম্বা এ সরকারের ভিন্নাধিকারের জনিত যে লবণ এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দোআবের মধ্যের দেশে এবং সুবে বারাণসে আমদানী হয় তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে হাসিল লওয়া যাইবেক। এবং সে আইনসকলের অনুসারে হুকুম আছে যে নওয়াব উজীরের দেওয়া ও যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে যে লবণ এ সরকারের ভিন্নাধিকারে রফ্তানী হয় তাহাতেও নিরূপিত হাসিল লাগিবেক। এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারাতেও হুকুম আছে যে পশ্চাৎ এ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশে যে লবণ আমদানী হইবেক তাহার উপর হাসিলনির্ণয় করা যাইবেক। অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইং ১৮০৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার হুকুম রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোম্পানির সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে কিম্বা যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশহইতে খাদ্য যে লবণ এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দোআবের মধ্যের দেশে আমদানী হয় তাহার উপর যে হাসিল লাগিবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারায় আছে তাহা রদ হইল তাহার বদলে নীচের প্রকরণের লিখিত হুকুম ফসলী ১২১৩ সাল প্রবর্ত্তহইতে প্রবল হইবেক।



৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোম্পানির সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশের রাজত্ব শ্রীযুক্ত শাহ আলম বাদশাহকে অর্পণ হইয়াছে তথাহইতে তথাকার জনিত কিম্বা অজনিত খাদ্য যে লবণ এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশের কোন জিলায় আমদানী হয় তাহার উপর আশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ৳০ বার আনার হারে হাসিল ফসলী ১২১৩ সাল প্রবর্ত্তহইতে লাগিবেক এবং সেই আমদানীর হাসিল দিলে পর সে লবণ এ সরকারকে নওয়াব উজীরের দেওয়া কিম্বা এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের কোন জিলায় রপ্তানী হইবার কালে কিছু হাসিল লাগিবেক না।

যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশহইতে যে খাদ্য লবণ আমদানী হইবেক তাহার হাসিল লাগিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—খাদ্য যে লবণ কোম্পানির সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে রাজ্যের রাজত্ব শ্রীযুক্ত শাহ আলম বাদশাহকে অর্পণ হইয়াছে তথাকার জনিত যে লবণ সে রাজ্যহইতে অথবা শহর দিল্লীহইতে এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দোআবের মধ্যের দেশে আমদানী হয় তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার তথা ৭ সপ্তম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে উপরের ধারার লিখিত হারে হাসিল লাগিবেক।

কোম্পানির সরকারের ভিন্নাধিকারাদিহইতে খাদ্য যে লবণ আমদানী হয় তাহাতে হাসিল লাগিবার হারের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—হাসিল না দিয়া ও রওয়ানা না লইয়া খাদ্য যে লবণ পঞ্চোত্তরার কোন চৌকীর বাহিরে লয় সে লবণ ক্রোক্‌ ও জব্দের যোগ্য হইবেক।

খাদ্য লবণ বিনারওয়ানায় চালাইলে তাহা ক্রোক্‌ ও জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের যত হুকুম এ আইনের অনুসারে রদ ও বদল না হইল তাহা সাব্যস্ত ও বলবৎ থাকিবেক ইতি।

ইং ১৮০৪ সালের ৬।৭ আইনের যত হুকুম সাব্যস্ত থাকিবেক তাহার কথা।

৩৬ ধারা।

গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৩০ সেপ্তেম্বরের হুকুমমতে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের নিরূপিত হাসিল লইবার ভারার্পণ হইয়াছে এবং তৎকালে এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দেশের মালের কালেক্টরসাহেবদিগকেও লবণের হাসিল লইবার অর্থে হুকুম হইয়াছে। জানিবেন যে পশ্চাৎ যুদ্ধে পাওয়া দেশে আমদানী ও রপ্তানী লবণের হাসিল ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের নিরূপণক্রমে এবং এ আইনের ৩৫ ধারার অনুসারে যুদ্ধে পাওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার শামিলে তহসীল হইবেক। অতএব নওয়াব উজীরের দেওয়া ও যুদ্ধে পাওয়া দেশে সে হাসিল হাসিলের কালেক্টরসাহেবদিগের এবং তাঁহারদিগের

নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে ইং ১৮০৪ সালের ৬।৭ আইনের নির্দ্দিষ্ট হাসিল তথাকার আমদানী ও রপ্তানী লবণের উপর লইবার ভারার্পণ হইবার কথা।

নায়েবেরদের দ্বারা লওয়া যাইবেক। এবং তাহাতে এ আইনের লিখিত এই হুকুমের যত খাটে তাহাই খাটিবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা ও লবণের হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগের নিজ ভোগার্থে হাসিলের মোটের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে রসুম লইতে পারিবার কথা।

এ আইনের নির্দিষ্ট পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের নির্দিষ্ট মালের কালেক্টরসাহেবেরা ছাড়া কেবল লবণের হাসিলের কালেক্টরসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের নিজের ও নায়েবের তহসীল করা হাসিলের টাকার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে রসুম তাঁহারদিগের নিজের এবং নায়েবদিগের ভোগার্থে লইবার হুকুম এ আইনের অনুসারে এবং উপরের উক্ত আইনসকলের অনুক্রমে দেওয়া যাইতেছে। আর হাসিলের যে কালেক্টরসাহেবেরা মালের কালেক্টরী ভার রাখেন্ তাঁহারদিগেরেও ভারার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা নিজে এবং নিজ নায়েবদিগের দ্বারা যত টাকা হাসিল তহসীল করেন্ তাহার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে রসুম লন্ কিন্তু তাঁহারা সে রসুমের মধ্যে অর্দ্ধেক নিজ ভোগার্থে পাইবেন বাকী অর্দ্ধেক আপনার সিরিস্তায় সরকারের নামে জমা করিবেন। এবং এ আইনের অনুসারে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগকে জব্দী জিনিসের মূল্যের উপর কিছু রসুম অর্পিবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এ আইনের লিখিত হুকুম দিল্লী শহরে এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে রাজ্যের রাজস্ব শাহ্ আলমবাদশাহকে অর্পে তথায় না খাটিবার কথা।

জানিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম দিল্লী শহরে এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে রাজ্যের রাজস্ব শ্রীযুক্ত শাহ্ আলম বাদশাহকে অর্পণ হইয়াছে সে রাজ্যেও চলিবেক না। এবং যে সকল জিনিস এ আইনের অনুসারে হাসিল লাগিবার যোগ্য হয় সে সকল জিনিস এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দোআবের মধ্যের দেশহইতে এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশহইতে কোম্পানির সরকারের ভিন্নাধিকারে কিম্বা উপরের উক্ত শহর ও রাজ্যে রপ্তানী হইবার কালে তাহাতে এ আইনের নিরূপিত রপ্তানী জিনিসের উপর হাসিল লাগিবার বিষয়ী সমস্ত হুকুম খাটিবেক। এবং এতদনুসারে এ আইনের লিখিত হুকুম উপরের উক্ত শহর ও রাজ্যহইতে এবং এ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে হাসিল লাগিবার যোগ্য বাণিজ্যের যে জিনিস এ সরকারের যুদ্ধে পাওয়া দোআবের মধ্যের দেশে এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশেও আমদানী হইবার কালে খাটে কিন্তু গবর্নর জেনরলের বাসনা আছে যে এ আইনের ২২ ধারার লিখিত ইঙ্গরেজের বিলায়তী জিনিস উপরের উক্ত দেশের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে আমদানী ও রপ্তানী হইবার কালে হাসিল মাফ হয় এমত উপায় করেন্ ইতি।

৩৯ ধারা।

পঞ্চোত্তরার হাসিল

১ প্রথম প্রকরণ।—যুদ্ধে পাওয়া দেশে পঞ্চোত্তরার হাসিল লইবার জন্যে যে



এ

এ আইনের লিখিত হুকুম যে তারিখে ইশ্‌তিহার হইবেক সেই তারিখহইতে চলিবেক। লইবার হুকুম চলিবার তারিখ নির্ণয়ের কথা।

২দ্বিতীয় প্রকরণ।—যুদ্ধে পাওয়া দোআবের মধ্যের এবং যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের দেশে পঞ্চোত্তরার হাসিল লইবার সম্পর্কীয় এ আইনের লিখিত হুকুম ফসলী১২১৩ সাল প্রবর্ত্ত না হইবাপর্য্যন্ত চলিবেক না। ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত সেই সকল দেশে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের নির্দ্ধারিত লবণের হাসিল সেই আইনসকলের অনুসারে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৩০ সেপ্তেম্বরের হুকুমমতে লওয়া যাইবেক ইতি। হাসিল লইবার ও না লইবার সময় নিরূপণের কথা।

৪০ ধারা।

দোআবের মধ্যের দেশে আমদানী যে লবণের উপর হাসিল ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে এবং এ আইনের ৩৫ ধারার ৪ চতুর্থপ্রকরণের মতে লাগে সেই লবণছাড়া অন্য যে সকল বাণিজ্যের জিনিস এ আইনের অনুসারে হাসিল লাগিবার যোগ্য সে সকল জিনিস যুদ্ধে পাওয়া দেশহইতে নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে এবং নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশহইতে যুদ্ধে পাওয়া দেশে গেলে তাহার উপর রফ্তানীর হাসিল সন ১২১৩ ফসলী প্রবর্ত্ত হইতে লওয়া যাইবেক। এবং সে সকল জিনিস ঐ সকল দেশে আমদানী ও রফ্তানী হইবার কালে তাহার উপর এ আইনের ১৮ ধারার লিখিত হাসিল এবং এ আইনের ১৯ ধারার লিখিত বাজার ও গঞ্জিয়াতের সরকারী হাসিলছাড়া অন্য কোন হাসিল লাগিবার যোগ্য হইবেক না ইতি। দোআবের মধ্যের দেশের আমদানী লবণছাড়া বাণিজ্যের অন্য জিনিসের উপর রফ্তানীর হাসিল লাগিবার কথা।

৪১ ধারা।

জানিবেন যে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা এবং অন্য২ আমলারা এ আইনের হুকুমের কিম্বা নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশের সরকারী হাসিলের বিষয়ী অন্য যে কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে ছাপা ও জারী হয় তাহার হুকুমের ব্যত্যয়ে কোন কর্ম্ম করিলে তাহার জওয়াব দেওয়ানী আদালতসকলে দিবার দায়ে ঠেকিবেন। ইহাতে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য আমলাদিগের কাহার প্রাপ্ত ভারক্রমে করা কিম্বা গবর্নর জেনরলের হুজুর কৌন্সেলের অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমের অনুসারে করা কোন কর্ম্মের দ্বারা কেহ যদি আপনাকে উপকৃত মানে তবে সে লোকের সাধ্য আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের কিম্বা অন্য যে কোন আইন উপদ্রবের শাসনের সংক্রান্ত হয় তাহার অনুক্রমে নালিশ করে ইতি। পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও আমলারা দেওয়ানী আদালতসকলের ব্যাপ্য হইবার কথা। উপকৃত লোকেরা উপদ্রবের শাসনের নিমিত্তে যে উপায় করিবেক তাহার কথা।

৪২ ধারা।

যদি কেহ নওয়াব উজীরের দেওয়া এবং যুদ্ধে পাওয়া দেশের পঞ্চোত্তরার কালেক্টর কেহ পঞ্চোত্তরার কা

লেক্টরসাহেবের নামে সরকারী হুকুমেতে না হওয়া মোকদ্দমায় নালিশ করিলে তাহার সওয়াল জওয়াব করণাদির জোখম আসামীর শিরে থাকিবার কথা।

লেক্টরসাহেবদিগের কাহার নামে কোন উপদ্রবের মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ও সেই উপদ্রব বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা গবর্নর জেনরলের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অনুসারে কর্ম্ম করণাধীন না হইয়া থাকে তবে সেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার জোখম আপন শিরে রাখিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াবের অর্থে সেই আদালতের সিরিস্তার উকীল জনেককে নিজ পক্ষে নিযুক্ত করেন্ এবং তাহার লাভালাভের দায়ীও তিনি হইবেন ইতি।

## ৪৩ ধারা।

তাবে আমলার নামের নালিশের সওয়াল ও জওয়াব করাইতে পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরা পারিবার কথা।

যদি পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের কাহার তাবে কোন আমলার নামে কেহ উপদ্রবের নালিশ দেওয়ানী আদালতে করে তবে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে নালিশ তাঁহার নিজনামে হইলে যেমতে সওয়াল ও জওয়াব করাইতেন সেই মতেই তাহার সওয়াল ও জওয়াব করান্ এবং তাহা করাইলে তথায় সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী হয় তাহার নিশাকরাও যেমতে সে মোকদ্দমার আসামী তিনি নিজে হইলে করিতেন সেই মতে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

## ৪৪ ধারা।

আদালতের হুকুম পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের নামে পাঠাইবার মতের কথা।

যদি দেওয়ানী আদালতের কোন হুকুম পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের কাহার নামে পাঠাইতে হয় তবে সেই আদালতের জজসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমনিদর্শনে হুকুমনামা লিখিয়া মড়ক করিয়া তাহার উপর সেই আদালতের মোহর এবং আপন ভার নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া পাঠাইয়া দেন্ তাহাতে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই হুকুমনামা পাইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার পৃষ্ঠে রসীদ লিখিয়া পুনরায় মড়ক ও মোহর করিয়া সেই জজ কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে চালান করেন্ ইতি।

## ৪৫ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাবে আমলার নামে নালিশী মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে তাহার নিশা যাঁহার দ্বারা হইবেক সে কথা।

যদি পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেবের নামে কিম্বা তাঁহার তাবে আমলাসকলের কাহার নামে নালিশী কোন মোকদ্দমার ডিক্রী দেওয়ানী আদালতে হয় এবং সে মোকদ্দমার জওয়াব বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা গবর্নর জেনরলের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে না দেওয়া গিয়া থাকে তথাপি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ডিক্রীর দেনা এবং সেই ডিক্রী আনুসারিক নোকসান ও তহখরচা সমস্ত কিম্বা কিঞ্চিতের নিশা সরকারহইতে করিতে না হয় এমত জানিলে সে ডিক্রীর হুকুম সমুদায় কিম্বা কিঞ্চিৎ এবং তদানুসারিক নোকসান ও তহখরচা যাহা মঞ্জুর রাখেন্ তাহার নিশা সেই পরাজিত ব্যক্তির স্থানে তদ্য সম্ভাবনা বুঝিয়া দেওয়ান্। ইহাতে যাঁহার স্থানহইতে সেই ডিক্রীর হুকুমের এবং তদানুসারিক



নোকসানের

নোক্সানের ও তহখরচার নিশা দেওয়ান যায় তাঁহার শক্তি আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল করা বিহিত জানিলে তাহা আপন খরচে করেন্ ইতি।

৪৬ ধারা।

যদি পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে আমলাসকলের কাহার নামে নালিশী কোন মোকদ্দমার ডিক্রী দেওয়ানী আদালতে হয় তবে সে মোকদ্দমার মূল বোর্ড রেভেন্যুর সাহেবদিগের কিম্বা গবর্নর জেনরলের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে কিম্বা বিনাহুকুমে কার্য্যকরণাধীন হইয়া থাকিলেও যদি সে ডিক্রীতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সম্মত না হন্ তবে আইনমতে সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার যোগ্য হইলে তথায় উপস্থিত করাইয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব সেই আদালতের সিরিস্তার সরকারী উকীলের অথবা অন্য উকীলের দ্বারা করাইতে তাহা এ আইন জারী হইবার তারিখে জারীথাকা কোন আইনের সম্মত কিম্বা অসম্মত হইলেও পারেন্ ইতি।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে আমলারদের নামে নালিশী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল করাইতে বোর্ড রেভেন্যুর সাহেবেরা পারিবার কথা।

৪৭ ধারা।

যদি পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে আমলা লোকের কাহার নামে ঐ ভাবের কার্য্যকরণাধীন উত্থিত কোন মোকদ্দমার নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয় তবে সে জন্যে তাঁহার স্থানে সে আদালতে হাজিরজামিন লওয়া যাইবেক না এবং সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলেও সে ডিক্রীর ও তদনুযায়ী নোক্সানের ও তহখরচের নিশার কারণ তাঁহার স্থানে মালজামিন লইবার আবশ্যক থাকিবেক না। তাহার হেতু এই যে সে সাহেবের উপর নালিশের ও ডিক্রীর মোকদ্দমায় তাঁহাকে আদালতে হাজির রাখাইবার ডিক্রীর হুকুমদিগরের নিশা দেওয়াইবার ভার গবর্নর জেনরলের হজুর কৌন্সেলের প্রতি আছে। এবং সেই আমলার নামে নালিশের ও ডিক্রীর মোকদ্দমায় তাহাকে হাজির রাখাইবার ও ডিক্রীর হুকুমওগয়রহের নিশা দেওয়াইবার দায় সেই পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের শিরে ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে রাখিবেন ইতি।

ডিক্রীর হুকুমের ও তদনুযায়ী নোক্সানের এবং তহখরচার নিশার কারণ পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের ওতাঁহার তাবে আমলার স্থানে জামিন তলব না হইবার কথা।

৪৮ ধারা।

পঞ্চোত্তরার মোতালক যে কোন কার্য্য তথাকার সাবেক কালেক্টরসাহেবের আমলে হইয়াছে তাহাঘটিত কোন মোকদ্দমার নালিশ তথাকার হালের কালেক্টরসাহেবের নামে ও তাঁহার তাবে চৌকীয়াতের এদেশীয় কোন প্রধান আমলার নামে হইবেক না। কিন্তু পঞ্চোত্তরার কোন কালেক্টরসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে এদেশীয় কোন প্রধান আমলা তগীর হইলে পর তাঁহারদিগের বহালী আমলের

পঞ্চোত্তরার সাবেক কালেক্টরসাহেব প্রভৃতির কৃত কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমার নালিশ তথাকার হালের কালেক্টরসাহে

বপ্রভৃতির নামে হইতে না পারিবার কথা।

পঞ্চোত্তরার সাবেক কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির শিরে যে সকল মোকদ্দমার জওয়াব দিবার ভার থাকিবেক তাহার কথা।

মলের কৃত পঞ্চোত্তরার মোতালক যে কোন কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমার নালিশ হইয়া থাকে তাহার জওয়াব যদি হালের কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হয় তবে সে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার ভার সেই তগীর কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির শিরে থাকিবেক। পরন্তু গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমে যে সকল কর্ম্ম পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব ও তাঁহার তাবে এদেশীয় প্রধান আমলায় করিয়া তগীর হইয়া থাকেন্ সে সকল কর্ম্মের প্রতি এ হুকুম খাটিবেক না। সে সকল কর্ম্মের জওয়াবের ভার কোম্পানির সরকারের প্রতি বর্ত্তে জানিয়া যে জওয়াব হালের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব দিবেন ইতি।

৪১ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি এবং আদালতসকলের উকীলগণ পরস্পর পঞ্চোত্তরার মোতালক মোকদ্দমাসকলের কৈফিয়ৎ ডাকের রসুম না দিয়া চালাইতে পারিবার মতের কথা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরী কার্য্যঘটিত যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল কোর্ট আপীলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াবের বেওরা ঐ সকল আদালতের সিরিস্তার উকীলগণ জ্ঞাত হইবার কারণ এবং পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও এদেশীয় প্রধান আমলারা অবগত হইবার নিমিত্তে তগীর ও বহাল পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরদের ও তাঁহারদিগের তাবে প্রধান আমলাসকলের এবং আদালতসকলের উকীলগণের পরস্পর লিখিত কাগজপত্র উভয় স্থানে বিনা ডাকের রসুমদানে চলিতে পারিবেক। অতএব কর্ত্তব্য যে খামকরা লিপির ন্যায় সেই সকল কাগজ পত্র মড়ক ও মোহর করিয়া উকীলের নামে শিরনামা লিখিয়া তদুপরি দ্বিতীয় মড়ক করিয়া সে মড়কের উপর সেই উকীলের আধার আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নাম লিখিয়া এবং সেই মোকদ্দমার নালিশ হইবার কালে সেই লেখকের যে কর্ম্ম ছিল সে কর্ম্মের নিদর্শনে নিজ নাম ধ্বনি দিয়া অর্থাৎ অমুকের লিখিত পত্র এমত জানাইয়া ডাকে চালান করেন্। রেজিষ্টরসাহেবের উচিত যে এমত মোহরকরা লিখন পাইলে তাহা তদ্রূপে সেই উকীলকে দেন্। এবং এ আইনের মতে আদালতসকলের উকীলগণের যাহার প্রতি পঞ্চোত্তরার মোতালক প্রথম নালিশী কিম্বা আপীলী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার থাকে সে উকীল সেই মোকদ্দমার সম্পর্কীয় কাগজপত্র যে সময়ে তাহার মওক্কিল তগীর কিম্বা বহাল পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা চৌকীয়াতের এ দেশীয় প্রধান আমলার স্থানে পাঠাইতে চাহে সেই সময়েই খামকরা পত্রের ন্যায় সে কাগজ মড়ক ও তাহাতে নিজের মোহর করিয়া সেই মওক্কিলের নামে শিরনামা লিখিয়া সেই আদালতের জজ কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দিলে সে সাহেব তাহার উপর দ্বিতীয় মড়ক করিয়া তদুপরি নিজ ভার নিদর্শনে নাম লিখিয়া যথায় চালাইতে হয় তথায় চালান করিবেন তাহাতে ডাকের রসুম লাগিবেক না ইতি।



৫০ ধারা।

## ৫০ ধারা।

যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা উচিত জানিয়া কিম্বা গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইয়া পঞ্চোত্তরার মোতালক কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে কিম্বা মফঃসল কোর্ট আপীলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে করাইবার ভার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা চৌকীয়াতের এদেশীয় প্রধান আমলার উপর না রাখিয়া আপনারদিগের প্রতি রাখিতে চাহেন্ তবে তাহা রাখিতে পারিবেন ইতি।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আলদাতসকলে করিবার ভার আপনারদিগের প্রতি রাখিতে পারিবেন তাহার কথা।

## ৫১ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে চৌকীয়াতের এদেশীয় প্রধান আমলাসকলের নামে তাঁহারদিগের বিষয়ঘটিত মোকদ্দমাসকলের নালিশ যে কোন আদালতে উপস্থিত হউক তাহাতে কোনপ্রকারে কিছু লাভ তাঁহারদিগের হইবেক না। এবং এমত মনস্থও নহে যে তাঁহারদিগের কৃত যে সকল কর্ম্ম আইনসকলের অনুসারে হইয়া থাকে কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা অথবা গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর রাখিয়া থাকেন্ সে সকল কর্ম্মকরণহেতুক আদালতসকলে কিছু নোক্সানের দায়ে ঠেকিতে হইলে সে দায়গ্রস্ত তাঁহারা হন্। অতএব পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবদিগের এবং তাঁহারদিগের তাবে চৌকীয়াতের প্রধান আমলাসকলের প্রতি হুকুম আছে যে আদালতসকলের ডিক্রীক্রমে তাঁহারদিগের যাঁহার যে লাভ দর্শে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে আপনারদিগের সিরিস্তায় জমা করেন্ এবং যে আদালতে যাহা খরচ করেন্ তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে আপনারদিগের সিরিস্তায় সকল খরচের নীচে প্রভেদ করিয়া কিম্বা ভিন্ন কাগজে যেমতে লিখিতে হয় লিখেন্। কিন্তু যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না হয় তাবৎ সে খরচ সরকারের হিসাবে লেখা যাইবেক না। এবং যাবৎ সে খরচ সরকারী হিসাবে লেখা না যায় তাবৎ তাহার নিশার দায় সেই পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে চৌকীয়াতের এদেশীয় প্রধান আমলার শিরে থাকিবেক যাঁহার কৃত কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমায় আদালতে নোক্সান ও খরচা দিবার অর্থে ডিক্রী হইয়া থাকে ইতি।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের তাবে চৌকীয়াতের এদেশীয় প্রধান আমলারা যে যে মোকদ্দমার লাভাপচয়ের দায়ী হইবেন না তাহার কথা।

পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা ও প্রধান আমলারা যে যে মোকদ্দমার লাভাপচয় সরকারের হিসাবে জমা ও খরচ করিবেন তাহার কথা।

ঐ লাভাপচয় জমা খরচ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুম যাবৎ না হয় তাবৎ না হইবার কথা।

## ৫২ ধারা।

যদি কোন পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোতালক এদেশীয় আমলাছাড়া উপরি কেহ নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা এ আইনের মত উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের প্রথম আইনের অনুসারে এতদ্বিষয়ের অন্য যে আইন পশ্চাৎ ছাপা ও জারী হয় তাহার মতোল্লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত কিছু হাসিল কিম্বা মাথোটক্রমে লয় তবে তস্য নামেও তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে। এবং আদালতসকলের সাহেবদিগ্‌কেও হুকুম আছে যে এমত সকল নালিশ গ্রাহ্য করিয়া দশ

পঞ্চোত্তরার এদেশীয় আমলাছাড়া উপরি কেহ নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা কাহার স্থানে কিছু হাসিল কিম্বা মাথোটক্রমে লইলে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হই

তে পারিবার এবং জজ সাহেবেরা তাহার প্রমাণ লইয়া বিচার করিবার কথা।

এমত মোকদ্দমার ডিক্রী আদালতের অন্য ডিক্রীর মতে জারী করিবার এবং আসামীর সম্পত্তিহইতে ফরিয়াদীর প্রাপ্য মূল ও অপচয় ও খরচাদিগর উসুল করিবার কথা।

দিনের মধ্যে কিম্বা তদনন্তর ত্বরাপূর্ব্বক সাক্ষিগণ হাজির হইলে তাহারদিগের স্থানে সাক্ষ্য শুনিয়া বিচার করেন্। এবং নালিশ প্রমাণ হইলে যত টাকা জোরে লইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ফিরিয়া দিবার অর্থে এবং ফরিয়াদীর অপচয় যাহা হইয়া থাকে ও আবশ্যক খরচা যাহা লাগিয়া থাকে তাহার দিশা দিবার এবং আসামীর সম্ভাবনা বুঝিয়া ভারী দণ্ড সরকারে লইবার নিদর্শনে ডিক্রী করেন্। এবং সে ডিক্রী আদালতের অন্যং ডিক্রী জারী করিবার মতে জারী করিবেন তাহাতে আসামীর সম্পত্তিহইতে আদৌ ফরিয়াদীর প্রাপ্য মূলাঙ্ক ও অপচয় ও খরচা পোষাইয়া দিয়া অবশিষ্ট ধন যে থাকিবেক তাহাতে যদি সরকারের প্রাপণীয় দণ্ডের অকুলান হয় তবে আদালতের সাহেবেরা সে দণ্ডের বদলে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ছয় মাসের ঊর্দ্ধ না হয় এমত নিয়মে যত দিন সে আসামীকে কয়েদ রাখা উচিত জানেন্ তত দিন কয়েদের নিমিত্তে হুকুম দিবেন ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনের খোলাসা।

### ১৩ দফা।


| | | | |
|---|---|---|---|
| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | ১ | এতদ্দেশীয় আমলার বিষয়। ... | ১ |
| কোর্ট মার্শ্যলের বিষয়।... ... | ১ | নিজামৎ আদালতের বিষয়। ... | ১ |
| হাসিলের বিষয়। ... ... | ১ | শপথের বিষয়। ... ... | ১ |
| কটকের বিষয়। ... ... | ১ | প্রবিন্স্যাল আপীল আদালতের বিষয়। | ১ |
| ইস্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীর বিষয়। ... ... ... | ১ | নিমকের বিষয়। ... ... | ১ |
| পণ্ডিত মৌলবীপ্রভৃতির বিষয়। ... | ১ | জিলা আদালতের বিষয়। ... | ১ |
| মাজিষ্ট্রেটের বিষয়। ... ... | ১ | | |


উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

| | |
|---|---|
| প্রস্তাব। ... ... ... | বিষয়ের তলে। |
| আলাহাবাদের। ... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| বেতনের। ... ... ... | এতদ্দেশীয় আমলার। |
| আপীলের। ... ... ... | হাসিলের। জিলা আদালতের। প্রবিন্স্যাল আপীল আদালতের। |
| নিযুক্তকরণের।... ... ... | এতদ্দেশীয় আমলার। |
| ক্রোকের। ... ... ... | মাজিষ্ট্রেটের। |
| জামিনের। ... ... ... | ঐ |
| বালম্বার। ... ... ... | লবণের। |
| বরেলীর। ... ... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। মাজিষ্ট্রেটের। |
| বাজারের মাসুলের। ... ... | মাসুলের। |
| ব্যবস্থার। ... ... ... | মাজিষ্ট্রেটের। |
| বারাণসের। ... ... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। নিমকের। প্রবিন্স্যাল আপীল আদালতের। এতদ্দেশীয় আমলার। |
| বোর্ড রেবিনিউর। ... ... | ইস্বলীদের। এতদ্দেশীয় আমলার। |
| বোর্ড ত্রেডের। ... ... ... | হাসিলের। এতদ্দেশীয় অমালার। জিলা আদালতের। |

সোণারূপাইত্যাদির

সোণারূপাইত্যাদির। .... ... হাসিলের।

বুন্দেলখণ্ডের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। দায়েরসায়েরী আদালতের।

বক্করের। ... ... ... ইম্বলীদের।

কলিকাতার। ... ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।

দত্ত ও জয়করা দেশের। ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের। হাসিলের। মাজিষ্ট্রেটের। নিমকের। জিলা আদালতের। কটকের।

চৌকীর। ... ... ... হাসিলের।

সিবিল আডিটরের। ... ... এতদ্দেশীয় আমলার।

হাসিলের কালেক্টরের। ... ... হাসিলের। জিলা আদালতের। শপথের।

মালগুজারীর কালেক্টরের। ... ইম্বলীদের। শপথের।

কমিস্যনের। ... ... ... হাসিলের।

জব্দকরণের। ... ... ... ঐ।

তুলার। ... ... ... ঐ।

অপরাধের। ... ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের। নিজামৎ আদালতের। মাজিষ্ট্রেটের। কোর্টমার্শ্যলের।

ঢাকার। ... ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।

তারিখের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। দায়েরসায়েরী আদালতের। কটকের।

কর্জ্জের। ... ... ... ইম্বলীদের।

ডিক্রীর। ... ... ... হাসিলের। জিলা আদালতের।

দিল্লীর। ... ... ... হাসিলের। নিমকের।

চেহারানামার। ... ... ... ইম্বলীদের।

ধরণার। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। দায়েরসায়েরী আদালতের।

ডিসমিসকরণের। ... ... ... এতদ্দেশীয় আমলার।

অযোগ্যহওনের। ... ... ... এতদ্দেশীয় আমলার।

শ্রীমহারাজ দৌলত রাও সিন্দিয়া। ... মাজিষ্ট্রেটের।

মাসুলের। ... ... ... হাসিলের। নিমকের।

সিরিস্তার। ... ... ... এতদ্দেশীয় অমালার।

টালমটালকরণের। ... ... মাজিষ্ট্রেটের।

ইউরোপীয় লোকের। ... ... নিমকের।

ইজারদারের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের।

গৃহদাহের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনের খোলাসা।

গৃহদাহের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের।
গঙ্গানদীর। ... ... ... হাসিলের।
ঘরঘরা নদীর। ... ... ... ঐ।
জিনিসের। ... ... ... ঐ।
গোরক্ষপুরের। ... ... ... নিমকের। দায়েরসায়েরী আদালতের।
শস্যাদির। ... ... ... হাসিলের।
গঞ্জের হাসিলের। ... ... ঐ।
উত্তরাধিকারির। ... ... ... ইস্তলীদের।
পর্ব্বতীয় হাটের। ... ... ... হাসিলের।
জায়গীরের। ... ... ... ইস্তলীদের।
জেহেলখালাসের। ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের। নিজামৎ আদালতের।
মণিমুক্তাদির। ... ... ... হাসিলের।
নীলের। ... ... ... ঐ।
আমদানী কি রপ্তানীহওয়া জিনিসসমূহের। ... ... ... ঐ।
গ্রামের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের।
সীমার। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। দায়েরসায়েরী আদালতের।
মালিকানার। ... ... ... ইস্তলীদের।
মিলিটরী আডিটর জেনরলের। ... ঐ।
মুরশিদাবাদের। ... ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।
নিমকের সারমহালের। ... ... নিমকের।
পাটনার। ... ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।
বেতনের। ... ... ... ইস্তলীদের।
জরীমানার। ... ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের। হাসিলের নিমকের।
পেন্স্যনের। ... ... ... ইস্তলীদের।
ফুলকরের। ... ... ... ঐ।
কাপড়ের থানের। ... ... হাসিলের।
পোলীসের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। কটকের।
পাট্টার। ... ... ... ইস্তলীদের।
হুকুমের। ... ... ... হাসিলের। ইস্তলীদের। মাজিষ্ট্রেটের। জিলা আদালতের।
ইশ্তিহারের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের।

ভূম্যধিকারিদিগের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনের খোলাসা।

ভূম্যধিকারিদিগের। ... ... ইম্বলীদের। মাজিষ্ট্রেটের।
পণ্ডিতের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের।
দণ্ডের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। দায়েরসায়েরী আদালতের। কোর্ট মার্শ্যালের।
রাজকুমারের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের।
রামপুর জায়গীরের। ... ... হাসিলের।
রেজিষ্টরের। ... ... ... হাসিলের। জিলা আদালতের। ইম্বলীদের।
রেগুলিটিং আফিসরের। ... ... ইম্বলীদের।
খাজানার। ... ... ... ঐ।
বদলীর। ... ... ... এতদ্দেশীয় আমলার।
ইস্তফাদেওনের। ... ... ... ঐ।
প্রতিবন্ধকরণের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। নিজামৎ আদালতের।
পারিতোষিকের। ... ... মাজিষ্ট্রেটের।
রওয়ানার। ... ... ... হাসিলের। নিমকের।
সালম্বার। ... ... ... নিমকের।
সায়েরের। ... ... ... হাসিলের।
মোহ্‌রের। ঐ।
জামিনের। ... ... ... হাসিলের। জিলা আদালতের।
ধরাপড়নের। ... ... ... হাসিলের।
সদর দেওয়ানী আদালতের। ... এতদ্দেশীয় আমলার।
চিনির। ... ... ... হাসিলের।
মোকদ্দমার। ... ... ... ঐ।
থানার। ... ... ... ইম্বলীদের।
তহসীলদারের। ... ... ... মাজিষ্ট্রেটের। এতদ্দেশীয় আমলার।
রাহাদারীর। ... ... ... মাসুলের।
চব্বিশপরগনার। ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।
পদশূন্যহওনের। ... ... এতদ্দেশীয় আমলার।
আদালত বন্দহওনের। ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।
উকীলের। ... ... ... হাসিলের। জিলা আদালতের। ইম্বলীদের।
নিদর্শন পত্রের। ... ... ... ইম্বলীদের।
যুদ্ধের সরঞ্জামের। ... ... হাসিলের।
বিধবার। ... ... ইম্বলীদের।
জমীদারের। ... ... মাজিষ্ট্রেটের।

দায়েরসায়েরী

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| বঙ্গদেশপ্রভৃতির বিষয়। | | | |
| কতকং জেহেল খালাসকরণের মতান্তরকরণবিষয়ক বিধি। | ২ | ১ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইল। ... ... ... ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও বারাণসের দায়েরসায়েরীর ভ্রমণারম্ভের তারিখ নির্দ্দিষ্টকরণ। ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| চব্বিশপরগনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ জিলার দায়েরসায়েরী আদালত তিনং মাসানন্তর হইবে। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| যেং গতিকে প্রধান জজসাহেব তিনং মাসের জেহেল খালাস করিবেন। শহর বারাণসের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ আইন স্পষ্টীকরণ। দায়েরসায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী বর্ত্তমান না থাকিলে জিলা আদালতের কাজী কি মুফ্তী তাঁহারদের কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| দায়েরসায়েরী ভ্রমণ অথবা জেহেল খালাসের নির্দ্দিষ্ট কাল পরবের মধ্যে পড়িলে তদ্বিষয়ক বিধি। রবিবারে আদালত হইবে না। ... ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| পাটনার এলাকায় ছয়ং মাসীয়া ভ্রমণ যে জিলার পর যথায় হইবে তাহার বিলি। ... .. ... ... | ঐ | ৭ | ১ |
| কলিকাতার এলাকায় ছয়ং মাসের ভ্রমণ যে জিলার পর যথায় হইবে তাহার বিলি। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| আবশ্যক হইলে ঐ বিধির বিশেষ মতান্তর হইতে পারে। | ঐ | ৮ | ০ |
| কোনং হুকুমের লঙ্ঘন হইলে জজসাহেব মাজিষ্ট্রেটসাহেবের রুবকারী তজবীজ করিয়া তদ্বিষয়ক রিপোর্ট নিজামৎ আদালতে দিবেন। ... ... ... ... ... | ৩ | ২ | ৫ |
| দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের বিষয়। | | | |
| কটকদেশে ফৌজদারী মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের রীতি। ... | ৪ | ১ | ০ |

কটক

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কটক জিলা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের এলাকা ভুক্ত হইল। ঐ জিলা দুই গির্দ্দ হইবে। তাহাতে প্রতিবৎসরে দুইবার জেহেল খালাস হইবে। ... ... ... | ৪ | ২ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মর্ম্মানুসারে যে সামান্য বিধির হুকুম হয় তদনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কার্য্য করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| কটকের একং গির্দ্দে এক মাজিষ্ট্রেটসাহেব নিযুক্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| উত্তরকালে যে আইন হইবে কটকের উপর তাহার যেং আইন খাটিবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| কটকে পোলীসের কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহ হইবে তাহা। ... | ঐ | ৬ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বে যে অপরাধ হয় তাহা আদালতে বিচারযোগ্য হইবে না। পূর্ব্বোক্ত তারিখ এবং এই আইন জারীহওনের তারিখ এই উভয়ের মধ্য কালে যে অপরাধ হইয়া থাকে তদ্বিষয়ক বিধি। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| দত্তদেশে দায়েরসায়েরী আদালতের খ্যাতি পরিবর্ত্তনকরণবিষয়ের এবং দত্ত ও জয়করা দেশের কোনং ভাগে ফৌজদারী মোকাদ্দমা নির্ব্বাহকরণবিষয়ক বিধি। ... ... ... | ৯ | ১ | ০ |
| তাহার খ্যাতি বরেলীর এলাকার দায়েরসায়েরী আদালতে হইবে। ... ... ... ... ... | ঐ | ১ | ০ |
| শ্রীযুত দৌলৎ রাও সিন্ধিয়াকর্ত্তৃক দত্ত দেশসকল পাঁচ জিলায় বিভাগ হইয়া বরেলীর দায়েরসায়েরী আদালতের পেটায় থাকিবে। ... ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| বুন্দেলখণ্ডে পাওয়া যে অধিকার তাহা লইয়া এক জিলা হইবে এবং তাহা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের পেটায় থাকিবে। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| জেহেল খালাস যাঁহার দ্বারা ও যে সময়ে হইবে তাহা। | ঐ | ৫ | ০ |
| দত্ত ও জয়করা দেশের বিষয়ে যে আইন হইয়াছে সেই আইনানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কার্য্য করিবেন। ... ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |

প্রত্যেক

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| প্রত্যেক জিলায় একং জন মাজিষ্ট্রেটসাহেব মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা বিশিষ্ট হইয়া নিযুক্ত হইবেন। ... ... ... | ৯ | ৭ | ০ |
| শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর জিলাসকলের সীমানার ফের ফার করিতে পারেন। ... ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবের জিম্মায় পোলীসের কার্য্য থাকিবে এবং তিনি আইনানুসারে কার্য্য করিবেন। জমীদারপ্রভৃতিরা আপনারদের দায়হইতে মুক্ত হইবেন না। ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেব কমিস্যনরদিগের তাবে থাকিয়া বুন্দেলখণ্ডে পোলীসের কার্য্য করিবেন। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| কোনং তারিখের পূর্ব্বে করা অপরাধের বিচার হইবার বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত তারিখ কোনং জিলার উপরে খাটিবে না। ... ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| **কোর্ট মার্স্যালের বিষয়।** | | | |
| সরকারের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয় তাহার কোর্ট মার্স্যালের দ্বারা তৎক্ষণাৎ দণ্ডদেওনের বিষয়ের বিধি। ... ... | ১০ | ১ | ০ |
| কোনং গতিকে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল ফৌজদারী আদালত মৌকুফ করিয়া কোর্ট মার্স্যালের দ্বারা অপরাধি ব্যক্তির অবিলম্বে বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| যাহারদের অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহারদের যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| উপরের উক্তাপরাধের কোন মোকদ্দমার বিচার সামান্য আদালতে করিতে হুকুমদেওনে গবর্ণমেণ্টের কিছু নিষেধ নাই। | ঐ | ৪ | ০ |
| **হাসিলের বিষয়।** | | | |
| **দত্ত ও জয়করা দেশের বিষয়।** | | | |
| দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশে সরকারী হাসিল আদায়করণবিষয়ের বিধি। ... ... ... ... ... | ১১ | ১ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৮ আইন রদ হইল। ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশে যে হাসিল এই আইনের কিম্বা | | | |

ভবিষ্যৎ

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ভবিষ্যৎ কোন আইনের দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাহা লওয়া যাইবে না। | ১১ | ৩ | |
| শহর দিল্লীর ও যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের যে দেশ শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের পনাহের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাছাড়া দত্ত ও জয়করা দেশের অন্যং ভাগে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর উপরের লিখিত প্রকার হাসিল মৌকুফ হইল। | ঐ | ৪ | ০ |
| যেং জিলায় পঞ্চোত্তরার কাছারী বসান যাইবে তাহা। | ঐ | ৫ | ০ |
| কোনং গতিকে শ্রীযুত গবরনর জেনরল এই আইন জারী মৌকুফ করিয়া পঞ্চোত্তরার কাছারী বসাইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবেন। | ঐ | ৬ | ০ |
| যেং স্থানে পঞ্চোত্তরার কাছারী বসান যাইবে তাহা। | ঐ | ৭ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কাছারীর সাহেবেরদের যেরূপ খ্যাতি হইবে তাহা। | ঐ | ৮ | ১ |
| প্রধান কালেকটরসাহেবের যেং নায়েব কালেকটরসাহেবের জিম্মায় পঞ্চোত্তরার কাছারী থাকিবে তাহা। | ঐ | ঐ | ২ |
| কোনং জিলায় রাজস্বের কালেকটরসাহেবের মারফতে পঞ্চোত্তরার হাসিল লওয়া যাইবে। | ঐ | ঐ | ৩ |
| পঞ্চোত্তরার সাহেবেরা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরদের তাবে থাকিবেন। | ঐ | ৯ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কাছারীর মোহরের বিষয়। | ঐ | ১০ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কালেকটরসাহেব ও তাঁহারদের নায়েবেরদের কর্ত্তব্য শপথ। | ঐ | ১১ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কাছারী খোলা থাকিবার সময়ের নির্ণয়। | ঐ | ১২ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার চৌকীয়াৎ বসাইবার নিয়ম। | ঐ | ১৩ | ০ |
| চৌকীয়াতের আমলার কার্য্যের নিরূপণ। | ঐ | ১৪ | ০ |
| বাজারে ও গঞ্জে বিক্রয়করা জিনিসছাড়া নীচের লিখিতব্য হাসিলব্যতিরেকে জিনিসের উপর অন্য হাসিল লাগিবে না। | ঐ | ১৫ | ১ |
| তুলার হাসিলের হার। | ঐ | ঐ | ২ |
| যেরূপে তুলার উপর হাসিল লওয়া যাইবে তাহা। | ঐ | ঐ | ৩ |
| কোনং গতিকে তুলার উপর হাসিললওনের পুনশ্চ বিধি। | ঐ | ঐ | ৪ |

অন্যং

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।


| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| অন্যং গতিকের বিধি। ... ... ... | ১১ | ১৫ | ৫ |
| তুলার উপর দোকর হাসিল লাগিবে না। ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| কাপড়ের আমদানীকরণমুখে যে হাসিল লাগিবে তাহার হার। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৭ |
| কাপড়ের রফ্তানীকরণমুখে যে হাসিল লাগিবে তাহার হার। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৮ |
| নীলের আমদানী ও রফ্তানীকরণের মুখে যে হাসিল লাগিবে তাহার হার। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৯ |
| চিনী ও মিসরী ও গুড়ের আমদানী ও রফ্তানীর হাসিল। ... | ঐ | ঐ | ১০ |
| অন্যং দ্রব্যের আমদানীর মুখে যে হাসিল লাগিবে তাহার বেওরা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ১১ |
| ঐ২ জিনিসের রফ্তানীর হাসিল। ... ... | ঐ | ঐ | ১২ |
| নিরিখনামার বহী দেখিয়া হাসিল লওয়া যাইবে। ... | ঐ | ১৬ | ০ |
| বঙ্গপ্রভৃতি দেশহইতে আমদানীকরা জিনিসের হাসিল। ... | ঐ | ১৭ | ১ |
| ঐ২ জিনিসের রফ্তানীর হাসিল। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের মধ্যে যে জিনিস উৎপন্ন হয় তাহা স্থানান্তর করিলে যে হাসিল লাগিবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৮ | ০ |
| বাজার ও গঞ্জের হাসিল মাফ হইবে না। ... ... | ঐ | ১৯ | ০ |
| নওয়াব উজীরের দেশহইতে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর পথ দিয়া যে জিনিস চলিবে তাহার হাসিলের বিষয়ের বিধি। ... | ঐ | ২০ | ০ |
| কেবল পাহাড়িয়া মেলার জিনিসের উপর গঞ্জ ও বাজারের হাসিল লওয়া যাইবে। ... ... ... | ঐ | ২১ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৭ আইনের দ্বারা যে কএক জিনিসের হাসিল মৌকুফ হইল তাহার বিষয়ের বিধি। ... ... | ঐ | ২২ | ০ |
| শস্য ও সোণা রূপা ও রত্নের উপর হাসিল মাফ হইবে। ... | ঐ | ২৩ | ১ |
| অন্যং যে জিনিসের হাসিল মাফ হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| যুদ্ধসজ্জার জিনিস ক্রোক্ ও জব্দ হইবে। ... ... | ঐ | ২৪ | ০ |


হাসিল

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| হাসিল যে সময়ে দিতে হইবে তাহা এবং জিনিসের সঙ্গে রওয়ানা না থাকিলে তাহা ক্রোকের যোগ্য হইবে। ... | ১১ | ২৫ | ০ |
| রওয়ানা লিখিবার ডৌল। ... ... | ঐ | ২৬ | ১ |
| রওয়ানার বিষয়ে যেরূপ দরখাস্ত দিতে হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| দরখাস্তের লিখিত জিনিসঅপেক্ষা অধিক জিনিস চালাইবার চেষ্টা করিলে তাহার যে জরীমানা লাগিবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| রওয়ানার দরখাস্ত করিলে যে সময়ে তাহা দেওয়া যাইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| রওয়ানা যৎকর্তৃক দস্তখৎ ও মোহর ও দেওয়া যাইবে তাহা। | ঐ | ঐ | ৫ |
| আমলারা আপনং ছুদ্দার মোহর অন্যের স্থানে রাখিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| রওয়ানা যে ভাষায় লিখিতে হইবে এবং তাহাতে যে বেওরা থাকিবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৭ |
| কোম্পানির বাণিজ্যের জিনিসের রওয়ানাও লইতে হইবে কিন্তু তাহার উপর কিছু হাসিল লওয়া যাইবে না। ... ... | ঐ | ঐ | ৮ |
| রওয়ানার রেজিষ্টরী রাখিতে হইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৯ |
| রওয়ানা কেবল এক বৎসর মিয়াদে চলিবে। ... ... | ঐ | ২৭ | ১ |
| যে জিনিসের রওয়ানা আছে সেই জিনিস অন্যং পঞ্চোত্তরার কাছারী দিয়া গমনবিষয়ক বিধি। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| কালেক্টরসাহেবেরা পরস্পর পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের দেওয়া রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিবেন। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| এক রওয়ানার বদলে দুই কিম্বা ততোধিক রওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে ঐরূপ দেওয়া রওয়ানায় কিছু অধিক হাসিল লাগিবে না। ... ... ... ... | ঐ | ২৮ | ১ |
| কোনং নিয়মানুসারে মহাজনেরা মিয়াদ গতে রওয়ানা বদলাইতে পারে। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| বদলী রওয়ানার ফিরিস্তি রাখিতে হইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা হাসিল অনায়াসে পাইবার সদুপায় ঠাহরিয়া লিখিতে পারেন। ... ... | ঐ | ২৯ | |

অনির্ণীত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।


| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| অনির্ণীত হাসিল লইতে নিষেধ। ... ... | ১১ | ৩০ | ০ |
| এই আইনের অন্যথাচরণ করিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। | ঐ | ৩১ | ০ |
| জব্দযোগ্য বস্তু ক্রোক্ হইলে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবে। | ঐ | ৩২ | ১ |
| জব্দী জিনিসের মূল্য যেরূপে বিভাগ হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা জব্দের যোগ্য জিনিস ছাড়িয়া দিতে এবং নির্ণীত দণ্ড ক্ষমা করিতে পারেন। ... ... | ঐ | ৩৩ | ১ |
| তাঁহারা গুরু দণ্ডের পরিবর্ত্তে লঘু দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন। | ঐ | ঐ | ২ |
| রামপুর জায়গীরের জিনিসের আমদানী ও রফ্তানীবিষয়ক বিধি। | ঐ | ৩৪ | ০ |
| নিমকের হাসিলের বিষয়ের বিধি। ... ... | ঐ | ৩৫ | ১ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬। ৭ আইনের কতক ভাগ রদ হইল। | ঐ | ঐ | ২ |
| যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের জিলাসকলের মধ্যে নিমক আমদানী হইলে তাহার উপর কতক হাসিল লাগিবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| দোআবে আমদানীহওয়া নিমকের উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬। ৭। আইনের নিরূপিত মাসুল লাগিবে। ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| বিনারওনায় লবণ চালাইলে কিম্বা চালাওনের উদ্যোগ করিলে তাহা ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবেক। ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬। ৭ আইনের অন্যসকল ভাগ বলবৎ থাকিবেক। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| নিমকের হাসিল এ আইনক্রমে তহসীলকরা হাসিলের এক ভাগের ন্যায় গণ্য হইবেক। ... ... ... | ঐ | ৩৬ | ০ |
| হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা হাসিলের মোটের উপর রসুম পাইবেন তাহা কোনং গতিকে যেরূপে বিভাগ হইবেক তাহা। ডেপুটী কালেক্টরসাহেবেরা জব্দকরা জিনিসের মূল্যের উপর কিছু রসুম পাইবেন না। ... ... ... | ঐ | ৩৭ | ০ |
| দিল্লী শহর এবং যমুনানদীর দাহিন পার্শ্বের যে রাজ্য বাদশাহকে অর্পণ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে জিনিসের আমদানী ও রফ্তানীবিষয়ক বিধি। .... ... ... | ঐ | ৩৮ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার হাসিল লইবার হুকুম যেং গতিকে দত্ত দেশে চলিবে তাহার নির্ণয়। ... ... ... | ঐ | ৩৯ | ১ |


জয়করা

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| জয়করা দেশ ও বুন্দেলখণ্ডে ঐ আইন যে গতিকে চলিবেক তাহার নির্ণয়। ... ... ... ... | ১১ | ৩৯ | ২ |
| পূর্ব্বোক্ত তারিখের পর দত্ত ও জয়করা দেশে জিনিসের আমদানী ও রপ্তানীকরণবিষয়ক বিধি। ... ... | ঐ | ৪০ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব ও তাঁহার আমলারা দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হইলেন। উপক্রান্ত লোকেরা উপদ্রবের প্রতিকার যেরূপে পাইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৪১ | ০ |
| কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদের প্রথমে কোনং গতিকে মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করিবেন। ... ... | ঐ | ৪২ | ০ |
| তাবে আমলার নামে নালিশের সওয়ালজওয়াব কালেক্টর সাহেবেরা করিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ৪৩ | ০ |
| আদালতের হুকুম পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের নামে যেরূপে পাঠান যাইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৪৪ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কালেক্টরের কি তাঁহার তাবে আমলার নামে ডিক্রী হইলে তাহার নিশা যাহার দ্বারা হইবেক তাহা। ... | ঐ | ৪৫ | ০ |
| বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা তাহার আপীলকরণের হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... ... | ঐ | ৪৬ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কালেক্টর ও তাঁহার আমলার স্থানে জামিন তলব হইবেক না। ... ... ... ... | ঐ | ৪৭ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার সাবেক কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির করা কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমার নালিশ তথাকার হালের কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির নামে হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ৪৮ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের মারফতে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ উকীলগণের নিকটে পাঠাইবেন। ... ... ... ... | ঐ | ৪৯ | ০ |
| যেং গতিকে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবকরণের ভার আপনারদের প্রতি রাখিবেন তাহা। ... | ঐ | ৫০ | ০ |
| পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা মোকদ্দমার লাভাপচয়ের দায়ী হইবেন না। লাভাপচয় সরকারের হিসাবে জমা ও খরচ হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ৫১ | ০ |

পূর্ব্বোক্ত

# ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি নায়েব কালেক্টর ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের উপরে অর্শিবেক। ... ... ... | ১১ | ৫২ | ০ |
| যাঁহারা সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত নহেন তাঁহারদের বেআইনীতে টাকা লইলে যে দণ্ড হইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ৫৩ | ০ |
| **কটকের বিষয়।** | | | |
| কটকের ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মসম্পন্নবিষয়ের আইন। .. | ৪ | ১ | ০ |
| তাহার এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতভুক্ত হইল এবং তাহা দুই গির্দ্দ হইবেক। বৎসরে দুইবার তত্রস্থ জেহেলে কয়েদথাকা ব্যক্তিরদের মোকদ্দমা হইবেক। ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে যে সামান্য হুকুম হয় তদনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কার্য্য করিবেন। ... ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| প্রত্যেক গির্দ্দে এক জন মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্ত হইবেন ও তিনি মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতাপন্ন হইবেন। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| উত্তরকালে করা যে আইন এই জিলার মধ্যে চলিবেক তাহা। | ঐ | ৫ | ০ |
| পোলীসের কার্য্য যেরূপে সম্পন্ন হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বের করা অপরাধ শুনা যাইবে না। সেই তারিখ এবং এই আইনের তারিখপর্য্যন্ত করা অপরাধবিষয়ক বিধি। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| **ইম্বলীদেরদের বিষয়।** | | | |
| জায়গীর ও আলুফাবিষয়ক বিধি। ... ... | ১ | ১ | ০ |
| কিয়ৎ বর্জ্জনীয় কথাদৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৫৬ আইন রদ হইল। ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| ইম্বলীদেরদের জায়গীর যেং জিলায় নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা। শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমে থানা নির্ণয় হইবেক না। .... | ঐ | ৩ | ০ |
| জায়গীরের ও আলুফার এতমামদারীর সামান্য ভার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে অর্পিত হইল। ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| তাহার মোখ্তারকারীর কর্ম্ম রেগুলেটিং আফীসরসাহেবেরদের হস্তে অর্পিত হইল। ঐ সাহেবেরা যথায় নিযুক্ত হইবেন তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |

রেগুলেটিং

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| রেগুলেটিং আফীসর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবেরদের তাবে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে থাকিবেন ও তাঁহারদের দ্বারা আবশ্যক সকল কর্ম্মের সম্বাদ শ্রীযুতের হুজুরে পাঠান যাইবেক। .... .... .... ... | ১ | ৬ | ০ |
| ইস্বলীদেরা হুদ্দামতে জায়গীর ভূমি পাইবেক। .... | ঐ | ৭ | ০ |
| কালেক্টরসাহেবেরা ইস্বলীদেরদের জায়গীরভূমির নির্ব্বাচনি ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| ইস্বলীদেরদের নিমিত্তে যে ভূমির ঠাহর হইয়াছে তাহার অধিকারিরদের সহিত যে নিয়ম করা যাইবেক তাহা। ... | ঐ | ৯ | ১ |
| জায়গীরভূমি তদধিকারির পেটাওহইতে খারিজ হইবে না। | ঐ | ঐ | ২ |
| জলকর ও বনকর ও ফলকর ভূমি পাট্টাভুক্ত হইবে। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| ইস্বলীদেরদের জীবনাবধি তাহারা ভূমি নিষ্করক্রমে ভোগ করিবে এবং তাহারা মরিলে তদুত্তরাধিকারিগণের অর্শ্বিবে। ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| উত্তরাধিকারিরা উত্তরাধিকারিতার ভূমিতে দখল পাইলে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত মালিকানা দিবেক। ..... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| পাঁচ বৎসর গতে ভূমির উপরে রাজস্ব যেরূপে নির্ণয় হইবে তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| ইস্বলীদেরা জায়গীর ভূমি পাওনঅবধি সাত বৎসর অতীত না হইতে মরিলে সেই ভূমি তদুত্তরাধিকারির দখলে যে কটে থাকিবেক তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৭ |
| উত্তরাধিকারিহীন কোন ইস্বলীদ মরিলে তাহার জায়গীর ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবে তাহা। ... ... .... | ঐ | ঐ | ৮ |
| যেং গতিকে উত্তরাধিকারিরা সেই ভূমি বিক্রয় করিতে পারে তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৯ |
| উত্তরাধিকারিরা যদি ভূমিতে আবাদ না করে তবে সেই ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবে। সেই ভূমি লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহা। | ঐ | ঐ | ১০ |
| ভূমির রাজস্বধার্য্য নির্ণীত কালের মধ্যে আবাদ না হইলে তদ্বিষয়ক বিধি। ... ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ১১ |
| মালিকানা ও রাজস্ব যেরূপে উসুল হইবে তাহা। সেই উপলক্ষে তদধিকারির স্থানে কিছু বেশী তলব হইবে না। ... | ঐ | ঐ | ১২ |

ভূম্যধিকারির

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ভূম্যধিকারির স্থানে যে পাট্টা লওয়া যাইবে তাহা। | ১ | ৯ | ১৩ |
| ভূম্যধিকারী ইস্বলীদেরদের থানায়২ স্বপক্ষের গোমাস্তা নিযুক্ত করিবে। | ঐ | ঐ | ১৪ |
| যে কালে থানার এতমামদারীহইতে রেগুলেটিং আফীসর সাহেব অবসর হইবেন তাহা। | ঐ | ঐ | ১৫ |
| যাহা হইলে জায়গীরের দখলী ভূমি পুনরায় তদধিকারির হস্তে যাইবে তাহা। | ঐ | ঐ | ১৬ |
| ইস্বলীদ ও ভূম্যধিকারির মধ্যে যে কট হয় তাহা বলবৎ থাকিবে এবং সেই কটঘটিত আপত্তির নিষ্পত্তি জিলার আদালতে হইবে। | ঐ | ঐ | ১৭ |
| যে ব্যক্তির দখলে ক্রয় বা হস্তান্তর বা প্রকারান্তরে জায়গীর ভূমি আইসে তাহার উপরে সেই কট বলবৎ থাকিবে। | ঐ | ১০ | ০ |
| ইস্বলীদেরা সরকারের খাসতহসীলের ভূমি অধিকারস্থ জায়গীর ভূমির কটের অনুসারে ভোগ করিবে। | ঐ | ১১ | ০ |
| ইস্বলীদদিগের উত্তরাধিকারিণী বিধবারা ভর্ত্রন্তর করিলেও পূর্ব্ব স্বামির জায়গীর ভূমি ভোগ করিতে পারিবে। | ঐ | ১২ | ০ |
| রেগুলেটিং আফীসর সাহেবেরা আপনথানার মধ্যের বিরোধ মিটাইবেন। | ঐ | ১৩ | ০ |
| ইস্বলীদেরদের মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব সরকারী উকীল বিনা খরচায় করিবে। | ঐ | ১৪ | ০ |
| ইস্বলীদেরদের থানায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম চলিবে ও তাহা হেলন করিলে অন্য২ লোকের মত তাহারা দণ্ড পাইবে। | ঐ | ১৫ | ০ |
| ইস্বলীদেরদের কর্জ্জের নিমিত্ত জায়গীর বন্ধক সিদ্ধ হইবে না কিন্তু তাহার মরণানন্তর তাহা কর্জ্জশোধের সংস্থান বোধ হইবে। | ঐ | ১৬ | ০ |
| জায়গীরের ভূমি যেরূপে বিভাগ হইবে তাহা। আদালতের সাহেবেরা তাহার মধ্যে হাত দিবেন না। | ঐ | ১৭ | ০ |
| ইস্বলীদেরা হাজরী দিবার কালে আপনং থানায় উপস্থিত না হইলে তাহারদের নাম কাটা যাইবে। আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ের কোন নালিশ শুনিবেন না। | ঐ | ১৮ | ০ |


কালেক্টরসাহেবেরা

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কালেক্টরসাহেবেরা ৭ ও ৯ ধারার মর্ম্মক্রমে জায়গীরের বিষয়ে নূতন বন্দোবস্ত করিবেন এবং ৭ ও ৯ ধারার মর্ম্মানুসারে স্থাপিত থানার পুনর্নির্ণয় করিবেন। ... ... ... | ১ | ১৯ | ০ |
| কালেক্টরসাহেবেরা আবাদের নিমিত্ত বন কাটাইয়া তাহার খরচের বিল হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। ... ... | ঐ | ২০ | ০ |
| ইম্বলীদেরদের বসতি বাটীপ্রভৃতির নিমত্ত ভূমির যে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহা পাট্টায় লেখা থাকিবে। ... ... | ঐ | ২১ | ১ |
| পথের জন্যে সরকারহইতে ভূমি ক্রয় হইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ইম্বলীদেরা ভূমি জায়গীর কিম্বা নগদ আলুফা যাহা লইতে চাহে তাহা পাইবে। আলুফার বরাওর্দ্দ। ... ... | ঐ | ২২ | ১ |
| ইম্বলীদেরা নিজবাসে যাইতে চাহিলে পূর্ণ ছয় মাসের আলুফার টাকা এককালে পেশগি পাইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| যে ইম্বলীদেরা কিল্লার কর্ম্মোপযুক্ত না হয় তাহারা ছয় মাসের আলুফার টাকা এককালে পাইতে পারে তাহারদের বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| যে সনন্দী ও অসনন্দী ইম্বলীদেরা জায়গীর ভূমির বদলে নগদ আলুফা পায় তাহারদিগেরে এক বেওরাফর্দ্দ দেওয়া যাইবে। .... .... ... .... | ঐ | ২৩ | ০ |
| সেই বেওরাফর্দ্দ কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিল করিলে তিনি তাহারদিগকে আলুফার টাকা দিবেন। ... ... | ঐ | ২৪ | ০ |
| কালেক্টরসাহেবেরা আলুফার টাকার রসীদপ্রভৃতি ফৌজের আডিটর জেনরল সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ... ... | ঐ | ২৫ | ০ |
| আলুফাদারদিগের কেহ বর্ত্তমান থাকিবার নিদর্শনপত্র বার মাসের মধ্যে না দর্শাইলে তাহার নাম কাটা যাইবে। ... | ঐ | ২৬ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের ৩৩ ধারা বলবৎ থাকিবে। ... ... ... ... ... | ঐ | ২৭ | ০ |
| **কাজী কি মুফ্তীর বিষয়।** | | | |
| দায়েরসায়েরী আদালতের কাজী কি মুফ্তী হাজির না থাকিলে শহর ও জিলার আদালতের কাজী ও মুফ্তী তাহারদের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবে। ... ... ... ... | ২ | ৫ | ০ |

মাজিষ্ট্রেটের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| মাজিষ্ট্রেটের বিষয়।<br>দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ফৌজদারী আদালতের ও পোলীসের আমলার হুকুম লঙ্ঘন প্রভৃতি না হইবার বিধি। ... ... ... | ৩ | ১ | ০ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরদের হুকুম কেহ লঙ্ঘন করিলে তাঁহারা যাহা করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ২ | ১ |
| জমীদারপ্রভৃতি কিম্বা নিষ্কর ভূমির অধিকারী দুর্দ্ধর্ষতা করিলে তাহারদের সঙ্গে যে মতাচরণ করিতে হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| হুজুরী মালগুজার দুর্দ্ধর্ষতা করিলে তাহার সহিত যে যে মতাচরণ করিতে হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| অপরাধী যদি অন্য প্রকার ব্যক্তি হয় তাহার সহিত যে মতাচরণ করিতে হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| যে গতিকে মাজিষ্ট্রেটসাহেব নিজামৎ আদালতে না জানাইয়া শাস্তি দিতে পারেন তাহা। কোন২ গতিকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা রুবকারী তহকীকাৎ করিয়া তাহার উপর রিপোর্ট করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| পূর্ব্বোক্ত কথা বর্জনীয় রাখিয়া মজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপনারদের ডিক্রী নিজামৎ আদালতের চূড়ান্ত হুকুমপ্রাপণার্থে তথায় রিপোর্ট করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| এই২ গতিকে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেরূপে কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| দুর্দ্ধর্ষাপরাধী পলাইলে কিম্বা লুকাইলে তাহার প্রতি যে মতাচরণ করা যাইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৪ | ১ |
| ভূম্যধিকারির কি হুজুরী মালগুজারের ভূমি ক্রোক্ হইবে। | ঐ | ঐ | ২ |
| মফঃসলী তালুকদারপ্রভৃতির সহিত যে মতাচরণ করিতে হইবে তাহা। .. ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| তালুকের ক্রোক্ যে সময় উঠান যাইবে ও হিসাব দাখিল হইবে তাহা। .... .... .... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| অপরাধির ভূমি ক্রোক্ হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে সে হাজির না হইলে তাহার হকীকৎ হুজুরে চালান হইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |

পূর্ব্বোক্ত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পূর্ব্বোক্ত হুকুমলঙ্ঘনের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে জামিনভরে রা খা যাইবে না। ... ... ... | ৩ | ৫ | ০ |
| চুরী ও ডাকাইতীতে হওয়া ক্ষতির দায়ে সকল মোকদ্দমার না লিশ তহসীলদারপ্রভৃতিরদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে হ ইবে। ... ... ... .... ... | ঐ | ৬ | ১ |
| খামমহালাতের তহসীলদারেরা চুরী ও ডাকাইতীর ক্ষতির দা য়ের দায়ী হইবে। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| গৃহদাহপ্রভৃতির অপরাধিকে জামিনভরে রাখিতে নিষেধ হইল। | ঐ | ৭ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ২৩ ধারার উক্ত পারি তোষিক অন্যং প্রকার অপরাধিদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। | ঐ | ৮ | ০ |
| ধরণা না হইবার নিদর্শনে ইশ্‌তিহারনামা লিখিয়া ঘোষণা দে ওয়া যাইবে। ... ... ... ... | ঐ | ৯ | ১ |
| ধরণাদায়কদিগেরে ধরিতে হইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ধরণাবিষয়ক মোকদ্দমা যেরূপে করা যাইবে তাহা। ... | ঐ | ১০ | ১ |
| শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ ধরণা সিদ্ধ না হইলে দায়েরসায়ের আ দালতের সাহেবেরা যে বিধান করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| পণ্ডিতেরা ধরণার অপরাধে যেমত ব্যবস্থা দিবেন তাহা। | ঐ | ঐ | ৩ |
| জাতি রাজকুমারেরা নিজকন্যাসন্তানকে হত্যা করিলে যেরূপ বিচার ও দণ্ড হইবেক তাহা। তদ্বিষয়ে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাই বে। ... ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| সুবে কটক দুই গির্দ হইবেক। ... .... ... | ৪ | ২ | ০ |
| প্রত্যেক গির্দে এক জন মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্ত হইবেন। | ঐ | ৪ | ০ |
| যেং আইন জিলা কটকে চলিবে তাহা। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবেরদের জিম্মায় পোলীসের কার্য্য থাকিবেক এবং তাহারা কমিস্যনরসাহেবেরদের অধীনতায় পোলীসের কার্য্যসম্পন্ন করিবেন। সাহেবেরাও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতানু সারে কার্য্য করিবেন। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| যে কালের পর করা অপরাধ বিচারণীয় হইবে ঐ তারিখঅব ধি এই আইনহওনপর্য্যন্ত মধ্যকালের অপরাধিরদের যেরূপ বি চার হইবে তাহা। .... ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |

দৌলৎরাও

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার দত্ত রাজ্য পাঁচ জিলায় বিভক্ত হইল। | ১ | ৩ | ০ |
| বুন্দেলখণ্ড দেশ এক জিলায় নির্দ্দিষ্ট হইল। ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| প্রত্যেক জিলায় এক জন মাজিষ্ট্রেটসাহেব নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটী সকল ক্ষমতাপন্ন হইবেন। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| শ্রীযুতের হুকুমে জিলার সরহদ্দের ফেরফার হইতে পারে। | ঐ | ৮ | ০ |
| পোলীসের কার্য্য মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরদের তাবে থাকিবে। এবং তাঁহারা আইনমতে কার্য্য করিবেন। কিন্তু জমীদারপ্রভৃতিরা আপনারদের দায়হইতে মুক্ত হইবে না। ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| তাহারা কমিস্যনরসাহেবেরদের অধীনতায় পোলীসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| কোনং নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বের করা অপরাধের বিচারকরণ বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| ঐং তারিখ কোনং জিলার উপরে খাটিবে না। .... | ঐ | ১২ | ০ |
| **এতদ্দেশীয় আমলার বিষয়।** | | | |
| তাহারদের বহাল ও তগীরকরণবিষয়ক বিধি। ...... | ৫ | ১ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইন ও ১৭৯৫ সালের ১২ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের কিয়ৎ ভাগ রদ হইল। | ঐ | ২ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের কিয়ৎ ভাগ রদ হইল। ...... .... | ঐ | ৩ | ০ |
| কোন প্রধান আমলা হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে তগীর হইবে না। ... ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| তাহারদের ইস্তফাপত্র হজুর কৌন্সেলে চালান করিতে হইবে। | ঐ | ৫ | ০ |
| কোন এলাকার প্রধান আমলা তগীরের যোগ্য হইলে যে বিধানুসারে কার্য্য করা যাইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| পদশূন্য হইলে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে সম্বাদ দিতে হইবে। | ঐ | ৭ | ০ |
| ইস্তফাদেওন ও তগীরকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত ও বোর্ড ত্রেডের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনারদের পরামর্শ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে জানাইবেন। .... | ঐ | ৮ | ০ |
| তাহারদের বহাল ও তগীরহওনে যে বিধানুসারে কার্য্য করিতে হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |

পূর্ব্বোক্ত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পূর্ব্বোক্ত পাঁচ ধারার যে সকল হুকুম আমলার বিষয়ে খাটিবে তাহা। | ৫ | ১০ | ০ |
| শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অন্য আমলার উপর খাটাইতে পারিবেন। | ঐ | ১১ | ০ |
| যেং আদালতসম্পর্কীয় আমলারা আপনারদের দায়ে আপনারদের তাবে সরকারী চাকরেরদিগকে জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অনুমতি পাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবে তাহা। | ঐ | ১২ | ০ |
| পূর্ব্বোক্ত হুকুম মাল ও তেজারৎসম্পর্কীয় আমলার বিষয়ে খাটিবে। | ঐ | ১৩ | ০ |
| মাসে ১০ টাকার কম বেতনের ছোটং আমলাসকলের বহাল ও তগীরহওনের বিষয়ের বিধি। | ঐ | ১৪ | ০ |
| মাসে ১০ টাকার ঊর্দ্ধ বেতনের ছোটং আমলা বহাল ও তগীরহওনের বিধি। | ঐ | ১৫ | ০ |
| তাহারদের স্থানশূন্য হইলে অথবা তাহারা ইস্তফা দিলে অথবা তগীরের যোগ্য হইলে রিপোর্ট দেওয়া যাইবে। | ঐ | ১৬ | ০ |
| যেং গতিকে দেশীয় আমলারা অবিলম্বে শস্পেণ্ট হইতে পারে তাহা। | ঐ | ১৭ | ০ |
| ১৫ ধারার উক্ত আমলার বহাল ও তগীরহওনের বিষয়ের বিধি। | ঐ | ১৮ | ০ |
| পূর্ব্বোক্ত ৪ ধারার হুকুম যে আমলার বিষয়ে খাটিবে তাহা। শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলের হুকুমে ঐ বিধি অন্য আমলারদিগের উপরে খাটান যাইতে পারে। | ঐ | ১৯ | ০ |
| সিবিল আডিটর সাহেবের দ্বারা শ্রীযুতের হজুরে আমলাসকলের নামনবিসীর ফর্দ্দ জ্ঞাপন করাইতে হইবে। | ঐ | ২০ | ০ |
| উত্তরকালে আমলার বহাল ও তগীরের সম্বাদ সিবিল আডিটর সাহেবকে দিতে হইবে। | ঐ | ২১ | ০ |
| মাসে ১০ টাকার বেতনি ও তাহার ঊর্দ্ধবেতনি আমলার নামের রিপোর্ট করিতে হইবেক। | ঐ | ২২ | ০ |
| শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমে নির্দ্ধারিত বেতনের কিছু কমী বেশী করিতে নিষেধ হইল। | ঐ | ২৩ | ০ |
| সরকারী আমলার উত্তরাধিকারিতার দাওয়া কেহ করিতে পারিবেন না। | ঐ | ২৪ | ০ |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| নিজামৎ আদালতের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কোন২ সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের প্রধান জজসাহেবকে জেহেলে কয়েদথাকা ব্যক্তিরদের মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... ... ... | ২ | ৫ | ০ |
| দায়েরসায়েরী আদালতের ভ্রমণারম্ভের নির্দ্ধারিত জিলা বিশির ফেরফার করিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| মাজিস্ট্রেটসাহেব হুকুম লঙ্ঘন হইলে নিজামৎ আদালতে না জানাইয়া যেং গতিকে শাস্তি দিতে পারেন তাহা। ... | ৩ | ২ | ৫ |
| অন্যং সকল আজ্ঞালঙ্ঘনের রিপোর্ট ঐ আদালতে করিতে হইবে। ... ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| রিপোর্ট পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যাহা করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| **শপথের বিষয়।** | | | |
| রেবিনিউসম্পর্কীয় সাহেবেরা তৃতীয় জর্জের আমলী আক্ট পার্লিমেণ্টের ৩৩ আইনের ৫২ ধারানুসারে যে শপথ করিবেন ও তাহা যাহার সম্মুখে করিবেন তাহা। ... ... | ৫ | ২৫ | ০ |
| শপথের পাঠ। ... ... ... ... | ঐ | ২৬ | ০ |
| দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশে পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরদের ও তাঁহারদের নায়েবেরদের কর্ত্তব্য শপথের পাঠ। ... | ১১ | ১১ | ০ |
| **প্রবিন্সাল আপীল আদালতের বিষয়।** | | | |
| **দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের বিষয়।** | | | |
| জিলা আলাহাবাদ ও গোরক্ষপুর এলাকা বারাণসের কোর্ট আপীলের শামিল করা গেল। ... ... ... | ৮ | ২ | ০ |
| নওয়াববজীরের দেওয়া দেশের ব্যাপারসম্পর্কীয় আইনসকলের অনুসারে তৎ প্রদেশের কর্ম্মকারকেরা উপরের উক্ত জিলায় কার্য্য করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| **নিমকের বিষয়।** | | | |
| **দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের বিষয়।** | | | |
| দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশে নিমকের আমদানী ও রপ্তানীবিষয়ক এবং বারাণসে নিমকের আমদানী ও প্রস্তুতকরণবিষয়ক বিধি। | ৬ | ১ | ০ |

ইঙ্গরেজী

## ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৯ আইন রদ হইল। ... | ৬ | ২ | ০ |
| লবণ খাসে আমদানী ও ক্রয়বিক্রয় করিবার ও পোক্তানী করা ইয়া বেচিবার কর্ত্তৃত্ব নিবৃত্তি হইল। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| ভিন্ন২ লোকেরা নিমকের হাসিল দিয়া তাহা আমদানী ও বিক্রয় করিতে পারে। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| ইউরোপীয় লোকেরদের লবণের কারবার করিতে নিষেধ। এই হুকুম হেলন করিলে যে প্রতিফল পাইবে তাহা। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| আমদানীকরা নিমক কোন২ স্থানে হাসিল বিনা রফ্তানী হইতে পারে। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| উপরের লিখিত স্থানব্যতিরেকে অন্য স্থানে রফ্তানী হইলে তাহার মাসুল লাগিবেক এই হুকুম না মানিলে যে প্রতিফল হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| দত্ত দেশহইতে বারাণসে নিমক রফ্তানী করিলে অন্য দেশজাত নিমকের তুল্য হাসিল লাগিবেক। হুকুম না মানিলে যে প্রতিফল হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| বারাণসহইতে দত্তদেশপ্রভৃতিতে নিমক রফ্তানীকরণের যে নিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল। তাহার উপরে হাসিল লাগিবেক। হুকুম না মানিলে যে গুনাহগারী হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| বারাণসহইতে গোরক্ষপুরে রফ্তানীকরা নিমকের মাসুল রহিত হইল। ... ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| সরকারের খাস সওদার লবণ যেরূপে বিক্রয় হইবে তাহা। | ঐ | ১১ | ০ |
| যে২ গতিকে সরকারের খাস সওদার লবণ মাফী রওয়ানা ক্রমে বিক্রয় হইবে অথবা হাসিল দিয়া বিক্রয় হইবেক তাহা। | ঐ | ১২ | ০ |
| অন্য২ লোকের নিজের লবণ জয়করা দেশে ন্যস্ত হইলে তাহা বিনামাসুলে চালান হইবেক। ... ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| নিমকসারমহাল যাহার কর্ত্তৃত্বে থাকিবে ও যেরূপে তাহার উপর হাসিল ধার্য্য হইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ১৪ | ০ |
| যেরূপে ঐ মহালের সরবরাহ করা যাইবে তাহা। ... | ঐ | ১৫ | ০ |
| লবণের হাসিল আমদানীর মুখে দিলে পুনরায় হাসিল না | | | |

গিবে

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| গিবে না। যমুনা নদীর দাহিন পার্শ্বের রাজ্যে লবণ পূর্ব্ব ব্যবহারানুসারে বিক্রয় হইবেক। ... ... ... | ৬ | ১৬ | ০ |
| বারাণসে আমদানীকরা সালম্বা ও বালম্বা লবণের হাসিলের নিরিখ। ... ... ... ... ... | ঐ | ১৭ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ আইনের ৬ ধারা রদ হইল। | ঐ | ১৮ | ০ |
| এই আইনহওনের পূর্ব্বে বিনাহুকুমে আমদানীকরা নিমক ক্রোক্ ও জব্দ হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ১৯ | ০ |
| দত্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশে আমদানী ও রফ্তানীর মুখে লবণের হাসিল নিশ্চয় করণবিষয়ক বিধি। ... ... ... | ৭ | ১ | ০ |
| আমদানীর মুখে হাসিলের নিরিখ। ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| রফ্তানীর মুখে হাসিলের নিরিখ। ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| আমদানীর মুখে লবণের হাসিলবিষয়ক ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার এবং ৭ আইনের ২ ধারার বিধি রদ হইল। ... ... ... .... | ১১ | ৩৫ | ২ |
| গঙ্গানদীর দাহিন পার্শ্বের জিলায় আমদানীর মুখে নিমকের হাসিল। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| দোআবে আমদানীর মুখে নিমকের হাসিল। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| বিনারওয়ানায় পঞ্চোত্তরার চৌকী দিয়া লবণ চালাইলে তাহা ক্রোক্ ও জব্দ হইবে। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬। ৭ আইনের অবশিষ্ট হুকুম সাব্যস্ত থাকিবে। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| নিমকের হাসিল পঞ্চোত্তরার হাসিলের এক ভাগস্বরূপ গণ্য হইবে। ... .... ... ... | ঐ | ৩৬ | ০ |
| দত্ত দেশে ঐ আইন যে কালাবধি বহাল থাকিবে তাহা। | ঐ | ৩৯ | ১ |
| জয়করা দেশে ও বুন্দেলখণ্ডে যে কালঅবধি বহাল থাকিবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| **জিলার আদালতের বিষয়।** | | | |
| ইস্বলীদেরদের মধ্যে ভূমি বিলিকরণবিষয়ে নালিশ গ্রাহ্য করিবেন না। ... ... .... .... | ১ | ১৭ | ০ |

এবং

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| এবং গরহাজির ইস্থলীদেরদের নাম কাটা গেলে তদ্বিষয়ের নালিশ শুনিবেন না। ... ... ... | ১ | ১৮ | ৩ |

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

*Acting Translator of Regulations.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১৪ ফিব্রুআরি।

সরকারের আজ্ঞানুসারে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে যেং আদালত নির্দ্দিষ্ট হই য়াছে তথাতে প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সে সকল মোকদ্দমা আপী লমতে শুনিবার এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার সদর দেওয়ানী আ দালতের সাহেবদিগের প্রতি দিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১৮ ফিব্রুআরি।

দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে সরকারের আইনের নিরূ পিত যে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম এক্ষণে চলিত আছে তাহা বিশেষ করিয়া প্র কাশ করিবার এবং যে কএক মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরী কিম্বা সরাসরী ভিন্ন অন্যপ্রকারে করণের হুকুম আছে তদর্থে নূতন মিয়াদ নিরূপণ করিবার এবং কএক মোকদ্দমার প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময় গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ২৮ মার্চ।

ছরকঃ কোব্‌রা অর্থাৎ ডাকাইতীর শাস্তির আধিক্যকরণের হুকুম জারী করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ১১ জুলাই।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেব লোক যখন এমত কর্ম্মে নিযুক্ত হন যে সেই কর্ম্মের নিয়মিত দিব্যকরণের মতে তাঁহারদিগের বাণিজ্যব্যাপার করা অকর্ত্তব্য অতএব তখন তাঁহারদিগের পূর্ব্বকৃত বাণিজ্যব্যাপারের নিকাশ ও শেষকরণের নিমিত্তে তাঁহারদিগকে অবকাশ কালের মিয়াদদেওনের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর আপন বিবেচনা প্রতি রাখিবার।

১০ দশম আইন। ২৫ জুলাই।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজের ভারে কোন সাহেবকে ঠাহরিবার এবং নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে নক্সা চলন ছিল তাহা শুধরিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ১২ সেপ্তেম্বর।

জজসাহেবদিগের অর্পিত এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে সকল জিলা ও শহরের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগকে সদর আ মীনী কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত করিবার এবং ঐ মত এদেশীয় লোকদিগকে সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের বিষয়ে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১৬ ষোড়শ

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১৬ ষোড়শ আইন। ১৯ সেপ্তেম্বর।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের কএক মোকদ্দমার বিচারার্থে কলিকাতার দায়ের সায়েরা আদালতের এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ভারার্পণের এবং ঐ মোকামের কর্মকর্ত্তা সাহেবের ফৌজদারী ও পোলীসের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে যে ক্ষমতা তাহার বিবরণ ও স্পষ্ট করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ২৪ অক্তোবর।

ভূম্যধিকারিগণের সাধারণ ভূমিতে সরবরাহকার নিযুক্ত করিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনে যেং দাঁড়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা নিবর্ত্ত করিবার এবং শুধরিবার।

১৮ অষ্টাদশ আইন। ১৩ দিসেম্বর।

জিলা বীরভূম ও বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের মধ্যের কএক জঙ্গলা মহালে মাজিস্ত্রেট্সাহেব নিযুক্ত করিবার এবং পোলীসের কার্য্যের ভার রাখেন এমন জমীদার ও সরবরাহকারদিগের পক্ষে যেং দাঁড়া ধার্য্য হইয়াছে তাহা প্রকাশ ও চলন করিবার।

১৯ উনবিংশ আইন। ১৯ দিসেম্বর।

সরকারের কার্য্যের ভারাক্রান্ত যে সাহেব লোকেরদের আপন ভারসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যদি শ্রীযুক্ত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকট লিখনপত্র পাঠাইবার আবশ্যক হয় তবে যেং পাঠ লেখা যাইবেক এবং যাহার দ্বারা পাঠান যাইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translation of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১ প্রথম আইন।

সরকারের আজ্ঞানুসারে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে যেং আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তথাতে প্রথমতঃ যে সকল মোদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সে সকল মোকদ্দমা আপীলমতে শুনিবার এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি দিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইং ১৮০৫ সালের তারিখ ১৪ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ১৩ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের জুন মাসের ১১ তারিখে মোকাম চন্দননগর ফ্রান্সীসদিগের অধিকারছাড়া হইয়া এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখে মোকাম চুঁচড়া ওলন্দেজদিগের দখলছাড়া হইয়া শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের নিজাধিকারভুক্ত হইয়াছে এ কারণ তথাকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে সরকারের হুকুমমতে কএক দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে চন্দননগর মোকামে দুই দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে তাহার প্রথম আদালতের নাম কাছারী যেখানে হিন্দুস্থানী লোকের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় দ্বিতীয় আদালতের নাম ত্রিবূনল যেখানে ফিরিঙ্গী লোকের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় আর প্রথম যে আদালতের নাম কাছারী তথাকার সমস্ত কর্ম্মকার্য্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নায়েব এবং কখন জমীদারের যে নায়েবকে নায়েব জমাদারো কহা যায় তাঁহারদের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় আর যেং মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামী হিন্দুস্থানী থাকে অথবা কেবল আসামী হিন্দুস্থানী হয় সে সকল মোকদ্দমা ঐ কাছারীতে নিষ্পত্তি পায় আর ঐ কাছারীর নিষ্পত্তিহওয়া সমস্ত মোকদ্দমার আপীল দ্বিতীয় যে আদালতের নাম ত্রিবূনল সেখানে হইতে পারে আর ঐ আদালতের সমস্ত কার্য্যকরণের ভার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি আছে এবং তিনি তাঁহার নায়েব এবং যে সিরিস্তাদারের খ্যাতি কমীসরায় দু রওয়া তাঁহারদের সহকারিতাক্রমে সে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন আর ঐ কমীসরায় দু রওয়ার প্রতি এই কর্ম্মের ভার আছে যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব মোকদ্দমাতে ডিক্রীর হুকুমদেওনের পূর্ব্বে সে মোকদ্দমার সমস্ত কথা সুন্দররূপে যাঁচিয়া ও তদন্ত করিয়া তাহার যে যথার্থ আপন বিবেচনাতে বুঝেন তাহা ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থামতে রোয়দাদে লিখিয়া দেন এবং ত্রিবূ হেতুবাদ।



নল

নল আদালতে কোন মোকদ্দমার আপীল হইলে যদি আরং সাক্ষির জোবানব
ন্দী করিয়া লওনের প্রয়োজন হয় তবে ঐ আদালতের সাহেব সাক্ষিরদিগকে আ
পন সমক্ষে ডাকাইয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া লন্। আর কাছারীর
নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীলব্যতিরেকে অন্য যে সকল মোকদ্দমাতে গোরা
লোক ফরিয়াদী ও আসামী থাকে অথবা কেবল আসামী গোরা হয় ও তাহারা
ঐ আদালতের ব্যাপ্য হইলে সে সকল মোকদ্দমার প্রথম বিচার ঐ আদালতে
হয়। পরে জানিবেন যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের সহিত ফ্রাঞ্চীসদিগের
যুদ্ধহওনের পূর্ব্বে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে যদি আসামী কিম্বা ফরিয়াদী
চন্দননগরের আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাতে অসম্মত হইত তবে তাহার
মোকদ্দমার আপীল ফুলচরী মোকামে হইতে পারিত পরে যে সময়অবধি মো
কাম চন্দননগর ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে তদবধি ঐ মোকামের সুপরি
ণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যে মোকদ্দমা হজুরে পাঠাইতেন সে মোকদ্দমাতে শ্রীযুত নওয়াব
গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যেমত হুকুম দেওয়া উচিত বুঝিতেন সেই
মত হুকুম দিতেন আর তদ্ব্যতিরেকে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিষ্পত্তিকরা যত
মোকদ্দমার আপীল হজুরে হইত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সে
সকল মোকদ্দমার বিচার ও তদন্ত করিয়া চূড়ান্ত ডিক্রীর হুকুম দিতেন আর এই
মত চুঁচড়া মোকামেও তিন আদালত নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার প্রথম আদাল
তের নাম কাছারী যাহাকে জমীদারী আদালতও কহে আর কমিস্যনরের নায়েব
ঐ আদালতের সমস্ত উপস্থিত কর্ম্মকার্য্য করেন্ ও যে সকল মোকদ্দমাতে উভয়
বিবাদী হিন্দুস্থানী থাকে কিম্বা কেবল অসামী হিন্দুস্থানী হয় সে সকল মোকদ্দ
মার নিষ্পত্তি করেন্ আর দ্বিতীয় আদালতের নাম আপীল আদালত তাহার স
মস্ত কর্ম্মকার্য্য কমিস্যনরের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় এবং যত মোকদ্দমা নায়েব কমিস্য
নরের কৃত ডিক্রীহইতে আপীল হয় সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ক
মিস্যনরসাহেবের দ্বারা হইতে পারে কিন্তু এমতে তাঁহার ক্ষমতা নাহি যে নূতন
সাক্ষিকে ডাকাইয়া তাহার জোবানবন্দী করিয়া লন্ বরং যদি নূতন সাক্ষির জো
বানবন্দী করিয়া লওয়া আবশ্যক হয় তবে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচারকারণ
ঐ প্রথম আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ও তৃতীয় আদালতের নাম ফিরিঙ্গী আদালত
ও সেখানেও কমিস্যনরসাহেব যে সিরিস্তাদারের খ্যাতি ফিস্কাল তাঁহার সহকা
রিতাক্রমে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ও ঐ সিরিস্তাদারের প্রতি এমত
হুকুম আছে যে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীহওনের পূর্ব্বে সে মোকদ্দমার সমস্ত কথা
সুন্দরমতে যাঁচিয়া ও বুঝিয়া যাহা আপন বিবেচনাতে যথার্থ ঠাহরেন্ তাহা ব্য
বস্থামতে রোয়দাদে লিখেন্ আর যে সকল মোকদ্দমাতে গোরা লোক ফরিয়াদী
ও আসামী থাকে কিম্বা কেবল আসামী গোরা হয় ঐ ফিরিঙ্গী আদালতে সে স
কল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ও পূর্ব্বে ইহা স্থির হইয়াছিল যে ফিরিঙ্গী আদা
লতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল বাতাবী শহরে হইত পরে যদবধি

 ওলন্দেজদিগের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল। ১ প্রথম আইন।

ওলন্দেজদিগের সহিত ইঙ্গরেজ বাহাদুরেরদের যুদ্ধ হইয়া মোকাম চুঁচড়া সরকারের নিজাধিকারভুক্ত হইয়াছে তদবধি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর চন্দননগরের ন্যায় তথাকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের ভার আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন কিন্তু ইদানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরেরদের সহিত ফ্রান্সীস ও ওলন্দেজদিগের নূতন যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে বুঝা যায় না যে চন্দননগর ও চুঁচড়া কত দিবস পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের নিজাধিকারভুক্ত থাকিবেক এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ইচ্ছা এই যে যাবৎ তথাকার বসিয়া লোক সরকারের আশ্রয়েতে থাকে তাবৎ ন্যায় ও বিচারের বিষয়ে সরকারের যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্দারা যথোচিত ফলপ্রাপ্ত হয় এবং সরকারের এ প্রকার সুনীতি ও দাঁড়া স্থির হইয়াছে যে সরকারের কর্তৃত্বভারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোক সাধ্য ও ক্ষমতা সত্ত্বেও আদালতের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না তদনুক্রমে ও ফলদ হয় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে এই মৎপরামর্শ হইল যে ঐ দুই মোকামের যে কোন ফিরিঙ্গী আদালতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং ঐ দুই স্থানের কাছারী আদালতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া পুনরায় আপীলমতে কমিস্যনরসাহেব ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকট বিচার হয় সে সকল মোকদ্দমা সদর আপীলমতে শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া যায় কিন্তু এই নিয়মে যে সদর আপীলের দরখাস্তদেওনের যে মিয়াদ নিরূপিত আছে সেই নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত দাঁড়াসকল চলন হইবেক ও যাবৎ চন্দননগর ও চুঁচড়া ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হস্তবশ থাকে তাবৎ এ আইন জারী থাকিবেক ইতি।

### ২ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়ার ফিরিঙ্গী আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— মোকাম চন্দননগর ও চুঁচড়ার ফিরিঙ্গী আদালতে যত দেওয়ানী মোকদ্দমা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের বিচারক্রমে অথবা অন্য যে কেহ এমত মোকদ্দমার বিচারকরণের ভার রাখেন্ তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার আপীল শহর কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক কিন্তু এই নিয়মে যে যে ডিক্রীতে অসম্মত হইয়া আপীল করিতে চাহে সেই ডিক্রীহওনের তারিখঅবধি তিন মাস মিয়াদ মধ্যে সদর আপীলের দরখাস্ত দেয় কিম্বা কার্য্যক্রমে ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর যদি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে সদরের সাহেবলোকের অগ্রে আপীলের দরখাস্ত দিতে পারে নাহি এমতেও তাহার আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ইতি।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের কাছারীর নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে কিং প্রকারে হইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে হিন্দুস্থানী লোকের মোকদ্দমার বিচারার্থে যেং আদালত কাছারী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তথাকার প্রথম নিষ্পত্তিহওয়া যত দেওয়ানী মোকদ্দমা পুনরায় আপীলমতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কিম্বা কমিস্যানরসাহেবের বিচারক্রমে অথবা অন্য যে কেহ আপীলের মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতেও হইতে পারিবেক কিন্তু এই নিয়মে যে যদি দাওয়ার দ্রব্যের মূল্য চলন সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় এবং ডিক্রীর তারিখঅবধি তিন মাস মিয়াদের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দেয় অথবা কার্য্যক্রমে ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর যদি ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত নিয়মিত মেয়াদের মধ্যে সদরের সাহেবলোকের অগ্রে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে অসমর্থ ছিল তবে সে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

বিরোধের দ্রব্যের মূল্য সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার কম হইলে কি প্রকারে সে মোকদ্দমার সদর আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল মোকদ্দমার কথা এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে লেখা গিয়াছে যদি সে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার দ্রব্যের মূল্য ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা সিক্কার ন্যূন হয় তথাপি ডিক্রীর পাঠদৃষ্টে যদি এমত স্পষ্ট বোধ হয় যে অন্যায় কিম্বা ভুলভ্রান্তি হইয়াছে অথবা ডিক্রীর সমস্ত লিখিত কথার ভাবক্রমে ঐ মোকদ্দমার বিচার পুনর্ব্বার করা অতিআবশ্যক বুঝা যায় তবে এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকদিগের ক্ষমতা আছে যে সেমোকদ্দমা শুনেন্ এবং তাহার নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

## ৩ ধারা।

এই আইনের তারিখ হইতে তিন মাস পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার সদর আপীল কএক প্রকরণ ব্যতিরেকে না হইতে পারিবার কথা।

জানিবেন যে যে সকল মোকদ্দমা এই আইনের তারিখহইতে তিন মাস পূর্ব্বে মোকাম চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ও তাহার আপীলের দরখাস্ত কিম্বা ঐ নিষ্পত্তিতে অসম্মতহওনের অজুহাৎ অর্থাৎ বিবরণপত্র হুজুরে দাখিল না করিয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে সদর আপীলের দরখাস্ত এই আইনের ২ ধারার ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে মঞ্জুর করা যাইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমার মিয়াদ অতীত হইয়াছে ও ন্যায়মতে তাহার বিচারকরা আবশ্যক যদি সে সকল মোকদ্দমা শুনিবার ভার হজুরহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হয় তথাপি তাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে অতিসাবধান ও যত্নপূর্ব্বক সে সকল মোকদ্দমা শুনেন্ বরং যাবৎ আপীলের দরখাস্ত নিয়মিত মিয়াদ মধ্যে না দিতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু প্রমাণ না হয় তাবৎ সে দরখাস্ত কদাচ মঞ্জুর না করেন্ ইতি।

## ৪ ধারা।

সদর আপীলের দর

১ প্রথম প্রকরণ।—যে ব্যক্তি এই আইনের হুকুমমতে সদর আপীলের দরখাস্ত



দিতে

দিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে চন্দননগরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকট ও চুঁচড়া মোকামে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কিম্বা অন্য যে কেহ আপীল আদালতের কর্ম্ম করণের ভার রাখেন্ তাঁহার নিকটে দরখাস্ত দেয় এবং মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও যে ডিক্রীতে অসম্মত হইয়া আপীল করিতেছে সেই অসম্মতির কারণ আপন দরখাস্ত মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখে যে তাহা দেখিবামাত্র স্পষ্ট বুঝা যায় যে সে মোকদ্দমা সদর আপীলের যোগ্য বটে কি না এবং উচিত যে মালজামিনীর এক কেতা একরারনামা এই মজমুনে দাখিল করে যে আদালতের যে খরচা সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী হয় মালজামিন তাহার নিশা করিবেক ও যদি মালজামিন না দিতে পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন নির্ধনতাপ্রযুক্ত কসম অর্থাৎ দিব্য করে ও তাহা প্রমাণের নিমিত্তে দুই জন ভাল সাক্ষির সাক্ষ্য দেওয়ায় এবং দুই জন মাতবর হাজিরজামিন দেয় কেননা যখন তাহাকে ডাকাইবার প্রয়োজন হয় তখন জামিনেরা তাহাকে হাজির করিয়া দেয় ইতি।

খাস্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও কমিস্যনরসাহেবের নিকট দিবার ও সে দরখাস্তে যাহাং লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যখন কোন ব্যক্তি সদর আপীলের দরখাস্ত তথাকার আদালতের কোন জজসাহেবের নিকটে নির্ণীত মালজামিনী কিম্বা হাজিরজামিনী পত্রের সহিত দাখিল করে তখন সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সদর আপীলের দরখাস্তসুদ্ধা ডিক্রীর নকল ১৫ দিবসের মধ্যে কিম্বা যত শীঘ্র হইতে পারে সে মিয়াদের মধ্যে অতিত্বরায় প্রস্তুত করিয়া আপন দস্তখৎসহিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে অবগত করাইবার কারণ এবং তথাকার হুকুম লওনার্থে পাঠাইয়া দেন্ যে তাঁহারা অনুভব করিয়া বুঝেন্ যে এ মোকদ্দমা সদর আপীলের যোগ্য বটে কি না পরে যদি আপীলের যোগ্য হয় তবে তাঁহারদিগের উচিত যে এক কেতা প্রেসেপ্ট আদালতের মোহর এবং রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ সহিত চন্দননগর কিম্বা চুঁচড়ার আদালতের সাহেবের নামে এই মজমুনে লিখিয়া পাঠান্ যে তিনি ঐ প্রেসেপ্টের লিখিত মিয়াদের মধ্যে রিস্পণ্ডেণ্ট একাকী কিম্বা অনেক জন হয় তাহারদের স্থানে আপীলের আরজীর জওয়াব লইয়া সে মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ ও কাগজপত্র ও দস্তাবিজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের সহিত সদরদেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

সদর আপীলের দরখাস্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কমিস্যনরসাহেবদিগের নিকট দিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—চন্দননগর ও মোকাম চুঁচড়ার আদালতের যে সাহেবের নামে ঐ প্রেসেপ্ট জারী হয় তাঁহার উচিত যে প্রেসেপ্টের লিখিত সমস্ত হুকুমমতানুসারে ব্যাপার করেন্ যদি কার্য্যক্রমে নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে প্রেসেপ্টের লিখিত সমস্ত হুকুমমতে কর্ম্ম করিতে না পারেন্ তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকট সম্বাদ করেন্ এবং ঐ সমস্ত হুকুম জারীকরণার্থে যদি অধিক মিয়াদ চাহেন্ তবে তাহাও গোচর করেন্ ইতি।

চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের সাহেবদিগের নামে প্রেসেপ্ট জারী হইলে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের বসিয়া

সদর দেওয়ানী আ



লোকদিগের

দালতে উভয় বিবাদির হাজির হওনের ও উকীল নিযুক্তকরণের আবশ্যক না হইবার এবং উভয় বিবাদির স্থানে জিজ্ঞাসাবাদকরণের ও আর সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের প্রয়োজন হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

লোকদিগের মধ্যে অনেকং লোক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের নিকটে হাজির হইতে পারেন না এবং ঐ আদালতের উকীলেরাও ঐ স্থানাদির আদালতের কাগজপত্র ও রুবকারী যেং ভাষাতে লেখা যায় তাহা অবগত নহে এ দুই হেতুপ্রযুক্ত আপেলাণ্ট ও রিস্পণ্ডেণ্ট হাজির থাকনের এবং সদর দেওয়ানী আদালতে সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তরকরণার্থে উকীল নির্দ্দিষ্টকরণের কিছু আবশ্যক নাহি পরে যদি কখন সদরের সাহেবলোকদিগের উভয় বিবাদির স্থানে কোন কথার জিজ্ঞাসাবাদকরণের প্রয়োজন হয় কিম্বা আপীলের যে দরখাস্ত ও জওয়াব দাখিলকরণের দাঁড়া এই আইনের ৪ চতুর্থ ধারাতে লেখা গিয়াছে তাহাব্যতিরেকে অন্য দরখাস্ত ও আরজীলওয়া আবশ্যক হয় তবে এ সকল মতে যে সাহেবের নিষ্পত্তি করাতে মোকদ্দমার আপীল হইয়াছে তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করা ও দরখাস্তাদি লওয়া যাইবেক কিন্তু যদি সদরের সাহেবলোক কোন হেতুতে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের আদালতের সাহেবের দ্বারা উভয় বিবাদির কোন বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করা ভাল না বুঝেন্ এবং উভয় বিবাদিরা আপন স্বেচ্ছাধীন হাজির হয় কিম্বা আপনারদিগের তরফহইতে আদালতের উকীল নিযুক্ত করে তবে এইং মতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে পরামর্শমতে আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্ট অথবা তাহারদিগের উকীলদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন্ এবং দরখাস্ত ও দস্তাবিজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র লন্ ইতি।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার আরজী কি দরখাস্ত সদরে দিলে সদরের সাহেবেরা তাহার বিচার করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মোকাম চন্দননগর কিম্বা চুঁচড়ার আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা ঐ আদালতের সাহেবলোক সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ যদি সে মোকদ্দমার কোন আরজী কিম্বা দরখাস্ত উভয় বিবাদিরদিগের কেহ অথবা তাহারদিগের উকীলেরা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করে কিম্বা এইমত আরজী শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর হইতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হয় তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সে আরজী শুনিয়া তাহার লিখিত সমস্ত কথা দৃষ্টিপূর্ব্বক সুন্দর বিবেচনা করিয়া যে হুকুম এই আইনের অনভিমত না হয় সেই হুকুম সে বিষয়ে দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

সদরের সাহেবেরা যদি বুঝেন্ যে কোন মোকদ্দমার যথার্থ বিচার হয় নাহি তবে সে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার কারণ চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের সাহেবদিগ্কে অর্পণ করিবার কথা।

যে কোন মোকদ্দমার সদর আপীল হইয়া থাকে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক যদি বুঝেন্ যে ঐ মোকদ্দমার যথার্থ বিচার হয় নাই এবং তন্নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও বিবরণ জ্ঞাতহওনার্থে অন্য সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক জানেন্ তবে এমতে সদরের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার প্রথম বিচার হইয়াছিল তথায় কিম্বা যে আদালতে দ্বিতীয়বার আপীল মতে বিচার হইয়াছিল এই দুই স্থানের যেখানে উচিত পুনর্ব্বার

র্থার বিচারার্থে তথায় সে মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ কিম্বা বিচারক্রমে যাহা ভাল বুঝেন্ চন্দননগর এবং চুঁচড়ার আদালতের সাহেবদিগকে উভয় বিবাদির ক্লেশ দূরকরণার্থে নূতন সাক্ষির সাক্ষ্যলওনের হুকুম করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের সাহেবেরা নির্ণীত মিয়াদের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতাচরণ করিবার কথা।

এই আইনের হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে কিম্বা চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আরজী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে অথবা প্রথমতঃ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে দৃষ্ট হইয়া সেখানহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইলে তদর্থে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎসহিতে যে বিষয়ে যে হুকুম চন্দননগর কিম্বা চুঁচড়ার আদালতের সাহেবদিগের নিকট পঁহুছে তাঁহারদিগের উচিত যে তাহার নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে সেই হুকুমমতে কার্য্য করেন্ আর যদি ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সেই হুকুমমতে কার্য্য করা অসাধ্য হয় তবে তাহার সম্বাদ সদরের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৮ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়ার নিজ আইন ও দাঁড়ামতে সদরের ডিক্রীহওনের ও যদি ঐ মোকামের আদালতের সাহেবের ডিক্রীতে সেই নিজদাঁড়া বিশেষ করিয়া না লেখা গিয়া থাকে তবে তথাকার সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে কোন মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তদনুসারে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ আর যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তথাকার দাঁড়ামতে হইয়া তাহার ডিক্রীতে ও রোয়দাদে যদি সে সকল দাঁড়া বিস্তারিতক্রমে না লেখা গিয়া থাকে তবে তথাকার জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তথাকার ঐ দাঁড়ার নকল আপন দস্তখৎ এবং আদালতের মোহরসহিতে এই আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে যে রোয়দাদ সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান আবশ্যক তাহার সহিত সদরে পাঠাইয়া দেন্ আর সদর আপীল হইয়াছে এমত মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী যদি তথাকার নিজ দাঁড়ামতে হইয়া থাকে তথাপি ঐ দাঁড়া শুদ্ধ ও সাব্যস্ত হওনেতে যদি সদরের সাহেবদিগের সন্দেহ জন্মে তবে এমতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয় সুন্দররূপে তদন্ত করিয়া জানিবার নিমিত্তে তাহার অন্য দলীলদস্তাবিজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রাদি দৃষ্টি করেন্ এবং নূতন সাক্ষিরদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন্ ইতি।

৯ ধারা।

সরকারী আইনের লিখিত দাঁড়া কএক প্রকরণব্যতিরেকে চন্দননগর

কলিকাতার নিজাম্ভিকার যাবদীয় দেশের ন্যায় বিচারকরণার্থে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও উত্তরকালে হইবেক তাহার মধ্যে বিশেষ২ আইন সদর দেওয়ানী

ও চুঁচড়ার মোকদ্দমার প্রতি না খাটিবার কথা।

চলিত আইনের মধ্যে বিশেষ যেং আইন ও দাঁড়া সদরের সাহেবদিগের ক্ষমতার বিষয়ে আছে তাহা ঐ মোকামের আদালতের প্রতি খাটিবার কথা।

য়ানী আদালতের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে চাহরা গিয়াছে সে সকল আইনের লিখিত দাঁড়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল ও বিচার করণের প্রকার এই আইনের মধ্যে লেখা গিয়াছে তাহাতে খাটিবেক না কিন্তু ঐ সকল আইনের লিখিত কথা যদি এই আইনের মতের সহিত ঐক্য হয় তবে খাটিতে পারিবেক পরে জানিবেন যে সকল জিলা ও শহর ও কোর্ট আপীলের যাবদীয় আদালতে সরকারী আইনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে প্রকার হুকুম চালাইবার ক্ষমতা আছে সেই রূপ মোকাম চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতেও থাকিবেক কিন্তু এই নিয়মে যে কোনক্রমে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহার স্বত্বের অন্যথা না হয় ইতি।

১০ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক এই আইনের লিখিত কথা সুন্দরমতে চলন হইবার নিমিত্তে নূতন প্রকার ও মত স্থির করিতে পারিবার কথা।

এই আইনের লিখনানুসারে কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক যে নীতি ও মত সুন্দর ও বিহিত বুঝেন্ তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা রাখেন্ এমতে চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ নীতি ও দাঁড়ামতে ব্যাপার করেন্ ইতি।

১১ ধারা।

সদর আপীলের নালিশের রসুম না লওয়া যাইবার ও সওয়াল জওয়াবের কাগজ ও ডিক্রী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

সদরের সাহেবলোকেরা যেং প্রকারে কোনং ব্যক্তির স্থানে দণ্ড ও জরিমানা লইতে ও তাহাকে কয়েদ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

এই আইনানুসারে যে মোকদ্দমার সদর আপীল হয় তাহার নালিশের রসুম লওয়া যাইবেক না এবং তাহার সওয়ালজওয়াবের কাগজপত্র ও ডিক্রী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি। আর জানিবেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি বুঝেন্ যে আপেলাণ্ট কেবল রিস্পণ্ডেণ্টকে দুঃখ দিবার এবং নষ্ট করিবার নিমিত্তে আপীল করিয়াছে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ভাব এবং অপরাধির সংস্থান বুঝিয়া যে কিছু দণ্ডকরা উচিত জানেন্ তাহার হুকুম দেন্ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলের সময়ে উভয় বিবাদির মধ্যে কেহ কিম্বা চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের তাবে লোকদিগের মধ্যহইতে কোন ব্যক্তি তথাকার আদালতের পক্ষে কোন মন্দ ও অসঙ্গত কথা কহে কিম্বা যে আরজী ও দরখাস্ত সদরে দিয়াছে তাহাতে লিখিয়া থাকে তবে সদরের সাহেবলোক যে দণ্ড উপযুক্ত জানেন্ তাহা তাহার স্থানে লইবার হুকুম দেন্ ও যদি ঐ অপরাধী সেই দণ্ডের টাকা দিতে অসমর্থ হয় এবং তাহার সর্ব্বস্ব ও মালজামিনহইতেও আদায় না হয় তবে সদরের সাহেবলোক ঐ দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে ছয় মাসের অনূর্দ্ধ যত দিবসপর্য্যন্ত কয়েদ রাখা উচিত বুঝেন্ সেই মিয়াদে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

যেং প্রকারে ডিক্রী জারীহওন মৌকুফ থা

১ প্রথম প্রকরণ।—চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় সদর সে মোকদ্দমার ডি



ক্রীজাতি

ষ্পত্তিহওনের কালপর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্ব ডিক্রী জারীহওয়া স্থগিত থাকিবেক এই নিয়মে যে আপেলান্ট বিশিষ্ট মালজামিনীর এক কেতা একরারনামা এই পাঠে লিখিয়া দেয় যে এই মোকদ্দমার প্রতি সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যেমত হুকুম হইবেক সেই হুকুমমতাচরণ করিবেক কিন্তু চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের আদালতের সাহেবেরা যে কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বিবরণ ও বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান তাহার দ্বারা কিম্বা অন্য কোনপ্রকারে যদি সদরের সাহেবলোক বুঝেন যে যে ডিক্রীহইতে আপীল হইয়াছে অতিশীঘ্র সে ডিক্রী জারীকরা আবশ্যক তবে সে ডিক্রী জারীহওনের হুকুম দিতে পারেন। ও সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওয়া পর্য্যন্ত ঐ২ মোকামের কৃত যে ডিক্রী জারী হয় নাহি সদরের সাহেবলোক যদি সেই ডিক্রী বহাল রাখেন তবে রেস্পণ্ডেণ্ট প্রথম নিষ্পত্তিহওনের তারিখঅবধি ডিক্রীর লিখিত টাকার উপর মাসং শতকরা এক টাকার হিসাবে সুদ পাইবেক এবং সদর আপীলের খরচা আপেলাণ্টের স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।

কিবেক ও যেং মতে জারী হইবেক তাহার কথা।

রেস্পণ্ডেণ্ট যেপ্রকারে ডিক্রীর টাকার উপর সুদ পাইবেক ও আদালতের খরচা যাহার স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আপেলাণ্ট ঐ২ মোকামের কৃত ডিক্রী জারীহওনের বারণার্থে মাতবর জামিন দিতে না পারিলে যদি ডিক্রী জারী হয় কিম্বা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে সদরের সাহেবলোক ঐ মোকামের ডিক্রী জারী করিবার হুকুম দেন তবে এই দুইমতে রেস্পণ্ডেণ্টের স্থানে মাতবর জামিনীর এক কেতা একরারনামা এই মজমুনে লেখাইয়া লওয়া যাইবেক যে ঐ মোকদ্দমাতে সদরের সাহেবদিগের বিচারক্রমে যেমত হুকুম হয় সেই মতাচরণ করিবেক আর রেস্পণ্ডেণ্ট উপরের লিখনানুসারে একরারনামা যাবৎ দাখিল না করে তাবৎ সে দ্রব্য কিম্বা ডিক্রীর লিখিত যে টাকা তাহা পাইতে পারিবেক না ইতি।

ডিক্রী জারীহওনের নিমিত্তে রেস্পণ্ডেণ্টের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্ট দুই জনেই মাতবর জামিন দিতে না পারে তবে বিরোধের বস্তু ভূমি কি বাটী কি অন্য যে কোন দ্রব্য ক্রোকের যোগ্য হয় তাহা যে আদালতে মোকদ্দমার প্রথম নিষ্পত্তি হইয়াছে সে আদালতের হুকুমমতে যাবৎ মাতবর মালজামিন না দেয় এবং আদালতের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুম ঐ বিষয়ে না হয় তাবৎ ক্রোক থাকিবেক আর নগদ টাকার বিষয়ে ডিক্রীর হুকুম হইলে তাহা আদায়করণের নিমিত্তে যে সকল বস্তু ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য হয় তাহা ক্রোক হইবেক আর শীঘ্র নষ্ট হয় এমত কোন দ্রব্য ক্রোক হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে ঐ দ্রব্য নীলাম হইয়া মূল্যের টাকা আটক থাকিবেক ইতি।

উভয় বিবাদিরা দুই জনেই মালজামিন দিতে না পারিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন মোকদ্দমার সদর আপীল হইলে তাহার বিরোধের দ্রব্য প্রতি ইঙ্গরেজী পাঁচ হাজার পৌণ্ড অর্থাৎ বাজার চলনি পঞ্চাশ হাজার টাকাহইতে অধিক না হয় তবে সদরের সাহেবলোক বিচার ও নিষ্পত্তিক্রমে ঐ মোকদ্দমাতে

সদরের ডিক্রীতে অসম্মত হইলে যে প্রকারে সে মোকদ্দমার বিলায়ৎ

আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা।

মাতে যেমত হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত ও সটিক হইবেক ও আদালতের খরচাব্যতিরেক ডিক্রীর লিখিত আসল টাকা যদি উপরের লিখিত টাকার সংখ্যাহইতে অধিক হয় তবে সে মোকদ্দমার বিলায়ৎ আপীল প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গলাণ্ডের বাদশাহের হজুর ও বাদশাহী কৌন্সেলী সাহেবদিগের নিকটে হইতে পারিবেক আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের লিখনানুসারে বিলায়ৎ আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকট দেওয়া যাইবেক ইতি।

## ১৪ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়ার সাহেবেরা এ আইন ফ্রান্সিসী ও ওলন্দেজী ভাষাতে তরজমা করিয়া প্রচার ও প্রকাশ করিবার কথা।

চন্দননগর মোকামে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও চুঁচড়া মোকামের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে এই আইন পঁহুছিবামাত্র তাঁহারদের উচিত যে ইহার তরজমা ফ্রান্সিসী ও ওলন্দেজী ভাষায় করাইয়া ছোট বড় সমস্ত লোককে জ্ঞাতকরণার্থে কাছারীতে ও আদালতে ও অন্যান্য যেং স্থানে উচিত সেইং স্থানে ইশ্‌তিহার দেন্ ইতি।

VOL. IV. 198.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে সরকারের আইনের নিরূপিত যে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম একণে চলিত আছে তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিবার এবং যে কএক মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরী কিম্বা সরাসরীভিন্ন অন্যপ্রকারে করণের হুকুম আছে তদর্থে নূতন মিয়াদ নিরূপণ করিবার এবং কএক মোকদ্দমার প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময়ে গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ১৮ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ৮ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ৮ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬১ সালের ৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ১৭ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের আগস্ত মাসের ১২ তারিখে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের কর্তৃত্ব হইয়াছে এ কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাতে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে ঐ তারিখের পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার আরম্ভ হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার নালিশ শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার অর্থে কোন আদালতের সাহেবলোকদিগের প্রতি অনুমতি ও আজ্ঞা নাহি। এবং যে সকল মোকদ্দমার বিবাদারম্ভ কালাবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার অর্থেও ঐ ধারাতে বারণ লেখা গিয়াছে কিন্তু যদি ফরিয়াদী ইহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারে যে এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আপন স্বত্বের দাওয়া করিয়াছিল এবং তাহার দাওয়া সত্য ইহা আসামীও মানিয়া লইয়াছিল তবে এমত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার নিষ্পত্তি করিবার বাধা নাহি কেনমা মোকদ্দমার দাওয়া আসামী মানিয়া লইলেই বুঝা গেল যে সেই সময়হইতে সে মোকদ্দমার প্রথমারম্ভ। আর যদি ফরিয়াদী ইহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারে যে এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আপন স্বত্বের দাওয়া কোন বিচারযোগ্য আদালতে উপস্থিত করিয়াছিল-কিন্তু কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করাইতে পারিয়াছিল না কিম্বা বাল্যাবস্থাপ্রযুক্ত অথবা আর কোন মুখ্য কারণে আপন স্বত্ব বুঝিয়া পাইতে অসমর্থ ছিল তবে এমতেও আদালতের সাহেবলোকদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে এমত মোকদ্দমা শুনিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। আর এই সকল কথা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হইয়া

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৮ অষ্টম ধারানুসারে বারাণস রা
জ্যেও চলন হইয়াছে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালে বারাণস রাজ্য শ্রীযুত কোম্পা
নি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে এ কারণ উপরের লিখিত তারিখের স্থানে
ঐ ১৭৭৫ সাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে অতএব ঐ সনের পূর্ব্বের কৃত দাও
য়ার মোকদ্দমা বারাণস রাজ্যে শুনা যায় না কিন্তু তাহাতে এই বিশেষ যে বারাণ
সে যে ভূম্যধিকারী ভূমিচ্যুত হইয়া থাকে তাহার মোকদ্দমা অবশ্য শুনিবার যো
গ্য বটে কেননা বারাণসের রাজার সহিত এ কথার নিয়ম হইয়াছিল তাহার সবি
শেষ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১ প্রথম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ৫ পঞ্চম
প্রকরণে সুন্দররূপে লেখা গিয়াছে আর শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুর শ্রীযুত
নওয়াব উজীর বাহাদুরের স্থানে যে অধিকার পাইয়াছেন তথাকার আদালতের
সাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধা
রার লিখনানুসারে বারণ আছে যে সেখানকার যে মোকদ্দমার বিবাদারম্ভ কালা
বধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে তাহা না শুনেন্
এবং তাহার নিষ্পত্তি না করেন্। এবং ঐ ধারার ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় প্রক
রণে এ কথাও লেখা গিয়াছে যে ঐ অধিকারপাওনের তারিখঅবধি যখন দ্বাদশ বৎ
সর পূর্ণ হইবেক তখন উপরের লিখিত হুকুম তথাতে নিবৃত্ত হইবেক তাহার পর
এ বিষয়ে যত হুকুম বাঙ্গালাইত্যাদি দেশে চলন আছে সেই সকল হুকুম সেখা
নেও চলিত হইবেক আর শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্তাধিকার ইঙ্গরেজী
১৮০১ সালের নবেম্বর মাসের ১০ তারিখে পাওয়া গিয়াছে অতএব এমত২ মো
কদ্দমাতে সেই তারিখের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত আর ইঙ্গরেজী ১৭৭২ সালে
শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তরফহইতে যখন আদালতের কাছারী নির্দ্দিষ্ট
হইল এবং দেশের ন্যায় ও বিচারকরণার্থে সরকারহইতে কার্য্যভারাক্রান্ত সা
হেবলোক নিযুক্ত হইলেন যে দ্বাদশ বৎসরের মিয়াদ সকল আইনের মধ্যে লে
খা যায় বুঝি সেই সময় স্থির হইয়া থাকিবেক কেননা দায়েরসায়েরী সাহেব
দিগের কমিটির দ্বারা অর্থাৎ সভার পরামর্শক্রমে ন্যায় ও বিচারের বিষয়ে যে
নক্সার বহী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এ কথা লেখা আছে যে মহম্মদী শরার ও
হিন্দুলোকের শাস্ত্রানুসারে এবং দেশের ব্যবহারমতে ভূমি কিম্বা টাকার বাবত
কৃত দাওয়া দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত স্থগিত রহিয়া থাকে আর ঐ মিয়াদের মধ্যে সেই
ভূমি কি টাকা আসামীর স্থানে কখন না চাওয়া গিয়া থাকে সে সকল দাওয়া
কোন প্রকারে শুনিবার যোগ্য নহে কিন্তু যথেষ্ট বিবেচনা ও তদন্ত করিয়া বুঝা
গেল যে এ বিষয়ে ভ্রম ও ত্রুটি হইয়া থাকিবেক কেননা দ্বাদশ বৎসরের মিয়াদ
দেশের ব্যবহার ও চলন হইয়াছে বটে কিন্তু মুসলমানের শরাতে এবং হিন্দুলো
কের শাস্ত্রেতে এমত কোন মিয়াদের হুকুম ও ব্যবস্থা পাওয়া যায় না তথাপি ইহা
তে তাদৃক্ ক্ষতি নাহি বরং ত্রিশ বৎসরহইতে যে হুকুম চলন হইয়াছে তাহা
এক্ষণে স্থগিত করা উচিত হয় না আর সাহেবলোক যখন এই মিয়াদ নিরূপণ

করিয়াছিলেন তাৎপর্য্য এই ছিল যে যদি মোকদ্দমা শুনিবার বিষয়ে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম না করা যায় তবে এ দেশের বসিয়া লোক প্রায় অনেকেই ঝকড়া দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চেষ্টাহেতুক মোকদ্দমাতে এপর্য্যন্ত দৃঢ় পণ ও তুষ্টি করিবেক যে তাহাতে আপনারদিগের যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিয়াও প্রতিবাদিকে নিষ্পীড়িত ও নষ্ট করিবেক কিন্তু সরকারী যে দাওয়া ও মোকদ্দমার আইনানুসারে নিরূপিত আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হয় কোন প্রকারে তাহার সহিত এমত কারণের সম্পর্ক নাহি। আর পূর্ব্বে হিন্দুলোকের শাস্ত্রানুসারে ও প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের আইনমতে সরকারী মোকদ্দমা শুনিবার অর্থে কোন মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কাল নির্দ্দিষ্ট নাহি কিন্তু ইদানী বিলায়তে এমত ব্যবহার হইয়াছে যে যদি সরকারী মোকদ্দমার বিবাদারম্ভকালাবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত ষাটি বৎসর অতীত হইয়া থাকে তবে সে মোকদ্দমা আদালতে শুনা যায় না। আর সরকারী মোকদ্দমাব্যতিরেক কএক মোকদ্দমা এমত আছে যে সে সকল মোকদ্দমার আরম্ভকালঅবধি লইয়া যদি ষাটি বৎসরহইতে অধিক কালাতীত না হইয়া থাকে তবে সে মোকদ্দমাও শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি আছে। আর সরকারী মোকদ্দমাব্যতিরেকে অন্য সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার অর্থে হিন্দুলোকের শাস্ত্রানুসারে ষাটি বৎসরপর্য্যন্ত কাল নিয়ম আছে এ মিয়াদো মহম্মদী শরার মতের বিপরীত নহে আর হিন্দুলোকের শাস্ত্রেতে বিশেষরূপে এমত ব্যবস্থা আছে যে কোন ব্যক্তি যদি কোন দ্রব্য নির্ব্বিরোধে ক্রমিক ষাটি বৎসর আপনি ভোগ করিয়া থাকে তবে এমত দ্রব্যের দাওয়া অন্য কোন ব্যক্তি করিলে শুনা যাইবেক না। কিন্তু যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে ঐ ব্যক্তি প্রথমতঃ বিনা স্বত্বে ও অনধিকারে এমত দ্রব্য আপনি দখল করিয়াছিল। আর যেমত অন্যং জাতিমধ্যে এ রীতি ও ব্যবহার চলিত আছে যে যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য নির্ব্বিরোধে অনেক দিবসাবধি আপনি ভোগ করিয়া থাকে তবে সেই দ্রব্যে অবশ্য তাহার স্বত্ব ও অধিকার জন্মে ও তাহার দাওয়া কোন আদালতে শুনা যায় না তদনুরূপ হিন্দুলোকের শাস্ত্রানুসারেও এই ব্যবস্থা চলিত হইয়াছে এবং এইং রূপে আরং দেশের ব্যবস্থার সহিত হিন্দুলোকের অন্যং ব্যবস্থারো একতা বুঝা যাইতেছে পরে যদি কেহ কোন বস্তু যথার্থই আপন স্বত্বাধিকার জ্ঞান করিয়া ভোগ করে ও আর কেহ কোন দ্রব্য বলক্রমে কিম্বা ধূর্ত্ততা করিয়া আপনি দখল করে এই দুই জনের স্বত্ব মধ্যে যেমত প্রভেদ অন্যং দেশের ব্যবহার মতে বুঝা যায় হিন্দুলোকের শাস্ত্রানুসারেও সেই মত প্রভেদ বুঝা যাইতেছে তথাপি সকল দেশে এক মত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি এবং দ্বাদশ বৎসরের মিয়াদ অনেক দিবসাবধি এদেশে চলিত হইয়াছে অতএব তাহা এক্ষণে নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত করা উচিত হয় না কিন্তু এই কএক প্রকরণব্যতিরেকে যে বাল্যাবস্থাপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্টহেতুক আপন স্বত্বের দাওয়া করিতে পারে নাহি অথবা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য কোন স্থাবর বস্তু নষ্টতা করিয়া কিম্বা বলক্রমে অথবা ছলক্রমে কেহ লই



যাছে

য়াছে আর যদি এই প্রকার বলক্রমে লওনের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে তথাপি এমত মোকদ্দমা শ্রবণের ও বিচারকরণের বাধা নাহি এবং এক্তপ্রকার ভোগবান্ এমত বস্তু যাহার স্থানে পাইয়াছিল সে ব্যক্তি প্রথমতঃ অন্যের স্থানে ঐ বস্তু নষ্টতা করিয়া কিম্বা বলক্রমে অথবা ছলক্রমে আপনি দখল করিয়াছিল আর যদি এক্তপ্রকার ভোগবান্ ঐ ব্যক্তির স্থানে পাওনব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার স্বত্ব ঐ বস্তুতে না রাখে ও দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য আপনি ভোগ না করিয়া থাকে তবে সে মোকদ্দমা শুনিবার বারণ কর্ত্তব্য নহে। আর জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের আইনের মধ্যে এ কথার ধার্য্য হইয়াছে যে যদি পাট্টাদারাদি প্রজালোক আপন প্রকৃত মালগুজারী আপন ভূম্যধিকারির নিকটে নিয়মিত সময়ে না দেয় এবং ঐ ভূম্যধিকারী সে বিষয়ে আদালতে নালিশ করে তবে সে মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করা উচিত আর যদি কেহ আপন ভূমি কিম্বা অন্য কোন প্রকার স্বত্বাধিকারহইতে কাহার দৌরাত্ম্যক্রমে বেদখল হয় এবং সরকারহইতে সনন্দ না লইয়া কোন ব্যক্তি মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তবে এমত২ মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হইতে পারে এবং আর২ কএক বিষয় এমত আছে যে তাহাতে আইনানুসারে জরীমানার দাওয়ার মোকদ্দমা যদি দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তবে উচিত যে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হয় কিন্তু এ সকল বিষয়ে এমত কোন মিয়াদ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য যে সে মিয়াদ অতীত হইলে পর সরাসরী বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য না হয় আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী ও আসামী উপস্থিত না থাকনপ্রযুক্ত ডিক্রীর নকল দিতে কখন২ এপর্য্যন্ত গৌণ হয় যে আইনের লিখনানুসারে নিরূপিত সময়ে তাহার আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইতে পারে না এবং সরকারী মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল আবশ্যক মতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকটে পাঠান যায় কিন্তু আবশ্যক কর্ম্মানুরোধে তাহা হজুরে দৃষ্ট হইতে কখন২ এমত কালব্যাজ হয় যে তাহার আপীলের দরখাস্ত দিবার সময়ো অতীত হইয়া যায় এবং সরকারের ন্যায্য বিষয়ে সমূহ ক্ষতি দর্শে এহেতুক আইনের কোন২ কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল অতএব এ সকল আপত্তি মিটাইবার নিমিত্তে এবং অন্য২ কএক মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের চলিত আইনের কএক দাঁড়া তথরিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে এমত হুকুম হইল যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ও বারণস ও শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের সত্তাধিকারে চলিত হইবেক ইতি।

২ ধারা।

হজুরের কিম্বা সরকারের কোন কর্ম্মকর্ত্তার

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেন যে পূর্ব্বের চলিত ব্যবহারমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৪ চতুর্থ ধারাতে এবং ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আই



নের

নের ৮ অষ্টম ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কএক প্রকরণব্যতিরেকে যে সকল মোকদ্দমার বিরোধের প্রথমারম্ভকালাবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইবেক না কিন্তু সরকারী মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে কিম্বা সরকারের অন্য কোন স্বত্বাধিকারের দাওয়াতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে অথবা সরকারের যে কোন কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি এমত কর্ম্মের ভার আছে তাঁহার তরফহইতে যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবেক ঐ হুকুম সে মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক না ইতি।

হুকুমমতে এখন যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবেক তাহা শুনিবার বিষয়ে ইং ১৭৯৩ ইত্যাদি কএক সালের কএক আইনের কএক ধারার লিখিত হুকুম না খাটিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি কোন ভূমি লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করের ন্যায় আপনি ভোগ করে বাস্তব সে ব্যক্তির নিষ্কররূপে ঐ ভূমিতে কিছু স্বত্ব নাহি সরকারের তরফহইতে সে ভূমির প্রতি মালগুজারী ধার্য্যকরণের দাওয়া অথবা সরকারের যথার্থ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া কিম্বা অন্য যে কোন বিষয়েতে সরকারের স্বত্ব অথবা লাভসম্বন্ধ থাকে এমত২ বিষয়ের দাওয়ার মোকদ্দমা যে আদালতে এ প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক তাহাতে যদি সে মোকদ্দামর আরম্ভহইতে ষাটি বৎসর অতীত না হইয়া থাকে তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে সে মোকদ্দমা শুনেন্ ও তাহার নিষ্পত্তি করেন্ কিন্তু যদি চলিত আইনের মধ্যে কোন স্পষ্ট হুকুমানুসারে এমত দাওয়ার মোকদ্দমা শুনিবার এবং টাহরিবার বিষয়ে সময়নিরূপণ অন্য কোনমতে হইয়া থাকে তবে ষাটি বৎসর মিয়াদের হুকুম এমত দাওয়ার প্রতি খাটিবেক না। আর সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে যে মোকদ্দমার আরম্ভ ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের আগস্ত মাসের ১২ তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না এবং বারাণস রাজ্যে যে মোকদ্দমার আরম্ভ ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্তাধিকারে যে মোকদ্দমার আরম্ভ ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের নবেম্বর মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার নালিশ কোন আদালতে হইতে পারিবেক না কেননা এ সকল তারিখের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কর্ত্তৃত্ব ছিল না ইতি।

আদালতের সাহেবেরা কএক প্রকরণব্যতিরেকে ষাটি বৎসরপর্য্যন্ত সরকারী দাওয়ার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে এবং নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্তাধিকারে কোন২ সনের কোন২ তারিখের পূর্ব্বের উপস্থিত মোকদ্দমা শুনা ও নিষ্পত্তি করা না যাইবার কথা।

## ৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য কোন স্থাবর বস্তু বলক্রমে কিম্বা ছলক্রমে অথবা অন্য কোন কুচক্র করিয়া আপনি দখল করিয়াছে আর এইমত বলে কিম্বা ছলে লওন আদালতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় তাহাতে যদি মোকদ্দমার আরম্ভহইতে আইনের লিখিত ঐ দ্বাদশ বৎসরের মিয়াদঅতীত হইয়া থাকে

ভূম্যাদি স্থাবর স্বত্বাধিকার কেহ দৌরাত্মক্রমে দখল করিলে সে মোকদ্দমা কত দিন



থাকে

পর্য্যন্ত শুনা যাইতে পা
রিবার এবং এমত স্বত্বা
ধিকার কেহ কাহার স্থা
নে ক্রয় কি দানক্রমে পা
ইয়া ভোগ করে কিন্তু যা
হার স্থানে পাইয়াছিল
সে যদি দৌরাত্ম্যক্রমে
দখল করিয়া থাকে এ
মতে আদালতের সাহে
বদিগের কর্ত্তব্যাচরণের
কথা ।

থাকে তথাপি এমত স্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিবার
অনুমতি আছে ও আদালতের সাহেবলোকদিগের সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্প
ত্তি করা কর্ত্তব্য এবং যদি কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থাবর বস্তু কাহার স্থানে ক্রয়
করিয়া অথবা দানক্রমে কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বরূপে অথবা অন্য কোন ন্যায়ত্বরূপে
পাইয়া ভোগ করে কিন্তু ঐ বিক্রয়কর্ত্তা এবং দানকর্ত্তা প্রথম ঐ বস্তু বলক্রমে অথ
বা ছলক্রমে কিম্বা অন্য কোন কুচক্র করিয়া আপনি ভোগদখল করিয়াছিল আর
এমত দৌরাত্ম্য ও নষ্টতাইত্যাদি আদালতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় তাহাতে যদি সে মো
কদ্দমার আরম্ভহইতে বার বৎসরঅতীত হইয়াও থাকে তথাপি অনুমতি আছে
যে এমত স্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমার নালিশ আদালতে উপস্থিত হইতে পা
রে আর আদালতের সাহেবলোকদিগের সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরা
কর্ত্তব্য কিন্তু জানিবেন যে সম্প্রতিকার ভোগবান্ ক্রয় কি দান কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বরূ
পে যে তারিখে পাইয়াছিল সেই তারিখহইত নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বা
দশ বৎসরঅতীত হইয়া থাকে তবে আদালতে এমত মোকদ্দমা শুনা ও নিষ্পত্তি
করা যাইবেক না ইতি ।

উপরের ধারানুসারে
যদি এমত মোকদ্দমা উ
পস্থিত হয় তবে নালি
শের আরজীতে ফরিয়া
দী যেং কথা লিখিবেক
এবং আসামী দাওয়া
না মানিলে সাক্ষ্য লও
নেতে আর মোকদ্দমার
যথার্থ ভাব জ্ঞাত হওনে
তে আদালতের সাহেব
দিগের কর্ত্তব্যাচরণের
কথা ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আর জানিবেন সে উপরের ধারার লিখনানুসারে যে সময়ে
এমত মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক সে সময়ে ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে
আপন নালিশের আরজীর মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়া লেখে যে আসামী বিরো
ধের বস্তু বলে কি ছলে কি নষ্টতা করিয়া লইয়াছে কিম্বা আসামী ঐ বস্তু এমত ব্য
ক্তির স্থানে পাইয়াছে যে সে ব্যক্তি ঐ বস্তু বলে কি ছলে আপনি লইয়াছিল আর
এক্ষণকার ভোগবান্ যখন ঐ বস্তু পাইয়াছে সে সময়হইতে দ্বাদশ বৎসরঅতীত
ও হয় নাহি ইহাতে যদি আসামী বলক্রমে এবং ছলক্রমে লওনের অস্বীকারবাক্য
আপন জওয়াব ও জওয়াবলজওয়াবে লিখে তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্ত
ব্য যে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের স্থানে ইহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হন্ এবং আসামী আপন
কথার প্রমাণ নিমিত্তে যে সাক্ষী উপস্থিত করে তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথার্থ
ভাব বুঝেন্ পরে এপ্রকার তদন্তকরণে যদি আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে এমত
লয় যে এই ধারানুসারে সে মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচারের যোগ্য বটে তবে যদি
সে মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি অধিক কালাতীত হইয়াও থাকে তথাপি আদালতের
সাহেবদিগের উচিত যে ফলতঃ সে মোকদ্দমার আরম্ভহইতে দ্বাদশ বৎসরঅতীত
না হইলে যেমত বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হয় সেইমতে তাহার বিচার ও নিষ্প
ত্তি করেন্ ইতি ।*

মোকদ্দমার বিবাদার
ম্ভাবধি যদি ষাটি বৎ
সর অতীত হইয়া থাকে
তবে আদালতের সা

৩ তৃতীয় প্রকরণ ।—যে মোকদ্দমার বিরোধারম্ভঅবধি ষাটি বৎসরঅতীত হই
য়াছে উপরের উক্তানুসারে কিম্বা চলিত আইনের কোন কথাক্রমে আদালতের সা
হেবদিগের প্রতি সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি আছে ইহা

* কেহ না বুঝে এবং মোকদ্দমার আরম্ভহইতে ষাটি বৎসরঅতীত হইলে পর ফরি



য়াদী

বাদী যদি ওজর করে যে অমুক হেতুপ্রযুক্ত আমি আপন স্বত্বের দাওয়ার নালিশ আদালতে করিতে পারি নাহি তথাপি এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা উচিত হইবেক না বরং যদি কোন বস্তুর এক্ষণকার ভোগবানের প্রথমতঃ ঐ বস্তুতে যথার্থই কিছু স্বত্ব ছিল না যে আপনি ভোগ করিতে পারে তথাপি যদি ষাটি বৎসর ক্রমিক ভোগ করিয়া থাকে তাহার নামেও এ বিষয়ে নালিশ হইতে পারিবেক না। আর জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তু আপনি ভোগদখল করিয়া পরে দান কিম্বা বিক্রয় অথবা উত্তরাধিকারিস্বরূপে কিম্বা অন্য কোন বিহিত প্রকারে কোন ব্যক্তিকে দিয়া থাকে আর এইপ্রকার দেওনের পর যদি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ঐ বস্তুর প্রতি দাওয়া আদালতে উপস্থিত না হইয়া থাকে তবে যদি মোকদ্দমার প্রথমারম্ভঅবধি ষাটি বৎসর অতীতও না হইয়া থাকে তথাপি এমত বস্তুর দাওয়ার নালিশ আদালতে হইতে পারিবেক না ও তাহার সহিত এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুমের সংস্রব থাকিবেক না কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে এক্ষণকার ভোগবান্ ঐ বস্তুর স্বত্বাধিকারিকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তে ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রণা করিয়া লইয়াছিল সত্যং যথা বিহিতক্রমে পায় নাহি তবে সে মোকদ্দমা অবশ্য শুনা যাইবেক ইতি।

হেবলোক সে মোকদ্দমা কদাচ না শুনিবার এবং তাহাতে কোন ওজর না শুনা যাইবার কথা।

যদি কেহ কোন স্থাবর বস্তু ভোগদখল করিয়া পরে কাহার স্থানে বিক্রয় কি দানক্রমে দিয়া থাকে ইহাতে যদি ষাটি বৎসর অতীত না হইয়া থাকে তবে কএক প্রকরণব্যতিরেক এমন মোকদ্দমা না শুনা যাইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কোন দ্রব্য কেহ কাহার স্থানে যদি বন্ধক ও গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া থাকে তবে এমত বিষয়ের প্রতি উপরের উক্ত কথা খাটিবেক না কেননা বন্ধক ও গচ্ছিতকরণের সময়অবধি যত কালাতীত হয় এমত দ্রব্যের দাওয়াকরণেতে কিছু প্রতিবন্ধক ও বাধা নাহি এমতে যদি কেহ কোন ভূমি কিম্বা আর কোন দ্রব্য বন্ধক অথবা গচ্ছিতরূপে পাইয়া থাকে আর আপনি সে দ্রব্যের অধিকারিত্বরূপে স্বত্ব না রাখে তবে এমত দ্রব্যের দাওয়ার নালিশ আদালতে সে ব্যক্তির নামে সর্ব্বকালে হইতে পারে এবং কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য এই মতে পায় যে তাহাতে ফলতঃ আপনারে আপনি সে দ্রব্যের স্বামী করিয়া জ্ঞান করে না এবং এ প্রকার পাওনে দ্রব্যেতে স্বীয় স্বত্ব ও অধিকার জন্মে না তবে এমতং বিষয়ে যত কালাতীত হইয়া থাকে সে ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের অধিকার এপ্রকার পাওনেতে কখন কোন প্রকারে হইতে পারিবেক না ইতি।

গচ্ছিত ও বন্ধক দ্রব্যের দাওয়ার মোকদ্দমা সর্ব্বকালে শুনা যাইবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ১৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কোন পাট্টাদার প্রজার স্থানে সরকারের প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়িলে সে পাট্টাদার প্রজাকে এবং তাহার মালজামিনকে ধরা যাইবেক ও এমত বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমা তথাকার জজসাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ ইত্যাদি সালের কএক আইনের কএক ধারার লিখিত মজমুনের বিস্তারিত করিবার এবং মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমা ও বরাসরীমতে



আদালতে

অন্য যেং মোকদ্দমার বিচারকরণের হুকুম আছে তদর্থে মিয়াদ নির্ণয় করিবার কথা।

বাকী আদায় করণেতে জজসাহেব ও কালেক্টর সাহেবেরদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

আদালতে সে বাকীর বিষয়ে সরাসরীমতে বিচার করা যাইবেক কিন্তু যদি কেহ এ কথার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া বুঝে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেক যে অল্পং দিনের অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে কিম্বা বৎসরের প্রথমারম্ভে যে বাকী পড়ে কেবল এইমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে এই হুকুম খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়নের সময়অবধি তাহার নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে সে বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না এবং উপরের লিখনানুসারে আরং যত মোকদ্দমা সরাসরীমতে শুনিবার হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না কিন্তু এই হুকুমের দ্বারা জজসাহেব এবং কালেক্টরসাহেব এবং রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি বাকীর নিকাশ ও বন্দোবস্ত করিতে বারণ হইবেক না যদি সে বাকী দ্বাদশ মাস হইতে অধিক কালের হয় তথাপি উচিত যে তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাশ করেন্ এবং যে সময়ে ভাল বুঝেন্ অবশ্য এমত বাকীর নিকাশ ও বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ ইত্যাদি কএক সালের কএক আইনের কএক ধারার হুকুম মতে ভূম্যধিকারিগণ আপন কর্ম্মকর্ত্তাদি লোকের নামে তহবীল তসরূফইত্যাদি বিষয়ে নালিশ করিলে সে মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হইবার ও উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ এক্ষণে তাহার প্রতি নিয়ম থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারেরা কাহার নামে এমত নালিশ করে যে অমুক আমার তরফ কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা আমার জমীদারীর সরবরাহকারী করিত অথবা এপ্রকার চাকর হইয়া আমার এত টাকা লইয়া চাকরী ত্যাগ করিয়াছে এক্ষণে দেয় না কিম্বা হিসাবকিতাব বুঝাইয়া দিতে চাহে না অথবা আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য করিতে তাচ্ছল্য ও অসঙ্গতাচরণ করে আর এই মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হওনের দরখাস্ত করে এবং ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে কয়েদ করাইতে চাহে তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২০ বিংশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৯ ঊনবিংশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩৮ অষ্টত্রিংশ ধারাতে এমত মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করণের হুকুম লেখা গিয়াছে কিন্তু উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ অর্থাৎ নিরূপিত কাল এমত মোকদ্দমার বিষয়ে নিয়ম থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

বিরোধবিবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে ইং ১৭৯৯ ইত্যাদি সালের কএক আইনের হুকুমমতে বেদখলীর মোকদ্দমা বিনানম্বর বিলিতে বিচার হই

ভূমির সীমাসরহদ্দের কি তাহার উৎপন্ন শস্যের বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন প্রকার দ্রব্যের বিষয়ে বিরোধবিবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ ঊনপঞ্চাশ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ আইনের লিখনানুসারে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যদি কেহ এমত নালিশ করে যে অমুক জোরজবরদস্তী অর্থাৎ বল ও দৌরাত্ম্য করিয়া আমার স্বত্বাধিকারহইতে আ



মাকে

বার এবং তদর্থে মিয়াদ নিরূপণ করিবার কথা।

যাহাকে বেদখল করিয়াছে তবে নালিশের নম্বর বিলির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ আর যথার্থই উভয় বিবাদির স্বত্বাধিকার ফরিয়াদীর ভোগদখলে ছিল ইহা প্রমাণ হইলেও বিনা বিচার ও তদন্তে বরং সে স্বত্বাধিকারেতে আসামীর কিছু অধিকার আছে কি না ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও ঐ স্বত্বাধিকারে ফরিয়াদীকে দখল দেওয়ান্ পরে যদি কেহ এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহে তবে স্পষ্ট বুঝিবেক যে বেদখলহওনের পরক্ষণে কিম্বা কার্য্যক্রমে যে কিছু বিলম্ব হয় এমত অল্পকাল বিলম্বে যে মোকদ্দমার নালিশ হয় কেবল সেই মোকদ্দমার প্রতি এ হুকুম খাটিবেক কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন মিয়াদ নিরূপণ হয় নাহি একারণ এক্ষণে নির্ণয় করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত দাঁড়াসকলে সরাসরীমতে বিচারের ও দখল দেওয়াইবার যে হুকুম আছে তাহা কেবল বেদখলহওনের সময়অবধি তিন মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার নালিশ আদালতে হইবেক সেই মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক কিন্তু কোন বিশিষ্ট হেতুতে ও মুখ্য কারণে ফরিয়াদী আপনি কি আপন উকীলের দ্বারা আপন দাওয়ার নালিশ করিতে না পারিয়া তিন মাসহইতে অধিককালাবধি নিরস্ত ছিল ইহা যদি যথার্থ প্রমাণ হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে করেন্ ইতি।

## ৬ ধারা।

সরকারের বিনাসনন্দে মদিরাদি দ্রব্য ও লবণ ও আফীন প্রস্তুত ও বিক্রয় করিলে ও ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিলে সে মোকদ্দমার বিচার এক বৎসরের মিয়াদ মধ্যে সরাসরীমতে হওনের এবং এক বৎসর অতীত হইলে কএক প্রকরণব্যতিরেকে তাহার নিষ্পত্তি করিবার অনুমতি আদালতের সাহেবদিগের প্রতি না থাকিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি কেহ সরকারহইতে সনন্দ না লইয়া মদিরাদি দ্রব্য প্রস্তুত করে কি বিক্রয় করে কিম্বা সরকারের অনুমতি না লইয়া লবণ অথবা আফীন প্রস্তুত করে কিম্বা বিক্রয় করে এবং ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে সরকারের যাহা প্রাপ্তি ও লভ্য হয় তাহা কেহ নষ্টতা কি ছল বহানা করিয়া না দেয় চলিত আইনের হুকুমানুসারে এমত অপরাধিদিগের জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড হইয়া থাকে আর ঐ দণ্ডের টাকা সরকারে দাখিল হয় কিম্বা এমত অপরাধের গোয়েন্দাকে দেওয়া গিয়া থাকে ও ঐ দণ্ডের দাওয়ার নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে তাহার বিচার কখন সরাসরীমতে ও কখন অন্য২ মোকদ্দমার মতেও বিচার হইয়া থাকে কিন্তু এ সকল মোকদ্দমার বিষয়ে আইনের মধ্যে এমত কোন মিয়াদ নিরূপণ হয় নাহি যে অপরাধকরণের সময়অবধি কি কি মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কত দিনের মধ্যে তাহার নালিশ আদালতে করা কর্ত্তব্য একারণ এক্ষণে প্রকাশ করা যাইতেছে যে উত্তরকালে কর্ত্তব্য যে অপরাধকরণের সময়অবধি এক বৎসরের মিয়াদ মধ্যে উপযুক্ত আদালতে এমত মোকদ্দমার নালিশ করা যায় আর যদি নালিশ করিতে এক বৎসরহইতে অধিক কালাতীত হয় তবে এমত মোকদ্দমার নালিশ গ্রাহ্য করিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি নাহি কিন্তু দুই প্রকারের একপ্রকার এই যে যদি এমত মোকদ্দমা শুনিবার বিষয়ে মিয়াদের কোন স্পষ্ট হুকুম চলিত আইনের মধ্যে থাকে দ্বিতীয় প্রকার এই যে সরকারের তরফহ

হইতে যদি এমত দাওয়া হয় এবং অপরাধকরণের সময়অবধি এক বৎসরের মিয়াদ মধ্যে আদালতে নালিশকরণের সাধ্য ছিল না ইহা বুঝা যায় তবে এ দুইমতেই আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে তাহার নিষ্পত্তি সরাসরীমতে করেন্ ইতি।

### ৭ ধারা।

যদি কেহ সরকারী আইনের হুকুম না মানে তবে তাহার নামে নালিশ হইতে পারিবার ও সে মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে এক বৎসর মিয়াদ মধ্যে হইবার কথা।

জানিবেন যে সরকারের কএক আইনের মধ্যে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে যদি কেহ সেই সকল আইনের অনভিমতে কোন কর্ম্ম করে কিম্বা যে কর্ম্ম করিতে হুকুম আছে তাহা না করে তবে যে কোন ব্যক্তি হয় তাহার তরফহইতে এমত অপরাধির নামে আদালতে নালিশ হইতে পারে আর যদি অপরাধ প্রমাণ হয় তবে আসামীর জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করিয়া সেই দণ্ডের টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক কিন্তু অপরাধকরণের সময়অবধি কি মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত যত দিনের মধ্যে নালিশ করা কর্ত্তব্য এমত কোন হুকুম এ সকল বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি এ কারণ এক্ষণে লেখা যাইতেছে যে যদি অপরাধকরণের সময়অবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত এক বৎসরহইতে অধিক ব্যালাতীত হয় তবে এমত দাওয়ার নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য ও বিচারের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি চলিত আইনের মধ্যে এমত নালিশের বিষয়ে আর কোনপ্রকার মিয়াদের নিরূপণ হইয়া থাকে কিম্বা ফরিয়াদী ইহা যথার্থ প্রমাণ করে যে কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত নিয়মিত সময়ে তাহার নালিশ কোন উপযুক্ত আদালতে করিতে পারে নাহি তবে এই দুইমতে সে নালিশ গ্রাহ্য ও বিচারযোগ্য হইতে পারিবেক পরে জানা কর্ত্তব্য যে সরকারী আইনের হুকুম না মাননজন্য দণ্ড ও জরীমানার বিষয়ে যে নালিশ ও দাওয়া আদালতে উপস্থিত হয় কেবল সেই মোকদ্দমার প্রতি এ হুকুম খাটিবেক। আর কোনপ্রকার দ্রব্যের এবং স্বত্বাধিকারের বিষয়ে কিম্বা অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি ও অপচয়ের বদল বুঝিয়া পাইবার বিষয়ে যে দাওয়া ও মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় সে মোকদ্দমার প্রতি ঐ হুকুম কদাচ খাটিবেক না কেননা এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উচিত যে মোকদ্দমার নালিশকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে মিয়াদ চলিত হওনের অর্থে যে হুকুম এই আইনের উপরের ধারাসকলে লেখা গিয়াছে সেই মিয়াদের হুকুম এপ্রকার মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক এবং দ্রব্যাদি ও স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমার মতে এপ্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

### ৮ ধারা।

যে মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল যে তারিখে উভয় বিবাদিরা পাইবেক সে মোকদ্দমার আপীলের মিয়াদের গণনা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২৬ ষড়বিংশ ধারার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনানুসারে বারাণসে চলন হইয়াছে এবং তদনুরূপ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২৭ সপ্তবিংশ ধারার হুকুম শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের সত্ত্বাধিকারে চলন হইয়াছে তাহাতে এমত লেখা

গিয়াছে যে যখন দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক কোন মোকদ্দমাতে ডিক্রীর হুকুম দেন্ উচিত যে সে ডিক্রীর মজমুন লিখিয়া তাহার নকল প্রস্তুত করিয়া দশ দিনের মিয়াদমধ্যে একং কেতা ফরিয়াদী আর আসামীকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলের স্থানে আদালতের কাছারী মধ্যে দেওয়ান্ কিন্তু প্রায় অনেক সময় এমত সম্ভাবনা হয় যে দশ দিবসের মিয়াদের মধ্যে ডিক্রীর নকল সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে না বরং কখনং কর্ম্মের বাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা আর কোন হেতুতে ডিক্রীর নকল দিতে এত গৌণ হয় যে আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের নালিশকরণের মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কালাতীত হইলে পর ফরিয়াদী ও আসামী তাহার একং কেতা নকল পায় বিশেষতঃ ফরিয়াদী ও আসামী ডিক্রীর নকল দিবার সময়ে আদালতে আপনারা হাজির না থাকাতে আপীলকরণের পরামর্শ বটে কি না ইহাও সময়শিরে সুন্দরমতে বুঝিতে পারে না এহেতুক উচিত বুঝা গেল যে চলিত আইনের লিখনানুসারে মোকদ্দমার আপীলকরণের বিষয়ে যে পৃথকং মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেইং মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে দিবস ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলের স্থানে আদালতের কাছারী মধ্যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কিম্বা আইনানুসারে তাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে অগ্রে রাখা যায় সেই দিবসহইতে হইবেক কিন্তু এমতে ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা হাজির না থাকিলে সে মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে দিবস তাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করিয়া রাখা গিয়াছিল সেই দিবস হইতে হইবেক পরে এ বিষয়ে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব অথবা কমিস্যনর লোক যাহার চলিত আইনের অনুসারে আপনং কৃত ডিক্রীর উপর দস্তখৎ করিতে হয় তাহার উচিত যে ডিক্রীর নকল দিবার নিমিত্তে অমুক তারিখে এ নকল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু অমুক কারণে দেওয়া হয় নাহি ইহা ঐ ডিক্রীর নকলের উপর লিখিয়া রাখেন্ আর জানা কর্ত্তব্য যে ইহার পূর্ব্বেও জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইয়াছে যে তাঁহারা যেং ডিক্রীর নকল দিবেন দেওনের তারিখ সে নকলের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেন্ আর সে তারিখ রুবকারী মধ্যেও লিখেন্ এক্ষণে কমিস্যনর লোকদিগের প্রতি হুকুম হইল যে এতদনুসারে তাহারা যত ডিক্রীর নকল দিবেক তাহার পৃষ্ঠে দেওনের তারিখ লিখিয়া দেয় এবং রুবকারীতেও লিখে কেননা দেওনের তারিখে কখন কিছু সন্দেহ না হয় অতএব জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং অধিকারের সমস্ত কমিস্যনর লোকদিগকে এই মজমুন সুন্দররূপে বুঝান্ যে এতদনুসারে কর্ম্ম করে ইতি।

এক্ষণে সেই দিনহইতে হওনের এবং উভয় বিবাদী কি তাহারদিগের উকীলেরা নকল দিবার সময়ে হাজির না থাকিলে যে তারিখে নকল প্রস্তুত হইয়াছিল সেই দিনাবধি গণনা হইবার এবং জজসাহেবেরা নকল প্রস্তুতহওনের তারিখ ও না দেওয়া যাইবার হেতু ডিক্রীর পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবার কথা।

কমিস্যনর লোকেরাও ডিক্রীর পৃষ্ঠে ও রুবকারীতে নকল দিবার তারিখ লিখিয়া রাখিবার কথা।

## ১ ধারা।

যে মোকদ্দমাতে সরকার আসামী কিম্বা ফরিয়াদী থাকেন্ প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময়ে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর তথাকার আদা

সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল শ্রীযুত নও



লতের

য়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট পাঠা ইবার কথা।

লতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে উভয় বিবাদিকে যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় তাহাব্যতিরেকে আর এক নকল শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেতা ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ এবং যে সাহেব এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে ডিক্রীর নকল হুজুরে পাঠাইবেন তাহাতেও আপন দস্তখৎ ও আদালতের মোহর করেন্ কিন্তু ইষ্টাম্প কাগজে সে নকল লিখিবার প্রয়োজন নাহি ইতি।

## ১০ ধারা।

কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমা সদর আপীলের যোগ্য না হইলে খাস আপীলের মতে বিচারকরণের ক্ষমতা এই ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশ আইনের ২৪ চতুর্ব্বিংশ ধারার লিখনানুসারে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর মজমুন অর্থাৎ পাঠঘারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে জ্ঞাতহওনেতে যদি বুঝেন্ যে সে ডিক্রী অন্যায় ও বিচার বহির্ভূত হইয়াছে কিম্বা মোকদ্দমার ভাব ও গতিক দেখিয়া যদি কোন বিশিষ্ট হেতুতে সে মোকদ্দমা আপীলের মতে বিচারের যোগ্য বুঝেন্ তবে এমতে যদি সে মোকদ্দমা চলিত আইনের লিখনানুসারে আপীলহওনের উপযুক্ত না হয় তথাপি উপরের লিখিত কথা দৃষ্টি করিয়া খাসআপীলের ন্যায় তাহার নূতন বিচার করিতে পারেন্। ও এই ধারানুসারে এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরো এমত ক্ষমতা আছে যে মফঃসল কোর্ট আপীলের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত যদি খাস আপীলের মতে বিচার করা উচিত জানেন্ ও সে মোকদ্দমা চলিত আইনের মতে সদর আপীলের যোগ্য না হয় তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত ক্ষমতা কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের মত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতিও থাকিবার ও কোর্ট আপীলে পুনর্ব্বার বিচারের দরখাস্ত যে প্রকারে গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে নিয়মানুসারে খাস আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশ আইনের ২৪ চতুর্ব্বিংশ ধারানুসারে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ ও বিস্তারিত ঐ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণে বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে ঐ মত বিষয়েতে এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতিও ঐ ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত ভার থাকিবেক এমতে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩০ ত্রিংশ ধারামতে তথাকার নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিচারকরণের দরখাস্ত যদি কেহ দেয় আর সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওনের যোগ্য না হয় তবে এই নিয়মে সে দরখাস্ত পূর্ব্ব মতে মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন্ কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার প্রথম প্রকরণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমার খাসআপীল করিতে চাহে তবে কোর্ট আপীলের ডিক্রীর নকলের সহিত খাসআপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া কর্ত্তব্য

ও অন্য আপীলের মোকদ্দমাতে যেমত নিরূপিত রসুম ও আমিন দিতে হয় ইহাতেও সেইমত দিতে হইবেক ইতি।

## ১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৯ নবম ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কেহ রেজিষ্টরসাহেব ও কমিস্যনরের বিচারে অসম্মত হইয়া জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকট আপীলের দরখাস্ত দেয় ও চলিত রীতিক্রমের ব্যতিক্রম বুঝিয়া কিম্বা দরখাস্তকরণের মিয়াদ অতীত হইবাতে কিম্বা এইমত অন্য কোন হেতুতে যদি তিনি সে দরখাস্ত নামঞ্জুর অর্থাৎ অগ্রাহ্য করেন্ কিম্বা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমার ভাব ও বৃত্তান্ত অবগত ও জ্ঞাত না হইয়া এইমত কোন হেতুতে সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন্ তবে এমতং বিষয়ে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত মোকদ্দমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া আপীলের মতে তাহার প্রথমাবধি বিচার করেন্ এবং প্রথম বিচারের সময়ে যে মোকদ্দমার দরখাস্ত কোন আদালতের জজসাহেবের নিকটহইতে উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত নামঞ্জুর হয় কি মোকদ্দমার ভাব জ্ঞাত না হওনেতে ডিস্‌মিস্ হয় কিন্তু সে মোকদ্দমার বিষয়েতেও এক্ষণে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে এমতং মোকদ্দমা কি ছোট কি বড় সময়মতে কোর্ট আপীল আদালতে শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য হইবেক। আর জানিবেন যে ঐ ধারাতে এ কথাও লেখা গিয়াছে যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে নামঞ্জুর কিম্বা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে ইহা কোর্ট আপীলের সাহেবলোক যদি বুঝেন্ তবে এমতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার সকল কথা ও ভাবগতিক সুন্দররূপে যাঁচিয়া বুঝিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে সেই আদালতের জজসাহেবকে হুকুম দেন্ আর যদি কোন ব্যক্তি কেবল বিরোধ চেষ্টাপ্রযুক্ত এপ্রকার আপীল করে তবে তাহার যেং প্রকারে যেং শাস্তি হইতে পারিবেক তাহাও লেখা গিয়াছে এবং যে প্রকার আপীলের বিবরণ এ ধারাতে লেখা গিয়াছে তাহাতে এ সকল কথাও খাটিবেক এবং এইমত আপীলের মোকদ্দমা মঞ্জুরী অর্থাৎ গ্রাহ্যহওনের ও সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রকরণে ও জামিনী ও রসুমাদি দাখিলকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশ আইনের ২৬ ধারাতে যে হুকুম লেখা গিয়াছে সে হুকুম এই ধারায় লিখিত আপীলের প্রতিও খাটিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের ৯ ধারানুসারে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি যে ভারার্পণ হইয়াছিল প্রথম বিচারের সময়ে যে মোকদ্দমা আদালতের সাহেবের নিকট কোন হেতুতে নামঞ্জুর কি ডিস্‌মিস্ হয় এক্ষণে তাহারদিগের সে ভার তাহাতেও থাকিবার ও ঐ দুই ধারার লিখিত সমস্ত কথা এ প্রকার আপীলের প্রতি খাটিবার কথা।

## ১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারাতে এমত লেখা গিয়াছে

কোর্ট আপীলের ঝা



ছে

রাব্যতিরেকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতার্পণ এই ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হওনের এবং জিলার আদালতের দ্বারাব্যতিরেকে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি ঐ মতে আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ছে যে যদি কোন ব্যক্তি আপন কোন মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে চাহে তবে আপন আপীলের দরখাস্ত হয় সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা যে আদালতের ডিক্রীতে অসম্মত হইয়াছিল তথায় দাখিল করে আর এই মত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারাতে এ কথা লেখা গিয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি জিলা কি শহরের আদালতের ডিক্রীতে অসম্মত হইয়া আপন মোকদ্দমার আপীল করিতে চাহে তবে জিলার আদালতে কিম্বা কোর্ট আপীল আদালতে তাহার দরখাস্ত দেয় কিন্তু তাহার পর ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারানুসারে এ হুকুম সমুদয় রদ হইয়া ইহা স্থির হইয়াছিল যে যে আদালতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্ত সেই আদালতে দেয় কিন্তু বারম্বার এমত সম্ঘটন হইয়াছে যে এ হুকুম রহিত হইয়াছে ইহা না জানিয়া যাহারা আপন আপীলের দরখাস্ত পূর্ব্বমতে সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা কোর্ট আপীলে দিয়াছিল ইহাতে তাহারদিগের যথেষ্ট ক্লেশ ও ক্ষতি হইয়াছে এ কারণ এমত উচিত হইল যে ঐ ২ ধারার হুকুম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিয়া এ কথার স্থৈর্য্য করা যায় যে কেহ আপন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত যেখানে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেখানে না দিয়া যদি মফঃসল কোর্ট আপীলে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দেয় তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে যদি কোন হেতুতে উচিত বুঝেন্ এবং চলিত আইনের অনুসারে সে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের আদালতের বিচারযোগ্য হয় তবে এই নিয়মে এমত দরখাস্ত মঞ্জুর ও গ্রাহ্য করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি যে আদালতের যে ডিক্রীতে অসম্মত হইয়াছে সেই আদালতের মোহর ও সেখানকার জজসাহেবের দস্তখৎসহিত যাবৎ সে ডিক্রীর নকল না দেয় এবং নালিশের নিয়মিত রসুম এবং আপীলের খরচার এবং উকীলের মেহনতআনা অর্থাৎ বেতনের জামিন না দেয় তাবৎ তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইবেক না এমতে যদি সে ব্যক্তি পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন হয় তবে পাপর লোকদিগের আপীলের বিষয়ে যেমত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে যাবৎ তদনুসারে কার্য্য না করে তাবৎ তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

## ১৩ ধারা।

সরাসরী ও বেদখলীর মোকদ্দমা ও সনন্দ না লইয়া মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করণজন্য দণ্ডের মোকদ্দমার বিচার জজসাহেব ও আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব আপনি একাকী

পাট্টাদারাদি প্রজালোকের স্থানে বাকী আদায়ের নিমিত্তে কিম্বা বেদখলের বিষয়ে অথবা সনন্দ না লইয়া মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণহেতুক দণ্ড ও জরীমানার বিষয়ে যত মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করণের হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দমার বিচার কেবল জজসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব করিবেন কি অন্য২ মোকদ্দমার ন্যায় রেজিষ্টরসাহেবেরো বিচারের যোগ্য বটে ইহাতে কিছু সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্তে এক্ষণে বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে যে



জজসাহেব

জজসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব আপনি একাকী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশৎ ধারার লিখনানুসারে যথাসাধ্য ভূম্যধিকারী ও পাট্টাদার প্রজাদিগের বাকীর মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগের সহকারিতাতে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু ঐ সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যত শীঘ্র করা কর্ত্তব্য আদালতের কর্ম্মের ও মোকদ্দমার বাহুল্যপ্রযুক্ত তাঁহারা আপনি একাকী তত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে যদি না পারেন্ আর আইনানুসারে সে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের বিচারকরণের যোগ্য হয় তবে এই নিয়মে চলিত আইনানুসারে তাহার নিষ্পত্তি ও বিচারার্থে এমত মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবকেও অর্পণ করিবেন আর এপ্রকার মোকদ্দমা অর্পণকরণের পর যদি জজসাহেব এমত মোকদ্দমার বিচার করিবার অবকাশ পান কিম্বা আর কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহার বিচার আপনি করিতে চাহেন্ তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে সে মোকদ্দমা ফিরিয়া লইয়া আপনি তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এতদ্ভিন্ন যদি জজসাহেব ইহা বুঝেন্ যে রেজিষ্টরসাহেব এমত সরাসরী মোকদ্দমাতে কোন অন্যায় হুকুম দিয়াছেন তবে তাঁহার ক্ষমতাও আছে যে তাহার যথার্থ ও ন্যায় যাহাতে হয় তাহা করেন্ ইতি।

করিবার এবং আবশ্যকমতে রেজিষ্টরসাহেবকেও সঙ্গী করিবার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন জিলায় জজসাহেব নিযুক্ত না হওয়াতে কিম্বা ভারাক্রান্ত হইয়া অনুপস্থিত থাকনহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৪ চতুর্থ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারার হুকুমানুসারে তথাকার রেজিষ্টরসাহেব যদি আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত হন্ তবে অবশ্য তাঁহার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে অনুমতি আছে যে যে সকল মোকদ্দমার বিচার সরাসরী মতে কর্ত্তব্য উপরে লেখা গিয়াছে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

রেজিষ্টরসাহেব আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত হইলে পর সমস্ত সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কোন জিলায় জজসাহেব উপস্থিত না থাকাতে কিম্বা সেই ভারে কোন সাহেব নিযুক্ত না হওয়াতে যদি তথাকার রেজিষ্টরসাহেব সরকারের হুকুমমতে আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন্ তবে সেই রেজিষ্টরসাহেব কি২ মতে কর্ম্ম চালাইবেন অতএব এক্ষণে ঐ২ ধারার লিখিত কথা স্পষ্ট ও বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে যে এমত২ প্রকারে রেজিষ্টরসাহেবের এ ক্ষমতা আছে যে সরাসরী বিচারের উপযুক্ত মোকদ্দমা থাকে এবং অতিশীঘ্র তাহার নিষ্পত্তি করা আবশ্যক বুঝা যায় চলিত আইনের মতে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং এমত মোকদ্দমার নালিশের আরজী দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় আর যদি আইনানুসারে সে সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতের বিচারযোগ্য হয় তবে তাহা মঞ্জুর

জজসাহেব উপস্থিত না থাকনেতে যদি রেজিষ্টরসাহেব আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত না হন্ তবে সে রেজিষ্টরসাহেবের প্রতি যে প্রকার ভার থাকিবেক তাহার কথা।



অর্থাৎ

অর্থাৎ গ্রাহ্য করিয়া তাহার মধ্যহইতে যত মোকদ্দমা কমিস্যনর লোকদিগের বিচারযোগ্য হয় তাহার নিষ্পত্তি করান্ কমিস্যনর লোকদিগকে সে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ এবং চলিত আইনের নিয়মানুসারে যত মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের বিচারযোগ্য হয় তাহার নিষ্পত্তি আপনি করেন্ আর অধিক মোকদ্দমা জজসাহেবের বিচারক্রমে নিষ্পত্তিহওনের নিরূপণ আছে তাহাতেও এ ক্ষমতা রাখেন্ যে আসামীর নামে তলবচিঠী পাঠাইয়া তাহাকে আনাইয়া উভয় বিবাদির স্থানে কিম্বা তাহারদিগের উকীলের স্থানে সওয়াল জওয়াবের কাগজপত্র লইয়া মিসিলে রাখেন্ ও তদ্ব্যতিরেকে যত দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র কিম্বা সাক্ষিগণের ইসমনবীসীর ফর্দ্দ যাহা তাহারা দেয় তাহাও লইয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত রাখেন পরে যদি সে সময়ে কোন সাক্ষির স্থানে জোবানবন্দী করিয়া লওয়া আবশ্যক হয় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ উনপঞ্চাশৎ আইনের ২১ একবিংশতি ধারানুসারে সাক্ষিগণের জোবানবন্দী করিয়া লন্ আর যদি কোন সাক্ষী সেখানহইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশান্তর নিবাসী হয় এবং সে আদালতের ব্যাপ্য অধিকারস্থ না হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারাতে যে প্রকার নিরূপণ আছে তদনুসারে তাহার স্থানে জোবানবন্দী করিয়া লন্ ইতি।

যাবৎ রেজিষ্টরসাহেব আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত না হন্ তাবৎ কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা আপীলমতে শুনিতে ও বিচার করিতে না পারিবার এবং আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া রেজিষ্টরী অবস্থাতে আপনার নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা আপীলমতে কদাচ না শুনিবার ও এমতৎ বিষয়ে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যাবৎ সরকারহইতে কোন রেজিষ্টরসাহেব আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত না হন্ কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যাবৎ এ বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা না পান্ তাবৎ কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না এবং রেজিষ্টরী অবস্থাতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সে মোকদ্দমার আপীল হইলে আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া আপীলমতে কদাচ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন না আর যদি কোন আদালতে জজসাহেব উপস্থিত না থাকেন্ এবং সরকারহইতে আর কোন সাহেব তথাকার আকটিং জজের ভারে নিযুক্ত না হন্ ও রেজিষ্টরসাহেবেরো আপনার নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা আপীলমতে পুনর্ব্বার আপনি বিচার করা উচিত হয় না তবে ইহাতে এসকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনে অতিশয় বিলম্ব হয় অতএব এসকল প্রকারে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে যদি কোন ব্যক্তি তাঁহারদিগের নিকট এমত আপীলের দরখাস্ত দেয় তবে জিলা কিম্বা শহরের আদালতহইতে সে মোকদ্দমা আনাইয়া অন্য আপীলের ন্যায় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ৩ তৃতীয় আইন

ছুরকঃ কোব্রা অর্থাৎ ডাকাইতীর শাস্তির আধিক্যকরণের হুকুম জারী করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ২৮ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১১ সালের ১৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১৮১২ সালের ১৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১৭ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৯ সালের ২৫ জিহীজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণে ডাকা হেতুবাদ।
ইতীকরণাপরাধের বেওরা সম্পূর্ণরূপে লেখা গিয়াছে এবং ঐ আইনের ৪ ধারার নানা প্রকরণে ঐ অপরাধ হইলে নৃহত্যা ও অঙ্গক্ষতকরণ ও অঙ্গচ্ছেদ কি শারীরিক অন্য কোন হানি কিম্বা অপরাধবর্দ্ধক অন্য কোন২ কর্ম্মের সহিত কি ব্যতিরেকে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে ফৌজদারী আদালতে যে২ শাস্তি দিবার হুকুম দিতে উপযুক্ত বোধ হইবে তাহা লেখা গিয়াছে তাহার পর জানা গেল যে ঐ শেষোক্ত ধারার অভিপ্রায় ঐ অপরাধপ্রযুক্ত ঐ আইনের ২।৩।৪ ধারার হুকুমকরা দণ্ডের অতিরিক্ত আরো কঠিন শারীরিক দণ্ড করিলে সিদ্ধ হয় এবং ঐ শারীরিক শাস্তি যে২ ডাকাইতীতে নৃহত্যা হয় নাই ঐ ডাকাইতীর সামান্য দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে চলন আইনানুসারে গ্রামের চৌকীদারেরদের কর্ত্তব্য যে দেশবাসি লোকেরদিগকে ও তাহাদের ধনসম্পত্তি চোরইত্যাদিহইতে রক্ষা করে তাহারা কখন২ এই অপরাধকরণের সহায় হইয়াছে এমত জানা গেল এবং সন্দেহের হেতু হইয়াছে যে পোলীসসম্পর্কীয় সরকারের কর্ম্মকারি লোকেরা ডাকাইতীকরণে অথবা তাহারদের এলাকার মধ্যবাসি যে২ লোকেরা পরের জ্ঞাপনের কিম্বা সকল লোকের কথাদ্বারা ডাকাইত বোধ হইয়াছে ঐ২ লোকেরদের ছুটিয়া পলাওনের সময়ে সহায় হইয়াছে ঐ সকল বিষয়েতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণে অতিশয় অপরাধকরণপ্রযুক্ত ঐ অপরাধানুসারে এবং সকল লোকের ক্ষতির অনুসারে ঐ২ অপরাধি লোকেরদের আরো কঠিন শাস্তিদেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইন দত্ত যে২ দেশে চলিত হইয়াছে ঐ২ দত্ত দেশে এবং এই আইন জয়করা দেশেতে প্রকাশকরণের সময়াবধি জয়করা দেশেও প্রবল হইবেক ইতি।



২ ধারা।

## ২ ধারা।

যাহারদের ডাকাইতী করণের প্রমাণ হইলেও প্রাণদণ্ডকরা উচিত না হয় দায়েরসায়েরী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই লোকদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ২।৩ প্রকরণের লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত উনচল্লিশ ঘার অধিক না হয় এমত কোড়ার দ্বারা শারীরিক শাস্তিদিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণেতে ডাকাইতীর যে রূপ বিবরণ করা গিয়াছে তদনুসারে অপরাধি লোকেরদের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করণ অথবা বিশ্বস্ত সাক্ষিরদের সাক্ষ্য অথবা ঐ অপরাধের সমকালীন অন্য কোন ক্রিয়াপ্রযুক্ত ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে এবং ঐ সাব্যস্তহওয়া দোষ লোকের প্রাণদণ্ড হইতে না পারিলে যে দায়েরসায়েরী আদালতে ঐ অপরাধির অপরাধ সাব্যস্ত হয় ঐ আদালতের সাহেবেরা এবং নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরাও যাবজ্জীবন কয়েদ থাকা এবং অন্য দেশে প্রেরণ অথবা ১৪ চৌদ্দবৎসরের মিয়াদে কয়েদ থাকা ও কঠিন শ্রমযুক্ত যে২ দণ্ড ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ২। ৩ প্রকরণে হুকুম করা গিয়াছে ঐ বিষয়ের সকল বিবরণ বিচার করিয়া অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ করিলে তাহার অতিরিক্ত উনচল্লিশ ঘা কোড়ার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তিরও হুকম করিতে পারেন্ ইতি।

## ৩ ধারা।

যে লোকেরা ডাকাইতী করিবার নিমিত্তে বাহির হইয়াছে কিন্তু ঐ কর্ম্মকরণের কি তৎকরণার্থে বলক্রমে উদ্যোগ করণের পূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছে এমত প্রমাণ হইলে তাহারা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত শাজার অতিরিক্ত কি তাহার বদলে ত্রিশ ঘা কোড়ার অধিক শারীরিক শাস্তি যোগ্য হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩সালের ৫৩আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে যে২ লোকেরা ডাকাইতী করিবার নিমিত্তে ডাকাইতের ঝুণ্ডের সহিত বাহির হইয়াছে কিন্তু ডাকাইতীকরণের পূর্ব্বে অথবা বলক্রমে কোন উদ্যোগকরণের পূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছে এমত প্রমাণ হয় এবং উপরের উক্ত ধারাক্রমে তাহারদের অপরাধের প্রকারানুসারে ৭ সাত বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদথাকা এবং কঠিন শ্রমকরার যোগ্য হয় তাহারা এই ধারানুসারে অন্য২ লোকে দেখিয়া তাহাতে উপদিষ্ট হইবার অথবা ঐ অপরাধি লোকের অধিক কাল কয়েদ না থাকনের নিমিত্তে যে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় ঐসাহেবেরা অথবা নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা সমর্পিত হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত বোধ করিলে উপরের উক্ত ধারার হুকুমকরা শাস্তির অতিরিক্ত কিম্বা তাহার সমস্ত কি কোন অংশের বদলে ৩০ ত্রিশ ঘা কোড়ার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ ইতি।

## ৪ ধারা।

কোন নামেতে খ্যাত গ্রামের চৌকীদার কি নেগাহবানইত্যাদি এবং কোন প্রকার পোলীসের কর্ম্মকারি জনের ডাকাইতীকরণ প্রমাণ হইলে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩

কোন জমীদার কিম্বা অন্য কোন লোকের দ্বারা গ্রাম কি ঘর কি লোক কি ধনসম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে নিযুক্তকরা কোন পাইক কি চৌকীদার কি পাসবান কি যোসাদ কি নেগাহবান কি অন্য কোন প্রকার নামেতে খ্যাত কোন গ্রামের চৌকীদারইত্যাদি যে লোকেরদের প্রতি আইনানুসারে ডাকাইতীইত্যাদি নিবারণার্থে এবং অপরাধি লোককে ধরণার্থে পোলীসের উপকারকরা কর্ত্তব্য তাহারা অথবা পোলীসের কর্ম্মপ্রাপ্ত কোন দারোগা কি তহসীলদার অথবা শহর কি গ্রামের কোতওয়াল কি জমাদার



কি

কি মুহরীর কি বরকন্দাজ কি পিয়াদাইত্যাদি জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্ ও পো
লীসের দারোগা ও তহসীলদারের উপকারার্থে নিযুক্ত অথবা পোলীসের অন্য কোন
কর্ম্মকারিরদের অধীন দেশবাসিরদিগকে ও তাহারদের ধনসম্পত্তি ডাকাইতী চুরীই
ত্যাদিহইতে রক্ষা অথবা চোর ডাকাইতইত্যাদি অপরাধি লোককে ধরিবার অথবা
সামান্যতঃ অপরাধ নিবারণার্থে পোলীসের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্মের নিমিত্তে নিযুক্ত লো
কের অধীনইত্যাদি নামেতে খ্যাত পোলীসের কর্ম্মকারি ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৩
সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের বেওরা করিয়া লিখিত ডাকাইতীই
ত্যাদি অপরাধকরণের প্রমাণ হয় ঐ অপরাধি লোকের প্রমাণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার
মূলকহউক অথবা বিশ্বস্ত সাক্ষিরদের সাক্ষ্যমূলক অথবা তৎকালের অন্য কোন ক্রি
য়াপ্রযুক্ত যে কর্ম্ম হইয়াছিল তন্মূলক হউক এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩
আইনের ৪ ধারার ১ প্রথম প্রকরণানুসারে সে লোক ডাকাইতীর অতিরিক্ত খুনের
সহকারিতা দোষপ্রযুক্ত প্রাণদণ্ডের যোগ্য না হয় তবে এই ধারাক্রমে জানান যাই
তেছে যে ঐ আইনের ২। ৩ ধারার লিখিত যে কথানুসারে ডাকাইতীর সময়ে নৃহ
ত্যা কি অপরাধবর্দ্ধক অন্য কোন কর্ম্ম অথবা শারীরিক ক্ষতিকর ঐ ডাকাইতী না হ
ইলেও ঐ ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা প্রাণদণ্ড যোগ্য ভারি অপ
রাধ হইলে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে ক্ষমতা পান ঐ২ কথার অন্তঃপাতি ১৪ চৌদ্দ
বৎসরের মিয়াদে কয়েদ থাকা ও কঠিন কর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিশেষ কোন অপরাধি
লোকেরদের অপরাধবর্দ্ধক বিষয় মোকদ্দমার সময়ে প্রকাশহওয়াপ্রযুক্ত তাহাহ
ইতে কঠিন শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ হইলে যাবজ্জীবন কয়েদথাকা
এবং অন্য দেশে পাঠাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন ঐ কথানুসারে যে
কোন চৌকীদার কি নেগাহবান কি যে পোলীসের কর্ত্তার বেওরা এই ধারাতে লে
খা গিয়াছে সে লোকের ডাকাইতীর সময়ে হাজিরহওয়া কি তাহার সহকারিতা
করার অথবা ঐ ডাকাইতী করিতে উদ্যোগ করার অপরাধপ্রমাণ হইলে অথবা হা
জির না হইলেও বেতন কি পরামর্শ কি হুকুম দেওয়াক্রমে ঐ ডাকাইতীর উ
দ্যোগ করাইয়াছে এমত প্রমাণ হইলে ঐ ডাকাইতীকরণের নিমিত্তে অথবা তাহার
উদ্যোগেতে যে কোন লোকের হত্যা কি ক্ষতি কি অঙ্গচ্ছেদ কি দাহ কি যন্ত্রণা দেও
য়া কি শারীরিক ক্ষতিইত্যাদি অন্য কোন নির্দ্দয় কর্ম্ম হইলে অথবা বসতি কোন ঘরে
আগুন দিলে কি অপরাধবর্দ্ধক অন্য কোন কর্ম্ম করা গেলে নিজামৎ আদালতের
সাহেবেরা বিচারপূর্ব্বক হুকুম দিলে আইনানুসারে তাহারা প্রাণদণ্ডের যোগ্য হই
বেক অথবা ঐ ডাকাইতীইত্যাদি কি ডাকাইতী করিতে উদ্যোগে নৃহত্যা কি শারীরিক
ক্ষতি কি উপরের উক্ত অপরাধবর্দ্ধক অন্য কোন কর্ম্মযুক্ত না হইলে নিজামৎ আদা
লতের সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে শারীরিক শাস্তি এবং যাবজ্জীবন কয়েদথাকা
ও অন্য দেশে প্রেরণের যোগ্য হইবেক এবং এতদতিরিক্ত এই ধারাক্রমে জানান
যাইতেছে যে এই ধারার বেওরা করিয়া লেখা চৌকীদার কি নেগাহবান কি পো
লীসের কর্ম্মকারি কোন জনের জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকনপ্রযুক্ত ডাকাইতের

আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমানুসারে প্রাণদণ্ডেরযোগ্য না হই লে সেই জন ঐ ধারার ২। ৩ প্রকরণের লিখিত ভারি শাস্তির যোগ্য হ ইবার কথা।

চৌকীদার ও নেগাহ বান ও পোলীসের কর্ম্ম কারিরদের ডাকাইতীক রণাপরাধ প্রমাণ হইলে এবং ঐ ডাকাইতীকর ণের উদ্যোগেতে কোন লোকের প্রাণহানি কি ক্ষতি কি অঙ্গচ্ছেদ কি শারীরিক ক্ষতি কি যন্ত্র ণাইত্যাদি হইলে কি বস তি ঘরে আগুন দেওয়া গেলে কি অপরাধবর্দ্ধক অন্য কোন অত্যাচার হ ইলে যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

ঐ ডাকাইতী কি ডাকা ইতী করিতে উদ্যোগেতে উপরের লিখিত হত্যা কি শারীরিক ক্ষতি কি অ পরাধবর্দ্ধক অন্য কর্ম্ম না হইলে যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

চৌকীদার কি নেগা হবান কি পোলীসের কর্ম্মকারি লোকেরদের জানিয়া শুনিয়া চুপ ক রিয়া থাকনপ্রযুক্ত উপ রের উক্ত ডাকইতের ঝু ণ্ড ডাকাইতী করিতে সা মর্থ হইলে তাহারা হা জির হইয়া সহকারিতা করিলে অথবা বেতন কি পরামর্শ কি হুকুম দেও য়াতে ঐ কর্ম্ম করাইলে যে শাস্তি পাইত তদ্যো গ্য হইবার কথা।

চৌকীদার কি নেগাহ বান কি পোলীসের কর্ম্ম



ঝুণ্ড

কারি জন ডাকাইতীকরণার্থে ডাকাইতের কুণ্ডের সহিত বাহির যাওন অথবা তদর্থে ডাকাইতের সম্প্রদায়ের বাহির যাওন সময়ে জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকনঅপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ লোকেরা ঐ ডাকাইতীকরণের পূর্ব্বে কি তাহার উদ্যোগ করণের পূর্ব্বে ধরা পড়িলে ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ১৪ চৌদ্দ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে শারীরিক শাস্তির সহিত কয়েদ থাকিতে হুকুম করিতে পারিবার অথবা অপরাধ অতিরিক্তশাজার যোগ্য হইলে নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা যাবজ্জীবন কয়েদথাকা অথবা অন্য দেশে যাবজ্জীবন থাকিবার কারণ তাহাকে পাঠাইতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার লিখিত ভেদের কথা এই আইনের লিখিত কথার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

পোলীসের কোন কর্ম্মকারি কি নেগাহবান কি চৌকীদার বলব্যতিরেকে চুরীইত্যাদিকরা অথবা ঐ চুরীইত্যাদিতে জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা অথবা নি

কুণ্ড উপরের উক্ত কোন অপরাধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধি লোকইত্যাদি সহকার ও পরামর্শ দিতে ঐ স্থানেতে থাকিলে অথবা হাজির না থাকিলে বেতন কি পরামর্শ কি হুকুম দেওয়াতে ঐ অপরাধ করা ইলে যেমত শাস্তি পাইত সেই মত শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

## ৫ ধারা।

উপরের লিখিত ধারাতে যেং চৌকীদার কি নেগাহবান কি পোলীসের অন্য কর্ম্মকারিরদের বেওরা লেখা গিয়াছে তাহারদের মধ্যে কোন লোক ডাকাইতীকরণার্থে ডাকাইতসমূহের সহিত বাহির যাওন অথবা তদর্থে ডাকাইতসমূহ বাহিরে যাওনসময়ে চুপকরিয়া থাকনঅপরাধের প্রমাণ হইলে সেই জন কি তাহারা ডাকাইতীইত্যাদিকরণ অথবা তদর্থে বলক্রমে উদ্যোগকরণের পূর্ব্বে ধরণযোগ্য হইবেক যে চৌকীদার কি নেগাহবান কি পোলীসের অন্য কোন কর্ম্মকারির প্রতি ঐ অপরাধপ্রমাণ হয় সেই জন কি তাহারা যে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহারদের দোষ সাব্যস্ত হয় ঐ আদালতের সাহেবের বিচারানুসারে তাহার অপরাধ বুঝিয়া ১৪ চৌদ্দ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে শারীরিক শাস্তি এবং কঠিন শ্রমযুক্ত কয়েদ থাকার যোগ্য হইবেক অথবা বিশেষ কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের সাহেবেরা অপরাধি লোক তাহাহইতে কঠিন শাজার যোগ্য জ্ঞান করিলে ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত হেতু বুঝিয়া যাবজ্জীবন শারীরিক শাস্তিযুক্ত কয়েদথাকা অথবা যাবজ্জীবন অন্য কোন দেশে থাকিবার কারণ প্রেরণ করার হুকুম দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

## ৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার দুই প্রকরণের লিখিত যে বিশেষ কথাতে গুপ্ত চুরী অথবা বল না করিয়া চুরী করার এবং চুরীকরণের অভিপ্রায়ে বলক্রমে করা অপরাধের ভেদ এই আইনের সকল হুকুমের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু এ আইনের ৪ ধারানুসারে পোলীসের যে কোন কর্ম্মকর্ত্তা কি চৌকীদার কি নেগাহবানের পোলীসের সহকারিরদের উপকারকরণ কর্ত্তব্য সেই লোকের চুরীকরা কিম্বা ঘরে সিন্ধ দিয়া চুরীকরার অপরাধ বলক্রমে না হওনের অথবা ঐ লোকেরদের ঐ অপরাধের সহিত সম্পর্ক না রাখণের স্পষ্ট প্রমাণ না হইয়া যদি ঐ উপরের লিখিত অপরাধ প্রমাণ হয় তবে যে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার অপরাধের প্রমাণ হয় অথবা তাহার মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সমর্পণীয় হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহার অপরাধের উপযুক্ত যেং অধিক শাজা দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন্ তদ্যোগ্য হইবেক কিন্তু যেং অপরাধ বিশেষ রূপে আইনেতে লেখা নাই অথবা শরাতে যাহার কোন শাস্তি নিরূপিত নাই তাহার



শাস্তি

শাস্তি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৭ ধারার ৩ প্রকরণের এবং ২ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত নিয়মের অতিরিক্ত হইবেক না।

জামৎ আদালতে মোকদ্দমা সমর্পণীয় হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা অপরাধযে অধিক ভারি শাস্তির যোগ্য জ্ঞান করেন তাহা দিতে পারিবার কিন্তু ঐ শাস্তি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৭ ধারার ৩ প্রকরণের ও ২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত না হইবার কথা।

### ৭ ধারা।

জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা দেশীয় ভাষায় এই আইনের তর্জমা পাইবামাত্র তাহা আপন২ কাছারীতে এবং আপন২ এলাকার সকল পোলীসের থানাতে তাহার পড়া ও ঘোষণাকরার হুকুম দিবেন এবং জিলার কালেক্টরসাহেবেরাও আপন২ কাছারী এবং আপন২ জিলার মধ্যগত জমীদার ও ইজারদারেরদের কাছারীতে পড়িতে ও ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা দেশীয় ভাষায় এই আইনের তর্জমা পাইবামাত্র তাহা আপন২ কাছারীতে এবং আপন২ এলাকার সকল পোলীসের থানাতে তাহার পড়া ও ঘোষণা করার হুকুম দিবার এবং জিলার কালেক্টরসাহেবের ও আপন২ কাছারী এবং আপন২ জিলার মধ্যগত জমীদার ও ইজারদারেরদের কাছারীতে পড়িতে ও ঘোষণা করিতে হুকুম দিবার কথা।

VOL. IV. 219.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সা[illegible] আইন।

---

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেব লোক যখন এমত কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ যে সেই কর্ম্মের নিয়মিত দিব্যকরণের মতে তাঁহারদিগের বাণিজ্য ব্যাপারকরা অকর্ত্তব্য অতএব তখন তাঁহারদিগের পূর্ব্বকৃত বাণিজ্য ব্যাপারের নিকাশ ও শেষকরণের নিমিত্তে তাঁহারদিগকে অবকাশ কালের মিয়াদ দেওনের ভার শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর আপন বিবেচনা প্রতি রাখিবার আইন হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ১১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ২৯ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ২৯ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ২৯ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ১৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২০ সালের ১৩ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজকার্য্যের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের কোন সাহেব প্রথমতঃ এমত কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত হন্ যে কর্ম্মসত্ত্বে আপন লাভ ও প্রাপ্তির নিমিত্তে বাণিজ্য ব্যাপারকরণের নিষেধ নাহি তার পর সেই সাহেব অন্য এমত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ যে সেই কর্ম্মের নিয়মিত দিব্যদ্বারা আপন লাভ ও প্রাপ্তির নিমিত্তে বাণিজ্য ব্যাপারকরা কোন প্রকারে উচিত ও কর্ত্তব্য হয় না এমতে দিব্যকরণের পাঠক্রমে যদি ঐ সাহেবকে হঠাৎ বাণিজ্য ব্যাপারহইতে হাত উঠাইতে হয় তবে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে একারণ সদ্বিবেচনা ও বিচারদ্বারা এই কর্ত্তব্য হইল যে ঐ সাহেবকে এমত অবকাশ কাল দেওয়া যায় যে সেই মিয়াদের মধ্যে আপন বাণিজ্য ব্যাপারের কর্ম্মাদির শেষ ও নিকাশ করিতে পারেন্ কিন্তু এই নিয়মে অবকাশ দেওয়া যায় যে তাহাতে কোন মতে সরকারের ক্ষতি না হইতে পারে অতএব এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নীচের লিখিত হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক। হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত কোন সাহেব যদি কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকেন্ কিম্বা এমত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন্ যে যে কর্ম্ম[illegible] কোন [illegible] বাণিজ্য ব্যাপারকরণের নিষেধ নাহি এই নিষেধ না থাকা[illegible]আপন লাভের নিমিত্তে বাণিজ্য ব্যাপারাদি করিয়া থাকেন্ পরে যে

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কোন সাহেবকে কর্ম্মে ভারার্পণের সময়ে কোন প্রকারে ঐ কর্ম্মের

নিয়মিত দিব্যের যেং পাঠব্যতিরেকে দিব্য করিবার হুকুম দিবেন তাহার কথা।

কর্ম্মসত্ত্বে কোন আজ্ঞানুসারে বাণিজ্য ব্যাপারকরা কোন প্রকারে উচিত ও কর্ত্তব্য হয় না এমত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে এপ্রকার ক্ষমতা আছে যে উচিত ও আবশ্যক বুঝিলে এমত সাহেবের দিব্যকরণের কালে বাণিজ্য ব্যাপার না করিবার দিব্যের যে পাঠ নির্ণয় আছে নিয়মিত অবকাশ কালের মিয়াদপর্য্যন্ত তাহাব্যতিরেকে দিব্য করিবার হুকুম দেন্ আর ঐ সাহেবের আপন বাণিজ্যব্যাপারের শেষ ও হিসাবকিতাব মিটাইয়া ঐ ব্যাপারহইতে অবসর হইবার নিমিত্তে যে অবকাশ কাল দেওয়া উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ তাহার নিরূপণের হুকুম দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

কোন সাহেব হলফ্নামাের বিষয়ে দরখাস্ত দিতে চাহিলে যে প্রকারে দিবেক এবং তাহাতে হুজুরহইতে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন সাহেব উপরের ধারার লিখনক্রমের ফল পাওনের ইচ্ছা করেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন বাণিজ্য ব্যাপারের কৈফিয়ৎ ও বৃত্তান্ত ও যে স্থানে এমত বাণিজ্য হয় সে কুঠী ও আড়ঙ্গের নাম লিখিয়া হুজুরে দরখাস্ত করিয়া পাঠান্ পরে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরহইতে ঐ সকল বৃত্তান্তের কাগজপত্র যথার্থ বিবেচনা কারণ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান গেলে তাঁহারা ঐ কাগজপত্রের দ্বারা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐ সাহেবকে বাণিজ্যব্যাপারের নিকাশ ও শেষ করিবার নিমিত্তে যে কালপর্য্যন্ত মিয়াদ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে গোচরার্থে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৪ ধারা।

কোন সাহেবকে অবকাশ দিতে হইলে তাহার সুকৃতিনামার মধ্যে যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

এ আইনের উপরের ধারার লিখিতমতে যদি কোন সাহেবকে এমত মিয়াদ দেওয়া উচিত হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপারের কৈফিয়ৎ ও বৃত্তান্ত ও সে বাণিজ্যব্যাপার যে স্থানে হয় সে স্থানের নাম আর সেই সাহেব ঐ ব্যাপার কার্য্যহইতে অবসর হওনের নিমিত্তে যে কাল মিয়াদ পান্ তাহা তাঁহার সুকৃতিপত্রের মধ্যে লেখা যায় ইতি।

৫ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর যেং প্রকারে দিব্যকরণে ক্ষমা করিবেন না ও তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যব্যাপারহইতে অবসর হওয়া কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যে জিলার এলাকার মধ্যে এপ্রকার কোন সাহেবের বাণিজ্যব্যাপারের কারবার থাকে সে জিলার কর্ম্মের ভারে যদি ঐ সাহেবকে নিযুক্ত করিতে হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর সে সাহেবকে দিব্যকরণের বিষয়ে কদাচিৎ কোন প্রকারে ক্ষমা করিবেন না বরং যদি শ্রীযুতের চিত্তে এমত লয় যে সে সাহেব ঐ ভারের সহকারক্রমে আপন লাভের এবং বাণিজ্যব্যাপারের প্রতুল নিমিত্তে সরকারের অপচয় ও অপর লোকের ক্ষতি ও ক্লেশ জন্মাইতে পারে ইহাতে [illegible] তাঁহার



তেজারতের

তেজারতের কুঠী ও সে জিলা ও মোকামের এলাকামধ্যে না হয় তথাপি সে সাহেবকে দিব্যকরণের বিষয়ে ক্ষমা করিবেন না এমতে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যব্যাপারহইতে হাত উঠাইয়া সরকারহইতে যে কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত হন্ সে কর্ম্মের নিয়মিত যেপ্রকার দিব্যনির্ণয় আছে তাহার সমস্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া দিব্য করেন্ আর যদি দিব্য করিতে স্বীকৃত না হন্ তবে সে কর্ম্মহইতে তিনি ত্যাগীর হইবেন ইতি।

Vol. IV. 223.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY.

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১০ দশম আইন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজের ভারে কোন সাহেবকে টা হরিবার এবং নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে নক্সা চলন ছিল তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ২৫ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ১১ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১২ সালের ১৪ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ১১ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ১৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২০ সালের ২৭ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের মোকদ্দমা পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ও সুন্দর মতে বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ দ্বিতীয় আইনে এ প্রকার নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের কর্ম্ম কার্য্যের কর্তৃত্ব এবং মোকদ্দমার বিচার ও তদন্তকরণের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং কৌন্সেলী সাহেবলোকদিগের প্রতি না থাকে। বরং সে সময়ে এই উচিত বুঝা গিয়াছিল যে ঐ আদালতের মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তিকরণের ভার তিন জন সাহেবের প্রতি দেওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রধান সাহেব কৌন্সেলী সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক জন এবং আর দুই জন শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মধ্যহইতে নিযুক্ত হইয়া প্রধান সাহেবের সহিত একত্র আদালতের কর্ম্মকার্য্যকরণে সাধ্য পক্ষে ত্রু[illegible] করেন্ কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল যে এ দাঁড়াও সুন্দর নহে কেননা যেমতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং কৌন্সেলী সাহেব লোকদিগের আদালতের কর্ম্মকার্য্য করা অনুচিত বুঝা গেল সেমতে কৌন্সেলের এক সাহেবের এমত কর্ম্ম করাও অসঙ্গত হয় আর ইহা কএক কারণে বিহিত হইতে পারে না যে যে সাহেব সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজের কর্ম্ম করেন্ তিনি সে কর্ম্মসত্ত্বে কৌন্সেলী সাহেবলোকের মধ্যে থাকিয়া সরকারের রাজত্বের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করিলে সরকারের কর্ম্মে ক্ষতি হইতে পারে আর সরকারের রাজকীয় ব্যাপারের প্রাধান্যকরণে এবং কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত কৌন্সেলী সাহেবলোকদিগের এপর্য্যন্ত নিরাবকাশ হয় যে তাঁহারদিগের আদালতের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা অতিদুষ্কর বরং অসাধ্যই আর জানা কর্ত্তব্য যে এ সকল দেশের পরিপাটী ও বন্দোবস্ত নিমিত্তে যে নক্সা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের মাই মাসের ১ তারিখে স্থির হইয়াছে তাহাতে এ কথা অতিআবশ্যক মতে লেখা গিয়াছে যে যে সা হেতুবাদ।



হেব

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১০ দশম আইন।

হেব আদালতের কর্ম্মকার্য্য এবং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ নিযুক্ত থাকেন্ সে সাহেবের কথনো কোনপ্রকারে রাজ্যের প্রভুত্ব এবং সরকারের কর্তৃত্বভারের কর্ম্মকরণে ক্ষমতা না থাকে আর উপরের লিখিত বিষয় অদ্যাবধি সুন্দররূপে সুসিদ্ধ হইল না এহেতুক উচিত ও আবশ্যক যে যে সাহেব আদালতের কর্ম্মকার্য্য করেন্ সরকারের কর্তৃত্ব কর্ম্মের ভারে পুনরায় কথনো তাঁহার কোন প্রকারে প্রভুত্ব না থাকে তবে সুন্দর মতে ঐ নক্শার ফলোদয় হইতে পারে এবং কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকারে সুনীতি ও দাঁড়াক্রমে ন্যায় ও বিচার হয় যাহাতে প্রজালোক সদা সুখে ও আনন্দে কালযাপন করে এবং দেশের সুমঙ্গল ও অধিকারের আবাদ উত্তরং অতিশয় হয় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হজুর কৌন্সেলে এপ্রকার হুকুম করিলেন যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত দাঁড়াসকল প্রকাশ ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

ইং ১৮০১ সালের ২ আইনের ৩ ও ১০ ধারার লিখিত কএক বিষয় রদ হইয়া উত্তর কাল যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ও ১০ দশম ধারাতে লেখা গিয়াছিল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলী সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেবকে চাহরিয়া সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণে সে বিষয় রদ অর্থাৎ স্থগিত হইল উত্তরকালে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজের কর্ম্মে কৌন্সেলী সাহেবদিগের মধ্যহইতে কোন সাহেবকে কথনো নিযুক্ত করা যাইবেক না শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মধ্যহইতে যে সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ভাল বুঝেন্ তাঁহাকে ঐ কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত করিবেন ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

জজসাহেবদিগের অর্পিত এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে সকল জিলা ও শহরের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগকে সদর আমিনী কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত করিবার এবং ঐ মত এদেশীয় লোকদিগকে সদর আমিনী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের বিষয়ে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ১২ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ২৯ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ৩ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১২ সালের ২৯ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ৪ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২০ সালের ১৭ জমাদীয়ুঃসনীতে জারী করিলেন ইতি।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ২৬ ধারাতে এবং ঐ সনের ৪৯ আইনের ৯ নবম ধারাতে সকল জিলা ও শহরের আদালতে আবশ্যকমতে সদর আমীন নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যেং দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে নিশ্চয় করিয়া এমত লেখা যায় নাহি যে প্রতিজিলা ও শহরের আদালতে আবশ্যকমতে এক জনের অধিক সদর আমীন নিযুক্ত করা যায় একারণ এক্ষণে উচিত বুঝা গেল যে যে জিলা ও শহরের আদালতে যত জন সদর আমীনের প্রয়োজন হয় তাহা নিযুক্ত করিবার বাধা না থাকে বরং এ ক্ষমতা থাকে যে একং জিলা ও শহরের আদালতে যত জন সদর আমীনের প্রয়োজন হয় তত জন নিযুক্ত হইবেক এবং ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহারদিগকে যে যে মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে আর সদর আমীনদিগকে অর্পণকরণের যোগ্য অনেক মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে শরা ও শাস্ত্রের মত ও বিধি অবশ্য গ্রহণ করিতে হয় এবং মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা জ্ঞানবান্ ও ধার্ম্মিক এবং সরকারহইতে দরমাহা পাইয়া থাকেন্ এহেতুক তাঁহারা সদর আমিনী কর্ম্মকরণে কিছু অসঙ্গতাচরণ ও পক্ষপাত করিবেন না এইং বিবেচনা দ্বারা উচিত বুঝা গেল যে যে জিলার ও শহরের আদালতে যে মৌলবী ও পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগকে সেই জিলা ও শহরের আদালতের সদর আমিনী কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত করা যায় অতএব ঐ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত বৈস প্রেসীডেণ্টসাহেব কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।



২ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

### ২ ধারা।

আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা সদর আমীনদিগের মধ্যে গণনীয় হইবার এবং জজ সাহেবের অর্পিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

দেওয়ানী আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোক আপন২ ভারউপলক্ষে আপন২ জিলার আদালতের সদর আমীনদিগের মধ্যে গণনীয় হইবেন আর ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ২৬ ধারা এবং ৪৯ আইনের ৯ নবম ধারানুসারে জজসাহেবদিগের নিকটহইতে যে২ মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ হয় তাহার নিষ্পত্তির কারণ যথেষ্ট মনোযোগ করেন্ ইতি।

### ৩ ধারা।

মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা মোকদ্দমার বিচার কালীন চলিত আইনের কোন২ আইন ও দাড়ার হুকুমমতে ব্যাপারকার্য্য করিবেন তাহার কথা।

ঐ সকল ধারার লিখিত যে২ কথা সদর আমিনী কার্য্যকরণে মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগের প্রতি উক্ত আছে তাহা সমস্ত বহাল থাকিবেক এবং সদর আমিনী কার্য্যকরণে ঐ সকল দাঁড়ার লিখন যে প্রকার আর২ সদর আমীনদিগের পক্ষে আছে তাহারদিগের প্রতিও সেই মত থাকিবেক কিন্তু যে মতে আর২ সদর আমীনদিগকে সনন্দ দেওয়া যায় সেমতে এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনদৃষ্টে মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগকে সদর আমিনী কর্ম্মের সনন্দ দিবার আবশ্যক নাহি ইতি।

### ৪ ধারা।

আইনের লিখনানুসারে মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা নালিশের রসুম লইতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণে এবং ৪৯ আইনের ১১ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সদর আমীনেরা মোকদ্দমার যথার্থ ভাব ও গতিক সুন্দররূপে বুঝিয়া ও জ্ঞাত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি করিলে কিম্বা ফরিয়াদী ও আসামীর রাজীনামাদ্বারা সে মোকদ্দমার সমাধা করিলে পর তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আপন লাভনিমিত্তে নালিশের নিয়মিত রসুম লন্ এবং জানা কর্ত্তব্য যে এই প্রকারে মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ সকল ধারার লিখিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ রসুম তাহারদিগের আমলার আবশ্যক খরচপত্রের নিমিত্তে এবং আপন২ পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ গ্রহণ করেন্ ইতি।

### ৫ ধারা।

মোকদ্দমা মুলতবী থাকিলে যত জন উচিত হয় তত জন সদর আমীন নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

কোন জিলা ও শহরের আদালতে অনেক দেওয়ানী মোকদ্দমা যবস্থে অর্থাৎ মুলতবী থাকাতে ঐ আদালতের নিয়োজিত মৌলবী ও পণ্ডিত এবং সদর আমীন ভিন্ন আর অধিক সদর আমীন নিযুক্তকরা যদি উচিত হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ২৬ ধারা এবং ৪৯ আইনের ৯ নবম ধারার লিখনানুসারে সদর আমীনদিগকে অর্পণের যোগ্য মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ যত জন সদর আমীন নিযুক্ত করা উচিত বুঝেন্ তত জন নিযুক্ত করিবার হুকুম দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ২৬ ধারার এবং ৪১ আইনের ৯।১১ ধারার লিখিত সমস্ত কথা এবং ৪৩ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণের সমস্ত দাঁড়া ও হুকুম এ আইনের দাঁড়ামতে যে সকল সদর আমীন নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সকলের প্রতি খাটিবেক ইতি।

যেং সদর আমীন এ আইনের মতে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের কোন্ং আইনের কোন্ং ধারা ও প্রকরণের হুকুম খাটিবে তাহার কথা।

Vol. IV. 229.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের কএক মোকদ্দমার বিচারার্থে কলিকাতার দায়ের সায়েরী আদালতের এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ভারার্পণের এবং ঐ মোকামের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের ফৌজদারী ও পোলীসের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে যে ক্ষমতা তাহার বিবরণ ও স্পষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ১৫ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১০ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২০ সালের ১৪ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন।

জানিবেন যে ফরান্সীসদিগের স্থান মোকাম চন্দনরগর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালে এবং ওলন্দেজদিগের স্থান মোকাম চুঁচড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নিজাধিকারভুক্ত হইয়াছে এই দুই স্থানের ফৌজদারী আদালতের সাহেবের পূর্ব্বে কোন অপরাধির প্রতি বধের হুকুম দিবার ক্ষমতা ছিল না এমতে যদি এদেশীয় লোকদিগেরহইতে কোন লোক এমত কোন অপরাধ করিত যে সে প্রযুক্ত তাহার প্রতি বধের হুকুম খাটিত তবে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি বন্দর হুগলিতে যে ফৌজদার ছিল তাহার নিকটে হইত আর যদি গোরা লোকহইতে এমত অপরাধ হইত তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি মোকাম ফুলচরী ও বাতাবী শহরেতে হইত কিন্তু এক্ষণে এই উচিত বুঝা গেল যে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে খুন কিম্বা ডাকাইতী অথবা অন্য কোন উৎকটাপরাধ হইলে সে অপরাধির মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এদেশের নিরূপিত আদালতে হয় এবং এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে এ সরকারহইতে যেং আইন ও দাঁড়া চলন হইয়াছে কিম্বা ইহার পর হইবেক তদনুসারে এ প্রকার উৎকটাপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় অতএব শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকাম ও তাহার সংক্রান্ত যেং স্থান ফরান্সীস ও ওলন্দেজদিগের আমলে ছিল এই আইনের দাঁড়া মতে সেই সকল স্থান কলিকাতার দায়েরসায়েরী চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকাম কলিকাতার দায়েরসায়েরী ও নিজা

মৎ আদালতের সাহেব দিগের তাবে ও হুকুমের নীচে থাকিবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের তাবে ও হুকুমের নীচে থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চলিত আইনের অনুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিজামৎ আদালতের ও কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া চলন হইয়াছে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের মোকদ্দমার বিচার ও তদন্তকরণার্থে ঐ সকল আইন প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কর্ম্ম কার্য্য করেন্ ইতি।

কোন অপরাধির প্রতি সরকারের চলিত আইনের কএক দাড়ার হুকুম না খাটিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে শরার লিখনানুসারে যে অপরাধিকে যেমত শাস্তি অর্শে সরকারের চলন আইনের কএক দাড়াতে ঐ মত অপরাধির প্রতি অধিক শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে অতএব এ আইন চলন হওনের পূর্ব্বে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে কেহ এমত কোন অপরাধ করিয়া থাকে তাহার প্রতি ঐ সকল দাঁড়ার হুকুম খাটিবেক না ইতি।

দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক এমত অপরাধিগণকে যেমতে শাস্তি দিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে নিজামৎ আদালতের ও কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শরার নির্ণীতানুসারে এবং আহল শরার ফতওয়াক্রমে অর্থাৎ শরয়ী পণ্ডিতের ব্যবস্থাদ্বারা শরার নির্ণীত যে শাস্তি সেই অপরাধির যোগ্য হয় সেই শাস্তির হুকুম দেন্ কিন্তু যদি সরকারের চলিত আইনের লিখিত শাস্তি শরার নির্ণীত শাস্তিঅপেক্ষা ঐ অপরাধির প্রতি অল্প ঠাহরে তবে শরার শাস্তির বদলে আইনের লিখিত অল্প শাস্তির হুকুম দেন্ কিন্তু জানিবেন যে বধের মোকদ্দমাতে হত ব্যক্তির ওয়ারিসের কোন প্রকারে খুন মাফ করিবার সাধ্য ও ক্ষমতা থাকিবেক না এমতে শরয়ী পণ্ডিত ও আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে হত ব্যক্তির ওয়ারিসের ক্ষমাকরণের ইচ্ছা ও মত গ্রাহ্য না করিয়া ঐ নিহতের ওয়ারিস খুনের বদলে খুন করিতে চাহিলে যেমত কর্ত্তব্য হয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩।৪ ধারার লিখনানুসারে হুকুম দেন্ ইতি।

গোরা লোক কি তাহারদিগের বালকাদিহইতে অপরাধ হইলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে বসৎবাস করিয়া থাকে এমত কোন গোরা লোকহইতে কিম্বা তাহারদিগের বালকাদিহইতে কোন অপরাধ হইলে কর্ত্তব্য যে সরকারের চলিত আইনের এবং শরার নির্ণীত যে শাস্তি তাহার প্রতি খাটে তাহা যদি ফরান্সীস ও ওলন্দেজের আমলের শাস্তিহইতে অতিশয় হয় তবে আইনের ও শরার নির্ণীত শাস্তির বদলে ঐ মোকামে পূর্ব্বে এমত অপরাধিকে যেমত শাস্তি অর্শিত সেই শাস্তির হুকুম দেন্ ইতি।



৪ ধারা।

## ৪ ধারা।

মারিপীট ও গালিগালাজাদি অথবা অন্য প্রকার পীড়া দেওন কিম্বা যে চুরীতে কোন দৌরাত্ম্য না হইয়া থাকে এমতঃ মোকদ্দমার নালিশ চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেব ও তাঁহার নায়েব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সে সকল মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ না করিয়া আপনারাই তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন আর এমত অপরাধ প্রমাণ হইলে পূর্ব্বে ঐ মোকামে যেপ্রকার শাস্তি এমত অপরাধিকে অর্পিত সেই মত শাস্তির হুকুম দেন্ কিন্তু বেত মারিয়া শাস্তি দিতে হইলে ত্রিশ ঘার অধিক না হয় আর কয়েদ করিতে হইলে এক বৎসর মিয়াদের অতিশয় না হয় এবং জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করিতে হইলে মোকদ্দমার ভাব সুন্দরমতে বুঝিয়া দুই শত টাকার অনূর্দ্ধ যত টাকার দণ্ড করা উচিত জানেন্ তাহার হুকুম দেন্ এবং ফৌজদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধী দণ্ডের টাকা না দিলে কিম্বা তাহার যে বিষয় ও সম্পত্তি থাকে তাহাতে দণ্ডের সমুদায় টাকা আদায় না হইলে তাহার বদলে নিয়মিত কিছু কালপর্য্যন্ত ঐ অপরাধিকে কয়েদ রাখিবার কথা দণ্ডের হুকুম দিবার সময় হুকুমনামার মধ্যে লিখেন্ ইতি।

অল্প২ মোকদ্দমার বিচার ফৌজদার সাহেব করিবার এবং অপরাধ প্রমাণ হইলে যে শাস্তি দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

## ৫ ধারা।

খূন কিম্বা ডাকাইতী অথবা সিঁধমারী কিম্বা গৃহদাহ অথবা টাকা ও মোহর মেকী ও খূঁটাকরণ কিম্বা অন্য যে কোন উৎকটাপরাধের শাস্তি দিবার ভার উপরের ধারানুসারে ফৌজদারী আদালতের সাহেবের প্রতি নাহি এমতঃ মোকদ্দমার নালিশ কাহার নামে ঐ মোকামের ফৌজদার সাহেব ও তাঁহার নায়েবসাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে যদি তাঁহারা মনে বুঝেন্ যে আসামী যথার্থই এপ্রকার অপরাধ করিয়াছে এবং যদি এমত সন্দেহ জন্মে যে ঐ আসামী এপ্রকার অপরাধের সংক্রান্ত বটে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে মোকামে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সেই মোকামে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক আসিয়া যাবৎ সেই অপরাধের বিচার না করেন্ তাবৎ ঐ অপরাধিকে কয়েদ রাখেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমা জামিন লওনের উপযুক্ত হইলে তাহার জামিন লইয়া রাখেন্ ইতি।

ভারি২ উৎকটাপরাধের মোকদ্দমাতে ফৌজদার সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৬ ধারা।

চন্দননগর ও [illegible] মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেব ও তাঁহার নায়েব সাহেবের উচিত ও কর্ত্তব্য যে উপরের ধারাতে যে সকল উৎকটাপরাধের বিবরণ লেখা গিয়াছে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫। ৬। ৭ ধারার লিখিত কথা এবং ১৭৯৬ সালের ৯ নবম আইনের সমস্ত দাঁড়া প্রভৃতি সর্ব্বতো

উৎকটাপরাধের মোকদ্দমাতে ইং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ক এক [illegible] দাঁড়া ও ইং ১৭৯৬ সালের ৯ আইনের



ভাবে

মতে কার্য্য করিবার এবং তাহা ফেরফারকরণের ভার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার কথা।

ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ কিন্তু যদি মোকদ্দমার যথার্থ ভাবক্রমে এমত বুঝা যায় যে কোন হেতুতে ঐ সকল দাঁড়ার ফেরফার করিলে ভাল হইতে পারে তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে সে সময়ে যেমত উচিত বুঝেন্ সেই মত হুকুম দেন্ বরং তাঁহারদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে ফৌজদারী কর্ম্ম চালাইবার ও পোলীসের বন্দোবস্ত নিমিত্তে যে প্রকার ভাল বুঝেন্ ঐ মোকামের ফৌজদার সাহেবদিগের প্রতি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সেই প্রকার হুকুম দেন্ কিন্তু সরকারের চলিত আইনের প্রতিরোধক না হয় ইতি।

৭ ধারা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকারণ দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের এক সাহেবের ছয় মাস অন্তর ভ্রমণ করিবার কথা।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের বন্দীগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এক সাহেব ঐ মোকামে ছয়২ মাসঅন্তর দওরা অর্থাৎ ভ্রমণ করিবেন কিন্তু সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে হুগলী জিলার বন্দীগণের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক যেখানে কাছারী করিতে কহেন্ সেই স্থানে কাছারী করিয়া যে সকল লোক এ আইনের অনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইবার নিমিত্তে বন্ধনে কিম্বা জামিন দিয়া রহিয়া থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের পঁহুছনের সমাচার পাইলে ফৌজদার সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক যে তারিখে তাঁহারদিগের মোকামে পঁহুছিবেন ঐ সমাচার পাইবামাত্র ইশ্‌তিহারনামার দ্বারা সকল লোককে জ্ঞাত করান্ আর সে ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে এমত হুকুম লেখা যায় যে যে সকল আসামী জামিন দিয়া খালাস হইয়াছে এবং দায়েরসায়েরী আদালতে হাজিরহওনের নিমিত্তে যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষি লোকেরা মুচলকা দিয়াছে তাহারা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পঁহুছিবার নিরূপিত কালে সেই আদালতে আসিয়া হাজির হয় আর এমত যদি কেহ হাজির না হয় তবে মুচলকাতে যে টাকার নিয়ম লিখিয়া দিয়াছে সে টাকা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক আর ফৌজদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে যত লোক বন্ধনে কি জামিনীতে বদ্ধ আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন্ যে পূর্ব্বের নাম লেখা সাক্ষিভিন্ন অন্য সাক্ষী আপন মোকদ্দমার বিচারকালে হাজির করিতে চাহে কি না যদি কেহ চাহে তবে যে সাক্ষিগণের নাম ও নিবাস জ্ঞাত হইয়া তাহারদিগের নামে তলবচিঠী পাঠান্ যে তাহারা ঐ ব্যক্তির মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে নিরূপিত সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতে হাজির হয় ইতি।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

### ৯ ধারা।

ঐ মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক সে মোকামে পঁহুছিলে যে সকল লোক বন্ধনে কিম্বা জেরজামিনীতে আছে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৫ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে তাহারদিগের ফিরিস্তি ইঙ্গরেজী কিম্বা পারসী ভাষাতে লিখিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের স্থানে দেন্ এবং আপন কাছারীর আসল রোয়দাদ এবং যে সমস্ত দস্তাবেজ ও নিদর্শনের বিবরণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৪ ধারাতে হইয়াছে অথবা মোকদ্দমার বিষয়ে প্রত্যেক মোকদ্দমার যেং আবশ্যক কাগজপত্র প্রস্তুত থাকে ঐ ফিরিস্তির সহিত দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের স্থানে দেন্ ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব পঁহুছিলে পর ফৌজদারী আদালতের সাহেব তাহার নিকট বেং কাগজপত্র দিবেন তাহার কথা।

### ১০ ধারা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৫ । ১৬ । ১৭ ধারার লিখিত সমস্ত দাঁড়া চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে চলন হইবেক এমতে ফৌজদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোককে কোন অপরাধের মোকদ্দমার নালিশে ধরা গিয়াছিল কিন্তু সাক্ষির সাক্ষ্যের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা এই আইনের ৪ ধারার লিখনানুসারে ফৌজদারী আদালতের সাহেবের আজ্ঞামতে ঐ অপরাধিরা শাস্তি পাইয়াই থাকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৭ ধারানুসারে তাহারদিগের দুই ফিরিস্তি লিখিয়া এবং সমস্ত কাগজপত্র ও মোকদ্দমার আসল রোয়দাদ ঐ ফিরিস্তির সহিত ছয়মাসিয়া ভ্রমণের সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে দেন্ ইহাতে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক এমত বুঝেন্ যে ঐ ফিরিস্তির নাম লেখা কোন অপরাধী অকারণ খালাস পাইয়াছে কিম্বা শাস্তি পাইয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার বিস্তারিত ও সে বিষয়ে আপনি যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদের সহিত নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্ পরে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক সে বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন্ সেই মত হুকুম দেন্ আর ঐ মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেব যে মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন্ ছয় মাসের মধ্যে সেই মোকদ্দমার আরজী বন্দীগণের মোকদ্দমার বিচারকরণের সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে যদি কোন্ ব্যক্তি দেয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয় অতিআবশ্যক জানিয়া এমত ব্যক্তির মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ সুন্দররূপে বুঝিয়া এবং তদন্ত করিয়া যদি আবশ্যক জানেন্ তবে সে বিষয়ে আপনি যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহার বিবরণ লিখিয়া ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ আর যদি না বুঝেন্ তবে সেই আরজীর পৃষ্ঠে আপনার নামশুরী দস্তখৎ করেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের কএক ধারার হুকুম চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে চলন হইবার কথা।



১১ ধারা।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের কএক ধারার লিখিত বিবরণ চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে চলন হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ২০। ২১। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০ ধারার লিখিত সমস্ত কথা এই ধারানুসারে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে চলন হইবেক এবং এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করণের যেমত ক্ষমতা আছে তদনুসারে ঐ সাহেবলোকদিগের এ সকল ধারার লিখিত হুকুমের ফেরফারকরণের ক্ষমতা আছে আর ঐ মোকদ্দমার ফৌজদারী আদালতের সাহেবের উচিত ও আবশ্যক যে মাহওয়ারী ও সালিয়ানা কৈফিয়ৎ পাঠাইবার যে নক্সা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের লিখনক্রমের পরিবর্ত্তে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনামতে স্থির হয় তদনসারে মাহওয়ারী ও সালিয়ানা কৈফিয়তী কাগজপত্র ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

১২ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে অপরাধ করিলে এ আইনের লিখিত হুকুম তাহার প্রতি খাটিবার এবং ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে গোরালোক ঐ মোকামে অপরাধ করিলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে গোরা লোকভিন্ন অন্যং সমস্ত গোরা লোকহইতে যে কেহ ঐ মোকামে কোন অপরাধ করে এদেশীয় বসিয়া লোকের মত এ আইনের সমস্ত হুকুম তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক আর শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে যে গোরালোকেরদিগের মোকদ্দমার বিচার সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে হয় তাহারদিগের কেহ ঐ মোকামে এ প্রকার অপরাধ করিলে যদি ঐ মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেবের কিম্বা তাঁহার নায়েব সাহেবের নিকট এমত অপরাধের মোকদ্দমার নালিশ হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের লিখিত বার্ত্তাপ্রতি দৃষ্টিরাখিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করেন্ আর ঐং ধারানুসারে ঐ আইনের সমস্ত দাঁড়া ঐ মোকামে চলন হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের বাহিরে ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে গোরালোকভিন্ন অন্য সমস্ত লোকহইতে যে কেহ অপরাধ করিয়া থাকে তাহাকে ঐ মোকামে পাইলেপর তথাকার ফৌজদারসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে গোরালোকভিন্ন যে অন্য সকল লোকেরা চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে বসৎবাস করিয়াছে এমত কোন লোক ঐ মোকামের সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন অপরাধ করিয়াছে ইহার নালিশ তাহার নামে হইলে সে মোকামের ফৌজদারী আদালতের সাহেবের উচিত যে যে সময়ে তাহাকে ঐ মোকামে পান্ ধরিয়া যে জিলার ও শহরের অধিকারে ঐ অপরাধী অপরাধ করিয়া থাকে সেই জিলার ও শহরের ফৌজদারী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহার মোকদ্দমার বিচারকারণ তাহাকে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

---

ভূম্যধিকারিগণের সাধারণ ভূমিতে সরবরাহকার নিযুক্ত করিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা নিবর্ত্ত করিবার ও শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ২৪ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ৯ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১৬ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ৯ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২২০ সালের ৩ রজবে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে সাধারণ ভূমিতে সরবরাহকার নিযুক্তকরণের উদ্যোগবিষয়ে ঐ ধারায় যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তদনুসারে ঐ অধিকারিদিগের সরবরাহকার পসন্দকরণে অসম্মতিপ্রযুক্ত ঐং কর্ম্মের গুণ্ডুল পড়িয়াছে এবং যেহেতুক সরকারের কার্য্যকারক লোকেরদের ঐ ভূমির কর্ম্মে হস্ত দেওনব্যতিরেকে ঐ অধিকারিরদের আপনং ভূমির কর্ম্ম আপনং লোকের দ্বারা হইলে সরকারের অধিক সুখ এবং অধিকারিরদেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং যেহেতুক ঐ সাধারণ ভূমির অধিকারিরা আপনং ভাগ পাইলে আপনং কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে ইহা বোধ করিলে তাহা বিভাগ করাতে আপনং অধিকারের ভূমি কোন সময়ে পাইতে পারে অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও কটকের সহিত উড়িষ্যাতে প্রবল হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫ ধারা রদ হইবার এবং সাধারণ ভূম্যধিকারিরা যেমত উপযুক্ত বোধ করে সেমত চলন আইনানুসারে আপনং ভূমির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩।২৪। ২৫ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল এবং ইহার পরে সাধারণ ভূমির অধিকারিরা যে প্রকার উপযুক্ত বোধ করে সেই মতে চলন আইনানুসারে কালেক্টরসাহেব কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা ঐ ভূমির প্রজা এবং অন্যং লোকের স্থানে ঐ ভূমির খাজানা তহসীলকরণে সরবরাহকার নিযুক্তকরণব্যতিরেকে ঐ সাধারণ ভূম্যধিকারিরা আপনং ইচ্ছাক্রমে ঐং ভূমির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক ইতি।

### ৩ ধারা।

এক্ষণকার চলনমতে ঐ ভূম্যধিকারিদিগের ভ

সরকারের মালগুজারী বাকী পড়িলে তাহা আদায় করিবার কারণ এক্ষণকার

মি বিক্রয়যোগ্য হইতে পারিবার এবং ভূম্যধিকারিরা সকলে ও প্রত্যেকে মালগুজারীর দায়ী হইবার কথা।

চলন মতে সাধারণ ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি বিক্রয়যোগ্য হইবেক এবং কোন সময়ে যদি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ বিশেষ কোন অধিকারির ভূমি বিক্রয় করিতে অথবা তাহা আটক করিতে আবশ্যক হয় তবে সাধারণ ভূমিতে সরকারের যত মালগুজারী পাওনা থাকে ঐ অধিকারিরা সকলে ও প্রত্যেকে তাহার দায়ী বোধ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আদায় হওয়া মালগুজারী সমুদয় ভূমির উপর লিখিবার ও বিশেষ কোন অংশির নামে না লিখিবার কথা।

যত মালগুজারী তহসীল করা যায় তাহা সমুদয় ভূমির উপর লেখা যাইবে এবং বিশেষ কোন অংশির নামে লেখা যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

আপনং কার্য্য করিতে অক্ষম ভূম্যধিকারিরা ক্ষমতাপন্ন হইলে যে প্রকার কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইত তদ্রূপ সমর্থ সাধারণভূম্যধিকারিদিগের অধ্যক্ষেরা হইবার কথা।

সাধারাণ ভূমির অধিকারিরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন অপ্রাপ্তব্যবহার কি অঙ্গহীনইত্যাদি দোষপ্রযুক্ত আপনং কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে ঐং লোকেরদের অধ্যক্ষ তাহারদের পিতার উইলেতে নিযুক্ত হউক অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলার জজসাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হউক ঐ অধ্যক্ষেরা ঐং অকর্ম্মণ্য লোকেরদের সকল কর্ম্মের সরবরাহ করিবেক এবং তাহারা যাহারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সেই সকল লোক আপনারদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে যেং কর্ম্ম করিতে পারিত ভূমির সরবরাহী কার্য্যে তাহারা ঐং কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক ইতি।

VOL. IV. 238.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

জিলা বীরভূম ও বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের মধ্যের কএক জঙ্গলা মহালে মাজিষ্ট্রেট্
সাহেব নিযুক্ত করিবার এবং পোলীসের কার্য্যের ভার রাখেন্ এমন জমীদার ও
সরবরাহকারদিগের পক্ষে যে২ দাঁড়া ধার্য্য হইয়াছে তাহা প্রকাশ ও চলন করি
বার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী
১৮০৫ সালের তারিখ ১৩ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের তারিখ
২৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ৭ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী
১২১৩ সালের ২৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ৮ পৌষ মোতা
বেকে হিজরী ১২২০ সালের ২১ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

জিলা বীরভূম ও বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের মধ্যে জঙ্গলা নামে খ্যাত কএক মহা
লে পোলীসের দাঁড়া ও নীতি সুন্দরমতে সাব্যস্তহওনের নিমিত্তে আবশ্যক বুঝা গেল
যে ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং পোলীসের কর্ম্মাদি নিষ্পত্তি ও নির্ব্বাহ কারণ ঐ স
কল মহালে এক মাজিষ্ট্রেট্সাহেব নিযুক্ত করা যায় যে তিনি উপযুক্ত স্থানে থা
কিয়া তথাকার কর্ম্মকার্য্যের সুগোচ ও পরিমিত করেন্ কিন্তু জানিবেন যে ইহার
পূর্ব্বে তথাকার অনেক২ স্থানে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞা
নুসারে জমীদার লোক এবং জমীদারের সরবরাহকারদিগকে পোলীসের কর্ম্মের
ভার দেওয়া গিয়াছিল তাহাতে জমীদার লোক ও সরবরাহকার লোক কখন স্ব
য়ং ও কখন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের দাঁড়ামতে যে সকল
দারোগা লোক নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদের সহিত একযোগে ঐ সকল কর্ম্ম নি
র্ব্বাহ করিতেছিলেন এক্ষণে পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল যে জমীদারাদি লোকের প্রতি
পোলীসের কর্ম্ম চলনের পরথ নিমিত্তে যে দাঁড়া ঠাহরা গিয়াছিল তাহার দ্বারা
ঐ সকল মহালের বন্দোবস্ত হওয়াতে যথেষ্ট গুণ ও ফলোদয় হইয়াছে অতএব
কর্ত্তব্য হইল যে আইনমতে ঐ সকল দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য ও প্রচার হয় এবং ঐ সকল
দাঁড়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাক্রমে অন্য২ মহালা
তেও চলন হইতে পারিবেক অতএব এই সকল বিষয় দৃষ্টি করিয়া নীচের লিখিত
হুকুমসকল নির্ণয় করা গেল এবং এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি চলন হই
বেক ইতি।

### ২ ধারা।

বীরভূমাদি জিলাহই
তে কএক জঙ্গলা মহাল

জিলা বীরভূম ও বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের মধ্যের জঙ্গলা নামে খ্যাত কএক ম
হাল ঐ সকল জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের এলাকাহইতে বাহির হইয়া এক



সাহেবের

বাহির হইয়া এক সাহেবের তাবে থাকিবার কথা।

সাহেবের হুকুমের নীচে থাকিবেক এবং সেই সাহেব জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেব নামে খ্যাত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

জঙ্গলা মহলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে যেং মহাল থাকিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নীচের লিখিত সকল মহাল ও পরগণা জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের নীচে থাকিবেক।

জিলা বীরভূমের জঙ্গলা মহালের বেওরা।

পচেট্‌— বাঘমুণ্ডী — বাগুণ্ডা কোডিন্‌ — তরফ বেলিয়াপুর — কতলাস্‌হরলা — ঝলদা — ঝরিয়া — জয়পুর — মুকুন্দপুর — কিসমৎ নওয়াগড়—কিসমৎ ঝুটী — তওয়ারজ — তুনী — নগরকেয়ারী — পাতকুম।

জিলা বর্দ্ধমানের জঙ্গলা মহালের বেওরা।

সেনপাহাড়ী—শেরগড়—বিষ্ণুপুরের সমস্ত পরগনা কিন্তু তাহাহইতে যাহা কোতোলপুরের থানা ও বালশী পরগনার শামিল আছে তাহা জিলা বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের নীচে থাকিবেক।

জিলা মেদিনীপুরের জঙ্গলা মহালের বেওরা।

চতনা —— বরাহভূম ——মানভূম——সুপুর—— আমিনাগড়——সিমনাপোল ——ভেলিয়া দিয়া।

হজুরের বিবেচনামতে জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে মহালের ফেরফার হইবার এবং সে হুদ্দা উঠিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যেং মহাল জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের নীচে হইল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর যখন উচিত বুঝিবেন তখন তাহার সীমানা নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত ও ঘাটাইতে ও বাড়াইতে পারিবেন এবং উচিত জানিলে এ হুদ্দা উঠাইতেও পারিবেন এমতে ঐ সকল মহাল ও পরগনা যে যে জিলাহইতে বাহির হইয়াছিল পুনরায় সেইং জিলার শামিল করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দিব্য করিবার এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের মত ক্ষমতা রাখিবার কথা।

জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন ভারের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সমক্ষে অথবা যে কোন ব্যক্তি হজুরহইতে দিব্য করাইবার জন্যে নিযুক্ত হয় তাঁহার অগ্রে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাতে যেমত নির্ণয় আছে তদনুসারে হলফ অর্থাৎ দিব্য করেন্‌ আর সরকারের আইন ও দাঁড়ামতে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবলোক যেপ্রকার ক্ষমতা রাখেন্‌ জঙ্গলামহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবও জঙ্গলা মহালে এমত ক্ষমতা রাখিবেন এবং ঐ সকল আইন ও বিশেষতঃ এ আইনের



দাঁড়াসকলের

দাঁড়াসকলের মতে কিম্বা ঐ মহালের বন্দোবস্তপ্রযুক্ত অন্য যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার মতে আপন ভারের কর্ম্ম করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে জমীদারলোকের প্রতি অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণার্থে থানাদারলোকআদি পোলীসের আমলা চাকর রাখিবার বারণ আছে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে জঙ্গলা মহালের অনেক২ স্থানে জমীদার এবং সরবরাহকারদিগকে বিবেচনা মতে পোলীসের কর্ম্মের ভার দেওয়া গিয়াছিল এ নিমিত্তে ঐ আইনের ঐ ধারার হুকুম জঙ্গলা মহালে খাটে না অতএব এক্ষণে এই ধারানুসারে এ প্রকার ধার্য্য হইল যে জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে যে২ মহাল তাহার মধ্যে যে স্থানে পোলীসের কর্ম্মের ভার জমীদার কিম্বা সরবরাহকারের প্রতি দেওয়া গিয়াছে অথবা দেওয়া যাইবেক আর ঐ জমীদার ও সরবরাহকার লোক আপনারা স্বয়ং কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের নির্দ্ধার্য্য দাঁড়ামতে যে সকল দারোগালোক নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদের সহিত একযোগে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেছেন সে স্থানে ঐ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত হুকুম চলন হইবেক না আর ইহাও জানিবেন যে জঙ্গলা মহালে কিম্বা অন্য কোন মহালে অথবা কোন পরগনায় থানার কি পোলীসের আমলাদিগকে চাকর রাখিতে জমীদার কিম্বা ইজারদার অথবা সরবরাহকার লোকের প্রতি বিবেচনামতে যখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করেন্ তখন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত হুকুম কোন প্রকারে তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ২ ধারার লিখিত দাঁড়া জঙ্গলা মহালের কএক স্থানে না খাটিবার এবং পোলীসের আমলা চাকর রাখিবার অর্থে হুজুরের যে হুকুম হয় তাহার প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

৬ ধারা।

যে সকল জমীদার ও সরবরাহকারদিগকে জঙ্গলা মহালের পোলীসের ভার দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদিগের কর্ম্ম চলনের নিমিত্তে নীচের ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ক্ষমতা রাখেন্ যে অন্য যে সকল মহালে জমীদার ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও সরবরাহকারদিগের প্রতি পোলীসের কর্ম্মের ভার আছে তথাতে উচিত বুঝিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট দাঁড়া সমস্ত অথবা তাহার ন্যূনাংশ চলন হইবার হুকুম দেন্ ইতি।

জমীদারেরা নীচের নির্দ্দিষ্ট ধারার লিখিত দাঁড়ামতে পোলীসের কর্ম্ম করিবার এবং ঐ সকল দাঁড়া উচিতমতে অন্যত্রেও চলন হইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল জমীদারদিগের প্রতি পোলীসের ভার আছে তাঁহারা আপন২ জমীদারীর পোলীসের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটহইতে সনন্দ পাইবেন ইতি।

জমীদারেরা পোলীসের কর্ম্মের সনন্দ পাইবার কথা।

জমীদারলোক যাবৎ অপরাধ না করে তাবৎ তগীর না হইবার কথা।

জমীদারদিগ্‌কে তগীর করা উচিত জানিলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের যেকর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুরে যাবৎ ঐ সকল জমীদারদিগের মন্দ ক্রিয়া কিম্বা এমত যে কোন কর্ম্মেতে রাজ্য অশাসিত হয় তাহার প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহারদিগের স্থানে ঐ সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক না। পরে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যদি কোন হেতুতে জমীদারদিগ্‌কে পোলীসের কর্ম্মের ভারহইতে তগীর করা উচিত ও কর্ত্তব্য বুঝেন্‌ তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের ১০ দশম ধারাতে পোলীসের দারোগালোকের কৈফিয়তী কাগজপত্র পাঠাইবার যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেইমতে ঐ সকল জমীদারদিগের কৈফিয়তী কাগজপত্র শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুরে তজবীজের কারণ নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের দ্বারা পাঠাইবেন ইতি।

অধিকারের রক্ষণার্থে পাইকাদি যত লোক চাকর রাখা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জমীদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং অধিকারের সুবিধা ও প্রজালোকের রক্ষণাবেক্ষণার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যত পাইক ও চৌকীদার রাখিতে কহেন্‌ ততই রাখিবেন ইতি।

পাইকাদি লোকের ইসমনবিসী ও মাহিয়ানার বিবরণ লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইবার এবং তাহারদের কেহ মরিলে কি তগীর হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জমীদারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রজালোকের রক্ষণ ও পোলীসের কর্ম্ম চলনের নিমিত্তে উপরের প্রকরণানুসারে যত লোক চাকর রাখিবেন তাহারদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ও তাহারা যত মাহিয়ানা চাকরান জমীতে কি নগদে পায় তাহার বেওরাও লিখিয়া কাছারীতে রাখিবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠান্‌ ও ঐ ফর্দ্দের নামলেখা কোন চাকর মরিলে কিম্বা তগীর হইলে তাহার কর্ম্মে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে শীঘ্র সমাচার দেন্‌ ইতি।

পাইকাদি লোক মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে থাকিবার এবং সরকারের কর্ম্মে আলস্য ও কোন প্রকার অপরাধ করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে পোলীসের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে জমীদারদিগের তরফহইতে যত পাইক ও চৌকীদার ও অন্য আরং লোক চাকর রহিবেক তাহারা সকলেই মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে ও হুকুমের নীচে থাকিবেক এবং ঐ সকল লোক আপনং কর্ম্মনির্ব্বাহকরণে আলস্য কিম্বা যে আর কোন অপরাধেতে রাজ্য অশাসিত হয় করিলে চলন আইনের মতে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড অর্থাৎ জরীমানা অথবা কয়েদ কিম্বা কর্ম্মচ্যুতি কি অন্য যে কোন প্রকার শাস্তি তাহারদিগের প্রতি উচিত হয় তাহাই হইতে পারিবেক ইতি।

যে জমীদারীতে দারোগা লোক নিযুক্ত আছে তথাকার চৌকীদারাদি লোক তাহারদের আজ্ঞাবহ থাকিবার এবং জমীদারেরাও সর্ব্বদা দারোগা লোকের সহায়তা করিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ঐ প্রকার জমীদারীর মধ্যে যদি পোলীসের দারোগালোক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনানুসারে নিযুক্ত হইয়া থাকে কিম্বা পরে হয় তবে ঐ সকল পাইক ও চৌকীদারাদি লোক ঐ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে দারোগা লোকেরো আজ্ঞাবহ থাকিবেক এবং জমীদার লোকদিগের সর্ব্বপ্রকারে উচিত ও কর্ত্তব্য যে প্রজাগণকে সুখী রাখিবাতে ও দুষ্কর্ম্মের নিবারণার্থে এবং দুষ্ট লোকদিগ্‌কে ধরপাকড় করিতে যথাসাধ্য দারোগা লোকের পক্ষে সহায়তা করেন্‌ ইতি।



৭ সপ্তম

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

জমীদারদিগকে কএক আইনের নকল দিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ। — জমীদার লোকদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বা
বিংশ আইনের নকল ও পোলীসের দারোগা লোকদিগের কার্য্য করিবার দাঁড়া
নিমিত্তে অন্যং যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহারো নকল দেওয়া যাইবেক পরে
তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আইনের লিখিত দাঁড়ামতে পোলীসের কার্য্যকারি
তে যথাশক্তি কিছু ত্রুটি না করেন্ ইতি।

অপরাধিদিগকে ধরিয়া যথায় পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ। — কাহার উপর খুনের কিম্বা চুরীর অথবা অন্য কোন বড়
অপরাধের মোকদ্দমার নালিশ হইলে জমীদারদিগের কর্ত্তব্য যে সে অপরাধিকে
ধরিয়া এক দিবারাত্রি অর্থাৎ অষ্ট প্রহরের মধ্যে পোলীসের দারোগা নিকটস্থ হই
লে তাহার নিকটে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে অথবা পোলীসের বন্দোবস্ত
নিমিত্তে যে সাহেবের হুকুমের তাবে কিছু ফৌজ থাকে তাঁহার নিকটে আপন বিবে
চনাতে যেখানে ভাল বুঝেন্ সেই খানে পাঠান্ ইতি।

ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণের স্থানে জামিন লইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ। — জমীদারদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২
দ্বাবিংশ আইনের ৯ নবম ধারার নির্ণীত দাঁড়ামতে ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণের স্থা
নে এই মজমুনে জামিনী লন্ যে অমুক দিবসে অমুক তারিখে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের
নিকটে হাজির হয় ইতি।

অল্পং মোকদ্দমার রাজীনামা লইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ। — মারিপিট ও গালিগালাজআদি অল্পং মোকদ্দমাতে ইঙ্গ
রেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারানুসারে রাজীনামা
লইতে দারোগা লোকের যে প্রকার ক্ষমতা আছে সেই মত জমীদার লোকেরো ঐ
ধারানুসারে রাজীনামা লইবার ক্ষমতা আছে কিন্তু জমীদারের কাছারীতে আসা
মীর পঁহুছিবার কালঅবধি এক দিবারাত্রি অর্থাৎ আট প্রহরের মধ্যে রাজীনামা
দাখিল হইবেক ইতি।

যে২ লোক বিনানালিশে ধরা যাইবেক তাহার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ। — জমীদার লোকের ক্ষমতা বরং তাহারদিগের প্রতি হু
কুম আছে যে সমস্ত চোআড় ও লুটিয়ারাদিগকে আপনং জমীদারীর মধ্যে লুঠ
করণের কালে কি ভিন্ন জমীদারীহইতে লুঠপাট করিয়া আপন জমীদারীতে আসি
বামাত্র গ্রেফ্তার করেন্ আর এই মত যে কোন লোকদিগকে লুঠপাটকরণের সময়
পাওয়া যায় কিম্বা তাহারদিগের পাছেং লোকেরা কলরব ও শোরসার করিয়া
আইসে অথবা তাহারদিগের স্থানে লুঠের জিনিস বাহির হয় আর ঐ রূপ যে ডা
কাইত ও বাটপাড় লোকেরা নামলব্ধ ও খ্যাত ও লুচ্চা ও লোকন্দরা ও দুষ্ট ক
ল্পিত লোকদিগকে ও আরং যে সকল লোকের বেওরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের
২২ দ্বাবিংশ আইনের ১০ দশম ধারাতে লেখা গিয়াছে তাহারদিগকে বিনানা
লিশে গ্রেফ্তার করিবেন ইতি।

ভিন্ন অধিকারের প্রজাদিগকে তলব না করিবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ। — জমীদারদিগের প্রতি হুকুম নাহি যে অন্য জমীদারের
প্রজাকে তলব করেন্ ইতি।

এক জমীদারের তাবে পাইকাদি চাকরলোক অন্য জমীদারের তাবে না গণ্য যাইবার কিন্তু আবশ্যক সময়ে চোআড়াদি দুষ্ট লোককে ধরিতে সকলে একবাক্য হইবার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—জানিবেন যে গোন্দওয়ার ও পাইক ও পোলীসের কং সম্পর্কীয় অন্যং যে লোকেরা জমীদারের তাবে আছে তাহারদিগকে সে জমীদার ভিন্ন অন্য জমীদারের তাবে গণ্য যাইবেক না কিন্তু সরকারের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে ও প্রজালোকের ও সেখানকার বসিয়া লোকেরদের ধনসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণার্থে কমরবন্দ হইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেক এ নিমিত্তে ঐ সকল লোকদিগকে নিযুক্ত করা গিয়াছে অতএব উচিত ও আবশ্যক যে চোআড় ও অন্যং লুটিয়ারাগণের পিছা করাতে ও তাহারদিগকে ধরপাকড় করিতে কিম্বা অন্য যে কোন কর্ম্মেতে পরস্পর সহায়তাক্রমে দুষ্কর্ম্মের নিবারণহওনে যথেষ্ট ভাল হয় তাহাতে আপনারা একপরামর্শ ও একবাক্য হইয়া সরকারের কর্ম্মে সমূহ মনোযোগ করণে কৃতসাধ্যে কিছু ত্রুটি না করে বিশেষতঃ যখন মাজিষ্ট্রেটসাহেব কিম্বা তাঁহার তরফের নিযুক্তহওয়া কেহ ঐ সকল লোককে ঐরূপ ঐক্য হইতে হুকুম দেন্ ইতি।

অন্য জমীদার তলব না করিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেব হুকুম না দিলে এক অধিকারের থানার পাইকাদি লোক ভিন্নাধিকারে না যাইতে পারিবার কথা।

চোআড়াদি দুষ্টলোককে একত্র হওনের কালে ও লুঠ করিবার মনস্থে বাহির হইবার সময়ে ধরিবার কথা।

ভারি বুদ্ধপ্রযুক্ত লুঠিয়ারাদিগকে ধরিতে না পারিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—অন্য জমীদারের নিকটহইতে তলব না হইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুম অথবা মাজিষ্ট্রেটসাহেব এমত কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন লোককে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার হুকুম না হইলে জমীদারলোকেরা পাইক ও আপন থানার সম্পর্কীয় অন্যং লোক ভিন্ন জমীদারের অধিকারে পাঠাইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি চোআড় ও লুঠিয়ারা লোক কোন জমীদারের অধিকারমধ্যে দুর্দ্দামী ও হাঙ্গামা করিবার চেষ্টায় জমা ও একত্র হয় কিম্বা অন্য জমীদারীতে লুঠ করিবার মনস্থে তাহার সীমানার পথ হইয়া যায় অথবা অন্য অধিকারে লুঠপাট করিয়া তাহার জমীদারীর সীমানায় আইসে তবে জমীদারের আবশ্যক ও কর্ত্তব্য যে নিজ অধিকারের মধ্যে আপন সাথী লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ সকল অপরাধিগণকে ধরিতে সমূহচেষ্টা ও মনোযোগ করেন। আর যদি অনেক লোক ও ভারি বুদ্ধপ্রযুক্ত অন্য লোকের সহায়তাব্যতিরেকে লুঠিয়ারাদিগকে ধরিবার নিমিত্তে বরাবরী করিতে সাধ্য না রাখেন্ তবে কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ অত্র ফৌজের কর্ত্তা সাহেব যদি নিকটে থাকেন্ তবে তাঁহাকে সমাচার দেন্ অথবা থানার দারোগা নিকটস্থ হইলে তাহার নিকট সম্বাদ করেন্ এবং এই দুই প্রকারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবকেও অতিশীঘ্র সমাচার দেন্ ইতি।

জমীদারদিগের ও তাহারদিগের তাবে লোকের প্রতি অপরাধ প্রমাণ হইলে যে শাস্তি পাইবে তাহার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—যদি কোন জমীদার আপন জমীদারীর মধ্যে চোআড় ও লুঠিয়ারাদিগের গোল দেখিয়া কিম্বা আপন জমীদারীর সীমানার পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া অবহেলা করিয়া তাহারদিগকে ধরিতে মনোযোগ না করিয়া থাকে এবং উপরের ধারানুসারে এমতং বিষয়ের সমাচার দেওয়া আবশ্যক তাহা না দিয়া থাকে এবং লুঠিয়ারাগণকে ধরিতে ও তাহারদিগের লুঠপাটকরণের নিবারণার্থে অন্য জমীদারদিগের পক্ষে যে প্রকার সহায়তা করিতে হয় তাহা না করিয়া থাকে ইহা প্রমাণ হইলে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া চলিত আইনের লিখিত হুকুম মতে তাহার দণ্ড ও বন্ধন কিম্বা জমীদারী ক্রোক হইবেক আর যাহারা জমীদারদি



গের

মের ভাগে আছে তাহারদিগের কাহার প্রতি এমত অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারদিগেরো ঐমত শাস্তি হইবেক ইতি।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—যদি মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের নিকট উপরের উক্ত অপরাধের কোন অপরাধ জমীদার কিম্বা তাহারদিগের কোন চাকরের প্রতি প্রমাণ হয় তবে তাঁহার উচিত যে সে বিষয়ে আপনি যাহা বিবেচনা করেন্ এবং মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহাকে যত শাস্তি দেওয়া উচিত জানেন্ তাহার বিবরণ রুবকারীতে লিখেন্ আর ঐ শাস্তি দেওনের পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ ও সমস্ত কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন্ পরে নিজামতের সাহেব লোক ঐ কাগজপত্রের দ্বারা বিচার করিয়া যে উচিত হুকুম দিবেন কিন্তু যদি তাহার অধিকারভূমি ক্রোক্ করা উচিত জানেন্ তবে ঐ কাগজপত্র ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণে যে প্রকার নির্ণয় আছে তদনুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে বিচার ও অনুমতি লইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

*উপরের লিখনমতে মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।*

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—যদি মাজিস্ত্রেট্‌সাহেব ইহা ঠাহরান্ যে যে সকল জমীদারেরা পোলীসের কর্ম্ম রাখেন্ তাহারদিগের কেহ আপন অধিকারের কিম্বা অন্য কোন স্থানে গোপনে কিম্বা অগোপনে চুরী ও লুটপাট করিতে উদ্যত হইয়াছেন অথবা চোরেরদিগের সহায়তা করিয়াছেন কিম্বা চোরেরদিগের স্থানে চুরী কি লুটের কোন দ্রব্য পাইয়াছেন তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৩ ধারাতে অন্যং জমীদারের পক্ষে যে প্রকার নির্ণয় আছে সেই মতে এ বিষয়ের নালিশ ঐ জমীদারের নামে দায়েরসায়েরী আদালতে হইতে পারিবেক পরে ঐ সকল অপরাধ তাহার উপরে প্রমাণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনের মতে এরূপ অপরাধির উপর যে শাস্তি নিরূপণ আছে তাহার উপরন্ত ঐ জমীদারের জমীদারী সরকারে জব্দ ও দণ্ড করিয়া লন্ কিম্বা ঐ জমীদারী বিক্রয় করিতে হুকুম দিয়া চুরীতে ও লুটে যত দ্রব্য গিয়া থাকে তাহার মূল্য তাহার মধ্যহইতে দেওয়ান্ ইতি।

*কোন জমীদার চুরী কিম্বা চোরইত্যাদি লোকের সহায়তা করিয়াছে বুঝিলে তাহার নামে দায়েরসায়েরী আদালতে নালিশ হইবার এবং ইহার প্রমাণ হইলে নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।*

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—যে সকল জমীদারেরা পোলীসের কর্ম্ম রাখেন্ তাহারদিগের উচিত ও আবশ্যক যে তাঁহারদিগের অধিকারের মধ্যে চুরী ও লুটে যত দ্রব্য যায় তাহার নিশা নিজহইতে করা আবশ্যক জানিবেন। ও মন্দ ক্রিয়ার নিবারণার্থে জমীদার লোক কিছু ত্রুটি না করিয়া থাকে আর লুটের দ্রব্যাদির সন্ধান ও বাহির করিতে এবং লুটিয়ারা লোকদিগকে শীঘ্র ধরপাকড় করিতে দারোগা লোক ও অন্যং পোলীসের আমলা কোন প্রকারে কিছু ত্রুটি না করিয়া থাকে ইহা প্রমাণ হইলে তাহারদিগের প্রতি সরকারহইতে কিছু আপত্তি হইবেক না। ও যে সকল জমীদারেরা পোলীসের কর্ম্ম রাখেন্ তাঁহারদের কর্ত্তব্য যে আপন কর্ম্মের

*যে দ্রব্য যাহার অধিকারে লুট যাইবেক সে দ্রব্যের নিশা তাহার করিতে হইবার কথা।*

*জমীদার দারোগা লোক সরকারের কর্ম্মে তাচ্ছল্য ও ত্রুটি না করিলে তাহারদিগের প্রতি কোন আপত্তি না হইবার কথা।*



সমন্দ

জমীদারেরা সরকারে একরারনামা দাখিল করিবেক তাহার কথা।

সনন্দপাওনের পূর্ব্বে এই ধারার উপরের লিখিত মজমুনে একরারনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র লিখিয়া সরকারে দাখিল করেন। এবং যদি কোন জমীদার লুঠ কিম্বা

চুরীর দ্রব্যের দাওয়া বুঝিয়া দিতে না চাহিলে তাহার নামে আদালতে নালিশ হইবার কথা।

চুরীর দ্রব্যাদির দাওয়া বুঝিয়া দিতে টালমটাল করেন তবে ঐ দ্রব্যের অধিকারী যে জিলার অধিকারে চুরী গিয়া থাকে সেই জিলার আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির অর্থে যে প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে সেইমতে আপন দ্রব্যের দাওয়া বুঝিয়া লইবার নিমিত্তে ঐ জমীদারের নামে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

জমীদারেরা আপনং জমীদারীর সমাচার ও রোয়দাদী বহী প্রতিমাসে পাঠাইবার কথা।

১৯ ঊনবিংশ প্রকরণ। — জমীদার লোকের আবশ্যক যে আপনং জমীদারীর পোলীসের কর্ম্মসম্পর্কীয় সমাচারআদি সর্ব্বদা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠান আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ২১ ধারানুসারে মোকদ্দমার রোয়দাদের বহী মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নক্সামতে প্রতিমাসে পাঠান ইতি।

মোকদ্দমা ও হুকুমাদি অন্যং সমাচার দেশের চলন ভাষাতে ও অক্ষরে লিখিবার কথা।

২০ বিংশ প্রকরণ। — জমীদারদিগের নিকটহইতে যেং সমাচার ও লিখনপত্র ও মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠান যায় এবং ঐ মতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটহইতেও যত হুকুম ও যেং বিষয়ের সম্বাদ জমীদারদিগের নিকটে পাঠান যায় তাহা ঐ সকল জমীদারের অধিকারের চলন ভাষা ও অক্ষরে লেখা কর্ত্তব্য ইতি।

অযোগ্য জমীদারের জমীদারীতে তাহার সরবরাহকার পোলীসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কথা।

২১ একবিংশ প্রকরণ। — যে সকল অধিকারের জমীদার বালক এবং স্ত্রীলোক এবং অন্য কোনহেতুক কর্ম্মোপযুক্ত না হয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে তাহারদিগের সরবরাহকারেরা পোলীসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেক। আর জমীদারদিগের নিমিত্তে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাহারাও সনন্দ পাইবেক এবং সরকারে কবুলতী দাখিল করিবেক

জমীদারদিগের প্রতি যেমতং হুকুম আছে সেই মত সরবরাহকারদিগের প্রতি থাকিবার এবং উচিত মতে তাহারদিগের প্রতি আপত্তির অল্পতা হইবার কথা।

ও উপরের লিখিত অন্যং হুকুমসকল তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক আর ঐ মত তাহাদিগের স্থানে সকল বিষয়ের ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর সরবরাহকারদিগের প্রতি যখন ঐ রূপ সকল বিষয়ের ধরাধর ও আপত্তির কোন প্রকার ফেরফার ও অল্পতা করা উচিত জানিবেন হুকুম দিবেন ইতি।

## ৮ ধারা।

জঙ্গলা মহালে দায়েরসায়ের সাহেবের ভ্রমণের কথা।

যে সময় ও যে স্থান সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকেরা নির্দিষ্ট করিবেন সেই সময়ে সেই স্থানে কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এক সাহেব জঙ্গলা মহালে ছয়২ মাসঅন্তর ভ্রমণ করিবেন ইতি।

## ৯ ধারা।

জঙ্গলা মহালের দেওয়ানী মোকদ্দমা জিলার

জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে যেং স্থান হইল সেই সকল স্থান পূর্ব্বে যেং জিলার শামিল ছিল এক্ষণেও সেইং জিলার জজসাহেবের নিকট তথা

কার দেওয়ানী মোকদ্দমার নালিশ ও নিষ্পত্তি হইবেক পরে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে ফেরফার করা উচিত বুঝিলে তাহার হুকুম জারী করিবেন ইতি। আদালতে হইবার কথা।

১০ ধারা।

যখন পরামর্শমতে আবশ্যক বুঝা যাইবেক যে এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারাতে যে সকল মহাল লেখা গিয়াছে সে সকল মহালকে এক জিলার মত নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং তথাকার দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমা ঐ জিলার সম্পর্কীয় হয় তখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতের জজের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ আর সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে যেং আইন চলন আছে ও পরে চলন হইবেক তদনুসারে ঐ সকল সুবার মধ্যে জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে প্রকার ক্ষমতা আছে ও হইবেক সেই মত ঐ জিলার জজসাহেবেরো ক্ষমতা ও সাধ্য হইবেক ইতি। হুজুরের বিবেচনাক্রমে জঙ্গলা মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেব তথাকার জজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবার এবং অন্য জিলার জজসাহেবের মত ক্ষমতা রাখিবার কথা।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সাল ১৯ উনবিংশ আইন।

সরকারের কার্য্যের ভারাক্রান্ত যে সাহেবলোকেরদের আপন ভারসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকটে লিখনপত্র পাঠাইবার আবশ্যক হয় তবে যে২ পাঠ লেখা যাইবেক এবং যাহার দ্বারা পাঠান যাইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত বৈসপ্রেসিডেণ্টসাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের তারিখ ১৯ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ৬ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১৩ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ৬ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২০ সালের ২৮ রমজানে জারী করিলেন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে আদালতের সাহেবলোকের নিকটহইতে বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ কএক মোকদ্দমা শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকটে সোপর্দ্দ হইবেক নওয়াব নাজেম বাহাদুরের মহিমা ও পদ ও মান স্থিরতর থাকে এই কারণ জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটহইতে কিম্বা অন্য কোন সাহেবের নিকটহইতে ঐ মত কোন মোকদ্দমা কিম্বা আর কোন বিষয়ের লিখনপত্র নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকটে পাঠাইবার কারণ এক নির্দ্দিষ্ট দাঁড়াতে পাঠাপাঠ লেখা যায় এবং বিশেষ এক সাহেবের দ্বারা ঐ মত লিখনপত্র পঁহুছান যায় ইহা উচিত ও আবশ্যক জানিয়া শ্রীযুত বৈসপ্রেসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত হুকুম চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

আদালতের কোন সাহেবের নিকটহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা কিম্বা অন্য কোন প্রকার লিখনপত্র শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকট পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে নিজামৎসম্পর্কীয় সাহেবের দ্বারা পাঠান যাইবেক ইতি। আদালতের সাহেবলোকের নিকটহইতে নওয়াব সাহেবের নিকটে কোন মোকদ্দমা কিম্বা লিখনপত্র নিজামতের সাহেবর দ্বারা পাঠাইবার কথা।

### ৩ ধারা।

জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবলোক কিম্বা পরমিটের কালেক্টরসাহেবলোক অথবা সরকারের সম্পর্কীয় কোন সাহেবের আপন কর্ম্মের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকট লিখনপত্র লিখিবার প্রয়োজন হইলে ঐ মতে নিজামতের সাহেবের দ্বারা পাঠাইবেন ইতি। কালেক্টর ও অন্যা২ সাহেবের নিকটহইতেও ঐ মতে নিজামতের সাহেবের দ্বারা নওয়াব সাহেবের নিকটে লিখনপত্র পাঠাইবার কথা।



৪ ধারা।

৪ ধারা।

নওয়াব সাহেবের নিকটে কি প্রকারে লিখন পত্র পাঠাইবেক ও তাহার উত্তর যে মতে পাওয়া যাইবেক তাহার কথা।

সাহেবলোকেরদিগের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকটে উপরের উক্ত বিষয়ে যে লিখনপত্র পারসী ভাষাতে লিখিবেন তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া এবং খাম না আঁটিয়া নিজামতের সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কিম্বা ইঙ্গরেজী ভাষাতে আপন মর্ম্মাদি লিখিয়া নিজামতের সাহেবের নিকটে পাঠাইলে তিনি সেই লিখনের লিখিত বিস্তারিত শীঘ্র শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরকে জ্ঞাত করাইবেন ইহাতে নওয়াব নাজেম বাহাদুরের স্থানে যে উত্তর পাইবেন তাহা ঐ সাহেবলোকদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

৫ ধারা।

পাঠাপাঠ যে মতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারানুসারে কোন সাহেবের যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকটে কোন লিখনপত্র পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তবে যেমত এ আইনের পারসী তরজমাতে নওয়াব সাহেবের মান ও মহিমা বুঝিয়া পাঠাপাঠ নির্দ্ধার্য্য হইল সেই মত আপন২ পত্রের মধ্যে পাঠাপাঠ লিখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

নওয়াব বেগম সাহেব ও নওয়াব সাহেবের ভ্রাতৃগণের নামে যেমত পাঠাপাঠ লেখা যাইবেক ও লিখনাদি যে প্রকারে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

জানিবেন যে সাহেবলোক আপন কোন কর্ম্মের নিমিত্তে শ্রীযুক্ত নওয়াব মণিবেগম সাহেব ও বহুবেগম সাহেব ও ওয়ালেদা বেগম সাহেবের নিকটে এবং নওয়াব নাজেম বাহাদুরের যে ভ্রাতৃগণ স্বর্গীয় নওয়াব মোবারকদ্দওলা বাহাদুরের সন্তান তাঁহারদিগের এবং নওয়াব নাজেমের যে ভগিনীপতিগণ স্বর্গীয় নওয়াবের সহিত জামাতৃ সম্পর্ক রাখেন্ তাঁহারদিগের নিকটে লিখনপত্র লিখিতে হইলে শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের অগ্রে লিখনপত্র লিখিবার যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল সেই মতে লিখিয়া নিজামতের সাহেবের দ্বারা পাঠাইবেন ইতি।

৭ ধারা।

লিখনের মধ্যে কোন কথা অনুপযুক্ত হইলে নিজামতের সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নামে লিখিত লিখন নিজামতের সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে যদি তিনি সে লিখনের পাঠাপাঠ কিম্বা তাহার মধ্যগত কোন প্রণালী অনুপযুক্ত বুঝেন্ তবে সে লিখন নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকটে না পাঠাইয়া তাহার বিবরণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে লিখেন্ পরে নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর তদ্বিষয়ে আপন বিবেচনাতে যাহা উচিত জানেন্ হুকুম দিবেন ইতি।

VOL. IV. 252.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY.

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

---

### ১ দফা।


| | | | |
|---|---|---|---|
| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | ১ | সুবেবাঙ্গালার নাজীমের বিষয়। | ১ |
| শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়। ... | ১ | শপথের বিষয়। ... | ১ |
| | | আইনের বিষয়। ... | ১ |
| সাধারণ জমীদারীর বিষয়। ... | ১ | সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়। | ১ |
| জঙ্গল মহালের বিষয়। ... | ১ | জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়। | ১ |


উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।


| | |
|---|---|
| আদালত মৌকুফ হওন। ... | জিলা ও শহরের আদালতের। |
| আপীল। ... ... | সদর দেওয়ানী আদালতের। জিলা ও শহরের আদালতের। |
| আসিষ্টান্টজজ। ... ... | জিলা আদালতের। |
| বাবু বেগম। ... ... | বাঙ্গালার নাজীমের। |
| চন্দন নগর। ... ... | সদর দেওয়ানা আদালতের দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| চুঁচুড়া। ... ... | ঐ ঐ। |
| চোআড়। ... ... | জঙ্গলমহালের। |
| চোকীদার। ... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| সিবিল সরবেণ্ট। ... ... | শপথের। |
| অবজ্ঞাকরণ। ... ... | সদর দেওয়ানী আদালতের। |
| কোড়া। ... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| শারীরিক শাস্তি। ... ... | ঐ। |
| ক্ষতি। ... ... | জিলা আদালতের। |
| দিগুয়ার। ... ... | জঙ্গলমহালের। |
| দশরা। ... ... | জিলা ও শহরের আদালতের। |
| হলণ্ডীয়েরদের বসতি। ... | সদর দেওয়ানী আদালতের। দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| পলায়ন। ... ... | দায়েসায়েরী আদালতের। |
| ফিস্। ... ... | সদর দেওয়ানী আদালতের। |


জরীমানা।

| | | |
|---|---|---|
| জরীমানা। | ... | ... ঐ। |
| ফ্রান্সীয়েরদের বসতি। | | ... ঐ। দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| জেহেলে কয়েদথাকা ব্যক্তির মোকদ্দমা করণ। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| উপস্থিত রসুম। | ... | ... সদর দেওয়ানী আদালতের। |
| জঙ্গলের জমীদার। | ... | ... জঙ্গলমহালের। |
| শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গ্লণ্ডীয় বাদশাহের কৌন্সেল। | | সদর দেওয়ানী আদালতের। |
| কাজী পণ্ডিতপ্রভৃতি। | | ... জিলা ও শহরের আদালতের। |
| মাজিষ্ট্রেট্। | ... | ... ঐ। জঙ্গলমহালের। |
| সৈন্যের গারদ। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| মহরম। | ... | ... জিলা ও শহরের আদালতের। |
| বন্ধকদেওন। | ... | ... জিলা আদালতের। |
| মনি বেগম। | ... | ... বাঙ্গালার নাজীমের। |
| এতদ্দেশীয় কমিস্যনর। | | ... জিলা ও শহরের আদালতের। |
| নওয়াব নাজরোল্মুলুক। | | ... বাঙ্গালার নাজীমের। |
| নেগাহবান্। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| নিজামৎ। | ... | ... বাঙ্গালার নাজীমের। |
| নিজামৎ আদালত। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। সদর দেওয়ানী আদালতের। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল হজুর কৌন্সেলের। |
| পাসবান। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| পোলীস। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। জঙ্গলমহলের। |
| পোলীসের আমলা। | ... | ... ঐ ঐ। |
| প্রবিন্স্যাল আদালত। | | ... জিলা ও শহরের আদালতের। |
| পাইক। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| ডাকাইতী। | ... | ... ঐ। |
| ইষ্টাম্পকাগজ। | ... | ... সদর দেওয়ানী আদালতের। জিলা আদালতের। |
| সদর আমীন। | ... | ... জিলা ও শহরের আদালতের। |
| আদালত মৌকুফহওন। | | ... জিলা ও শহরের আদালতের। |
| গ্রাম্য চৌকীদার। | ... | ... দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| ওয়ালিদাবেগম। | ... | ... বাঙ্গালার নাজীমের। |
| জমীদার। | ... | ... জঙ্গলমহালের। |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| বলক্রমে ডাকাইতীকরণের কঠিন দণ্ডকরণের পুনশ্চ বিধি। | ৩ | ১ | ০ |
| যাহারদের সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহারদের ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ২। ৩ প্রকরণের নিরূপিত দণ্ডের অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তি হইতে পারে। ... | ঐ | ২ | ০ |
| যাহারা সেই কর্ম্মকরণার্থে বাহির হয় কিন্তু কর্ম্ম সম্পূর্ণকরণের পূর্ব্বে ধৃত হয় তাহারাও শারীরিক শাস্তির যোগ্য হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| গ্রাম্য চৌকীদার অথবা পোলীসের আমলারা উপরের উক্তাপরাধে কিম্বা তদ্বিষয়ে জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকনের অপরাধে দোষীকৃত হইলে তাহারদের অন্যাপেক্ষা অধিক দণ্ড হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| গ্রাম্য চৌকীদারআদি ডাকাইতীকরণার্থে বাহির হইলে কিন্তু ডাকাইতী সম্পূর্ণকরণের পূর্ব্বে ধৃত হইলে তাহারদের যে দণ্ড হইবেক তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| গুপ্ত চুরী অথবা বলব্যতিরিক্ত চুরীর বিষয়ে যে বিশেষ নিয়ম আছে তাহা এই আইনের বিধির উপরে অর্শিবে কিন্তু গ্রাম্য চৌকীদার অথবা পোলীসের আমলারা তদপরাধে দোষীকৃত হইলে অন্যাপেক্ষা অধিক দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক। ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| এই আইন যে স্থানে প্রকাশ ও ঘোষণা করা যাইবে তাহা। | ঐ | ৭ | ০ |
| চন্দন নগর ও চুঁচড়া মোকামের কএক মোকদ্দমার বিচারার্থে কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের প্রতি ভারার্পণের বিধি। ... ... | ১৬ | ১ | ০ |
| উপরের উক্ত মোকাম কলিকাতার দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের তাবে থাকিবেক। ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| উপরের উক্ত আদালতের সাহেবেরা তৎকর্ম্মসম্পাদনে যে আইনানুসারে কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ৩ | ১ |
| এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কৃতাপরাধবিষয়ের বিধি। | ঐ | ঐ | ২ |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| দায়েরসায়েরা ও নিজামৎ আদালতের সাহেব লোক এমতা পরাধিগণকে যেরূপ শাস্তি দিবেন তাহা। ... ... | ১৬ | ৩ | ৩ |
| তদ্বিষয়ের পুনশ্চ বিধি। ... ... . | ঐ | ঐ | ৪ |
| পূর্ব্বোক্ত স্থানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব অথবা ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট্ সাহেব লোকেরা যেপ্রকার অপরাধের নালিশ শুনিতে পারেন তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| যাহারদের নামে নালিশ হইয়াছে তাহারা বিচারহওনার্থে যে২ গতিকে কয়েদ হইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| উপরের উক্ত গতিকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা যে নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন তাহা। যে স্থানে বিধির মতান্তরকরণ পরামৃশ্য হয় সেই স্থানে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত হুকুম দিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| উপরের উক্ত স্থানে বৎসরের মধ্যে দুইবার জেহেলে কয়েদ থাকা ব্যক্তিরদের মোকদ্দমা হইবেক। ... ... | ঐ | ৭ | |
| জেহেলখানায় কয়েদথাকা ব্যক্তিরদের মোকদ্দমাকরণের পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি। ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব পঁহুছিলে পর ফৌজদারী আদালতের সাহেব তাঁহাকে কয়েদী ব্যক্তিরদের ফিরিস্তি এবং আপন কাছারীর আসল রোয়দাদ দিবেন। ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১৫।১৬।১৭ ধারা উপরের উক্ত স্থানের উপর বিস্তারিত হইল। ঐ আইনের লিখিত ফিরিস্তি পাইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে রূপ কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| ঐ আইনের অন্য২ ধারাও পূর্ব্বোক্ত স্থানের উপর বিস্তারিত হইল। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| পূর্ব্বোক্ত বিধি যে প্রকার ব্যক্তির উপর খাটিবেক তাহা। এবং ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে গোরালোক ঐ মোকামে অপরাধ করিলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| পূর্ব্বোক্ত স্থানের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে কেহ অন্য স্থানে অপরাধ করিয়া ঐ দুই স্থানে আশ্রয় লয় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সোপর্দ্দ করিবেন। ... ... ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |

শ্রীযুত গবরনর

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| চন্দন নগর ও চুঁচড়ার আদালতের ডিক্রীর আপীল শ্রীযুতের হজুরে হইলে তদ্বিষয়ক বিধি। | ১ | ৩ | ০ |
| উপরের উক্ত স্থানের মোকদ্দমার দরখাস্ত শ্রীযুত হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করিতে পারেন। | ঐ | ৫ | ২ |
| সরকারের তরফে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তদ্বিষয়ক বিধি। | ২ | ২ | ১।২ |
| যে মোকদ্দমায় সরকার ফরিয়াদী কি আসামী হন সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল আদলতের সাহেবেরা তথায় দাখিল করিবেন। | ঐ | ৯ | ০ |
| রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেব লোক যখন এই মত কর্ম্মে নিযুক্ত হন যে সেই কর্ম্মের নিয়মিত দিব্যকরণের মতে তাঁহারদিগের বাণিজ্যব্যাপার করা অকর্ত্তব্য তখন তাঁহারদিগের পূর্ব্বকৃত বাণিজ্যব্যাপারের নিকাশ ও শেষকরণের নিমিত্তে তাঁহারদিগকে অবকাশ কালের মিয়াদ দেওনের ভার শ্রীযুতের হজুরে অর্পিত হইল। | ৭ | ১ | ০ |
| শপথের যে ভাগে বাণিজ্যব্যাপারের নিষেধ হয় সেই ভাগ ক্ষণেকের জন্যে শ্রীযুত হজুরে তাহারদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন। | ঐ | ২ | ০ |
| ঐ প্রকার ক্ষমাকরণবিষয়ক দরখাস্তের বিষয়ে বোর্ড ত্রেডের রিপোর্ট প্রাপণার্থে তথায় অর্পণ করিতে হইবেক। | ঐ | ৩ | ০ |
| ঐ প্রকার ক্ষমা করা গেলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য শপথপত্রের মধ্যে যাহা লেখা যাইবেক তাহা। | ঐ | ৪ | ০ |
| যে২ গতিকে ঐ প্রকার ক্ষমা করা যাইবে না তাহা। তৎপ্রকার গতিকে চিহ্নিত চাকর সাহেবেরা আপনারদের বাণিজ্যকার্য্যে নিবৃত্ত হইবেন অথবা সরকারী কার্য্যহইতে তগীর হইবেন। | ঐ | ৫ | ০ |
| কৌন্সেলী সাহেবদিগেরব্যতিরেকে সরকারী রাজকর্ম্মের ভারাক্রান্ত অন্য কোন এক জন সাহেবকে ঠাহরিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজসাহেবের কর্ম্মে শ্রীযুত হজুরে নিযুক্ত করিবেন। | ১০ | ২ | ০ |
| শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে জঙ্গলমহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের এলাকার সীমার ফেরফার করিতে পারেন। | ১৮ | ৩ | ২ |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| জঙ্গল মহালে পোলীসের ভারাক্রান্ত জমীদারের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা অন্য মহালের উপর চালাইতে পারিবেন। | ১৮ | ৬ | ০ |
| ঐ প্রকার জমীদারেরা শ্রীযুতের বিনাহুকুমে তগীর হইবেক না। ... ... ... ... | ঐ | ৭ | ২ |
| জমীদারেরা পোলীসের কার্য্যার্থে যে পাইকআদি রাখে তাহাতে শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরের অপেক্ষা করিতে হইবেক। | ঐ | ঐ | ৩ |
| যদি উপরের উক্ত জমীদারেরা চোয়াড়েরদের একত্রহওনের বিষয়ে জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকনের অপরাধে দোষীকৃত হয় তবে তাহারদের ভূমি ক্রোক্‌করণের বিষয়ে শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে যথোচিত হুকুম দিবেন। ... ... ... | ঐ | ঐ | ১৬ |
| অযোগ্যীকৃত জমীদারেরদের সরবরাহকারেরা শ্রীযুতের হজুরের হুকুমে পোলীসের কার্য্যের ভার পাইতে পারে। ... | ঐ | ঐ | ২১ |
| জঙ্গল মহালে মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে তথাকার জজের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| শ্রীযুত নওয়াবের নিকটে যে কোন অনুপযুক্ত কথা দরপেস হয় তাহার সম্বাদ নিজামতের সাহেব শ্রীযুতকে দিবেন। ... | ১৯ | ৭ | ০ |
| **সাধারণ অবিভক্ত জমিদারীর বিষয়।** | | | |
| সাধারণ অবিভক্ত জমীদারীর সরবরাহকার্য্যবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫ ধারা মতান্তর করা গেল। ... ... ... ... | ১৭ | ১ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ধারা রদ হইল এবং জমীদারীর অধ্যক্ষেরা সামান্য আইনে দৃষ্টি রাখিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্য্য করিতে পারে। ... ... ... ... ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| উপরের উক্ত প্রকার ব্যক্তিরদের জমীদারী চলনমতে বিক্রয় হইতে পারে এবং অধিকারিরা একং করিয়া অথবা সাধারণে মালগুজারীর দায়ী হইবেক। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| রাজস্বের যে টাকা পাওয়া যায় তাহা প্রত্যেক অধিকারির নামে জমা না হইয়া সাধারণ জমীদারীর নামেতে জমা হইবেক। | ঐ | ৪ | ০ |

অবিভক্ত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| অবিভক্ত সাধারণ জমীদারীর অযোগ্য অধিকারিরদের সং সারাধ্যক্ষেরা অধিকারিরদের তুল্য পরাক্রমানুসারে কার্য্য করিবেন। ... ... ... ... | ১৭ | ৫ | ০ |
| জঙ্গলমহালের বিষয়। | | | |
| জিলা বীরভূম ও বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের কএক জঙ্গলমহালে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্ত করিবার এবং পোলীসের কার্য্যের ভার রাখেন এমত জমীদার ও সরবরাহকারদিগের পক্ষে যেং দাঁড়া ধার্য্য হইয়াছে তাহা প্রকাশ ও চলন করিবার বিধি। ... | ১৮ | ১ | ০ |
| জঙ্গলমহাল এক মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে থাকিবেক। ... | ঐ | ২ | ০ |
| ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের এলাকার সীমা। ... ... | ঐ | ৩ | ১ |
| শ্রীযুতের হজুরের বিবেচনামতে জঙ্গলমহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে মহালের ফেরফার হইতে পারে এবং সেই হদ্দা উঠান যাইতে পারে। .. ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ঐ মহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেব দিব্য করিবেন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের মত ক্ষমতা রাখিবেন এবং এই আইনের বিশেষ হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের কিয়ৎ ভাগ এই মহালের মধ্যে চলিবেক না। ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| পোলীসের ভারাক্রান্ত জমীদার ও সরবরাহকারেরদের বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| জমীদারেরা সনন্দ পাইবেক। ... ... ... | ঐ | ৭ | ১ |
| তাহারা যাবৎ অপরাধ না করে তাবৎ তগীর হইবেক না। | ঐ | ঐ | ২ |
| শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে মাজিষ্ট্রেটসাহেব যত পাইকাদি রাখিতে কহেন তত পাইক তাহারা রাখিবেক। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| পাইকাদির ফর্দ্দ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং পাইকাদির মধ্যে কিছু ফেরফার হইলে তাহার রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দিতে হইবেক। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| পাইকাদি লোক মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে থাকিবেক এবং কর্ম্মে আলস্য করিলে তাহারদের শাস্তি হইবেক। ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| যেং স্থানে দারোগা নিযুক্ত আছে সেইং স্থানের জমীদারেরা ঐ দারোগাদিগের সহায়তা করিবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |

পোলীসের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পোলীসের বিষয়ি আইনের নকল জমীদারেরদিগকে দিতে হইবেক। ... ... ... ... ... | ১৮ | ৭ | ৭ |
| ঘোরতর অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করিলে তাহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দারোগা অথবা মাজিষ্ট্রেট্ অথবা সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে পাঠাইবেক। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৮ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে ফরিয়াদী ও সাক্ষী যে হাজির হয় এ নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবেক। ... ... | ঐ | ঐ | ৯ |
| ক্ষুদ্র২ অপরাধপ্রভৃতির বিষয়ে জমীদারেরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাজীনামা লইতে পারে। ... ... ... | ঐ | ঐ | ১০ |
| জমীদারেরা যে প্রকার ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করিবে তাহা। | ঐ | ঐ | ১১ |
| কোন জমীদার অন্য জমীদারের রাইয়তকে তলব করিতে পারিবে না। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ১২ |
| এক জমীদার দিগওয়ারীপ্রভৃতি অন্য জমীদারের তাবে থাকিবে না কিন্তু হুকুম পাইলে তাহারদের সহায়তা করিবে। ... | ঐ | ঐ | ১৩ |
| এক জমীদারের পোলীসের আমলারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত অন্য জমীদারের সরহদ্দের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। ডাকাইতেরা একত্র হইলে অথবা কোন জমীদারীর মধ্য দিয়া গমন করিলে তদ্বিষয়ক বিধি। ... ... | ঐ | ঐ | ১৪ |
| যদি জমীদার কি তাহার আমলারা জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা জানিয়া ত্রুটি করে তবে তাহারদের সেই দোষ সাব্যস্ত হইলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ১৫ |
| ঐ২ গতিকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে প্রকার কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... .... ... | ঐ | ঐ | ১৬ |
| জমীদারেরা যদি ডাকাইতেরদের সহকারিতা কি উপকার করে তবে তাহারদের ভূমি জব্দ হইতে পারে ও তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ১৭ |
| আপনারদের আমলার ত্রুটিতে যে সম্পত্তি চুরী করা যায় তাহার দায়ীহওন বিষয়ে এক মুচলকা লিখিয়া দিবে। ... ... | ঐ | ঐ | ১৮ |
| মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের স্থানে তাহারা যে২ রিপোর্ট করিবে তাহা। | ঐ | ঐ | ১৯ |
| তাহারদের ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মধ্যে যে লিখনপটন হইবে তাহা যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ২০ |

গবর্ণমেণ্টের

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| গবর্ণমেণ্টের অনুমতিতে সরবরাহকারেরা পোলীসের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। ... ... ... | ১৮ | ৭ | ২১ |
| ছয়২ মাসিয়া জেহেল খালাস যে স্থানে হইবে তাহা। ... | ঐ | ৮ | ০ |
| ঐ সকল মহাল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের তাবে থাকিবে। ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে দেওয়ানীবিষয়ক পরাক্রম দিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| **বঙ্গদেশের নাজিমের বিষয়।** | | | |
| যাহারদের আপনারদের সরকারী কার্য্যের উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশের নাজিম নওয়াব নাজেরুল মুল্কের সমীপে কোন দরখাস্ত করনের আবশ্যক হয় তাহারা যেরূপে সেই দরখাস্তে শিরনামা লিখিবে ও যদ্দ্বারা তাহা প্রেরণ করিবে তাহা। ... ... | ১৯ | ১ | ০ |
| নওয়াবের নিকটে যে বিষয় অথবা দরখাস্ত অর্পণ করিতে হয় তাহা আদালতসম্পর্কীয় সাহেবের দ্বারা দরপেশ করা যাইবে এবং তাহা নিজামতের সিরিস্তাসম্পর্কীয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দ্বারা পাঠাইতে হইবে। ... ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| অন্যং সরকারী কর্ম্মকারকেরদের দরখাস্তসকল ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দ্বারা পাঠাইতে হইবে। ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| যে রূপে ঐ অর্পিত বিষয় অথবা দরখাস্ত পাঠান যাইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| নওয়াবের স্থানে লিখনের দ্বারা যে দরখাস্ত পাঠান যায় তাহা নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে লিখিতে হইবে। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| নওয়াবের পরিজন অন্যং লোকের স্থানে সেই নিয়মানুসারে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবেক। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| অনুপযুক্ত দরখাস্ত হইলে নিজামতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব গবর্ণমেণ্টে তাহার রিপোর্ট করিবেন। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| **শপথের বিষয়।** | | | |
| তেজারৎসম্পর্কীয় কার্য্যকারকছাড়া কোম্পানির অন্যং চিহ্নিত চাকরেরদের শপথকরণ কোনং গতিকে নিষেধ হইতে পারে। ... | ৭ | ১ | ০ |
| জঙ্গলমহালের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শপথকরণের বিষয়। ... | ১৮ | ৪ | ০ |

সদর

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর আপীল শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ বিষয়ের বিধি। ... ... | ১ | ১ | ০ |
| পূর্ব্বোক্ত স্থানের ইউরোপীয় লোকের দেওয়ানী আদালতে প্রথমতঃ নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীল যে বিধ্যনুসারে শুনা যাইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ২ | ১ |
| পূর্ব্বোক্ত স্থানের এতদ্দেশীয় লোকের যে মোকদ্দমার প্রথমতঃ নিষ্পত্তি হইয়া পরে প্রবিন্স্যাল আপীল আদালতে আপীল হয় সেই মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে শুনন বিষয়ক বিধি। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| কোন২ গতিকে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| এই আইনের তারিখের তিন মাস পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার আপীলহওন বিষয়ের বিধি। শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল অর্পণ করেন তাহার নিষ্পত্তি ঐ আদালতের সাহেবেরা করিবেন। কোন২ গতিকে তাঁহারা খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন। তদ্বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ সাবধান হইবেন তাহা। ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| আপীলের দরখাস্ত যাঁহার নিকটে দেওয়া যাইবে ও তাহাতে যাহা লেখা যাইবে তাহা। আপেলাণ্টের জামিনদেওন বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ১ |
| আপীলের দরখাস্ত পাইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুম পাইলে তাহার নীচের আদালতের সাহেবেরা যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহা। | ঐ | ঐ | ৩ |
| আপেলাণ্ট ও রিস্পাণ্ডেণ্টেরদের স্বয়ং অথবা তাহারদের উকীলের দ্বারা হাজির হইবার আবশ্যক নাই। যে গতিকে উভয় বিবাদির স্থানে কিছু অর্পিত করার আবশ্যক হয় সেই গতিকের বিধি। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ১ |
| যে২ গতিকে চন্দননগর ও চুঁচড়ার জজসাহেবদিগের তজবীজের কিম্বা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন তাহার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |

কোন

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কোন মোকদ্দমার যথার্থ বিচার হয় নাহি ইহা সদরের সাহেবেরা বুঝিলে সে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচারকারণ অর্পণ করিবার এবং অন্য সাক্ষির সাক্ষ্যলওনের হুকুম দিবার প্রস্তাব। ... | ১ | ৬ | ০ |
| সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামা জারীহওনের ও তাহার লিখিত হুকুমমতাচরণ করিবার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতসকলের অর্থে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে সদর আদালতে বিচার হইবার এবং ডিক্রীতে ঐ দাঁড়া বিবরণ করিয়া না লেখা গিয়া থাকিলে যে কর্ত্তব্য তাহার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| সরকারী আইন কএক প্রকরণব্যতিরেকে চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের আদালতসকলের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার প্রস্তাব। ... ... .... .... | ঐ | ৯ | ০ |
| এই আইনের লিখনানুসারে কর্ম্ম চলিবার অর্থে সদর দেওয়ানী আদালতেরসাহেবেরা যে উচিত নীতি ও মত স্থির করিতে পারিবার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামের মোকদ্দমাতে নালিশের রসুম এবং ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য না লওয়া যাইবার এবং দুঃখ দিবার মনস্থে করা আপীলের মোকদ্দমার বিষয়ের কএক দাঁড়ার প্রস্তাব। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| মোকদ্দমার সদর আপীল হইলে ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ থাকিবার দাঁড়ার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ১২ | ১ |
| যে মতেতে জামিনী দাখিল করিলে রিস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে ডিক্রী জারী হইবেক তাহার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| উভয় বিবাদিরা দুই জনেই জামিনী দাখিল করিতে না পারিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| যে প্রকারেতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক তাহার এবং বিলায়ত আপীলের দাঁড়াসকলের প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| এই আইনের তরজমা ফরান্‌সিসী ও ওলন্দেজী ভাষাতে করিবার ও তাহা চন্দননগর ও চুঁচড়া মোকামে প্রকাশ ও প্রচার করিবার হুকুমের প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ১৪ | ০ |

ইঙ্গরেজী

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫ আইন এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১০ ধারা জয়করা দেশে চলন হইল তাহার প্রস্তাব। | ৮ | ১০ | ০ |
| জয়করা দেশে নূতন যে কএক দাঁড়া চলন হইবেক তাহার প্রস্তাব। ... ... ... .. | ঐ | ১১ | ০ |
| সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের কার্য্যোপদেশনিমিত্তে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবেন তদনুসারে কার্য্য করিবার প্রস্তাব। ... ... .. | ঐ | ১২ | ৮ |
| সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক আসিষ্টাণ্ট জজের ভারের ধার্য্য কিম্বা স্থগিত করা উচিত বুঝিলে নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে সমাচার দিবার প্রস্তাব। ... | ঐ | ঐ | ৯ |
| সদর দেওয়ানী আদালতের প্রথম জজের ভারে এক সাহেবকে নিযুক্ত করিবার চলিত নকশা শুধরিবার দাঁড়ার প্রস্তাব। ... | ১০ | ১ | ০ |
| সদর দেওয়ানী আদালতের প্রথম জজের ভারে কৌন্সেলের সাহেবলোকভিন্ন সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মধ্য হইতে এক সাহেব নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ২ | ০ |

### শহরসকলের পরমিটের মামুলের বিষয়।

জানা কর্ত্তব্য যে এবিষয় কেবল দত্তাধিকার ও জয়করা দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং এবিষয়েতে যে২ আইনের প্রস্তাব আছে তাহার বাঙ্গলা তরজমা হয় নাহি একারণ তাহার খোলাসারো বাঙ্গালা তরজমার আবশ্যক নাহি।

### সকল জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে মোকররী মিয়াদ নিরূপণের অর্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা স্পষ্ট ও প্রকাশ করিবার এবং সরাসরী কএক মোকদ্দমার শ্রবণ ও বিচারের অর্থে মিয়াদ নিরূপণের বিষয়ে নূতন দাঁড়া নির্ধার্য্য করিবার এবং কএক মোকদ্দমার প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময় গ্রাহ্যের বিষয়ে নূতন হুকুম ও দাঁড়া ধার্য্য করিবার প্রস্তাব। ... ... ... ... | ২ | ১ | ০ |
| যে সকল মোকদ্দমার বিরোধের প্রথমারম্ভ কালহইতে ১২ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্যকরণের বারণের বিষয়ে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সরকারী মোকদ্দমাসকলের সহিত তাহার সম্পর্ক না থাকিবার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ২ | ১ |

যাটি

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ষাটিবৎসরপর্য্যন্ত কএক প্রকরণেতে সরকারী দাওয়ার মোকদ্দমা শুনা ও বিচারকরা যাইতে পারিবার কিন্তু যে মোকদ্দমার আরম্ভ সরকারের কর্ত্তৃত্বের পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহা বিচার যোগ্য না হইবার প্রস্তাব। ... ... ... | ২ | ২ | ২ |
| দৌরাত্ম্যাদিক্রমে কেহ ভূম্যাদি স্থাবরবস্তু দখল করিলে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলেও সে মোকদ্দমা শুনা যাইবার প্রস্তাব। | ঐ | ৩ | ১ |
| উপরের প্রকরণানুসারে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহা শুনিবার বিষয়ে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের প্রস্তাব। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| যে মোকদ্দমার আরম্ভহইতে ষাটি বৎসর অতীত হইয়া থাকে আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমা কদাচ না শুনিবার এবং এই ধারার ১। ২ প্রকরণের লিখিত কথা কোনং মোকদ্দমাতে না খাটিবার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| গচ্ছিত ও বন্ধকের দ্রব্যের দাওয়ার মোকদ্দমা সর্ব্বকালে শুনা যাইবার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| মালগুজারীর বাকীয়াতের বৃত্তান্তের বিচার সরাসরীমতে হইবার বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার এবং যেং বাকীপড়নের সময়াবধি ১২ দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কাল অতীত হইয়া থাকে তাহাতে উপরের প্রস্তাবিত ঐ কথা কোনং মর্ম্মব্যতিরেকে না খাটিবার প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ৪ | ১ |
| ভূম্যধিকারিইত্যাদিরা আপনং কার্য্যকারকের নামে তহবীল তসরুফইত্যাদির বিষয়ে নালিশ করিলে সে মোকদ্দমাতেও উপরের প্রকরণের লিখিত ১২ দ্বাদশ মাসের মিয়াদের নিয়ম থাকিবার প্রস্তাব। ... .... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ভূমির সীমাসরহদ্দের ও তাহার উৎপন্ন শস্যের কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের বিষয়ে বিরোধ বিবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে দাঁড়াসকলের স্পষ্টতার ও এমত মোকদ্দমার নালিশ শুনিবার অর্থে নির্দ্ধারিত মিয়াদ নিরূপণকরণের প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| সরকারের হুকুম না লইয়া মদিরাদি ও লবণ ও আফীন প্রস্তুত ও বিক্রয় করিলে যে জরীমানা হয় তাহার মোকদ্দমা শুনিবার অর্থে মিয়াদ নিরূপণের প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |

কাহার

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কাহার স্থানে সরকারী আইনের হুকুম না মাননহেতুক জরীমানা ও দণ্ড লওনের হুকুম হইলে সে জরীমানার মোকদ্দমার বিচার এক বৎসর অতীত হইলে পর না হইবার প্রস্তাব। ... | ২ | ৭ | ০ |
| জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেব লোকের ও কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের আপীলের দরখাস্ত দিবার বিষয়ে কএক নূতন দাঁড়ার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| সরকারী সমস্ত মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল তাহার তরজমা সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইবার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমা সদর আপীলের যোগ্য না হইলে সে মোকদ্দমা খাস আপীলমতে শুনিবার ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অর্পণের প্রস্তাব। ... ... | ঐ | ১০ | ১ |
| খাস আপীল মতে মোকদ্দমা শুনিবার অর্থে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি যেমত ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই মত ভার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতিও থাকিবার এবং ঐ সদর আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত দিবার দাঁড়ার প্রস্তাব। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| চলিত রীতির ব্যতিক্রম কিম্বা মিয়াদ অতীত হওনহেতুক যে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয় তাহার আপীল মঞ্জুরীর বিষয়ে কোর্ট আপীলের সাহেদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে এক্ষণে সে ভার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতিও থাকিবার প্রস্তাব। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| কোর্ট আপীলের দ্বারাব্যতিরেকে সদর আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার এবং জিলার আদালতের দ্বারাব্যতিরেকে আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| সরশিরী ও বেদখলীর মোকদ্দমা ও সরকারের হুকুমের অন্যথা করণজন্য দণ্ডের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যেং সাহেবেরা করিবেন তাহার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |

কতক দিবসের নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেব একটিং জজের ভারে নিযুক্ত

# ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| নিযুক্ত হইলে সমস্ত সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার প্রস্তাব। ... ... ... ... | ২ | ১৪ | ১ |
| জিলার আদালতের সাহেবেরা আপনং জিলাতে উপস্থিত না থাকনের সময়ে রেজিষ্টরসাহেব একটিং জজের ভারপ্রাপ্ত না হইলে ঐ রেজিষ্টরসাহেবের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার প্রস্তাব। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| রেজিষ্টরসাহেবেরা যাবৎ একটিং জজের ভারপ্রাপ্ত না হন তাবৎ কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা আপীলমতে শুনিতে না পারিবার এবং একটিং জজের ভারাক্রান্ত হইলে রেজিষ্টরী অবস্থাতে আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা আপীল মতে না শুনিবার এবং আবশ্যক মতে এমতং মোকদ্দমা আপীল মতে বিচার করিতে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| সকল জিলা ও শহরের মৌলবী ও পণ্ডিত লোককে সদর আমীনী কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত করিবার এবং ঐ মত এ দেশীয় লোকদিগকে সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের বিষয়ে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব। ... ... | ১৫ | ১ | ০ |
| আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা আপনং ভার উপলক্ষে সদর আমীনদিগের মধ্যে গণনীয় হইবার প্রস্তাব। ... | ঐ | ২ | ০ |
| সদর আমীনী অবস্থাতে মোকদ্দমার বিচার কালীন মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগের প্রতি সরকারী আইনের যেং দাঁড়া বর্ত্তিবেক তাহার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা নালিশের রসুম লইতে পারিবার প্রস্তাব। ... ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| আবশ্যক মতে আর অধিক সদর আমীন নিযুক্ত করিবার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার প্রস্তাব। ... .... .... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| এই আইনানুসারে যে সদর আমীন লোক নিযুক্ত হইবেক সরকারী আইনসকলের যেং দাঁড়া ও হুকুম তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক তাহার প্রস্তাব। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |

জানা কর্ত্তব্য যে এই বিষয়ের মধ্যে ৮ অষ্টম আইনসম্পর্কীয়

## ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| যেং প্রস্তাব আছে বাঙ্গালার সহিত তাহার কিছু সম্পর্ক নাহি এ কারণ তাহার বাঙ্গলা তরজমা করা গেল না। ... ... | | | |

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

*Acting Translator of Regulations.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

## ১ প্রথম আইন। ২৭ মার্চ।

মুরশিদাবাদের জিলার আদালত উঠাইয়া তাহার ভাবে সমস্ত মহাল মুরশিদাবাদ শহর ও জিলা বীরভূমের আদালতের শামিল করিবার এবং কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের এলাকার দায়েরসায়েরী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা ও ভারের নিবর্ত্তপরিবর্ত্তকরণের কারণ এবং শহর কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও বারাণস ও বরেলীর ব্যাপ্য অধিকারের অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে তথাকার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ছয়মাসিয়া ভ্রমণের শৃঙ্খলা স্থির করিবার এবং চলিত আইনের যে কএক ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের প্রথম জজসাহেবের আপন ব্যাপ্য অধিকারে ভ্রমণ করিতে যাওনের বারণ আছে তাহা নিবর্ত্ত ও রহিত করিবার এবং কোনং বিষয়ে নিজামৎ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা ও ভারের আধিক্যহওনের।

## ২ দ্বিতীয় আইন। ২৭ মার্চ।

কোনং বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কোনং হুকুমের নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার এবং তাহা জারী ও চলনহওনের নক্শা ও প্রকার পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে বিবরিয়া ও বিশেষ করিয়া লিখিবার।

## ৬ ষষ্ঠ আইন। ১৭ আপ্রিল।

পূর্ব্বাপেক্ষা পুলবন্দীর মেরামৎ সুন্দররূপে হইবার।

## ৭ সপ্তম আইন। ২৬ আপ্রিল।

কলিকাতার পার্শ্ব ও সমীপ স্থানে দেওয়ানী আদালতের নূতন কাছারী পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং ঐ আদালতের সাহেবের ক্ষমতা ও ভারের বিবরণ বিশেষ করিয়া লিখিবার।

৮ অষ্টম

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গালা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

৮ অষ্টম আইন। ১২ মাই।

মালগুজারী উসুলতহসীলের কালেক্টরসাহেব লোক কিম্বা পরমিট পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা অথবা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবলোক কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যভারাক্রান্ত বিলায়তনিবাসি সাহেবলোকেরা আপনং ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণে চলিত আইনের অন্যথাচরণ করিলে তাঁহারদিগের নামে নালিশ করিতে পারিবার ক্ষমতা যেং চলিত আইনানুসারে লোকদিগ্‌কে দেওয়া গিয়াছিল সে সকল চলিত আইনের লিখিত অনেকং কথা ও বিষয় শুধরিবার ও নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার এবং ঐ সাহেবলোকেরা যে জিলা ও শহরের আদালতের ব্যাপ্য থাকেন্ সেই জিলা ও শহরের আদালতে তাঁহারদিগের নামে নালিশ শুনা যাইতে পারিবার মত স্থিরকরণের এবং ঐ সকল সাহেবের নামে হওয়া নালিশের কোনং মোকদ্দমা বিশেষমতে শুনিবার ও বিচার করিবার নিমিত্তে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৯ নবম আইন। ৫ জুন।

সরকারের বিনাহুকুমে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের ও স্থানান্তরে লইয়া যাওনের বারণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনে যে সকল কথা ও হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে প্রকাশ ও চলন হইবার।

১০ দশম আইন। ১৯ জুন।

সরকারের কার্য্যকারক অনেকং সাহেবের নামে দাওয়া ও নালিশ গ্রাহ্যহওনের এবং তাহার বিবেচনা ও তদন্তের বিষয়ে যেং প্রকার নক্শা ও দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ অষ্টম আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রায় সকল দাঁড়ার কথা ও হুকুম যেং সাহেবলোকেরা সরকারের তরফহইতে আদালতের অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের অবস্থাতেও খাটিবার কারণ এবং এমতং দাওয়া ও নালিশের বিষয়ে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১১ একাদশ আইন। ৩ জুলাই।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে কিছু সরকারী

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

কারী ফৌজের কুচ অর্থাৎ সৈন্যের গমনকালীন বিলম্ব ও বাধা না হইবার এবং সরকারের রাজ্যের মধ্যে আবশ্যক সময়ে মুসাফের অর্থাৎ পথিক লোকদিগের যথোপযুক্ত সহায়তা ও সহকারিতা করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৬২ ও ৭২ ধারাতে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে ও ঐ আইনের ৩১ ধারাতে যেং বিষয়ে যেং কথা ও হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা কলিকাতার ভাবে সকল দেশে জারী ও চলন হইবার নিমিত্তে এবং সরকারী ফৌজের পল্টনের মধ্যহইতে কতক সিপাহী মালী ও মুলকী অর্থাৎ রাজকীয় ও শাসনীয় ব্যাপারার্থে কোন সাহেবের প্রয়োজন হইলে তদর্থে দরখাস্তকরণের প্রকরণে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়া নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১০ জুলাই।

কাগজে কৃত্রিম মোহর করিয়া মিথ্যা ইষ্টাম্পকাগজের সৃষ্টিকরণের পাঠ একেবারে উঠাইয়া দেওনের এবং সরকারের বিনাসনন্দে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে নিষেধের এবং আদালত ও মালগুজারীর সম্পর্কীয় কাগজপত্রের নকলের সম্বন্ধে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সুন্দরমতে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ২৪ জুলাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত কথা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে শুধরিবার।

১৬ ষোড়শ আইন। ৪ সেপ্তেম্বর।

সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে কাহার নামে লিখনপত্র লিখিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হয় তবে যে পাঠাপাঠে সে লিখন লেখা যাইবেক তাহার এক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ১১ সেপ্তেম্বর।

আগামি কালের কর্জ্জার টাকার সুদের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আই

নের

নের নির্দ্ধারিত হুকুম এবং ঐ কর্জ্জার সুদের পক্ষে ঐ আইনের আরং যে যে কথা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বারাণসদেশে চলন হইবার নিমিত্তে এবং স্থাবরবস্তু বন্ধক রাখিয়া ঐ বস্তুর উপর বয়বল্‌ওফার কটে কিম্বা কটকোবালার পাঠে অথবা সেম তান্য কটক্রমে যে তমঃসুক লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ করা যায় সেই তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের বিষয়ে যে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনে নির্দ্ধারিত আছে সেই মিয়াদ সরকারের সমস্ত দেশে চলন হইবার।

## ১৮ অষ্টাদশ আইন। ১৬ অক্টোবর।

যে সকল নৌকা টালীর খাল দিয়া সুন্দরবনহইতে কলিকাতা ও কলিকাতাহইতে সুন্দরবনে আইসে ও যায় এবং যে সকল নৌকা বাঁকানালা ও কুঞ্জপরের খাল ও গওয়ার খাল এবং নারায়ণপুরের খাল দিয়া আইসে ও যায় সেই সকল নৌকার প্রতি মাসুলের ধার্য্য করিবার।

## ১৯ ঊনবিংশ আইন। ১৬ অক্টোবর।

সমুদ্রপন্থী জাহাজের আমদানী ব্রাণ্ডী ও রম ও জীনইত্যাদি অন্যান্যপ্রকার শরাব অর্থাৎ মদিরার প্রকৃত মূল্যর প্রতি শতকরা ৩।।০ সাড়ে তিন টাকা হারে হাসিল ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ আইন ও ১৮০২ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে লওয়া যাইত এক্ষণে ঐং আইনের কথা ও হুকুম নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার এবং ঐ সকলপ্রকার মদিরার এক মোকররী দরের নির্দ্ধার্য্য করিবার এবং বাতাবী ও বেঙ্কুলের আরকছাড়া আর যে সকলপ্রকার মদিরা জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে কলিকাতার বন্দরে কিম্বা হুগলীর গাঙ্গের ধারে আরং ফিরিঙ্গী লোকের দখলে যেং মোকাম আছে তাহাতে আমদানী হয় ঐ দর ধরিয়া সেই সকলপ্রকার মদিরার মূল্য মোট করিয়া তাহার উপরে উপরের লিখিত অঙ্কে মাসুল লওয়া যাইবেক একারণ এবং মদিরার পিপাহইতে কিছু মদিরা ঝরিয়া পড়িলে সেই ঝরতি বাদ দিয়া হাসিল ধরিয়া লইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ ধারার ১৬ প্রকরণে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এক্ষণে সে হুকুম শুধরিয়া পরিষ্কার করিবার।

## ২০ বিংশ আইন। ২৩ অক্টোবর।

যেং আইনানুসারে গোরা সিপাহীদিগের ছাউনির নিকটে মদিরা ও তাড়ীইত্যাদি নানাপ্রকার মাদকসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণার্থে ঐ সকল দ্রব্যের ভাটী ও দোকান নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং আইনের দাঁড়া ও কথা শুধরিবার।

২২ দ্বাবিংশ

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।


২২ দ্বাবিংশ আইন। ১৮ দিসেম্বর।

মুশাহেরা ও তনখাইত্যাদির দাওয়া মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিবার এবং তাহা দেওনের প্রকরণে যেং দাঁড়া চলিত আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুং পরিবর্ত্ত করিয়া সেই সকল দাঁড়া স্থধরিবার।


সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১ প্রথম আইন।

মুরশিদাবাদের জিলার আদালত উঠাইয়া তাহার তাবে সমস্ত মহাল মুরশিদাবাদশহর ও জিলা বীরভূমের আদালতের শামিল করিবার এবং কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের এলাকার দায়েরসায়েরী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা ও ভারের নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত করণের কারণ এবং শহর কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও বারাণস ও বরেলীর ব্যাপ্য অধিকারের অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে তথাকার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ছয় মাসিয়া ভ্রমণের শৃঙ্খলা স্থির করিবার এবং চলিত আইনের যে কএক ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের প্রথম জজসাহেবের আপন ব্যাপ্য অধিকারে ভ্রমণ করিতে যাওনের বারণ আছে তাহা নিবৃত্ত ও রহিত করিবার এবং কোন২ বিষয়ে নিজামৎ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা ও ভারের আধিক্যহওনের আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ২৭ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ১৫ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ২৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ১৫ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬২ সালের ৭ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৬ শহর মহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ। জানা কর্ত্তব্য যে মুরশিদাবাদের জিলার আদালত উঠাইয়া দেওয়া ও ঐ জিলার ব্যাপ্য যে সকল মহাল ছিল তাহার কতক মুরশিদাবাদ শহরের আদালতের ও কতক বীরভূম জিলার আদালতের শামিল করা উচিত বুঝা গেল এবং জিলা বীরভূম কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের হুকুমের নীচেহইতে বহির্ভূত করিয়া মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালতের ও তথাকার মফঃসল আপীল আদালতের ব্যাপ্য অধিকারভুক্ত করা ভাল বুঝা গেল এবং কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও বারাণস ও বরেলী শহরের দায়েরসায়েরী আদালতের তাবে মহালাতের ফেরফার হইবাতে ঐ সকল স্থানের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের ছয়মাসিয়া ভ্রমণের আর কোন প্রকার নক্সা স্থির করা কর্ত্তব্য এবং চলিত আইনের যে২ ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের প্রথম জজসাহেবদিগের আপন২ আদালতের ব্যাপ্য অধিকারের মহালাতে ভ্রমণ করিতে যাওনের বারণ আছে সরকারের কর্ম্ম ভাল মতে চলনের নিমিত্তে সেই২ ধারা নিবৃত্ত ও রহিত করা আবশ্যক এবং উচিত বুঝিলে কোন২ প্রকারে কোন২ মহালে দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের বৈঠক করা মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত করা



ইবার

হইবার ভার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া গেল এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি আদালতের ছুটীর মিয়াদ মৌকুফ করিবার ক্ষমতার্পণ করিলে কি দেওয়ানী ও কি ফৌজদারী আদালতের মোকদ্দমা ও কর্ম্ম কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি হয় অতএব এতদ্দৃষ্টে নীচের লিখিত হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ৩। ৫। ৯ আইনের যেং ধারানুসারে মুরশিদাবাদের জিলার আদালত স্বতন্ত্র ছিল সেইং ধারা রদ হইয়া তাহার ব্যাপ্য কতক মহাল মুরশিদাবাদশহরের ও কতক জিলা বীরভূমের আদালতের শামিল হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩। ৫। ৯ আইনের যেং ধারা ও চলিত যেং আইনের যেং ধারানুসারে মুরশিদাবাদের জিলার আদালত স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সে সমস্ত ধারা রহিত ও রদ হইল এবং এই ধারানুসারে মুরশিদাবাদের জিলার আদালত উঠিয়া তাহার তাবে সমস্ত মহাল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর যে প্রকার আজ্ঞা করেন তদনুসারে মুরশিদাবাদশহরের জজসাহেব ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের এবং জিলা বীরভূমের জজসাহেব ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের তাবে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ৫। ৯ আইনের যেং ধারানুসারে জিলা বীরভূম কলিকাতার দায়েরসায়েরী ও আপীল আদালতের হুকুমের নীচে আছে সে সকল ধারা রদ হইয়া এক্ষণে ঐ জিলা মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী ও আপীল আদালতের শামিল হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫। ৯ আইনের যেং ধারা ও চলিত আইনের যেং ধারানুসারে বীরভূম জিলার আদালত কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুমের নীচে আছে এই ধারানুসারে সে সকল ধারা রদ হইল ও উত্তরকালে ঐ বীরভূম জিলার আদালত মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুমের নীচে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের ব্যাপ্য জিলা সকলের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থে দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের ভ্রমণের নূতন শৃঙ্খলা হওনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ও ১৮০৫ সালের ১৬ ও ১৮ আইনের অনুসারে জিলা কটক ও মোকাম চুঁচড়া ও চন্দননগর ও জঙ্গল মহালের আদালত কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমের নীচে হইল এবং এই আইনের ৩ ধারানুসারে জিলা বীরভূমের আদালত কলিকাতার ব্যাপ্য অধিকারহইতে বাহির হইয়া মুরশিদাবাদের শামিল হইল অতএব কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের ব্যাপ্য অধিকারের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ আইনের ৬ ধারা ও ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৭ ধারানুসারে দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণের যে নক্সা স্থির হইয়াছিল তাহা মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে শৃঙ্খলা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

কলিকাতার তাবে জিলা ও মহালসকলের শৃঙ্খলা।

| প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ |
|---|---|---|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | জঙ্গলমহাল | মেদিনীপুর | কটক | যশোহর | নদিয়া |
| | | সপ্তম | অষ্টম | | |
| | | হুগলী | চুঁচড়া ও চন্দননগর | | |

মুরশিদাবাদের তাবে জিলাসকলের শৃঙ্খলা।

| প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ। |
|---|---|---|---|---|---|
| ভাগলপুর | পূরণীয়া | দিনাজপুর | রঙ্গপুর | রাজশাহী | বীরভূম। |

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৮ ও ৯ আইনানুসারে নূতন কোনং মহাল বারাণসের শামিল হইল অতএব ঐ বারাণসের ব্যাপ্য অধিকারের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ এবং বরেলী এলাকার অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৯ আইনের ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনানুসারে স্বয়ং আসিয়া ভ্রমণের যে প্রকার স্থির হইয়াছিল ঐ দুই স্থানের দওরার অর্থাৎ ভ্রমণের বিষয়ে নীচের লিখিত বেওরামতে শৃঙ্খলা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

বারাণস ও বরেলীর ব্যাপ্য জিলাসকলের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থে দায়ের সায়ের সাহেবদিগের ভ্রমণের নূতন শৃঙ্খলা হওনের কথা।

বারাণসের ব্যাপ্য জিলাসকলের শৃঙ্খলা।

| প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম। |
|---|---|---|---|---|
| মীরজাপুর | আলাহাবাদ | বুন্দেলখণ্ড | জৌনপুর | গোরক্ষপুর। |

বরেলীর ব্যাপ্য জিলাসকলের শৃঙ্খলা।

| প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম |
|---|---|---|---|---|
| কানপুর | ফরোখাবাদ | এটাওয়া | আগরা | আলীগড় |
| ষষ্ঠ | | সপ্তম | | অষ্টম |
| সহারণপুরের দক্ষিণাংশ | | সহারণপুরের উত্তরাংশ | | মুরাদাবাদ |

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ আইনের ৬ ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এমত ক্ষমতার্পণ হইয়াছে যে অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ উপরের উক্ত আইনের দওরা অর্থাৎ ভ্রমণের যে নক্সা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে পরামর্শমতে যখন উচিত হয় তাহার পরিবর্ত্তের হুকুম দিতে পারেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৮ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাক্রমে ঐ সাহেবদিগের প্রতি ভার দেওয়া গিয়াছে যে

নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক দওরার নিরূপিত নক্সার ফেরফারের হুকুম যেপ্রকারে দিতে পারিবেন তাহার কথা।



অপরাধের

অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সময়নিরূপণের বিষয়ে ঐ আইনে যে সকল হুকুম লেখা গেল উচিতমতে তাহাও পরিবর্ত্ত করিবার হুকুম দিতে পারেন্ এ ক্ষণে তাঁহারদিগের এ ক্ষমতা ও ভারের আধিক্য হইল যে এ আইনের নির্দ্ধারিত দওরা অর্থাৎ ভ্রমণের বিষয়ে উচিত বুঝিলে ফেরফার করিতে পারেন্ বরং সমস্ত অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির অর্থে আইনের নির্ণীত মাসং কি তিনং মাস কি ছয়ং মাসরঅন্ত ভ্রমণের মধ্যে যাহা ভাল বুঝেন্ তাহার নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন ইতি।

৭ ধারা।

কোন জিলা ও শহরে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারের উপযুক্ত অপরাধের মোকদ্দমা না থাকিলে কিম্বা অল্প থাকিলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ভ্রমণের বিষয়ে যে প্রকার হুকুম দিবার ক্ষমতা থাকিবেক এবং এ মতে মাজিস্ত্রেটসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কোন জিলা ও শহরে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারের উপযুক্ত কাহার কোন অপরাধের মোকদ্দমা যদি না থাকে ইহা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক জ্ঞাত হইলে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আইন্দা দওরা অর্থাৎ আগামি ভ্রমণের উপস্থিত কালপর্য্যন্ত সে জিলা ও শহরে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বৈঠককরণের বারণ করেন্। এবং যে অপরাধী ও বন্দিগণের মোকদ্দমা দায়েরসায়ের সোপর্দ্দ করিয়া তাহারদিগ্‌কে বন্ধনে কিম্বা তাহারদিগের স্থানে জামিন লইয়া রাখা গিয়াছে এমত অপরাধী ও কয়েদী কোন জিলাতে যদি অল্প থাকে ও ঐ জিলার নিকটস্থ যে জিলা সে জিলাতে বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ তাহারদিগ্‌কে পাঠাইয়া দিলে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের দওরা অর্থাৎ ভ্রমণের কর্ম্মকার্য্য অতিশীঘ্র হইতে পারে ববং সর্ব্বপ্রকারে যদি এক মাজিস্ত্রেটসাহেবের জিলার যে অপরাধি ও বন্দিগণেরদিগ্‌কে বন্ধনে কিম্বা জামিন লইয়া রাখা গিয়াছে বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ তাহারদিগকে অন্য মাজিস্ত্রেটসাহেবের জিলাতে পাঠান সৎপরামর্শ হয় তবে এ দুই প্রকারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা আছে যে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারার্থে ঐ অপরাধী ও বন্দিগণকে যে জিলায় ভাল বুঝেন্ সে জিলায় পাঠাইবার হুকুম দেন্ আর এইমত পাঠাইতে হইলে যে মাজিস্ত্রেটসাহেব ঐ অপরাধী ও বন্দিগণকে কয়েদ করিয়াছিলেন কি তাহারদিগের স্থানে জামিন লইয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে জিলায় দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক রুবকারীর কাগজপত্রসমেত ঐ অপরাধিগণকে সে জিলার মাজিস্ত্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্। ও যে জিলায় পাঠান যাইবেক তথাকার মাজিস্ত্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়ের সাহেবের নিকটে অপরাধিগণকে হাজির করিয়া দিবাতে এবং তাহারদিগের মোকদ্দমার রুবকারীর কাগজপত্র দেওনে আইনানুসারে যেমতং কর্ত্তব্য হয় সেইং মতে ব্যাপার করেন্ আর যদি দায়েরসায়ের সাহেব যে মাজিস্ত্রেটসাহেবের দ্বারা বন্দিগণকে পাঠাইয়াছিলেন না তাঁহার আপন কর্ম্মকার্য্য করিতে চাহিয়া ঐ জিলার মাজিস্ত্রেটসাহেবের নামে কোন আজ্ঞা করেন্ তবে সে সাহেবের উচিত যে সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করেন্ ইতি।



৮ ধারা।

## ৮ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের প্রথম জজসাহেবেরা আপনং পালীমতে দওরা অর্থাৎ ভ্রমণে যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের যেং ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ও চলিত যেং আইনের যেং ধারানুসারে সমস্ত দায়েরসায়েরী আদালতের ও আপীল আদালতের প্রথম জজসাহেবের সদরে থাকা উচিত সেইং আইনের সে সকল ধারার লিখিত হুকুম এই ধারানুসারে রহিত ও রদ হইল ও উত্তর কালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেব যেমত আপনারদিগের হুকুমের তাবে জিলাসকলের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ আপনং পালীমতে ছয়ং মাসঅন্তর ভ্রমণ করেন্ সেই মত প্রথম জজসাহেবো আপন পালীমতে আপন ব্যাপ্য জিলায় ভ্রমণ করিতে যাইবেন কিন্তু যদি ঐ সাহেব শারীরিক পীড়া অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ভ্রমণে না যাইতে পারেন্ তবে এ কথা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা গোচর হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেবদিগের এক সাহেবকে তথাকার ভ্রমণার্থে হুকুম দিবেন কিম্বা ঐ কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যাহা ভাল বুঝেন্ তাহা করিবেন।

অপরাধের মোকদ্দমার বিচারার্থে প্রথম জজ সাহেবেরা আপনং পালীমতে মাসং ও তিনং মাসঅন্তর বৈঠক করিবার কথা।

এবং ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণস শহর এবং বরেলী জিলার ব্যাপ্যাধিকারের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার মাসঅন্তর ও জিলা ঢাকা জলালপুর ও চব্বিশপরগনার ব্যাপ্য অধিকারের অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি তিনং মাসঅন্তর প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেবের যেং সাহেব সদরে থাকেন্ তাঁহারা আপনং পালীমতে করিবেন কিন্তু এই আইনমতে কোন জজসাহেবের বৈঠকের পালী উপস্থিত হইলে যদি তিনি আপন শারীরিক পীড়া অথবা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত বৈঠক করিতে না পারেন্ তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে জজসাহেব সদরে উপস্থিত থাকেন্ তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণার্থে হুকুম দেন্ আর যদি সদরে দুই জজসাহেবের অধিক থাকেন তবে তাঁহারদের মধ্যে যাঁহাকে উচিত বুঝেন্ তাঁহাকে তদর্থে অনুমতি করেন্ ইতি।

## ৯ ধারা।

প্রথম জজসাহেব ভ্রমণে গেলে পর দ্বিতীয় জজসাহেবের কিম্বা যে সাহেব একাকী সদরে থাকেন্ তাঁহারদিগের কি প্রকার ক্ষমতা ও সাধ্য থাকিবেক তাহার কথা।

প্রথম জজসাহেব দওরা অর্থাৎ ভ্রমণার্থে যাবৎ মফঃসলে থাকেন্ তাবৎ তাঁহার যে ক্ষমতা ও ভার দ্বিতীয় জজসাহেবের প্রতি কিম্বা যে জজসাহেব একাকী সদরে থাকেন্ তাঁহার প্রতি থাকিবেক আর চলন আইনের মতে যে কর্ম্ম তাঁহারা না করিতে পারেন্ তাহাব্যতিরেকে আর সমস্ত ব্যাপার কার্য্য যাহা আদালতের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে প্রথম জজসাহেবের করিতে হয় সেসকল কর্ম্মাদি করিবেন ইতি।

## ১০ ধারা।

কোনং প্রকারে দেওয়ানী আদালত বন্দহও

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১৩ ধারার লিখনানুসারে জিলা ও শহরের ও মফঃসল আপীল আদালতের

নের বারণেরহুকুম দিবার ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার কথা।

ত্তের কাছারী বন্দহওনের যে দুই মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছিল এক্ষণে অনেক মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ যবস্থবে থাকাতে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আদালত বন্দহওনের সেই দুই মিয়াদ কিম্বা তাহার এক মিয়াদ মৌকুফকরা যদি কোন আদালতে উচিত হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ২ আইনের লিখিত হুকুমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আদালত খুলিয়া দিবার হুকুম দেন ইতি।

Vol. IV. 258.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY.

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

কোনং বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কোনং হুকুমের নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার এবং তাহা জারী ও চলন হওনের নক্সা ও প্রকার পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে বিবরিয়া ও বিশেষ করিয়া লিখিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ২৭ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১২ সালের ১৫ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ২৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ১৫ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৭ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৬ মহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশ নিমিত্তে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে মুসলমান ও হিন্দু লোকের যে সকল স্ত্রীলোকদিগের আপন জাতি ও মান রক্ষাহেতুক এবং দেশের রীতি ও ব্যবহার মতে আদালতের কাছারীতে হাজিরহওনের পদ্য নাহি তাহারাব্যতিরিক্ত এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ১০ ধারা ও ঐ সনের ৫৫ আইনের ২ ধারা ও বিশেষ আরং কএক ধারানুসারে যে সকল লোকদিগের আদালতে হাজিরহওয়া মত নহে তাহারাভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমার আর সমস্ত আসামী লোকদিগের আদালতে হাজির হওনার্থে এ প্রকারে হুকুম আছে যে আদালতের সাহেব প্রথমতঃ আসামীর নামে আদালতের এক চিঠী এই মজমুনে লিখিয়া পাঠাইবেন যে যে পেয়াদা চিঠী লইয়া যায় আসামী সেই পেয়াদার সঙ্গে আসিয়া আদালতে হাজির হয় কিম্বা এ প্রকার হাজিরজামিন দেয় যে নিরূপিত দিবসে আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দেয় আর আসামীকে পাওয়া গেলে সে যদি হাজিরজামিন না দিতে পারে তবে এ মতে যে পেয়াদা চিঠী লইয়া যায় তাহার কর্ত্তব্য যে সে আসামীকে সঙ্গে করিয়া আদালতে লইয়া আইসে পরে এ প্রকারে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে আসামী যাবৎ হাজিরজামিন না দেয় কিম্বা তাহার উপর যে ডিক্রী হয় সে ডিক্রীর কথা ও হুকুম মতাচরণ যাবৎ না করে তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখিতে পারেন। আর ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৩ আইনের২ ধারানুসারে এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত দেশের মোকদ্দমাসকলের বিষয়ের নির্দ্ধারিত ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ আইনের ৮ ধারা মতে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আসামীদিগের ক্লেশ ও কষ্ট দূরকরণার্থে ও তাহারদিগের সুগম ও সুবিদা নিমিত্তে ফরিয়াদীর মোকদ্দমার দাওয়া যত সংখ্যার হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মোকদ্দমার বিচারের সময়ে আসামীর হাজিরহওনের নিমিত্তে যত টাকার উপর জামিন লওয়া উচিত

ও উপযুক্ত বুঝেন্ তত টাকার দায় ধরিয়া জামিন লন্ কিন্তু যদি কোন২ সময়ে দাওয়ার সংখ্যা অল্পতাপ্রযুক্ত এবং আসামীর যোত্র ও সম্ভারনা ও বিশিষ্টতা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টে আসামীর স্থানে জামিনী তলব করা অসঙ্গত বোধ হয় তথাপি বিশেষ যে কএক প্রকরণের বিবরণ আইনের মধ্যে সুন্দররূপে লেখা গিয়াছে সেই কএক প্রকরণব্যতিরেকে এবং নগদ ও জিনিসের যে সকল ছোট২ মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা সিক্কা ১০ দশ টাকাহইতে অধিক নহে আর তাহার নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৬ আইনের ৯ ধারা ও ঐ সনের ৩৯ আইনের ১৭ ধারানুসারে কমিস্যনরদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আসামী পলাইবার ইচ্ছা রাখে এমত প্রমাণ হওনব্যতিরিক্ত এমত ছোট২ মোকদ্দমার আসামীর স্থানে জামিন না লয় সে সকল মোকদ্দমাভিন্ন আর কোন প্রকারে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম নাহি যে কোন আসামীর স্থানে জামিন না লইয়া তাহাকে অমনি রাখেন্। এবং যদি কমিস্যনরদিগের প্রতি কোন আসামী নিরূপিত জামিন না দিলে তাহাকে কয়েদরাখণের বদলে তাহার ধনসম্পত্তি ক্রোক্ করণের হুকুম আছে তথাপি আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি নাহি যে যে কোন আসামীর নামে তলবচিঠী পাঠাইয়া থাকেন্ সে রূপোশ অর্থাৎ অদৃষ্ট হইয়া ও লুকাইয়া থাকনেতে কিম্বা আর কোন স্থানে যাওনেতে তাহার নামে চিঠী জারী না হইতে পারিলে সে আসামীর বস্তুসম্পত্তি মোকদ্দমা যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ ক্রোক্ রাখেন্ কেননা এ প্রকারে ঐ সাহেবদিগের প্রতি কেবল এই প্রকার হুকুম আছে যে আদালতের কাছারীতে ও আসামীর বাসস্থলে ইশতিহারনামা লট্কাইয়া দিয়া পরে আসামী গরহাজির অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকনেতেই মোকদ্দমার বিচার করেন্ কিন্তু এ প্রকারে কর্জ্জলওনিয়া কোন খাতক বিধর্ম্মাচরণ করিয়া আপনি রূপোশ অর্থাৎ অদৃষ্ট হইয়া ও লুকাইয়া থাকিয়া কিম্বা আপন বস্তু সম্পত্তি দান কি বিক্রয় করণাধীন আপন কর্জ্জা মহাজনকে বঞ্চনা করিলেও করিতে পারে এবং আদালতের যে মর্য্যাদা ও তাৎপর্য্য তাহাও বিফল করিতে পারে। ও তদ্ব্যতিরেকে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে এই রূপ হুকুম আছে যে যে ব্যক্তির উপরে ডিক্রী হয় তাহার দ্রব্যসামগ্রী ও ভূম্যাদি ও বাড়ীসমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যহইতে কিছু বিক্রয় করিয়া ডিক্রীর টাকা দেওয়াইয়া দেন্ আর যদি আবশ্যক হয় তবে তাহার বস্তুসম্পত্তিও বিক্রয় করিয়া দিতে ও তাহাকে বন্ধনে রাখিতেও পারেন্ ইহাতে যদি সে ব্যক্তি কাঙ্গালী ও দুঃখী হয় তথাপি ডিক্রী জারীকরণেতে ক্ষান্ত না হন্ কিন্তু এমতেও ডিক্রীর টাকা দিতে আসামীর সাধ্য ও শক্তি না থাকিলে ও কর্জ্জদেওনিয়া মহাজনের নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা করিয়া কিছু২ খোরাকী দিয়া আসামীকে চিরকাল দুঃখে ও কষ্টে বদ্ধ রাখিলেও রাখিতে পারে। আর যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হয় তাহার অসম্মতিক্রমে আদালতের সাহেবদিগের চলিত আইনানুসারে ডিক্রী জারী হওনের অবকাশকালের মিয়াদ দেওনের ক্ষমতা আছে কি না ইহাতে সন্দেহ আছে এবং আদালতের ডিক্রীক্রমে যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হইয়া যাবদ্দশাতে

কয়েদকরণিয়ার স্থানে যে খোরাকী টাকা পায় ঐ ব্যক্তি খালাস হইলে পর তাহাকে সে টাকা পুনর্ব্বার ঐ কয়েদকরণিয়ার ফিরিয়া দিতে হইবেক কি না ইহাতেও সন্দেহ আছে অতএব এ সকল কথা নিবর্ত্তপরিবর্ত্তক্রমে শুধরিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ ও প্রচার করা বিহিত বুঝা গেল এহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিতধারাসকলের দাঁড়া ও হুকুম কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে আইনের নির্ণীত মতে কোন মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হইলে সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৫ ধারানুসারে যে তলবচিঠী পাঠাইবার ওজামিনী চাহিয়া লওনের হুকুম হইয়াছে তাহার বদলে আসামীর নামে ফরিয়াদীর দাওয়ার চুম্বক বৃত্তান্তের কথা লিখিয়া এক চিঠী পাঠান্ এবং সে চিঠীতে এ কথাও লিখিতে হইবেক যে ঐ চিঠীর লিখিত নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দেয় ইতি।

জিলা ও শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর নামে চিঠী পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি আসামীর তরফহইতে মোখ্তারকার হইয়া আদালতে হাজির হয় আর তাহার সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষতার মোখ্তারনামা কি কেবল এই কর্ম্মের মোখ্তারনামার লিখিত পাঠানুসারে যদি এমত ভার রাখে যে যে হুকুমনামা আদালতের চাপরাসীদ্বারা তাহার মনিবের নিকটে পাঠান আবশ্যক তাহাব্যতিরেকে আদালতের আর সমস্ত চিঠী ও হুকুমনামা আপন মনিবের তরফহইতে লইতে পারে তবে এমতে ঐ মোখ্তারকার উপরের প্রকরণের লিখিত চিঠী আদালতের চাপরাসীদ্বারা আপন মনিবের নিকট পাঠান অবিহিত বুঝিয়া যদি আপন ইচ্ছাক্রমে লইতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে সে চিঠীর পৃষ্ঠে চিঠী পঁহুছিবার তারিখ আপন দস্তখতে অর্থাৎ হস্তাক্ষরে লিখে পরে এমতে আদালতের সাহেব ঐ দস্তখৎ অর্থাৎ স্বাক্ষর তাহার মনিবের দস্তখতের ন্যায় বোধ করিবেন এবং ঐ চিঠী আদালতের চাপরাসীদ্বারা তাহার মনিবের নিকটে পাঠান গিয়াছিল এমত জ্ঞান করিবেন ইতি।

আদালতের চিঠীর পৃষ্ঠে আসামীর মোখ্তারকারের করা দস্তখৎ যে প্রকারে তাহার মনিবের দস্তখতের ন্যায় জ্ঞান করা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—আসামীর তরফহইতে যদি কোন মোখ্তারকার আদালতে হাজির না হয় কিম্বা যদি হাজির হয় কিন্তু উপরের লিখিত ঐ সকল চিঠী ও হুকুমনামা লওনের ভার না রাখে এমত হইলে অথবা আপন মনিবের নিকটে গোচর রাখে ঐ সকল চিঠী ও হুকুমনামা আপনি লইতে স্বীকৃত না হয় আর আসামী যদি সে আদালতের হাদ্দাধিকারে বাস করে এমত হয় তবে আদালতের নাজিরের ক

আসামীর তরফ কোন মোখ্তারকার আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইয়া চিঠী লইবার ভার না রাখিলে অথবা চিঠী লই



র্ত্তব্য

তে স্বীকৃত না হইলে আসামী যদি সে আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ হয় তবে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

কর্ত্তব্য যে এক জন চাপরাসী কিম্বা পেয়াদার দ্বারা ঐ চিঠী আসামীর নামে পাঠাইয়া দেয় পরে ঐ চিঠী লইয়া যাওনিয়া পেয়াদা কি চাপরাসীর কর্ত্তব্য যে চিঠী পঁহুছনের তারিখে ঐ চিঠীর পৃষ্ঠে আসামীর দস্তখৎ অর্থাৎ হস্তাক্ষর লেখাইয়া লয় আর যদি আসামী আপন বাটীতে না থাকে তবে তাহার নায়েবের স্থানে কিম্বা সে স্থানান্তর গেলে পর যে ব্যক্তি তাহার বাটীর কর্ম্মকার্য্য করিতে থাকে তাহার স্থানে ঐ চিঠী পঁহুছিবার তারিখ চিঠীর পৃষ্ঠে লেখাইয়া লয় আর যদি আসামী অন্য জিলা কি শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ হয় তবে ঐ চিঠী আসামীর নিকটে পাঠাইবার নিমিত্তে নিরূপিত মতে সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের নিকটে সে চিঠী পাঠান যাইবেক আর যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে আসামী যদি সেই জিলা ও শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ না হয় আর যদি আসামী সরকারের কোন জিলা কি শহরের ব্যাপ্যাধিকারের বসিয়া লোক না হয় তথাপি যে স্থাবর বস্তু লইয়া বিরোধ হইয়াছে তাহা যদি ঐ আদালতের ব্যাপ্যাধিকারভুক্ত থাকনহেতুক কিম্বা সেই মোকদ্দমার বিরোধারম্ভ প্রথমতঃ সেখানকার কোন স্থানে হওনহেতুক সে মোকদ্দমা তথাকার আদালতের শুনণযোগ্য হয় তবে এমতে ভূমি কিম্বা স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা হইলে আসামীর যে গোমাস্তা কি তত্তুল্য ব্যক্তি অর্থাৎ নায়েবের জিম্মাতে ঐ ভূমি কি স্থাবর বস্তু থাকে তাহার নামে ঐ চিঠী জারী হইবেক আর যদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা না হয় তবে যেমতে উচিত ও বিহিত হয় সেই মতে জজসাহেব আসামীর নামে চিঠী জারী করিবেন ইতি।

যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় আসামী সে আদালতের কিম্বা সরকারী কোন আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ না হইলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

মলঙ্গী ও তাঁতীইত্যাদি লোকের নামে এই ধারানুসারে চিঠী পাঠাইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—তাঁতী কিম্বা আর যে কোন লোকেরা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণের কার্য্যে নিযুক্ত আছে কিম্বা নিমক পোক্তানী ও প্রস্তুতকরণার্থে মলঙ্গী কিম্বা অন্য যে কোন লোকেরা প্রবৃত্ত আছে তাহারদিগের নামে যদি এই ধারার লিখিত প্রকরণের মতে চিঠী পাঠাইতে হয় তবে উপরের প্রস্তাবিত লোকদিগের নামে আইনের নির্দ্দিষ্টানুসারে যেং প্রকারে নালিশের সময়ে সমন জারীকরণের হুকুম আছে সেই মতে ইহারদিগের নামে চিঠী পাঠান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন আসামীর নামে চিঠী হইলে সে রূপোশ হয় কিম্বা অনেক তত্ত্ব করিয়া তাহাকে না পাওয়া যায় অথবা চিঠী পাইয়া নালিশের জওয়াব দিতে না চাহে ত

কোন আসামীর নামে উপরের ধারানুসারে চিঠী হইলে সে যদি রূপোশ অর্থাৎ লুকাইয়া ও অদৃষ্ট হইয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন স্থানে যায় অথবা অনেক প্রকার তল্লাশ করিয়া তাহাকে না পাওয়া যাওনহেতুক তাহার নামে চিঠী জারীকরণ কঠিন হয় তবে এমতে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন কাছারীর সম্পর্কীয় মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের নাজিরের তরফহইতে এপ্রকার বৃত্তান্তের আরজী পাইলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা অনুসারে

যে জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেব যে প্রকার ইশ্‌তিহারনামা দিবেন ও যে প্রকারে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবে তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারানুসারে যেমত ইশ্‌তিহারনামা জারী করিতে হয় সেই মত এক ইশ্‌তিহারনামা আসামীর নামে জারী করেন্ আর যদি কোন আসামী চিঠী পাইয়া চিঠীর লিখিত মিয়াদের মধ্যে আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া যদি ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব না দিতে চাহে অথবা অন্য কোনপ্রকার ত্রুটি করে তবে উপরের লিখিত ঐ ২ ধারাতে যেমত নির্দ্ধার্য হইয়াছে তদনুক্রমে আদালতের সাহেব সে আসামীর গরহাজিরী অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকাতে মোকদ্দমা রুবকার করিয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার কারণ ও বিবরণের বিচার ও বিবেচনাপূর্ব্বক আসামী হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দিলে যেমত বিচার ও মোকদ্দমার ডিক্রী করিতেন সেই মত এপ্রকারেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

## ৪ ধারা।

আসামী চিঠী পাইয়া নালিশের আরজীর জওয়াব দিলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত বিনাজামিনে উত্তরপ্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কিন্তু তাহার পলাইবার মনস্থ বুঝা গেলে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব জামিনী তলব করণের বিষয়ে তাহার নামে যে মজমুনে এক চিঠী জারী করিবেন তাহার কথা।

এই আইনের ২ ধারার লিখিত চিঠী পাইলে পর আসামী আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া নালিশের আরজীর জওয়াব দাখিল করে ও তাহার পর যদি জজসাহেব মোকদ্দমার বিচারহওনের কালমধ্যে আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লওয়া কি চাওয়া আবশ্যক না বুঝেন্ তবে এমতে আসামীর ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওয়াপর্য্যন্ত জামিন না দিয়া অমনিই সে মোকদ্দমার জওয়াব অর্থাৎ উত্তরপ্রত্যুত্তর করে কিন্তু যদি আসামী রূপোশ অর্থাৎ অদৃষ্ট হইবার কিম্বা ঐ আদালতের ব্যাপ্যাধিকারহইতে অন্যত্র যাওনের ইচ্ছা রাখে এ কথা যদি কোনপ্রকারে আভাসে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের চিত্তে নিশ্চয় বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হওনাবধি তাহার নিষ্পত্তি হওয়াপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যে কোন সময়ে ইচ্ছা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৫ ধারাতে যেমতে সমন জারী করিবার হকুম লেখা গিয়াছে সেই মতে এক হকুম নামা আসামীর নামে এই মজমুনে লিখিয়া পাঠাইবেন যে যাবৎ আসামী জামিন না দেয় কিম্বা উপরের ধারাসকলের নির্ণীত মতানুক্রমে আদালতের ডিক্রীর হকুমমতে কার্য্য না করে অথবা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর যে ডিক্রীর হকুম হইবেক সেই হকুম জারীকরণার্থে এই আইনের উপরের ধারার মতে যাবৎ তাহার বস্তু ও সম্পত্তি ক্রোক ও আটক না হয় তাবৎ সে কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনে থাকিবেক আর এমতে যে হাজিরজামিনী লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক তাহার মজমুন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ২২ ধারার নির্ণীত হাজিরজামিনীর মজমুনমতে লেখা যাইবেক আর ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৩ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৪ আইনের ৮ ধারানুসারে জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেব জামিনীর টাকার দায়ধরণের যেমত ক্ষমতা



রাখেন্

রাখেন্ সেই মতে ইহার জামিনীরো টাকার সংখ্যা ঠাহরাইয়া জামিনী লইবেন ইতি।

৫ ধারা।

কোন আসামী গোপনে বিরোধীয় বস্তু ছলক্রমে আপন স্বত্ব ছাড়া করিয়া পরহস্ত করিবার মনস্থ রাখে ইহা জজসাহেব কি রেজিষ্টর সাহেব বুঝিলে সেই দ্রব্যের মধ্যে যত উচিত তাহা ক্রোক্ করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব আপন আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে কোন গতিক ও প্রকারে যদি এমত বুঝেন্ যে আসামীর ডিক্রীর হুকুম টালিয়া দিবার নিমিত্তে গোপনে আপন ভোগদখলী বস্তু ও সম্পত্তি আপন স্বত্বাধিকার বহির্ভূত করিয়া অন্যের হস্তগত করিবার ও ঐ দ্রব্যাদিতে অন্যের স্বত্বাধিবার জন্মাইবার ইচ্ছা রাখে কিম্বা বিরোধের ভূমির মালগুজারী বাকী পড়িয়া ঐ ভূমি নীলাম করাইবার অথবা মোকদ্দমার বিচার হওনের মধ্যে আপন অস্থাবর বস্তু ও সম্পত্তি ঐ আদালতের হুকুমের ব্যাপাধিকারহইতে বহির্ভূত করিবার মনস্থ রাখে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের হুকুমমতে কার্য্যকরণার্থে যত টাকার দায় ধরিয়া মালজামিনী লওয়া উপযুক্ত ও উচিত বুঝেন্ ততকের মালজামিনী আসামীর স্থানে চাহিয়া লইবেন পরন্তু যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মালজামিনী দাখিল না করে তবে তাহার ভোগদখলের যে ভূমি কি বস্তুসম্পত্তি থাকে তাহাহইতে দাওয়ার সংখ্যার অনুমানে কিম্বা ঐ মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইবেক সেই ডিক্রী জারীকরণার্থে যাহা ক্রোক্করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা ক্রোককরণের হুকুম দেন্ ইতি।

কেহ ক্রোকী দ্রব্যের মধ্যহইতে দানবিক্রয়ই আদিক্রমে কিছু কোন ব্যক্তিকে দিলে সে দেওয়া ও বিক্রয়ইত্যাদি করা অসিদ্ধ ও ঝুটা হইবার এবং ক্রোকীর বিষয়ে হুকুমের অন্যথা করিলে প্রমাণমতে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত ঐ সকল প্রকারে প্রথমতঃ যে হুকুমনামা বিরোধীয় বস্তু ও দ্রব্যসামগ্রীথাকনের স্থানে পড়া গিয়া প্রকাশ ও প্রচার নিমিত্তে ছোট বড় সকল লোকের দৃষ্টিপাতস্থলে টাঙ্গাইয়া দেওয়া যাইবেক সেই হুকুমনামানুসারে যত বস্তু ও জিনিসপত্র ক্রোক্ হয় পরে ক্রোকের মধ্যে দান কি বিক্রয়ক্রমে কিম্বা অন্য কোনপ্রকারে ঐ ক্রোকী বস্তু ও জিনিসপত্রের মধ্যের কিছু কোন ব্যক্তিকে দিলে সে দান বিক্রয়ইত্যাদি অসিদ্ধ ও রদ হইবেক আর যদি আসামী বস্তু ও সম্পত্তি ক্রোক্হওনের সময়ে ক্রোকের হুকুম না খাটিবার নিমিত্তে ঐ বস্তু ও দ্রব্যাদি কোনপ্রকারে স্থানান্তর করে তবে এমতে এ কথা প্রমাণ হইলে পর আদালতের হুকুম না মাননিয়াদিগের ও দুর্নামিকরণিয়াদিগের প্রতি যেমত শাস্তি দিবার নিরূপণ হইয়াছে ঐ আসামী সেই মত শাস্তি পাইবেক আর যদি আদালতের সাহেব

অনেক মূল্যের ভূম্যাদির মোকদ্দমাতে আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওয়াপর্য্যন্ত ঐ ভূমি আসামীর দখলছাড়া করিয়া ক্রোক্ রাখা উচিত বুঝিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

অধিক মূল্যের ভূমির মোকদ্দমাতে ন্যায় বিধানানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওন পর্য্যন্ত অথবা যাবৎ মালজামিন না দেয় তাবৎ ঐ ভূমি আসামীর ভোগদখলছাড়া করিয়া লইয়া ক্রোক্ রাখা বিহিত বুঝেন্ তবে এমতে আপীলের মোকদ্দমাতে আপেলান্ট ও রিস্পাণ্ডেন্ট ডিক্রীর টাকা আদায়করণার্থে ও ডিক্রী জারীহওনের নিমিত্তে জামিন না দিতে পারিলে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারার ৯ প্রকরণে লেখা গিয়াছে সেইপ্রকারে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের দ্বারা সে ভূমি ক্রোক্ রাখিবেন। আর

আর উপরের উক্ত প্রকরণব্যতিরেকে যদি এই ধারানুসারে ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু ও সম্পত্তি ক্রোক্ হয় কিন্তু যাহা রুবকারীতে লেখা কর্ত্তব্য এমত কোন বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত আসামী কিম্বা তাহার সদৃশ ব্যক্তিকে ঐ ভূম্যাদি বস্তুসম্পত্তি আমলদখল করিতে কি যে কর্ম্ম করিলে ক্রোকের তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত না হয় সে কর্ম্ম করিতে না দেওয়া কি বারণকরণ কোন প্রকারে কর্ত্তব্য ও সঙ্গত হইবেক না। ইতি।

ক্রোকের তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত না হইলে উপরের প্রকরণব্যতিরেকে আর কোন প্রকারে ভূম্যাদি বস্তু আসামীইত্যাদির দখলছাড়া করা কর্ত্তব্য না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। — জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর ন্যায় বিচারানুসারে ও ডিক্রীর হুকুমমতে ঐ ক্রোকী ভূম্যাদি বস্তু ও সম্পত্তির বিষয়ে যেমত হুকুম দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় সেই মত হুকুম দেন্ ইহাতে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা ও আরং যে ওয়াজিবী কর্জ্জা দেনার টাকা ডিক্রীর টাকা আদায় করণের পূর্ব্বে দিতে ও পরিশোধ করিতে হয় তাহার উপযুক্ত ভূম্যাদি ও বস্তুসম্পত্তি ব্যতিরেকে আসামীর আর যাহা বক্রী থাকে তাহাহইতে ডিক্রীর টাকা আদায় হইবেক আর যদি ফরিয়াদীর নালিশী মোকদ্দমা ডিসমিস হয় কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর নালিশী দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে ফরিয়াদীর নালিশকরণহেতুক ঐ ভূম্যাদি ক্রোকহওনেতে আসামীর যে খরচখরচা ও ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা আদালতের খরচার ন্যায় জ্ঞান করা গিয়া সেই টাকা আসামীকে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।

জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেব ক্রোকীবস্তুর বিষয়ে যে উচিত হুকুম দিবার ও ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইলে যে বস্তু ডিক্রীর টাকা আদায়ের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

ফরিয়াদীর নালিশ ডিসমিস হইলে খরচা ও ক্ষতির টাকা দিবার দায় ফরিয়াদীর শিরে থাকিবার কথা।

৬ ধারা।

কোন মোকদ্দমাতে উপরের ধারার উক্ত মতে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের হুকুমানুসারে যদি কাহার বস্তুসম্পত্তি ক্রোক্ হয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার নম্বরবিলীর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন আর যদি মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে আসামী প্রত্যয়স্থ মালজামিন দেয় তবে সে ক্রোকী ভূম্যাদি বস্তু ক্রোকহইতে ছাড়িয়া দেন্ ইতি।

কোন মোকদ্দমায় আদালতের হুকুমমতে কোন বস্তু ক্রোক্ হইলে বিনানম্বরবিলিতে সে মোকদ্দমার বিচারকরণের ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে মাল জামিন দিলে ক্রোক্ বারণ করিবার কথা।

৭ ধারা।

জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক যে সকল মোকদ্দমাতে মালআমওয়াল ও বস্তুসম্পত্তি ক্রোক্ করিলে পর যদি সে ক্রোক্ কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত বহাল থাকে আর এই মত যে সকল মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট জামিন না দিতে পারিলে যদি সদরের ও কোর্ট আপীলের সাহেবলোক তাহারদিগের ঐ বস্তুসম্পত্তি ক্রোকের হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তবে এমতে ঐ সাহেবলোকেরাও এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথা ও হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

কোর্ট আপীল কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোক কোন মোকদ্দমাতে বস্তুসম্পত্তি ক্রোক রাখা উচিত বুঝিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।



৮ ধারা।

৮ ধারা।

কোন মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তি জামিনের বদলে প্রমিসারী নোট ইত্যাদি নগদ টাকার দস্তাবেজ কি নগদ টাকা আমানত করিলে গ্রাহ্য হইবার কথা।

ঐ২ আমানত আদালতের খাজাঞ্চীর নিকটে থাকিবার ও মোকদ্দমার শেষ হইলে পর যদর্থে রাখা গিয়াছিল তদর্থে দেওয়া যাইবার কথা।

জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা কোর্ট আপীল আদালতের কোন মোকদ্দমাতে কোন ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে হাজিরজামিন ও মালজামিন তলব করা গেলে পর সে যদি প্রত্যয়জন্যে প্রয়োজনোপযুক্ত নগদ টাকা কিম্বা প্রমিসোরী নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ দিনর্শনপত্র আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত রাখণের মতে দাখিল করে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার জামিনার বদলেতে তাহা মঞ্জুর ও কবুল অর্থাৎ গ্রাহ্য ও স্বীকার করিয়া ও আমানত রাখা টাকা ও নোট ইত্যাদির কাগজ আদালতের খাজাঞ্চীকে আপন নিকটে অতিসাবধানে রাখিতে হুকুম দেন আর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর কিম্বা তাহা আমানত থাকনের প্রয়োজন না থাকিলে পর তাহা ফিরিয়া দেন্ কিম্বা যে প্রকার উচিত বুঝেন্ তদনুরূপ কর্ম্ম করিবেন ইতি।

৯ ধারা।

কমিস্যনরলোকেরা এই আইনের ২ ধারার হুকুমমতে আপন২ ভারের কর্ম্ম করিবার আর তাহারা কএক প্রকরণ ব্যতিরেকে কোন প্রকারে আসামীর স্থানে জামিন লইতে কি তাহার বস্তু ক্রোক্ করিতে না পারিবার কিন্তু জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেব তাহারদিগকে অর্পিত মোকদ্দমাতে উচিত মত হুকুম দিতে পারিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে এদেশীয় কমিসানরলোকেরা মুনসেফী কিম্বা আমিনী অথবা সালিসীর সনন্দ পাইয়াছে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ২ ধারার হুকুম মতানুসারে কোন আসামীর পলাইবার ইচ্ছা আছে এমত বোধ না হইলে জামিন তলব না করিয়া তাহার নামে কেবল এক চিঠী জারী করিতে হয় অতএব সেই হুকুমমতে আপন২ ভারের কর্ম্ম করে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ১৬ আইনের ৯ ধারা ও ঐ সনের ৪৯ আইনের ১৭ ধারার লিখিত কএক প্রকরণব্যতিরেকে কোন প্রকারে এই আইনানুসারে আসামীদিগের স্থানে হাজিরজামিনী তলব করিতে কি তাহারদিগের মালআমওয়াল ও বস্তুসম্পত্তি ক্রোক্ করিতে কমিস্যনরদিগের প্রতি অনুমতি নাহি কিন্তু সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের অনুমতিক্রমে ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সদর কিম্বা মফঃসলের কমিস্যনর লোকদিগকে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করিয়া থাকেন্ এই আইনানুসারে সেই সকল মোকদ্দমাতে যেমত হুকুম দেওয়া সঙ্গত হয় আবশ্যক সময়ে সেইমত হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১০ ধারা।

ডিক্রীর টাকা আদায় করণের উপযুক্ত জায়দাদ থাকিলে শেষ ডিক্রী জারীকরণে বিলম্ব না হইবার কিন্তু যাহার পক্ষে ডিক্রী হয় যে কোন প্রকারে সম্মত হইলে কিম্বা জজসাহেব উচিত

জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবার অথবা যাহার উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন হইলে ডিক্রীহওনের পরে কিছু কাল ব্যাজে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম দিবার ক্ষমতা আছে কি না ইহাতে সন্দেহ আছে একারণ এই ধারানুসারে বিশেষ করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় তাহার কিম্বা তাহার মালজামিনের ডিক্রীর টাকা আদায়হওনের যোগ্য কিছু জায়দাদ

দাদ অর্থাৎ বিষয়বিভব যদি থাকে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগকে শেষ ডিক্রী জারীকরণেতে কোন প্রকারে বিলম্ব ও ব্যাজ করিতে অনুমতি নাহি কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পাওনের একরারনামা পাইয়া যদি ডিক্রী জারীহওনেতে কিছু কাল বিলম্ব হওয়া স্বীকার করে কিম্বা জজসাহেব কোন বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত ভূম্যাদি বস্তু বিক্রয়করণে কিছু গৌণ করা উচিত বুঝেন্ তবে কিছু বিলম্ব হইতে পারিবেক আর যদি ডিক্রীর টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু বস্তুসম্পত্তি না থাকে ও যে আদালতের সাহেবের হুকুমক্রমে মোকদ্দমা ডিক্রী হয় অথবা যে আদালতের সাহেবের ব্যাপ্যাধিকারে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাঁহারা যে মিয়াদ দেওয়া সঙ্গত ও বিহিত বুঝেন্ যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সে কি তাহার মালজামিন সেই মিয়াদের মধ্যে কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকাদেওনের নিমিত্তে এক একরারনামা হাজিরজামিনী কি মালজামিনীর সহিত যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি কিম্বা তাহার মালজামিন আপন ইচ্ছাক্রমে অথবা আদালতের সাহেব তলব করিলে যদি দাখিল করিতে চাহে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কিম্বা কমিসানরদিগের করা ডিক্রী যে সাহেব জারী করিয়া থাকেন্ তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সে একরারনামা মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন্ ও ঐ একরারনামার নিয়মমতে কার্য্যকরণে কিছু ত্রুটি না করিলে ঐ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মানুক্রমেই ডিক্রী জারী করিবেন আর যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সে ব্যক্তি যদি বন্ধনে থাকে তবে একরারনামা দিবামাত্র তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন আর ঐ ব্যক্তি একরারনামার লিখিত নিয়মমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি না করিলে ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ কদাচ কয়েদ হইবেক না ও একরারনামাতে সুদের যে হার লেখা গিয়া থাকে তাহাহইতে অধিক হারে সুদ লওয়া যাইবেক না ইতি।

বুঝিলে কিছু বিলম্ব হইতে পারিবার কথা।

ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কাহার কোন প্রকার কিছু বস্তু যদি না থাকে আর সে ব্যক্তি কিস্তিবন্দী মতে ডিক্রীর টাকা দিবার একরারনামা দেয় তবে সে একরারনামা মঞ্জুর করিবার আর একরারনামার নিয়মের ব্যতিক্রম না করিলে তাহারি লিখিত নিয়মমতে ডিক্রী জারী হইবার ও সে ব্যক্তি কয়েদ থাকে তো তৎক্ষণাৎ খালাস হইবার এবং একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করিলে এ বিষয়ে কদাচ কয়েদ না হইবার কথা।

১১ ধারা।

যে সকল অযোত্রাপন্ন কর্জ্জা খাতক ও তাহারদিগের জামিনেরা ডিক্রীর হুকুমমতাচরণার্থে কয়েদ হয় আর কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ডিক্রীর টাকা দিতে অশক্ত হয় তাহারদিগের সুগম ও সুবিদা নিমিত্তে মফঃসল দেওয়ানী আদালত ও কোর্ট আপীল আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করা যাইতেছে যে এমত কোন কয়েদী ব্যক্তি আপনার যে ভূমি ও নগদ টাকা ও দ্রব্যসামগ্রীইত্যাদি বস্তু নিজ নামে কিম্বা বিনামে অথবা সাধারণে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ্দ করিয়া আদালতে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ তালিকার ফর্দ্দ প্রমাণ কি অপ্রমাণ তাহা ও তাহার প্রতিবাদী যেং কথা কহে তাহাও সুন্দর বিবেচনাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া বুঝেন্ পরে ঐ তালিকার সত্যতা আর ঐ তালিকার ফর্দ্দের লিখিত ভূম্যাদি বস্তুসম্পত্তিভিন্ন ডিক্রীর টাকা সমুদায় আদায়হওনের উপযুক্ত আর কিছু যোত্র ও সংস্থান নাহি এ কথা প্রমাণ হইলে

কোন ব্যক্তি ডিক্রীর টাকা আদায় করণের নিমিত্তে আপন ভূম্যাদি বস্তুর তালিকা করিয়া আদালতে দাখিল করিলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।



আর

আর ঐ কয়েদী ব্যক্তি তালিকার ফর্দ্দের লিখিত বস্তুসম্পত্তি সমুদায় কিম্বা জজসাহে ব যাহা উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন তাহা আদালতে দাখিল করিলে পর আইনানু সারে ঐ সকল ভূম্যাদি বস্তু নীলাম করিয়া কয়েদী ব্যক্তির স্থানে জামিন না লইয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে জামিন লইয়া কয়েদহইতে তাহাকে খালাস করিয়া দেন্ পরে জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক প্রকৃতই অত্যন্ত দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন ও ধার্ম্মি ক ও সত্যপরায়ণ উপরের লিখিত কথা ও দাঁড়া কেবল তাহারদিগেরি সুখ ও সু বিতা নিমিত্ত চাহরা গেল এমতে কোন কর্জ্জা খাতক কিম্বা তাহার জামিন ডি ক্রীর টাকার নিমিত্তে কয়েদ হইয়া আপনার কিছু বস্তুসম্পত্তি গোপন করিয়া রা খে কিম্বা অন্য কোন ছল ও চক্রান্ত অথবা এমত কোন অপরাধ করে যে সেহেতু ক তাহারদিগ্কে উপরের উক্ত যে সকল ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ লোকেরা কর্জ্জা মহাজনের টাকা শোধ দিবার নিমিত্তে আপনারদিগের সমস্ত বস্তুসম্পত্তি দিতে উ দ্যত তাহারদিগের মত আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দয়া ও অনুগ্রহের যো গ্য লোক যদি না বুঝা যায় তবে এমত অধার্ম্মিক লোকেরা যাবৎ ডিক্রীর সমস্ত হু কুমমতাচরণ না করে তাবৎ কদাচ বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না। আর কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়েদহইতে খালাস হইলে পর যদি কিছু টাকা কি কোন বস্তু সম্পত্তি উপার্জ্জন করে তবে কর্জ্জা মহাজন আদালতের সাহেবের আজ্ঞা ও অনুমতি লইয়া ঐ বস্তুসম্পত্তিহইতে যাহা আপনার ডিক্রীর পাওনা টাকা সমুদায় আদায় হওনের উপযুক্ত চাহরে তাহা নীলাম করিয়া লইতে পারিবেক ঐ কয়েদী ব্যক্তির খালাস হওনহেতুক এমত নীলামের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং কর্জ্জা খাতক আপনার এমত সেং কোন বস্তুসম্পত্তি আপন নামে কিম্বা বিনামে ভোগ দখল করিত কোন চক্রান্তে গোপনে রাখিয়াছিল ইহা প্রমাণ হইলে কর্জ্জা মহাজন ডি ক্রীর টাকা আদায়ের কারণ পুনর্ব্বার তাহাকে কয়েদ রাখাইতে পারিবেক। আর আদালতের সাহেবেরা বিচারপূর্ব্বক এই ধারানুসারে যে হুকুম দেন্ তাহাতে ফরি য়াদী কিম্বা আসামী উভয় বিবাদির মধ্যে কেহ অসম্মত হইলে তাহারা কোর্ট আ পীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারহওনার্থে নালিশ করিতে পারিবেক আর ঐ মত কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের বিচারক্রমে অসম্মত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

কোন ব্যক্তি সমুদায় বস্তুর তালিকা করিয়া দাখিল না করিলে ডিক্রীর সমস্ত হুকুমমতাচরণ করা পর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার কথা।

কোন ব্যক্তি কয়েদ হইতে খালাস হইয়া কোন বস্তু উপার্জ্জন করিলে সে বস্তু ডিক্রীর টাকা আদায়ের নিমিত্তে গণনায় হইবার এবং কিছু বস্তু ছলক্রমে গোপনে রাখিলে ডিক্রীর টাকার নিমিত্তে পুনর্ব্বার কয়েদ হইবার কথা।

এবিষয়ে কোন ব্যক্তি জিলা কি শহরের আদালতের ও কোর্ট আপীলের সাহেবের হুকুম মতে অসম্মত হইলে ক্রমেতে কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

## ১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার মতে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হইয়া ক য়েদের মধ্যে যে খোরাকী টাকা কি কড়ি পায় খালাস হইয়া তাহা তাহার প্রতিবা দিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক কি না ইহাতে সন্দেহ ছিল অতএব এই ধারানুসারে এ ক্ষণে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে জানা কর্ত্তব্য যে খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত বস্তু ঐ ব্যক্তির থাকিলে ঐ খোরাকীর টাকা আদালতের খরচার মধ্যে

কয়েদকালের খোরাকীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত বস্তু কয়েদী ব্যক্তির থাকিলে সেই খোরাকীর টাকা আদালতের খরচার সহিত আদায় হইবার ও কিছু না থাকিলে কেবল

মধ্যে জ্ঞান করা গিয়া তাহা ঐ ব্যক্তিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ খোরাকীর টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত কিছু জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থান না থাকে তবে কেবল ঐ টাকার নিমিত্তে তাহাকে কয়েদ করা উচিত হইবেক না ইতি।

তন্নিমিত্তে সে ব্যক্তি কয়েদ না থাকিবার কথা।

VOL. IV. 269.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY.

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

পূর্ব্বাপেক্ষা পুলবন্দীর মেরামৎ সুন্দররূপে হইবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ৬ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ৬ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২৭ মহরমেজারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ আইনের ২ ও ৩ ধারাতে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে সরকারের খরচহইতে যত পুলবন্দীর মেরামৎ অর্থাৎ ভাঙ্গা ও টুটা সারিতে হয় তাহার তত্ত্বাবধারণ ও স্থধরণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবের দ্বারা হইবেক কিন্তু এক্ষণে উচিত বুঝা গেল যে যে সাহেবলোক পুলবন্দীর নিকট স্থলে আছেন তাঁহারদিগের প্রতি এই কর্ম্মের ভার দেওয়া যায় কেননা যে সকল সাহেবলোক পুলবন্দীর নিকটবর্ত্তী আছেন পুলের কোন২ স্থানে সারিতে ও বান্ধিতে হইবেক ইহা সুন্দরমতে জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন এবং এই কর্ম্মকরণার্থে যে ব্যক্তি নিযুক্ত আছে সে যে২ প্রকারে মেরামৎ করে তাহাও ভালমতে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন তদ্ব্যতিরেকে পুলবন্দীর মেরামৎ করিবার নিমিত্তে বৎসর২ যে খরচ লাগিবেক তাহার বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করণের বিষয়ে ও যে খরচ যথার্থ লাগিবেক তাহা ভালমতে যাচিবার ও বুঝিবার নিমিত্তে সাধারণ মতে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য পরে উচিত ও আবশ্যক যে মালগুজারীর ইস্তমরারী বন্দোবস্তের নিয়মমতে জমীদার ও তালুকদারদিগের যে পুলবন্দীর খরচ দিতে হয় সে সকল পুলবন্দীর মেরামৎ ও ভাঙ্গা টুটা সারা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে হয় এ সকল কথা দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের সভাতে এমত হুকুম করিলেন যে কলিকাতার নিজ অধিকার ও হুকুমের তাবে যে২ দেশ ও জিলা আছে সে সকল স্থানে এই আইনের তারিখ অবধি নীচের লিখিত হুকুম চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ আইনের ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭ ধারা ও ঐ সকল ধারার মত যে২ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ আইনে এবং ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সকল ধারা এই ধারানুসারে রহিত ও রদ্দ হইল ইতি। এই ধারানুসারে ইং ১৭৯৩ ইত্যাদি সালের কএক আইনের কোন২ ধারা রদ হইবার কথা।



৩ ধারা।

৩ ধারা।

সরকারী পুলবন্দীর তত্ত্বাবধারণের ভার সাহেবদিগের এক কমিটির প্রতি থাকিবার এবং ঐ কমিটিতে যেং সাহেব থাকিবেন তাহার কথা।

যেং জিলায় সরকারের খরচহইতে পুলবন্দী হয় তাহার মেরামতের তত্ত্বাবধারণ করিবার ও শুধরিবার ভার একং কমিটি অর্থাৎ একং সভার সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক এবং ঐ সভার মধ্যে তথাকার জিলার মাজিস্ট্রেটসাহেব ও কালেক্টর সাহেব ও সরকারের বাণিজ্যব্যাপারের কুটীর সাহেব থাকিবেন ও তদ্ব্যতিরেকে আরং যে সাহেবলোক সেই সকল স্থানে সরকারের তরফহইতে কর্ম্মকার্য্য করেন্ তাহার মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যাহাকেং নিযুক্ত করা ভাল বুঝেন্ তাঁহারা ঐ কমিটি অর্থাৎ সভার সাহেবদিগের মধ্যে গণনীয় হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

কমিটির প্রধান যে সাহেব হইবেন ও সে জিলার রেজিষ্টরসাহেবের প্রতি যে ভার থাকিবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব বহুকালাবধি সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তিনি ঐ সভার প্রেসীডেণ্ট অর্থাৎ সভার প্রধান ও অগ্রগণ্য হইবেন আর যে জিলায় এমত কমিটি অর্থাৎ সভা স্থির হইবেক সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেব আপন ভারানুসারে ঐ কমিটির সেক্রেটারী অর্থাৎ হুকুমনবীস হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

পুলবন্দী মেরামতের খরচের বরাওর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— প্রতিবৎসর বর্ষাকাল অতীত হইলে পর কমিটি অর্থাৎ সভার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আগামি বৎসরে সরকারী পুলবন্দীর মেরামতের কারণ কত টাকা লাগিবেক ইহা অতিশীঘ্র যাচিয়া বুঝিয়া খরচের বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

যে জিলাতে কমিটির বৈঠক হইবেক তথাকার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—খরচের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুতকরণেতে তাদৃক্ বিলম্ব ও ব্যামোহ হয় না অতএব যে জিলায় এমত সভাহওনের স্থৈর্য্য হয় তথাকার কালেক্টরসাহেবের প্রথমতঃ এই কর্ত্তব্য যে আগামি বৎসরে পুলবন্দীর মেরামৎ করিতে যত টাকা ব্যয় হইবেক ইহা ঠাহরিয়া ও বুঝিয়া তাহার বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিয়া সভার সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং যাহারা পুলবন্দীর কর্ম্ম করে তাহারদিগের কিম্বা অন্যং লোকদ্বারা বান্ধের কোন্ স্থানে কিমত ভাঙ্গা টুটা যথাসাধ্যে তাহা সুন্দররূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও নিশ্চয় করিয়া সভার সাহেবদিগের নিকটে সমাচার দেন্ যে তাঁহারা বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ দেখিয়া তাহার ন্যূনাধিক্য ভালমতে করিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব ইঞ্জিনির সাহেব ইত্যাদি

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারানুসারে কালেক্টরসাহেব বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রতি অনুমতি ও ভার আছে যে ইঞ্জিনির



সাহেবদিগকে

সাহেবদিগকে কিম্বা অন্যং ছোট বড় যে কোন ব্যক্তিরা সরকারের তরফহইতে তথা কার পুলবন্দীর মেরামতের কর্ম্মকার্য্যকরণার্থে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে হুকুম দেন্ যে এই কর্ম্মে সহকারিতা করে ইতি।

লোকের সহকারিতাক্রমে বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই মতে বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত হইলে পর কমিটির সেক্রেটারিসাহেবের কর্ত্তব্য যে সভার সমস্ত সাহেবদিগের নিকটে এই পাঠে লিখন লিখিয়া পাঠান্ যে অমুক দিবস মাজিস্ট্রেটসাহেবের ঘরে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের বাসস্থানে সকলে আসিয়া একযোগে সভা করিয়া বসেন্ যে আগামি বৎসর সরকারী পুলবন্দীর নিমিত্তে যে খরচ লাগিবেক তাঁহারদিগের দ্বারা তাহার বরাওর্দ্দের কাগজ দৃষ্টিপূর্ব্বক বিবেচনা ও তদন্ত করা যায় আর এইমত সভা হইলে পর তাহার মধ্যে যদি কোন সাহেব এমত কোন কথা উপস্থিত করেন্ যে তাহাতে পুলবন্দীর মেরামতের অর্থে ভাল হইতে পারে তবে সে কথা মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা ও বিচার করিয়া বুঝেন্ এবং কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে প্রতিবৎসর দিসেম্বর মাস শেষহওনের পূর্ব্বে সকলে সভাতে একত্র হন্ ইতি।

বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত হইলে কমিটির সাহেবদিগের বৈঠকহওনের মতের ও বৈঠকের সময়ে যেং কথার জিজ্ঞাসাবাদ ও বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কমিটির সাহেবদিগের নিকটে বরাওর্দ্দের হিসাব ও কাগজ মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইলে পর উচিত যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ বরাওর্দ্দের কাগজ পাঠাইয়া দেন্ আর যদি কমিটির সাহেবদিগের চিত্তে পুলবন্দীর মেরামৎকরণের ও বান্ধ দৃঢ়তর ও চিরস্থায়িহওনের বিষয়ে ভাল উদ্যোগ ও নক্সা ঠাহরে তবে উচিত যে আপনারদিগের পরামর্শের কথা বিস্তারিতক্রমে লিখিয়া বরাওর্দ্দের কাগজের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কমিটিতে বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ মঞ্জুর হইলে পর যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কমিটির সাহেবদিগের কোন সাহেব যদি সভাহওনের সময়ে তথায় উপস্থিত হইতে না পারেন্ তবে উচিত যে আপন অনুপস্থিতহওনের হেতু কমিটির সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ পরে যে সময়ে কমিটির সাহেবদিগের তরফহইতে বরাওর্দ্দের কাগজ পাঠান যায় সে সময়ে ঐ সাহেবের অনুপস্থিতহওনের লিখিত লিখনের নকল করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কোন সাহেব কমিটির বৈঠকে না যাইতে পারিলে আপন অনুপস্থিতহওনের হেতু লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

## ৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে বিলায়তী কিম্বা এ দেশীয় যেং লোক পুলবন্দীর কর্ম্মকার্য্য করেন্ তাঁহারদিগের সহকারিতাক্রমে প্রতিবৎসরের যথার্থ খরচের হিসাব ও কাগজ প্রস্তুত করেন্ কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যদি কমিটির অন্য কোন সাহেবের দ্বারা ঐ হিসাব প্রস্তুত করাণ ভাল বুঝেন তবে আগামি বৎসরের নিমিত্তে পুলবন্দীর খরচের বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিবার ও প্রতিবৎ সর

যে সাহেবের দ্বারা খরচের হিসাব প্রস্তুত হইবেক তাহার কথা।

সর যেং খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব লিখিয়া প্রস্তুত করিবার হুকুম ঐ মত কোন সাহেবের প্রতি দিবেন ইতি।

৭ ধারা।

কমিটির সাহেবেরা অবকাশমতে প্রতিবৎসরের খরচের হিসাব দৃষ্টি করিবার কথা।

কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে প্রতিবৎসরে যে সময়ে অবকাশ কাল পান্ পুলবন্দীর যথার্থ খরচের হিসাব সুন্দররূপে সেই সময়ে বিবেচনা করিয়া দেখেন্ এ মতে ঐ সাহেবেরদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত বৈঠকের সময়ে কিম্বা এই নিমিত্তে বিশেষ বৈঠক করিয়া অথবা সাহেবেরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রং ঐ হিসাব দেখেন্ ও বিবেচনা করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

কমিটির সাহেবদিগের নিকট ঐ হিসাবের ফর্দ্দ মঞ্জুর হইলে পর যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

প্রতিবৎসরের যথার্থ খরচের হিসাব কমিটির সাহেবদিগের নিকটে মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইলে পর উচিত যে ঐ হিসাবের ফর্দ্দ মোস্তোফী সাহেবের অর্থাৎ সরকারের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও মোস্তোফী সাহেবের উচিত যে ঐ কাগজপত্রদৃষ্টে আপন বিবেচনাতে যাহা ভাল বুঝেন্ তাহাও লিখিয়া হজুরে পাঠান্ পরে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর এ বিষয়ে যেমত ভাল বুঝেন্ সেই মত হুকুম দিবেন ইতি।

৯ ধারা।

পুলবন্দীর বিষয়ে যে ভার কালেক্টরসাহেবের প্রতি আছে কোনং স্থানে সে ভার নিমকমহালের সাহেবের প্রতি থাকিবার ও তাহার তত্ত্বাবধারণ বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা করিবার কথা।

কোনং স্থান এমত আছে যে তথাকার পুলবন্দী যেখানে হয় সেখানহইতে সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের বাসস্থল অতিদূর ও সেখানে কমিটির সভাকরণেতে কিছু গুণ ও ফল দর্শে না যেমত তমলুক ও হিজলী অতএব ঐপ্রকার স্থানে উচিত যে এই আইনের ৫। ৬ ধারার লিখনানুসারে যেং কর্ম্মের ভার কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি আছে সেই সকল কর্ম্ম নিমকমহালের সাহেবদিগের দ্বারা কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর এমত কর্ম্মে যাঁহাকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার দ্বারা হইবেক এমতে তথাকার পুলবন্দীর সুধরণ ও তত্ত্বাবধারণকরণের ভার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক আর ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কমিটির বিষয়ে যে সকল কথা উপরে লেখা গিয়াছে তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে যথাসাধ্য কর্ম্ম করেন্ ইতি।

১০ ধারা।

কমিটির এক জন কিম্বা কএক সাহেব বৈঠকের পূর্ব্বে পুলবন্দী দেখিয়া বেড়াইবার ও তাহার পর যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে প্রতি বৎসরে একবার কমিটির সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক অতএব উচিত যে বৈঠকহওনের পূর্ব্বে কমিটির সাহেবদিগের এক জন কিম্বা কএক সাহেব পুলবন্দীর স্থানে দিতে ভ্রমণপূর্ব্বক আপন দৃষ্টিতে সকল বান্ধের যথার্থ ভাব ও গঠন দেখিয়া কমি

টির বৈঠক হইলে পর তাহার প্রকার ও বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া কহেন্ আর ঐ সাহেবদিগের চিত্তে পুলবন্দীর মেরামত সুন্দররূপে হওনের ও সুধরণের বিষয়ে যে উদ্যোগ ও বিবেচনা স্থির হয় তাহা বৈঠকের সাহেবদিগের নিকটে কহেন্ এমতে কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে পুলবন্দীর ঐ প্রকার উদ্যোগ ও দাঁড়ার বিবরণ লিখিয়া আগামি বৎসরের খরচের বরাওর্দ্দের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

## ১১ ধারা।

সরকারী খরচের পুলবন্দীব্যতিরেকে জমীদার ও ইজারদারদিগের খরচহইতে যে সকল পুলবন্দীর মেরামত হয় তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার ও সুধরিবার ভার কমিটির সাহেবদিগের প্রতিও থাকিবেক কিন্তু পুলবন্দীর মেরামত যেমত কর্ত্তব্য যাবৎ সেমত হয় তাবৎ কমিটির সাহেবলোকদিগের তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার অপেক্ষা নাহি বরং তাহারদিগের প্রতি এই অনুমতি ও ক্ষমতা আছে যে যে সময়ে অতিআবশ্যক বুঝেন্ তখন তথাকার কোন জমীদার ও ইজারদারের নিকটে এই মজমুনে পরওয়ানা লিখিয়া পাঠান্ যে অমুক স্থানের পুলবন্দীর মেরামত করিতে হইবেক অতএব তোমারদিগের উচিত যে তাহার মেরামত যেপ্রকার করিতে হয় তাহা করহ পরে এই পরওয়ানা কমিটির সাহেবেরা আপনারদিগের নিকটহইতে কিম্বা কালেকটরসাহেবের দ্বারা জারী করেন ইহাতে যদি কোন জমীদার ও ইজারদার এমত পরওয়ানা পাইলে পর বান্ধের যেমত মেরামত কর্ত্তব্য শীঘ্র তাহা না করে তবে কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে ঐ পুলবন্দীর মেরামত করিতে যত টাকা লাগিবেক তাহা বুঝিয়া বরাওর্দ্দের কাগজ প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ বান্ধের মেরামত সরকারের চাকরলোকদিগের দ্বারা করাইয়া তাহাতে প্রকৃত যে খরচ হয় তাহার হিসাবের কাগজপত্র লেখাইয়া মোস্তোফী সাহেব অর্থাৎ সরকারের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ পরে হজুরে ঐ হিসাব মঞ্জুর হইলে যে জমীদার ও ইজারদারদিগের আপন২ কৃত নিয়মানুসারে ঐ বান্ধের মেরামত করিতে হইত তাহারদিগের স্থানে মেরামতের খরচের টাকা লওয়া যাইবেক ইতি।

জমীদারাদি লোকের দ্বারা যে২ পুলবন্দীর মেরামত হয় তাহাতে কমিটির সাহেবদিগের যে প্রকার ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

## ১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জমীদার ও ইজারদারেরা অসঙ্গত করিয়া বান্ধ ভাঙ্গিয়া কত২বার খাল ও নালা করিয়া থাকে ইহাতে লোকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি ও অপচয় হইয়াছে একারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এই হুকুম মানিয়া সকলে কর্ম্ম করে ইতি।

বান্ধের মধ্যে নালা করিবার উদ্যোগার্থে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এমত কার্য্যরূপে নালা ও খাল যা কাটা যাইবার নিমিত্তে

বান্ধের মধ্যে কোন



তাহারা

খানে নালাকরা আব শ্যক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

চাহরা গেল যে জল আনিবার নিমিত্তে বান্ধের যে স্থানে নালা করা অতিআবশ্যক হয় সেখানে কপাটের সহিত পাকা নালা এপ্রকার গাঁথিয়া প্রস্তুত করা যায় যে যখন ইচ্ছা খুলিয়া দেয় ও ইচ্ছামতে বন্ধ করিয়া রাখে এমতে কমিটির সাহেবদিগের উচিত যে দেশের সুমঙ্গল ও ভূম্যাদির আবাদতরদ্দুদ সুন্দররূপে হওনার্থে বান্ধের কোন২ স্থানে অতিআবশ্যক মতে এপ্রকার পাকা নালা প্রস্তুত করিলে পুর্ব্বমত কদর্য্যরূপে খাল কাটনেতে যে ক্ষতি ও অপচয় হইত তাহা না হইতে পায় ইহা সুন্দর মতে বুঝিয়া ও বিবেচনা করিয়া আপনারা যে নক্সা ও উদ্যোগ স্থির করেন্ তাহা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

আবশ্যকমতে পাকা নালার দ্বার যে ব্যক্তি খুলিতে পারিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এইমত পাকা নালা প্রস্তুত হইলে পর তাহার দ্বার দারোগা কিম্বা আর যে কেহ এমত কর্ম্মের ভার রাখে এই দুই জনব্যতিরেকে অন্য কেহ কদাচ খুলিতে পারিবেক না এমতে দারোগাইত্যাদির উচিত যে কমিটির সাহেবদিগের কিম্বা পুলবন্দীর মেরামতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের হুকুমমতে ঐ পাকা নালার দ্বার খুলিয়া দেয় ও বন্ধ করিয়া রাখে ইতি।

কোন স্থানের প্রজাদিরা বান্ধের মধ্যে নূতন নালা করিতে চাহিলে তাহার আজ্ঞাওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যেখানে এইমত পাকা নালা প্রস্তুত না হইয়া থাকে সেখানকার জমীদার ও প্রজালোক যদি বান্ধের মধ্যে পুর্ব্বমত খাল কাটিতে চাহে তবে পুলবন্দীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের নিকটে দারোগার দ্বারা ইহার দরখাস্ত দেয় এমতে যদি উচিত হয় তবে পুলবন্দীর কর্ত্তা সাহেব আপনি তাহার হুকুম দিবেন কিম্বা আবশ্যকমতে কমিটির সাহেবদিগের নিকট গোচর করিয়া তাঁহারদিগের বিবেচনামতে যাহা কর্ত্তব্য হয় সেইমত কার্য্য করিবেন ইতি।

কমিটি ও পুলবন্দীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নিকট নূতন নালা করিবার দরখাস্ত দিলে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কমিটির সাহেবলোক ও পুলবন্দীর মেরামৎ করিবার নিমিত্তে যে সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহারা যখন এমত দরখাস্তের বিবেচনা করেন্ উচিত যে বান্ধের মধ্যে এমত খাল কাটিলে যাহারা দরখাস্ত দিয়াছে তাহারদিগের যেং গুণ ও ফলোদয় হইবেক কেবল ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া এমত খাল কাটিলে অন্যং লোকদিগের ভূম্যাদির কিছু মন্দ ও ক্ষতি হইতে পারে কি না ইহাও যথোচিত যাচিয়া বুঝিয়া যাহাতে দেশের হিত ও মঙ্গল ও সমস্ত প্রজালোকের সুখ ও ফলোদয় সুন্দররূপে হইতে পারে সেইমত হুকুম দেন্ ইতি।

কোন ব্যক্তি উপরের লিখনক্রমের বিপরীতাচরণ করিয়া নালা কাটিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—উপরের উক্ত দুই প্রকরণের লিখিত নক্সা ও দাঁড়ার বিপরীত আচরণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি বান্ধ ভাঙ্গিয়া খালজোল করে তবে এমত অপরাধের বিচার ফৌজদারী আদালতে হইবেক ও মাজিস্ট্রেইটসাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত অপরাধের বিচার আপনি করেন্ কিম্বা উৎকটাপরাধ হইলে ঐ মোকদ্দমা দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে তাঁহারদিগকে অর্পণ করেন্ যে ঐ অপরাধী আপন অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি পায় ইতি।



৭ সপ্তম

৭ সপ্তম প্রকরণ।— তদ্ব্যতিরেকে এমত অবিহিতরূপে খালজোল কাটাতে যদি কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি ও অপচয় হয় তবে সে ব্যক্তি ঐ অপরাধির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন ক্ষতি ও অপচয়ের বদল বুঝিয়া লইতে পারিবেক ইতি। অবিহিতরূপে নালা কাটনেতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে দেওয়ানী আদালতে কাটনিয়ার নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১৩ ধারা।

জমীদার ও ইজারদারদিগের প্রতি যে সকল পুলবন্দীর মেরামত করিবার ভার আছে তাহার প্রতিও উপরের উক্ত সকল কথা খাটিবেক কিন্তু তাহাতে বিশেষ এই যে যদি কোন ব্যক্তি বান্ধের মধ্যে কোন খানে নালা ও খাল করিতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ইহার দরখাস্ত জমীদার ও ইজারদার কিম্বা তাহারদিগের তরফহইতে যাহারা পুলবন্দীর মেরামতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের নিকটে দেয় ও জমীদার ও ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মতাবধান পূর্ব্বক সে দরখাস্তের বিবেচনা করিয়া যে উচিত হয় তাহার আজ্ঞা দেন্ এমতে যদি কোন ব্যক্তি জমীদারদিগের কৃত আজ্ঞামতে অসম্মত হয় তবে উচিত যে ইহার দরখাস্ত কমিটির সাহেবদিগের নিকটে দেয় পরে তাহারা এ বিষয়ে যেমত উচিত বুঝিবেন সেই মত হুকুম দিবেন আর জানা কর্ত্তব্য যে এই নক্সা ও দাঁড়ার বিপরীতাচরণ করিয়া যদি কেহ বান্ধের মধ্যে পূর্ব্বমত নালা ও খাল কাটে তবে উপরের ধারার ৬ প্রকরণের লিখনানুসারে ফৌজদারী আদালতে তাহার শাস্তি হইতে পারিবেক ও এই মত নালা ও খাল কাটনেতে অন্য২ লোকের যে ক্ষতি ও অপচয় হয় তাহার বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে তাহার নামেও দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি। কিঞ্চিৎ প্রভেদে উপরের লিখিত সমস্ত কথা জমীদারদিগের পুলবন্দীর বিষয়েও খাটিবার কথা।

VOL. IV. 277.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ৭ সপ্তম আইন।

কলিকাতার পার্শ্ব ও সমীপ স্থানে দেওয়ানী আদালতের নূতন কাছারী পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং ঐ আদালতের সাহেবের ক্ষমতা ও ভারের বিবরণ বিশেষ করিয়া লিখিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ২৬ আপ্রিল মাতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১৫ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ২৩ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ১৫ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৮ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৬ সফরে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে কলিকাতা শহরের ও তাহার আশপাশ নিকট ও সমীপ স্থানাদির বন্দোবস্ত ও তথাকার বসিয়া লোকদিগের ধন ও প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে হওনের কারণ ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালে উচিত ও বিহিত বুঝা গিয়াছে যে কলিকাতা শহরের মধ্যে যে সাহেবলোকেরা পোলীসের কর্ম্মাদির পরিপাটী ও ফৌজদারী কর্ম্মকার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেন তাহারদিগকে চব্বিশপরগনার ও কলিকাতার আশপাশ যত মহাল দশ ক্রোশের মধ্যে আছে তথাকার পোলীসের কর্ম্মকার্য্য ও ফৌজদারী ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিবার ভার দেওয়া যায় এবং মাজিষ্ট্রেটী ভারের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও তাঁহারদিগকে অর্পণ করা যায় এবং ইহাও উচিত বুঝা গিয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইন এবং ফৌজদারী ও পোলীসের বিষয়ে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যে প্রকার ক্ষমতা ও সাধ্য আছে সেই প্রকার সাধ্য ও ক্ষমতা চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে দেওয়া যায় এবং সে সময়ে এ প্রকার স্থির হইয়াছে যে দায়েরসায়েরী আদালতে অর্পণহওনের নিমিত্তে যত আসামী চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমমতে বন্ধনে কিম্বা জামিন দিয়া রহিয়া থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমাও কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বিচারক্রমে নিষ্পত্তি হয় কিন্তু এই নিয়মে যেং অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার কেবল সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য এমত অপরাধী না হয়। আর চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালত মৌকুফ হইয়া ঐ আদালতের ব্যাপ্য যত মহাল ও পরগনা ছিল তথাকার সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার হুগলী জিলার জজসাহেবের প্রতি দেওয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল পরগনা ও মহালের মধ্যে যে কএক মহাল নদীয়া জিলার অতিনিকটে আছে সে সকল মহালের সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের ক্ষমতা ঐ নদীয়া জিলার জজসাহেবকে দেওয়া গিয়াছে পরে জানা কর্ত্তব্য যে এই নক্সার হেতুবাদ।



তাৎপর্য্যক্রমে

তাৎপর্য্যক্রমে কলিকাতা শহরের ও চব্বিশ পরগনার পোলীসের পরিপাটী ও ফৌজদারী কর্ম্মের বন্দোবস্ত এমত সুন্দর হইয়াছে যে তাহাতে যে প্রকার ফলের আশা ও আকাঙ্খা ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু যদবধি চব্বিশ পরগনার কএক মহাল হুগলী জিলার দেওয়ানী আদালতের শামিল হইয়াছে তদবধি ঐ আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার এ প্রকার বাহুল্য হইয়াছে যে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এক জন জজসাহেবের দ্বারা হইতে পারে না এহেতুক আবশ্যক হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের ২ ধারানুসারে ঐ জিলাতে এক জন আসিষ্টান্ট জজসাহেব নিযুক্ত করা যায় এবং কলিকাতা শহরের আশপাশ ও সমীপ ও নিকট স্থানে দিনে২ বসতি ও আবাদের আধিক্য হইতেছে এবং লোকেরদিগেরো অত্যন্ত বাহুল্য ও সমূহতা হইতেছে এতদ্দৃষ্টে উচিত ও অত্যাবশ্যক বুঝা গেল যে কলিকাতার নিকট স্থানে এক দেওয়ানী আদালত পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর এমত হুকুম করিলেন যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত হুকুম চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার সন্নিকট স্থানে চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের কাছারী পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে কলিকাতার নিকট ও সন্নিকট স্থানে পুনর্ব্বার এক নূতন দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও পূর্ব্বমতে চব্বিশ পরগনার দেওয়ানী আদালতনামে ঐ আদালত খ্যাত ও নামলব্ধ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

চব্বিশপরগনার জজসাহেবের ক্ষমতা ও হুকুম যে২ মহালে ও স্থানে চলিবেক তাহার কথা।

চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হুকুমের তাবে যত মহাল ও গ্রাম আছে সে সকল স্থানে চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের হুকুম জারীকরণের ক্ষমতা থাকিবেক কেননা যে২ স্থানের ফৌজদারী ও পোলীসের কর্ম্ম ও মোকদ্দমাদিকরণের ভার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের প্রতি আছে সেই২ স্থানের দেওয়ানী মোকদ্দমার নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তিকরণার্থে জজসাহেবেরো সাধ্য ও ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু চব্বিশপরগনার জজসাহেব নিজ কলিকাতার সীমানার মধ্যে এই ধারানুসারে আপন আদালতের হুকুম জারী করিতে পারিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

হুগলী ও নদীয়া জিলার জজসাহেবদিগের নিকটে এ আইন পঁহুছিলে পর তাঁহারদিগের যেপ্রকার ক্ষমতা থাকিবেক ও যাহা কর্ত্তব্য হইবে তাহার কথা।

যে সময়ে হুগলী ও নদীয়া জিলার জজসাহেবদিগের নিকটে এই আইন পঁহুছিবেক সে সময়অবধি এই আইনের ৩ ধারার লিখিত সমস্ত মহাল ও পরগনাদিতে তাঁহারদিগের হুকুম জারীকরণের ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক না অতএব ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের দ্বিতীয় ধারানুসারে নূতন যে আদালত নির্দ্দিষ্ট হইল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৮ ধারানুসারে কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে ঐ আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের সম্পর্ক রাখে এমত যত মোকদ্দমা রু

 বকার

বকার হওনের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকে সে সকল মোকদ্দমার কাগজপত্র ও তাহা ব্যতিরেকে ঐ তৃতীয় ধারার লিখিত মহাল ও সকল পরগনার উপস্থিত যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার কাগজপত্র একত্র করিয়া এবং তাহার ফিরিস্তি লিখিয়া চব্বিশপরগনার জজসাহেবের নিকট শীঘ্র পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

### ৫ ধারা।

চলিত আইনানুসারে অন্যং জিলার জজসাহেবেরদিগের যে প্রকার সাধ্য ও ক্ষমতা আছে এই আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতের যে জজসাহেব নিযুক্ত হইলেন তাঁহারো সেই প্রকার ক্ষমতা ও সাধ্য হইবেক আর ঐ মত চলিত দাঁড়ামতে আপনভারের কর্ম্মকার্য্য করিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশ আইনের অনুসারে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও উত্তর কালে হইবেক তাহার সমস্ত হুকুম ও লিখিত কথা আপন কার্য্যোপদেশরূপে মানিয়া ব্যাপার কার্য্য করিবেন ইতি।

এই আইনানুসারে যে আদালত নির্দ্দিষ্ট হইল সে আদালতের সাহেবের কি প্রকার ক্ষমতা হইবেক তাহার কথা।

### ৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে প্রতিজিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ঐং জিলার মাজিষ্ট্রেটী ভারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ফৌজদারী কর্ম্মকার্য্য ও পোলীসের বন্দোবস্ত করিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে চব্বিশপরগনার জজসাহেবের প্রতি এমত ভার থাকিবেক না কেননা সে সাহেব কেবল দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে নিযুক্ত হইলেন অতএব তিনি ফৌজদারী ও পোলীসের মোকদ্দমা ও কর্ম্মকার্য্যে কদাচ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ইতি।

ফৌজদারী মোকদ্দমা দিতে চব্বিশপরগনার জজসাহেবের ক্ষমতা ও হুকুম না খাটিবার কথা।

### ৭ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে সাহেবলোক কলিকাতাশহরের পোলীসের কর্ম্মকার্য্য করেন্ তাঁহারা চব্বিশপরগনা ও তাহার শামিল যে কএক মহাল আছে তথাকার মাজিষ্ট্রেটী ভারে নিযুক্ত হইলেন অতএব ঐ সাহেবদিগের প্রতি কিম্বা যে সাহেব সরকারহইতে এমত কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহার প্রতি চব্বিশপরগনার ও অন্যং মহালের অর্থাৎ চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য যেং স্থান তথাকার ফৌজদারী কর্ম্মকার্য্যকরণের ক্ষমতা ও সাধ্য থাকিবেক এমতে তাঁহারদিগের উচিত যে চলিত আইনের সমস্ত কথা ও হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে আপন কর্ম্মাদি করেন্ ও তদ্ব্যতিরেকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশ আইনানুসারে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার লিখিত সমস্ত কথা ও হুকুম আপন কার্য্যোপদেশ জানিয়া ব্যাপার করেন্ ইতি।

চব্বিশপরগনার ফৌজদারী কর্ম্মকার্য্য যে সাহেবের দ্বারা হইবেক তাহার কথা।



৮ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ৭ সপ্তম আইন।

### ৮ ধারা।

কলিকাতার মধ্যে থাকিয়া যে সাহেবলোকেরা সরকারের কর্ম্মকার্য্য করেন তাহারদিগের নামে কোন আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

চব্বিশপরগনার আদালত মৌকুফ হইয়াছে একারণ ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ একাদশ আইনের ২৬ ষড়্বিংশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতার পরমিটের কালেক্টরসাহেবের নামে কিম্বা তাঁহার কোন চাকরের নামে নালিশ করিতে চাহে তবে হুগলী জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশকরা উচিত যে ঐ আদালতের জজসাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু এক্ষণে ঐ ধারা রদ ও রহিত হইল ও উত্তরকালে চব্বিশপরগনার জজসাহেবের প্রতি অনুমতি হইবেক যে কলিকাতার পরমিটের কালেক্টরসাহেবের নামে কিম্বা তাঁহার আমলার নামে যে নালিশ হয় চলন আইনের মতে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত যত সাহেব লোক কলিকাতা শহরে বাস করেন্ তাঁহারদিগের নামে যদি এমত কোন নালিশ হয় যে তাহা সকল জিলার দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইতে পারে তবে এমত নালিশ চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে হইবেক ও চলন আইনানুসারে এমত মোকদ্দমাদির বিচার ও বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

VOL. IV. 282.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ৮ অষ্টম আইন।

মালগুজারী উসূল তহসীলের কালেক্টরসাহেবলোক কিম্বা পরমিট পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা অথবা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবলোক কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যভারাক্রান্ত বিলায়তনিবাসি সাহেবলোকেরা আপনং ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণে চলিত আইনের অন্যথাচরণ করিলে তাঁহারদিগের নামে নালিশ করিতে পারিবার ক্ষমতা যেং চলিত আইনানুসারে লোকদিগকে দেওয়া গিয়াছিল সে সকল চলিত আইনের লিখিত অনেকং কথা ও বিষয় শুধরিবার ও নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার এবং ঐ সাহেবলোকেরা যে জিলা ও শহরের আদালতের ব্যাপ্য থাকেন সেই জিলা ও শহরের আদালতে তাঁহারদিগের নামে নালিশ শুনা যাইতে পারিবার মত স্থিরকরণের এবং ঐ সকল সাহেবের নামে হওয়া নালিশের কোনং মোকদ্দমা বিশেষমতে শুনিবার ও বিচার করিবার নিমিত্তে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১২ মাই মোতাবেক্কে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ৩০ বৈশাখ মওয়াফেক্কে ফসলী ১২১৩ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ৩১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২২ সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৭ সপ্তম ধারানুসারে বারাণস দেশে এবং ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারামতে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্তাধিকারে চলন হইয়াছে তাহাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কালেক্টরসাহেবলোক কিম্বা তাঁহারদিগের ছোট সাহেবেরা অথবা আমলাবর্গ এবং সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবলোক কিম্বা তাঁহারদিগের যে ছোট সাহেবেরা অথবা যে আমলাবর্গ বাণিজ্যব্যাপারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণের বিষয়ে নিযুক্ত আছে এবং নিমকমহালের সাহেবলোক কিম্বা তাঁহারদিগের যে ছোট সাহেবেরা অথবা যে আমলাবর্গ লবণ প্রস্তুতকরণের কর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং পরমিট পঞ্চোত্তরার সাহেবলোক কিম্বা তাঁহারদিগের যে ছোট সাহেবেরা অথবা যে আমলাবর্গ হাসিলমাসূল অর্থাৎ দানজগাৎ লইবার নিমিত্তে প্রবৃত্ত আছে এবং টাঁকশাল ও পরখাইয়ের সাহেবলোক কিম্বা তাঁহারদিগের ছোট সাহেবেরা অথবা আমলাবর্গেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশ আইনের নিয়মানুসারে নির্দ্ধারিত ও প্রকাশিত কোন আইনের



হুকুমের

হুকুমের অন্যথায় কোন কর্ম্ম আপন২ ভারের কার্য্য নির্ব্বাহকরণের মধ্যে ক
রিলে তাঁহারা যে জিলা ও শহরের ব্যাপ্যাধিকারে থাকেন্ কিম্বা থাকিয়া সরকা
রের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করেন্ সেই জিলা ও শহরের আদালতে তাঁহারদিগের ই
হার জওয়াব দিতে হইবেক। এবং সরকারের চলিত আইনের মধ্যে বিশেষতঃ
যে২ আইন ঐ সকল সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আমলালোকের ভারের
সহিত সম্পর্ক রাখে এবং ঐ মত যে২ আইন আকীন প্রস্তুতকরণের সাহেবলোক
ও তাঁহারদিগের আমলালোকের ভারের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাতে উপরের উক্ত
কথার মত যে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে এমত রক্ষা পাইতেছে
যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর অথবা
বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের আজ্ঞামতে উপরের লিখিত কোন কার্য্যকারক সাহে
বের দ্বারা কোন কর্ম্ম ও আচরণহওনেতে চলিত আইনের লিখনানুসারে যদি কোন
ব্যক্তি আপনাকে আপনি দৌরাত্ম্যাপন্ন ও উৎপাতগ্রস্ত বুঝিয়া নালিশ করিতে
চাহে তবে সে নালিশ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নামে হইতে পারিবেক না এবং
যদি কেহ এ কথা কহিয়া কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ করিতে চাহে যে যদি
কালেক্টরসাহেব করারদাদের নিয়ম ও সময় মতে মালগুজারীর টাকা তলব
করেন্ কিন্তু ফলে সেই করারদাদ চলিত কোন আইনের মতের ব্যতিক্রম কিম্বা ঐ
করারদাদের সমুদায় নিয়ম ও কথা কিম্বা কোন কথার প্রতি আর কোনপ্রকার আ
পত্তি করিয়া যদি নালিশ করিতে চাহে তবে এমতেও সে নালিশ কালেক্টরসাহে
বের নামে হইতে পারিবেক না এবং এমত২ বিষয়ে সরকারকে আসামীর ন্যায়
জ্ঞান করা যাইবেক। আর ঐ করারদাদের অসাব্যস্ততা যাবৎ আদালতের হুকুম
মতে প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহার সমস্ত কথা ও নিয়ম বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক
এমতে ঐ নিষ্পীড়িত ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে যে কর্ম্ম ও আচরণহওনেতে যে আই
নের হুকুমমতে আপনাকে আপনি দৌরাত্ম্যাপন্ন ও নিষ্পীড়িত জ্ঞান করিয়া থাকে
তাহার বিবরণ ও বিস্তারিত ও আইনের নাম এবং এ বিষয়ের বিচারের হুকুম
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে হওনের কারণ নিবে
দন লিখিয়া যে জিলা ও শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে কালেক্টরসাহেব
কিম্বা ঐ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব থাকেন্ সেই জিলা ও শহরের আদালতে নালিশের আ
রজী দেয় ও সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী অতিশীঘ্র শ্রীযুত নও
য়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ পরে ঐ শ্রীযুত সে বিষয়
অবগত হইলে তাঁহার বিবেচনামতে সে মোকদ্দমা যে আদালতে বিচারহওনের
উপযুক্ত হয় আইনানুসারে যে মত আর২ সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি
হইয়া থাকে সেইমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হওনার্থে সে মোকদ্দমা সেই আদালতে
অর্পণ করিবেন এমতে সেই কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ে শ্রীযুত নও
য়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহে
বদিগের যেমত২ পরামর্শ ও যুক্তি স্থির হয় সেইমতে সরকারের তরফহইতে সে

মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব অর্থাৎ উত্তরপ্রত্যুত্তর করেন্ এবং যে আদালতে
সে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে আদালতে সরকারের তরফ সওয়াল ও জওয়াব
করণার্থে যে উকীল নিযুক্ত থাকে এ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের বিষয়ে
যেমত২ উচিত ও আবশ্যক হয় তাহাকে তাহার সমাচার দেন্ এবং চলিত
আইনের মধ্যে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে সরকারের নিজ নামে দাওয়ার মো
কদ্দমাব্যতিরেকে আর কোন মোকদ্দমাতে সরকারের কার্য্যকারকের নামে যদি না
লিশ হয় তবে সে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে আদালতের নিযোজিত উকীলদিগের
যে কোন উকীলকে আপন তরফে নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা সে মোকদ্দমার
সওয়াল ও জওয়াব করেন্ পরে ঐ কার্য্যকারক সরকারের আইনের অন্যথাচরণ
করিলে সে ব্যাপার কিম্বা যে কর্ম্ম করিবার অনুমতি চলিত আইনের মধ্যে নাহি
এমত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা যদি আদালতের বিচারক্রমে প্রমাণ হয় তবে
তাঁহার আপন ধনাদিহইতে আদালতের খরচা দিতে হইবেক আর সরকারের
নিমিত্তে কিছু টাকালওনেতে কিম্বা তাহা তলবকরণহেতুক সরকারের কার্য্যকার
কের নামে যদি নালিশ হয় তবে প্রথমতঃ তাহাতে আদালতের খরচা ও রসুম
সরকারের তহবীলহইতে দেওয়া যাইবেক পরে যদি আদালতের শেষ ডিক্রীক্র
মে এমত প্রমাণ হয় যে ঐ কার্য্যকারক সরকারের আইনের হুকুমমতেই এমত
ব্যাপার করিয়াছিলেন তবে তিনি কোন প্রকারে আদালতের খরচার দায়ী হই
বেন না ও কালেক্টরসাহেবলোক কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যকারক সাহেব
লোক আপন২ ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে চলিত আইনের অন্যথাচরণ করিলে
যদি তাঁহারদিগের নামে নালিশ হয় তবে তাঁহারা আপন২ তরফহইতে সে মোক
দ্দমার সওয়ালজওয়াব করিবেন কিন্তু যদি এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন হুকুম হইয়া
থাকে আর ঐ হুকুমমতে কালেক্টরসাহেব ও ঐ কার্য্যকারক সাহেব এমত কর্ম্ম ও
আচরণ করিয়া থাকেন্ তবে কোন প্রকারে তাঁহারদিগের আদালতের খরচা দিতে
হইবেক না অতএব উপরের লিখিত কথাক্রমে স্পষ্ট ইহা বুঝা যাইতেছে যে যে২
মতে সরকারের নামে দাওয়া হইতে পারে ও যে২ প্রকারে সরকারের কার্য্যকার
কের নামে নালিশ হইয়া তাহার সওয়ালজওয়াব আপন তরফহইতে তাঁহার
করিতে হয় ইহারি প্রভেদ বুঝা যাইবার নিমিত্তে ঐ কএক আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে
আর এই কারণে যে শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের কিম্বা বোর্ড রে
বিনিউ অথবা বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে কোন কর্ম্ম ও আচরণহও
নেতে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে আপনি দৌরাত্ম্যাপন্ন ও নিষ্পীড়িত জ্ঞান করিয়া
নালিশ করিতে চাহে তবে শীঘ্র তাহার সংবাদ শ্রীযুক্তের হজুরে দেওয়া কর্ত্তব্য কে
ননা যদি শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইহা বুঝেন্ যে ঐ কর্ম্মহওনে
তে সত্যই সেই ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে তবে এ বিষয়ের বিচার আদালতে হওনের
অপেক্ষা নাহি যাহাতে তাহার ক্ষতিপূরণ হয় তাহা হজুরহইতে দেওয়া যাইবেক
আর যদি এমত নালিশের কথা হজুরে অমূলক ও অনর্থক বুঝা যায় তবে সরকারের

 খরচাদিতে

স্বত্বাদিতে কিছু ক্ষতি না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে সাহেবলোকেরা এ বিষয়ে
সুন্দর বিজ্ঞ ও অবগত তাঁহারদিগের পরামর্শমতে ঐ মোকদ্দমার সওয়াল ও জও
য়াব যেমত২ কর্ত্তব্য হয় তাহা দেওয়ানী আদালতে করা যাইবেক কিন্তু যদি এ
মত২ মোকদ্দমার সমস্ত কথা ও বিবরণ আইনের মধ্যে দেওয়া করিয়া ও বিশেষ
করিয়া লেখা গিয়াছে তথাপি অনবধানতাপ্রযুক্ত কিম্বা আইনের লিখিত সমস্ত
কথার মর্ম্ম না বুঝিবাতে বারম্বার এমত সংঘটন হইয়াছে যে প্রকৃতার্থে যে সকল
মোকদ্দমাতে সরকারের নামে দাওয়া হইতে পারিত আদালতে সে সকল মোকদ্দ
মার নালিশ সরকারের কার্য্যকারকের নিজ নামে গ্রাহ্য হইয়াছে ও যে সকল
মোকদ্দমাতে সরকারের কার্য্যকারকের উত্তরপ্রত্যুত্তর দিবার সম্বন্ধ ছিল সে সকল
মোকদ্দমার দাওয়া সরকারের নামে গণনা হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়াছে অ
তএব এমত২ মোকদ্দমার বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্তে উচিত ও আব
শ্যক বুঝা গেল যে সরকারের বিলায়তনিবাসী কোন কার্য্যকারক সাহেবের নামে
যদি কোন আদালতে নালিশ হয় তবে তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত শ্রীযুত নও
য়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে জ্ঞাতকারণ এবং এ বিষয়ের হুকুম লও
নার্থে লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য এবং যে সাহেবলোকেরা সরকারের মালগুজারী
উসুল তহসীলের কার্য্য কিম্বা সওদাগরী অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কর্ম্মে নিযুক্ত আ
ছেন তাঁহারদিগের মধ্যে কোন সাহেবের নামে কোন ভারি মোকদ্দমাতে যদি
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা ঐ মোকদ্দমার বিচারহ
ওনের যোগ্য যে আদালত হয় সে আদালতে নালিশ হয় তবে এমত২ মোকদ্দ
মার খাস তজবীজ অর্থাৎ বিশেষরূপে বিচারহওনার্থে কএক দাঁড়া ও মত স্থির করা
বিহিত ও উচিত বুঝা গেল। আর জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গলাণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ডপ্র
তাপ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জ ক্ষিতিপালকের ১৩ সাল জলুসের নির্দ্ধারিত আইনের ৬৩
বাবের ৩৩ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে বাদশাহের বাধ্য বিলায়
তের প্রজা সাহেবলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের
সরকারের চিহ্নিত চাকর হইয়া হিন্দুস্থানরাজ্যে গিয়া ঐ সরকারের কর্ম্মকার্য্য করি
তেছেন তাঁহারদিগের কাহার নামে সরকারের কিছু নগদ টাকা কিম্বা কোন বস্তু
হরণকরণের কিম্বা অন্য অসঙ্গতাচরণ অথবা সরকারের স্বত্ব লোপকরণের দাওয়া
উপস্থিত হইলে সে দাওয়াতে তাঁহার নামে সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে না
লিশ হইবেক আর ঐ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে যদি এমত অসঙ্গত ও মন্দ
ব্যাপারকরণের কথা তাঁহার প্রতি প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে
যে এমত অপরাধির প্রতি জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করিয়া তাহাকে বন্ধনে অর্থাৎ ক
য়েদ করিয়া রাখেন্ বরং যদি আবশ্যক বুঝেন্ তবে ঐ অপরাধিকে শ্রীযুক্ত কোম্পা
নি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চাকরীহইতে অবসর করিবার হুকুম দেন্ যে
পুনর্ব্বার যাবজ্জীবনের মধ্যে কখনো সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত না হইতে পান্ এবং
বাদশাহী ৩৩ সাল জলুসে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ৫২ বাবের ৩২



ধারাতে

ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে বাদশাহী প্রজা সাহেবদিগের মধ্যে যে কেহ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণার্থে কিম্বা বাদশাহী কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে হিন্দুস্থানরাজ্যে কোন কার্য্যের ভারে নিযুক্ত থাকিয়া নজরানা অর্থাৎ ভেট সেলামীইত্যাদিরূপে কিছু নগদ টাকা অথবা বহুমূল্য কোন দ্রব্য কাহার স্থানে চাহেন্ কিম্বা আপন নামে না চাহিয়া আপনার লাভনিমিত্তে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নাম কিম্বা অন্যের নাম করিয়া লন্ তবে সে ব্যক্তিকে অত্যন্ত অপরাধী জানিয়া ঐ বাদশাহী আইনের হুকুমমতে বড় আদালতে তাঁহার নামে এমত মোকদ্দমার নালিশ হইবেক পরে যদি আদালতে এ কথা প্রমাণ হয় তবে আইনের মধ্যে এ প্রকার অত্যন্ত অপরাধের যেমত শাস্তিনির্ণয় হইয়াছে সেই মত শাস্তি তিনি পাইবেন বরং নজরানা অর্থাৎ ভেট সেলামীইত্যাদিরূপে নগদ যত টাকা কিম্বা বস্তু লইয়া থাকেন্ তাহার তুল্য সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইয়া বাদশাহী খাজানা অর্থাৎ ভাণ্ডারে দাখিল হইবেক পরে জানা কর্ত্তব্য যে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহকারিতা ও সহায়তা বিনা ছোট বড় সমস্ত লোকদিগের মধ্যে যে সে ব্যক্তি বাদশাহী নির্দ্ধারিত আইনানুসারে সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে এমত অপরাধির নামে নালিশ করিতে পারে তাহারদিগের এমত ক্ষমতা আছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিহইতে এমত অপরাধ হয় তবে নালিশ করিবার এবং সওয়াল ও জওয়াবের পরিশ্রম ও ক্লেশ ও তাহার খরচাস্তের দায় কেহ আপনি স্বীকার করিয়া তাহার নামে বড় আদালতে নালিশ করিবেক এমত চিত্তে লয় না অতএব লোকদিগের স্বচ্ছন্দতা ও হিতার্থে উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে এই মতে সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুসলওনের কিম্বা দৌরাত্ম্য ও উৎপাত অথবা অন্য কোন বিরুদ্ধাচরণের কিম্বা সরকারের স্বত্বলোপ ও ধ্বংসকরণের অথবা এইমত অন্য কোন অত্যন্ত অপরাধকরণের মোকদ্দমায় এমত মোকদ্দমার বিচারযোগ্য আদালতে যদি নালিশ উপস্থিত হয় কিম্বা ইহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে গোচর হয় তবে ন্যায়মতে কর্ত্তব্য যে ঐ কার্য্যকারকের মান ও সম্ভ্রমের ত্রুটি না হইতে পারিবার নিমিত্তে প্রথমতঃ এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা অতিশীঘ্র নিশ্চয় ও তদন্ত করা যায় কেননা যদি ঐ নালিশ মিথ্যাই হয় তবে অনর্থক ঐ কার্য্যকারকের অসম্ভ্রম ও মানহানি না হয় কিন্তু যদি এমত অপরাধ তাঁহার প্রতি প্রমাণ হয় তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চাকরীহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইবেন কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের পরামর্শমতে উপরের লিখিত দাঁড়ানুসারে বড় আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইয়া আপন কৃতাপরাধের সমুচিত শাস্তি পাইবেন অতএব উপরের কথা সকল দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এ আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত সমস্ত দাঁড়া কলিকাতার হুকুমতের তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবইত্যাদি সরকারের কার্য্যকারকের নামে কোন আদালতে নালিশ হইলে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

সরকারের মালগুজারী উসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেলোক কিম্বা সওদাগরী অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবলোক অথবা আফীন ও নিমকমহালের সাহেবলোক কিম্বা পরমিট পঞ্চোত্তরার সাহেবলোক অথবা টাক্সাল ও পরখাইয়ের সাহেবলোক কিম্বা তাঁহারদিগের ছোট সাহেবেরা অথবা বিলায়তী অন্য কোন সাহেব যে জিলা ও শহরের তাবে থাকিয়া সরকারের কর্ম্মকার্য্য করিতে নিযুক্ত আছেন আইনানুসারে তাঁহারদিগের কাহার নামে সেই আদালতে নালিশ হইলে চলিত আইনানুসারে যদি সে মোকদ্দমা ঐ আদালতের বিচারযোগ্য হয় এবং এই আইনের ৪ চতুর্থ ধারার প্রস্তাব্য মোকদ্দমার মত না হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবের উচিত ও কর্ত্তব্য যে আসামীর স্থানে নালিশের আরজীর জওয়াব তলবকরণের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর দেওয়া আরজীর নকল ও তাহার এক কেতা ইঙ্গরেজী তরজমা করিয়া একসহিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে অবগত ও জ্ঞাত কারণ পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

## ৩ ধারা।

আরজীর নকল ও ইঙ্গরেজী তরজমা হজুরে পঁহুছিলে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাতে যেমত উচিত হয় সেই মত হুকুম হজুরহইতে হইবার কথা।

হজুরে ঐ আরজীর নকল ও ইঙ্গরেজী তরজমা পঁহুছিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা অন্য কোন সাহেবের দ্বারা তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাপূর্ব্বক সে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে বুঝা গেলে পর ঐ হজুরের বিবেচনাক্রমে হয় ফরিয়াদীর দাওয়া বুঝিয়া দিবার হুকুম হইবেক কিম্বা ঐ কার্য্যকারকের নামে আদালতে নালিশ করিবার অনুমতি হইবেক এবং তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর ও খরচা দিবার দায় ঐ কার্য্যকারকের শিরে থাকিবেক অথবা যদি সরকারকে এ বিষয়ে আসামী বোধ হয় তবে সরকারের তরফহইতে তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর ও খরচাআদি দেওয়া যাইবেক পার জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এ বিষয়ে যেমত হুকুম করেন্ যে আদালতে প্রথমতঃ ঐ মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল সে আদালতের সাহেবের নিকটে কিম্বা অন্য যে কোন আদালতে এমত মোকদ্দমার বিচারকরণের ভার থাকে তথাকার সাহেবের নিকটে তাহার সমাচার লিখিয়া পাঠান যাইবেক কেননা উপরের লিখিত হুকুমমতে ও চলিত আইনানুসারে সে মোকদ্দমার বিচার হয়। আর ঐ মোকদ্দমার নালিশ সেই কার্য্যকারকের নিজ নামে কিম্বা সরকারের নামে গণনা হইয়া আদালতে নিষ্পত্তি হইবার হুকুম যদি হজুরহইতে হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবের উচিত ও আবশ্যক যে এমত মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে যত আইন ও দাঁড়া নির্দ্ধারিত আছে সে সকল আইন ও দাঁড়াতে দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখিয়া এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।



৪ ধারা।

৪ ধারা।

এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাতে যে সকল সাহেবলোকের নামের প্রস্তাব করা গেল তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে কোন জিলা ও শহরের আদালতে কিম্বা মফঃসল কোর্ট আপীলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে যদি এ প্রকার নালিশের আরজী উপস্থিত হয় যে নজরানা অর্থাৎ ভেট সেলামীইত্যাদিরূপে কিছু টাকা কিম্বা যে কোন বহুমূল্য দ্রব্য লওন ও চাহন কদাচ কর্ত্তব্য নহে তিনি তাহা লইয়াছেন কিম্বা সরকারের ধনাদি চাতুরী ও প্রবঞ্চনা করিয়া হরণ করিয়াছেন অথবা সরকারের স্বত্বাদি লোপ ও ধ্বংস করিয়াছেন যাহাতে অপরাধের এ প্রকার আধিক্য হয় যে সেহেতুক এ আইনের হেতুবাদে যে২ আইনের প্রস্তাব হইয়াছে সেই২ আইনের হুকুমমতে কিম্বা অন্য কোন আইনানুসারে ঐ অপরাধের বিচার বড় আদালতে হইতে পারে তবে যদি বাদশাহী কোন আইনানুসারে আদালতে বিচারহওনের যোগ্য ঐ অপরাধ না হয় তথাপি যদি এমত অপরাধ বুঝা যায় যে সেহেতুক ঐ অপরাধী আপন কার্য্যহইতে তগীর অর্থাৎ অবসরহওনের উপযুক্ত বটে তবে এমতে উপরের লিখিত যে আদালতে এমত মোকদ্দমার নালিশের আরজী উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে আরজীর নকল ও তাহার ইঙ্গরেজী তরজমার সহিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে গোচর ও জ্ঞাত কারণ পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

সরকারের ধনাদি উচ্ছন্নপুচ্ছন্ন ও ভাঙ্গিয়া খাওনের ও দৌরাত্ম্যাদিকরণের বিষয়ে এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার উক্ত সাহেবদিগের কোন সাহেবের নামে কোন আদালতে নালিশ হইলে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৫ ধারা।

উপরের লিখিত আরজীর নকল ও ইঙ্গরেজী তরজমা কিম্বা উপরের উক্তমত অপরাধের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকাদিদ্বারা হজুরে পঁহুছিলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর তাহা দৃষ্টিপূর্ব্বক নালিশের প্রকরণ অবগত হইলে পর সে মোকদ্দমার বিষয়ে স্থূল বিবেচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করা যে২ প্রকারে কর্ত্তব্য ও উচিত তাহা করণার্থে বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের প্রতি অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি হুকুম হইবেক পরে যদি আবশ্যক হয় তবে বরঞ্চ যে কার্য্যকারক সাহেবের নামে নালিশ হইয়াছে তাঁহার স্থানে সেই নালিশের আরজীর জওয়াব তলব করিয়া ও সুন্দররূপে এ কথা বুঝা যাইবেক যে যেপ্রকার অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষিয়া ও বেওরা করিয়া করা কর্ত্তব্য প্রকৃতার্থে এ মোকদ্দমা সেই প্রকার বটে কি না ইতি।

উপরের মত কিম্বা আর কোনমতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে নালিশ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৬ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যদি ভাল বুঝেন্ যে এ প্রকার মোকদ্দমার খাস তজবীজ অর্থাৎ বিশেষমতে বিচার ও বেওরা ও বিস্তারিতক্রমে করা যাইবে তবে এমতে কমিস্যনরের ন্যায় এক জন কিম্বা কএক সাহেবকে ঐ মত মোকদ্দমার

বিশেষ ও বেওরা করিয়া মোকদ্দমার তদন্ত করা মনস্থ হইলে তদর্থে



বিচার

এক জন কি অধিক সাহেবকে কমিসানরের মত নিযুক্ত করিবার এবং তাঁহারদিগের দিব্যকরণের কথা।

বিচার ও তদন্তকরণার্থে নিযুক্ত করিবার হুকুম দিবেন পরে যে সাহেবলোকেরা কমিসানরী কার্য্যের ভারে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য যে আপন ভারের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে কসম অর্থাৎ দিব্য করাইবার নিমিত্তে হুজুরহইতে যে সাহেব নিযুক্ত হন কিম্বা যে কোন আদালতের সাহেবের প্রতি ভার হয় তাঁহার সমক্ষে এই২ কথা কহিয়া দিব্য করেন যে আমি অমুক অমুক কার্য্যকারক সাহেবের নামে যে নালিশ হইয়াছে সেই নালিশের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত নিষ্পন্ন ও তদন্ত করিয়া বুঝিবার ও জানিবার নিমিত্তে কমিসানরী কার্য্যের ভারে নিযুক্ত হইয়া দিব্য করিতেছি যে আপন বুদ্ধিসাধ্যে ত্রুটি না করিয়া গণতা ও পক্ষপাতব্যতিরেকে যথার্থ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিপালন করিয়া যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম তাহা নির্ব্বাহ করিব ইতি।

৭ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের বৈঠকের স্থান নিরূপণের কথা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের বৈঠককরণের নিমিত্তে যে স্থান ভাল বুঝা যায় হুজুরহইতে সেই স্থানে বৈঠকহওনের হুকুম হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত হইলে তাঁহারা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি ও আজ্ঞাক্রমে কর্ম্ম করিবার কথা।

উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার ভাব ও বৃত্তান্ত বুঝিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে কমিস্যনরসাহেবলোকেরা নিযুক্ত হইলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কথা জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তকরণের সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি ও পরামর্শমতে আপনারদিগের কার্য্য করেন ইতোমধ্যে কোন সন্দেহের প্রকরণ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধাকরণার্থে যদি এ আইনের ও চলিত আইনের মধ্যে কোন হুকুম না পাওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে এ কথার সম্বাদ দেন পরে ঐ সাহেবলোকেরা ন্যায় বিধানানুসারে এ বিষয়ে যেমত উচিত বুঝেন সেইমত হুকুম দিবেন আর যদি মোকদ্দমার ভাব বৃত্তান্ত বিবেচনা ও তদন্তকরণকালীন এমত কোন দৃঢ় সন্দেহ জন্মে যে নূতন আইন নির্দ্ধার্য্য না হইলে সে সন্দেহভঞ্জন হইতে পারে না তবে এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সুন্দররূপে এ বিষয়ের বিবরণ ও বিস্তারিতক্রমে এক আইনের মুসাবিদা প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে মঞ্জুরহওনার্থে পাঠাইয়া দেন ইতি।

৯ ধারা।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেবদিগের নিযুক্তহওনের সময়অবধি সে কার্য্যকারক সাহেব

এই আইনানুসারে যে সময়ে কমিস্যনরসাহেবলোক যে কার্য্যকারক সাহেবের নামে হওয়া নালিশের মোকদ্দমার যথার্থ ভাববৃত্তান্ত বিবেচনা ও তদন্তকরণার্থে নিযুক্ত হন সেই সময়অবধি ঐ কার্য্যকারক সাহেব আপন কর্ম্মহইতে স্থগিত হইয়া থাকিবেন আর সে কর্ম্মের দরমাহাও পাইবেন না কিন্তু যদি সুন্দর বিবেচনা ও

বিচারক্রমে ঐ নালিশ অনর্থক ও মিথ্যা বুঝা যায় তবে ঐ কার্য্যকারক সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে পুনর্ব্বার আপন কার্য্যে বহাল হইয়া সরকারে যত সরমাহী বাকী থাকে তাহা পাইবেন ইতি।

আপন কর্ম্মহইতে রহিত হইবার ও সে কর্ম্মের দরমাহীও না পাইবার কথা।

১০ ধারা।

ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নামে হওয়া নালিশের মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্ত বিবেচনা ও তদন্তকরণের নিমিত্তে এই আইনের হুকুমমতে কমিস্যনরসাহেবলোক নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাক্রমে ঐ মোকদ্দমাতে হয় সরকার ফরিয়াদী হইবেন কিম্বা প্রথমতঃ যে ব্যক্তি এমত নালিশ উপস্থিত করিয়া থাকে সেই ফরিয়াদী থাকিবেক পরে যদি কোনমতে সরকার ফরিয়াদী হন্ তবে ঐ কার্য্যকারকের ভারের দৃষ্টে অর্থাৎ তিনি রাজকীয় কি বাণিজ্যব্যাপারের ভারাক্রান্ত হন্ তদনুক্রমে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নামে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে হুকুম হইবেক যে তাঁহারদিগের নিকটে হজুরহইতে যে কাগজপত্র যায় ঐ হুকুমমতে সে কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এবং প্রথমতঃ যে ব্যক্তি এমত নালিশ উপস্থিত করিয়াছে তাহার স্থানে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও ভাব অবগত হইয়া কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র ও নালিশের সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠাহরিয়া প্রস্তুত ও সাব্যস্ত করেন্ এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সাক্ষির সাক্ষ্য ও মোকদ্দমার আর২ কথা ও যোগাযোগ যেমত২ কর্ত্তব্য তাহা তথাকার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা কমিস্যনরসাহেবদিগের নিকটে যোগাইয়া দেন্ অতএব ঐ রেজিষ্টরসাহেবের আবশ্যক যে সরকারী উকীলের সহকারিতাক্রমে ও বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে সে মোকদ্দমাতে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা নির্ব্বাহ করেন্ আর যে ব্যক্তি প্রথমতঃ নালিশ উপস্থিত করিয়াছে এমতে সে ব্যক্তি সাক্ষিগণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া উচিত মতে দিব্য করিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে ইতি।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিবার নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত হইলে পর সে মোকদ্দমাতে হয় সরকার ফরিয়াদী হইবেন কি প্রথমে যে নালিশ করিয়াছিল সেই স্থির থাকিবার কথা।

যদি সরকার ফরিয়াদী হন্ তবে যে২প্রকারে যে২ সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

উপরের উক্তমতে যে ব্যক্তি এমত নালিশ করে কিম্বা তাহার সম্বাদ জানায় সে ব্যক্তি আপন মনের কথা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে লিখনদ্বারা জানাইতে পারিবেক এবং আবশ্যকমতে রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা যে সাহেব এমত মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব অর্থাৎ উত্তরপ্রত্যুত্তরকরণার্থে হজুরহইতে নিযুক্ত হন তাঁহার সাক্ষাৎ আপন মনের সমস্ত কথা কহিবেক ইতি।

যে ব্যক্তি নালিশ করে কিম্বা এমত বিষয় জানায় সে আপন মনের কথা বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের সমক্ষে জানাইতে পারিবার কথা।

১২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে সাহেবলোকেরা কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাঁ-

মোকদ্দমার বিচারের



হারদিগের

সময় কমিস্যনরসাহেব দিগের যেমতং কর্ত্তব্য তাহার কথা।

হারদিগের উচিত ও আবশ্যক যে এমত নালিশের আরজী কিম্বা ইজহারী দরখাস্ত দিলে এবং মোকদ্দমার বিচারার্থে যেং দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের প্রয়োজন তাহা দাখিল হইলে পর আসামী সাহেবের স্থানে নালিশের আরজীর জওয়াব তলব করিয়া লন্ ও ঐ মোকদ্দমার নালিশের বৃত্তান্ত অবগত থাকে এমত যত সাক্ষী উভয় পক্ষহইতে উপস্থিত হয় দিব্য করাইয়া তাহারদিগের স্থানে সাক্ষ্য ও জোবানবন্দী করিয়া লইয়া উভয় বিবাদিরা আর যত দলীল দস্তাবেজ অর্থাৎ প্রমাণ ও নিদর্শনপত্র দেয় তাহার সহিত এক নথিতে গাঁথিয়া মিসিলে রাখেন্ আর উভয় পক্ষের উপস্থিত করা সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী কিম্বা ঐং দস্তাবেজ ও কাগজপত্র দ্বারা যদি এমত বুঝা যায় যে অন্য কোন ব্যক্তিও এ নালিশের মোকদ্দমার বিষয় জ্ঞাত আছে তবে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত প্রকৃত প্রস্তাব অবগতহওন ও তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝা যাইবার নিমিত্তে তাহার স্থানেও বিস্তারিতক্রমে জোবানবন্দী করিয়া লন্ যে ইহাতে কোন মতে কিছু সন্দেহ না থাকে ইতি।

১৩ ধারা।

কএক প্রকরণব্যতিরেকে আরং আদালতের সাহেবদিগের মত কমিস্যনরসাহেবদিগেরো ক্ষমতা ও সাধ্য হইবার কথা।

যে সাক্ষির সাক্ষ্য অপ্রামাণ্য ও যে কথা মোকদ্দমার সহিত অসংলগ্ন হয় তাহা না শুনা যাইবার এবং যাহাতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনে গৌণ না হয় এমত কোন গতিক কমিস্যনর সাহেবেরা ঠাহরিতে পারিবার কথা।

উপরের ধারার উক্তমতে কর্ম্ম চলিবার ও কমিস্যনরসাহেবদিগকে যে কর্ম্মের ভার দেওয়া গেল তাহা সুন্দররূপ নির্ব্বাহহওনার্থে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মত ক্ষমতা ও সাধ্য কমিস্যনরসাহেবদিগকেও দেওয়া যাইবেক কিন্তু যে জিলা ও শহরে কমিস্যনরসাহেবদিগের বৈঠক হইবেক সাক্ষীইত্যাদি লোকদিগকে আনাইবার কারণ সেই জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবের নিকটহইতে কিম্বা ঐ সাক্ষিগণাদি লোক যে আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে সেই আদালতের সাহেবের দ্বারা তাহার তলবচিঠী ও হুকুমনামাদি পাঠান যাইবেক। পরে কমিস্যনরসাহেবদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য যে যে সাক্ষিগণের সাক্ষ্য প্রমাণ উপযুক্ত না হয় ও ঐ মোকদ্দমাতে যে সকল কথা অসংলগ্ন হয় তাহা কোন প্রকারে গ্রাহ্য না করেন্ আর সুন্দররূপে মোকদ্দমার ভেদ ও বৃত্তান্ত জ্ঞাত ও অবগতহওনার্থে যেমত কর্ত্তব্য এবং যাহাতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনে বিলম্ব না হয় এমত কোন ধারা ও প্রকার ন্যায় ও বিচারের বিধানানুসারে এবং আপনারদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে ঠাহরিয়া তদনুসারে ব্যাপার করেন্ আর যদি মোকদ্দমার তদন্তকরণের সময়ে কোন দুরূহ প্রকরণ উপস্থিত হয় ও সে বিষয়ে কোন হুকুম এ আইনের মধ্যে না লেখা গিয়া থাকে তবে তদর্থে চলিত আইনের মধ্যে যেমত দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তদনুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর উভয় পক্ষে আপনং মনের

সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর আপন সম্ভ্রম ও মান রক্ষাপাওনার্থে আসামীর মনে যদি আর কোন কথা কি বিবেচনার উদয় হয় তবে তাহার প্রতি অনুমতি আছে যে তিনি সে সকল কথা লিখিয়া সেই মোকদ্দমার মিসিলের কাগজপ



ত্রের

ত্রের সহিত রাখিবার নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে দাখিল করেন এবং যে ব্যক্তি এমত নালিশ উপস্থিত করিয়াছে সেই ফরিয়াদী থাকুক কিম্বা যদি সরকার ফরিয়াদী হন তবে এ দুই মতেই বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগেরো ঐ মত ক্ষমতা আছে যে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে যে কথা ও গতিক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে জানাইবার নিমিত্তে বিহিত ও ভাল বুঝেন তাহা লিখিয়া মোকদ্দমার মিসিলের কাগজ পত্রের সহিতে রাখান ইতি।

কথা লিখিয়া মিসিলের কাগজের সহিত রাখিবার নিমিত্তে দাখিল করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মিসিলের রুবকারী করা সারা হইলে পর শৃঙ্খলামতে সমস্ত রুবকারীর কাগজ ও মোকদ্দমার দলীল ও দস্তাবেজ ও যেং কাগজের তরজমা ইঙ্গরেজী ভাষাতে না থাকে তাহার তরজমা করিয়া এবং উকীলদিগের সওয়ালজওয়াবের ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দীর খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক করিয়া লিখিয়া এবং সে মোকদ্দমার মর্ম্ম আপনারা যাহা বুঝিয়া থাকেন তাহা লিখিয়া একযোগে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে শীঘ্র পাঠাইয়া দেন ইতি।

মোকদ্দমার মিসিলের কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকেট পাঠাইবার কথা।

১৬ ধারা।

উপরের ধারার হুকুমমতে কমিস্যনরসাহেবেরা মোকদ্দমার যে কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান এমতে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে কাগজপত্র দৃষ্টিপূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমাতে যদি অন্য নূতন সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া বিহিত বুঝেন তবে তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইবার হুকুম করিবেন পরে নালিশের হেতুকথা প্রমাণ কি অপ্রামণ এ বিষয়ে আপনারা বিবেচনাক্রমে যাহা যথার্থ বুঝেন তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া মোকদ্দমার সমস্ত রুবকারীর কাগজপত্রের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকেরা ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র দেখিলে পরে সে বিষয়ে আপনারা যাহা বুঝেন তাহা লিখিয়া ঐ সকল কাগজপত্রের সহিত হুজুরে পাঠাইবার কথা।

১৭ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটহইতে উপরের ধারানুসারে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র ও সে বিষয়ে তাঁহারদিগের বিবেচনার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত হুজুরে পঁহুছিলে পর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর সে সকল কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া ন্যায় বিচারানুসারে ঐ মোকদ্দমাতে যেমত উচিত ও বিহিত বুঝেন সেই মত হুকুম দিবেন আর যদি নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর আপন বিবেচনাক্রমে সরকারের তরফহইতে ঐ আসামীর নামে সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে নালিশ হওয়া ভাল বুঝেন তবে ঐ বড় আদা

কাগজপত্র দেখিয়া হুজুরহইতে মোকদ্দমাতে যে মত হুকুম হইবেক তাহার কথা।



লতে

লতে সরকারের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করণার্থে যে সাহেব ওকালতী ক র্ম্মে নিযুক্ত আছেন্ তাঁহাকে এ নিমিত্তে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

বিচার ও তদন্ত করিয়া যদি নালিশের কথা মিথ্যা বুঝা যায় তবে যেং মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের বিবেচনা ও তদন্তকরণদ্বারা যদি ঐ নালিশ প্রকৃতার্থে অমূলক বোধ হয় আর বিশেষতঃ কোন প্রকারে যদি স্পষ্ট ইহা বুঝাযায় যে ফরিয়াদী কেবল শত্রুতা করিয়া এমত অনর্থক ও মিথ্যা নালিশ করিয়াছিল তবে যাঁহার নামে নালিশ করিয়াছিল সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ ফরিয়াদী যে আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে থাকে সেই আদালতে তাহার নামে নালিশ করেন্ পরে জানা কর্ত্তব্য যে এমত মিথ্যা নালিশকরণের কথা যদি ঐ ফরিয়াদীর প্রতি প্রমাণ হয় তবে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যত টাকা জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করা উচিত হয় তাহা ঐ ফরিয়াদীর স্থানে লইবার হুকুম হইবেক আর এমত মোকদ্দমাতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যদি উচিত বুঝেন তবে ঐ অমূলক ও মিথ্যা নালিশের যেং বৃত্তান্ত কথা সে ফরিয়াদীরো নালিশকরণের সময়ে সত্য বোধ ছিল না তাহার নিশ্চয় ও তদন্তকরণার্থে যত টাকা খরচপত্র হইয়াছে বরং সে সকল টাকাও ঐ ফরিয়াদীর স্থানে লওনের হুকুম দিবেন আর এমত সম্ভাবনা হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে যে প্রকার ডিক্রী জারী হইয়া থাকে এ খরচার টাকাও সেই মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

হুজুরের বিবেচনাক্রমে প্রথমেই এমত নালিশ সুপ্রিমকোর্টে হইতে পারিবার ও এই আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার প্রতিবন্ধক না হইতে পারিবার কথা।

এই আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়া ও নক্সা মতে এমত মোকদ্দমার বিচারও তদন্ত না হইয়া প্রথমেই বড় আদালতে অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্টে ঐ সাহেবের নামে নালিশ হওয়া যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের চিত্তে ভাল বোধ হয় তবে নালিশ করিবার হুকুম দিতে পারেন্ এবং এই আইনের লিখিত কোন হুকুমক্রমে তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং এই আইনের লিখনমতে উত্তর কালে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরহইতে যেং হুকুম জারী হইবেক তাহার কোন হুকুমক্রমে কাহার বড় আদালতে নালিশকরণের বারণ হইবেক না ফল বাদশাহী আইনানুসারে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপ্রকারে বড় আদালতে নালিশ হইতে পারে ইতি।

VOL. IV. 294.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ৯ নবম আইন।

সরকারের বিনাহুকুমে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের ও স্থানান্তর লইয়া যাওনের বারণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনে যে সকল কথা ও হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে প্রকাশ ও চলন হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২৩ জৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ২৩ জৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ১৭ রবীয়লআউওলে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৯ নবম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণে এ মত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও বারাণস ও উড়িষাতে কিছু লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে রওয়ানা অর্থাৎ ছাড়চিঠী সেই লবণের সঙ্গে২ সর্ব্বদা রাখে এবং এমত হুকুম হইয়াছে যে লবণের সহিত ছাড়চিঠী না থাকিলে সে লবণ ক্রোক্ করা যাইবেক এমতে যদি কিছু লবণ ক্রোক্ করা যায় আর যাহার লবণ সে যদি কহে যে আমার স্থানে মাতবর ছাড়চিঠী আছে কিন্তু এক্ষণে দেখাইতে পারিলাম না তবে তাহার কথা কিছু প্রত্যয় না করিয়া সে লবণ ক্রোক্ ও জব্দ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য কিন্তু বা রম্বার এমত সংঘটন হইয়াছে যে যে কএক নৌকাতে লবণ বোঝাই হইয়াছিল সে সকল নৌকার কারণ কেবল একখানি রওয়ানা অর্থাৎ ছাড়চিঠী দেওয়া গিয়াছিল পরে ঝড় ও তুফানপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোনহেতুক যাইবার সময়ে ঐ সকল নৌকা এক স্থানে না রাখিতে পারিয়া স্থানে২ পৃথক্২ হওয়াতে যে কএক নৌকায় রওয়ানা অর্থাৎ ছাড়চিঠী ছিল না আইনানুসারে সে নৌকা ও লবণ ক্রোক্ ও জব্দ হইয়াছিল ইহাতে সে লবণের কর্ত্তা অর্থাৎ ব্যাপারির অনেক ক্ষেতি দর্শিয়াছে কিন্তু তথাপি সরকারের দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন না থাকিলে বুঝা যায় না যে আইনমতে এ লবণ লইয়া যাইতেছে কি না একারণ উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল যে সরকারের লবণের গোলাহইতে যদি কোন ব্যক্তি লবণ বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় তবে প্রত্যেক নৌকার কিম্বা অন্য যাহাতে লবণ বোঝাই করে তাহার সহিত সরকারের কার্য্যকারকেরদিগের নিকটহইতে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র লইয়া রাখা কর্ত্তব্য অতএব উপরের সকল কথা দৃষ্টি করিয়া এবং লবণের ব্যাপারির কিছু ক্ষতি না হইতে পারিবার ও সরকারের স্বত্ব ও ন্যায়্যবিষয়েতেও কোন প্রকারে কিছু হানি না হইতে পারিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেন হেতুবাদ।


রল

## ইঙ্গরেজী ১৮০১ সাল ৯ নবম আইন।

রল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত সমুদায় কথা চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

যাহাতে লবণ বোঝাই হয় তাহার প্রত্যেক বোঝাইর সহিত এক২ চালান সর্ব্বদা রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—খুস্কী কিম্বা নৌকাযোগে কিছু লবণ বোঝাই করিয়া নিমক চৌকীর পথ দিয়া লইয়া যাইবার সময়ে সে লবণের ব্যাপারির কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ অষ্টম ধারাতে যে রওয়ানা অর্থাৎ ছাড়চিঠীর হুকুম লেখা গিয়াছে তাহাভিন্ন আর এক চালান সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে তাহার দস্তখৎসহিতে লইয়া সর্ব্বদা ঐ লবণের সঙ্গে প্রস্তুত রাখে ইতি।

সরকারী গোলাহইতে লবণ দিবার সময়ে তাহার প্রতিবোঝাইর নিমিত্তে স্বতন্ত্র২ চালান দেওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সরকারী লবণের গোলার কর্ত্তাসাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারী গোলাহইতে কোন ব্যক্তিকে কিছু লবণ দিবার সময়ে তাহার একখানি চালান ঐ লবণের ব্যাপারি কিম্বা তাহার গোমাস্তার স্থানে দেন্ আর যত নৌকায় কিম্বা বলদে লবণ বোঝাই হয় তাহার প্রত্যেক নৌকা ও বলদের কারু অর্থাৎ পালের নিমিত্তে স্বতন্ত্র২ চালান দেন্ ইতি।

চালানে যে২ কথা লেখা যাইবেক এবং তাহাতে যে২ লোকের দস্তখৎ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নিমক মহালের কর্ত্তাসাহেব ও তৎসম্পর্কীয় আর যে কোন সাহেব থাকেন্ তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যখন পারেন্ এমত চালানে আপনারা দস্তখৎ করেন্ আর যে গোলাহইতে লবণ দেওয়া যায় সেই গোলার দারোগা কিম্বা এদেশীয় যে কোন লোক সরকারের কার্য্যকর্ম্মকরণার্থে সেখানে আমলার প্রধানরূপে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের সর্ব্বদা উচিত ও আবশ্যক যে এমত চালানে আপনারা দস্তখৎ করে আর ইহাও কর্ত্তব্য যে নৌকায় কিম্বা বলদে যত লবণ বোঝাই হয় তাহার সংখ্যা ও সেই লবণের নীলামের তারিখ আর সরকারী গোলাহইতে যে লাটের সমস্ত কিম্বা কিঞ্চিৎ লবণ দেওয়া যায় সেই লাটের নম্বর আর নীলামের সময়ে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি সে লাট খরীদ করিয়াছিল আর এক্ষণেইবা যে জন তাহার স্বামী তাহারদিগের নাম ও রওয়ানার নম্বর ও সেই রওয়ানাতে কত লবণ লেখা যায় তাহার ওজনের সঙ্খ্যা ও যাহাকে সে লবণ দেওয়া যায় সে গোমাস্তার নাম আর সে বোঝাই নৌকার চড়ন্দারের ও মাঝীর নাম ও নৌকায় যত দাঁড়ী থাকে ও তাহাতে যত বোঝাই ধরে তাহার সংখ্যা আর যদি বলদের কারুতে লবণ বোঝাই হয় তবে সে কারু অর্থাৎ বলদের পালের স্বামী যে ও তাহার সরদার বলদিয়া যে নাহারদিগের াম আর যে পালে যত বলদ থাকে তাহার সঙ্খ্যা এবং কোন্ মোকামপর্য্যন্ত ঐ লবণ লইয়া যাইতে চাহে সে স্থানের নাম সেই চালানে লিখিয়া দেয় ইতি।

লবণের ব্যাপারী কিম্বা তাহার গোমাস্তা চা

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এই সকল কথা চালানে লেখা গেলে পর সেই লবণের ক্রয়কর্ত্তা অর্থাৎ ব্যাপারি ও তাহার গোমাস্তার কর্ত্তব্য যে চালানে যে সকল কথা



লেখা

লেখা গেল ইহা সমুদায় সত্য ও প্রমাণ এই কথা চালানের নীচে লিখিয়া দেয় এবং তাহাতে আপনার নাম দস্তখৎ করে ইতি।

লানে যেং কথা লিখিবেক তাহার কথা।

৩ ধারা।

লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবার অধ্যক্ষ যে ব্যক্তি তাহার অত্যাবশ্যক যে লবণ বোঝাইকরা প্রত্যেক নৌকায় একং চালান প্রস্তুত রাখে এবং লবণভরা বলদের কারু অর্থাৎ পালের সরদার বলদিয়ারো আপন কারুর সঙ্গেং সর্ব্বদা লবণের চালান রাখা কর্ত্তব্য যে সরকারের যে কোন কার্য্যকারক লবণ আটকাইতে পারে সে চাহিবামাত্র শীঘ্র তাহাকে দেখায়। পরে লবণ শেষ চৌকীতে পঁহুছিলে পর এ প্রকার সমস্ত চালান সেখানকার দারোগার স্থানে দেয়। ও জানা কর্ত্তব্য যে যে লবণভরা নৌকা কিম্বা বলদের কারু আটকান গেলে পর যদি শীঘ্র তাহার চালান না দেখাইতে পারে কিম্বা লবণ বোঝাইকরা নৌকার দৃষ্টে চালানের লিখিত সমস্ত কথা যদি ঠিক না মিলে অথবা লবণের ছাড়চিঠার লিখিত কথার সহিত যদি চালানের লিখিত সমস্ত কথার ঐক্য না হয় তবে সে লবণ ও নৌকাইত্যাদি সমস্ত ক্রোক্ ও জব্দ হইতে পারে আর এইমতে কিছু লবণ আটকান গেলে পর যদি তাহার ছাড়চিঠী এক দিবারাত্রের মধ্যে না দেখাইতে পারে তবে সে লবণ ও নৌকাদি ক্রোকের যোগ্য হইবেক কিন্তু লবণের সঙ্গে ঐ ছাড়চিঠী প্রস্তুত না থাকিবার কোন বিশিষ্ট হেতু ও কারণ পাওয়া যায় তবে সে লবণ ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

চালান দেখাইবার মতের ও তাহা শেষ চৌকীতে দিতে হইবার এবং যেং প্রকারে লবণ ক্রোক্ ও জব্দ হইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কতং বার এমত জানা গিয়াছে যে নিমকের চৌকীর দারোগালোক আপনারা কিম্বা আপনারদিগের মুহরিরদিগের দ্বারা লবণের যথার্থ কুত ও অনুমান না করিয়া চৌকীর পেয়াদারদিগকে এ কর্ম্ম করিতে ভার দিয়া থাকে আর যখন ছাড়চিঠীতে দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন হয় তখন পেয়াদারদিগের দ্বারা সেই লবণের স্বামী অর্থাৎ ব্যাপারিকে আপন বাসাতে ডাকাইয়া ছাড়চিঠীতে আপন দস্তখৎ করিয়া থাকে ইতি।

দারোগালোকের যে ত্রুটি হইয়াছে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে এক্ষণে অত্যাবশ্যক মতে এ প্রকার নির্দ্ধার্য্য করা যাইতেছে যে এক্ষণাবধি আর কখনো কোনপ্রকারে নৌকাহইতে লবণের চালান চাহিয়া পাচান যাইবেক না ও সমস্ত নিমক চৌকীর দারোগা ও মুহরিরদিগের উচিত ও আবশ্যক যে লবণ বোঝাইকরা নৌকার উপর কি বলদের নিকটে আপনারা গিয়া আপন দৃষ্টিতে দেখিয়া লবণ কুত ও অনুমান করে পরে সুন্দররূপে বিবেচনা করিয়া যদি ইহা বুঝে যে লবণের ভাব ওজন ও নৌকার সাজনাদি চালানের লিখিত সমস্ত কথার সহিত ঐক্য হইল তবে তাহা

চৌকীর দারোগা ও মুহরিরলোকেরা যেং মতে লবণ কুত ও আন্দাজ করিবেক তাহার কথা।



সেই

সেই চালানের পৃষ্ঠে লিখিয়া আপনং দস্তখৎ করে এবং কুত ও অনুমানের তারিখো তাহাতে লিখিয়া দেয় ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের নির্ণীত চালানের বিষয়ে কেহ ধূর্ত্ততা ও প্রবঞ্চনা করিলে তাহার যে শাস্তি ও দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের নির্ণীত চালানের বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি ধূর্ত্ততা ও চাতুরীপ্রবঞ্চনা করে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৯ নবম ধারাতে ছাড়চিঠীর ব্যতিক্রমের বিষয়ে যে দণ্ড ও শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি ও দণ্ড তাহার প্রতি হইবেক ইতি।

Vol. IV. 298.

সমাপ্ত।

A True Translation,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১০ দশম আইন।

সরকারের কার্য্যকারক অনেকং সাহেবের নামে দাওয়া ও নালিশ গ্রাহ্যহওনের এবং তাহার বিবেচনা ও তদন্তের বিষয়ে যেং প্রকার নক্সা ও দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ অষ্টম আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রায় সকল দাঁড়ার কথা ও হুকুম যেং সাহেবলোকেরা সরকারের তরফহইতে আদালতের অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের অবস্থাতেও খাটিবার কারণ এবং এমতং দাওয়া ও নালিশের বিষয়ে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ৭ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১৮ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ৭ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ১ বরীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৪ চতুর্থ ধারাতে ও তাহার নীচে যেং ধারা আছে তাহাতে এমত লেখা গিয়াছে যে সরকারের মালগুজারী উসুল তহসীলের এবং বাণিজ্যব্যাপারের কর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের কোন সাহেবের নামে রেশ্বত অর্থাৎ ঘূসলওনের কিম্বা উড়ানপুড়ান ও ভাঙ্গিয়া খাওনের অথবা অন্য কোন উৎকটাপরাধকরণের বিষয়ে নালিশ উপস্থিত হয় তবে ঐ সকল ধারার লিখিত কথা ও হুকুমানুসারে সে নালিশ মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্যকরা এবং তাহার বৃত্তান্ত বিবেচনা ও তদন্তকরা কর্ত্তব্য পরে জানিবেন যে যে সাহেবলোকেরা সরকারের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া আদালতের অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের ব্যাপার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারাও ঐ সকল ধারার লিখিত কথা ও হুকুমের বহির্ভূত নহেন্ অর্থাৎ তাঁহারদিগের নামে এমত নালিশ উপস্থিত হইলে তাহাও গ্রাহ্য ও বিবেচনাকরা উচিত এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে নীচের লিখিত সমস্ত হুকুম চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কোন সাহেবের নামে রেশ্বত অর্থাৎ ঘূসলওনের এবং চাতুরী ও প্রবঞ্চনা করিয়া টাকাখাওনের দাওয়াতে নালিশ উপস্থিত হইলে ইঙ্গরেজী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারা এবং অন্য কএক

 ১৭৯৩ সালের

আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১০ দশম ধারা ও ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত কথা ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১০ দশম ধারার ও ৫ পঞ্চম আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত কথা ও হুকুম ঐ নালিশের সম্বন্ধে খাটিত এক্ষণে এই ধারানুসারে ঐ২ ধারার লিখিত যে সকল কথা ও হুকুম রহিত ও রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১২ ধারার কোনং বিষয় রদ ও রহিত হইবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা ছোট সাহেবদিগের কোন সাহেবের নামে অথবা সরকারের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া যত সাহেবলোক ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মকার্য্য করিতেছেন তাহারদিগের কাহার নামে ঘুষলওন ও চাতুরী প্রবঞ্চনা করিয়া টাকাকড়ি খাওনের দাওয়াতে নালিশ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার সম্বন্ধে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৯ নবম ধারা ও ১৮০৩ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত কথা ও হুকুম খাটিয়া থাকে এই ধারানুসারে এক্ষণে ঐ২ ধারার লিখিত সমস্ত কথা ও হুকুম রদ ও রহিত হইল ইতি।

৪ ধারা।

ঘুষলওনইত্যাদি বিষয়ে ছোট সাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব ইত্যাদি সাহেবের নামে কোন আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলে সে নালিশের আরজী তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসহিতে হজুরে পাঠাইবার কথা।

কোন ছোট সাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা জিলা ও শহরের আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব কিম্বা জজসাহেব অথবা মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের নামে কিম্বা দায়েরসায়েরসাহেবদিগের ও মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কোন সাহেবের নামে ঘুষলওন ও চাতুরী প্রবঞ্চনা করিয়া টাকাকড়ি খাওনের অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৪ চতুর্থ ধারার উক্তমত অত্যন্তাপরাধের মোকদ্দমার নালিশ এমত মোকদ্দমার গ্রাহ্য ও বিচারহওনের যোগ্য আদালতে যদি উপস্থিত হয় তবে সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ নালিশের আরজী ও তাহার ইঙ্গরেজী তরজমা করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে দৃষ্টিহওনার্থে কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন ইতি।

৫ ধারা।

আবশ্যকমতে এপ্রকার নালিশের মোকদ্দমার বিবেচনা ও তদন্ত যে প্রকারে করা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমানুসারে এমত নালিশের আরজী শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পঁহুছিলে কিম্বা যে সাহেবলোকেরা শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া আদালতের অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে এমত নালিশের আরজী কিম্বা ইজহারী দরখাস্ত অন্য কাহার দ্বারাব্যতিরেকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পঁহুছিলে পর সে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কথা স্থূল বিবেচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করণার্থে যেমত উচিত হয় সেই

 মত

মত হুকুম হজুরহইতে হইবেক পরে তাহার মোটামুটি বিবেচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ হইলে পর যদি শ্রীযুতের চিত্তে এমত লয় যে বিশেষিয়া ও বেওরা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার ও তদন্ত করা আবশ্যক তবে যে আদালতে উচিত হয় সেই আদালতের সাহেবের নিকটে সে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার হুকুম দিবেন কিম্বা হজুরের পরামর্শমতে এক জন কিম্বা কএক সাহেব কমিস্যনরের ন্যায় এমত মোকদ্দমার বিবেচনা ও তদন্ত করণার্থে নিযুক্ত হইবেন ইতি।

৬ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের দিব্য করিবার মতের কথা।

এই আইনানুসারে নালিশ উপস্থিত হইলে যদি সে নালিশের মোকদ্দমা কোন আদালতে অর্পণ না করিয়া কেবল কমিস্যনরসাহেবদিগকে তাহার বিচার ও বিবেচনাকরণের ভার দেওয়া যায় তবে কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার নিমিত্তে হজুরহইতে যাঁহার প্রতি ভার হয় তাঁহার সমক্ষে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারাতে দিব্যকরণের যেমত পাঠনির্ণয় হইয়াছে তদনুসারে দিব্য করেন এবং তাহার লিখিত সমস্ত বিষয় ও কথা আপনারা অঙ্গীকার করেন ইতি।

৭ ধারা।

এমত মোকদ্দমার বিবেচনাকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৮ আইনের যে২ ধারার কথা খাটিবেক তাহার কথা।

এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে উপরের লিখিত নালিশের মোকদ্দমার বিবেচনা ও বিচার বিশেষিয়া ও বেওরা করিয়া করিবার হুকুম হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৭ ও ৮ ও ১১ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ধারার লিখিত সমুদায় কথা এপ্রকার বিবেচনা ও তদন্তকরণের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৮ ধারা।

বেওরা করিয়া মোকদ্দমার তদন্তকরণের সময় কার্য্যকারক সাহেব আপনকর্ম্মহইতে রহিত হইবার ও দরমাহাও না পাইবার কথা।

এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার নির্দ্দিষ্টমতে নালিশের কথাবার্ত্তা স্থূল ও মোটামুটি জিজ্ঞাসাবাদ হইলে পর যদি তাহার বৃত্তান্ত কথার জিজ্ঞাসাবাদ ও বিবেচনা বিশেষিয়া ও বেওরা করিয়া করণার্থে হজুরহইতে সে মোকদ্দমা কোন আদালতে কিম্বা কমিস্যনরসাহেবদিগকে অর্পণ হয় তবে যে কার্য্যকারক সাহেবের নামে এপ্রকার নালিশ হইয়া থাকে তিনি সে সময়ে আপন কর্ম্মহইতে স্থগিত হইয়া রহিবেন ও সে কর্ম্মের দরমাহাও পাইবেন না কিন্তু সুন্দর বিবেচনা ও তদন্ত করণ দ্বারা যদি ঐ নালিশ কেবল মিথ্যা ও অমূলক বুঝা যায় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে পুনর্ব্বার ঐ সাহেব আপন কর্ম্মে বহাল হইয়া যত দরমাহা বাকী থাকে তাহা সমস্ত পাইবেন ইতি।



৯ ধারা।

৯ ধারা।

মোকদ্দমাতে সরকার ফরিয়াদী হইলে তাহার বিবেচনা ও তদন্তকরণের বিষয়ে যেং উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

এই আইনের লিখিত দাঁড়ামতে এপ্রকার নালিশের বিষয় বিবেচনা ও তদন্তকরণার্থে হজুরহইতে সে মোকদ্দমা অর্পণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনামতে সে মোকদ্দমাতে হয় সরকার ফরিয়াদীর ন্যায় হইবেন কিম্বা যে ব্যক্তি প্রথমতঃ এপ্রকার নালিশ উপস্থিত করিয়াছে সে ব্যক্তি ফরিয়াদী স্থির থাকিবেক পরে যদি কোন মতে সরকার ফরিয়াদী হন্ তবে সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবলোকেরা কলিকাতাশহরে থাকেন্ হজুরের হুকুমমতে তাঁহারদিগের কএক সাহেবেতে এক সভা নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের যত কাগজপত্র হজুরহইতে ঐ সভার সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক তাঁহারা সেই কাগজপত্র দেখিয়া বুঝিয়া এবং যে ব্যক্তি প্রথমতঃ নালিশ উপস্থিত করিয়াছে তাহার স্থানে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিম্বা আর কোন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির ও সাব্যস্ত করিয়া তাহার কাগজ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সভার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সাক্ষির সাক্ষ্য ও মোকদ্দমার আরং যোগাযোগ যেমতং আবশ্যক তাহা তথাকার দেওয়ানী আদালতের কিম্বা মফঃসল কোর্ট আপীলের রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা উপস্থিত করিয়া দেওয়ান্ ও এমতে সে রেজিষ্টরসাহেবের উচিত যে সরকারী উকীলের সহকারিতাক্রমে ও ঐ সভার সাহেবদিগের হুকুমমতে সে মোকদ্দমাতে যেং কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা নির্ব্বাহ করেন্ আর যে ব্যক্তি প্রথমতঃ নালিশ করিয়াছিল সে ব্যক্তি এমতে সাক্ষিগণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া দিব্য করিয়া সাক্ষ্য দিবার আবশ্যক হইলে দিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আবশ্যক সময়ব্যতিরিক্ত এমত মোকদ্দমার ফরিয়াদীর স্থানে জামিন না লওয়া যাইবার কথা।

এই আইনের লিখিত দাঁড়ামতে যে মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হয় তাহার শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ দিবার নিমিত্তে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন লওয়া যাইবেক না কিন্তু মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কথার জিজ্ঞাসাবাদ ও সন্ধানানুসন্ধানকরণের সময় যদি আবশ্যক হয় তবে সে মোকদ্দমার শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ দিবার নিমিত্তে ফরিয়াদীর স্থানে মাতবর হাজিরজামিন লইবার হুকুম হইবেক আর সরকারের মালগুজারী উসুল তহসীলের কিম্বা বাণিজ্যব্যাপারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের কোন সাহেবের নামে এই মত যে মোকদ্দমাতে নালিশ হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ অষ্টম আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে তাহার বৃত্তান্ত কথা বিবেচনা ও তদন্ত বিশেষিয়া ও বেওরা করিয়া করিবার হুকুম হজুরহইতে হইলে ঐ মত জামিনীর কথা সে মোকদ্দমাতেও খাটিবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে মৌলবী ও পণ্ডিত এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের অন্য কোন আমলার নামে ঘুসলওনের কিম্বা চাতুরী প্রবঞ্চনার কোন কর্ম্মকরণের বিষয়ে কোন আদালতে নালিশ হইলে ইঙ্গরে

জী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১১ ও ১২ আইনের লিখনানুসারে সে মোকদ্দমার ফরিয়াদীর নির্ণীত মতে আদালতে জামিনী দাখিল করিতে হইত এক্ষণে সে হুকুম পরিবর্ত্ত করা গেল উত্তরকালে এমত মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর স্থানে প্রথমতঃ জামিন লওয়া যাইবেক না কিন্তু মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কথা বিবেচনা ও তদন্তকরণের সময়ে যদি আবশ্যক হয় তবে লওয়া যাইবেক ইতি।

VOL. IV. 303.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১১ একাদশ আইন।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে কিছু সরকারী ফৌজের কূচ অর্থাৎ সৈন্যের গমনকালীন বিলম্ব ও বাধা না হইবার এবং সরকারের রাজ্যের মধ্যে আবশ্যক সময়ে মুসাফের অর্থাৎ পথিক লোকদিগের যথোপযুক্ত সহায়তা ও সহকারিতা করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৬২ ও ৭২ ধারাতে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে ও ঐ আইনের ৩১ ধারাতে যে২ বিষয়ে যে২ কথা ও হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা কলিকাতার ভাবে সকল দেশে জারী ও চলন হইবার নিমিত্তে এবং সরকারী ফৌজের পল্টনের মধ্যহইতে কতক সিপাহী মালী ও মুন্সী অর্থাৎ রাজকীয় ও শাসনীয় ব্যাপারার্থে কোন সাহেবের প্রয়োজন হইলে তদর্থে দরখাস্তকরণের প্রকরণে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়া নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার কারণ এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ৩ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ৩ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ২১ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ১৫ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে কিছু সরকারী ফৌজ অর্থাৎ সৈন্য যাইতে হইলে তাহারদিগের গমনকালীন বিলম্ব ও বাধা না হইবার ও তদর্থে যে উদ্যোগকরা আবশ্যক তাহাতে যে খরচপত্র হয় বিবেচনাপূর্ব্বক যে প্রকারে উচিত সরকারহইতে সে টাকা মজুরা দেওয়া যাইবার এবং ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের এমত গতিবিধি ও স্থিতিকরণেতে যদি দেশের মধ্যে কাহার চাসবাস ও কৃষিকর্ম্মাদির পক্ষে কিছু বিঘ্ন ও ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতির পরিবর্ত্তে তাহাকে সরকারহইতে কিছু বদল দেওয়া যাইবার ধার্য্যকরণার্থে পূর্ব্বে অনেক২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একণে সেই সকল দাঁড়ার যে২ স্থানে আবশ্যক কোন২ কথা নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিয়া তাহা সমস্ত লোকের জানিবার ও মানিবার নিমিত্তে তাহার সমুদয় কথা এই আইনের মধ্যে ভুক্ত করিয়া প্রচার ও চলন করা উচিত ও কর্ত্তব্য বুঝা গেল আর সরকারের রাজ্য ও অধিকারের মধ্যে বিলায়তী কি এ দেশীয় মুসাফের অর্থাৎ পথিক সমস্ত লোকদিগের যাহাকে যেমত উপযুক্ত পোলীসের দারোগাইত্যাদি লোকেরা তাহার সেইমত সহায়তা ও সহকারিতা করে যে তাহারা পথে ও প্রবাসে

দুঃখ ও ক্লেশ না পায়। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৬৮ ও ৭২ ধারার মত কএক দাঁড়া বারাণসদেশে চলন হইয়া তদনুসারে কোন ব্যক্তিকে সরকারের বিনাহুকুমে সিপাহী লোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র ও কুরতীইত্যাদি চিহ্নিত সাজ পরিবার ও রসদওগয়রহ অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রীইত্যাদি আনিবার নিমিত্তে কোন সিপাহীকে বসতি ও গ্রামের মধ্যে পাঠাইবার ও দাঁড়ী কিম্বা মজুরইত্যাদি লোকদিগকে দ্রব্যসামগ্রী বহিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্তে বলক্রমে কিম্বা বেগারের ন্যায় ধরিবার কিম্বা পেয়াদাইত্যাদি লোকেরা চাপরাস রাখিয়া সরকারের ব্যতিরিক্ত অন্য কাহার চাকরী করিতে পারিবার অনুমতি নাহি আর সিপাহী লোকদিগের স্থানে কোন কয়েদী লোককে অর্পণ করিলে পর যদি তাহারদিগের নিকটহইতে সে কয়েদী লোক পলায়ন করে তবে সে সিপাহী লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও তাহারদিগের শাস্তি যেং প্রকারে হইতে পারে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে লেখা গিয়াছে আর সরকারের আইনের হুকুম যেং প্রকারে প্রকাশ ও প্রচার করা কর্ত্তব্য তাহার দাঁড়া ঐ ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৩১ ধারাতে লেখা গিয়াছে অতএব এক্ষণে উচিত ও বিহিত হইল যে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল কথা ও হুকুম কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলিত হয় আর যদি সরকারী কোন কর্ম্মনিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যকারক সাহেবলোকদিগের সরকারের সেনাগণের মধ্যহইতে কিছু সিপাহী [illegible] লওনের প্রয়োজন হয় তবে যেপ্রকারে তলব করিয়া লইবেন তদ্বিষয়ে [illegible] কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য ও ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের কথা পরিবর্ত্ত করা উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল অতএব উপরের সকল কথা ও আশয় দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

> নৌকাযোগে কিম্বা খুশ্‌কীপথে ফৌজ যাইতে হইলে কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে ঐ ফৌজের সরদারের যেং কথার সমাচার লিখিয়া পাঠান আবশ্যক তাহার কথা।

সরকারের রাজ্যের মধ্যে খুশ্‌কী কিম্বা নৌকা পথে কোন স্থানে কিছু ফৌজের কুচ হওনের অর্থাৎ সেনাগণের যাওনের হুকুম হজুরহইতে হইলে সেই ফৌজের কিপ্তানের সরদারের কর্ত্তব্য যে যেং জিলার মধ্য দিয়া তাঁহারদিগের যাইতে হইবেক সেইং জিলার সীমানার মধ্যে কোনং সময়ে ও তারিখে আপনারা পঁহুছিবেন ও কোন স্থানে যে খাদ্য দ্রব্য যত প্রস্তুত রাখিতে হইবেক অতিশীঘ্র ইহার সমাচার সেইং জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেন্ ও তদ্ব্যতিরেকে তাঁহার কর্ত্তব্য যে পথের মধ্যে যেং স্থানে নদী নালা থাকে তাহা জানিয়া কালেক্টরসাহেবকে সমাচার দেন্ যে অমুক তারিখে আমরা তথায় পঁহুছিব অতএব সে নদীইত্যাদিতে পুলবন্দী করাইয়া কিম্বা নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখান্ যে দ্রব্যসামগ্রী সহিত

ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের পার হইয়া যাওনের আটক না হয় আর ঐ ফৌজের সরদারের কর্ত্তব্য যে যে২ জিলা দিয়া তাঁহারদিগের যাইতে হইবেক সেই২ জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে এ কথার সমাচার দেন্ যে আন্দাজ অমুক তারিখে তোমার হুকুমের তাবে অধিকারের সীমানার ফৌজ পঁহুছিবেক ইতি।

### ৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের ধারানুসারে কোন কালেক্টরসাহেবের নিকটে সমাচার পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তহসীলদার ও ভূম্যাদির সরবরাহকারদিগের সীমানার পথ দিয়া ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের যাইতে হইবেক সেই ভূম্যধিকারীইত্যাদি লোকদিগের প্রতি শীঘ্র হুকুম দেন্ যে তাহারা খাদ্যসামগ্রীইত্যাদি আবশ্যকী দ্রব্যজাত যথাযোগ্য প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং ফৌজ চলিবার পথে যদি নদী নালা থাকে তবে তাহাতেও হয় সাঁকো ও বান্ধ বান্ধিয়া কিম্বা যত উপযুক্ত হয় তত খান নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখে যে ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের পার হইয়া যাওনেতে কোন প্রকারে বিলম্ব ও বাধা না হয় এবং কালেক্টরসাহেবের উচিত ও আবশ্যক যে ফৌজের সরদারের নিকট কোন এক জন কার্য্যকারক লোককে নিযুক্ত করিয়া দেন্ যে সে জিলার সীমানা দিয়া যাবৎ ফৌজ চলে তাবৎ সঙ্গে রুজু থাকিয়া খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি যত দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহা যোগাইয়া দেওনেতে যথেষ্ট সহায়তা করে এবং সেনাগণের গমনেতে সাধ্যমতে কোনপ্রকারে বিলম্ব ও বাধা না হইতে দেয় অতএব সে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে ফৌজ চলনের আটক না হইবার নিমিত্তে যত কাহার ও মজুর ও দাঁড়ী মাঝী ও ছকড়াগাড়ী ও বলদইত্যাদির আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় যথাসাধ্যে তাহা সমস্ত প্রস্তুত করিতে থাকে আর এই কর্ম্মকরণের মধ্যে যদি কোন প্রতিবন্ধক হয় তবে সেই কার্য্যকারকের ক্ষমতা আছে যে ঐ কর্ম্মের সহায়তাকরণার্থে তথাকার পোলীসের থানার লোকদিগকে হুকুম করে এমতে সে থানাদার দারোগাইত্যাদি লোকের কর্ত্তব্য যে মজুর ও ছকড়াগাড়ীইত্যাদি প্রস্তুতকরণেতে সাধ্য পক্ষে কিছু তাচ্ছল্য ও ত্রুটি না করে ইতি।

উপরের ধারামতে সম্বাদ পাইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারামতে ফৌজ অর্থাৎ সৈন্যের লোকদিগকে যে স্থানে যত রসদ অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী ও হাঁড়ি ও জ্বালানী কাষ্ঠইত্যাদি দ্রব্য দেওয়া যাইবেক তথাকার বাজারভাওমতে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য তাহার বিক্রয়কর্ত্তাকে ক্রয়কর্ত্তার দিতে হইবেক পরে এমত ফৌজ কিম্বা পল্টনের সরদারের অত্যাবশ্যক ও উচিত যে খাদ্যসামগ্রীইত্যাদি দ্রব্যের বিক্রয়কর্ত্তাদিগের মধ্যহইতে কেহ কোন সিপাহীর নামে কিম্বা তাহার সঙ্গীসাথী কোন লোকের নামে কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট নালিশ করে তবে সে নালিশের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ন্যায়মতে শীঘ্র তাহার বিচার করিয়া যাহাতে কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি না হয় এমত হুকুম সে বিষয়ে দেন্ ইতি।

ফৌজের লোকদিগের ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য বাজারভাও মতে দিতে হইবার আর যদি এ বিষয়েতে কোন প্রকার নালিশ হয় তবে ফৌজের সরদারের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ ধারা।

জমীদারইত্যাদি লোকেরা নৌকা কিম্বা সাঁকো ও বান্ধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ফৌজের সরদার তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহারদিগকে এক নিদর্শনপত্র দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ফৌজের পল্টন ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত নদী ও নালা পার হইয়া যাইবার নিমিত্তে জিলার কালেক্টরসাহেবের হুকুমমতে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তহসীলদারইত্যাদি লোকেরা ঐ নদী নালাতে নৌকা আনাইয়া কিম্বা সাঁকো ও বান্ধ বান্ধিয়া অথবা তদর্থে আর কোন আয়োজন ও যোগাযোগ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে সে ফৌজের কি পল্টনের সরদারের কর্ত্তব্য যে নৌকা ও মজুরলোকদিগের ও সে সকল নৌকা যত২ মোন ওজনী তাহার সংখ্যা এবং যত দিবসপর্য্যন্ত ঐ সকল নৌকা ও মজুরলোকেরা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তাহার সংখ্যা বেওরা করিয়া লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া একখানি দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ঐ ভূম্যধিকারিইত্যাদি লোককে দেন্ আর সৈন্যইত্যাদি পার হওনের নিমিত্তে যদি পুলবন্দী হইয়া থাকে তবে সে বান্ধ দীর্ঘপ্রস্থে যত বড় এবং যে২ দ্রব্য দিয়া বান্ধিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাও যে দস্তাবেজ দিতে হয় তাহাতে লিখিয়া দেন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবের নিকটে খরচের হিসাবের ফর্দ্দের সহিত ঐ নিদর্শনপত্র পহুছিলে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারানুসারে কোন ব্যক্তি ফৌজের সরদারের নিকটহইতে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র পাইলে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই নিদর্শনপত্র ও ঐ কর্ম্মে যত খরচপত্র হইয়া থাকে বেওরামতে তাহারও হিসাবের ফর্দ্দ লিখিয়া একসহিতে শীঘ্র সে জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় পরে কালেক্টরসাহেবের নিকটে এমত দস্তাবেজ ও হিসাবের ফর্দ্দ পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে ফৌজ কি পল্টনের নিমিত্তে ঐ খরচপত্র হইয়াছে তাহার সরদারের নিকটে সে হিসাবের সমস্ত বেওরা লিখিয়া পাঠান্ এমতে সে ফৌজের সরদারের উচিত যে সুন্দর মনোযোগপূর্ব্বক ঐ হিসাবের কাগজ দেখিয়া তাহার প্রামাণ্যের কথা ও যে যথার্থ বৃত্তান্ত এবং যদি কিছু কমী বেশী অর্থাৎ ন্যূনাতিরেক বুঝা যায় তবে তাহা সমস্ত বেওরামতে লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

ঐ নিদর্শনপত্র হজুরে পঁহুছিলে হজুরহইতে তাহাতে যেমত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ ফৌজের সরদারের তরফহইতে উপরের প্রস্তাবিত কথা লেখা গিয়া পুনর্ব্বার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পঁহুছিলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে হিসাবের ফর্দ্দের লিখিত দফাওয়ারী সমস্ত বিষয় দৃষ্টি করিয়া সকল দ্রব্য ও সামগ্রীর মূল্য ও মজুরদিগের মজুরীইত্যাদি প্রকৃতার্থে সেই জিলার হার ও ভাও মত বটে কি না তাহা লিখিয়া ঐ হিসাবের ফর্দ্দের সহিত সে দস্তাবেজ ও তাঁহার সম্পর্কীয় আর২ যে কাগজপত্র থাকে এবং সে বিষয়ে আপনি যাহা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের নিকটে পাঠাইয়া সেই পরে ফৌজের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেব সেই হিসাবের কাগজ পত্র দৃষ্টি করিলে পর তাঁহার নিকটহইতে দস্তুর ও শরওয়ামতে তাহার কৈফিয়তের কাগজ প্রস্তুত হইয়া হজুরে পঁহুছিলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর

সে বিষয়ে যেমত উচিত বুঝেন্ সেই মত হুকুম দিবেন কিন্তু কালেক্টরসাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে ইহারি মধ্যে ভূম্যধিকারিইত্যাদি লোককে সেই হিসাবের লিখিত সমস্ত কিম্বা যে কতক টাকা উচিত বুঝেন্ তাহা দিয়া খাজানাদফ্তরের জমা খরচের কাগজে খরচ লিখিয়া রাখেন্ কেননা তহবীলের বাকী টাকার হিসাবে সন্দেহ না জন্মে ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ফৌজ কি পল্টনের গমন কিম্বা স্থিতিকরণেতে কোন ভূম্যধিকারি কিম্বা ইজারদার অথবা পাট্টাদার প্রজা কিম্বা সরবরাহকারের ভূম্যাদির পক্ষে কিছু ক্ষতি ও অপচয় হইলে যদি তাহারা সেই ক্ষতির বদল বুঝিয়া লইতে চাহে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ক্ষতির প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবরিয়া লিখিয়া শীঘ্র এক আরজী সেই ফৌজের কি পল্টনের সরদারের নিকটে পাঠাইয়া দেয় পরে ঐ ফৌজের সরদারের উচিত যে আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত দৃষ্টি করিয়া ফলে এমত কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি না কিম্বা যদি হইয়া থাকে তবে ন্যায়মতে সেই ক্ষতির বদলে সে ব্যক্তি যাহা পাইতে পারে তাহাও সেই আরজীর উপর লিখিয়া দেন্ ইতি।

ফৌজের গমন কি স্থিতিকরণেতে যদি জমীদার ইত্যাদি লোকের ভূম্যাদির পক্ষে কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহারা আপনং ক্ষতি পূরিয়া লইতে চাহিলে তদর্থে ফৌজের সরদারের নিকটে আরজী দিতে হইবার এবং ঐ ফৌজের সরদার সে ক্ষতির বৃত্তান্ত সেই আরজীর পৃষ্ঠে লিখিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণানুসারে ফৌজের কি পল্টনের প্রধান ব্যক্তি ঐ সকল কথা আরজীর উপর লিখিয়া দিলে পর যদি সেমতে ভূম্যধিকারীইত্যাদি লোকেরা কিছু বদল পাইতে পারে এমত হয় তবে তাহারদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে তাহারদিগের দাওয়ার যে আরজীতে যে তারিখে ঐ ফৌজের প্রধান ব্যক্তি সে বিষয়ে আপন বিবেচনার বৃত্তান্ত লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া থাকেন্ সেই তারিখহইতে দশ দিবসের মধ্যে সেই আরজী আপনি কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় পরে দশ দিবসহইতে অধিক কালাতীত হইলে কালেক্টরসাহেব কদাচ সে আরজী মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিবেন না কিন্তু যদি ভূম্যধিকারীইত্যাদি লোকেরা দশ দিবসহইতে অধিক কালাতীতহওনের কোন বিশিষ্ট হেতু ও কারণ প্রমাণ করে তবে গ্রাহ্য হইতে পারে। পরে কালেক্টরসাহেবের নিকটে যদি সেই আরজী ও তাহার লিখিত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত মঞ্জুর হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে অতিশীঘ্র সে মোকদ্দমার সমস্ত কথাবার্ত্তা বিবেচনাপূর্ব্বক যথার্থ বৃত্তান্ত সুন্দরমতে নিশ্চয় ও তদন্ত করিয়া রুবকারীর কাগজ ও আপন বুদ্ধিক্রমে সে দাওয়ার বিষয়ে যাহা বুঝেন্ তাহাও লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন্ যে তাঁহারদিগের দ্বারা কাগজপত্র শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে দৃষ্টি হইয়া সে বিষয়ে সটীক ও চূড়ান্ত হুকুম হয় পরে জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ এমত ক্ষতি ও অপচয়ের দাওয়ার আরজীর উপর ফৌজের কি পল্টনের প্রধান ব্যক্তি আপন বিবেচনার কথা লিখিয়া দস্তখৎ না করেন্ তাবৎ সে

ফৌজের সরদারের দস্তখৎমতে জমীদারইত্যাদি লোকেরা যদি আপনারদিগের কিছু পাইতে পারিবার বিষয় বুঝে তবে দশ দিবসের মধ্যে সে আরজী কালেকটর সাহেবের নিকটে দিতে হইবার এবং দশ দিবস অতীত হইলে তাহা কদাচ মঞ্জুর না হইবার এবং কালেক্টরসাহেবের নিকট সে সকল বৃত্তান্ত মঞ্জুর হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

আরজীতে যাবৎ ফৌজের সরদারের দস্তখৎ না হয় তাবৎ কোন প্র

কারে তাহার বিবেচনা ও বিচার না হইবার কথা।

সে আরজী কালেক্টরসাহেবের নিকট মঞ্জুর হইবেক না কিন্তু এমত দাওয়াকরণিয়া যদি আপন আরজীতে ফৌজের সরদারের দস্তখৎ না করাইতে পারিবার কোন বিশিষ্ট হেতু ও কারণ প্রমাণ করে ও তাহা যদি কালেক্টরসাহেবের প্রত্যয় ও সত্য বোধ হয় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এমত ক্ষতির দাওয়ার আরজী সেই ফৌজের সরদারের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে যাবৎ তাঁহার নিকটহইতে কিছু উত্তর না আইসে তাবৎ কালেক্টরসাহেব সে দাওয়ার বিচার ও বিবেচনা করিবেন না ইতি।

## ৬ ধারা।

ফৌজযাওনের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তিনি আপন জিলার পোলীসের থানার দারোগাইত্যাদি আমলাকে যেং হুকুম দিবেন এবং তাহারা সেই হুকুমমতে যে প্রকার কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে ফৌজের যাওনের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের যে থানার সীমানার পথ দিয়া সেনাগণের যাইতে হইবেক সেইং থানার দারোগাইত্যাদি আমলালোকদিগের নামে সৈন্যের সহকারিতা ও সহায়তাকরণার্থে হুকুমনামা লিখিয়া পাঠান্ যে তাহারা কোন প্রকারে সেনাগণের গমনে বিলম্ব ও বাধা না হইতে দেয় এবং খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে যে ব্যক্তি ফৌজের প্রধান ব্যক্তির নিকটে রুজু থাকে তাহার সহিত একবাক্য হইয়া খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি আবশ্যকী দ্রব্যজাত আনাইয়া প্রস্তুত করিয়া দেওনে কিছু ত্রুটি না করে আর ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের বিষয়ে যদি বিরোধ ও বাদানুবাদ হয় তবে যথাসাধ্য তাহা মিটাইয়া দিয়া প্রজাইত্যাদি লোকদিগকে অভয় ও ভরসা দেয় ইতি।

## ৭ ধারা।

সিপাহীহইতে কিম্বা ফৌজের সঙ্গের আর কোন লোকহইতে কোন বিরুদ্ধাচরণ ও অতিদৌরাত্ম্য হইলে তাহার বৃত্তান্ত মাজিষ্ট্রেট্ও কালেক্টরসাহেবেরা হুজুরে লিখিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে ফৌজের বিষয়ে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এমত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে কিছু ফৌজের কুচ অর্থাৎ সেনাগণের গমন করিতে হইলে তাহারদিগের সরদার অর্থাৎ প্রধান পক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে যেং জিলা দিয়া তাঁহারদিগের যাওনের পথগমনকালীন সেইং জিলাতে সেনাগণের নিমিত্তে খাদ্য সামগ্রীইত্যাদি আবশ্যকী দ্রব্যজাত যথাযোগ্য প্রস্তুত ছিল কি না এ কথার সমাচার আপনারদিগের প্রধান সেনাপতি অর্থাৎ সকল সৈন্যের কর্ত্তা যে সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠান্ তদ্ব্যতিরেকে এক্ষণে সকল জিলার মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে গমনকালীন সেনাগণের নামে কিম্বা তাঁহারদিগের সঙ্গের লাগড়িয়া লোকদিগের নামে যদি কোন দৌরাত্ম্য ও উৎপাত কিম্বা বিরুদ্ধাচরণকরণ ফলতঃ যাহাতে অত্যন্ত অপরাধ জন্মে তাহা করণের নালিশ উপস্থিত হয় তবে সে অপরাধের বৃত্তান্ত ও বিবরণ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।



৮ ধারা।

## ৮ ধারা।

কোন সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির কোন স্থানে গমনকালে পথে কিছু প্রতিবন্ধক হইলে তাহার নিবারণার্থে দারোগাইত্যাদি পোলীসের আমলালোকদিগের যে কর্ত্তব্য ও এবিষয়ে তাহারদিগের যে মতং ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

কিছু সিপাহী সঙ্গে না থাকিয়া সরকারের ফৌজের সরদার কোন সাহেব কেবল আপনি কিম্বা আইনানুসারে সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে গতিবিধিকরণের অনুমতি যাঁহার প্রতি আছে এমত অন্য কোন সাহেব অথবা এদেশীয় কোন লোক সরকারের কোন কর্ম্মনিমিত্তে কিম্বা আপন কার্য্যপ্রয়োজন কি চিত্তসুখের কারণ যদি সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে গমন করেন্ ইহাতে যদি পথের মধ্যে কার্য্যক্রমে এমত কোন প্রতিবন্ধক ও বাধা জন্মে যে সেহেতুক অন্যের সহকারিতা ও সহায়তাব্যতিরিক্ত সেখানহইতে অন্যত্র গমন করা ভার ও কঠিন হয় তবে তাহার নিকটে যে পোলীসের থানা থাকে সেই থানার দারোগাইত্যাদি আমলারদিগের স্থানে আপন সহায় ও গমনের সুবিদা নিমিত্তে কাহার কিম্বা মজুর অথবা দাঁড়ী মালা কিম্বা ছকড়াগাড়ী কি বলদ অথবা খাদ্য ও পেয় দ্রব্যসামগ্রী ইহার যাহা প্রয়োজন হয় তাহা চাহিতে পারেন্ এমত অনুমতি আছে পরে পোলীসের থানার দারোগাইত্যাদি আমলালোকদিগের কর্ত্তব্য যে এমতে তাহারদিগের স্থানে প্রয়োজন মত যিনি যত কাহার কি মজুর কিম্বা দাঁড়ী অথবা বলদ কিম্বা গাড়ীইত্যাদি চাহেন্ তাহারদিগের থানার সীমানার মধ্যে থাকিয়া যাহারা পূর্ব্বাবধি কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীমালার কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যহইতে তত জন কাহারইত্যাদি লোক ও চাস ও কৃষিকর্ম্মের বলদ ও গাড়ীছাড়া অন্য বলদ ও গাড়ী প্রয়োজনমতে যাহা উপযুক্ত হয় তাঁহাকে তাহা আনাইয়া দেয় ও সাধ্যপক্ষে যথোপযুক্ত সহায়তা ও সহকারিতা করে কিন্তু অত্যাবশ্যক জানা কর্ত্তব্য যে যে লোকেরা পূর্ব্বে কখন কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীমালার কর্ম্ম করে নাই তাহ... তাহারদিগের আপন ইচ্ছাব্যতিরিক্ত এমত কর্ম্মের নিমিত্তে ধরা যা...ক না ও যে বলদ ও গাড়ী পূর্ব্বে কখন এ প্রকার ভাড়া বহিয়াছিল ...ণে কৃষি কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হইয়াছে সে বলদ ও গাড়ী তাহার স্বামির ...ইচ্ছাধীন ধরা যাইবেক না। পরে ইহাতে যদি দারোগাইত্যাদি পোলী...স আমলার মধ্যে কেহ এমত কর্ম্মের অযোগ্য কোন ব্যক্তিকে ধরে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের দাঁড়ামতে আপন কর্ম্মের ভারহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইবে আর উপরের হুকুমমতে কাহারইত্যাদি যত লোক কিম্বা গাড়ী ও বলদ এবং বলদীয়া কোন মুসাফের অর্থাৎ পথিকের সহায়তানিমিত্তে পোলীসের দারোগাইত্যাদি আমলার দ্বারা রুজু হইয়া মোটমোটারী বহিয়া লইয়া যায় তাহারা সেই পথিককে সমুখ জিলার প্রথম থানায় পঁহুছাইয়া দিয়া আপনং স্থানে আসিতে পারিবেক ইহার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে পথিকের সঙ্গে যাওনের করারদাদ অর্থাৎ নিয়ম করে তাহাকে আপনকৃত নিয়মমতে পথিকের সঙ্গে যাইতে হইবেক আর দারোগা লোকের অত্যাবশ্যক ও উচিত যে এমত পথিক লোকের স্থানহইতে সমস্ত কাহার ও মজুর ও দাঁড়ী লোক ও গাড়ী ও বলদের বলদীয়ারা আপনারদিগের মেহনতানা

অর্থাৎ

অর্থাৎ সুদের ও ভাড়ার টাকা সেখানকার রীতিক্রমে যাহা ন্যায্য পাওনা হয় তাহা সমুদয় যাহাতে পায় তাহাতে মনোযোগ করে এবং যে কোন ব্যক্তি পথিক লোকদিগের স্থানে খাদ্য ও পেয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে সে আপন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য ঐ পথিকদিগের স্থানে পাইল কি না ইহারো তত্ত্বাবধান করে যদি না পাইয়া থাকে তো দেওয়াইয়া দেয় অতএব এমতে দারোগাইত্যাদি লোকের ক্ষমতা আছে যে কাহার ও মজুর ও দাঁড়ীমাল্লার মজুরী এবং বলদের ও গাড়ীর ঠিকা ভাড়া চুক্তি করিয়া আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে তাহার সমস্ত কিম্বা কতক টাকা পথিক লোকদিগের স্থানে আগামি চাহিয়া লয় ইহাতে যদি কোন পথিক ব্যক্তি নির্দ্ধারিত ঠিকা মজুরী ও ভাড়া না দিতে চাহেন্ তবে সরকারের কার্য্যকারকেরা এই আইনের হুকুমানুসারে তাহার পক্ষে সহায়তা ও সহকারিতা করিবেক না ইতি।

৯ ধারা।

*কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে নীচের লিখিত সমস্ত প্রকরণের হুকুম চলন ও জারী হইবার কথা।*

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত প্রকরণাদির কথা সকল ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ৬৮ ও ৭২ ধারানুসারে বারাণসদেশে চলন হইয়াছিল এক্ষণে কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশ ও মহালেতে সেই সকল কথা কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্ত হইয়া জারী ও চলন হইবেক ইতি।

*কেহ আপন চাকর নফরইত্যাদি লোককে সিপাহীদিগের বস্ত্র ও চিহ্নিত সজ্জা পরাইতে না পারিবার কথা।*

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে বিলায়তনিবাসী কিম্বা এদেশীয় কোন ব্যক্তি আপন কর্ম্মাদির চাকরনফর ও সওয়ারীর শোভাকার লোক অর্থাৎ পেয়াদা ও হরকরাইত্যাদি লোককে সরকারের সিপাহী কিম্বা সেনাগণের বস্ত্র ও কুরতীইত্যাদি চিহ্নিত সাজ কিম্বা তাহার ন্যায় যে কোন বস্ত্র ও সজ্জা পরাইলে প্রজাইত্যাদি লোকেরা তাহারদিগকে অন্য না ভাবিয়া সরকারের সৈন্যরূপে জ্ঞান করিতে পারে তাহা পরাইতে পারিবে না কিন্তু যদি নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝিয়া কাহার এমত চাকরলোকদিগকে ঐরূপ বস্ত্র ও সজ্জাদি পরাইবার বিষয়ে বিশেষ হুকুম দেন্ তবে পারিবেক ইতি।

*কোন ব্যক্তি সিপাহীদিগের বস্ত্র ও চিহ্নিত সাজ পরিতে না পারিবার কথা।*

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল লোক সরকারের ফৌজ অর্থাৎ সেনাগণের মধ্যে চাকর হয় অথবা যাহারদিগের প্রতি উপরের ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে এবিষয়ে বিশেষ অনুমতি হয় সে সকল লোক ব্যতিরিক্ত অন্য২ এদেশীয় লোকেরা উপরের প্রস্তাবিত বস্ত্র ও সজ্জাদি পরিতে পারিবেক না ইতি।

*সরকারী কার্য্যকারক সাহেবলোক তাঁহারদিগের নিজের চাকরনফরকে সিপাহীদিগের বস্ত্র ও চিহ্নিত সাজ পরিবার হুকুম না দিবার কথা।*

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সরকারের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে যত বরকন্দাজ ও পেয়াদা ও পাইক সরকারের যে কার্য্যকারকের নিকটে নিযুক্ত হয় কিম্বা যে কোন ব্যক্তির এমত লোকদিগকে চাকর রাখিবার প্রয়োজন হয় সেই লোকদিগের প্রতি ঐ সমস্ত পাইকইত্যাদি লোককে সিপাহী ও সেনাগণের কুরতীইত্যাদি চিহ্নিত সাজ পরাইবার নিষেধ আছে ইতি।



৫ পঞ্চম

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সুবেদার ও জমাদার ও সারজন্টব্যতিরিক্ত আর যত হুদ্দাদার ও সিপাহী সরকারের কর্ম্মব্যতিরেকে যদি সরকারের কোন দেশে গমন করে কিম্বা থাকে এমতে তাহারদিগকে তাহারদিগের সৈন্যসজ্জা পরিবার অনুমতি নাহি ইতি।

সুবেদার ও জমাদার ও সারজন্টব্যতিরেকে যত হুদ্দাদার ও সিপাহী লোক সরকারের কর্ম্মক রণকালব্যতিরিক্ত নক্শ রী পোশাক ও চিহ্নিত সাজ পরিতে না পারি বার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—উপরের প্রকরণাদির সমস্ত কথা সুন্দররূপে মান্য ও চলন হইবার নিমিত্তে ফৌজ ও পল্টনের প্রধান পক্ষ ব্যক্তি ও সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি এমত হুকুম আছে যে এই আইনের হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়া যে কোন ব্যক্তি সৈন্যবস্ত্র ও কুরতীইত্যাদি চিহ্নিত সজ্জা পরে তাহার স্থান হইতে তাহা কাড়িয়া লন্ কিন্তু যদি সরকারের সৈন্যের কোন লোকহইতে এমত কর্ম্ম হয় তবে তাঁহারদিগের উচিত যে তাহাকে ধরিয়া এবং তাহার অপরাধের বৃত্তান্ত লিখিয়া যথায় তাহার পল্টন থাকে তথায় পাঠাইয়া দেন্ যে সে ব্যক্তি অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পায় তদ্ব্যতিরেকে পোলীসের দারোগাইত্যাদি আমলা লোককে হুকুম আছে যে যে কোন ব্যক্তি আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া এমত কর্ম্ম করে তাহাকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠান্ যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ অপরাধির বিষয়ে এই ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যেমত কর্ত্তব্য সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।

কোন ব্যক্তি এ আইনের অন্যথাচরণ করিলে তাহার প্রতি পোলীসের দারোগাইত্যাদি আমলালোক ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও ফৌজের প্রধান সাহেব যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ফৌজের প্রধান কোন সাহেব কিম্বা আর যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণার্থে সরকারের তরফহইতে সিপাহী লোক নিযুক্ত থাকে তাঁহারা যদি সরকারের নিজ রাজ্যের মধ্যে খুশ্কী কিম্বা নৌকাযোগে কোন স্থানে গমন করেন্ তাঁহারদিগকে অত্যাবশ্যক মতে নিষেধ আছে যে খাদ্যসামগ্রী আনিবার নিমিত্তে কিম্বা মজুর ও দাঁড়ী মাল্লা ও কাহারইত্যাদি লোককে বেগার ধরিবার জন্যে সিপাহীদিগকে বসতি ও গ্রামের মধ্যে কদাচ যাইতে না দেন্ বরং ঐ কর্ম্মনিমিত্তে [illegible] লোকদিগের সহায়তা পোলীসের দারোগাইত্যাদি আমলালোকেরা ক[illegible] এই আইনের ৮ অষ্টম ধারানুসারে তাহারদিগের প্রতি এমত হুকুম আছে তবে যদি এ হুকুম না মানিয়া তাঁহারা সিপাহীইত্যাদি লোককে কর্ম্মনিমিত্তে বসতির মধ্যে পাঠান্ তবে ইহাতে সরকারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও অবিহিত বুঝা যাইবেক।

যাঁহার সঙ্গে সিপাহী তৈনাৎ থাকে তিনি সিপাহীদিগকে দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি আনিবার নিমিত্তে বসতির মধ্যে না পাঠাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—সরকারের হুকুমমতে যত বরকন্দাজ ও পেয়াদা ও পাইক ফৌজের সাহেবদিগের কোন সাহেব কিম্বা মালী ও মুল্কী অর্থাৎ রাজকীয় ও শাসনীয় ব্যাপারের ভারাক্রান্ত কোন সাহেবের নিকটে তাঁহারদিগের স্ব স্ব ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকারণ নিযুক্ত থাকে তাহারা চাপরাস বান্ধিতে ও ধারণ করিতে পারিবেক কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিকে আপনার নিজের চাকর ও বরকন্দাজ ও পেয়াদা আর পাইকইত্যাদিকে চাপরাস ধারণ করাইতে হুকুম নাহি এ হুকুমের অন্যথায় যদি কোন ব্যক্তি চাপরাস বান্ধে ও ধারণ করে তবে জিলা ও শহরের

সরকারের হুকুমানুসারে যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে বরকন্দাজ ও পাইক ও পেয়াদা থাকে তাহাব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি চাপরাস ধারণ করিতে না পারিবার এবং ইহার অন্যথাচরণ হই

লে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমে তাহাকে ধরিয়া তাহার স্থানহইতে চাপরাস কাড়িয়া লওয়া যাইবেক এবং দারোগা ও পোলীসের কার্য্যকারকদিগের প্রতিও এমত হুকুম আছে যে এমত২ লোকদিগকে উপরের লিখিত শাস্তি পাইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং বিলায়তনিবাসী যে কোন সাহেব সরকারের এমত কোন ভারে নিযুক্ত না থাকেন্ যে তদনুসারে তাঁহার নিকটে সরকারের তরফহইতে বরকন্দাজ ও পাইক ও পেয়াদানিযুক্ত থাকিতে পারে তিনি যদি এ আইনের অন্যথায় আপন কোন নিজ চাকরকে চাপরাস ধারণ করান্ তবে তিনি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্রোধানলে পতিত হইবেন এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে যখন আইনের অন্যথায় এমত কোন কর্ম্ম কেহ করে তদ্দণ্ডে তাহার সমাচার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

এই আইনের অন্যথাচরণ করিয়া বিলায়তনিবাসী কোন সাহেব আপন চাকর নফরকে চাপরাস ধারণ করাইলে যেমত হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

নীচের সমস্ত প্রকরণের লিখিত কথা কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশ ও মহালে চলন হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত সমস্ত প্রকরণাদির কথাসকল ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণানুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্তাধিকারে ও যুদ্ধে জয়করা দেশাদিতে চলন হইয়াছে এক্ষণে ঐ সকল কথা কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশ ও মহালে প্রকাশ ও চলন হইবেক।

যে সিপাহীর নিকট হইতে কোন কয়েদী পলায় সে সিপাহীর মোকদ্দমার বিচার ও শাস্তি যেমতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হইয়া চৌকীদার কিম্বা রক্ষকাদির নিকটহইতে পলায় তবে সে চৌকীদার ও রক্ষকাদিরদিগকে যে প্রকার শাস্তি দেওয়া যাইবেক তাহার নিরূপণার্থে কএক দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে কোন কয়েদী ব্যক্তি কি তাহার মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে কিম্বা নিষ্পত্তিহওনের পরে চৌকীদারাদির নিকটহইতে পলায় তবে ঐ চৌকীদারাদির প্রতি ঐ ধারার লিখিত সমস্ত দাঁড়ার কথা খাটিবেক কিন্তু যখন এরূপ কোন কয়েদী সরকারী সৈন্যের সিপাহীদিগের কিম্বা প্রাবিন্সিয়েল বাটালিয়ন অর্থাৎ যে ফৌজের পল্টন জিলাসকলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে সেবন্দীমতে অর্থাৎ বেতন লইয়া তৈনাৎ থাকে এবং সরকারী সেনার ন্যায় জ্ঞান করা যায় তাহারদিগের নিকটহইতে যদি সে কয়েদী পলায় তবে এমত ব্যক্তিদিগের প্রতি ঐ ধারার লিখিত সকল কথা খাটিবেক না যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের চিত্তে এমত বোধ হয় যে সরকারী ফৌজের কিম্বা তৈনাতী পল্টনের কোন সিপাহী লোক কয়েদী লোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণকরণে স্বেচ্ছাধীন ঢীল ও আলস্য দিয়াছে কিম্বা তাচ্ছল্যক্রমে তাহাকে পলাইতে দিয়াছে কিম্বা এইমত অপরাধজনক কোন ব্যাপার করিয়াছে তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে এমত অপরাধিকে ধরিয়া তৈনাতী পল্টনের সরদারের কিম্বা সেই অপরাধী যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহার



নিকট

নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাহার ত্রুটির ও অপরাধের বৃত্তান্তও লিখিয়া পাঠান্ যে তাহারদিগের বিচার কোর্ট মার্শাল অর্থাৎ লস্করী আদালতে হইয়া অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পায় ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সরকারী ফৌজের সিপাহী কিম্বা তৈনাতী পল্টনের সিপাহী লোক আপনারদিগের ভারসম্পর্কে কোন অপরাধ করিলে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে উপরের প্রকরণানুসারে সেই সকল অপরাধির প্রতি ব্যবহার করেন্ কিন্তু যদি ঐ সকল ব্যক্তি কিম্বা সিপাহীদিগহইতে এপ্রকার অপরাধ হয় যে তাহারদিগের সিপাহীগিরী ভারের সহিত সম্পর্ক না থাকে তবে এমতে সে মোকদ্দমার বিচার লস্করী আদালতে হইতে পারিবেক না এবং উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম কদাচ এমত মোকদ্দমাতে খাটিবেক না ইতি।

সরকারী ফৌজ কিম্বা প্রাবিন্সিয়েল বাটালিয়েনের সিপাহী আপন ভারসম্পর্কে কোন অপরাধ করিলে মাজিস্ট্রেট্ সাহেব উপরের লিখনানুসারে কার্য্য করিবার আর যদি সে অপরাধ তাহার ভারসম্পর্কের না হয় তবে তাহার প্রতি উপরের লিখিত কথা না খাটিবার কথা।

১১ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকট এ আইনের তরজমা পঁহুছিলে পর তাঁহারদিগের উচিত যে ঐ তরজমার নকল করাইয়া প্রতিথানার দারোগার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং কালেক্টরসাহেবদিগেরো উচিত যে ঐ তরজমার নকল করাইয়া আপন জিলার প্রধান জমীদার ও তহসীলদার ও ইজারদার ও সরবরাহকারদিগের নিকটে ঐ তরজমার নকল পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ জমীদারইত্যাদি লোকেরা তাহারদিগের স্বং কাছারীতে ও আরং স্থানে দেখায় ও শুনায় এবং এ আইনের কথা ছোট বড় সকল লোককে জ্ঞাত করায় ইতি।

এ আইনের তরজমার নকল জমীদার ও থানার দারোগাইত্যাদিকে দেওয়া যাইবার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত দাঁড়া ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩১ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত ও যুদ্ধে জয়করা দেশে চলন হইয়াছে এক্ষণে কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশ ও সমস্ত মহালে ঐ দাঁড়া জারী ও চলন হইবেক ইতি।

নীচের লিখিত দাঁড়াসকল কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশ ও মহালে চলন হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারী আইন এদেশীয় চলন ভাষাতে তরজমা হইয়া জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে ছোট বড় সমস্ত লোককে জ্ঞাতকরণার্থে আদালতের কোন কার্য্যকারক আমলাকে ঐ তরজমা কাছারীর মধ্যে বড় স্বর করিয়া পড়িতে হুকুম দেন্ এবং আপন আদালতের উকীলদিগকেও দেওয়ানী মোকদ্দমার সম্পর্কীয় সমস্ত আইনের তরজমার নকল করিয়া আপনারদিগের নিকটে রাখিতে আজ্ঞা করেন্ এতদ্ভিন্ন জজসাহেবের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে পরগনা ও শহরের কাজীদিগের হস্তে যে সকল আইনের নকল দেওয়া গিয়া থাকে সেই সকল আইনের নকল কমিস্যনর ও পোলীসের দারোগা ও যে তহসীলদা

সরকারের আইনের তরজমা কোথায়২ পড়িতে হইবেক এবং কোনং ব্যক্তিকে তাহার নকল দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

রেয়া পোলীসের কর্ম্ম ঘাথে তাহারদিগের কাছারীতে ছোট বড় সমস্ত লোককে জ্ঞাত করিবার নিমিত্তে পড়াইবার হুকুম দেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবইত্যাদির সরকারী ফৌজহইতে কতক সিপাহী চাহিবার আবশ্যক হইলে যে২ মতে চাহিবেন এত দর্থেকএক দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

জিলার পরিপাটী ও বন্দোবস্তের কারণ যে প্রাবিন্সিয়েল বাটালিয়েন্ অর্থাৎ সরকারের তরফহইতে তৈনাতী পল্টন শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত ও যুদ্ধে জয়করা সমস্ত দেশে ইহার পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিল তাহা এক্ষণে স্থগিত হইল অতএব উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল যে পোলীসের কার্য্যের বন্দোবস্ত কিম্বা অন্য কোন ভারী বিষয় ও ব্যাপার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোক কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যকারক সাহেবদিগের সরকারী কতক সিপাহী চাহিয়া লইবার প্রয়োজন হইলে যে২ মতে তাহার দরখাস্ত করিবেন তদর্থে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং ফৌজের কিম্বা পল্টনের সরদারের নিকটে এমত দরখাস্ত হইলে ঐ সরদারের যে২ মতাচরণকরা কর্ত্তব্য এ কারণ নীচের লিখিত সমস্ত কথা ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

১৪ ধারা।

কোন ভারি বিষয়ের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সরকারী ফৌজহইতে কতক সিপাহী চাহিবার আবশ্যক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেব অপরাধী ও দুঁদ্যারদিগকে ধরিবার ও মুল্কী অর্থাৎ শাসনীয় ব্যাপারের বন্দোবস্তনিমিত্তে কতক সেনা ও সিপাহী চাহিবার আবশ্যক বুঝিলে তাঁহার উচিত যে তথাকার ফৌজের সরদারের নিকটে সে বিষয়ের বিবরণ এবং আপন উদ্যোগাচরণের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান্ ইহাতে ঐ ফৌজের সরদার বিবেচনাক্রমে যত সিপাহী ঐ কর্ম্মোপযুক্ত বুঝেন্ তত সিপাহীকে ঐ কর্ম্মের তৈনাতী থাকিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন ইতি।

কএক কারণে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে সরকারী ফৌজের সিপাহী চাহিয়া লইবার ক্ষমতার্পণ ও তাহা চাহিলে ফৌজের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেব বিবেচনাপূর্ব্বক সিপাহী চাহিবার এবং তাহার জওয়াব তাঁহার দিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কখন২ এমত দুরন্তামি ও দুঁদ্যামির ব্যাপার কিম্বা অন্য কোন উৎকট ও ভারী বিষয় উপস্থিত হয় যে তাহার নিবারণ ও নিষ্কৃতিকরণে কিছু বিলম্ব কি সরকারের অনুমতিলওনের অপেক্ষা করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা হইতে পারে এ কারণ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে শীঘ্র ঐ সকল বিষয়ের নিবারণ ও নিষ্কৃতি করা আবশ্যক জানিয়া উপরের প্রকরণানুসারে সরকারী ফৌজের সিপাহী চাহিয়া লওনের ক্ষমতার্পণ করা গেল এমতে ফৌজের সরদার সাহেবের নিকটে উপরের উক্ত বিষয়াদির নিমিত্তে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিছু সিপাহী চাহিয়া লওনের দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ সাহেবের দরখাস্তঅনুসারে সেই কর্ম্মের উপযুক্ত যত সিপাহী দেওয়া আবশ্যক বুঝেন্ তাহাই তৈনাৎ করিয়া পাঠান্ আর এমতে সিপাহী চাহিয়া লওনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের জওয়াব দিতে হইবেক এবং সিপাহী পাঠাইতে হইলে তাহার সংখ্যা ফৌজের সরদার সাহেব বিবেচনাক্রমে ঠাহরিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিছু সিপাহী চাহিলে ফৌজের সরদার ব্যক্তির আপন ইচ্ছামতে তাহা দিবার

ও না দিবার কিছু ক্ষমতা থাকিবেক না বরং তাঁহার আবশ্যক যে মাজিস্ট্রেটসাহেবের দরখাস্তানুসারে সিপাহী তৈনাৎ করিয়া পাঠাইবেন। আর মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা অত্যাবশ্যক না হইলে কদাচ ফৌজের সিপাহী চাহিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নহে আর যদি মাজিস্ট্রেটসাহেব এই আইনের হুকুমানুসারে ফৌজ চাহেন্ তবে যে কর্ম্মনিমিত্তে তাহা চাহিয়া লওনের আবশ্যক হইয়াছে তৎক্ষণাৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে সে কর্ম্মের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মাজিস্ট্রেটসাহেবের দরখাস্তমতে ফৌজের কিম্বা পল্টনের সরদার অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি কতক সিপাহী অর্থাৎ সেনা তৈনাৎ করিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে এ কথার সমাচার সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির অগ্রে নির্দ্ধারিত দাড়ামতে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

সিপাহী তৈনাৎকরণের বৃত্তান্ত প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

## ১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারের পাওয়া ও যুদ্ধে জয়করা নূতন দেশাদির মধ্যে কাছারী কিম্বা খাজানাঘর অথবা সরকারের বস্তুসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে মাজিস্ট্রেটসাহেবলোক কিম্বা মালগুজারী উসূলতহসীলের ও হাসিলমাসুল ওনের কালেকটরসাহেবলোক অথবা তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেব কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের তরফহইতে আইনের হুকুমমত নিরূপিত চৌকীপহরা দিবার নিমিত্তে যদি কতক সিপাহীর প্রয়োজন হয় তবে সরকারের ফৌজের পল্টনের মধ্যহইতে কতক সিপাহী তদর্থে তৈনাৎ হইবেক পরে এমত চৌকীপহরা দিবার নিমিত্তে সরকারের কোন কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের কতক সিপাহী চাহিতে হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যেং কর্ম্মের কারণ সিপাহীর প্রয়োজন তাহার বেওরা লিখিয়া ইহার সমাচার তথাকার ফৌজের পল্টনের প্রধানের নিকটে দেন্ পরে এমত সমাচার ঐ ফৌজের পল্টনের প্রধানের নিকটে পঁহুছিলে পর ঐ চৌকীপহরা কিম্বা সরকারের আর কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যত সিপাহী পাঠান উপযুক্ত ও উচিত হয় তাহা তাঁহার পাঠান কর্ত্তব্য কিন্তু এই নিয়মে যে এমত সিপাহী তৈনাৎ করিলে যদি সরকারের কিছু ক্ষতি না হয় আর যে সাহেব সিপাহী চাহিয়াছেন তিনি যদি আপন ভারানুসারে সিপাহী চাহিবার ক্ষমতা রাখেন এমত হয় তবে পাঠাইবেন আর যদি এ প্রকার দরখাস্ত এমত ভারি বিষয়ের ও কর্ম্মের নিমিত্তে না হয় যে তাহাতে বিলম্ব হইলে সরকারের পক্ষে সমূহ ক্ষতি হইতে পারে তবে এমতে ঐ সরদারকে অনুমতি আছে যে কোন ভারিহেতুক এমত দরখাস্ত মঞ্জুরকরা অনুচিত বুঝিলে সিপাহী পাঠান মৌকুফ রাখিয়া সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন তিনি আপনি এ বিষয়ে যাহা ভাল বুঝেন সেই মত হুকুম দিবেন কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গোচরার্থে হজুরে তাহার বৃত্তান্ত কথা লিখিয়া পাঠাইবেন

আদালতের কাছারী ও খাজানা এবং সরকারী দ্রব্যাদির রক্ষণার্থে মাজিস্ট্রেটসাহেব কিম্বা আর কোন কার্য্যকারক সাহেবের সিপাহী চাহিবার আবশ্যক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

পাঠাইবেন এবং অনাবশ্যকমতে আদালতের কোন সাহেব চৌকীপহরার নিমিত্তে ফৌজের পল্টনহইতে সিপাহী না চাহেন্ এ কারণ ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইন তাঁহারদিগের নিকটে পহুছিলে সর্ব্বদা আপনারদিগের কাছে তৈনাতী যত সিপাহী রাখা উচিত বুঝেন্ তাহার ফৰ্দ্দ করিয়া হজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে শ্রীযুত নওয়াব গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে যেমত উচিত বুঝেন্ সেইমত হুকুম দেন্ আর মালগুজারী উসুলতহসীলের ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কর্ম্মে সরকারের তরফহইতে যে২ সাহেব নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগেরো কর্ত্তব্য যে আপন ভারের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে সর্ব্বদা চৌকীপহরা দিবার কারণ যত সিপাহী তৈনাৎ রাখা আবশ্যক বুঝেন্ তাহার এক ফৰ্দ্দ করিয়া বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে ঐ সাহেবদিগের নিকটে সে ফৰ্দ্দ পহুছিলে তাহারা তাহা দৃষ্টি করিয়া আপনারা সে বিষয়ে যাহা চাহরেন্ তাহাও লিখিয়া একসহিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরুনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দিলে তাহাতে যেমত উচিত হয় সেই মত হুকুম হইবেক ইতি।

সর্ব্বদা চৌকীপহরা দিবার নিমিত্তে সিপাহী তৈনাৎ হইলে সরকারের বিনাহুকুমে সে কর্ম্মে আর সিপাহী তৈনাৎ না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারের সমস্ত কার্য্যকারক সাহেবের ভারের বিষয়ে উপরের প্রকরণমতে সর্ব্বদা চৌকীপহরা দিবার নিমিত্তে যত জন সিপাহী তৈনাৎ হয় তদ্ব্যতিরেকে সরকারের বিনাহুকুমে ঐ কর্ম্মে আর সিপাহী তৈনাৎ হইবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

খাজানা কিম্বা সরকারের বস্তুসম্পত্তি কিম্বা কয়েদী লোক লইয়া যাওনের সময়ে ফৌজের সরদারের নিকটে কিছু সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলে তাহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সরকারের পাওয়া ও যুদ্ধে জয়করা নূতন দেশাদির মাজিস্ত্রেটসাহেবলোক কিম্বা মালগুজারী উসুলতহসীলের ও হাসিলমাসুললওনের কালেক্টরসাহেবলোক অথবা তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবলোক কিম্বা সরকারের আর কোন কার্য্যভারাক্রান্ত যেসাহেবলোকেরা আপন ভারানুসারে সিপাহী চাহিবার ক্ষমতা রাখেন্ খাজানা কিম্বা সরকারের মাল অর্থাৎ বস্তুসম্পত্তি চালাইবার সময়ে তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে কিম্বা কয়েদী লোকদিগকে পাঠাইবার আবশ্যক হইলে তাহারদিগকেও ঘিরিয়া ও আটকাইয়া লইয়া যাওনের কারণ অথবা এই মত অন্য কোন কার্য্যার্থে তাঁহারদিগের যদি সরকারী ফৌজের কতক সিপাহীর প্রয়োজন হয় তবে ফৌজের মোকররী পল্টনের মধ্যহইতে সে কর্ম্মেতে সিপাহী তৈনাৎ হইবেক পরে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত কোন কর্ম্মনিমিত্তে কতক সিপাহীর প্রয়োজন হইলে তথাকার ফৌজের সরদারের নিকটে ঐ কর্ম্মের বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া জ্ঞাত কারণ লিখিয়া পাঠান্ আর এমত সমাচার ঐ ফৌজের সরদারের নিকটে পহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে কর্ম্মের গতিক বুঝিয়া ঐ সাহেবের দরখাস্তমতে সে কর্ম্মের যোগ্য যত সিপাহী তৈনাৎ করা উপযুক্ত হয় তাহা পাঠাইয়া দেন্ কিন্তু যদি ঐ ফৌজের সরদার কোন দৃঢ় হেতুপ্রযুক্ত দরখাস্তমতে সিপাহী



তৈনাৎ

তৈনাৎ করিয়া পাঠান অনুচিত ও পাঠাইলে কিছু ক্ষতি হইতে পারে এমত বুঝেন অথবা যে কর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেবের দরখাস্তমতে সিপাহী তৈনাৎ করিতে হয় যিনি দরখাস্ত করিয়াছেন তিনি যদি এমত কর্ম্মের ভার না রাখেন্ তবে এমতে ঐ ফৌজের সরদার অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি সিপাহী পাঠান স্থগিত রাখিয়া সে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন তিনি আপনি ইহাতে যাহা উচিত বুঝেন্ সেই মত হুকুম দিবেন কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে তাহার বৃত্তান্ত গোচরার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

## ১৭ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে চৌকীপহরা দিবার নিমিত্তে কিম্বা আর কোন ভারি বিষয় ও কর্ম্মের কারণ তাহারদিগের দরখাস্তমতে গত মাসে কত সিপাহী তৈনাৎ হইয়াছে তাহার সঙ্খ্যার এক ফর্দ্দ লিখিয়া প্রতিমাসের ১ তারিখে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ এবং যে সাহেবলোকেরা মালগুজারী উসুলতহসীলের কিম্বা তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কর্ম্মকার্য্যে সরকারের তরফহইতে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগেরো কর্ত্তব্য যে আপনং ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকারণ চৌকী পহরানিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মার্থে তাহারদিগের দরখাস্তমতে গত মাসে যত সিপাহী তৈনাৎ হইয়া থাকে তাহার সঙ্খ্যার এক ফর্দ্দ লিখিয়া প্রতিমাসের ১ তারিখে বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে সে ফর্দ্দ ঐ সাহেবদিগের নিকটে পহুছিলে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা দৃষ্টি করিয়া এবং সে ফর্দ্দেতে যত জন সিপাহীর সঙ্খ্যা লেখা থাকে ঐ কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে প্রকৃতার্থে তত জন সিপাহীর আবশ্যক ছিল কি না এ বিষয়ে আপনারা বিবেচনাক্রমে যাহা বুঝেন্ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ ফর্দ্দের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পঠাইয়া দেন্ ইতি।

আদালতের কিম্বা মালগুজারী তহসীলের অথবা তেজারতের সাহেবলোকেরা তৈনাতী সিপাহী লোকের কৈফিয়তের ফর্দ্দ লিখিয়া পাঠাইবার মতের কথা।

## ১৮ ধারা।

সরকারের পাওয়া ও যুদ্ধে জয়করা নূতন দেশহইতে প্রবিন্সিয়েল বাটালিয়ন্ অর্থাৎ জিলাসকলের রক্ষণার্থে যে ফৌজের পল্টন তৈনাৎ থাকে তাহার সিরিস্তা উঠিয়া গেল উত্তর কালে ঐ সকল দেশের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেখানকার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যদি সেনা ও সিপাহীর প্রয়োজন হয় তবে সরকারের মোকররী পল্টনের মধ্যহইতে ঐ কর্ম্মনিমিত্তে সে সিপাহী তৈনাৎ হইবেক অতএব এ প্রকারে ঐ সকল দেশে উপরের লিখিত দাড়াসকল অন্যং দেশাপেক্ষা অতিশয় খাটিবেক কিন্তু যেহেতুক বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশেতে এমত কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে প্রবিন্সিয়েল বাটালিয়েনের সিরিস্তা এক্ষণেও বর্ত্তমান

উপরের লিখিত সকল কথা পাওয়া ও জয় করা দেশেতে অন্যং দেশাপেক্ষা অতিশয় খাটিবার কথা।



আছে

আছে ও পরেও থাকিবেক একারণ সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ফৌজের মোকররী পল্টনের মধ্যহইতে সিপাহীর প্রয়োজন প্রায় হয় না তথাপি যদি এমত কোন ভারি বিষয় কখন উপস্থিত হয় যে সরকারী মোকররী ফৌজের পল্টনের সেনা ও সিপাহীর সহকারিতা ও সহায়তাব্যতিরেকে তাহার নিষ্কৃতি ও সমাধা হইতে পারে না তবে এমতে এই আইনের ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ধারানুসারে পাওয়া ও জয়করা দেশের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে যেমত ক্ষমতা দেওয়া গেল বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও বারাণসের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেই মত ক্ষমতা হইবেক আর ফৌজ কি পল্টনের সরদারদিগেরো ঐ২ ধারার কথা ও হুকুম মানিয়া ও আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া ব্যাপারকরা কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

উপরের লিখিত সকল কথা নিজ কলিকাতা ও তাহার আশপাশের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ভারের সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে কর্ম্মকারক সাহেবলোকেরা কলিকাতার মধ্যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের ভারের সহিত উপরের দাঁড়াসকলের কথার সংস্রব থাকিবেক না এমতে যদি কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিম্বা কলিকাতার আশপাশের মাজিষ্ট্রেট্সাহেব অথবা কলিকাতার আর কোন কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবলোকেরা আপন২ ভারের কোন ভারি বিষয়ের নিমিত্তে সরকারী ফৌজের মোকররী পল্টনের মধ্যহইতে কতক সিপাহীর আবশ্যক হয় তবে পূর্ব্ব রীতিক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে তাহার দরখাস্ত করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

ইং ১৮০৪ সালের ১ আইনের ১২ধারা রহিত ও রদ হইবার এবং উত্তর কালে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারাতে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে এ দেশের বাসিয়া লোকদিগের মধ্যহইতে যে কোন ব্যক্তি সরকারের ফৌজের মধ্যে কি বড় কি ছোট হুদ্দাদার হইয়া সে যদি ইস্বালীদ অর্থাৎ ভগ্ন সেনার নক্সামতানুসারে জায়গীর পায় তবে সরকারহইতে পূরা কিম্বা কিছু মাহিয়ানা সে ব্যক্তি পাইতে পারিবে না কিন্তু সরকারের সর্ব্বদা এই ইচ্ছা যে ঐ হুদ্দাদার লোকেরা সুন্দরমতে নির্ব্বৃতি করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে একারণ উপরের লিখিত কথা রহিত ও রদ হইল ও উত্তর কালে এমত ভারাক্রান্ত সেনারা যদি ইস্বালীদের দাঁড়ামতে সরকারহইতে জায়গীর পায় তবে তদ্ব্যতিরেকে সরকারহইতে তাহারদিগের যে ব্যক্তি যেমত যোগ্য তাহাকে সেই মত কিছু২ দরমাহী দেওয়া যাইবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

---

কাগজে কৃত্রিম মোহর করিয়া মিথ্যা ইষ্টাম্পকাগজের সৃষ্টিকরণের পাট একেবারে উঠাইয়া দেওনের এবং সরকারের বিনাসনন্দে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে নিষেধের এবং আদালত ও মালগুজারীর সম্পর্কীয় কাঁগজপত্রের নকলের সম্বন্ধে যে২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সুন্দরমতে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১০ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২৮ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১০ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ২৮ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২২ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ ও ১০ দশম আইন এবং ১৮০০ সালের ৬ ও ৭ আইন এবং ১৮০১ সালের ১১ আইন এবং ১৮০৩ সালের ৪০ ও ৪৩ আইনের লিখনানুসারে ইষ্টাম্পকাগজদ্বারা সরকারে মাসুললওনের হুকুম হইয়াছে কিন্তু জানা গেল যে লোকেরা প্রায় সর্ব্বদাই কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে ইহাতে সরকারের প্রাপ্তির বিষয়ে হানি ও ক্ষতি হইয়াছে অতএব তাহা না হইতে পারিবার নিমিত্তে কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ জন্মিতে না পাইবার ও তাহা না চলিবার কারণ নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট করিয়া জারী করা আবশ্যক ও উচিত বুঝা গেল আর এ প্রকার অপরাধের সমুচিত শাস্তির নিরূপণ মুসলমানের শরায়তে হয় নাই এ কারণ তাহার শাস্তি নিরূপণকরা উচিত এবং আদালত ও মালগুজারীর সম্পর্কীয় কাগজপত্রের নকলের সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৮ ও ২০ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১৫ ধারার লিখিত কথা ও তাহার অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশকরা আবশ্যক অতএব এ সকল কথা দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত দাঁড়া কলিকাতার ভাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণের পূর্ব্বে তাহার পৃষ্ঠে মহাফেজ সাহেবের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১২ ও ১৩ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১২ ধারার হুকুমমতে ইষ্টাম্পকাগজের তত্ত্বাবধারণকরণার্থে যে সাহেব লোককে মহাফেজ অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা গিয়াছে ও যে

কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের আপন নিশানী করিতে হইবার ও ইহার অন্যথা করিলে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবার কথা।

সাহেব কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারক মহাফেজ সাহেবের তাবে থাকিয়া কর্ম্মকার্য্য করণার্থে সরকারের হুকুমমতে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের পূর্ব্বে ইহার পরের ধারার প্রস্তাব্য ইষ্টাম্প কাগজব্যতিরিক্ত আর সমস্ত ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে আপন ভারানুসারে যেপ্রকার নিশানীকরা উচিত হয় তারিখ দিয়া নিশানী করেন্ ইহাতে যদি ইষ্টাম্পকাগজের মহাফেজ সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আর কোন কার্য্যকারক এই ধারার নির্দিষ্ট হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়া আপনার নিকটহইতে কিছু ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করেন্ তবে আপন কর্ম্মের ভারহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইবেন ও এই ধারার মতের ব্যতিক্রমে যত ইষ্টাম্প কাগজ আপন নিকটহইতে দেন্ সে সকল কাগজের মূল্যের জওয়াব তাঁহার দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

মহাজনী দ্রব্যের রওয়ানা ও মাদকসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়ের সনন্দের ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে মালগুজারী ও মাসূলের কালেকটরসাহেবদিগের দস্তখৎ হয় এ কারণ তাহাতে মহাফেজ সাহেবের তাবে কোন কার্য্যকারকের নিশানীর আবশ্যক না হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৪ ধারা ও ১০ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারা এবং ১৮০১ সালের ১১ আইনের ২২ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের মধ্যে তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী আমদানী ও রপ্তানীমুখে হাসিলমাসূলের কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে যেং রওয়ানা দেওয়া যায় সে সকল রওয়ানা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালে ১০ দশম আইনের ২ ধারা ও ১৮০০ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ও ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের ২৫ ধারাতে এমত নিষ্কার্য্য হইয়াছে যে ঐ সকল সুবার মধ্যে কিম্বা সরকারের পাওয়া ও জয়করা দেশে সকল প্রকার মদিরাইত্যাদি মাদকসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণার্থে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে যে সকল পরওয়ানা ঐ সকল মাদকসামগ্রীর বিক্রয়করণিয়াদিগকে দিতে হয় তাহাও ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু যাবৎ ঐ সকল রওয়ানা ও পরওয়ানাতে হাসিলমাসূলের ও মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের দস্তখতে নিশানী না হয় তাবৎ তাহা কর্ম্মে লাগিবেক না ও জারীও হইবেক না আর এ প্রকার রওয়ানা ও পরওয়ানার ইষ্টাম্পকাগজে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ হইবেক এ কারণ সে কাগজে ইষ্টাম্প কাগজের মহাফেজ সাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে কোন কার্য্যকারকের নিশানীহওনের আবশ্যক নাহি কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে হাসিলমাসূলের ও মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবলোকেরা এ প্রকার রওয়ানা ও পরওয়ানা আপন নিকটহইতে দস্তখৎ ও মোহর না করিয়া যদি দেন্ তবে তাহার জওয়াব তাঁহারদিগের দিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে যাহারা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়



করণার্থে

করণার্থে এক্ষণে নিযুক্ত আছে কিম্বা উত্তর কালে হইবেক তাহারদিগের সকলকে পারসী ভাষায় এক সনন্দ লিখিয়া ও তাহাতে আপন দস্তখৎ ও কাছারীর মোহর করিয়া দেন্ ও সে সনন্দ এই মজমুনে লেখা যাইবেক যে আমি অমুক অমুক জিলার কালেক্টর এই জিম্মাতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের কার্য্যে অমুক তোমাকে নিযুক্ত করিলাম এমতে বিক্রয়করণার্থে তোমাকে যত কাগজ অর্পণ হয় আইনের মতানুসারে ও সরকারের নির্ণীত ভাওমতে বিক্রয় করিবা এবং যত কাগজ তোমাকে অর্পণ হয় তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত ও বিক্রয়হওয়া কাগজের মূল্যের হিসাব ধর্ম্মতঃ ও প্রকৃতপ্রস্তাবে লিখিয়া হজুরে পাঠাইবা পরে ঐ হিসাব মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য হইলে তাহার লিখিত টাকার মধ্যহইতে তোমার নিরূপিত বেতন অর্থাৎ মাহিয়ানা পাইবা আর ইষ্টাম্পকাগজের নির্ণীত মূল্যহইতে অধিক এক কপর্দ্দকো লইবা না ও চাহিবা না এবং এই আইনের হুকুমের অন্যথায় নির্ণীত মূল্যের অতিশয়ক্রমে কিছু লইয়া আপনি খরচপত্র করহ তাহা ফিরিয়া দিতে হইবেক এবং ঐ টাকার ত্রিগুণ জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড সরকারে দাখিল করিতে হইবেক এবং তৎক্ষণাৎ হজুরের সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক। আর জানা কর্ত্তব্য যে ইষ্টাম্পকাগজের বিক্রয়করণিয়াদিগের স্থানহইতে ঐ জিলার কালেক্টরসাহেব কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর যখন ইচ্ছা তখন সনন্দ ফিরিয়া লইতে পারিবেন এবং ঐ ফিরা সনন্দ পুনর্ব্বার মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কাছারীর দফতরে দাখিল হইবেক ইতি।

নিকটহইতে যে মজমুনে ইষ্টাম্পকাগজের বিক্রয়করণিয়াদিগকে সনন্দ দেওয়া যাইবেক ও যেমতে তাহা ফিরিয়া লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৫ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারিসাহেব কিম্বা আর যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি সরকারের তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের ভার হয় তাঁহার কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকেরা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে উপরের ধারার লিখিত সনন্দের মত একং সনন্দ দেন্ আর ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইলে কিম্বা মরিলে অথবা স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মত্যাগ করিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে আপন কার্য্যহইতে ছাড়া হইলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সনন্দ ফিরিয়া লইয়া চিরিয়া ফেলেন্ কিম্বা সনন্দের লিখিত সমস্ত কথা ও দস্তখৎ কাটিয়া দেন্ আর জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকেরা এই আইনানুসারে সনন্দ পাইবেক তাহারদিগের মধ্যে কেহ আইনের অন্যথাচরণ করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণেতে চাতুরীপ্রবঞ্চনা করিলে সে ব্যক্তি যে জিলা ও শহরের আদালতের ভাবে হয় সেই জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে তাহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক পরে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে সে ব্যক্তি ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণেতে সরকারের নির্ণীত মূল্যহইতে কিছু অধিক লইয়াছে কিম্বা চাহিয়াছে তবে আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে তাহার সনন্দের লিখিত মতে তাহার দণ্ড করিতে হইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারিসাহেবইত্যাদি ইষ্টাম্পকাগজের বিক্রয়করণিয়াদিগেরে সনন্দ দিবার ও তাহা ফিরিয়া লওনের মতের ও সনন্দ পাইয়া আইনের অন্যথায় কর্ম্ম করিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।



৬ ধারা।

৬ ধারা।

এ আইন পাইলে পর তিন মাসের মধ্যে ইষ্টাম্প কাগজের বিক্রয়করণিয়াদিগের ইসমনবিসী জজসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার ও কালেক্টরী কাছারীইত্যাদিতে তাহা টাঙ্গাইয়া দিবার কথা।

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর তিন মাসের মধ্যে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়াদিগের ইসমনবিসীর এক ফর্দ্দ তাহারদিগের বাসস্থানের নামসহিত লিখিয়া আপন২ জিলার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এই কারণ যে ঐ ইসমনবিসীর ফর্দ্দ সকল লোকের দেখিবার নিমিত্তে জজসাহেবের আদালতের কাছারীর মধ্যে যে স্থানে সমুদয় লোকের দৃষ্টিপাত হয় সেই স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকেরা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করে তাহারদিগের মধ্যহইতে কেহ নিবৃত্তপরিবৃত্ত হইলে এ কথার সমাচার শীঘ্র আপন২ জিলার জজসাহেবের নিকটে দেন্ ও উপরের লিখিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ আপন২ কাছারীতে ও আপন২ জিলার বড়২ পরগনার কাছারীতে টাঙ্গাইয়া দিবার হুকুম দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণের কথা নিবৃত্ত হইয়া উত্তরকালের নিমিত্তে তাহার পরিবর্ত্তে যেমত হুকুম হইল তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখনক্রমে শ্রীযুক্ত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত ও যুদ্ধে জয়করা নূতন দেশের কালেক্টরসাহেবদিগের এমত ক্ষমতা ছিল যে তথাকার উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের নিযুক্তকরা উকীলেরা আপনারদিগের প্রয়োজনমত যত ইষ্টাম্প কাগজ তাঁহারদিগের স্থানে চাহে তাহা দিতে পারিতেন্ কিন্তু এক্ষণে এই আইনানুসারে ঐ ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত কথা রদ ও রহিত হইল ও উত্তর কালে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ জিলার আদালতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণার্থে এক২ জন লোককে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১৬ ধারাতে যে সকল যোত্রহীন ও দুঃখি লোকের বিবরণ লেখা গিয়াছে ঐ২ লোকব্যতিরিক্ত আর সমস্ত আসামী ও ফরিয়াদী ও তাহারদিগের নিযুক্তকরা উকীলদিগের স্থানে দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার দাওয়ার আরজী ও জওয়াবইত্যাদি লিখিবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে হুকুম দেন্ এবং সমস্ত লোকদিগের কর্ত্তব্য যে যাহার যে কর্ম্মের কারণ ইষ্টাম্পকাগজের প্রয়োজন হয় ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণার্থে যে লোক নিযুক্ত হয় তাহার স্থানহইতে ক্রয় করিয়া লয় ইতি।

৮ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের ভার যাহারদিগের প্রতি আছে ঐ২ লোকব্যতিরিক্ত অন্য কেহ বিক্রয় করিতে না পারি

যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের ভার আছে এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে এই আইনের ৪ ও ৫ ধারার লিখনমতে যাহারা সনন্দ পাইয়াছে এই আইনের তারিখঅবধি তিন মাস পরে ঐ লোকব্যতিরেকে অন্য কোন লোক ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয় করিতে পারিবেক না পরে যদি এই হুকুম না মানিয়া কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয় করে তবে যে মূল্যে বিক্রয় করিবেক তাহার দশ



গুণ

গুণ জরীমানা সরকারে তাহার দাখিল করিতে হইবেক ও যত ইষ্টাম্পকাগজ তাহার স্থানে পাওয়া যায় তাহা সরকারে জব্দ হইবেক ও যে অপরাধের জন্যে এই আইনের মধ্যে জরীমানার হুকুম হইয়াছে এমত অপরাধ যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার জরীমানার মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে হইবেক এবং সরকারের উকীলের দ্বারা সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করা যাইবেক আর এমত আইনের অন্যথাচরণকরণের সমাচার যে ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় তাহাকে ঐ জরীমানার অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া যাইবেক ও যে আদালতে সে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে আদালতের জজসাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে ঐ অপরাধির সংস্থান ও মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া অল্প জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডকরা উচিত হইলেও করিতে পারেন পরে এই ধারানুসারে জরীমানা হইলে যদি অপরাধী তাহা না দেয় কিম্বা তাহার ধনসম্পত্তিহইতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় না হইতে পারে এমত হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে জরীমানার পরিবর্ত্তে অপরাধী ছয় মাসের অনূর্দ্ধ যত দিন পর্য্যন্ত জজসাহেবের বিচারক্রমে উচিত হয় তত দিনের মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

বার ও এ হুকুমের অন্যথা করিলে যেং মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

## ৯ ধারা।

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব অথবা কালেক্টরসাহেবদিগের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবলোকদিগের প্রতি ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের ভার আছে কিম্বা কালেক্টরসাহেব অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের তরফহইতে যে সকল লোকেরা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় হইবেক তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে বিক্রয়হওনের তারিখ লিখিয়া আপনং দস্তখতে নিশানী করে আর যিনিং ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের ভার রাখেন্ এই আইন পাইলে ও প্রকাশ হইলে পর যদি তাঁহারদিগের কেহ এ প্রকার নিশানী ও দস্তখৎ না করিয়া এক ফর্দ্দ ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করেন্ তবে তিনি আপন কর্ম্মের ভারহইতে তগীর হইবেন ও এই ধারার হুকুমের অন্যথায় যত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিয়া থাকেন্ তাহার মূল্যের টাকার দশগুণ সংখ্যায় তাঁহার সরকারে জরীমানা দিতে হইবেক এবং এই আইনের ৮ অষ্টম ধারানুসারে দেওয়ানী আদালতে এমত জরীমানার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজের বিক্রয়করণিয়ারা বিক্রয়করণের সময় সমস্ত কাগজের পৃষ্ঠে বিক্রয়ের তারিখ লিখিয়া আপন নিশানী করিবেক ও ইহার অন্যথা করিলে তাহার শাস্তি হইবার মতের কথা।

## ১০ ধারা।

সকল প্রকার কাগজপত্র অর্থাৎ দাওয়া ও নালিশের আরজী কিম্বা কোবালা অথবা আরং নিদর্শনপত্র কিম্বা আদালতের অন্য প্রকার যে কাগজপত্র হালের চলিত

এই আইনের তারিখ হইতে এক বৎসরের পর এই আইনের ৩ ধা

রার লিখিত সনন্দ ও রওয়ানাব্যতিরকে আর২ নিদর্শনাদি এই আইনের ২ ও ৯ ধারার উক্ত ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গেলে তাহা এই আইনের ব্যতিক্রম বুঝা যাইবার কথা।

চলিত আইনের হুকুমমতে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে এই আইনের তারিখ অবধি এক বৎসর মিয়াদের পর তাহা এই আইনের ২ ও ৯ ধারার উক্ত মত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারাতে যে রওয়ানা ও পরওয়ানার কথা লেখা গিয়াছে তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না পরে ঐ রওয়ানা ও পরওয়ানাব্যতিরেকে আর যত নিদর্শন ও কাগজপত্র এক বৎসরের পর ঐ ২ ও ৯ ধারার উক্তমত ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গিয়া যদি অন্য প্রকার ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তবে সে নিদর্শন ও কাগজপত্র এ আইনের ব্যতিক্রম বুঝা যাইবেক ইতি।

## ১১ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত মিয়াদ অতীত হইলে পর বিক্রয় হইতে যত ইষ্টাম্পকাগজ বাকী থাকে তাহা কলিকাতায় মহাফেজ সাহেবের নিকটে নিশানীহওনের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবার এবং নিশানীকরা যত কাগজের প্রয়োজন হয় তাহা তাহার স্থান হইতে চাহিয়া লইবার কথা।

ইষ্টাম্পকাগজের মহাফেজ সাহেবের তরফহইতে কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে যত ইষ্টাম্পকাগজ পাঠান গিয়া থাকে উপরের ধারার লিখিত মিয়াদ অতীত হইলে পর তাহার মধ্যে যত কাগজ ঐ সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা তাঁহারদিগের তরফ হইতে যে লোকেরা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের নিকটে বিক্রয় হইতে বক্রী থাকে এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে তাহাতে ইষ্টাম্পকাগজের মহাফেজ সাহেবের নিশানীহওয়া উচিত অতএব কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে নিশানী হইবার নিমিত্তে সেসকল কাগজ কলিকাতা মোকামে মহাফেজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন আর পাঠাইবার তারিখহইতে এক বৎসরপর্য্যন্ত নিশানীহওয়া যত ইষ্টাম্পকাগজের প্রয়োজন রাখেন তাহা মহাফেজ সাহেবের নিকটহইতে তলব করিয়া লইবেন ইতি।

## ১২ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজ কৃত্রিম সৃষ্টিকরণইত্যাদি অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইলে তাহার যে প্রকার শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১০ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ২৪ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কাহার নামে কৃত্রিম মোহর করিয়া জাল অর্থাৎ মিথ্যা ইষ্টাম্পকাগজ সৃষ্টিকরণের কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কাগজ জানিয়াশুনিয়া বিক্রয়করণের কিম্বা তাহা আপন কর্ম্মে ব্যবহারকরণের নালিশ হইলে বিচারার্থে সে মোকদ্দমা দায়েরসায়েরসাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক পরে তাঁহারদিগের নিকটে বিচার হইয়া শরা ও আইনের মতে আসামী যেমত শাস্তির যোগ্য হয় সেই মত শাস্তি পাইবেক অধিকন্তু এ আইনে লেখা যাইতেছে যে মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে কাহার নামে আইনের নির্ণীত ইষ্টাম্পকাগজের মোহরের ন্যায় এক কিম্বা অনেক মোহর কৃত্রিম সৃষ্টিকরণের কিম্বা বানাইয়া তাহা বিক্রয়করণের অথবা ব্যবহারকরণের অথবা তাহা কাগজের উপর চপটাইয়া কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত করিবার কি কৃত্রিম মোহর জানিয়াশুনিয়া আপন নিকটে রাখণের অথবা ব্যবহারকরণের নালিশ হইলে তাহার চিত্তে যদি এমত অপরাধের বিষয়ে সন্দেহ জন্মে তবে সে মোকদ্দমা দায়েরসায়েরে সোপর্দ্দ হইয়া আসামী



জামিন

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

জামিন দিয়া থাকিবেক কিম্বা প্রত্যয়স্থ জামিন দিতে না পারিলে বন্ধনে থাকিবেক পরে দায়েরসায়েরা আদালতে কিম্বা নিজামৎ আদালতে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে সে অপরাধী ঊনচল্লিশ ঘায় অনূর্দ্ধ কোড়ার মারি খাইয়া শাস্তি পাইতে পারে বরং সাত বৎসরের মিয়াদে কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনে থাকিবার হুকুম হইতে পারে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৮ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমক্রমে ঐ অপরাধি আপন বাস স্থানের ব্যাপক জিলাব্যতিরিক্ত অন্য কোন জিলায় কয়েদ থাকিয়া সাত বৎসরপর্য্যন্ত আপন ভিটা ছাড়া হইয়া রহিবেক ইতি।

### ১৩ ধারা।

কএক প্রকরণব্যতিরেক কাগজপত্রের নকল ইষ্টাম্পভিন্ন অন্য কাগজে লইতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী.১৮০০ সালের ৭ আইনের ১৮ ও ২৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া বিবরিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এক্ষণে লেখা যাইতেছে যে ইহার পূর্ব্বে আইনেতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা তাহারদিগের উকীলেরা আদালত কিম্বা মালগুজারীসম্পর্কীয় কোন কাগজের নকল লইতে চাহিলে সে নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য ও তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যং কাগজপত্রের নকল কএক প্রকরণেতে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া লওয়া উচিত কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি যদি আপন বিশেষ কোন কর্ম্মনিমিত্তে আদালত কি মালগুজারীর সম্পর্কীয় কাগজপত্রের নকল লইতে চাহে তবে সে কাগজ জজসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেব অথবা আর কোন কার্য্যকারক ইহার মধ্যে যাঁহার জিম্মা থাকে তাঁহার অনুমতি লইয়া আপন তরফহইতে তাহার খরচা দিয়া যে কাগজে ইচ্ছা সেই কাগজে নকল লেখাইয়া লইতে পারে কিন্তু ঐ নকল ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গিয়া অন্য কাগজে লেখা গেলে জজসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেব অথবা আর কোন কার্য্যকারক তাহাতে আপন দস্তখৎ করিবেন না এমতে ঐ নকল কোন আদালতে কিম্বা সরকারী দফ্তরের কোন কাছারীতে উপস্থিত করিলে তাহা নিদর্শন ও প্রমাণরূপে গ্রাহ্য ও শ্রবণযোগ্য কখন হইবেক না ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত কথা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মতে শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ২৪ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩সালের ১০ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ২৪ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ১০ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৭ জমাদীয়লআউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী প্রজালোকের মধ্যে কোন গোরা লোক কলিকাতার তাবে কোন জিলার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার মধ্যে যে অপরাধের মোকদ্দমা ভারী জ্ঞান করা যায় এমত কোন অপরাধ করিলে সর্ব্বদা ইহার সমাচার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে দেওয়া উচিত ও আবশ্যক এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের ও ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ১৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত কথা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মতে শুধরিয়া পরিষ্কার করা উচিত বুঝা গেল অতএব এ সকল কথা দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত সকল হুকুম কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

বড় আদালতে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব দিব্য করিয়া থাকেন্ গোরা লোকের অপরাধের মোকদ্দমার বিচারকরণেও সে মোকদ্দমা বড় আদালতে অর্পণ করণেতে তাঁহার যেং কর্ত্তব্য ও সে মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টিপূর্ব্বক হুজুরহইতে

জানা কর্ত্তব্য যে জিলা কিম্বা শহরের কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেব যদি বড় আদালতে বাদশাহী আইনের নির্ণীত দিব্য করেন্ তবে তাঁহাকে অনুমতি আছে যে কোন গোরা লোকহইতে উৎকটাপরাধ হইলে তাহাকে ধরিয়া সে মোকদ্দমা যাঁচিয়া বুঝিয়া বিচারার্থে বড় আদালতে অর্পণ করিবেন এমতে যদি কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেব বাদশাহী প্রজার মধ্যে কোন লোকের স্থানে বিচারার্থে তাহার মোকদ্দমা বড় আদালতে অর্পণ করিয়া জামিন লইয়া রাখেন্ কিম্বা অত্যুৎকটাপরাধহেতুক তাহাকে কলিকাতার জেহেলখানায় পাঠাইয়া বন্ধনে রাখান্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার বিষয়ে আপনার করা রুবকারীর কাগজ সাক্ষিগণের আসল জোবান



বন্দী

যেমত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

বন্দী তাহার ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত যে সাহেবকে ক্লার্ক আফ্‌দী ক্রৌন্‌ কহা যায় তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্‌ এবং মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে গোচরার্থেও ঐ রুবকারী ও জোবানবন্দীর নকল করিয়া তাহার ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত হুজুরে পাঠাইয়া দেন্‌ এমতে ঐ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের চিত্তে যদি ঐ অপরাধ উৎকট বোধ হয় কিম্বা আর কোন হেতুপ্রযুক্ত যদি উচিত বুঝেন্‌ তবে সে মোকদ্দমার খরচা সরকারহইতে দিবার ও সরকারী উকীলের দ্বারা তাহার সওয়াল জওয়াব করিবার হুকুম দিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব বড় আদালতে দিব্য করেন্‌ নাহি তাঁহার নিকটে কোন গোরা লোকের নামে জামিন লওয়া উপযুক্ত নহে এমত কোন অপরাধের নালিশ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব উপরের লিখনানুসারে দিব্য করেন্‌ নাহি তাঁহার নিকটে শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের প্রজার মধ্যে কোন গোরা লোকের নামে যে অপরাধের মোকদ্দমাতে বাদশাহী আইনানুসারে অপরাধির জামিন লওয়া উচিত নহে এমত কোন উৎকটাপরাধের নালিশ উপস্থিত হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগতহওনেতে যদি বোধ হয় যে সে মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে বিচারহওনের নিমিত্তে অপরাধী তথাতে অর্পণহওনের যোগ্য বটে তবে সে অপরাধিকে ধরিয়া সুন্দরমতে ঘিরিয়া ও আটকাইয়া ও ঐ মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর উপস্থিতকরা সমস্ত শাক্ষিসমেত কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্‌ এবং তাঁহার কর্ত্তব্য যে এক লিখনে মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত ও যথোপযুক্ত বিচারহওনার্থে সে মোকদ্দমা বড় আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে উপস্থিত করিয়া দেওনের কথাও লিখিয়া কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্‌ এবং সে মোকদ্দমার রুবকারীর সমস্ত কাগজ ও তাহার ইঙ্গরেজী তরজমা করিয়া একসহিতে জ্ঞাত কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্‌ পরে ঐ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া যদি কোনহেতুক সরকারী উকীলের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করা এবং তাহার খরচখরচা সরকারহইতে হওয়া উচিত বুঝা যায় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর তাহার হুকুম করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ১৯ ধারার লিখিত কথা উপরের ধারানুসারে রদ হইবার কথা।

ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৯ ধারায় এমত হুকুম লেখা গিয়াছিল যে উপরের লিখিত এমতং মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য এই কারণ যে এমতং অপরাধের অপরাধী কলিকাতায় পঁহুছিলে পর তাহার মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া ঐ সাহেবদিগের আইন্দা বৈঠকে অতিশীঘ্র তাহার



নিষ্পত্তি

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

নিষ্পত্তি করাইবার নিমিত্তে সরকারের তরফহইতে বড় আদালতে যে সাহেব ও কালতী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহাকে ঐ নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকেরা সমাচার দিবেন কিন্তু উপরের ধারার লিখনানুসারে এক্ষণে সে হুকুম রদ ও রহিত হইল ইতি।

### ৫ ধারা।

জিলা কিম্বা শহরের যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব উপরের লিখনানুসারে দিব্য করেন্ নাহি তাঁহার নিকটে যদি বাদশাহী ব্যাপ্য বিলায়তী প্রজার মধ্যে কোন গোরা লোকের নামে যে অপরাধের মোকদ্দমাতে অপরাধির জামিন লওয়া যাইতে পারে এমত কোন অপরাধের নালিশ হয় তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী ঐ অপরাধিকে প্রতিফল ও শাস্তি দিতে চাহে তবে তাহাকে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা গ্রান্জুরির সাহেবদিগের অগ্রে ইহার নালিশ করিতে কহেন্ এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে আসামীর স্থানে নালিশের আরজীর জওয়াব তলব করিয়া লইয়া মোকদ্দমার সমস্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ এবং যদি তাঁহার চিত্তে এমত লয় যে ফরিয়াদী কলিকাতাহইতে অতিদূরনিবাসী কিম্বা যোত্রহীন ও দুঃখিপ্রযুক্ত অথবা অন্য কোন বিশিষ্টহেতুক আপন মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না আর এই কারণ তাহার খরচখরচাইত্যাদি সরকারের তরফহইতে দেওয়া যদি উচিত বুঝেন্ তবে ইহাব বৃত্তান্তও লিখিয়া হজুরে পাঠাইয়া দেন পরে ঐ কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পঁহুছিলে পর দৃষ্টি করিয়া যেমত উচিত হয় সে বিষয়ে হুকুম দিবেন বরং বিহিত ও আবশ্যক বুঝিলে বড় আদালতে সে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব কোম্পানির উকীলের দ্বারা করণের হুকুম করিবেন ইতি।

যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব বড় আদালতে দিব্য করেন্ নাহি তাঁহার নিকটে কোন গোরার নামে জামিন লওয়া যাইতে পারে এমত অপরাধের নালিশ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

### ৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের সমস্ত ধারাতে এমত কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে বিলায়তী কোন গোরা লোক ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র লিখন দ্বারা আপন ধনাদির অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কোন স্থানে মরিলে সেখানকার জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধন সম্পত্ত্যাদির সম্বন্ধে ঐ২ দাঁড়ার লিখনক্রমে যেমত২ আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জ্জ ক্ষিতিপালকের ৩৯ সাল জলূসের নির্দ্ধারিত আইনের ৭৯ বাবের ২১ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে হিন্দুস্থান রাজ্যেতে বাদশাহী প্রজালোকের মধ্যে কোন ইঙ্গরেজ আপন ধনাদির ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র কাহার নামে লিখিয়া না রাখিয়া মরিলে যদি তাহার কোন কর্জ্জা মহাজন কিম্বা কোন উত্তরাধিকারী তাহার ন্যস্ত ধনাদির দাওয়া না করে তবে বড়

আদালতের জজসাহেবদিগের ব্যাপ্যাধিকারে কোন গোরা লোক অধ্যক্ষপত্র লিখনদ্বারা আপন ধনাদির অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরিলে সে সমাচার শীঘ্র তাঁহারদিগের বড় আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দিতে হইবার এবং ঐ আদালতের হু



আদালতের

ক্রমমতে কর্ম্ম করিবার কথা।

আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের আবশ্যক যে মৃত ব্যক্তির নাস্ত বস্তু ও ধনসম্পত্তি একত্র করিয়া যে ব্যক্তি তাহার স্বত্বাধিকারী হয় তাহাকে দেন্ অতএব এক্ষণে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে তাঁহারদিগের ব্যাপ্য অধিকারের মধ্যে বাদশাহী প্রজাহইতে কোন গোরা লোক মরিলে যদি তাহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার লিখিত ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র না পাওয়া যায় তবে এ কথার সমাচার শীঘ্র বড় আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দেন্ এবং বড় আদালতহইতে যাবৎ ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা আর কোন ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্তু একত্রকরণের অনুমতি না পান্ এই কালের মধ্যে সে সকল বস্তুসম্পত্তি এক স্থানে করিয়া সাবধানে রাখেন্ পরে বড় আদালতহইতে হুকুম হইলে তদনুসারে ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই বিষয়ের ভার হয় তাহার জিম্মা করিয়া দেন্ ইতি।

VOL. IV. 334.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে কাহার নামে লিখনপত্র লিখিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হয় তবে যে পাঠাপাঠে সে লিখন লেখা যাইবেক তাহার এক দাড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ৪ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২০ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ২০ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২০ জমাদায়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের আপনং ভারের সম্পর্কীয় কোন কার্য্যার্থে শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের নিকটে লিখনপত্র লিখিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হইলে সে লিখনের পাঠাপাঠ লিখিবার দাড়া ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১৯ আইনে লেখা গিয়াছে কিন্তু এক্ষণে নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে কাহার নামে যদি ঐ কার্য্যকারক সাহেবদিগের এমত কোন লিখনপত্র লিখিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তবে তদর্থেও পাঠাপাঠের এক দাড়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত সমস্ত কথা প্রকাশ ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

শ্রীযুক্ত মনিবেগমসাহেব ও ববুবেগম সাহেবের নামে লিখন লিখিতে হইলে যেং পাঠাপাঠে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের প্রমুখহইতে শ্রীযুক্ত মনিবেগমসাহেব ও শ্রীযুক্ত ববুবেগম সাহেবের নিকটে লিখনপত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইলে এই আইনের পারসী ভাষার তরজমাতে যেং পাঠাপাঠ নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে সেইং পাঠাপাঠে সে লিখন লিখিতে হইবেক ইতি।

### ৩ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে অন্য কাহার নামে লিখন লিখিতে হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি সরকারের কোন কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের প্রমুখহইতে শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে আর কাহার নামে লিখন লিখিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তবে ঐ কার্য্যকারক সাহেব এ কথার সমাচার নিজামতের সাহেবের নিকটে দিবেন তিনি যেমত পাঠাপাঠ লিখিতে আজ্ঞা করেন্ সেইমত লেখা যাইবেক ইতি।



৪ ধারা।

৪ ধারা।

নিজামতের সাহেবের দ্বারা লিখন পাঠাইতে হইবার কথা।

পূর্ব্বে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রমুখহই তে শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের নিকটে লিখন লিখিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হইলে নিজামতের সাহেবের দ্বারা সে লিখন পাঠান যাইবেক এক্ষণেও ঐ কার্য্য কারক সাহেবদিগের প্রমুখহইতে নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে যাঁহার নামে যে লিখন পাঠাইতে হয় তাহাও নিজামতের সাহেবের দ্বারা পাঠান যাই বেক ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১৯ আইনের ৪ ধারাতে যে২ কথা লেখা গিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১৯ আইনের ৪ ধারাতে যে২ কথা লেখা গিয়াছে তাহার ভাবার্থে সন্দেহ না জন্মিবার নিমিত্তে এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের নিকট কিম্বা তাঁহার বংশের মধ্যে যাঁহার নামে যে লিখন সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রমুখহইতে লিখি য়া পাঠাইতে হয় তবে সে লিখনের খাম না আঁটিয়া খোলা খামের উপর ঐ কার্য্যকারক সাহেব আপন পারসীর মোহর করিয়া কিম্বা নিজ নাম পারসী অক্ষরে লিখিয়া নিজামতের সাহেবের দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

VOL. IV. 336.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. B. BAYLEY,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

---

আগামি কালের কর্জার টাকার সুদের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের নির্দ্ধারিত হুকুম এবং ঐ কর্জ্জার সুদের পক্ষে ঐ আইনের আর২ যে যে কথা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বারাণসদেশে চলন হইবার নিমিত্তে এবং স্থাবর বস্তু বন্ধক রাখিয়া ঐ বস্তুর উপর বয়বলওফার কটে কিম্বা কটকোবালার পাঠে অথবা সেম তান্য কটক্রমে যে তমঃসুক লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ করা যায় সেই তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের বিষয়ে যে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনে নির্দ্ধারিত আছে সেই মিয়াদ সরকারের সমস্ত দেশে চলন হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১১ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২৭ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৩ সালের ১৩ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৩ সালের ২৭ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ১৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২৭ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমতান্য প্রকার কটে ভূমিবন্ধকের তমঃসুকের বিষয়ে নষ্টতা ও প্রবঞ্চনা না হইতে পারিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের নির্দ্ধারিত সকল কথা ও হুকুম ইহার পূর্ব্বে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে এবং বারাণসেও চলন হইয়াছে আর ঐ আইনের ২ ধারার লিখনানুসারে বুঝা যাইতেছে যে উপরের লিখিত ঐ সকল দেশেতে কর্জা টাকার সুদ শতকরা বৎসরে ১২ দ্বাদশ টাকার অধিক লওয়া পাদ্য নাহি কিন্তু সুদের প্রকরণের ধার্য্যের বিষয়ে অবধারিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের লিখিত দাঁড়া ও হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের অনুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত ও যুদ্ধে জয়করা নূতন দেশে চলন হইয়াছে তথাপি বারাণসদেশে অদ্যাবধি সুদের নিরূপণ ও নিয়ম যথাবিহিতক্রমে ব্যবহার ও চলন হয় নাই এবং ইহাও জানা গেল যে বারাণসদেশেতে টাকার সুদ বৎসরে শতকরা ১২ টাকার অধিক লওনের নিয়ম নাহি একারণ উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল যে সরকারের সমস্ত দেশে সুদের নিয়ম ও ধার্য্যার্থে যে২ দাঁড়া চলন হইয়াছে তাহা বারাণস দেশেও চলন হয় আর শুনা গেল যে সরকারের সমস্ত দেশে এমত রীতি ও ব্যবহার হইয়াছে যে প্রায় সকল লোক বয়বলওফার কটে কিম্বা কটকোবালারূপে অথবা সেমত অন্যপ্রকার কটনিদর্শনে ভূমিবন্ধকের তমঃসুক লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ লয় ও কার্য্যক্রমে কত২বার এমত হইয়াছে যে ঐ তমঃসুকের লিখিত নিয়ম হেতুবাদ।



মতে

মতে কার্য্য করিতে না পারাতে ঐ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ঐ সকল লোকদিগের ভূমি অল্প মূল্যে ও অবিহিত প্রকারে অন্যের হস্তগত হইয়াছে অতএব এ প্রকার কুরীতি উঠাইয়া দিবার নিমিত্তে বিহিত বুঝা গেল যে কিছু নিয়মিত কালের মধ্যে এ প্রকার ভূমি বন্ধকদেওনিয়ারা টাকা শোধ দিতে পারিলেও পুনর্ব্বার তাহারা আপনং ভূমি আপনারা ফিরিয়া পায় এবং উচিত বুঝা গেল যে এ প্রকার ভূমি বন্ধকলওনিয়া যদি ঐ ভূমি আপনি ভোগদখল না করিয়া থাকে তবে টাকা শোধদেওনের দিবসাবধি বন্ধকী খতের টাকার নিরূপিত সূদসমেত আসল টাকা ফিরিয়া পায় অতএব উপরের সকল কথা দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখ অবধি নীচের লিখিত সকল দাঁড়া ও হুকুম চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের লিখিত দাঁড়া কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্ত হইয়া ইং ১৮০৭ সালের আরম্ভদিনাবধি বারাণসদেশে চলন হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আরম্ভ দিনাবধি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ৭ পৌষাবধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের সমস্ত ধারার লিখিত দাড়া ও হুকুম বারাণসদেশে চলন হইবেক কিন্তু এই আইনের কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইয়া নীচের লিখিত ধারাসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়া বারাণসে চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারার নিরূপিত তারিখের পূর্ব্বে কর্জ্জা কিম্বা হুণ্ডীইত্যাদির যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় আদালতের সাহেবেরা তাহার সূদের বিষয়ে যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত কথা এপ্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া বারাণসদেশে চলন হইবেক যে সেখানে উপরের ধারার নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্বে যে কর্জ্জার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তথাকার আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহাতে খাতক ও মহাজনের উভয় সম্মতি ও স্বেচ্ছাক্রমে সূদের যে হার তমঃসুকে লেখা গিয়া থাকে তাহাই দেওনের হুকুম দেন্ আর যদি খতে সূদের নিয়ম কিছু না লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দেশের চলিত রীতি ও ব্যবহারমতে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে যদনুক্রমে হুণ্ডী ও টীপ ও রসীদের সূদের বিষয় ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ঐ কর্জ্জা টাকার সূদদেওনের হুকুম দেন্ ও এপ্রকার সূদের বিষয়ে মহাজন ও সরাফ অর্থাৎ পোৎদারদিগের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহারদিগের মধ্যে যেমত দাঁড়া ও দস্তুর চলন আছে তদনুসারে তাহারদিগের মোকদ্দমাতে হুকুম দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

যে কর্জ্জা মোকদ্দমার বিবাদআরম্ভ ২ ধারার লিখিত তারিখের পরে হয় তাহাতে বৎসর শতকরা ১২ টাকার সূদের হুকুম হইবার কথা।

এই আইনের ২ ধারার লিখিত তারিখের পূর্ব্বে যে কর্জ্জা মোকদ্দমার বিবাদ আরম্ভ হইয়া থাকে তাহার সূদ বৎসরে শতকরা ১২ টাকার অধিক দেওনের ডিক্রী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে ইতি।



৫ ধারা।

## ৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আইনের ৮ ধারাতে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কর্জ্জা টাকার খতে কিম্বা একরারনামায় অথবা ঐমত আর কোন প্রকার নিদর্শনপত্রে সরকারের আইনের নির্ণীত সুদের হারহইতে অধিক অঙ্ক লেখাইয়া লয় তবে সে ব্যক্তি সুদ কিছুই পাইবেক না এবং ঐ আইনের ৯ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াহইতে এড়াইবার নিমিত্তে প্রথমেই যদি সুদের টাকা আসল টাকাহইতে কাটিয়া লইয়া কিম্বা আর কোন ছল কি চক্র করিয়া কর্জ্জ দেয় তবে তাহার মোকদ্দমাতে ডিস্মিস্ব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকার হুকুম হইবেক না পরে জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ২ ধারার নিরূপিত তারিখের পূর্ব্বে সাধুখাতকের উভয় সম্মতিক্রমে প্রকৃতার্থে কর্জ্জ দেওয়া ও লওয়া হইয়া যে খতের লেখাপড়া হইয়া থাকে তাহার প্রতি উপরের লিখিত দাঁড়ার কথা খাটিবেক না ইতি।

যে খত ২ ধারার লিখিত তারিখের পূর্ব্বে লেখা গিয়া থাকে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আইনের ৮ ও ৯ ধারার কথা না খাটিবার কথা।

## ৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আইনের ১০ দশম ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন বন্ধকলওনিয়া মহাজন খতের লিখিত আসল ও সুদের টাকা বন্ধকী ভূম্যাদির উপস্বত্বহইতে উসুল করিয়া থাকে তবে তাহার সে বন্ধকী খত বাতিল অর্থাৎ ঝুটা হইবেক পরে জানা কর্ত্তব্য যে এই দাড়া ফসলী ১২১৪ সালের প্রথম দিবসাবধি বারাণসদেশে চলন হইবেক কিন্তু এই আইনের ২ ধারাতে যে তারিখ নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে সেই তারিখের পূর্ব্বে সাধুখাতকের উভয় সম্মতিতে যে কর্জ্জা খতের লেখাপড়া হইয়া থাকে তাহাতে উপরের লিখিত ঐ দাঁড়া খাটিবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আইনের ১০ ধারার লিখিত কথা যে সময়াবধি বারাণসে চলন হইবেক তাহার কথা।

## ৭ ধারা।

ভূমিবন্ধকের যেং তমঃসুক অর্থাৎ খত বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা কট কোবালা মতে অথবা তাহার মত অন্য প্রকার কট নিদর্শনে লেখা গিয়া থাকে সেই সকল খত বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত অনেকং দাড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনানুসারে সরকারের রাজ্যেতে চলন হইয়াছে পরে উপরের লিখিত দাঁড়াভিন্ন এক্ষণে অধিকন্তু এ কথারো ধার্য্য করা গেল যে বন্ধকের এ প্রকার খত লিখিয়া দেওনের সময়ে কিম্বা ঐ ভূমিবিক্রয়সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে যে কোন সময়াবধি বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি দখল করিয়া থাকে তবে যদি সেই বন্ধকদেওনিয়া খাতক সুদছাড়া কেবল আসল কর্জ্জা টাকা সমুদয় ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে শোধ দেয় কিম্বা প্রকৃতার্থে ঐ কর্জ্জাটাকাপরিশোধ নিমিত্তে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতে ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা পুনর্ব্বার আপন ভূমিতে

যেং প্রকারে বন্ধকী ভূমি বিক্রয়সিদ্ধ না হইবেক তাহার কথা।

দখল পাইতে পারিবেক আর যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি ভোগদখল না করিয়া থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক বয়বলওফা ইত্যাদি কটক্রমে লিখিত খতের মিয়াদের মধ্যে যে কোন সময় অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ হওনের অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণেও যদি কর্জার আসল টাকা সমুদয় মহাজনকে দেয় কিম্বা ওয়াজিবী সুদের টাকাসমেত ঐ কর্জা টাকা দিবার নিমিত্তে প্রকৃতার্থে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতেও ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ পুনর্ব্বার আপনারা ঐ বন্ধকী ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে নীচের ধারার লিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে বন্ধকী ভূমি কদাচ বিক্রয়সিদ্ধ হইবেক না ও এই ধারাতে যেখানে২ বয়বাৎ শব্দ লেখা গিয়াছে তাহার ভাবার্থ নীচের ধারার নির্ণীত লিখন মতে স্পষ্ট হইবেক পরে এম তে যে ব্যক্তি ভূমিবন্ধক দিয়া থাকে তাহার এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে হইবেক যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে কিম্বা তাহার তরফ মোখ্তারকার অথবা তাহার উত্ত রাধিকারিদিগকে প্রকৃতার্থে ঐ কর্জার আসল টাকা এবং আবশ্যক সময়ে সুদের টাকাও দিয়াছে কিম্বা দিবার নিমিত্তে ঐ টাকা তাহারদিগের নিকটে লইয়া গি য়াছিল অথবা ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের ব্যাপ্য অধিকারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে ঐ ভূমি বয়বাৎ অ র্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে সেই কর্জার টাকা দাখিল করিয়াছে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ১২ ধারার লিখিত যে২ নিয়ম ভূমিবন্ধকের তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের নির্ণীত মি য়াদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এক্ষণে এই আইনের ৮ ধারার নির্ণীত মিয়াদের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

## ৮ ধারা।

বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে বন্ধকী ভূমি ব য়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সি দ্ধহওনের মতের এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজ নের যে২ কর্ত্তব্য তা হার কথা।

বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে লিখিত ভূমিবন্ধকের যে খতের বিবরণ ঐ আই নের মধ্যে প্রায় অনেক স্থানে লেখা গিয়াছে তাহা যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্থানে থাকে আর ঐ খতের লিখিত মিয়াদ অতীত হইয়া গেলে পর যদি সেই মহা জন ঐ বন্ধকী ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ করাইয়া আপনি ভোগদখল করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থা নে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের স্থানে আপন দেওয়া কর্জের টাকা তলব ক রে তাহার পর আপনি কিম্বা আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ বন্ধকী ভূ মি যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের অধিকারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহ রের আদালতের জজসাহেবের নিকটে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহওনের দরখাস্ত দেয় এমতে সে আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত দরখাস্ত পাই লে পর তাহার নকল করাইয়া ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের কিম্বা তাহার উত্ত রাধিকারিগণের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাহার নামে এই মজমুনে এক পর



ওয়ানা

ওয়ানা আদালতের মোহর আর আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া পাঠান্ যে এই পরওয়ানার তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বন্ধক বাবৎ কর্জা টাকা সমুদয় উপরের ধারার নির্ণীত মতে সেই বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে যদি না দেয় তবে সে বন্ধকী ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন তাহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইবেক ও বন্ধক দেওনিয়ার তাহাতে কিছু স্বত্ব ও অধিকার থাকিবেক না ইতি।

VOL. IV. 341.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

যে সকল নৌকা টালীর খাল দিয়া সুন্দরবনহইতে কলিকাতা ও কলিকাতাহই তে সুন্দরবনে আইসে ও যায় এবং যে সকল নৌকা বাকানালা ও কুঞ্জপুরের খাল ও গওয়ার খাল এবং নারায়ণপুরের খাল দিয়া আইসে ও যায় সেই সকল নৌকার প্রতি মাসুলের ধার্য্য করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১৬ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ১৯ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ১৫ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৩ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে টালীর খাল নামে যে খালের এক মোহনা সুন্দরবনের নদীতে ও আর এক মোহনা গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে তাহা দিয়া যে সকল নৌকা যায় ও আইসে এবং যে সকল নৌকা বাকানালা ও কুঞ্জপুরের খাল ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল দিয়া আইসে ও যায় কএক বৎসরহইতে সেই সকল নৌকার উপরে মাসুল লওয়া যাইতেছে অতএব এক্ষণে ঐ সকল নৌকার মাসুলের হার ভাল মতে নির্ণয় ও নির্দ্ধার্য্য করিয়া ছোট বড় সকল লোকদিগকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্তে প্রকাশ ও প্রচারকরা বিহিত বুঝা গেল এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের নির্দ্ধারিত দাড়া এই আইনের তারিখহইতে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় নীচের লিখিত বেওরামতে সেই সকল নৌকার উপরে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি। টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল ধার্য্যের কথা।

বজরা ও পিনিস ও ভাউলিয়া ও পান্সীতে যত দাঁড় থাকে তাহার দাঁড়প্রতি ।০ চারি আনা।

খালী নৌকা কিম্বা যে নৌকাতে মৃত্তিকার বাসন কিম্বা ইট অথবা বালী কিম্বা মাটী অথবা সুরখী বোঝাই হয় সে নৌকাতে যত বোঝাই ধরে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ।০ চারিআনা।

অল্পং মূল্যের দ্রব্যাদি যে সকল ডিঙ্গী নৌকাতে বোঝাই করিয়া বাহিরে না

 গিয়া

গিয়া খালের মধ্যে দিয়া এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় সে সকল ডিঙ্গীর প্রতিক্ষেপে।০ চারিআনা।

আট্‌লা অর্থাৎ সঙ্গের তলবীইত্যাদি দ্রব্যজাত যে নৌকাতে বোঝাই থাকে এবং যে সকল নৌকাতে তণ্ডুল ও ধান্য ও খেঁসারী ও মুগ ও মাষকলায় ও মটর ও বট ও মুসুরী ও গোম ও যব ও অরহর ও ঝড়াধান্য ও বরবটী ও কাঙ্গনী ও ঢাকাই কুমড়া ও পোয়াল ও জ্বালানী কাষ্ঠ ও গরান ও আদা ও তেঁতুল ও পেয়াজ ও রসুন বোঝাই থাকে সে সকল নৌকার ফিশত মোন বোঝাইর উপর ১ এক তঙ্কা।

উপরের লিখিত দ্রব্যাদিভিন্ন আর২ দ্রব্য যে নৌকায় ভরা থাকে তাহার মাসুল যে হারে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত দ্রব্যাদিভিন্ন আর২ দ্রব্যসামগ্রী বোঝাই হইয়া যে সকল নৌকা টালীর খাল দিয়া আইসে ও যায় তাহার এক শত মোন বোঝাইর প্রতি ২ তঙ্কা।

### ৩ ধারা।

এই ধারার উক্ত মাসুল চব্বিশপরগনার কালেক্টরসাহেবের দ্বারা তহসীল হইবার কথা।

টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল চব্বিশপরগনার কালেক্টরসাহেব ঐ কর্ম্মে যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের দ্বারা তহসীল করিবেন ইতি।

### ৪ ধারা।

টালীর খালের কএক ঘাটে ক্ষেয়ার নৌকা থাকিবার কথা।

লোকদিগের সুগম ও সুবিদা নিমিত্তে কালীঘাট এবং বাঁশধরণী ও গড়িয়া এবং তেঁতুলবাড়ীর নীচে ঐ খালে ক্ষেয়ার নৌকা নিযুক্ত থাকিবেক এবং বর্ষাকালে খড়ী বালীয়ার নীচেও ক্ষেয়ার নৌকা নিযুক্ত থাকিবেক ইতি।

### ৫ ধারা।

ক্ষেয়ার নৌকাতে পার হওনিয়া লোকদিগের স্থানে মাসুললওনের হারের কথা।

উপরের উক্ত ক্ষেয়ার নৌকাতে যে সকল লোকেরা ঐ খাল পার হইবেক তাহারদিগের স্থানে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

রিক্তহস্ত সমস্ত পথিক অর্থাৎ রাহী লোকদিগের স্থানে জনপ্রতি ৫ পাচ গোণ্ডা কড়ী।

মোটমোটারী লইয়া যে সকল লোক পার হইবেক তাহারদিগের স্থানে জনপ্রতি /০ এক পণ কড়ী।

ছালাসুদ্ধা প্রত্যেক গরুতে ৵০ দুই পণ কড়ী।

কাহারসুদ্ধা প্রত্যেক পাল্‌কীতে।০ চারি আনা।

খালী কিম্বা বোঝাই সুদ্ধা প্রত্যেক গাড়ীতে॥০ আট আনা।

ভেড়া ও ছাগলইত্যাদির একটাতে /০ এক পণ কড়ী।



৬ ধারা।

৬ ধারা।

লোকেরা ঐ খাল পার হইয়া যাইতে হইলে উপরের উক্ত ফেয়ার নৌকাতে চড়িয়া অথবা আর যে কোন প্রকারে বাসনা ও সাধ্য হয় আপন২ ইচ্ছাক্রমে পার হইয়া গমনাগমন করিতে পারিবেক কিন্তু এমতে যদি কোন ব্যক্তি ঐ২ ফেয়ার নৌকায় না চড়িয়া আর কোন প্রকারে খাল পার হয় তবে তাহার স্থানে উপরের লিখিত মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

ফেয়ার নৌকাভিন্ন আর কোনমতে যে ব্যক্তি পার হয় তাহার স্থানে মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—লোকদিগের সুগম ও সুবিদা নিমিত্তে ও খাল দিয়া অনায়াসে নৌকা চলিয়া যাওন ও আইসনের প্রতিবন্ধক না হইবার কারণ নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

খালেতে অনায়াসে নৌকা চলনের ও লাগাইবার মত নির্দ্ধার্য্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ খাল দিয়া যে সকল নৌকা সুন্দরবনের দিগে যাইবেক সে সকল নৌকা খালের দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ নৈর্ঋত ধার দিয়া চলিবেক এবং সুন্দরবনহইতে যে সকল নৌকা গঙ্গায় আসিয়া পড়িবেক সে সকল নৌকা খালের বাম ভাগ অর্থাৎ ঈশান ধার দিয়া চলিবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—খাল দিয়া নৌকা লইয়া যাইতে২ কোন নাবিক অর্থাৎ নাইয়া নৌকা লাগাইতে চাহিলে তাহার কর্ত্তব্য যে খালের ধারে বাঁশ কিম্বা খাটা ও গোঁজ অথবা লগী না পুতিয়া ও গাড়িয়া খালের খাদের মধ্যে বাঁশ গাড়ে কিম্বা লঙ্গর করে এ কথার তাৎপর্য্য এই যে খালের জলের ধারঅবধি উপরে ছয় হাত পর্য্যন্ত বাঁশইত্যাদি গাড়িতে ও পুতিতে বারণ আছে ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইট প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি খালের কিনারা অবধি এক শত পাদের মধ্যে মাটি কাটিতে ও খুদিতে পাইবেক না ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—খালের মধ্যে নীলম ও কাষ্ঠ কিম্বা আর কোন ভারী দ্রব্য ফেলিতে পারিবেক না ইতি।

৮ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে পোলীসের দারোগা ও মাসুলতহসীলের আমলালোকদিগের কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধিকে ধরিয়া চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় এবং মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ফৌজদারী ছোট২ মোকদ্দমার বিষয়ে যেমত২ শাস্তির নিরূপণ আছে ঐ অপরাধিকে সেই মত শাস্তি দেন্ ইতি।

কেহ উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

খালের মধ্যে যদি কোন স্থানে কোন নৌকা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় কিম্বা ডুবে তবে সেই

খালের মধ্যে নৌকা

ভাঙ্গিলে কি ডুবিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সেই নৌকার নাইয়ার কর্ত্তব্য যে সেখানকার নিকট স্থলে যে পোলীসের থানা থাকে শীঘ্র এ কথার সমাচার সেই থানার দারোগার নিকটে দেয় আর সেই থানার দারোগার উচিত যে এ সমাচার শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যেমত হুকুম হয় সেই হুকুমমতে সেই ভাঙ্গা কি ডুবা নৌকা বাহির করিবার উদ্যোগ করে ইতি।

১০ ধারা।

যাহাতে নৌকাচলনের প্রতিবন্ধক হয় এমত কোন কোঠা কি ঘাট খালের ধারে বানাইতে নিষেধের কথা।

চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের উচিত যে খালের ধারে যে কোঠা ও এমারৎ কিম্বা পাকা ঘাট বানাইলে অথবা আর কোন প্রকার কিছু করিলে খালের পথ রুদ্ধ ও নৌকা গমনাগমনের ব্যাঘাত ও প্রতিবন্ধক হয় তাহা না বানান্ ও বানাইতে না দেন্ পরে যদি কোন ব্যক্তি এমত কোঠা ও এমারৎ কিম্বা ঘাট বানাইতে চাহে তবে পোলীসের থানার ও মাসুলতহসীলের আমলালোকদিগের কর্ত্তব্য যে এ কথার সমাচার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে দেয় ইতি।

১১ ধারা।

তমোলুক ও হিজলীর মধ্যের বাঁকানালাইত্যাদি খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল ধার্য্যের কথা।

তমোলুকের মহালাতের মধ্যে বাঁকানালা ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল নামে যে২ খাল আছে ও হিজলীর মহালাতে কুঞ্জপুরের খাল নামে যে খাল আছে তাহা দিয়া সে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহাহইতে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

বজরা ও পিনিস ও ভাউলিয়া ও পান্‌সীতে যত দাঁড় থাকে তাহার দাঁড়প্রতি ।০ চারি আনা।

যে সকল নৌকাতে লবণ বোঝাই থাকে তাহার চালান দৃষ্টে এক শত মোন ওজনের উপর ১৵০ এক টাকা এক আনা।

বড়২ যে সকল নৌকা খালী যায় আইসে তাহাতে যত বোঝাই ধরে তাহার প্রত্যেক শত মোন ওজনের উপরে ।০ চারি আনা।

যে সকল নৌকাতে আট্‌লা অর্থাৎ সঙ্গের তলবীইত্যাদি জিনিসপত্র কিম্বা সকল প্রকার ধান্য ও খন্দ অথবা মাটির বাসন বোঝাই থাকে সে সকল নৌকাতে যত বোঝাই ধরে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ॥০ আট আনা।

উপরের লিখিত দ্রব্যাদিভিন্ন যে সকল নৌকাতে আর২ দ্রব্য বোঝাই থাকে তাহাতে যত বোঝাই ধরে তাহার এক শত মোন ওজনে ১ এক তঙ্কা।

শাল কিম্বা শিশু অথবা অন্য যে কোন প্রকার বাহাদুরী কাষ্ঠের মাড় বান্ধিয়া লইয়া আইসে তাহার একটা বাহাদুরীপ্রতি ৵০ দুই আনা।



বাঁশের

বাঁশের মাড়ের এক শত খান বাঁশ প্রতি ।০ চারি আনা।

খালের উপর নিকটবর্ত্তি গ্রামে কি গঞ্জে হাটবাজার ও সওদাপাতিকরণার্থে লোকেরা যে সকল ছোট২ নৌকাতে চড়িয়া খালের বাহিরে লাগিয়া ভিতরে থাকিয়া গমনাগমন করে সে সকল নোকার প্রতিক্ষেপে ৵০ দুই আনা।

১২ ধারা।

বাঁকানালাইত্যাদি খাল দিয়া যে২ নৌকা যায় ও আইসে তাহার মাসুল তমোলুক ও হিজলীর নিমকমহালের সাহেবদিগের দ্বারা তহসীল হইবার কথা।

বাকাঁনালা ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুলতহসীলের ভার তমোলুকের নিমকমহালের সাহেবের প্রতি থাকিবেক ও কুঞ্জপুরের খাল দিয়া যে২ নৌকা আইসে ও যায় হিজলীর নিমকমহালের সাহেবের প্রতি তাহার মাসুলতহসীলের ভার থাকিবেক আর এই মাসুলতহসীলের কর্ম্মে যে সকল আমলালোক নিযুক্ত থাকে ঐ সাহেবেরা তাহারদিগের দ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

মাসুলতহসীলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যেমত ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

এই ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনানুসারে চব্বিশপরগনার কালেক্টরসাহেব ও হিজলী ও তমোলুকের নিমকমহালের সাহেবদিগের প্রতি মাসুলতহসীলের যে ভার দেওয়া গেল তাহাতে যে মত হুকুম দেওয়া উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ ঐ সাহেবদিগের নামে সেই মত হুকুম দেন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৯ উনবিংশ আইন।

সমুদ্রপন্থী জাহাজের আমদানী ব্রাণ্ডি ও রম ও জীনইত্যাদি অন্যান্য প্রকার শরাব অর্থাৎ মদিরার প্রকৃত মূল্যের প্রতি শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা হারে হাসিল ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ একাদশ আইন ও ১৮০২ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে লওয়া যাইত এক্ষণে ঐ২ আইনের কথা ও হুকুম নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত করিবার এবং ঐ সকল প্রকার মদিরার এক মোকররী দরের নির্দ্ধার্য্য করিবার এবং বাতাবী ও বেঙ্কুলে আরকছাড়া আর যে সকল প্রকার মদিরা জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে কলিকাতার বন্দরে কিম্বা হুগলীর গাঙ্গের ধারে আর২ ফিরিঙ্গী লোকের দখলে যে২ মোকাম আছে তাহাতে আমদানী হয় ঐ দর ধরিয়া সেই সকল প্রকার মদিরার মূল্য মোট করিয়া তাহার উপরে উপরের লিখিত অঙ্কে মাসুল লওয়া যাইবেক এ কারণ এবং মদিরার পিপাহইতে কিছু মদিরা ঝরিয়া পড়িলে সেই ঝরতী বাদ দিয়া হাসিল ধরিয়া লইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ১৬ প্রকরণে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এক্ষণে সে হুকুম শুধরিয়া পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল তারিখ ১৬ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ১৯ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৫ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৩ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

জাহাজে বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে কিম্বা হুগলীর গাঙ্গের ধারে আর২ ফিরিঙ্গী লোকের দখলে যে২ মোকাম আছে তথাহইতে যে কেহ যত প্রকার শরাব অর্থাৎ মদিরা কলিকাতার বন্দরে লইয়া আইসে তাহার ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখনানুসারে বাতাবী ও বেঙ্কুলের আরকছাড়া আর সমস্ত প্রকার মদিরার চালানের লিখিত প্রকৃত মূল্যের উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা করিয়া মাসুল দিতে হয় আর ইহাতে যদি মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে মদিরার চালান না দেখায় অথবা কালেক্টরসাহেবের চিত্তে যদি মদিরার প্রকৃত মূল্য চালানের লিখিত মূল্যহইতে অধিক বোধ হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ১ ও২ প্রকরণের অনুসারে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে কলিকাতার বাজার ভাওমতে ঐ মদিরার যত মূল্য হয় তাহার উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে মাসুল লইতে পারেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের হেতুবাদ।



৫ আইনের

# ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ১৯ ঊনবিংশ আইন।

৫ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে হুগলীর গাঙ্গের ধারে কোম্পানি বাহাদুরের ভিন্নাধিকার আরং ফিরিঙ্গী লোকের দখলে যেং মোকাম আছে জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে যত জিনিস তথাতে আইসে ও তাহার পর সেখানহইতে ঐ সকল জিনিস এ দেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে যদি যায় তবে এমতে হুগলী মোকামের পরমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ জিনিস কলিকাতায় উঠিতে হইলে যে হারে হাসিল লাগিত সেই হারে তাহার হাসিল লন্ এবং কলিকাতা শহরেতে মদিরার দর কখন কিছু কখন আর এইমত ফেরফার হয় সকল সময়ে সমান থাকে না ও যদি চালান না লইয়া আইসে তবে তাহার মাসুলের নির্ণয়করা অতিদুষ্কর হয় আর যদি চালান দেখায় তথাপি প্রায় সর্ব্বদাই ঐ চালানের লিখিত যে মূল্যের উপর মাসুল ধরিয়া লওয়া যায় কলিকাতার বাজার দরহইতে অনেক কম হয় এবং ঐ জিনিস কলিকাতহইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে হইলে কলিকাতার বাজার ভাওমতে তাহার মাসুল সরকারহইতে তাহার স্বামিকে ফিরিয়া দিতে হয় ইহাতে সরকারের সমূহ ক্ষতি ও হানি হয় অতএব এ সকল কথা দৃষ্টি করিয়া উচিত বুঝা গেল যে জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে যেং প্রকার শরাব অর্থাৎ মদিরা কলিকাতার বন্দরে আমদানী হয় তাহার মাসুললওনের বিষয়ে যত দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা রদ ও রহিত করিয়া উত্তর কালের নিমিত্তে শরাবের এক মোকররী দরের ধার্য্য করিয়া তদনুসারে মাসুল লওয়া যায় এহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত দাঁড়াসকল জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

ইং ১৮০০ সালের ১১ আইনের ৪ধারার২ প্রকরণের এবং ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ৫ ধারার ১৬ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে যত প্রকার শরাব কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার মাসুললওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১১ একাদশ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত দাঁড়াসকল এবং ঐ সকল শরাবের পিপাহইতে কিছু শরাব ঝরিয়া পড়িলে সেই ঝরতী বাদ দিবার সম্বন্ধে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ১৬ ষোড়শ প্রকরণে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সে সকল দাঁড়া এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

শরাবের পিপার মূল্য ধার্য্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে যত প্রকার শরাব অর্থাৎ মদিরা কলিকাতার বন্দরে আমদানী হয় তাহার মধ্যে বাতাবী ও বেঙ্কলের আরকছাড়া আর সমস্ত প্রকার শরাবের প্রত্যেক পিপার দর এক্ষণে ইঙ্গরেজী ৩০ ত্রিশ পৌণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদনুসারে মূল্য মোট করিয়া তাহার শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

শরাবের পিপার ঝ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে শরাবের পিপাসকলের ঝরতী বাবত যে

দশ ভাগের এক ভাগ বাদ দেওয়া যাইত এক্ষণেও যদি কালেক্টরসাহেবের মনে এ কথা প্রত্যয় হয় যে ঐ সকল পিপাতে অনেক দিবস হইল শরাব পূরা গিয়াছে জাহাজহইতে উবরা করিবার পূর্ব্বে ভরা যায় নাহি তবে এই নিয়মে সেই দশ ভাগের এক ভাগ এক্ষণেও বাদ দেওয়া যাইবেক আর যদি ইহা প্রমাণ হয় যে জাহাজহইতে নামাইয়া আনিবার পূর্ব্বে সত্যই পিপাতে শরাব পূরা গিয়াছে তবে যত শরাব পিপাতে থাকে তাহার সঙ্খ্যা বুঝিয়া তদনুসারে মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যাহার শরাব সে ব্যক্তি পরমিটহইতে ঐ শরাবের পিপা আপন স্থানে লইয়া গেলে পর পিপা খালী থাকিবার আপত্তি ও ওজর শুনা যাইবে না ও ঝরুতী বাবত কিছু বাদ দেওয়াও যাইবেক না ইতি। — ঝুরুতী বাদদেওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— সকল প্রকার শরাবের পিপার ঝরুতী বাদের বিষয়ে উপরের প্রকরণের লিখিত দাঁড়ার কথা খাটিবেক ইতি। — পিপার ঝরুতীর বিষয়ে উপরের প্রকরণের কথা খাটিবার কথা।

৩ ধারা।

পূর্ব্ব রীতিমতে বাতাবী আরকের প্রতিলিগরেতে ৫৫ পঞ্চান্ন টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি। — বাতাবী আরকের মাসুল ধার্য্যের মতের কথা।

৪ ধারা।

হুগলীর গাঙ্গের ধারে সরকারের ভিন্ন আর২ ফিরিঙ্গী লোকের দখলে যে২ মোকাম আছে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণের দাঁড়ামতে তথাহইতে যে কোন প্রকার শরাব যদি অন্য কোন স্থানে যায় তবে হুগলীর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে জাহাজে বোঝাই হইয়া ঐ শরাব সমুদ্রপথে কলিকাতার বন্দরে আইসনকালে যে হারে মাসুল লাগিত সেই হারে ঐ শরাবের উপর মাসুল ধরিয়া লন্ ইতি। — হুগলীর গাঙ্গের ধারের আর২ ফিরিঙ্গী লোকের মোকামহইতে যে কোন প্রকার শরাব অন্যত্র যাওনকালে তাহার মাসুল লওনের হারের কথা।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ২০ বিংশ আইন।

যেং আইনানুসারে গোরা সিপাহীদিগের ছাউনির নিকটে মদিরা ও তাড়ীই ত্যাদি নানাপ্রকার মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণার্থে ঐ সকল দ্রব্যের ভাটী ও দোকান নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং আইনের দাঁড়া ও কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ২৩ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ১০ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৬ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৬ আইনের ৩৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে গোরা সিপাহী লোকের ছাউনির নিকটহইতে ২ দুই ক্রোশের মধ্যে মদিরা ও তাড়ীইত্যাদি মাদক সামগ্রীর দোকান কোন প্রকারে থাকিতে পারিবেক না কিন্তু এক্ষণে সেখানহইতেও মদিরাদিপাওনের কি আনাইবার কিছু আটক নাহি অতএব উচিত বুঝা গেল যে গোরা সিপাহীদিগের ছাউনির নিকটহইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে মদিরাদির ভাটী ও দোকান থাকে এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত সমস্ত হুকুম কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি। — হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৬ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৬ আইনের ৩৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারাতে যেং কথা ও দাঁড়া গোরা সিপাহী লোকের ছাউনির নিকটহইতে ২ দুই ক্রোশের মধ্যে মদিরাদির দোকান কোন মতে না থাকিতে পারিবার বিষয়ে লেখা গিয়াছিল তাহা এক্ষণে এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। — ইং ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৬ ধারা এবং আরং কএক সনের কএক আইনের কএক ধারার কথা রদ হইবার কথা।

### ৩ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে ফসলী ও বাঙ্গলা প্রতিসালের প্রথমারম্ভহইতে শরাবের ভাটী ও দোকানের নিমিত্তে নূতন যে সনন্দ দিতে — গোরা সিপাহীদিগের ছাউনির কত অন্তরে ম

দিরাদির দোকান হই বেক ইহার পরামর্শ ছাউনির সরদার সাহেবের সহিত না করিয়া কালেক্টরসাহেবেরা মদিরাদির ভাটী ও দোকানের সনন্দ না দিবার এবং ঐ সরদারের কথা মনাত না হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দিতে হয় গোরা সিপাহী লোকের ছাউনিহইতে কত অন্তরে শরাবের ভাটী ও দোকান করিতে দেওয়া উচিত. ঐ গোরা সিপাহীদিগের সরদারের সহিত যাবৎ তাঁহারদিগের এ কথার বিবেচনা ও পরামর্শ না হয় তাবৎ সে সনন্দ মদিরা বিক্রয় করণিয়াদিগকে না দেন্ এমতে কালেক্টরসাহেবের ইহাও আবশ্যক যে সিপাহীদিগের সরদারের যুক্তি ও পরামর্শমতেই শরাবের ভাটী ও দোকানকরণের সনন্দ দেন্ কিন্তু যে স্থানে শরাবের ভাটী ও দোকানহওনের স্থির হয় সে স্থান অতিদুর প্রযুক্ত যদি সরকারের মাসুলের বিষয়ে অল্পতাহওনের সম্ভাবনা হয় কিম্বা অন্য কোনহেতুক সেখানে দোকান ও ভাটী করিতে দেওয়া কালেক্টরসাহেব অনুচিত বুঝেন্ তবে ইহার সমস্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ যে ঐ সাহেবেরা ইহার সমাচার ও বৃত্তান্ত এবং তাহাতে আপনারা যাহা বুঝেন্ তাহার কথা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

## ৪ ধারা।

যেপ্রকারে ছাউনির নিকটহইতে মদিরাদির দোকানাদি উঠাইয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

গোরা সিপাহীলোকের ছাউনির নিকটে মদিরার দোকান ও ভাটী থাকাতে এক্ষণে তাহারদিগের পক্ষে যে ক্ষতি ও মন্দ হইতেছিল উপরের লিখিত দাঁড়ার তাৎপর্য্যক্রমে উত্তরকালে ঐ সকল দোকান ও ভাটী ছাউনিহইতে এত অন্তরে নির্দ্দিষ্ট হইবেক যে তাহারদিগের পক্ষে সে প্রকার ক্ষতি ও বিঘ্ন কিছুই হইতে পারিবেক না কিন্তু এ প্রকার দোকান ও ভাটীর সনন্দ দিলে পর যদি ছাউনির সরদার সাহেবের লিখিয়া পাঠানদ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এমত বুঝেন্ যে যে স্থানে মদিরার এ প্রকার কোন দোকান ও ভাটী হইয়াছে সেখানে থাকিলে গোরা সিপাহীলোকের পক্ষে ক্ষতি দর্শিতে পারে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে সেই দোকান ও ভাটীর সনন্দ ফিরিয়া লইবার ও সেখানহইতে দোকান উঠাইয়া দিবার হুকুম হইবেক ইতি।

## ৫ ধারা।

গোরা সিপাহীলোকের ছাউনির নিকটের মদিরার দোকানের মাসুলের হার বাড়াইবার মতের কথা।

যখন মদিরার দর বেশী হয় তখন তাহা অল্প বিক্রয় হয় ইহা সকল লোকে জানে অতএব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের উচিত যে ২ শহরের ও মোকামের নিকটে গোরা সিপাহীলোকের ছাউনি আছে সেখানকার মদিরার ভাটী ও দোকান সকলের মাসুল যে২ হারে তহসীল হয় তাহাহইতে কিছু বাড়ান কর্ত্তব্য কিনা সুন্দরমতে ইহার সন্ধান ও বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ পরে যদি উপরের লিখিত আশয়ক্রমে এমত বুঝেন্ যে মাসুলের হার কিছু বাড়াইলে ফলোদয় ও লভ্য হইতে পারে তবে আপনারদিগের বিবেচনার সমস্ত বৃত্তান্তের সহিত এ কথার সমাচার

 ইঙ্গরেজী

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ২০ বিংশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের ১৫ ধারামতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে লিখিয়া পাঠান ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সাল ২২ বাবিংশ আইন।

---

মশাহেরা ও তনখাইত্যাদির দাওয়া মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিবার এবং তাহা দেওনের প্রকরণে যেং দাঁড়া চলিত আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুং পরিবর্ত্ত করিয়া সেই সকল দাঁড়া শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের তারিখ ১৮ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ৫ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ২২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৫ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ *১৮৬৩ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ৬ সওয়ালে জারী* করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারানুসারে সকল জিলা ও শহরের কালেক্টরসাহেবদিগ্কে এমত ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে যে তথাকার বসিয়া লোকদিগের যে কেহ পূর্ব্বাধিপতিদিগের আমলে মুশাহেরা কি তনখাইত্যাদি পাইতাম কহিয়া এক্ষণে সেই মুশাহেরা কি তনখাইত্যাদি আপন নামে বহাল করিবার দাওয়া তাঁহারদিগের নিকটে করে ইহাতে যদি সে মুশাহেরা কি তনখাইত্যাদি সালিয়ানা অর্থাৎ বৎসরে ১০০ এক শত টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে সে দাওয়ার বিষয় ও বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপন ক্ষমতাক্রমে সে দাওয়া নামঞ্জুর অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারেন্ কিম্বা তাহার মুশাহেরা কি তনখাইত্যাদি বহাল রাখিলেও রাখিতে পারেন্ কিন্তু এক্ষণে উচিত বুঝা গেল যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরী ও অনুমতিতে কোন কালেক্টরসাহেব এমত কোন মুশাহেরা কি তনখাইত্যাদি কাহার নামে বহাল না রাখেন্ আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারার লিখিত যে দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ আইনানুসারে কটকে চলন হইয়াছে তাহার কিছু পরিবর্ত্ত করিয়া শুধরা ও পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য ও কএক প্রকারে মুশাহেরা ও তনখার পরিবর্ত্তে অর্থাৎ বদলে মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগ্কে মঞ্জুর অর্থাৎ পতিত ভূমি লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করের ন্যায় দেওয়া কর্ত্তব্য বুঝা গেল অতএব উপরের সকল কথা দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হকুম করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত দাঁড়াসকল কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশ ও মহালে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

পূর্ব্বে কিছু মুশাহেরা পাইতাম বলিয়া কেহ এক্ষণে তাহার দাওয়া করিলে সে মুশাহেরা যদি বৎসরে একশত টাকার অধিক না হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত দেশস্থ কিম্বা জিলা বন্দেলখণ্ডনিবাসী অথবা যুদ্ধে জয়করা যমুনানদীর এ পার ও পার দুই পারের মহালাতের বসিয়া লোকদিগের যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বের দেশাধিপতিদিগের আমলে আমার মুশাহেরা কি তনখা নিয়মিত ছিল কহিয়া এক্ষণে সেই মুশাহেরা আপন নামে বহাল করিবার দাওয়া তথাকার কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে করিলে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মুশাহেরা যদি সালিয়ানা অর্থাৎ বৎসরে এক শত টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের মতানুসারে সে দাওয়া মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিবার যোগ্য বটে কি না ইহা নিশ্চয় ও তদন্ত করিয়া আপন২ করা রুবকারীর কাগজপত্র এবং সে বিষয়ে আপন বুদ্ধিক্রমে তাঁহারা যাহা বুঝেন্ তাহাও লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে ঐ সকল সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সুন্দরমতে বিবেচনা করিয়া বুঝিলে পর ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ঐ ২৪ আইনের লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হয় সে দাওয়া নামঞ্জুর অর্থাৎ অগ্রাহ্য হওনের কিম্বা সে মুশাহেরা কি তনখা পূর্ব্বমতে বহাল ও স্থিরতর থাকিবার হুকুম দিবেন ইতি।

## ৩ ধারা।

উপরের লিখিত দাড়ার মর্ম্ম সরকারের সকল দেশে চলন হইবেক অতএব তথাকার কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

উপরের ধারার লিখিত দাঁড়ার মর্ম্ম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস ও কটকেও চলন হইবেক অতএব ঐ সকল সুবার মধ্যের সমস্ত কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তির মুশাহেরা কি তনখার বিষয়ে যদি সে মুশাহেরা কি তনখা পঞ্চাশ টাকাহইতেও ন্যূন সংখ্যার হয় তথাপি আপন ক্ষমতাক্রমে তাহাতে সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হুকুম না দিয়া বরং এমত২ সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অগ্রে হওনার্থে সে সকল মোকদ্দমার সমদয় কাগজপত্র ঐ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারা এই দাড়ানুসারে রদ হইবার কথা।

আর জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে এমত হুকুম আছে যে যদি কোন ব্যক্তির মুশাহেরা কি তনখা বাবতের দাওয়া কালেক্টরসাহেব ও বোর্ডের সাহেবদিগের বিচারক্রমে মঞ্জুর না হয় তবে সে ব্যক্তি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আপন দাওয়ার দরখাস্ত করিতে পারে এক্ষণে এই ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে ঐ২ ধারার হুকুম রদ ও রহিত হইল ইতি।

## ৪ ধারা।

মুশাহেরার বিষয়ে কালেক্টরসাহেবেরা

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের ধারাসকলের লিখিত আশয়ক্রমে এমত কেহ না বুঝে যে কোন জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে এ প্রকার দাওয়ার বিষয়ে



যে

যে হুকুম হইয়া গিয়াছে তাহা ফিরিবেক বরং আইনানুসারে এমত বিষয়েতে যেপ্রকার হুকুম হইয়া থাকে তাহাই বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক কিন্তু এমতে কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারা যে লোকের নামে মুশাহেরা কি তনখা বহাল থাকনের হুকুম দিয়া থাকেন্ এই আইনের তারিখঅবধি তিন মাসের মিয়াদ মধ্যে সেই সকল লোকের ইসমনবিসীর ফিরিস্তি লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মুস্তোফী সাহেব অর্থাৎ সরকারের খরচপত্রের বিবেচনাকরণের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ আর তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ৬ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৮ ধারার মতে মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগের মোকদ্দমার কৈফিয়তের যে খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা প্রতিমাসে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ ইসমনবিসীর ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া পাঠান্।

ইহার পূর্ব্বে যে হুকুম দিয়া থাকেন্ তাহাহ বহাল থাকিবার ও এমতে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

পরে মুশাহেরা ও তনখার ঐ ফিরিস্তি মুস্তোফী সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে ঐ মুস্তোফী সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সময়হইতে কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে মুশাহেরা কি তনখা বহাল ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ঐ ফিরিস্তির লিখনক্রমে সেই সময়াবধি তাহার হিসাব বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ আর অন্য২ সমস্ত মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগের হিসাবের কাগজ বিবেচনা করিয়া বুঝিতে মুস্তোফী সাহেবের ব্যামোহ ও ক্লেশ না হইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে সরকারের বিশেষ হুকুমমতে লোকদিগ্কে যে২ মুশাহেরা ও তনখা দেওয়া যায় তাহা ঐ সকল লোকদিগের যে জনকে যে তারিখঅবধি এবং যে২ নিমিত্তে ও কারণে দিবার হুকুম হইয়াছে সে তারিখ ও কারণ সহিতে তাহার এক স্বতন্ত্র ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া পাঠান ও তাহার পর মুস্তোফী সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ে সরকারী আইনের মধ্যে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ ফিরিস্তির লিখনক্রমে হিসাব বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ আর যদি আপনার খাতিরজমা অর্থাৎ চিত্তপ্রবোধহওনের নিমিত্তে মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়া কোন লোকের সবিশেষ বৃত্তান্ত ও বিবরণ জ্ঞাত ও অবগতহওয়া আবশ্যক বুঝেন্ তবে এ নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে এক লিখন লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবের পাঠান কৈফিয়তের কাগজ পাইলে পর মুস্তোফী সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৫ ধারা।

উত্তরকালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সঙ্খ্যার ঊর্দ্ধ নহে এমত মুশাহেরা ও তনখা যদি কাহার নামে নূতন মোকরর অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট করেন্ কিম্বা পূর্ব্ব মত বহাল রাখেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে এ কথার সমাচার তফসীলওয়ারী অর্থাৎ বেওরা করিয়া মুস্তোফী সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ ও জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে এ প্রকার মুশাহেরা ও তনখা বহাল থাকা মঞ্জুর না হয় তাবৎ বহাল ও স্থিরতর হইবেক না এবং যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর হইতে

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরহইতে কাহার নামে মুশাহেরা মোকরর হইলে তাহার সমাচার মুস্তোফী সাহেবের নিকটে [illegible] বার কথা।

হইতে কাহার নামে মুশাহেরা কি তনখা নিয়মিত হয় তবে তাহারো সমাচার মুস্তোফী সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক ইতি।

## ৬ ধারা।

উপরের উক্ত ফিরিস্তি ভিন্ন আর কোন কাগজ কি কথা জ্ঞাতহওনের প্রয়োজন মুস্তোফী সাহেবের হইলে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

উপরের লিখিত ঐ সকল ফিরিস্তিছাড়া আর কোন কাগজপত্র কিম্বা মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়াদিগের আরং কোন কথা কি সমাচার যদি মুস্তোফী সাহেবের জ্ঞাত হওনের প্রয়োজন হয় তবে এমতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে জ্ঞাতকারণ এমত কাগজপত্র মুস্তোফী সাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ এবং তিনি যেমতে কহেন সেই মতে এ বিষয়েতে আপনং কৈফিয়ৎ ও হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করেন্ ইতি।

## ৭ ধারা।

মুশাহেরাপাওনিয়া কোন লোক মরিয়া গেলে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের যেমতাচরণ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মুশাহেরা ও তনখা পাওনিয়া যে লোকের মুশাহেরা এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সঙ্খ্যাহইতে অধিক নহে তাহার যদি মৃত্যু হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের নামে ঐ মুশাহেরা কি তনখা সম্যক অথবা তাহার কিঞ্চিদংশ বহাল থাকিবেক কি না ইহা কালেক্টরসাহেবের পাঠান কৈফিয়তের কাগজ দৃষ্টিপূর্ব্বক যথোচিত বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ কিন্তু এ প্রকার বিবেচনাকরণের সময়ে বোর্ডের সাহেবদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে মনোযোগপূর্ব্বক এ কথা সুন্দর নিশ্চয় করিয়া বুঝেন্ যে যে কেহ আপন নামে এমত মুশাহেরা বহালের দাওয়া করিতেছে সে আপন দীনতাপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্টহেতুক সরকারের কৃপা ও অনুগ্রহক্রমে তাহার নামে কিছু মুশাহেরা কি তনখা বহাল থাকনের যোগ্য ব্যক্তি বটে কি না যদি হয় তবে কিছু মুশাহেরা তাহার নামে বহাল রাখেন্ কিন্তু এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সঙ্খ্যা হইতে অধিক সঙ্খ্যার মুশাহেরার দাওয়া যদি হয় তবে তাহার বিচার ও হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে হওনার্থে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে সে মোকদ্দমার সমস্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত ও বিবরণ লিখিয়া হুজুরে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

## ৮ ধারা।

যে ব্যক্তি এক্ষণে মুশাহেরা পাইতেছে যাহার নামে প্রথম মুশাহেরা মোকরর হইয়াছিল সে বটে কি না কালেক্টরসাহেবের ই

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারহইতে এক্ষণে যাহাকে মুশাহেরা কি তনখা দেওয়া যাইতেছে প্রথমতঃ যাহার নামে সরকারহইতে মুশাহেরা মোকরর ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সে সে ব্যক্তি বটে কি না এ কথার নিশ্চয় ও তদন্ত করিতে সাধ্যপক্ষে ত্রুটি না করেন্ পরে যাহার নামে প্রথমতঃ মুশাহেরা মোকরর হইয়াছিল সে ব্যক্তি যদি মরিয়া থাকে এমত হয় তবে কালেক্টরসাহেবের



উচিত

উচিত যে মৃত ব্যক্তির মুশাহেরা পুরা কিম্বা তাহার কিঞ্চিদংশ ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের নামে বহাল থাকিবেক কি না উপরের লিখিত সকল দাঁড়ামতে এ কথার বিবেচনা স্থির হওনকালপর্য্যন্ত সে মুশাহেরা দেওয়া মৌকুফ অর্থাৎ বারণ করেন্ ইতি।

হার অন্তরা জানিতে হইবার ও এপ্রকার তদন্ত করিলে পর তাহার কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৯ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ২ ও ৩ ধারাতে এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩০ ধারাতে যেং মুশাহেরার কথা লেখা গিয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত আরং সমস্ত মুশাহেরা ও তনখা কেবল সরকারের কৃপা ও অনুগ্রহক্রমে লোকদিগকে দেওয়া গিয়া থাকে এবং সরকারের এমত কর্ত্তৃত্ব আছে যে যখন ইচ্ছা তখন এমত মুশাহেরা দেওয়া মৌকুফ অর্থাৎ বারণ করিতেও পারেন্ অতএব এক্ষণে এমত নির্দ্ধার্য্য করা যাইতেছে যে যখন সরকারে উচিত বুঝা যায় ও হইতে পারে তখন ঐ সকল মুশাহেরা ও তনখার পরিবর্ত্তে তাহাপাওনিয়ারদিগকে কিছুং পতিত ভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক যে ঐ ভূমি নিষ্করুরূপে তাহারদিগের এবং তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের ভোগদখলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সর্ব্বকালে বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক কিন্তু যাহারা সরকারের হুকুমমতে এক্ষণে মুশাহেরা কি তনখা পাইতেছে তাহারদিগের কেহ যদি মুশাহেরা কি তনখার বদলে এমত ভূমির সনন্দ লইতে না চাহে তবে সে ব্যক্তির অসম্মতিক্রমে তাহার জীবদ্দশার মধ্যে মুশাহেরা কি তনখার বদলে পতিত ভূমি দেওয়া যাইবেক না। এবং মুসলমানদিগের দরগাহ কিম্বা খানকাহ অর্থাৎ ধর্ম্মশালার খরচনিমিত্তে এবং হিন্দুলোকের দেবালয়ের ও ধর্ম্মকর্ম্মের খরচপত্রের কারণ সরকারহইতে নিয়মিত যে মুশাহেরা ও তনখা যে ব্যক্তির স্থানে দেওয়া যায় তাহার অসম্মতিক্রমেও সে মুশাহেরা কি তনখার বদলেও ভূমি দেওয়া যাইবেক না আর সরকারের সনন্দক্রমে কিম্বা চলিত কোন আইনের মতে যে ব্যক্তির নামে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মুশাহেরা দিবার হুকুম হইয়াছে ঐ মত তাহারো অনিচ্ছাধীন তাহাকে নিষ্করুরূপে পতিত ভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক না ইতি।

লোকদিগকে মুশাহেরার বদলে কিছুং পতিত ভূমির সনন্দ দিবার কথা।

১০ ধারা।

যাহারা মুশাহেরা পায় তাহারদিগের কেহ যদি মরে কিম্বা আপন ইচ্ছাক্রমে মুশাহেরা কি তনখার বদলে পতিত ভূমির সনন্দ চাহে তবে যে ভূমি শস্য জন্মিবার যোগ্য ও ঐ ব্যক্তির উপকারের উপযুক্ত হয় এমত পতিত ভূমি সরকারের তরফ হইতে ঐ মুশাহেরাপাওনিয়াকে সেখানকার কালেক্টরসাহেবের বিবেচনা করিয়া দিতে হইবেক পরে যে জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে সে মুশাহেরা ও তনখা দেওয়া গিয়া থাকে সেই জিলার মধ্যে যদি ভূমি দেওয়া যাইবার বাসনা হয় তবে তথাকার কালেক্টরসাহেব আপন দফ্তরের কাগজ ও আ

মুশাহেরাপাওনিয়া কোন লোক মরিয়া গেলে কি আপন ইচ্ছায় মুশাহেরার বদলে ভূমি চাহিলে কালেকটরসাহেবের যে উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

পন আমলার দ্বারা ভূমির বিষয় বিবেচনা করিবেন তাঁহার তাহাতে কিছু কঠিন হইবেক না আর যদি অন্য কোন জিলার অধিকারে ভূমি দেওয়া উচিত হয় তবে যে জিলাহইতে মুশাহেরা দেওয়া যায় সে জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে জিলায় ভূমি দিতে হইবেক সেই জিলার কালেকটরসাহেবের নিকটে এ কথা লিখিয়া পাঠান্ যে সেখানকার পতিত ভূমির প্রকার ও গতিক এবং এ বিষয়ে যেং কথা ও প্রকরণের বিবেচনা করিতে হয় তাহা সুন্দরমতে বিবেচন করিয়া বুঝেন্ পরে এই দুইমতেই কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করা হইলে পর তাহার সমস্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

১১ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা কোন ব্যক্তিকে পতিত ভূমির সনন্দ দেওয়া উচিত বুঝিলে তাহার লিখনের বিষয়ে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

উপরের ধারামতে পাঠান কৈফিয়তের কাগজ দৃষ্টি করিয়া কিম্বা আর কোন প্রকার জ্ঞাতহওনেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা যদি এমত বুঝেন যে মুশাহেরাপাওনিয়া কোন লোককে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে মুশাহেরা কি তন্খার বদলে পতিত ভূমির সনন্দ দিতে হইবেক ইহাতে যদি সেই মুশাহেরা এই আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত সঙ্খ্যাহইতে অধিক কিম্বা ন্যূন সঙ্খ্যার হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়েতে আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ ভূমি দেওনের অর্থে এক সনন্দের মুসাবিদা করিয়া তাহা মঞ্জুরহওনের এবং তাহাতে সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎহওনের নিমিত্তে একসহিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ কিন্তু যে ব্যক্তিকে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার সম্মতি ও স্বেচ্ছামতে সে সনন্দের মজমুন লেখা যাইবেক এবং ঐ ভূমির সনন্দ তাহাকে দেওয়া যাইবার হেতু ও আরং যেং কথা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাও ঐ সনন্দে লিখিতে হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

মুশাহেরার বদলে ভূমি দিতে হইলে তাহার সঙ্খ্যানির্ণয়ের মতের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি মুশাহেরার বদলে ভূমি দিতে হয় তবে সেই ভূমির সঙ্খ্যা এ প্রকারে নির্ণয় করা যাইবেক যে যে ভূমি দেওয়া যায় সে ভূমি সুন্দর ফসল হওনের যোগ্য হইলে পর তাহার যত ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্যের টাকা ঐ ব্যক্তিং মুশাহেরার টাকার তুল্য সঙ্খ্যা হয় তত বিঘা ভূমির সঙ্খ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের এমত কর্তৃত্ব থাকিবেক যে সকল মোকদ্দমার বিষয় ও বৃত্তান্ত বুঝিয়া ও বিবেচনা করিয়া এই ধারার নির্ণীত ভূমির সঙ্খ্যাহইতে অধিক ভূমি কিম্বা ন্যূন যাহা উচিত হয় তাহাই দিবেন। আর সে ব্যক্তি ঐ ভূমি যাহাতে অনায়াসে আবাদতরদ্দুদ করিতে পারে ঐ ভূমিব্যতিরিক্ত এমত কিছু নগদ টাকাও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হ

মুশাহেরার বদলে ভূমিলওনিয়াদিগকে ভূমি



হাবে

হাকে দিবার হুকুম দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ নগদ টাকা তাহার এক বৎসরের মুশাহেরা কি তন্‌খার টাকাহইতে কখন অধিক পাইবেক না ইতি।

ভিন্ন কিছু নগদ টাকা ঐ ভূমি আবাদের জন্যে দিবার হুকুম হজুরহইতে হইবার কথা।

VOL. IV. 363.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

### ২৪ দফা।

| | |
|---|---|
| কালেক্টরসাহেবদিগের বিষয়। ... ১ | মদিরাদি মাদকসামগ্রীর বিষয়। ... ১ |
| হাসিলের বিষয়। ... ... ১ | মাজিস্ট্রেটের বিষয়। ... ... ১ |
| তেজারৎসম্পর্কীয় এজেণ্টসাহেবের বিষয়। ... ... ... ১ | নাজিমের বিষয়। ... ... ১ |
| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। ১ | নিজামৎ আদালতের বিষয়। ... ১ |
| কমিস্যনরসাহেবের বিষয়। ... ... ১ | এতদ্দেশীয় কমিস্যনরদিগের বিষয়। ১ |
| পুলবন্দীর বিষয়। ... ... ১ | মুশাহেরার বিষয়। ... ... ১ |
| ইউরোপীয় সরকারী কার্য্যকারকেরদের বিষয়। ... ... ... ১ | পোলীসের বিষয়। ... ... ১ |
| শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়। ১ | মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়। ১ |
| পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের বিষয়। ... ১ | সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়। ১ |
| ইস্বলীদদিগের বিষয়। ... ... ১ | ইষ্টাম্পের বিষয়। ... ... ১ |
| সূদের বিষয়। ... ... ... ১ | নিমকের বিষয়। ... ... ১ |
| | চব্বিশপরগনার বিষয়। ... ... ১ |
| | জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়। ১ |

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

| প্রস্তাব। | বিষয়ের তলে |
|---|---|
| আবকারীর। ... ... ... | হাসিলের। |
| ক্রোকের। ... ... ... | জিলা ও শহরের আদালতের |
| চাপরাস। অনুপযুক্তলোক তাহা ধারণ করিলে তাহার। ... .. | পোলীসের মাজিস্ট্রেটের। |
| বারাণসের। ... ... ... | কালেক্টরসাহেবের। |
| খাল অর্থাৎ টালীর খালের। ... | পোলীসের। |
| ইন্সালবেণ্টে উত্তমর্ণ মুক্তহওনের। ... | জিলা ও শহরের আদালতের। |
| সৈন্যের দল যাত্রাকরণসময়ে যেরূপে দ্রব্যাদি পাইবেক তাহার। ... | কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেটের। |
| গুদারার নৌকার। ... ... ... | হাসিলের। |
| হুকুমের। ... ... ... ... | এতদ্দেশীয় কমিস্যনরের। জিলা ও শহরের আদালতের। |

রাহাগিরেরদের

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | |
|---|---|
| রাহাগিরেরদের উপকারের। ... | পোলীসের। |
| নৌকাদির মাসুলের। ... ... | হাসিলের। |
| রওয়ানা ও অনুমতির। ... ... | ইষ্টাম্পের। |
| সনন্দের। ... ... ... ... | ঐ |
| বেশ। কোম্পানির সৈন্যসম্পর্কীয় বেশ ধারণ করিলে তাহার। ... ... | পোলীসের। মাজিষ্ট্রেটের। |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| কালেক্টরের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ হইলে তাহাতে প্রথমতঃ যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ইউরোপীয় সরকারী কার্য্যকারকদিগের কথা দেখ। ফৌজের সরদারেরা তাঁহারদিগের জিলা দিয়া গমন সময়ে তাঁহারদিগকে যে সমাচার লিখিয়া পাঠাইবেন তাহা। | ১১ | ২ | ০ |
| উপরের ধারামতে সম্বাদ পাইলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণ। .... .... .... ... | ঐ | ৩ | ১ |
| ফৌজী লোকেরদের ক্রীত দ্রব্যের মূল্য বাজারভাওমতে দিতে হইবেক। .... ... ... .... | ঐ | ঐ | ২ |
| বিক্রয়করণিয়ারদের কেহ কাহারু নামে নালিশ করিলে ফৌজের সরদারেরা ন্যায়মতে শীঘ্র তাহার বিচার করিবেন। ... | ঐ | | ৩ |
| জমীদারপ্রভৃতিরা নৌকা কিম্বা সাঁকো ও বাঁধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ফৌজের সরদার তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহারদিগকে এক নিদর্শনপত্র দিবেন। .... .... .... .... | ঐ | ৪ | ১ |
| ঐ নিদর্শনপত্র কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিতে হইবেক এবং তিনি তাহার তথ্যাতথ্য জ্ঞাপনার্থে তাহা ফৌজের সরদারের নিকটে পাঠাইবেন। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ঐ নিদর্শনপত্রের নিশ্চিত সম্বাদ পাইলে কালেক্টরসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| ফৌজের গমন কি স্থিতিকরণেতে জমীদারইত্যাদি লোকের কিছু ক্ষতি হইলে ফৌজের সরদার সেই ক্ষতির বৃত্তান্তের এক সর্টিফিকট দিবেন। ...... ...... .... | ঐ | ৫ | ১ |
| ঐ সর্টিফিকট কালেক্টরসাহেবের স্থানে দরপেশকরণে যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার কথা। ...... ...... | ঐ | ঐ | ২ |
| পূর্ব্বোক্ত ক্ষতির নালিশ ও সর্টিফিকট কালেক্টরসাহেবের স্থানে দরপেশ হইলে কালেক্টরসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ঐ | ঐ |

সিপাহী

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| সিপাহীহইতে কোন বিরুদ্ধাচরণ ও অতিদৌরাত্ম্য হইলে তাহার বৃত্তান্ত কালেকটরসাহেব বোর্ড রেবিনিউতে জানাইবেন। | ১১ | ৭ | ০ |
| আপনারদের তাবে যে সৈন্যেরা নিযুক্ত আছে তাহারদের মাসিক এক ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউর দ্বারা শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন। ইউরোপীয় সরকারী কর্ম্মকারকেরদের প্রকরণ দেখ। | | | |
| **হাসিলের বিষয়।** | | | |
| টালীর খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার মাসুল ধার্য্যের কথা। .... ... ... ... | ১৮ | ২ | ১।২ |
| উপরের উক্ত মাসুল যাহার দ্বারা তহসীল হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| টালীর খালের যে ঘাটে খেয়ার নৌকা থাকিবে তাহা ও খেয়ার নৌকাতে পারহওনিয়া নানাবিধ লোকেরদের স্থানে যে মাসুল লওয়া যাইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪।৫ |
| খেয়ার নৌকাভিন্ন আর কোনমতে লোকেরা পার হইতে পারে। ...... ...... ...... | ঐ | ঐ | ৬ |
| তমলুকের মধ্যে বাঁকানালা ও গওয়ার খাল ও নারায়ণপুরের খাল এবং হিজলার মহালাতে কুঞ্জপুরের খালে যে খাল আছে তাহা দিয়া যে সকল নৌকা গমনাগমন করে তাহার মাসুল। | ঐ | ১১ | ০ |
| উপরের উক্ত খালে নৌকার মাসুল যাহার দ্বারা তহসীল হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| মাসুল তহসীলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমত ক্ষমতাচরণ করিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| শরাবের মাসুল যে হিসাবে লওয়া যাইবে তাহা এবং তাহার বর্জ্জনীয় কথা। ... ... ... ... | ১৯ | ২ | ২ |
| শরাবের পিপার করতী বাদদেওনের মতের বিষয়। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| সকলপ্রকার শরাব পিপাতে সমুদ্রপথে আমদানী করা গেলে উপরের লিখিত বিধি তাহাতে খাটিবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| বাতাবী আরকের মাসুল পূর্ব্ববৎ লওয়া যাইবেক। ... | ঐ | ৩ | ০ |
| হুগলীর গাঙ্গের ধারের আরং ফিরিঙ্গি লোকেরদের মোকাম হইতে যে শরাব অন্যত্র যায় তাহার উপর যেরূপে মাসুল ধার্য্য হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| **তেজারৎসম্পর্কীয় এজেন্টসাহেবের বিষয়।** | | | |
| তাঁহারদের নামে নালিশ হইলে প্রথমতঃ যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে সরকারী ইউরোপীয় কার্য্যকারকেরদের কথা দেখ। | | | |
| তাঁহারা আপনারদের তাবে সৈন্যেরদের মাসিক ফর্দ্দ বোর্ড ত্রেডের দ্বারা শ্রীযুতের হুজুরে পাঠাইবেন তদ্বিষয়ে সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মকারকের কথা দেখ। | | | |
| **দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়।** | | | |
| কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের ব্যাপ্য জিলাসকলের মধ্যে দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের ভ্রমণহওনের নূতন শৃঙ্খলাহওন। ... | ১ | ৪ | ০ |
| বারাণস ও বরেলীর ব্যাপ্য জিলাসকলে নূতন শৃঙ্খলাহওন। | ঐ | ৫ | ০ |
| জজসাহেবেরা আপনং পালামক্রে ভ্রমণে যাইবেন। .... | ঐ | ৮ | ১ |
| **কমিস্যনরসাহেবের বিষয়।** | | | |
| সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মকারকের নামে কিয়ৎং নালিশের তদন্তক ণার্থ কমিস্যনর শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হইবেন। ... .... ... ...... | ৮ | ৬ | ০ |
| তাঁহারদের কর্ত্তব্য শপথ। .... ..... | ঐ | ঐ | ০ |
| কমিস্যনরসাহেবদিগের বৈঠকের স্থাননিরূপণ। .... | ঐ | ৭ | ০ |
| যাঁহারদের আজ্ঞা ও অনুমতিক্রমে কর্ম্ম করিবেন তাহা। ... | ঐ | ৮ | ০ |
| যাহার দ্বারা সাক্ষী তাঁহারদের স্থানে দরপেশ হইবে তাহা। | ঐ | ১০ | ০ |
| যে ব্যক্তি নালিশ করে সে আপনার মনের কথা যাহাকে জানাইতে পারিবে তাহার কথা। .... .... | ঐ | ১১ | ০ |
| ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য সামান্য কর্ম্ম। .... | ঐ | ১২ | ০ |
| তাঁহারদিগেরে অর্পিত ক্ষমতা। .... .... | ঐ | ১৩ | ০ |
| তাঁহারদের সমক্ষে সাক্ষিকে হাজিরকরাওণের হুকুম দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা জারী হইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| তাঁহারা যে বিধ্যনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে উভয় পক্ষে আপনং মনের কথা লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। .... ... | ঐ | ১৪ | ০ |

মিসিলের

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| মিসিলের রুবকারী করা সারা হইলে কমিস্যনরসাহেব রুবকারীর কাগজ ও তাহারদের রিপোর্ট সদরদেওয়ানী আদালতে প্রেরণ করিবেন এবং তদ্বিষয়ে শ্রীযুতের চূড়ান্ত হুকুমপাওনের নিমিত্তে ঐ আদালতের সাহেবেরা কাগজপত্র শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করিবেন। ... ... ... | ৮ | ১৫ | ০ |
| যেং গতিকে ফরিয়াদীরা ক্ষতির দৃষ্টে নালিশের যোগ্য হইবে তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ১৮ | ০ |
| কেহ ইচ্ছা করিলে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিতে পারে। | ঐ | ১৯ | ০ |
| যেং গতিকে নালিশকরণবিষয়ে জামিন তলব করিতে হইবে তাহা। ... ... ... ... ... | ১০ | ১০ | ০ |

## পুলবন্দীর বিষয়।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পুলবন্দীর ও তাহার মেরামতের ভার যাহাকে অর্পণ করা গেল তাহা। ... ... ... ... ... | ৬ | ৩ | ০ |
| প্রত্যেক মোকামে কোম্পানির যে চিহ্নিত চাকর অগ্রগণ্য হন তিনি ঐ পুলবন্দীর কমিটির প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ প্রধান হইবেন। | ঐ | ৪ | ০ |
| পুলবন্দীর মেরামতের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রতিবৎসর প্রস্তুত করিতে হইবে। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ১ |
| মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা ঐ বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং সভার সাহেবদিগেরে যে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগকে সম্বাদ দিবেন। .. ... | ঐ | ঐ | ২ |
| কালেক্টরসাহেবেরা পুলবন্দীর মেরামতের কার্য্যে নিযুক্ত সকল লোকেরদিগকে তাঁহার সহায়তা করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে কমিটির সাহেবদিগের বৈঠক যেরূপে ও যে সময়ে হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| কমিটিতে বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ মঞ্জুর হইলে তাহা রেবিনিউসম্পর্কীয় সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে কমিটির সাহেবদিগের পরামর্শের কথা সমেত পাঠাইতে হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| কোন সাহেব কমিটির বৈঠকে না যাইতে পারিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... .... | ঐ | ঐ | ৬ |

কালেক্টর

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কালেক্টরসাহেবেরা পুলবন্দীর প্রতিবৎসরের যথার্থ খরচের হিসাব ও কাগজ কিয়ৎ২ বর্জ্জনায়ব্যতিরেকে প্রস্তুত করিবেন। | ৬ | ৬ | ০ |
| কমিটির সাহেবেরা অবকাশমতে যেরূপে প্রতিবৎসরের খরচের হিসাব দৃষ্টি করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| কমিটির সাহেবদিগের নিকটে ঐ হিসাবের ফর্দ্দ মঞ্জুর হইলে পর তাহা সিবিল আডিটর সাহেবের দ্বারা শ্রীযুতের হজুরে পাঠান যাইবেক। ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| পুলবন্দীর বিষয়ে যে কোন স্থানে কমিটির সভাকরণের কিছু গুণ ও ফল না দর্শে সেই স্থানে ঐ কার্য্য নিমকের এজেন্টসাহেবের সমীপে সোপর্দ্দ হইবেক। ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| পুলবন্দীর সাধারণ তত্ত্বাবধারণকরণের ভার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি থাকিবে। ... ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| কমিটির এক কিম্বা ততোধিক সাহেব পুলবন্দী দেখিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত যে সময়ে ভ্রমণ করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| জমীদারাদিলোকের খরচে যে২ পুলবন্দীর মেরামৎ হয় তাহার সামান্য কর্তৃত্ব কতক২ বিশেষ ক্ষমতানুসারে কমিটির সাহেবদিগের হস্তে অর্পিত হইল। ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| কমিটির সাহেবদিগের রিপোর্টক্রমে বান্ধের মধ্যে পাকা নালা করিতে হইবেক। ... ... ... | ঐ | ১২ | ২ |
| ঐ পাকা নালার দ্বার যে ব্যক্তি খুলিতে পারিবে তাহা। | ঐ | ঐ | ৩ |
| কোন২ স্থানের প্রজাদিরা বান্ধের মধ্যে নূতন নালা করিতে চাহিলে তাহার আজ্ঞালওনের মতের কথা। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| নূতন নালার বিষয়ে দরখাস্ত হইলে কমিটির সাহেবেরা তাহাতে যে ফলোদয় হইবে কেবল ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তদ্বিষয়ের হুকুম দিবেন। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| সরকারের খরচে যে পুলবন্দী হইয়া থাকে তাহার মধ্য দিয়া কেহ আজ্ঞা না পাইয়া নালা কাটিলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৬ |
| অবিহিতরূপে নালাকাটনেতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে দেওয়ানী আদালতে নালাকাটনিয়ার নামে নালিশ করিতে পারে। | ঐ | ঐ | ৭ |

জমীদারাদির

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| জমীদারাদির খরচ যে পুলবন্দী হয় তাহা দিয়া নালা ও জলপথকরণের বিধি ও জরীমানা। .... ... | ৬ | ১৩ | ০ |
| **সরকারী ইউরোপীয় কার্য্যকারকের বিষয়।** | | | |
| তাহারদের নামে নালিশ উপস্থিত হইলে তদ্বিষয় যে স্থানে সোপর্দ্দ হইবে তাহা। ... ... ... | ৮ | ২ | ০ |
| আরজী হজুরে পঁহুছিলে শ্রীযুত তদ্বিষয়ে যেমত কার্য্য ও হুকুম করিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| শ্রীযুতের হজুরের তদ্বিষয়ের হুকুম যাহাকে দিতে হইবে ও তাহা যেরূপে জারী হইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| তাহারদের বিষয়ে যে নালিশেতে তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডদেশের পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে বিচার্য্য হইতে পারেন সে নালিশে যে হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| তদ্বিষয়ে শ্রীযুতের আজ্ঞা। গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কথা দেখ। | | | |
| আদালতসম্পর্কীয় সিরিস্তায় তাহারদের নামে রেস্বতাদির নালিশ হইলে যেরূপ হুকুম দেওয়া যাইবে তাহা। .... ... | ১০ | ৪ | ০ |
| তাঁহারা আপনারদের তৈনাতী সিপাহীলোকের কৈফিয়তের ফর্দ্দ যাহার দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন তাহা। ... ... | ১১ | ১৭ | ০ |
| বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসে সিপাহীর আবশ্যক হইলে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ১৪। ১৫ ১৬ ধারাক্রমে দরখাস্ত পাঠাইবেন। ... ... | ঐ | ১৮ | ০ |
| কলিকাতানগরে সিপাহীর আবশ্যক হইলে তাঁহারা শ্রীযুতের হজুরে দরখাস্ত করিবেন। ... ... ... | ঐ | ১৯ | ০ |
| **শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের বিষয়।** | | | |
| সরকারী কোন ইউরোপীয় কর্ম্মকারকের নামে সরকারী কোন সিরিস্তার দ্বারা সরকারী ধনাদির উড়ানপুড়ান ও ভাঙ্গিয়া খাওনের ও দৌরাত্ম্যাদিকরণের বিষয়ে হজুরে নালিশ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণের কথা। ... ... ... | ৮ | ৫ | ০ |
| কোনং গতিকে উপরের উক্ত নালিশের তদন্তকরণার্থে এক জন | | | |

কি

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কি ততোধিক সাহেবকে কমিস্যনরের মতে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারদের কর্ত্তব্য দিব্যের বিষয়। ... .... | ৮ | ৬ | ০ |
| কমিস্যনরসাহেবেরদের বৈঠকের স্থান শ্রীযুত হজুরে নিরূপণ করিবেন। ...... ... .. .. | ঐ | ৭ | ০ |
| যেং গতিকে বিশেষ অপরাধেতে অভিযুক্ত সাহেবদিগকে সস্পেণ্ট করিতে শ্রীযুত হুকুম দিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| উপরের উক্ত বিচারের তদন্তকরণার্থে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইলে সেই মোকদ্দমাতে কে ফরিয়াদী হইবে ইহা শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মকারকেরদের নামে যে নালিশ হয় তাহার বিচারকরণার্থে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের রিপোর্ট পাওনানন্তর শ্রীযুত হজুরে যে চূড়ান্ত হুকুম দিবেন তাহা। | ঐ | ১৭ | ০ |
| বিচার ও তদন্ত করিয়া যদি নালিশের কথা মিথ্যা বুঝা যায় তবে তাহার সকল খরচা শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমতে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক। .... ... ... .... | ঐ | ১৮ | ০ |
| এবং আবশ্যক বোধ হইলে সুপ্রিম কোর্টে তাহার নামে নালিশ করিতে শ্রীযুত হজুরে হুকুম দিতে পারেন। ...... | ঐ | ১৯ | ০ |
| আদালতসম্পর্কীয় সিরিস্তায় ইউরোপীয় কর্ম্মকারকের নামে নালিশ হইলে শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে সেই নালিশ যাহার স্থানে সোপর্দ্দ করিবেন তাহা। .... .... .... | ১০ | ৫ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১০ আইনানুসারে যে নালিশ উপস্থিত করা যায় তাহার উপরে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ৭।৮।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯ ধারা খাটাইতে শ্রীযুত হজুরে হুকুম দিতে পারেন। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| যেং গতিকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারকেরদের মাহিয়ানা স্থগিতকরণে শ্রীযুত হজুরে হুকুম দিবেন তাহা। .... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| সরকারের তরফে তদ্বিষয়ের নালিশ করিতে হুকুমদেওনের ক্ষমতা শ্রীযুত হজুরে রাখেন। ঐং গতিকে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যাঁহার দ্বারা হইবেক তাহা। ... .... | ঐ | ৯ | ০ |
| **পণ্ডিত ও মৌলবীর বিষয়।** | | | |
| তাহারদের নামে নালিশ হইলে তাহা নির্ব্বাহকরণবিষয়ে যে জামিন লইতে হইবেক তাহা। .... .... | ঐ | ১০ | ০ |

ইস্কুলীদেরদের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাশা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| **ইন্বলীদেরদের বিষয়।** | | | |
| এতদ্দেশীয় ইন্বলীদ হুদ্দাদারেরা আপনারদের পদের ন্যূনকরা মাহিয়ানার যোগ্য হইবেক। ... ... ... | ১১ | ২০ | ০ |
| **সুদের বিষয়।** | | | |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১ জানুআরিঅবধি কতক মতান্তরকরণপূর্ব্বক বারাণসের উপরে বহাল থাকিবে। .... .... | ১৭ | ২ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আরম্ভদিনাবধি যে বিষয়ে সুদের কোন হার নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সেই গতিকে যে হারে সুদের ডিক্রী হইংবক তাহা। .... .... .... | ঐ | ৩ | ০ |
| ঐ তারিখের পর যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে যে সুদ নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা। .... .... .... | ঐ | ৪ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮। ৯ধারায় যে গুনাহ্গারীর হুকুম করা গিয়াছে তাহা যেং গতিকে খাটিবে না তাহা। | ঐ | ৫ | ০ |
| বন্ধকী সম্পত্তির উপস্বত্বহইতে কর্জের আসল ও সুদের টাকা পরিশোধকরণবিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ধারায় যে হুকুম আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের জানুআরি মাসাবধি বারাণসের উপরে বহাল থাকিবে কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বে বহাল থাকিবে না। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| যে ভূমি বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে অথবা যে ভূমি নিয়মানুসা:রে বিক্রয় হইয়া থাকে তাহার বন্ধকীপত্রের মিয়াদ গত না হইতে আইনমতে সেই ভূমির খালাসহওনবিষয়ক বিধি। ... | ঐ | ৭ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ১২ ধারার বিধি ভূমিইত্যাদি মুক্তকরণে যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার উপরে খাটিবে। ... | ঐ | ঐ | ০ |
| বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে বন্ধকী ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহওনের মতের এবং বন্ধকলওয়ানিয়া মহাজনের যেং কর্ত্তব্য তাহার কথা। ... ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| **মদিরাদি মাদক সামগ্রীর বিষয়।** | | | |
| মদিরাদি বিক্রয়করণের পাট্টাদেওনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবেরা সৈন্যাধ্যক্ষেরদের সহিত পরামর্শ করিবেন। ... ... | ২০ | ৩ | ০ |

যেং

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| যেং গতিকে সেই পাট্টা রদহওনের যোগ্য হইবেক তাহা। | ১০ | ৪ | ০ |
| সেই পাট্টাক্রমে যে হাসিল নির্দিষ্ট হয় তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং তাহা যদর্থে করিবেন তাহা। ...... ...... ...... | ঐ | ৫ | ০ |
| **মাজিস্ট্রেটের বিষয়।** | | | |
| যেং গতিকে মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা কয়েদী ব্যক্তিরদিগকে অন্য মাজিস্ট্রেটসাহেবের এলাকায় প্রেরণ করিবেন ও তাহারদের কয়েদকরণের তাবদ্বৃত্তান্ত তাহারদের সঙ্গেই পাঠাইবেন তাহা। নিজামৎ আদালতের কথা দেখ। .... .... | ১ | ৭ | ০ |
| যে মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে অন্য এলাকাহইতে বিচারের সুগমহওনার্থে কোন অপরাধী কি বন্দুয়ান পাঠান যায় তিনি ঐ আসামীকে দায়েরসায়েরী আদালতে উপস্থিতকরণবিষয়ে এবং আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে যে সকল হুকুম দিবেন তাহা জারীকরণবিষয়ে ঐ আসামীকে কয়েদকরণিয়া কি তাহার স্থানে জামিনলওনিয়া মাজিস্ট্রেটসাহেব যে সকল কর্ম্ম করিতেন ঐ সকল কর্ম্ম করিবেন। ..... ...... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| তাঁহারদের এলাকার মধ্য দিয়া যেং ফৌজের যাইতে হয় তাহারদের সরদারেরা সময় থাকিতে মাজিস্ট্রেটসাহেবকে তদ্বিষয়ের সমাচার দিবেন। .... ... .. | ১১ | ২ | ০ |
| এইরূপ সম্বাদ পাইলে মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা যাহা করিবেন তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| ফৌজেরদের অতিশয় দৌরাত্ম্যের বিষয়ে সপ্রমাণ নালিশ হইলে তাহার রিপোর্ট নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন। .. | ঐ | ৭ | ০ |
| সৈন্যসম্পর্কীয় বেশ বেআইনীতে ধারণকরণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা মাজিস্ট্রেটসাহেব যেরূপে জারী করিবেন তাহা। | ঐ | ৯ | ১—৬ |
| দ্রব্যসামগ্রীইত্যাদি আনিবার নিমিত্তে সৈন্যের সরদারেরা সিপাহীদিগকে পাঠাইবেন না। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৭ |
| হুকুম নাপাওয়া ব্যক্তিরা আপনারদের চাকরেরদিগকে চাপরাস ধারণ করাইতে যে নিষেধ আছে মাজিস্ট্রেটসাহেব তাহা যেরূপে জারী করিবেন তাহা। .... ... ... | ঐ | ঐ | ৮ |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ আইনের ৬ ধারায় হুকুম আছে যে অপরাধযুক্ত কোন২ সিপাহীকে সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতে অর্পণ করিবে তাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া এই হুকুম হইল যে কেবল দেওয়ানী আদালতে অশ্রবণীয় অপরাধযুক্ত ব্যক্তিরদের সহিত তদ্রূপাচরণ করিতে হইবে। ... ... | ১১ | ১০ | ২।৩ |
| উপরের উক্ত বিধি যেরূপে সর্ব্বত্র ঘোষণা করা যাইবে তাহা। | ঐ | ১১ | ০ |
| আইন ঘোষণাকরণের সামান্য বিধি। ... ... | ঐ | ১২ | ২ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা সরকারী ফৌজহইতে কতক সিপাহী চাহিবার আবশ্যক হইলে যে২মতে চাহিবেন ও তাঁহারদের দরখাস্ত পাইলে সিপাহীর সরদারেরা যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহা। | ঐ | ১৩ | ০ |
| যে নিমিত্তে সিপাহীর আবশ্যক হয় তাহা দরখাস্তে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং সিপাহীর সরদার তৎকর্ম্মে যত সিপাহী পাঠান উপযুক্ত হয় তাহা আপনি বিবেচনা করিবেন। .... | ঐ | ১৪ | ১ |
| ঐপ্রকার সিপাহীলওনের দায়ী মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা হইবেন এবং সিপাহীর সরদার তাহার উপযুক্ততানুপযুক্ততার বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারিবেন না এইরূপ দরখাস্ত পাইলে তাহারা শ্রীযুতের হজুরে রিপোর্ট দিবেন। ...... .... | ঐ | ঐ | ২ |
| সিপাহীর সরদার তদ্বিষয়ের রিপোর্ট প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবে। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| আদালতের কাছারী ও খাজানা ও সরকারী দ্রব্যাদিরক্ষণার্থে তৈনাতী সিপাহীর আবশ্যক হইলে তাহারা যে স্থানহইতে প্রেরিত হইবে এবং যে২ প্রতিবন্ধকতাক্রমে পাঠান যাইবে তাহা। | ঐ | ১৫ | ১ |
| শ্রীযুতের হজুরের বিশেষ হুকুম না হইলে ঐ তৈনাতী সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে না। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| খাজানা কিম্বা সরকারের বস্তুসম্পত্তি কিম্বা কয়েদী লোক লইয়া যাওনের সময়ে সিপাহীর আবশ্যক হইলে যেরূপে ও যে বিধিক্রমে তদ্বিষয়ের দরখাস্ত করিতে হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৬ | ০ |
| যে তৈনাতী সৈন্য তাঁহারদের তাবে নিযুক্ত থাকে তাহারদের কৈফিয়তের মাসিক ফর্দ্দ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন। সরকারী ইউরোপীয় কার্য্যকারকেরদের কথা দেখ। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| যে২ গতিকে তাঁহারা গোরা লোকেরদের স্থানে জামিন লন্ অথবা কলিকাতার জেহেলখানায় প্রেরণ করেন্ তাহার বিষয়ে | | | |

জোবানবন্দী

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| জোবানবন্দী ও কাগজপত্র যেং গতিকে ক্লার্ক আফ দি ক্রৌন এবং শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন তাহা। ... ... ... | ১৫ | ২ | ০ |
| যেং গতিকে তাঁহারা গোরা লোকেরদিগকে কলিকাতায় জুষ্টিস আফদি পীসসাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবেন ও তাহারদের বিষয়ের রুবকারী শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন তাহা। ... | ঐ | ৩ | ০ |
| যে অপরাধে জামিন লওয়া উপযুক্ত হয় এইমত অপরাধে গোরালোকের নামে কেহ নালিশ করিলে তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা প্রতিকারপাওনের উপায় জানাইবেন এবং সেইং গতিকে তাঁহারা সরকারে যে রিপোর্ট করিবেন তাহা। ... | ঐ | ৫ | ০ |

### নাজিমের বিষয়।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুত মনি বেগম সাহেব ও ববু বেগম সাহেবের নামে লিখন লিখিতে হইলে যেং পাঠাপাঠে লেখা যাইবেক তাহা। ... | ১৬ | ২ | ১ |
| শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে অন্য কাহারু নামে লিখন লিখিতে হইলে সরকারী কর্ম্মকারকেরা তাহার পাঠাপাঠপাওনার্থে যে স্থানে দরখাস্ত করিবেন তাহা। ... | ঐ | ৩ | ০ |
| শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে অন্য কাহারু নামে যদ্দারা লিখন পাঠাইতে হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের বংশের মধ্যে কোন কাহারু নামে লেখন লিখিতে হইলে তাহা যেরূপে ও যাহার দ্বারা পাঠাইতে হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |

### নিজামৎ আদালতের বিষয়।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকেরদের জেহেলে কয়েদথাকা ব্যক্তিরদের মোকদ্দমার বিষয়ে যে শৃঙ্খলা আছে তাহা মতান্তরকরণবিষয়ে তাঁহারদের যে ক্ষমতা আছে তাহা কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ও বারাণস ও বরেলীর তাবৎ এলাকার মধ্যে এবং সামান্যতঃ তাবৎ জেহেলখালাসের উপরে তাহা এক কি চারি কি ছয় মাসান্তর হউক সকলের উপরেই খাটিবে। ... | ১ | ৬ | ০ |
| তাঁহারা কোনং গতিকে মিসিল আরম্ভকরণের বিলম্ব করিতে পারেন অথবা যে স্থানে কয়েদী ব্যক্তিরদের বিচার হইবে তাহার ফেরফার করিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |

যে

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| যে মোকামে অপরাধি ব্যক্তিরদের মোকদ্দমাকরণে সুগম হয় সেই স্থানে তাহারদের মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন। | ১ | ৭ | ০ |
| যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব অপরাধি ব্যক্তিরদিগকে কয়েদ করেন্ তাঁহাকে ঐ কয়েদীদিগের রুবকারী যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের এলাকাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বিচার হয় সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কথা দেখ। | | | |
| ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও বারাণস ও বরেলী ও ঢাকা জলালপুর ও চব্বিশপরগনার দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব পীড়া অথবা কারণান্তরে ভ্রমণে অক্ষম হইলে তাঁহারা সদর মোকামের দ্বিতীয় গণ্য জজসাহেব অথবা এক জনের অধিক তথায় থাকিলে তাঁহারদের কোন এক জনকে ঐ দায়েরসায়েরী ভ্রমণে গমন করিতে হুকুম দিতে পারেন। | ঐ | ঐ | ০ |
| **এতদ্দেশীয় কমিস্যনরের বিষয়।** | | | |
| প্রথমতঃ যে তলবচিঠী পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের কথা এবং ২ আইনের ২ ধারার ১। ২। ৩। ৪ প্রকরণ দেখ। | ২ | ২ | |
| কেবল যে গতিকে তাহারদিগেরে জামিনদিগকে হাজির করাইতে অথবা তাহারদের বস্তুসম্পত্তি ক্রোক্ করিতে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে কেবল সেই গতিকে সেই মতাচরণ করিবে। | ঐ | ৯ | ০ |
| তাহারা যে হুকুম পাঠাইতে পারে ও তাহারদের স্থানে সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমায় তাহারা যাহার দ্বারা হুকুম পাঠাইতে পারে তাহা। | ঐ | ঐ | ০ |
| **মুশাহেরার বিষয়।** | | | |
| দত্ত দেশে এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সালিয়ানা মুশাহেরার দাওয়ার বিষয়ে কালেক্টরসাহেব যাহা করিবেন তাহা। | ২২ | ২ | ০ |
| সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় ও কটকপ্রদেশে ঐ রীতি বহাল থাকিবে। | ঐ | ৩ | ০ |
| তদ্বিষয়ে কালেক্টরসাহেবেরা যে হুকুম করিবেন তাহা বহাল | | | |

থাকিবে

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| থাকিবে এবং মুশাহেরার বাবতে যে টাকা খরচের বহীতে লে খা যায় তাহার বিবেচনাকরণবিষয়ে সিবিল আডিটর সাহেবের নিকট কালেক্টরসাহেবেরা যে সম্বাদ পাঠাইবেন তাহা। ... | ২২ | ৪ | ০ |
| বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সালিয়ানা এক শত টাকার অ নূর্দ্ধ যে মুশাহেরা বহাল রাখেন তাহার সম্বাদ সিবিল আডিটর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন। এবং বার্ষিক এক শত টাকার অনূর্দ্ধ যে মুশাহেরা শ্রীযুত হজুরে বহাল রাখেন তাহার সম্বাদও হজুরহইতে সিবিল আডিটর সাহেবকে দেওয়া যাইবেক। ... | ঐ | ৫ | ০ |
| সিবিল আডিটর সাহেবদিগের অন্য কোন কথা জানিবার প্র য়োজন থাকিলে কালেক্টরসাহেব তাহার সম্বাদ দিবেন। | ঐ | ৬ | ০ |
| বার্ষিক এক শত টাকার অনূর্দ্ধ যে মুশাহেরাভোগি ব্যক্তি মরি য়া থাকে তাহার মুশাহেরা বহালরাখণেরবিষয়ে বোর্ড রেবিনি উর সাহেবেরা যে বিধানুসারে হুকুম দিবেন তাহা। ... | ঐ | ঐ | ০ |
| এক শত টাকার ঊর্দ্ধ মুশাহেরাভোগি ব্যক্তিরদের বিষয়ে ভোগবান ব্যক্তি মরিলে তাহার সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে দিতে হই বেক। ... ...... ... ..... | ঐ | ৭ | ০ |
| যে ব্যক্তি এক্ষণে মুশাহেরা পাইত যাহার নামে প্রথম মুশা হেরা মোকরর হইয়াছিল ও সেই বটে কি না ইহার তদন্ত করি তে কালেক্টরসাহেবের হইবেক। ... .... | ঐ | ৮ | ০ |
| কোনং বর্জনীয় কথাদৃষ্টে যেং গতিকে সাধ্য হয় সেইং গতি কে মুশাহেরার বদলে কিছুং পতিত ভূমির সনন্দ দিতে হইবেক। | ঐ | ৯ | ০ |
| মুশাহেরার বদলে ভূমিদেওনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবেরা সেং কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মুশাহেরার বদলে কিছু পতিত ভূমি দিতে চাহিলে তাঁহারদের যে কর্ত্তব্য তাহা। ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| মুশাহেরার বদলে ভূমি দিতে হইলে তাহার সংখ্যানির্ণয়ের মত। তাহাতে শ্রীযুত হজুরে কিছু মতান্তর করিতে পারেন। | ঐ | ১২ | ০ |
| **পোলীসের বিষয়।** | | | |
| কোন ব্যক্তির গমনকালে পথে কিছু প্রতিবন্ধক হইলে পোলী সের আমলারা তাহার সহায়তা করিতে পারে। ... ... | ১১ | ৮ | ০ |
| তাহারদের সেই উপকার যেরূপে করা যাইবে তাহা এবং | | | |

তাহারদের

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| তাহারদের সহায়তা করিতে যেং প্রকার লোক ও যেপর্য্যন্ত হুকুম দেওয়া যাইতে পারে তাহা। ... ... ... | ১১ | ৮ | ০ |
| যেং নিয়মানুসারে উপরের উক্ত উপকার করা যাইবে তাহা। ... ... ... .... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| যাহারা সৈন্যসম্পর্কীয় বেশ অথবা বেআইনীরূপে চাপরাস ধারণ করে তাহারদিগকে পোলীসের আমলারা গ্রেপ্তার করিতে পারে। মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কথা দেখ। | | | |
| টালীর খালে অনায়াসে নৌকা চালাইবার ও লাগাইবার নিমিত্তে তাহারা যে বিধ্যনুসারে কার্য্য করিবে তাহা। ... | ১৮ | ৭ | ১ |
| সুন্দরবনে গমনোন্মুখ নৌকা ঐ খালের দক্ষিণ পশ্চিমপার্শ্বে লাগাইবে এবং সুন্দরবনহইতে আগত নৌকা তাহার উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্বে লাগাইবেক। ... ... ... .... | ঐ | ঐ | ২ |
| নৌকা লাগাইবার বিষয়। ...... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| ইট প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি খালের কিনারাঅবধি এক শত হাতের মধ্যে মাটি কাটিবে না। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| নীলম ও কাষ্ঠপ্রভৃতি খালে ফেলিতে পারিবে না। ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| কেহ উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে পোলীসের আমলারা চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে তাহাকে পাঠাইবে। ... .. ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| খালের মধ্যে নৌকা ভাঙ্গিলে কি ডুবিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ৯ | ০ |
| যাহাতে নৌকাচলনের প্রতিবন্ধক হয় এমত কোন কর্ম্ম করিলে পোলীসের আমলারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে সম্বাদ দিবেক। | ঐ | ১০ | ০ |
| **মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়।** | | | |
| মফঃসল আপীল আদালতে কোন মোকদ্দমার আপীলহওন সময়ে যদি জিলার আদালতের সাহেবের হুকুমে সেই বস্তুর ক্রোক্ বহাল থাকে অথবা যদি ঐ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সম্পত্তি ক্রোক্ করিতে হুকুম দেন তবে সেই গতিকে যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার বিষয় জিলা ও শহরের আদালতের কথা ও ২ আইনের ৫। ৬ ধারা দেখ। ... ... | ২ | ৭ | |
| যে কোন ব্যক্তি ডিক্রীর টাকা দেওনে অক্ষম হইয়া ইন্সালবণ্ট | | | |

উত্তমর্ণের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| উত্তমর্ণের ন্যায় টাকা আদায়ের কারণ কয়েদ হয় সেই ব্যক্তিকেও তাঁহারা যেং গতিকে ও যেং বিধ্যনুসারে মুক্ত করিতে পারেন। জিলা ও শহরের আদালতের কথা দেখ। ... ... | ২ | ১১ | ০ |
| উপরের উক্ত মতাচরণ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদের কার্য্যে পুনর্দৃষ্টি করিতে পারেন। ... | ঐ | ঐ | ০ |
| **সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়।** | | | |
| জিলা ও মফঃসল আপীল ও শহরের আদালতের যে বিশ্রামের হুকুম আছে তাহা রহিত করিতে পারেন। ... ... | ১ | ১৯ | ০ |
| সদর দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমার আপীলহওন কালে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেব তদ্ঘটিত সম্পত্তির ক্রোক বহাল রাখিলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন সম্পত্তি ক্রোকের হুকুম করিলে ঐং গতিকে যে বিধ্যনুসারে কার্য্য করা যাইবে তদ্বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের কথা ও ২ আইনের ৫। ৬ ধারা দেখ। ... ... ... | ২ | ৭ | ০ |
| কোনং অপরাধগ্রস্ত ইউরোপীয় সরকারী কর্ম্মকারকেরদের বিচারের নিমিত্তে যে কমিস্যন নিযুক্ত হয় তাহার উপরে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সামান্য কর্তৃত্ব করিবেন এবং যেং বিধ্যনুসারে আইনের অলিখিত বিষয়ে কমিস্যনর সাহেবদিগকে হুকুম দিতে পারেন তাহা। ... ... | ৮ | ৮ | ০ |
| ইউরোপীয় সরকারী কর্ম্মকারকেরদের বিচারের নিমিত্তে কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট পাইলে তাঁহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। .... .... .... ... | ঐ | ১৬ | ০ |
| **ইষ্টাম্পের বিষয়।** | | | |
| ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে মহাফেজ সাহেবের কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের আপন নিশানী দিতে ও তারিখ লিখিতে হইবেক। | ১৩ | ২ | ০ |
| ইহা না করিলে যে দণ্ড হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| রওয়ানা ও সনন্দের ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে ঐ সাহেবেরদের দস্তখৎকরণের আবশ্যক নাই। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| হাসিল মাসুলের ও মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদের দস্তখৎ না করা রওয়ানা ও সনন্দের ইষ্টাম্পকাগজ দিলে তাঁহারা সেই অপরাধের দায়ী হইবেন। .... | ঐ | ঐ | ০ |
| ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়াদিগকে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা সনন্দ দিবেন। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |

বোর্ড

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| বোর্ডত্রেডের সেক্রেটারীসাহেবইত্যাদি ইষ্টাম্পকাগজকরনিয়াদিগকে সনন্দ দিবেন। এবং অন্য সকল সরকারী কর্ম্মকারকেরদিগেরে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের অনুমতি দেওয়া গেল। ... | ১৩ | ৫ | ০ |
| সনন্দপাওনিয়ারা আপনারদের সনন্দের অন্যথাচরণ করিলে তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| মালগুজারীর কালেকটরসাহেবেরা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়াদিগের ইসমনবীশী জজসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ও কালেক্টরী কাছারীইত্যাদিতে তাহা লটকাইয়া রাখিবেন। | ঐ | ৬ | ০ |
| দত্ত ও জয়করা দেশের কালেক্টরসাহেবেরা আপনং জিলার দেওয়ানী আদালতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণার্থে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিবেন। ... ... ... .... | ঐ | ৭ | ০ |
| সনন্দ না পাইয়া ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের জরীমানা। | ঐ | ৮ | ০ |
| ঐ জরীমানা যেরূপে উসুল হইবে তাহা। গোয়েন্দার ইনাম। জজসাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে জরীমানা কমাইতে পারেন অথবা তাহা উসুল না হইলে তাহার বদলে কিছু কালের জন্যে কয়েদের হুকুম করিতে পারেন সরকারের যে আমলারা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করে তাহারা সেই কাগজের পৃষ্ঠ দস্তখৎ করিবেক। | ঐ | ৯ | ০ |
| উপরের উক্ত বিধির উল্লঙ্ঘনের জরীমানা ও তাহা যেরূপে উসুল হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ আইন জারীহওনের তারিখের পরঅবধি এক বৎসরপর্য্যন্ত গরমাতবর ইষ্টাম্পকাগজেতে নিদর্শনপত্র লিখনের বিষয়। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে কালেক্টরসাহেবেরা যে ইষ্টাম্পকাগজ পান সেই কাগজ উপরের উক্ত তারিখের মধ্যে বিক্রয় না হইলে তাহা লইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা। .... | ঐ | ১১ | ০ |
| ইষ্টাম্পকাগজ জালকরণে যাহারদের সহায়তাকরণবিষয়ে সন্দেহ হয় অথবা যাহারা জানিয়া শুনিয়া সেই কাগজ লইয়া ব্যবহার করে তাহারদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য এবং তাহারদের দোষ সাব্যস্ত হইলে যে জরীমানা লাগিবে তাহা। ... | ঐ | ১২ | ০ |
| ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কোন কাগজে কাগজপত্রের নকল করা যাইতে পারে কিন্তু ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কোন কাগজে লিখিত কোন বিষয় আদালতে সাক্ষিস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। ... | ঐ | ১৩ | |

নিমকের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| নিমকের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| চালানব্যতিরেকে নিমকের রওয়ানা হইবে না। ... | ৯ | ২ | ১ |
| নিমকের এজেন্টসাহেবেরা চালান দিবেন। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| চালানে যেং কথা লেখা যাইবেক এবং তাহাতে যেং লোকের দস্তখৎ হইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| নিমকের ব্যাপারী কি তাহার গোমাস্তা চালানে যেং কথা লিখিবেক তাহা। ... ... ... .. | ঐ | ঐ | ৪ |
| তাহা দেখাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেক। ... | ঐ | ৩ | ০ |
| প্রস্তুত না থাকিলে যে জরীমানা লাগিবেক তাহা। ... | ঐ | ঐ | ঐ |
| চালান যে স্থানে তলব হইবেক ও যেরূপে চালানের সঙ্গে তাহার কুত ও আন্দাজ করা যাইবেক ও যাহার দ্বারা সেই কর্ম্ম হইবেক তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ১।২ |
| এই আইনের নির্ণীত চালানের বিষয়ে কেহ ধূর্ত্ততা ও প্রবঞ্চনা করিলে রওয়ানা ও ছাড়চিঠার বিষয়ে ধূর্ত্ততা ও প্রবঞ্চনা করিলে যে শাস্তি হয় সেই শাস্তি তাহারো হইবেক। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| **চব্বিশপরগনার বিষয়।** | | | |
| কলিকাতার নিকটে চব্বিশপরগনা নামে খ্যাত এক দেওয়ানী আদালত স্থাপন হইবেক। ... ... ... | ৭ | ২ | ০ |
| তাহার এলাকার সীমা। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| হুগলী ও অন্যং জিলার জজসাহেবেরদের চব্বিশপরগনার কোন মহালের উপরে যে ক্ষমতা ছিল তাহা এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি মৌকুফ হইবে। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| জিলা হুগলীসম্পর্কীয় মুলতবী কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র চব্বিশপরগনায় পাঠাইবার এবং উত্তরকালে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র পাঠাইবার দাঁড়া। ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| চব্বিশপরগনার জজসাহেবের ক্ষমতা ও কার্য্য। ... | ঐ | ৫ | ০ |
| ফৌজদারী মোকদ্দমাতে চব্বিশপরগনার জজসাহেবের ক্ষমতা নাহি। ... ... ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| চব্বিশপরগনার মাজিস্ট্রেটসাহেবের কর্ম্ম যাঁহার দ্বারা নির্ব্বাহ পাইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ০ |

যে

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| যে মোকদ্দমা কোন আদালতে শুননযোগ্য সেই মোকদ্দমাঘটিত নালিশ চব্বিশপরগনার আদালতে শুননযোগ্য হইবেক। | ৭ | ৮ | ০ |
| **জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়।** | | | |
| জিলা মুরশিদাবাদ মৌকুফ হইল এবং তাহার ব্যাপ্য কতক মহাল শহর মুরশিদাবাদের ও কতক জিলা বীরভূমের শামিল হইল। ... ... ... ... ... ... | ১ | ২ | ০ |
| জিলা বীরভূম কলিকাতার দায়েরসায়েরী ও আপীল আদালতের শামিল না হইয়া মুরশিদাবাদের দায়েরসায়েরী ও আপীল আদালতের শামিল হইল। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| আসামীর উপরে প্রথম যে চিঠী জারী হইবেক তাহাতে কেবল দাওয়ার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা নিয়মিত দিনের পূর্ব্বে নালিশের জওয়াব দিতে হাজির হইবার কথা লেখা থাকিবেক। ...... ...... | ২ | ২ | ১ |
| আদালতের চিঠীর পৃষ্ঠে আসামীর মোখ্তারকারের করা দস্তখৎ মঞ্জুর হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| আসামীর তরফ কোন মোখ্তারকার আদালতে হাজির না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| আসামীর নিবাস যদি ভিন্ন জিলায় হয় তবে সে গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ঐ |
| যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় আসামী সেই আদালতের কিম্বা সরকারী কোন আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ না হইলে যে স্থাবর বস্তু লইয়া বিরোধ হইয়াছে তাহা যদি ঐ আদালতের ব্যাপ্যাধিকারভুক্ত থাকনহেতুক কিম্বা সেই মোকদ্দমার বিরোধ আরম্ভ প্রথমতঃ সেখানকার কোনস্থানে হওনহেতুক সেই মোকদ্দমা তথাকার আদালতের শ্রবণযোগ্য হয় তবে সে গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ঐ |
| সরকারের তেজারতের দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণের কার্য্যে নিযুক্ত মলঙ্গী ও তাঁতীইত্যাদি লোকেরদের নামে তলবচিঠী যেরূপে জারী করিতে হইবেক তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| আসামী পলাইলে অথবা লুক্কায়িত হইলে অথবা অনেক তত্ত্ব | | | |

করিয়া

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| করিয়া তাহাকে না পাওয়া গেলে জজসাহেব তদ্বিষয়ে নাজিরের রিপোর্ট পাইলে যাহা করিবেন তাহা। ... ... | ২ | ৩ | ০ |
| নিয়মিত কালের মধ্যে যদি আসামী এত্তেলা পাইয়া হাজির না হয় তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| যেং গতিকে ও যেং রূপে আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লইতে হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| উপরের উক্ত গতিকে আসামী হাজিরজামিনী ও যত টাকার হাজিরজামিনী লিখিয়া দিবে তাহা। ... .... | ঐ | ঐ | ০ |
| যেং গতিকে ও যত টাকার মালজামিন দিতে হুকুম করা যাইতে পারে তাহা এবং মালজামিন না দিলে যত টাকা জরীমানা লাগিবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৫ | ১ |
| যে আসামী জামিন দিতে না চাহে তাহার সম্পত্তি যেরূপে ক্রোক্ হইবে এবং ঐ ক্রোককরণে যাহা হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| যেং গতিকে কালেক্টরসাহেব ক্রোক্ করিবেন তাহা। ... | ঐ | ঐ | ঐ |
| মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে ক্রোকী সম্পত্তির বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া যাইবে তাহা। .... .... .... | ঐ | ঐ | ঐ |
| নালিশ ডিস্মিস্ হইলে খরচা ও ক্ষতির টাকা দিবার দায়ী ফরিয়াদী হইবেক। .... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| যে মোকদ্দমার বস্তু ক্রোক্ হইয়াছে সেই মোকদ্দমা যে সময় বিলিতে শুনা যাইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| যাহা হইলে ক্রোক্ উঠান যাইতে পারে তাহা। .... | ঐ | ঐ | ০ |
| প্রথমতঃ উপস্থিত দেওয়ানী মোকদ্দমার হাজিরজামিন কি মালজামিন তলব হইলে যদি আসামী তাহার বদলে প্রোমিসরি নোটইত্যাদি দস্তাবেজ কি নগদ টাকা আমানৎ করে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... .... .... | ঐ | ৮ | ০ |
| ডিক্রীর টাকা আদায়করণের উপযুক্ত জায়দাদ থাকিলে শেষ ডিক্রী জারীকরণে বিলম্ব করা যাইবেক না ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| যেং গতিকে উপযুক্ত জায়দাদ থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত বিধির অন্যথা হইতে পারে তাহা। ... .... ... | ঐ | ঐ | ০ |

যদি

## ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| যদি ডিক্রীর টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত জায়দাদ না থাকে তবে আসামী কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দিবার একরারনামা দিতে চাহিলে তাহা মঞ্জুর হইতে পারে। .... .... | ২ | ১০ | ● |
| এইমত হইলে আসামী খালাস পাইবে এবং একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করিলে এবিষয়ে কদাচ কয়েদ হইতে পারে না। | ঐ | ঐ | ● |
| একরারনামাতে সুদের যে হার লেখা যাইবেক তাহা। | ঐ | ঐ | ● |
| কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা আদায়করণের নিমিত্তে কয়েদ হইলে এবং তাহার টাকা দিবার কিছু সম্পত্তি না থাকিলে যে২ গতিকে আদালতের সাহেবেরা তাহারদিগকে ও তাহারদের জামিনদিগকে খালাস করিতে পারেন তাহা। | ঐ | ১১ | ● |
| এইরূপে কোন ব্যক্তি খালাস পাইলে ক্রমেতে কোর্ট আপীলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে তদ্বিষয়ের নালিশ হইতে পারে। | ঐ | ঐ | ● |
| কোন২ অপরাধগ্রস্ত সরকারী ইউরোপীয় কার্য্যকারকেরদের বিচারকারণ কমিস্যনরসাহেবেরদের সমীপে সাক্ষিদিগকে হাজির করাওণের হুকুম মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। ... | ঐ | ১৩ | ● |
| ইউরোপীয় বৃটিস সবজেক্ট মরিলে তাহার জায়দাদের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইতি। ...... | ১৫ | ৬ | ● |

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ২৯ জানুআরি।

কোর্ট আপীল আদালতসম্পর্কীয় যে কএক জন সাহেব থাকেন তাঁহারা সকলে ঐ আদালতে উপস্থিত না থাকিলে তথাকার এক জন সাহেব কোর্ট আপীল আদালতের যেং কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহা বিবরিয়া ও বিশেষ করিয়া লিখিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ২৯ জানুআরি।

যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া অপরাধগ্রস্ত হয় কিম্বা অন্য ব্যক্তিরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ায় কিম্বা যে সকল ব্যক্তি কৃত্রিম কাগজ কিম্বা জাল অর্থাৎ কৃত্রিম নিদর্শন পত্রাদি সৃষ্টি করে তাহারদিগকে শাস্তি দিবার বিষয়ে কএক নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৫ ফেব্রুআরি।

কোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা মোকামে পাঠশালা নির্দ্ধার্য্য করিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কএক ধারা ও কথা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১৯ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের কথাসকলে পোস্তের ক্ষেত করিতে এবং আফীন বানাইতে যে দাঁড়া সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণস দেশে চলন হইয়াছে তাহা সুন্দররূপে শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ২ আপ্রিল।

সরকারী করসম্পর্কীয় ভূমি ক্ষুদ্রং অংশে বণ্টন হইবার বারণার্থে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার।

৮ অষ্টম আইন। ১৬ আপ্রিল।

ইষ্টাম্পকাগজের সিরিস্তার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোনং কথা পরিবর্ত্ত করিবার।

৯ নবম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

৯ নবম আইন। ১২ মাই।

ফৌজদারী আদালতের হুকুম চালাইবার বিষয়ে চলিত আইনসকলের অনেক দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার এবং শুধরিবার আর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ও দায়েরসায়ের সাহেবদিগর ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেব লোকের ও তাহারদিগের ছোট সাহেব লোকের এবং পোলীসের সংক্রান্ত দা রোগাপ্রভৃতি আমলাদিগের ব্যাপ্য কর্ম্ম চালাইবার বিষয়ে অধিক ক্ষমতা নির্ণয় করিবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ১৯ জুন।

সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে পোলীসের কার্য্যে আমীনসকল নিযুক্ত করিবার এবং তাহারদিগের প্রতি যে সকল কর্ম্মকার্য্য চালাইবার ক্ষমতার্পণ হইবেক তাহার বিবরণ ও নিরূপণের এবং জমীদার ও ইজারদারপ্রভৃতির চাকর চৌকীদার ও পাইকদিগের ইসমনবীসীর ফিরিস্তি পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে হইবার আর কএক মতে ঐ জমীদারপ্রভৃতিরা ঐ সকল চাকর লোকের মন্দ ব্যবহারের জওয়াব দিবার দায় আপনারদিগের শিরে জানিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২৫ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ আইন ও ১৮০৫ সালের ১২ দ্বাদশ আইনে সরকারী নির্ণীত সিক্কাব্যতিরেকে আরং প্রকার টাকা ও মোহর দিবার নিয়মে যে নিয়মপত্র অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের বিষয়ে দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহার কএক কথা ও মর্ম্ম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ২৩ জুলাই।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেব লোক নিযুক্ত হইবার যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ১ প্রথম আইন।

---

কোর্ট আপীল আদালতসম্পর্কীয় যে কএক জন সাহেব থাকেন্ তাঁহারা সকলে ঐ আদালতে উপস্থিত না থাকিলে তথাকার এক জন সাহেব কোর্ট আপীল আদালতের যে২ কর্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন্ তাহা বিবরিয়া ও বিশেষ করিয়া লিখিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ২৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ৬ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২৯ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত সমস্ত অধিকারে ও যুদ্ধে জয়করা দেশে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহাতে অদ্যাবধি এমত কোন হুকুম বিবরিয়া ও বিশেষ করিয়া লেখা যায় নাহি যে তথাকার কোর্ট আপীল আদালতের এক জন সাহেব ঐ আদালতের আর২ সাহেবদিগের অনুপস্থিত সময়ে ঐ আদালতের যে২ কর্মকার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারেন্ আর এ বিষয়ে যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১২ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১৫ ধারানুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশে জারী ও চলন হইয়াছে তাহাও শুধরা ও নিবর্ত্তপরিবর্ত্তকরা উচিত বুঝা গেল আর যখন কোর্ট আপীল আদালতের দুই জন সাহেব ঐ আদালতে উপস্থিত থাকেন্ তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন সাহেব আপন শারীরিক পীড়া কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত আদালতের বিচারস্থলে বৈঠক করিতে না পারিলে কেবল এক জন সাহেব ঐ আদালতের ব্যাপার ও কর্ম্মাদির মধ্যে কোন এক কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারেন্ এমত কিছু হুকুম সরকারী চলিত আইনসকলের কোন আইনেতে লেখা যায় নাহি এহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত ধারাসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইনের তারিখঅবধি ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়াসকল কলিকাতার ভাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১২ ধারার কথাসকল রদ ও রহিত হইল ইতি। ইং ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১২ ধারা এই ধারানুসারে রহিত হইবার কথা।



৩ ধারা।

### ৩ ধারা।

কোন সময়ে কোর্ট আপীলের এক জন সাহেবের বৈঠক করিতে হইলে নীচের ধারার লিখিত কর্ম্মাদির নির্ব্বাহ করিতে পারিবার কথা।

যে সময়ে কোর্ট আপীল আদালতের কেবল এক জন সাহেব ঐ আদালতে উপস্থিত থাকেন্ কিম্বা ঐ আদালতের অন্য সাহেবের শারীরিক পীড়াহওন কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত আদালতে যদি কেবল এক জন সাহেবের বৈঠক সম্ভব হয় তবে নিরূপিত বৈঠকের সময়ে ঐ এক জন সাহেবকে এমত অনুমতি ও ভার দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের ৪ ধারার লিখিত সকল কর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ করেন্ ইতি।

### ৪ ধারা।

কোর্ট আপীলের এক জন সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ডিক্রী জারী করিবার এবং সদর আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোর্ট আপীল আদালতের যে এক জন সাহেবের প্রতি ঐ আদালতের কোন২ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ভারার্পণ হইল তাঁহার কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কৃত হুকুমনামা ও ডিক্রীসকল জারী করিয়া তাহার লিখিত মর্ম্মানুসারে আচরণ করেন্ আর সরকারী চলিত আইনানুসারে ঐ সকল হুকুমনামার জওয়াব লিখিয়া পাঠান্ এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের বিচারে যে সকল ব্যক্তি অসম্মত হইয়া চলিত দাঁড়ানুসারে সদর আপীলের যেং দরখাস্ত দেয় সে সকল দরখাস্ত মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিয়া এ বিষয়ে যেমত২ কর্ত্তব্যের রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে ব্যাপার করেন্ ইতি।

অন্য২ বিষয়ে ঐ এক জন সাহেবের প্রতি যে ভার থাকিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কৃত হুকুমনামা ও ডিক্রীসকলের সমস্ত হুকুম বিশিষ্টমতে জারী না হইয়া থাকিলে ঐ এক জন সাহেব তাহার পরিশেষ করিতে পারেন্ কিন্তু যদি এমত মোকদ্দমা হয় যে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবলোকেরা সে মোকদ্দমার ভাব ও বৃত্তান্ত অবগত হওনের সময়ে তাহার কোন এক কথার বিবেচনা ও তদন্তকরণার্থে তাহাতে কোন হুকুম না দিয়া মোকদ্দমা অসমাধা করিয়া রাখিয়া থাকেন্ তবে এমতে ঐ আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি এমত ক্ষমতা নাহি যে এমত মোকদ্দমাদিতে চূড়ান্ত হুকুম দেন্ বরং আপীলের সাহেবেরা তাঁহারদিগের আদালতের বৈঠকের সময়ে যদি উভয় বিবাদির পক্ষে কোন চূড়ান্ত হুকুম না দিয়া থাকেন্ তবে ইহাতে ঐ আদালতের এক জন সাহেবের উচিত যে এমত বিষয়ে কখন কোন হুকুম না দিয়া সর্ব্বদাই ইহাহইতে ক্ষান্ত থাকেন্ ইতি।

ঐ এক জন সাহেবের প্রতি অন্য২ বিষয়ে ভার থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তি করা যত মোকদ্দমার আপীলকারণ দরখাস্ত দাখিল হয় সে সকল দরখাস্ত আপীলের ঐ এক জন সাহেব দৃষ্টি করিবেন পরে যে দরখাস্ত আইনানুসারে উপস্থিত হইয়া থাকে আর সে মোকদ্দমা যদি সরকারী চলিত আইনের মতে আপীলের যোগ্য হয় তবে সে দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টকে উপস্থিত করাইবার ও মোকদ্দমাসম্পর্কীয় রোয়দাদের কাগজপত্র আনাইবার নিমিত্তে যেং হুকুম দেওয়া আবশ্যক বুঝেন্ ঐ সাহেব তাহা আপনি দিবেন কিন্তু যদি ঐ আপীলের দরখাস্ত



আপীল

আপীলকরণের মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কালের মধ্যে উপস্থিত না হইয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ মোকদ্দমা আপীল আদালতের বিচারার্হ না বুঝা যায় অথবা চলনমতে যে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য না তাহরে এমত মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর করাইবার নিমিত্তে ঐ দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে তবে এমতঃ প্রকরণে যাবৎ পুনর্ব্বার সকল সাহেবের বৈঠক না হয় তাবৎ ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যের বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম না দিয়া যে তারিখে ঐ দরখাস্ত রসুম ও জামিনীনামার সহিত আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া মিসিলের কাগজে লিখিয়া রাখেন্ শেষে যদি আপীলের সকল সাহেবের বৈঠকের সময়ে ঐ দরখাস্ত আপীলের মতে মঞ্জুর না হয় তবে রসুমইত্যাদি পুনর্ব্বার মুদ্দইকে ফিরিয়া দিতে হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—আপীলের মোকদ্দমার ও উকীলদিগের রসুমের ও ডিক্রী জারীহওয়া স্থগিত হইবার নিমিত্তে উভয়পক্ষে যেং জামিন উপস্থিত করে সে সকল জামিনদিগের যোগ্যতা ও বিশ্বাসের বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যের বিষয়ে যেমত হুকুম উপযুক্ত বুঝেন্ দিবেন এবং ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামা ও পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকদিগের দীনতার সত্যতা যাঁচিবার কারণ সাক্ষিরদিগকে ডাকাইয়া যথার্থ বিবেচনা করিয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী লিখিয়া রাখেন্ এবং স্বয়ং উভয় পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের সওয়ালজওয়াব অর্থাৎ উত্তরপ্রত্যুত্তরের কাগজপত্র এবং দলীলদস্তাবেজইত্যাদি লইয়া মোকদ্দমার মিসিলে বিলিমাফিক রাখেন্ কেননা যে ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে কোন মতপ্রকারে গৌণকল্প ও বিলম্ব না হয় ইতি।

ঐ এক জন সাহেবের প্রতি অন্যং বিষয়ের ভার থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—আপীল আদালতের সাহেবদিগের বৈঠককালে মোকদ্দমার ভাব ও গতিক বুঝিবার নিমিত্তে প্রথমতঃ যে জোবানবন্দী লইবার হুকুম তাঁহারা দিয়া থাকেন্ তাঁহারদিগের অনুপস্থিত কালে ঐ আদালতের এক জন সাহেব তাহা লেখাইয়া লন্ এবং যদি ঐ আদালতের সাহেবদিগের পূর্ব্বের বৈঠকের সময়ে মোকদ্দমার কোন কথাবার্ত্তা জানিবার কারণ যদি নূতন সাক্ষির সাক্ষ্যলওনের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে এমতেও তত্রাকার ঐ এক জন সাহেব নূতন সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী লিখিয়া লইতে পারেন্ কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐ এক জন সাহেবের প্রতি মোকদ্দমার ভাব ও গতিক ও তদন্ত জানিবার নিমিত্তে সাক্ষী তলব করিয়া জোবানবন্দী লিখিয়া লইবার ক্ষমতা নাহি ইতি।

ঐ এক জন সাহেবের প্রতি অন্যং বিষয়ের ভার থাকিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের তরফহইতে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে প্রথমতঃ বিচারের নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের অনুপস্থিত কালে তত্রাকার এক জন সাহেবের প্রতি ঐ সকল মোকদ্দমাতে উপরের লিখিত ধাঁড়া ও নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা সকল সময়ে থাকিবেক ইতি।

ঐ এক জন সাহেবের প্রতি অন্যং বিষয়ের ভার থাকিবার কথা।

ঐ এক জন সাহেবের প্রতি অন্যং বিষয়ের ভার থাকিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— কোর্ট আপীলের সাহেবেরা শহর ও জিলাসকলের মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল মুৎফরক্কা আরজী গ্রাহ্য করিতে পারেন ঐ আদালতের এক জন সাহেবও তাহা গ্রাহ্য এবং রীতিক্রমে হুকুম জারীও করিতে পারেন কিন্তু যাবৎ ঐ আদালতের সাহেবদিগের বৈঠক না হয় তাবৎ ঐ আরজীসকলেতে কোন মত প্রকারে চূড়ান্ত হুকুম দিতে সক্ষম হইতে পারেন না ইতি।

ঐ এক জন সাহেবের প্রতি অন্যং বিষয়ের ভার থাকিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— কোর্ট আপীলের সাহেবেরা যেরূপ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও জিলা ও শহরসকলের সাহেবদিগের ও সরকারের অন্যং কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নামে লিখনপত্র পাঠাইতে ক্ষমতা রাখেন তদনুরূপ ভার ঐ আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি থাকিবেক এবং ঐং লিখনপত্রের মর্ম্মক্রমে যে সকল ব্যাপারাদি করিবার আবশ্যক হয় তাহাও পরিশেষ করেন এবং রীতিক্রমে ঐ এক জন সাহেবের আর যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহাও সমস্ত করেন এবং চলিত হুকুমানুসারে মোকদ্দমাইত্যাদির মাসকাবারের হিসাবের কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া হুজুরে পাঠান ইতি।

৫ ধারা।

কোর্ট আপীলের এক জন সাহেব এই আইনের ৪ ধারার লিখিত কর্ম্ম সকল যে প্রকারে নির্ব্বাহ করিবেন তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে মফঃসল কোর্ট আপীলের অন্যং সাহেবদিগের অনুপস্থিত কালে ঐ আদালতের এক জন সাহেব এই আইনের ৪ চতুর্থ ধারার নিষেধ ও বিধির দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারাদির নির্ব্বাহ সেই রূপে করেন যে ঐ আদালতের সকল সাহেবেরা আপনারদিগের নিরূপিত বৈঠকের সময়ে ঐ কর্ম্মাদি করিতে যেরূপ কর্ত্তৃত্ব রাখেন ইতি।

৬ ধারা।

যদি কোন সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাতে যে উপায় হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে কোর্ট আপীলের এক জন সাহেবের অথবা তৎসদৃশ সাহেবের কিম্বা ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে যদি কোন সাক্ষী স্বেচ্ছাধীন শপথের অন্যথা করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনিয়ার মোকদ্দমা বিচারার্থে দায়েরসায়েরের সাহেবদিগকে অর্পণের হুকুম দিবার অনুমতি ঐ এক জন সাহেবের প্রতি নাহি কিন্তু যদি ঐ সাক্ষী এমত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকে যে সেহেতুক তাহার মোকদ্দমা বিচারার্থে দায়েরসায়েরের সাহেবদিগকে অর্পণ করা অত্যাবশ্যক ও উচিত হয় তবে এমতে ঐ আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি এমত অনুমতি আছে যে সে সাক্ষির উপস্থিত থাকিবার বিষয়ে যত জামিনী লওয়া উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন সেই সাক্ষির স্থানে চাহিয়া লন আর যদি সে ব্যক্তি এমত জামিনী না দিতে পারে তবে সে ব্যক্তিকে ঐ আদালতের সকল সাহেবের বৈঠকহওনকালপর্য্যন্ত কয়েদে রাখেন এবং যাবৎ ঐ আদালতের সাহেবদিগের সম্পূর্ণ বৈঠক না হয় তাবৎ সেই সাক্ষির মোকদ্দমা দায়েরসায়েরের সাহেবদিগকে বিচারকরণার্থে সোপর্দ্দ না করেন ইতি।



৭ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ১ প্রথম আইন।

৭ ধারা।

কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের প্রতি এমত অনুমতি আছে যে ঐ আদালতের এক জন সাহেবের সাক্ষাৎ যে সাক্ষির জোবানবন্দী লেখা গিয়া থাকে তাঁহারদিগের ঐ আদালতে বৈঠকের সময়ে পুনর্ব্বার তাহার সাক্ষ্য লন্ এবং আবশ্যক মতে নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লিখিয়া লন্ এবং যদি আদালতের এক জন সাহেবের দেওয়া কোন হুকুম কোর্ট আপীলের সকল সাহেবদিগের মনোনীত না হয় তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারদিগের স্বীয় মতানুসারে সে হুকুম পরিবর্ত্ত করিবার কি শুধরিবার কি রহিত করিবার আবশ্যক বুঝিলে যে মত হুকুম দেওয়া তাহাতে উচিত জানেন্ তাহাই দেন্ ইতি।

কোর্ট আপীলের এক জন সাহেব যে সাক্ষির জোবানবন্দী লইয়া থাকেন্ তথাকার সকল সাহেবেরা পুরা বৈঠকের সময়ে পুনর্ব্বার তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবার এবং ঐ সাহেবের দেওয়া হুকুম উচিত বুঝিলে পরিবর্ত্ত ও রহিত করিতে পারিবার কথা।

Vol. IV. 369.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা মোকামে পাঠশালা নির্দ্ধার্য্য করিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কএক ধারা ও কথা সুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ৫ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ১২ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ২৪ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২১ সালের ২৬ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার পাঠশালার কর্ম্মকার্য্য ও ব্যাপারাদির নির্ব্বাহ করিবার ভার প্রবোষ্ট ও বৈস্ প্রবোষ্টখ্যাতিতে খ্যাত এই দুই জন সাহেবের অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব ও তাঁহার নায়েব সাহেবের প্রতি দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে উচিত বুঝা গেল যে তাঁহারা সে ভারচ্যুত হন্ এবং উত্তরকালে তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তে কএক জন সাহেবের এক সভা নির্দ্দিষ্ট হয় যে সেই সভার সাহেবেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মকার্য্য ও ব্যাপারাদি সুন্দর মনোযোগ ও যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করেন্ আর উচিত বুঝা গেল যে যে নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরা ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন্ তাঁহারা কোন নির্ণীত মিয়াদে সে পাঠশালাহইতে বাহির না হন্ বরং যে২ বিদ্যা ও গুণ অভ্যাস করা তাঁহারদিগের আবশ্যক যাবৎ তাঁহারদিগের ঐ গুণ ও বিদ্যাদিতে প্রয়োজনোপযুক্ত নৈপুণ্য না জন্মে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা পাঠশালাহইতে কোনক্রমে ছুটি না পান্ এহেতুক এই সকল বিষয় প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম জারী করিলেন যে এই আইনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত ধারাসকল প্রকাশ ও চলন হইবেক ইতি। — হেতুবাদ।

## ২ ধারা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ৩ ও ১০ ও ১১ ও ১৩ ও ১৫ ও ১৭ ও ২৫ ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি। — এই ধারানুসারে ইং ১৮০০ সালের ৯ আইনের কএক ধারা রহিত হইবার কথা।

## ৩ ধারা।

কলিকাতার পাঠশালার ব্যাপারাদির নির্ব্বাহার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে চারি জন কিম্বা ইহাহইতে অধিক সাহেবদিগের এক সভা নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং তাঁহারদিগের মধ্যেই এক জন সাহেব প্রধান পক্ষ হইয়া — এক সভার কএক জন সাহেবের প্রতি পাঠশালার কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিবার ভারার্পণের কথা।

হইয়া আরং সাহেবলোকের সহবাসে এবং পরামর্শক্রমে পাঠশালার ব্যাপারাদি নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সভার সাহেবদিগের বৈঠক হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আবশ্যকমতে প্রধানপক্ষ সাহেবের মতক্রমে সভার সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক ও ঐ বৈঠকের তারিখের সম্বাদ পাঠশালার সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা সভার প্রতিসাহেবের নিকটে পঁহুছিবেক ইতি।

সভার দুইজন সাহেব পাঠশালার ব্যাপারাদির নির্ব্বাহার্থে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সভার সাহেবেরা বৈঠকের তারিখের সম্বাদ পাইলে পর যদি কোন কারণান্তরে কেবল দুই জন সাহেবের বৈঠক হইতে পারে তবে ইহাতে ঐ দুই জন সাহেবের প্রতি অনুমতি ও ক্ষমতা আছে যে পাঠশালার কর্ম্মকার্য্যের নিকাশ করিতে পারেন্ ইতি।

কোন বিষয়ে সভার সাহেবদিগের মতের অনৈক্য হইলে যে উপায় হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন বিষয়েতে সভার সাহেবলোকের মতের অনৈক্য হয় তবে যে পক্ষে অধিক সাহেবদিগের মত স্থির হয় সেই মতাচরণ করা যাইবেক আর যদি উভয় পক্ষেই সাহেবদিগের সমতা হয় তবে যে পক্ষে ঐ সভার প্রধান সাহেবের মতের স্থৈর্য্য হয় সেই মতানুসারে কর্ম্মকার্য্যের সমাধা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

হুজুরের অনুমতিক্রমে সভার সাহেবেরা পাঠশালার আইন পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার কথা।

ঐ সভার সাহেবলোকেরা পাঠশালার কার্য্যকর্ম্মের বন্দোবস্ত নিমিত্তে নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট করা অথবা চলিত আইন শুধরা কিম্বা পরিবর্ত্তকরা যদি উচিত বুঝেন্ তবে তাঁহারদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে তাহার বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে লিখিয়া পাঠান্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হুজুরে গ্রাহ্য না হয় তাবৎ পাঠশালার বন্দোবস্তের বিষয়ে কোন আইন প্রকাশ ও চলন হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

সভার সাহেবেরা পাঠশালার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহার্থে কোনং হুকুম দিতে পারিবার কথা।

পাঠশালার সভার সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে তাঁহারা ঐ পাঠশালার কর্ম্মকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহহওনার্থে তাহার অল্পং যেং বিষয়ে হুকুম দেওয়া উচিত ও উপকারযোগ্য বুঝেন্ তাহা জারী করেন্ কিন্তু এমতে তাঁহারদিগের উচিত যে এমত হুকুম দিলে পর ইহার সমাচার হুজুরে লিখিয়া পাঠান্ পরে ঐ হুকুম শুধরিবাতে কিম্বা পরিবর্ত্ত অথবা রহিত করিবাতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

সভার সাহেবেরা যে যে আইন আপনারদি

পাঠশালার সভার সাহেবদিগের অত্যাবশ্যক ও কর্ত্তব্য যে যে সকল আইন



পাঠশালার

পাঠশালার বন্দোবস্তের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর হইতে জারী হইয়াছে কিম্বা ইহার পর হইবেক সে সমস্ত আইন আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তাহার মতে কর্ম্মকার্য্য নিকাশ ও সমাধা করেন্ ইতি।

গের কার্য্যোপদেশ জানিবেন তাহার কথা।

## ৮ ধারা।

সভার সাহেবদিগকে ও পাঠশালার আরং কার্য্যকারক সাহেবদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর আপন ইচ্ছা ও মতক্রমে কর্ম্মচ্যুত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারেন্ ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সভার সাহেবইত্যাদিকে কর্ম্মচ্যুত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার কথা।

## ৯ ধারা।

নীচের লিখিত গুণ ও বিদ্যা শিক্ষাইবার ও পড়াইবার নিমিত্ত মোদর্রেস্ অর্থাৎ অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেক ইতি।

| | |
|---|---|
| আরবী ভাষা। | ফারসী ভাষা। |
| সংস্কৃত। | হিন্দী। |
| বাঙ্গলা। | মহারাষ্ট্রীয় ভাষা। |
| মুসলমানের শরা। | ধর্ম্মশাস্ত্র। |

এবং আপন স্বভাব শুদ্ধকরণের নীতিসকল এতাবতা হিতোপদেশ এবং দেশের ও প্রজারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধারণের রীতি এতাবতা রাজনীতি ও যে সকল আইন শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যের শাসন ও কল্যাণার্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নীচের লিখিত গুণ ও বিদ্যা শিক্ষাইবার কারণ মোদর্রেস্ অর্থাৎ অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার কথা।

## ১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ২২ দ্বাবিংশ ধারায় যে সমস্ত অবকাশ কাল ও ছুটীর মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছিল তাহা সমস্ত এই ধারানুসারে রহিত হইল ইহার পর পাঠের ছুটী না হইয়া তিনং মাস করিয়া চারি মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম প্রতিবৎসরের মধ্যে পাঠের কারণ নিরূপণ হইবেক ইতি।

পাঠশালাহইতে অবকাশ কালের মিয়াদ রহিত হইবার কথা।

## ১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশ ধারায় এ কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে প্রতিবৎসর দুইবার বিদ্যার্থি সাহেবদিগের ইম্তেহান অর্থাৎ গুণপরীক্ষা হইবেক এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া তিনং মাসের পর অবারণ প্রসিদ্ধ সভাতে ইম্তেহান অর্থাৎ গুণপরীক্ষা হইবেক এবং ঐ সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবেরা

বিদ্যার্থি সাহেবদিগের গুণপরীক্ষণের এবং তাঁহারদিগের পুরস্কার পাইবার কথা।

বেরা আপন গুণের নৈপুণ্যক্রমে ইনাম অর্থাৎ পুরস্কারযোগ্য হৈন্ তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে পাঠশালার কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা পাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবদিগের পাঠশালাহইতে ছুটী পাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ নবম আইনের ১৮ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছিল যে যে সকল নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবলোক কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হইয়া এতদ্দেশে আইসেন তাঁহারা তিন বৎসরপর্য্যন্ত কলিকাতার পাঠশালায় পড়িবেন এক্ষণে তাহা রহিত হইল ইহার পর ঐ সাহেবেরা তাঁহারদিগের আপন কৃতিত্ব ও গুণযোগক্রমে কলিকাতার পাঠশালাহইতে ছুটি পাইবেন এমতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ঐ সাহেবদিগের ইম্‌তেহান অর্থাৎ গুণপরীক্ষাপূর্ব্বক তাঁহারদিগের কৃতিত্ব ও গুণযোগের প্রতি সুবিধান করিয়া যাঁহাকে পাঠশালাইইতে ছুটি দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহার প্রতি হুকুম দিবেন ইতি।

VOL. IV. 378.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

---

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের কথাসকলে পোস্তের ক্ষেত করিতে এবং আফীন বানাইতে যে দাঁড়া সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসদেশে চলন হইয়াছে তাহা সুন্দররূপে শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ১৯ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ২৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৩ সালের ১০ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ৯ মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল ব্যক্তি সরকারী আইনের বিমতাচরণ করিয়া পোস্তের ক্ষেত করে ও আফীন বানায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৯ ও ১৫ ও ১৭ সপ্তদশ ধারানুসারে তাহারদিগের শাস্তি ও দণ্ড হইবার বিষয়ে যেং দাঁড়া প্রকাশ ও চলন হইয়াছে তাহাতে যেং হুকুম লেখা যায় সে হুকুমের দ্বারা এমত বোধ হয় না যে আসামী যদি ধনহীন হয় কিম্বা আপন দণ্ডের টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা না রাখে তবে সে দণ্ডের বদলে এক নিয়মিত কালপর্য্যন্ত সে ব্যক্তি কয়েদে থাকে বরং বারম্বার এমত সম্ভবিয়াছে যে যে কোন ব্যক্তির প্রতি এমত অপরাধপ্রমাণ হইয়াছে সেই ব্যক্তি এত কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিয়াছে যে তাহারদিগের অপরাধাপেক্ষা শাস্তির অংশ অধিক হইয়াছে একারণ আবশ্যক বুঝা গেল যে এমত এক হুকুম জারী হয় যে তাহাতে কয়েদের মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম এবং ঐ সকল আসামীর দণ্ডের বদলে তাহারদিগকে কয়েদ করিবার অনুমতি থাকে আর ইহা অত্যাবশ্যক ও উচিত বুঝা গেল যে যে কোন ব্যক্তি অন্যেরদিগের প্রতি এইমত অপরাধের তহমত অর্থাৎ মিথ্যাপবাদ দিয়া নালিশ করে পরে বিচার ও তদন্ত কালে সে নালিশ কেবল মিথ্যা ও অপ্রকৃত বোধ হয় তাহারদিগকেও শাস্তি দিবার কারণ কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে যে মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের দাঁড়ানুসারে কোন আদালতে উপস্থিত হয় সে মোকদ্দমার বিচার যেমত অন্যং মোকদ্দমার বিচার সরাসরী দাঁড়ামতে হয় তদনুরূপ সরাসরীমতে সে মোকদ্দমার বিচার করিবার ভার দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া যায় অতএব এ সকল বিষয়প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখ অবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসদেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।



২ ধারা।

২ ধারা।

দণ্ডের টাকা আদায় হওনের মতের ও অপরাধি ব্যক্তি দণ্ডের টাকা না দিতে পারিলে যেমত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৯ ও ১৫ ও ১৭ সপ্তদশ ধারার লিখিত অপরাধাদিহইতে কোন অপরাধ যদি কাহার প্রতি প্রমাণ হয় এবং ঐ অপরাধির পক্ষে দণ্ড দিবার হুকুম আদালতের সাহেবের তরফহইতে জারী হয় এবং দণ্ডের টাকা ঐ অপরাধিহইতে আদায় না হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ডিক্রী জারী করিবাতে যে প্রকার হুকুম দিতে হয় ঐ দণ্ডের টাকা আদায়হওনের নিমিত্তে সেই মত হুকুম দেন্ ইহাতে যদি অপরাধি ব্যক্তির ধনসম্পত্তি দণ্ডের সমস্ত টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত না হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে হয় দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ফৌজদারী বন্ধনাগারে কয়েদ করিবার হুকুম দেন্ এবং ঐ আদালতের সাহেব ঐ কয়েদের মিয়াদ ছয় মাসের অধিক না হয় এই নিয়মে নিরূপণ করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

মিথ্যাপবাদের নালিশ স্পষ্ট মিথ্যা বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি কাহার প্রতি এমত অপরাধের মিথ্যাপবাদ দিয়া নালিশ করে এবং ঐ মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবার সময়ে সে নালিশ কেবল মিথ্যা ও অপ্রকৃত বোধ হয় তবে ঐ আদালতের জজসাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে মিথ্যাপবাদদেওনপ্রযুক্ত আসামীর যে কিছু খরচপত্র হইয়া থাকে সে সমস্ত ঐ পরিবাদদেওনিয়ার নিকটহইতে লইয়া সেই আসামীকে দেওয়ান্ এবং ইহা ব্যতিরিক্ত যদি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবধানে ঐ গোয়েন্দার জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করা উচিত বুঝেন্ তবে যত টাকা দণ্ডোপযুক্ত হয় তাহা দিবার হুকুম ঐ তহমত দেওনিয়া ব্যক্তির প্রতি দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

নম্বরের বিলিব্যতিরেকে এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার ও তাহার আপীল যেপ্রকারে হইবে তাহার কথা।

যে মোকদ্দমা এই আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে কোন আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেব সরাসরীমতে নম্বরের বিলিব্যতিরেকে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন আর এমত মোকদ্দমার আপীল চলন আইনের নিয়ম ও দাঁড়ানুসারে আরং আপীলের মোকদ্দমার ন্যায় রুজু অর্থাৎ উপস্থিত হইতে পারে ইতি।

Vol. IV. 380.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

সরকারী করসম্পর্কীয় ভূমি ক্ষুদ্রং অংশে বণ্টন হইবার বারণার্থে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার কারণ এই আইন শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ২ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৩ সালের ২১ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ২১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৪ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ২৩ মোহররমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইন ও ২৫ পঞ্চবিংশ আইনের কথানুসারে সরকারী করসম্পর্কীয় ভূমির শরীক অর্থাৎ ভাগিদিগের প্রতি এমত ক্ষমতা ছিল যে তাহারদিগের আপন ভাগের ভূমি অন্য অংশির ভাগহইতে পৃথক্ করিত এবং যখন তাহারদিগের ভূমির বণ্টন সরকারী কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে হইত এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কৌন্সেলের বৈঠকে তাহা গ্রাহ্য হইত তখন সে সকল ভূমির অংশিরা অন্যের সহিত ভাগব্যতিরেকে আপন২ অংশ ভোগ করিত এবং ঐ অংশের ভূমির প্রকৃত কর যত হইত তাহা সরকারে দাখিল করিত কিন্তু এই ক্ষমতাপ্রযুক্ত বারম্বার এমত সঙ্ঘটন হইয়াছে যে হজুরী জমীদারী এবং তালুকইত্যাদি এতেক বখরায় বণ্টন হইয়াছে যে তাহাতে সরকারী মালগুজারীর তহসীলে অত্যন্ত ব্যামোহ ও অপচয় হওনের কারণ হইয়াছে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে প্রকাশ ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

যে ভূমির সদর জমা সালিয়ানা ১০০০ এক হাজার টাকার ন্যূন হয় তাহার বণ্টন না হইবার কথা।

যত জমীদারীইত্যাদির সদর জমা সালিয়ানা ১০০০ এক হাজার টাকার ন্যূন হয় তাহার বণ্টনহওয়া কোন প্রকারে উচিত ও উপযুক্ত হইবেক না ইতি।

### ৩ ধারা।

যে ভূমির সদর জমা সালিয়ানা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় তাহা যেপ্রকারে অংশ করা যাইবেক তাহার কথা।

যে জমীদারীইত্যাদির সদর জমা সালিয়ানা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় তাহাও বাটওয়ারা অর্থাৎ বণ্টনোপযুক্ত হইবেক না কিন্তু এইমতে হইতে পারিবেক যদি তাহার প্রতিহিস্যা অর্থাৎ এক২ ভাগপ্রতি সদর জমা ৫০০ পাঁচ শত টাকা সালিয়ানা কিম্বা ইহাহইতে কিছু অধিক সরকারের প্রকৃত পাওনা হয় ইতি।



৪ ধারা।

## ৪ ধারা।

এই আইনের লিখিত কথাসকল শরা ও শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা সাধারণ ভূমির বিষয়ে চলিবার এবং তাহা দান বিক্রয় ইত্যাদি হওনের প্রতিরোধক না হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ভূম্যাদির উত্তরাধিকারিদিগের প্রতি শরা ও শাস্ত্রানুসারে যে সকল দাঁড়া ও মত বর্ত্তে তাহা সমস্ত সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বমত জারী থাকিবেক এবং হজুরী জমীদার কিম্বা তালুকদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি পূর্ব্ব রীতির অনুসারে এক্ষণেও তাহাদিগের আপন জমীদারীইত্যাদির হিস্যা অর্থাৎ ভাগ বিক্রয় কিম্বা দান করিবার ক্ষমতা আছে এবং আদালতের ডিক্রীর টাকার নিমিত্তে ঐ ভূমির অংশ বিক্রয় হইতেও পারিবেক বরং উপরের ধারার হুকুম ইহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জমীদারীইত্যাদির এমত হিস্যা অর্থাৎ ভাগ যাহার সদর জমা ৫০০ পাঁচ শত টাকার ন্যূন হয় তাহা যদি উত্তরাধিকারিত্বরূপে কিম্বা দানক্রমে অথবা ক্রয়করণাধীন কিম্বা অন্য কোনপ্রকারে কাহার হস্তগত হয় তবে সে হিস্যা অর্থাৎ অংশ জমীদারীহইতে স্বতন্ত্রকরা কোনপ্রকারে উচিত ও উপযুক্ত হইবেক না। বরং যদি সেই হিস্যার অর্থাৎ অংশের সদর জমা সালিয়ানা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় তথাপি সে জমীদারীর আর সকল হিস্যার এবং হিস্যার প্রতি সদর জমা ৫০০ পাঁচ শত টাকা সালিয়ানা সরকারের প্রকৃত পাওনা হওনব্যতিরিক্ত ঐ হিস্যা জমীদারীইত্যাদিহইতে স্বতন্ত্রকরণ কোনমতে কর্ত্তব্য হইবেক না এবং সে জমীদারীর সমস্ত জমা এক হজুরী জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকের ন্যায় জ্ঞান করা গিয়া পূর্ব্বমত বহাল ও স্থির থাকিবেক ইতি।

VOL. IV. 382.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইষ্টাম্পকাগজের সিরিস্তার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোনং কথা পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ১৬ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৪ সালের ৫ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ২৪ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৫ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৪ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ৭ সফরে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ ও ১০ ধারায় এ কথা লেখা গিয়াছে যে ইষ্টাম্পকাজের সিরিস্তার মোখ্তার অর্থাৎ অধ্যক্ষ সাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের দস্তখৎ সমস্ত ইষ্টাম্পকাগজের উপর হইবেক এবং সেই সহীর তারিখও তাহাতে লেখা যাইবেক এবং সেই আইনের তারিখঅবধি এক বৎসর কালাতীত হইলে পর ঐ সাহেবদিগের দস্তখৎ এবং তারিখ লিখনব্যতিরিক্ত কোন ইষ্টাম্পকাগজ জারী ও চলন হইবেক না কিন্তু ঐ তারিখ লিখিবাতে যথেষ্ট ক্লেশ ও ঐ ইষ্টাম্প প্রস্তুত ও জারী করিতে গৌণকল্প হয় আর সমস্তরাজকীয় ব্যাপার ও আরং উপস্থিত কর্ম্ম ও কার্য্যোপযুক্ত হয় এমত আন্দাজ ইষ্টাম্পকাগজ এক বৎসর কালের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে না অতএব ঐং ধারার লিখিত কথা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এক নূতন দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য করা উচিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি। — হেতুবাদ।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় এ কথা লেখা গিয়াছে যে ইষ্টাম্পকাগজের সিরিস্তার মোখ্তার অর্থাৎ অধ্যক্ষ সাহেব ঐ সমস্ত ইষ্টাম্পকাগজে দস্তখৎ করিবার সময়ে ঐ সহীকরণের তারিখও তাহাতে লিখেন কিম্বা লেখান আর তারিখের লিখনব্যতিরিক্ত কোন ইষ্টাম্পকাগজ জারী না করেন এক্ষণে সে কথা এই ধারানুসারে রহিত হইল ইতি। — ইং ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার কোনং কথা রহিত হইবার কথা।



৩ ধারা।

### ৩ ধারা।

ইং ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ১০ ও ১১ ধারার কথাসকল রহিত হইবার কথা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ১০ দশম এবং ১১ একাদশ ধারার সমস্ত কথা রহিত হইল ও ইহার পরিবর্ত্তে নীচের ধারার লিখিত দাড়াসকল চলন হইবেক ইতি।

### ৪ ধারা।

এক্ষণাবধি যত ইষ্টাম্পকাগজ বিনাদস্তখতে জারী হইয়াছে তাহা কার্য্যোপযুক্ত হইবার এবং ঐ কর্ম্মের মোখ্তারকার সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে তাহা চাহিয়া লইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের নিকটে কার্য্যোপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজ পঁহুছিলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

ইশ্‌তিহারনামার মজমুন অর্থাৎ পাঠের বিবরণের কথা।

যত কেতা ইষ্টাম্পকাগজ ঐ ইষ্টাম্পের সিরিস্তার অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটহইতে এপর্য্যন্ত জারী হইয়া থাকে আর যদি ঐ অধ্যক্ষ সাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের সহী সে কাগজে না হইয়া থাকে তথাপিও সে সমস্ত কাগজ বিক্রয় হইতে পারিবেক এবং কারবারে লাগিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে ঐ কর্ম্মের মোখ্তারকার অর্থাৎ অধ্যক্ষ সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে দস্তখৎ করিবার কারণ যত কেতা ইষ্টাম্পকাগজ তলব করা উচিত বুঝেন্ তাহা পাঠাইয়া দিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম জারী করেন্ এমতে যদি ঐ সিরিস্তার অধ্যক্ষ সাহেব বুঝেন্ যে কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে কারবার চলনের যোগ্য ও কার্য্যোপযুক্ত হয় এমত আন্দাজ দস্তখতী ইষ্টাম্পকাগজ পঁহুছিয়াছে তবে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবের উচিত যে আপন সিরিস্তাহইতে এ কথার বৃত্তান্ত লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে গোচরার্থে কৌন্সেলের সভায় পাঠান্ ঐ বৃত্তান্ত তথায় পঁহুছিলে পর এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমুনে সমস্তজিলায় প্রকাশ হইবে যে এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখঅবধি উচিত যে সমস্ত দস্তাবেজ অর্থাৎ যেং নিদর্শনপত্রাদি ও কাগজপত্র ও দরখাস্তইত্যাদি ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হুকুম সরকারী আইনসমস্তে প্রকাশ হইয়াছে সে সমস্ত নিদর্শনপত্রাদি এমত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক যে যে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষসাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের দস্তখৎ হইয়া থাকে এবং যে সকল নিদর্শনপত্রইত্যাদি কাগজপত্র এই হুকুমের অন্যথায় অন্য কোন প্রকার ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক সে সমস্ত অনর্থক ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই হুকুম যে রওয়ানার কাগজসকলের কথা ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় লেখা গিয়াছে তাহার প্রতি খাটিবেক না এমতে আদালতের সাহেবদিগের এবং সরকারী অন্যং কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের উচিত যে সেই ইশ্‌তিহারনামার অনুসারে আপন ভারের কর্ম্ম সম্পন্ন করেন্ ইতি।

### ৫ ধারা।

ইশ্‌তিহারনামা হইবার সময়ে যত ইষ্টাম্প

এমত ইশ্‌তিহারনামা প্রকাশ হইবার সময়ে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার



গোমাস্তার

গোমাস্তার নিকটে যত এমত ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত থাকে যে যাহাতে সে অধ্যক্ষ সাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের দস্তখৎ না হইয়া থাকে তবে ইহাতে ঐ কালেক্টরসাহেবের উচিত যে শীঘ্র ঐ কর্ম্মের মোশ্তারকার সাহেবের নিকটে ঐ সমস্ত কাগজ সরকারী আইনের হুকুমানুসারে দস্তখৎ করিবার নিমিত্তে পাঠান্ ইতি।

কাগজ বিনাদস্তখতে কালেক্টরসাহেবইত্যাদির নিকটে প্রস্তুত থাকে তাহা সমস্ত মোশ্তারকার সাহেবের নিকটে শীঘ্র পাঠা ইবার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation.

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৯ নবম আইন।

---

ফৌজদারী আদালতের হুকুম চালাইবার বিষয়ে চলিত আইনসকলের অনেক দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার এবং শুধরিবার আর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরের সাহেবদিগের ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোকের ও তাঁহারদিগের ছোট সাহেবলোকের এবং পোলীসের সংক্রান্ত দারোগাপ্রভৃতি আমলাদিগের ব্যাপ্য কর্ম্ম চালাইবার বিষয়ে অধিক ক্ষমতানির্ণয়ের আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১২ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৪ সালের ৩১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ২০ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৩১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৪ সালের ৫ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ৩ রবীয়লআউওলে নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আর পোলীসসংক্রান্ত আমলালোকের কার্য্যোপদেশের বিষয়ে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহাতে এমত নির্দ্দিষ্ট আছে যে যে সময়ে কোন অপরাধের নালিশ ঐ সাহেবদিগের কিম্বা পোলীসের আমলালোকের নিকটে উপস্থিত হয় তাহাতে উচিত যে আসামীকে ধরিবার জন্যে এক কেতা ওয়ারিন অর্থাৎ দস্তক সর্ব্বদাই জারী করেন এবং যে সময়ে আসামী ধরা পড়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সমীপে উপস্থিত করা যায় আর ক্ষুদ্র অপরাধের নালিশের যে কএক প্রকরণেতে আসামী ফৌজদারসাহেবের সমীপে হাজির হইবার জন্যে তাহার জামিন লইতে পোলীসের আমলাদিগকে অনুমতি আছে তদ্ভিন্ন আর সমস্ত মোকদ্দমায় অপরাধী ধরা পড়িলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা অত্যাবশ্যক আর জানা কর্ত্তব্য যে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অন্তঃকরণে এমতরূপ নালিশের বৃত্তান্ত সত্য বোধ হওয়ে সন্দেহ জন্মে আর সে আসামীকে ধরিবার আবশ্যক না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আসামীকে ধরিবার হুকুম দিবার পূর্ব্বে নালিশের বৃত্তান্ত সত্য বোধ নিমিত্তে অনুসন্ধান ও তদন্ত করেন কিন্তু এ বিষয়ের কোন ক্ষমতা চলন আইনসকলের হুকুমানুসারে ফৌজদারসাহেবদিগকে বিচারার্থে অর্পণ হয় নাই এ কারণ উচিত ও আবশ্যক হইল যে এ বিষয়ের বিশেষ কএক দাঁড়া এই আইনেতে নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে যদি আসামীকে ধরা হঠাৎ আবশ্যক না হয় তবে দস্তকের পরিবর্ত্তে তলবচিঠী জারী হয় আর যদি ক্ষুদ্র অপরাধের নালিশ হয় আর তাহাতে স্বয়ং আসামীর হাজিরহওয়া আবশ্যক না হয় তবে নালিশের জওয়াব অর্থাৎ উত্তর আসামীর মোক্তারের দ্বারা হইতে পারে এবং জামিনলওনের উপযুক্ত মোকদ্দমায় হাজিরজামিনীর মুদ্রার নিয়ম হয় আর এই প্রকার যদি করিয়াদী কোন বিশিষ্ট

হেতুতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নালিশের বিবরণ কহিতে না পারে তাহাতেও ক্ষমা করা যায় এবং পরামর্শমতে ইহাও বিহিত বুঝা গেল যে গুরুতর অপরাধ প্রকাশ হওনকালে তাহার বৃত্তান্ত পোলীসের আমলাদিগের দ্বারা অতিশীঘ্র ঐ অপরাধ হওনের স্থলে অনুসন্ধান ও তদন্ত হয় কারণ এই যে অপরাধিকে ধরা ও অপরাধের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে হইতে পারে আর পূর্ব্বে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য ছিল যে কোন অপরাধির অপরাধ তাঁহারদিগের হুজুরে প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ অষ্টম ও ৯ নবম ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ অষ্টম ও ৯ নবম ধারার হুকুম মতে ঐ সাহেবদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে সেই অপরাধিকে সমুচিত শাস্তি দিতে না পারিলে তাহাকে কয়েদ কিম্বা জামিনী অবস্থায় রাখিয়া তাহার মোকদ্দমা দায়েরসায়ের সাহেবলোকের বিচারের জন্যে অর্পণ করেন্ এইক্ষণে ক্ষুদ্র অপরাধের মোকদ্দমার বিচারে বিলম্ব না হওনার্থে এবং ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের দুঃখোপশম এবং তাহারদিগের দুইবার হাজিরহওনের ব্যামোহ নিবারণার্থে উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে অপরাধিদিগের শাস্তির বিষয়ে জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার আধিক্য হয় এবং বিহিত বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারানুসারে যে ক্ষমতা ফৌজদারী আদালতের ছোট সাহেবদিগকে অর্পণ আছে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় আর ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলে ঐ ছোট সাহেবদিগের দেওয়া সমস্ত হুকুম মাজিস্ট্রেট্সাহেব ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের বিচারযোগ্য এবং শুধরাইবার উপযুক্ত হয় আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ৪ চতুর্থ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারাতে লেখা গিয়াছে যে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক বুঝেন্ যে কোন ব্যক্তি অকারণে খালাস অথবা শাস্তি পাইয়াছে তবে উচিত যে তাহার বৃত্তান্ত আপনারদিগের অভিপ্রায়ের কথাসম্বলিত নিজামৎ আদালতে লিখিয়া পাঠান্ এইক্ষণে এমত কর্ত্তব্য হইল যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে অনুমতি হয় যে উপরের উক্ত প্রকারেতে মোকদ্দমার ভাব সুন্দররূপে অবগতহওন ও তদন্তকরণার্থে তাহার পুনর্বিচারের আজ্ঞা মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগকে দেন্ এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের এমত ক্ষমতা থাকে যে পরামর্শমতে সময়বিশেষে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবলোকের রুবকারীর মিসিল অর্থাৎ কাগজপত্র আনাইয়া তাহাতে উপযুক্ত হুকুম দেন্ এবং কর্ত্তব্য হইল যে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের ও তাঁহারদের ছোট সাহেবদিগের নিকটে মুলতবী অর্থাৎ বিচারাপেক্ষায় থাকে তাহার এক ফিরিস্তি ঐ সমস্ত মোকদ্দমার পৃথক্২ বিবরণ এবং ডাকাইতী ও অন্য২ গুরুতর অপরাধের বেওরাপূর্ব্বক ও অপরাধের অপবাদগ্রস্ত



[illegible]

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৯ নবম আইন।

লোকসকলের এবং যাহার প্রতি অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে সে লোকদিগেরো সংখ্যা আর দায়েরসায়েরী আদালতে সমর্পিত মোকদ্দমার বিবরণসম্বলিত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সমীপে সনং পাঠান্ আর উপরের প্রস্তাবিত সকলবিষয়ের দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হইল যে নীচের লিখিত হুকুমসকল কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫ পঞ্চম ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ৪ চতুর্থ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৫ ধারায় এমত লেখা আছে যে কাহার নামে যদি খুন অর্থাৎ হত্যার কিম্বা ডাকাইতীর অথবা অন্য কোন অপরাধের নালিশের আরজী ফৌজদার সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয় আর ফরিয়াদী আপন সত্য নালিশ বিষয়ে দিব্য করে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নালিশের বেওরাসম্বলিত এক কেতা দস্তক আসামীকে ধরিবার নিমিত্তে জারী করেন্ এক্ষণে তাহা এই ধারানুসারে নিবৃত্ত ও রহিত হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত কএক দাঁড়া জারী ও চলন হইবেক ইতি।

ইং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার কোনং বিষয় এই ধারানুসারে নিবৃত্ত হইবার কথা।

### ৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে খুন অর্থাৎ হত্যার অথবা বগাওৎ অর্থাৎ রাজবৈরতার অথবা ডাকাইতীকরণ কিম্বা সিন্ধদেওন অথবা চুরীর কিম্বা গৃহদাহ অথবা গ্রাম কিম্বা অন্যং স্থান দাহকরণ অথবা টাকা ও মোহর কলব অর্থাৎ কৃত্রিমকরণের কিম্বা অন্য কোন অপরাধের যে মোকদ্দমায় আসামীর জামিন লওয়া অনুচিত কিম্বা উচিত হইলেও তথাপি মোকদ্দমার ভাব ও গতিক ও অপরাধের গুরুতার দৃষ্টে ফৌজদারী আদালতের সাহেবের অন্তঃকরণে জামিনী গ্রাহ্য করা অকর্ত্তব্য এবং অপরাধিকে শীঘ্র ধরা আবশ্যক বোধ হইলে আদালতের ব্যাপ্য কোন ব্যক্তির নামে নালিশের আরজী ফৌজদারী আদালতের সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলে ও তাহাতে ফরিয়াদী আপন সত্য নালিশবিষয়ে দিব্য করিলে ঐ সাহেবের উচিত যে আসামীকে ধরিবার জন্যে এক কেতা দস্তক ঐ নালিশের বৃত্তান্তসম্বলিত আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে জারী করেন্ ইতি।

কএক নালিশের বিষয়ে আসামীকে ধরিবার জন্যে দস্তক জারী হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উচিত যে উপরের লিখিত দস্তক ফৌজদারী আদালতের নাজিরের নামে নীচের নির্ণীত দাঁড়ানুসারে লেখা গিয়া জারী হয় ইতি।*

দস্তকজারীর দাঁড়া ও তাহার বিবরণের কথা।

অমুক জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারী আদালতের নাজির অমুক প্রতি আগে অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধের মোকদ্দমার নালিশের আরজী অমুক সাকিনের অমুকের নামে দিলেক এবং ফরিয়াদী শপথ কিম্বা সুকৃতিনামার দ্বারা সত্য নালিশ স্বীকার করিলেক অতএব উচিত যে তুমি আসামীকে ধরিয়া হজুরে



হাজির

হাজির করহ এ বিষয়ে তাকীদ জানিবা ইতি—অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক।

হাজিরজামিন ও ফেয়ালজামিন গ্রাহ্যের ক্ষমতা ও জামিনীর নিয়মিত মুদ্রা দস্তকে লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি জামিনী গ্রাহ্যকরণের উপযুক্ত মোকদ্দমায় ফৌজদারী আদালতের সাহেবের এমত বোধ হয় যে দস্তকদায়ভিব্যাহারি ব্যক্তিকে আসামীর হাজিরজামিন ও ফেয়ালজামিন লইতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তবে উচিত যে ইহার বৃত্তান্ত জামিনীর মুদ্রার নিয়মসম্বলিত নীচের দাঁড়ানুসারে দস্তকে লেখা যায় ইতি।

অমুক জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারী আদালতের অমুক নাজির প্রতি আগে অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধের নালিশের আরজী অমুক সাকিনের অমুকের নামে দিলেক এবং ফরিয়াদী শপথ কিম্বা সুকৃতিনামার দ্বারা সত্য নালিশ স্বীকার করিলেক অতএব তুমি আসামীকে ধরিয়া অমুক দিবসে হজুরে হাজিরহওনজন্যে এত তঙ্কার নিয়মে এক জামিনী পত্র লেখাইয়া লইবা এতদ্ভিন্ন আবশ্যকমত এত তঙ্কার নিয়মে এক ফেয়ালজামিনী পত্র লইবা তাহাতে যদি আসামী হাজিরজামিন ও ফেয়ালজামিন দিতে না চাহে তবে তাহাকে ধরিয়া হজুরে আনিবা এ বিষয়ে তাকীদ জানিবা ইতি। অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক।

হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়ার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—হাজিরজামিন গ্রাহ্য করিতে হইলে উচিত যে নীচের দাঁড়ামতে এক হাজিরজামিনী পত্র লেখা যায় ইতি।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য হাজিরজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধপ্রযুক্ত অমুক সাকিনের অমুকের নামে অমুক জিলার ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিয়াছে এবং নালিশের জওয়াব দিবার জন্যে আসামীকে অমুক দিবসে হজুরে হাজির হইবার হুকুম হইয়াছে অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর হাজিরজামিন হইয়া লিখিয়া দিতেছি যে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুমহওয়াপর্য্যন্ত আসামী হাজির থাকিবেক যদি গরহাজির হয় হাজির করিয়া দিব হাজির করিতে না পারি তাহার দায়ের জওয়াব এত তঙ্কা দণ্ড সরকারে দিব এতদর্থে হাজিরজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি— অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক।

ফেয়ালজামিনী পত্রের বিবরণের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সময়ে ফেয়ালজামিন গ্রাহ্য করা যায় উচিত যে নীচের দাঁড়ার লিখনানুসারে এক ফেয়ালজামিনী পত্র লেখা যায় ইতি।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধের মোকদ্দমায় অমুক সাকিনের অমুকের নামে অমুক জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিয়াছে আর আসামীর সদাচরণ ও সুচরিত্রের বিষয়ে ফেয়ালজামিন লইবার হুকুম হজুর হইতে হইয়াছে অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া লিখিয়া



দিতেছি

দিতেছি যে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত আসামী কোন দুষ্ট ব্যবহার ও মন্দাচরণের কর্ম্ম করিবেক না যদি আসামী কোন দুষ্ট কর্ম্ম করে তবে এত টাকা দণ্ড সরকারে দিব এতদর্থে মোচলকাজামিনীপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেক অমুক।

৪ ধারা।

যেমতে ফরিয়াদীর বিনাউপস্থিতে নালিশের আরজী গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নামে কোন অপরাধের নালিশ করিবার বাসনা করে আর কোন বিশিষ্ট কারণে স্বয়ং হাজির হইয়া নালিশ করিতে না পারে তবে এমতে তাহার বিনাহাজিরহওনে ও বিনাজোবানবন্দীতে নালিশ হইতে পারিবেক অতএব যে সময়ে এমত গতিক হয় যে কোন বিশিষ্টহেতুক স্বয়ং ফরিয়াদী হাজির হইতে না পারে কিম্বা অপরাধ হওনকালে ফরিয়াদী নিজে সে স্থানে ছিল না এমতে নালিশের আরজী তাহার মোখ্তারের দ্বারা লওয়া যাইবেক আর যে কোন ব্যক্তি অপরাধ প্রকাশ কালে নিজে তথায় উপস্থিত থাকিয়া অপরাধের ক্রিয়াসকল চক্ষে দেখিয়া থাকে অথবা আর কোন প্রকারে মোকদ্দমার বৃত্তান্তসকল ভালমতে জ্ঞাত থাকে তাহার শপথ অথবা সুকৃতিনামাক্রমে ঐ নালিশ গ্রাহ্য করা যাইবেক তৎপরে চলিত মতে ও এই আইনের দাঁড়ামতে আসামীর নামে দস্তক জারী হইবেক কিন্তু যাবৎ নালিশের বৃত্তান্ত সত্য বোধবিষয়ে ফরিয়াদী কিম্বা যে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সুন্দর অবগত থাকে তাহার শপথ অথবা সুকৃতিনামা না লওয়া যায় তাবৎ কেবল নালিশে কোন প্রকারে আসামীকে ধরিবার হুকুম হইবেক না কিন্তু কেহ এমত না বুঝে যে হুকুমমতে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগকে ধরিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতা নাই বরং পোলীসের কর্ম্মে নিযুক্ত চাকরদিগের দেওয়া সমাচারে অথবা অন্য কাহারো কহতমতে যদি ফৌজদারী আদালতের সাহেবের অন্তঃকরণে এমত দৃঢ় জ্ঞান হয় যে কেহ অপরাধ করিয়াছে তবে অবশ্য তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সে অপরাধিকে ধরিতে হুকুম দেন্ ইতি।

সর্ব্বদাই মাজিষ্ট্রেটসাহেব অপরাধিকে ধরিতে আপন অভিপ্রায় মতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

যে২ মতে ফৌজদারীর সাহেব দস্তক জারী শৈথিল্য রাখিয়া আদৌ নালিশের বৃত্তান্ত অবগত হইবার ও তাহার পর যেমত ব্যবহার করিবেন তাহার কথা।

ফৌজদারী আদালতের সাহেবের যদি এমত বোধ হয় যে আসামীর সুখ্যাতি ও সচ্চরিত্রপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহার নামে অপরাধের নালিশ প্রত্যয় ও গ্রাহ্যের উপযুক্ত নহে অথবা আসামীকে অনর্থক ব্যামোহ ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে কিম্বা এমত কর্ম্ম আসামীহইতে হওন কদাচ মনে প্রত্যয় না হয় অথবা অন্য কোন২ বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত আসামীকে ধরা অসঙ্গত হয় তবে এই সকল মতে ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে দস্তক জারী করা শৈথিল্য রাখিয়া আদৌ নালিশের বৃত্তান্তঅনুসন্ধান ও তদন্ত পোলীসের আমলার দ্বারা অথবা অন্য কোন উপযুক্ত মতে করেন্ তাহার অনুসন্ধান ও তদন্তের পর যদি এমত দৃঢ় সন্দেহ হয় যে অপরাধ করিয়াই থাকিবেক আর এই আইনের ৩ তৃতীয়

 ধারার

ধারার প্রস্তাবিতমত অপরাধ হয় তবে কর্ত্তব্য যে আসামীকে ধরিতে হুকুম জারী হয় আর যদি অনুসন্ধান ও তদন্তমতে নালিশের বৃত্তান্ত অসঙ্গত ও অমূলক বুঝেন্ তবে সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন্ আর যদি নালিশের বিষয়ে সত্য বোধ হয় এবং জামিন গ্রাহ্যের উপযুক্ত অপরাধের মোকদ্দমা হয় তবে উচিত যে নীচের ধারার দাঁড়ামতে আসামী স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা নালিশের উত্তর দিবার জন্যে হাজির হইবার জামিন তাহার স্থানে লন্ ইতি।

৬ ধারা।

জামিনীগ্রাহ্যোপযুক্ত মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সমীপে যদি এ প্রকার নালিশের আরজী উপস্থিত হয় যে তাহাতে জামিন গ্রাহ্য হইতে পারে কিম্বা আসামীকে ধরা আবশ্যক বোধ না হয় তবে এমতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে নালিশের বৃত্তান্ত সত্য বোধজন্যে ফরিয়াদীকে দিব্য করান্ অথবা তাহার স্থানে সুকৃতিনামা লন্ বরং যখন ফরিয়াদীর স্বয়ং হাজিরহওন কোন কারণে না সম্ভবে তথাচ বিশিষ্ট সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা নালিশের বিষয়ের সত্যতা জানিয়া আসামীর নামে তলবচিঠী জারী করেন্ ও উচিত যে ঐ তলবচিঠীতে আপন দস্তখৎ ও ফৌজদারী আদালতের মোহর করিয়া ঐ আদালতের নাজিরকে অর্পণ করেন্ যে এক জন চাপরাসী কিম্বা পিয়াদার দ্বারা অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারীর বিষয়ে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে জারী করেন্ আর যদি ঐ নালিশ নিমকপোক্তানের কর্ম্মে অথবা সরকারের তেজারতের সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত কোন লোকের নামে হয় তবে তাহাতে কর্ত্তব্য যে আইনানুসারে জামিনগ্রাহ্যোপযুক্ত অপরাধের নালিশের তলবচিঠী যে রূপে জারী হয় তদনুরূপে এ তলবচিঠী জারী করা যায় ইতি।

তলবচিঠীর বিবরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সময়ে আসামী নিজে কিম্বা তাহার উকীল নালিশের প্রত্যুত্তর দিবার জন্যে নির্দ্ধারিত দিবসে হাজির হইবার বিষয়ে অপরাধের বৃত্তান্ত সম্বলিত তলবচিঠী ফৌজদারীর সাহেবের হজুরহইতে হয় উচিত যে তাহা নীচের লিখিত দাঁড়ানুসারে লেখা যায় ইতি।

তলবচিঠী বনামে অমুক সাকিন মৌজে অমুক অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধের নালিশের আরজী শপথ কিম্বা সুকৃতিনামাক্রমে গুজরাইয়া তোমার নামে নালিশ করিলেক অতএব উচিত যে তুমি নিজে কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা অমুক জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে হাজির হইয়া ফরিয়াদীর নালিশের জওয়াব দেও ইহাতে তাকীদ জানিবা ইতি—অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেক অমুক।

তলবচিঠীতে জামিনীর

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লওন আবশ্যক বোধ হয়

হয় তবে উচিত যে জামিনীর তক্কার নিয়ম ও কথা নীচের দাঁড়ামতে তলবচিঠীতে লেখা যায় ইতি।

তক্কার নিয়ম লিখিবার কথা।

তলবচিঠী বনামে অমুক সাকিন মৌজে অমুক অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী তোমার নামে অমুক অপরাধহেতুক শপথ অথবা সুকৃতিনামাক্রমে আরজী দিয়া নালিশ করিলেক একারণ তোমার তলব উচিত যে তুমি নিজে কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা অমুক জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমীপে অমুক তারিখে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর নালিশের জওয়াব দেও আর তুমি নিজে কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা নির্দ্ধারিত দিবসে হাজির হইবার বিষয়ে এত তক্কার লিখিত নিয়মে এক হাজিরজামিনীপত্র দিবা এবিষয়ে তাকীদ জানিবা ইতি অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সময়ে উপরের প্রকরণানুসারে আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লওন কর্ত্তব্য হয় উচিত যে জামিনীপত্র এই আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের দাঁড়ামতে লেখা যায় ইতি।

হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়ার কথা।

## ৭ ধারা।

এই আইনের উপরের ধারানুসারে ও ১৩ ধারামতে আসামীর নামে তলবচিঠী জারী হইলে যদি সে আসামী তলবচিঠীর নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে নিজে কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা হুজুরে হাজির না হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে আসামীকে ধরিবার জন্যে আপন দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দস্তক জারী করেন্ তাহাতে যদি আসামী অদৃষ্ট হয় তবে উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ একাদশ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৪ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৪ ধারার দাঁড়ামতে তাহার উপায় মাজিষ্ট্রেটসাহেব করেন্ ইতি।

যদি আসামী তলবচিঠীর নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে হাজির না হয় তবে যে উপায় হইবেক তাহার কথা।

## ৮ ধারা।

যদি মারিপীট ও গালিগালাজইত্যাদি ক্ষুদ্রাপরাধের নালিশ উপস্থিত হয় আর তাহাতে যদি আসামীর অদৃষ্টহওনের সন্দেহ না থাকে তবে আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লওন আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যদি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অনুসন্ধান ও তদন্তের সময়ে কোনহেতুক হাজিরজামিন লওন বিহিত বোধ হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার অনুমতি দেন্ আর আদালতের যে সকল কাহেযলোকের প্রতি তলবচিঠী জারী করিবার ভার থাকে তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার এবং আর যে সকল মোকদ্দমাতে হাজিরজামিন লওন আবশ্যক বোধ না হয় সে সকল আসামীর স্থানে তলবচিঠী পাওনের রসীদ লয় আর যদি আসামী তথায় উপস্থিত না থাকে তবে উচিত যে তাহার মোক্তার অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার হস্তে তলবচিঠী দেয় তাহাতে যদি সেই কর্ম্মকর্ত্তা

ক্ষুদ্রাপরাধের মোকদ্দমায় হাজিরজামিন লওয়া যাইবেক না কিন্তু মোকদ্দমার বিচার কালে সময়বিশেষে লওয়া যাইবার কথা।

তলবচিঠীর সন্তিব্যাহারী সমনের রসীদ আসামী অথবা তাহার কর্ম্মকর্ত্তার স্থানে লইবেক তাহার কথা।



কোন

তলবচিঠীর সমভিব্যাহারির প্রতি রাজীনামা লইবার ক্ষমতা থাকিবার কথা।

কোন আপত্তি না করিয়া তলবচিঠী পাওনের এক রসীদ দেয় তবে তাহাতেই তলবচিঠী আসামীর প্রতি জারী হইল বুঝা যাইবেক আর উচিত যে তলবচিঠীর সমভিব্যাহারির প্রতি ফৌজদারীর সাহেবের হজুরহইতে এমত ভার থাকে যে উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমায় এবং আর যে সকল মোকদ্দমার রাজীনামা গ্রাহ্য করা উপযুক্ত হয় তাহাতে রাজীনামা পাইলে তাহা স্বীকার করে কিন্তু সে রাজীনামাতে এমত বিবরণ লেখা থাকে যে ফরীয়াদী আপন নালিশহইতে ক্ষান্ত হইল আসামীও তাহাতে সম্মত হইল ইহা হইলেই তলবচিঠী জারী হইল বুঝিবেক কিন্তু এই ধারার প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রাপরাধের মোকদ্দমাব্যতীত আর কোন মোকদ্দমায় মাজিস্ত্রেট সাহেবের বিনাঅনুমতিতে রাজীনামা গ্রাহ্য হইবেক না বরং মাজিস্ত্রেটসাহেবের প্রতি তাকীদ হুকুম আছে যে গুরুতরাপরাধের নালিশে যাহার অপরাধ প্রমাণকালে শাস্তি ও প্রতিফল রাজশাসনানুসারে আবশ্যক বোধ হয় তাহাতে রাজীনামা কদাচ গ্রাহ্য না করেন ইতি।

ক্ষুদ্রাপরাধের মোকদ্দমাবিনা রাজীনামা গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৯ ধারা।

জ্ঞানকৃত হত্যার মোকদ্দমাভিন্ন অন্য প্রকারের হত্যার মোকদ্দমায় বিবেচনামতে দস্তক কিম্বা তলবচিঠী জারী হইবার ও ঐ জ্ঞানকৃত হত্যার মোকদ্দমাভিন্ন আরং মোকদ্দমায় হাজিরজামিন লইতে হুকুম হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৭ ধারায় এই প্রস্তাব আছে যে হত্যার মোকদ্দমায় হাজিরজামিন গ্রাহ্য হইবেক না তাহা কেবল কতলঅমদ অর্থাৎ জ্ঞানকৃত হত্যার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে অতএব যে সময়ে এমত হত্যার মোকদ্দমাভিন্ন অজ্ঞানকৃত হত্যাইত্যাদি অন্য কোন প্রকারের হত্যার মোকদ্দমার নালিশ মাজিস্ত্রেটসাহেবের সমীপে উপস্থিত হয় তাহাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার সমস্ত গতিক ও বৃত্তান্ত আর আসামীর সুখ্যাতি ও সুচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আসামীকে ধরিবার জন্যে আপন বিহিত বিবেচনামতে এক দস্তক অথবা সমন জামিনী তলবের কথাসম্বলিত জারী করেন আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুমমতে হত্যার নালিশের মোকদ্দমায় মাজিস্ত্রেটসাহেবের অন্তঃকরণে যদি এমত লয় যে যদি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা জ্ঞানকৃত হত্যার অপরাধ প্রমাণ হইল না তথাচ মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে আসামী দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারের এবং শাস্তির যোগ্য বটে তবে এমতে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে অনুমতি আছে যে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের সমীপে হাজির হইবার জন্যে অপরাধির স্থানে হাজিরজামিন লন আর মোকদ্দমার যথার্থ ভাব ও বৃত্তান্তের তদন্তমতে এবং সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা মাজিস্ত্রেটসাহেবের যদি এমত বোধ হয় যে হত্যার ক্রিয়া দৈবাৎ কিম্বা অন্য কোন কারণ যাহাতে ত্রুটি বোধ না হয় তাহাতে হইয়াছে আর মহম্মদী শরার ব্যবস্থা এবং সরকারের চলিত আইনের দাঁড়ামতে সে মোকদ্দমায় কোন শাস্তি না সম্ভবে তবে উচিত যে অব্যাজে আসামীর খালাস অর্থাৎ মোচনের আজ্ঞা দেন ইতি।

দৈবাৎ হত্যার মোকদ্দমায় আসামীর খালাসের আজ্ঞা হইবার কথা।



২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যখন মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অনুসন্ধান ও তদন্তমতে বুঝা যায় যে কোন ব্যক্তি কেবল অপরাধহওনের বিষয় জ্ঞাত ছিল কিম্বা অপরাধ করিবার সময়ে অপার্য্যমাণে অন্যং লোকের সঙ্গী হইল কিন্তু অপরাধিদিগের সহায়তা করে নাহি এবং তাহারদিগকে প্রবৃত্তি লওয়ায় নাহি এমতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে অনুমতি আছে যে উপরের প্রকরণের হুকুম এ আসামীর পক্ষেও সম্পর্কীয় জানিয়া তদনুসারে আজ্ঞা করেন বরং জামিনী অগ্রাহ্যের মোকদ্দমাভিন্ন আর যে সমস্ত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেব ও দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারযোগ্য হয় তাহাতে ঐ সাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে আসামী হাজির থাকিবার বিষয়ে যত টাকার জামিন লওয়া বিহিত বিবেচনা করেন তাহার হুকুম দেন আর আসামীকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত জামিনীতে রাখিয়া বন্ধনহইতে খালাস করেন এতদ্ভিন্ন যে সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কৈফিয়ৎমতে অর্থাৎ লিখনানুসারে অথবা অন্য কোনপ্রকারে এমত বুঝেন যে বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত আসামীর স্থানে জামিন লওয়া কর্ত্তব্য ও বিহিত বটে এমতে যদি চলিত আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য করিবার হুকুম না লেখা থাকে তথাচ আপনারদিগের বিহিত বিবেচনামতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ইহার আজ্ঞা দেন যে অপরাধিকে বন্ধনদশাহইতে ক্ষমা করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত জামিন লইয়া রাখেন আর এইমত যে সময়ে জামিন গ্রাহ্যকরণের উপযুক্ত মোকদ্দমায় জামিনীর নিয়মের প্রয়োজনাতিরিক্ত তঙ্কার হুকুম মাজিষ্ট্রেটসাহেব দিয়া থাকেন তাহাতে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জামিনীর মুদ্রার যে নিয়ম সম্ভব ও বিহিত বুঝেন তাহা গ্রাহ্যের হুকুম মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নামে দেন ইতি।

কোন ব্যক্তি কেবল অপরাধহওনের বিষয় জ্ঞাত ছিল কিম্বা তাহা করণের সময়ে অন্যের দিগের সঙ্গী হইয়াছে কিন্তু সহায়তা ও সহকারিতা করে নাহি মোকদ্দমার তদন্তমতে এমত বুঝা গেলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দায়েরসায়ের সাহেবেরা জামিনী অগ্রাহ্যের মোকদ্দমায় হাজিরজামিন লওয়া উচিত বুঝিলে তাহার হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

জামিনীতে প্রয়োজনের অধিক টাকা দাখিল করিবার হুকুম মাজিষ্ট্রেটসাহেব দিয়া থাকিলে তাহার ন্যূন করিবার হুকুম দিবার কথা।

১০ ধারা।

যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বিচারের জন্যে কোন মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় আর সে মোকদ্দমা যদি উপরের ধারানুসারে জামিনী গ্রাহ্যের উপযুক্ত হয় তবে উচিত যে নীচের দাঁড়ামতে ১ এক হাজিরজামিনী পত্র লেখা যায় ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার হাজিরজামিনী পত্রের বিবরণের কথা।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন মৌজে অমুক অমুক অপরাধের নালিশ অমুক সাকিনের অমুকের নামে উপস্থিত হইল আর মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে অমুক এলাকার দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হুজুরে আসামীর হাজির হইবার কারণ অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটসাহেব হাজিরজামিন লইতে হুকুম করিলেন এ কারণ আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর হাজিরজামিন হইয়া লিখিয়া দিতেছি যে ইশ্তিহারনামা কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিশেষ হুকুমমতে যে দিবস আসামীর হাজির হইবার অনুমতি হয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত অমুক জিলা কিম্বা শহরে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ঐ আদালতে বৈঠকের সময়ে আসামী হাজির থাকিবেক গরহাজির



হইবেক

হইবেক না যদি গরহাজির হয় আমি হাজির করিয়া দিব যদি হাজির করিতে না
পারি ইহার দায়ের নিশা করিব অথবা এত টাকা দণ্ড সরকারে দাখিল করিব এত
দর্থে হাজিরজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি — অমুক সন অমুক তারিখ মোতা
বেক্বে অমুক।

## ১১ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৭ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ৭ ধারার কোনং বিষয় নিবৃত্ত হইল তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৭ ধারা ও ১৭৯৫ সা
লের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ৭ ধারায় এ
মত লেখা আছে যে যখন গুরুতর অপরাধের নালিশের আরজী পোলীসের সং
ক্রান্ত দারোগা কিম্বা তহসীলদারের নিকটে উপস্থিত হয় দারোগা ও তহসীলদা
রের কর্ত্তব্য যে অপরাধিকে শীঘ্র ধরিয়া ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ অষ্ট প্রহরের
মধ্যে অতিসাবধানে ফৌজদার সাহেবের হুজুরে পাঠায় এবং উপরের লিখিত
ধারাসকলে প্রকাশিত আছে যে যদি ফৌজদারীর সাহেবের নিষ্পত্তি উপযুক্ত মো
কদ্দমার মধ্যে কোন মোকদ্দমার নালিশের আরজী দারোগা ও তহসীলদারের নি
কটে গুজরে তাহাতে অপরাধিকে এই করারে জামিন লইয়া ছাড়ে যে জামিন মঞ্জ
কুর তাহাকে নির্দ্ধারিত দিবসে হাজির করে এক্ষণে উপরের লিখিত দাঁড়াসকল এই
ধারানুসারে নিবর্ত্ত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্ধার্য্য
হইল ইতি।

## ১২ ধারা।

যে সময়ে হত্যাদিগর গুরুতর অপরাধের নালিশের আরজী দারোগাপ্রভৃতি পোলীসের আমলার নিকটে গুজরে উচিত যে অপরাধির নামে দস্তক জারী করে যদি দস্তক জারী করা উপযুক্ত না হয় তবে তাহার বৃত্তান্ত ফৌজদারীর সাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সময়ে হত্যার কিম্বা বাটপাড়ী অথবা ডাকাইতী কিম্বা সি
ন্ধদেওনের অথবা চুরী কিম্বা গৃহদাহ অথবা গ্রাম কিম্বা অন্যং স্থানদাহ অথবা অন্য
কোনং অপরাধের যে মোকদ্দমা ঝকড়া গণ্ডগোলের ও লোকের ক্ষতি ও সমূহ
উৎপাতের হেতু বোধ হয় এবং প্রমাদনিবারণার্থে অপরাধিদিগকে শীঘ্র ধরা আব
শ্যক হয় ইহার নালিশের আরজী দারোগা কিম্বা তহসীলদার অথবা ভূম্যধিকারী
কিম্বা পোলীসসংক্রান্ত অন্য কোন আমলার নিকটে তাহার সরহদ্দের কোন ব্য
ক্তির নামে গুজরে তবে উচিত যে নালিশের বৃত্তান্তের সত্যতা করিয়াদীর অথবা
অন্য যে সকল লোক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের শপথ অথবা
সুকৃতিনামানুসারে আসামীকে ধরিবার জন্যে ১ এক দস্তক আপন দস্তখৎ ও মো
হরে প্রস্তুত করিয়া জারী করে কিন্তু যে সময়ে দস্তক জারী করা কোন কারণে অনু
চিত বুঝা যায় কর্ত্তব্য যে তাহা শৈথিল্য রাখিয়া ইহার বৃত্তান্ত মাজিস্ট্রেটসাহেবের
অবগতার্থে শীঘ্র লিখিয়া পাঠান ইতি।

পোলীসের আমলা যে দস্তক জারী করিবেক তাহার বিবরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যখন অপরাধিকে ধরিবার জন্যে দস্তক জারীকরা পোলীস
সংক্রান্ত আমলার আবশ্যক হয় উচিত যে তাহা নীচের দাঁড়ামতে লিখিয়া জমা
দার অথবা পোলীসের অন্য আমলাকে জারী করিবার কারণ অর্পণ করে ইতি।

দস্তক বনামে অমুক।

অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধের নালিশের আরজী অমুক সাকিনের অমুকের নামে শপথ কিম্বা সুকৃতিনামাক্রমে গুজরাইয়া নালিশ করিলেক অতএব তোমার উচিত যে আসামীকে ধরিয়া হাজির করহ এ বিষয়ে তাকীদ জানিবা ইতি—অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক।

জামিনী গ্রাহ্যোপযুক্ত মোকদ্দমায় আসামী মাতবর জামিন না দিলে তাহাকে ধরিয়া আট প্রহরের মধ্যে আর আবশ্যকমতে এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত মিয়াদের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত নালিশের আরজী জামিন না লওনোপযুক্ত অপরাধের হইলে অথবা যদি লওনোপযুক্ত হয় কিন্তু আসামী প্রয়োজন মত মাতবর জামিন না দিলে দারোগাপ্রভৃতি পোলীসের আমলার উচিত যে আসামীকে ধরিয়া অষ্ট প্রহরের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠায় তাহাতে যদি অপরাধিকে ঐ অষ্ট প্রহরের মধ্যে কোন কারণে পাঠান সম্ভব না হয় তবে কর্ত্তব্য যে এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত মিয়াদের অধিক গৌণ না করিয়া অতিশীঘ্র পাঠায় ইতি।

জামিনী গ্রাহ্যের বিষয়ে পোলীসের আমলা লোকের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি চলিত আইন মতে আসামীর জামিন গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য হয় আর আসামী মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সমীপে হাজিরহওনের বিষয়ে প্রয়োজন মত বিশ্বাসযোগ্য এক হাজিরজামিনী পত্র দেয় তবে উচিত যে পোলীসের সংক্রান্ত দারোগাপ্রভৃতি সেই হাজিরজামিনী গ্রাহ্য করিয়া শীঘ্র আসামীকে বন্ধনহইতে খালাস দেয় ইতি।

আবশ্যকমতে ফেয়াল জামিনী লইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—দারোগাইত্যাদি পোলীসের আমলার প্রতি অনুমতি ও ভার আছে যে যদি অত্যন্ত আবশ্যক হয় তবে হাজিরজামিনীভিন্ন আসামীর সুদাঁড়া ও সুচরিত্রের বিষয়ে আর ১ এক কেতা ফেয়ালজামিনীও লয় ইতি।

হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়ার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই ধারার ৪ প্রকরণের লিখনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে আসামীর হাজির হইবার বিষয়ে জামিনী লওয়া কর্ত্তব্য হইলে উচিত যে সে জামিনী এই আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত দাঁড়ামতে লেখা যায় ইতি।

ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিবার মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—আসামীর সুদাঁড়া ও সুচরিত্রের বিষয়ে ফেয়ালজামিনী লওয়া আবশ্যক হইলে উচিত যে এই আইনের ৩ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত দাঁড়ামতে ১ এক কেতা ফেয়ালজামিনী লেখা যায় ইতি।

১৩ ধারা।

যেং মতে পোলীসের আমলারা তলবচিঠী জারী করিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সময়ে দারোগা অথবা তহশীলদার অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা পোলীসের অন্য কোন আমলার নিকটে জামিনী গ্রাহ্যোপযুক্ত নালিশের আরজী গুজরে অথবা আসামীকে ধরা আবশ্যক বোধ না হয় এমতে অনুমতি আছে যে নালিশের সত্যতার বিষয়ে ফরিয়াদীকে শপথ করাইয়া কিম্বা যদি ফরিয়া



দীকে

দীকে শপথহইতে ক্ষমা করা যায় তবে সুকতিনামা লইয়া বরং যখন কোন কারণে ফরিয়াদী নিজে হাজির না হয় তথাচ নালিশের বিবরণ সত্যবোধ বিশিষ্ট সা ক্ষিদিগের দ্বারা করিয়া আসামীর নামে তলবচিঠী আপন দস্তখৎ ও মোহরে প্র স্তুত করিয়া এক জন পেয়াদা কিম্বা বরকন্দাজ অথবা আসামীর কোন মোখ্তারকার যে ব্যক্তি সমনপাওনের বিষয়ে আপত্তি না করে তাহার দ্বারা জারী করেন যদি ঐ নালিশ কোন নিমকপোখ্তান অথবা সরকারের তেজারতের সামগ্রী প্রস্তুত করি বার কর্ম্মে নিযুক্ত লোকের নামে উপস্থিত হয় উচিত যে তাহার তলবচিঠী জামিনী গ্রাহ্যকরণের উপযুক্ত অপরাধের মোকদ্দমায় যেমত নিরূপণ আছে সেই মতে জা রী হয়।

তলবচিঠীতে যেং বৃত্তান্ত লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উচিত যে যে অপরাধহেতুক নালিশ হইল তাহার বিব রণ তলবচিঠীতে লেখা থাকে আর যে সময়ে মারিপীট ও গালিগালাজ অথবা অ ন্য ক্ষুদ্র অপরাধের যে নালিশের আরজীতে এই আইনের ৮ অষ্টম ধারার লি খনানুসারে জামিন গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক নাহি উপস্থিত হয় কর্ত্তব্য যে তাহার তলবচিঠীতে এ হুকুম লেখা থাকে যে আসামী অমুক দিবসে নালিশের জওয়াব দিবার জন্যে স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে হাজির হয় কিন্তু ইহা আবশ্যক হইবেক যে হাজির হইবার দিবসের নিয়মপথের দূরাদূর ও আসামীর ব্যামোহনিবারণের দৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট হয় ইতি।

তলবচিঠীতে জামিনীর মুদ্রার নিয়ম লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন অপরাধের নালিশ উপস্থিতকালে অপরাধী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইবার বিষয়ে হাজির জামিনলওয়া আবশ্যক হ ইলে উচিত যে জামিনীর টাকার নিয়ম সমনে অর্থাৎ তলবচিঠীতে লেখা থাকে আর সেই জামিনীর টাকার নিয়ম এই আন্দাজে নির্দ্দিষ্ট হয় যে তাহাতে আসা মী অদৃষ্ট হইতে ও পলাইতে না পারে আর প্রকৃত নিয়মহইতে কোন প্রকারে অ ধিক নিরূপণ না হয় আর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার বৃত্তা ন্তের বিচার ও তদন্তের সময়ে যে হুকুম উচিত বুঝেন তাহাই দেন ইতি।

তলবচিঠী লিখিবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই ধারানুসারে সমন জারীকরা পোলীসের আমলার আ বশ্যক হইলে উচিত যে তাহার বিবরণ এই আইনের ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণানু সারে লেখা যায় ইতি।

হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাড়ার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে আসামীর হাজির থাকিবার বি ষয়ে জামিন লওয়া কর্ত্তব্য হইলে উচিত যে তাহার জামিনীর বিবরণ এই আই নের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত দাঁড়ানুসারে লেখা যায় ইতি।

## ১৪ ধারা।

এই আইনের ৮ ধা রার লিখিত দাড়াসকল

১ প্রথম প্রকরণ।—আমা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৮ অষ্টম ধারার যে দফল দাঁড়া ফৌজদারীর সাহেবদিগের তরফহইতে তলবচিঠী জারী ও রাজীনামা লই বার

বার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইল উচিত যে পোলীসের আমলারা তলবচিঠী জারীকরণ ও রাজীনামা গ্রহণ কালে সেই সকল দাঁড়া আপনং কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে ব্যাপার করে কিন্তু পরদার ও অপবাদ কিম্বা অন্য যেং অপরাধ নিতান্ত আপদ ও প্রমাদ ও ক্ষতিজনক না হয় এমতং মোকদ্দমাসকলে পোলীসের আমলাদিগকে অনুমতি নাই যে তাহারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিনাহুকুমে সমন কিম্বা হুকুমনামা জারী করে বরং ঐ সকল মোকদ্দমায় দারোগাপ্রভৃতি পোলীসের আমলার উচিত যে ফরিয়াদীর শপথ অথবা সুকৃতিনামা লইয়া নালিশের আরজী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের জ্ঞাত ও অনুমতির কারণ পাঠান্ ইতি।

পোলীসের আমলাদিগের কার্য্যোপদেশ হইবার কথা।

পরদারইত্যাদির মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের বিনাহুকুমে তলবচিঠী জারী না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ফৌজদারীর সমস্ত মোকদ্দমার হুকুম ও সমন বিশেষতঃ গুরুতরাপরাধের মোকদ্দমায় সাধ্যানুসারে পোলীসের আমলা বরকন্দাজ ও চাপরাসীপ্রভৃতি সরকারী চাকরলোকের দ্বারা জারী করিতে হইবেক অতএব যখন ফৌজদারীর হুকুমনামা সকল বরকন্দাজ কিম্বা চাপরাসী অথবা সরকারের অন্য কোন লোকের দ্বারা জারী হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর স্থানে মোকদ্দমার শেষ আপোসমেল অথবা অন্য কোন প্রকার নিষ্পত্তিক্রমে হইবার সময়ে তলবানা ও খোরাকী কোন প্রকারে না লয় ও লইতে না চাহে যদি এই হুকুমের অন্যথায় গোপনে কিম্বা অগোপনে খোরাকীদিগর লয় অথবা লইতে চাহে তবে এ অপরাধের বিচার ও শাস্তি মাজিষ্ট্রেটসাহেব কিম্বা দায়েরসায়ের সাহেবদিগের সমীপে হইবেক আর যত টাকা তলবানা লইবেক তাহা ফৌজদারী কিম্বা দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে ফিরিয়া দিতে হইবেক এতদ্ভিন্ন চলিত আইনের হুকুমমতে আপন কর্ম্মহইতে অবসর হইবেক ইতি।

ফৌজদারীর সমস্ত হুকুম বরকন্দাজপ্রভৃতি সরকারের চাকরের দ্বারা জারী হইবেক তাহাতে যদি কেহ খোরাকী লয় কিম্বা লইতে চাহে তবে শাস্তিরযোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সরকারের চাকরভিন্ন অন্য পেয়াদা কি লোকদিগকে আবশ্যকমতে ফৌজদারীর হুকুমনামা জারীর কর্ম্ম অর্পণ হইলে সে লোকের প্রতি ফৌজদারীর সাহেবের তরফহইতে অনুমতি থাকিবেক যে দুই আনা কিম্বা কোন স্থানে দাঁড়ামতে তিন আনা তলবানা তাহার কর্ম্মসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রতি দিন লইতে থাকে তাহাতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ পেয়াদাদিগের মধ্যের কেহ উপরের লিখিত তলবানার নিয়মহইতে অধিক লইয়াছে কিম্বা লইতে চাহিয়াছে তবে সরকারের চাকরেরদিগের ত্রুটির বিষয়ে যে শাস্তি উপরের ধারায় লেখা গেল সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে ঐ তলবানার টাকা আদৌ ফরিয়াদী দিবেক পশ্চাৎ নালিশের বৃত্তান্ত যদি প্রমাণ হয় তবে ফৌজদারী আদালতের সাহেবলোক ক্ষমতা রাখেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৪ আইনের ৮ অষ্টম ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৩৯ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে তলবানার টাকা দিবার হুকুম আসামীর নামে দেন্ কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে অনুমতি আছে যে ভারীং মোকদ্দমার তলবানা সরকারের খাজানাহইতে দেওয়ান্ ইতি।

আবশ্যকমতে পোলীসের আমলাভিন্ন অন্য লোক ফৌজদারীর হুকুম জারীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার ও তাহারা দুই আনা অথবা তিন আনা খোরাকী প্রতি দিন পাইবার অধিক লইলে কিম্বা লইতে চাহিলে প্রমাণপূর্ব্বক যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

খোরাকীর টাকা যে দিবেক তাহার কথা।

## ১৫ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৯ ধারাই ত্যাদির লিখিত হাজির জামিনীর পরিবর্ত্তে যে মত মুচলকা ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণের স্থানে লইতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৯ নবম ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশ আইনের ৯ ধারানুসারে ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণ ফৌজদারীর সাহেবের হুজুরে হাজির থাকিবার বিষয়ে প্রত্যয়যোগ্য হাজিরজামিন তাহারদিগের স্থানে লওয়া উচিত ছিল এক্ষণে পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে হাজিরজামিনের পরিবর্ত্তে ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণের স্থানে ১ এক মুচলকা নির্ণীত দিবসে তাহারদিগের ফৌজদারীর সাহেবের হুজুরে হাজির হইবার স্বীকারসংযুক্ত এবং মুচলকার লিখিত নিয়ম মতে কর্ম্ম না করিলে যত টাকা দণ্ডের হুকুম মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরহইতে হয় তাহা দিবার করারে লেখাইয়া লয় আর দণ্ডের টাকাব্যতীত তাহারদিগের গরহাজিরীর হেতুতে অন্য হুকুমনামাসকল জারী করিতে সরকারহইতে যে খরচাস্তর হয় তাহাও তাহারদিগের দিতে হইবেক ইতি।

ফরিয়াদীদিগের মুচলকার মজমুনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ফরিয়াদীদিগের স্থানে মুচলকালওনের সময়ে উচিত যে তাহা নীচের দাঁড়ামতে লেখা যায় ইতি।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন মৌজে অমুকস্য মুচলকাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক দাওয়ায় অমুক সাকিনের অমুকের নামে অমুক থানার দারোগার নিকটে নালিশের আরজী দিলাম অতএব লিখিয়া দিতেছি যে অমুক জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে আপন নালিশের বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার জন্যে অমুক দিবসে হাজির হইয়া মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিব ইহাতে যদি হাজির না হই তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরহইতে যত টাকা দণ্ডের হুকুম হয় অথবা আমার গরহাজিরীপ্রযুক্ত যত টাকা সরকারে খরচ হয় তাহা আমি দিব এতদর্থে মুচলকাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি—অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেক অমুক।

সাক্ষিদিগের মুচলকার মজমুনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে মুচলকা সাক্ষিগণের স্থানে লওয়া যাইবেক তাহা নীচের দাঁড়ামতে লেখা যাইবেক ইতি।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন মৌজে অমুক মুচলকাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক সাকিনের অমুক ফরিয়াদী অমুক অপরাধের নালিশ অমুক সাকিনের অমুকের নামে করিয়া আমাকে সাক্ষি মানিয়াছে অতএব লিখিয়া দিতেছি যে অমুক জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে অমুক দিবসে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিব যদি হাজির না হই তবে যত টাকা দণ্ডের হুকুম মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরহইতে হয় এবং আমার গরহাজিরীপ্রযুক্ত যত টাকা সরকারের খরচ হয় তাহা নিজহইতে দিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি—অমুক সন অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৯ নবম আইন।

### ১৬ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১১ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১১ ধারায় এমত লেখা আছে যে পোলীসের সংক্রান্ত দারোগা ও তহসীলদার ও অন্য কোন আমলাকে অনুমতি নাই যে তাহারা কোন নালিশের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করে এক্ষণে উপরের লিখিত ঐ ধারাসকলের মর্ম্ম এই আইনের ১৭ ও ১৮ ধারার প্রস্তাব্য মোকদ্দমায় খাটিবেক না কিন্তু ঐ সকল মোকদ্দমাব্যতীত কিম্বা অন্য যে সকল মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তহকীক ও তদন্তের অনুমতি চলন আইন অথবা ফৌজদারীর সাহেবের বিশেষ হুকুমানুসারে পোলীসের আমলাদিগ্কে থাকে তদ্ভিন্ন অন্য মোকদ্দমার তহকীক ও তদন্ত না করে ইতি।

ইং ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১১ ধারার এবং আর কএক আইনের কএক ধারার কথা এই আইনের ১৭ও১৮ ধারার প্রস্তাব্য মোকদ্দমায় না খাটিবার কিন্তু এই২ মোকদ্দমা কি অন্য কোন বিশেষ মোকদ্দমা ব্যতিরেকে আর সমস্ত মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

### ১৭ ধারা।

যে কালে কোন ব্যক্তি হত্যার কিম্বা বাটপাড়ির অথবা অন্য কোন গুরুতর অপরাধের মোকদ্দমার নালিশেতে পোলীসের সংক্রান্ত দারোগা কিম্বা তহসীলদার অথবা ভূম্যধিকারির নিকটে ধরা পড়ে তাহাতে উচিত যে বিশিষ্ট তিন জন অথবা অধিক সাক্ষির সাক্ষাৎ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অনুসন্ধান ও তথ্যতদন্ত এবং আসামীর জোবানবন্দী বিনাশপথে করা যায় আর সাক্ষিগণ ঐ জোবানবন্দী সত্য বোধে তাহাতে আপন২ স্বাক্ষর অর্থাৎ দস্তখৎ করেন পরে যদি আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নালিশের বৃত্তান্ত অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করে তবে উচিত যে মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ আর যে সকল আসামী ঐ অপরাধের অংশী ছিল তাহারদিগের নাম আর লুঠের দ্রব্যাদি কোথায় এবং কাহার স্থানে আছে তাহার বেওরা লেখা যায় এবং কর্ত্তব্য যে যাহারা অপরাধের ক্রিয়াসকল আপন চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং যে সকল লোক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সুন্দররূপে জ্ঞাত থাকে এবং মোকদ্দমার তহকীককালে উপস্থিত হইতে পারে সে সকল লোকদিগকে ও মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ ও তাহারদিগের জোবানবন্দী বিনাশপথে করা যায় আর পোলীসের যে আমলারা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত করে তাহারদিগের উচিত যে সাক্ষিদিগের কথিত বিবরণসকল মোটে সুরতহালে লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া ও সাক্ষিগণের স্বাক্ষর করাইয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠায় আর জানা কর্ত্তব্য যে পোলীসের আমলাদিগ্কে নিতান্ত বারণ আছে যে ফরিয়াদী ও আসামী ও সাক্ষিগণের প্রতি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কহাইবার জন্যে কোনপ্রকার নিষ্পীড়ন ও তাড়না না করে আর ইহাও অনুমতি নাই যে প্রকৃত প্রস্তাব কহাইবার জন্যে আসামীকে কোনপ্রকার শক্তাই অথবা মারিপীট ও তাড়না ও তর্জ্জনগর্জ্জন করে অথবা ভুলায় ফুসলায় কিম্বা অপরাধ ক্ষমা করিবার প্রত্যাশা দেয় আর যদি ইহা প্রমাণ হয় যে পোলীসের আমলারা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি আসামী কিম্বা সাক্ষির প্রতি কোনপ্রকার তাড়না ও শক্তাইইত্যাদি করিয়াছে তবে ফৌজদারীর

হত্যাদিগর গুরুতর অপরাধের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অনুসন্ধানকালে তিন জন কি অধিক বিশিষ্ট লোকের সমক্ষে বিনাশপথে আসামীর জোবানবন্দী হইবার কথা।

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার স্থানে যে অনুসন্ধান মিলে তাহার বৃত্তান্ত সুরতহালে লেখা গিয়া তাহাতে সাক্ষি ও দারোগাপ্রভৃতির স্বাক্ষর হইয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে চালান হইবার কথা।

আসামী ও ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসাকালে শক্তাই ও তাড়না না করিবার কথা।

সাহেবের অথবা দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হুকুমমতে তাহারা শাস্তি ও সমুচি তের যোগ্য হইবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ও তদন্তকারণ যদি কোন দারোগা কিম্বা পোলীসের অন্য কোন আমলা আবশ্যকহইতে অধিক কাল কোন আসামীকে আপন নিকটে রাখিয়া পরে ফৌজদারীর সাহেবের হজুরে পাঠায় তবে শীঘ্র আপন কার্য্যহইতে অবসর হই বেক অতএব আসামী যখন থানায় কিম্বা দারোগাপ্রভৃতি আমলার কাছারীতে পঁহুছে উচিত যে আবশ্যকমতে দুই দিবারাত্রি অর্থাৎ ১৬ ষোল প্রহরপর্য্যন্ত তথায় থাকে আর যদি এই কালের মধ্যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অনুসন্ধান ও তদন্তকরা শেষ না হয় তবে আসামী মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ কাগজপত্রসমেত মাজিষ্ট্রেটসাহে বের হজুরে চালান হয় তাহাতে ঐ সাহেব যাহা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহার হুকুম দিবেন ইতি।

অপরাধী যে সময়ে চালান হইবেক তাহার কথা।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ পঞ্চ ত্রিংশ আইনের ২৫ ধারানুসারে পোলীসের সংক্রান্ত সমস্ত দারোগা ও তহসীলদার ও ভূম্যধিকারী এবং তাহারদিগের তাবে পোলীসসম্পর্কীয় অন্য আমলার প্রতি হুকুম আছে যে খুন অর্থাৎ হত্যা কিম্বা অকস্মাৎ মৃত্যুহওনকালে উপরের লিখিত ধারাসকলের বিবরণ মতে তাহার সুরতহাল প্রস্তুত করে তদ্ভিন্ন এক্ষণে পোলীসের ঐ সকল আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে আপন সরহদ্দের মধ্যে ডাকাইতী কিম্বা অন্য গুরুতরাপরাধহওনের সম্বাদ পাইলে সেই অপরাধহওনের স্থানে নিজে যাইয়া অথবা আপন প্রত্যয়স্থ কোন চাকরকে পাঠাইয়া মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত এমতরূপে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে যে অপরাধিদিগের সন্ধান হইয়া তাহারা ধরা পড়ে আর এমতে ঐ সকল বৃত্তান্ত তদন্তকালে বিশেষতঃ আবশ্যক আছে যে অপরাধহওনের তারিখ ও তাহার দিবস ও দণ্ডের নিরূপণ আর অপরাধহওনের স্থানের বেওরা ও বিবরণ আর অপরাধিদিগের নাম ও অবয়ব অর্থাৎ চেহারা আর যাহারা অপরাধিদিগকে অপরাধকরণের সময়ে চক্ষে দেখিয়া চিনিয়া থাকে তাহারদিগের নাম আর যে সকল লোকের প্রতি অপরাধের দৃঢ় সন্দেহ হয় তাহারদিগের নাম ও সন্দেহ জন্মিবার হেতু আর অপরাধের সমস্ত বেওরা ও বিবরণ আর চুরীর মোকদ্দমা হইলে চুরীর দ্রব্যাদির বেওরা সমস্তই সুরতহালে লিখে পরে উচিত যে সেই তথ্য তদন্তের কাগজ তিন জনা অথবা অধিক বিশিষ্ট লোকের সম্মুখে প্রস্তুত করাইয়া তাহা সত্য ও সটিক বোধার্থে ঐ তিন জন কি ততোধিক জনের নাম তাহাতে দস্তখৎ করাইয়া পরে অব্যাজে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠায় এবং ঐ বৃত্তান্ত তথ্য ও তদন্ত কালে পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে সাক্ষিগণ ও তথাকার উপস্থিত সমস্ত লোককে জ্ঞাত ও তাহারদিগের হৃদয়ঙ্গম করায় যে যে ব্যক্তি এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত থাকহ এই সময়ে সমস্তই বেওরাপূর্ব্বক কহ

ডাকাইতীদিগের গুরুতরাপরাধের সম্বাদ পোলীসের আমলারা পাইলে নিজে যাইয়া অথবা প্রত্যয়স্থ আমলাকে পাঠাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার কথা।

সুরতহালে যেং কথা বেওরা করিয়া লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

মোকদ্দমার বৃত্তান্তানুসন্ধানকালে পোলীসের আমলাদিগের যেং কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কহ যদি কোন কথা গোপনে রাখহ তাহা পুনরায় কহিলে বিশ্বাস ও গ্রাহ্য হই বেক না আর উচিত যে সাক্ষিদিগকে ভরসা দিয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত হও য়া এবং জিজ্ঞাসা করা যায় আর যদি এমত বুঝা যায় যে কোন সাক্ষী অপরাধ করিবার কালে অপরাধিকে দেখিয়া চিনিয়াছে কিন্তু ভয় কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্র যুক্ত তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহে না তবে এমতে পোলীসের আমলাদিগকে অনুমতি আছে যে তাহাকে গোপন স্থানে লইয়া গিয়া তাহার জোবানবন্দী উপ যুক্ত মতে গোপনেতে করে ইতি।

১৯ ধারা।

শাস্তি দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের ক্ষমতাধিক্যের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭ ও ৯ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ ও ৯ ধারায় জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতাব্যাপ্য শাস্তিনির্ণয়ের বিষয়ে অনেক২ দাঁড়া ও নীতি নির্দ্দিষ্ট আছে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ঐ ক্ষমতার আধিক্য হইতেছে যে যদি কেহ এমত কোন অপরাধ করে যে সে ব্যক্তি মহম্মদী শরার সম্মত ও সরকা রী আইনানুসারে শাস্তির উপযুক্ত বুঝা যায় আর ন্যায় বিধানানুসারে সে অপরা ধের বিষয়ে এমত সম্ভবে যে অপরাধিকে উপরের ধারাসকলের নির্ণীত শাস্তিঅ পেক্ষা গুরুতর শাস্তি দেওয়া যায় ইহাতে যদি চুরীইত্যাদি মোকদ্দমাতে এপ্রকার সম্ভাবনা হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা হইল যে ছয় মাসের অধিক কয়েদ এবং ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক শারীরিক শাস্তি না হয় ইহার হুকুম দেন আর অপর মোকদ্দমায় দুই শত টাকা দণ্ডসম্বলিত ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম দেন তাহাতে যদি ঐ দণ্ডের টাকা অপরাধির জায়দাদহইতে আদায় না হয় তবে ক্ষম তা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩১ ধারার অর্থানুসারে দণ্ডের পরিবর্ত্তে আসামীকে আর ছয় মাস পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন অতএব ইহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে কাহাকেও এক বৎসরের অধিক কয়েদ রাখিবার হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতা নাই কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৭ ও ৯ ধা রা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারায় যে সকল ক্ষুদ্র অপরাধের বিবরণ স্পষ্টমতে লেখা আছে তাহাতে এই ধারার হুকুম খাটিবেক না এবং আর যেং অপরাধের মোকদ্দমায় দমন ও সাম্য জন্যে ত্রিশ বেত্রাঘাতসমেত অথবা দুই শত তঙ্কা দণ্ডসম্বলিত ছয় মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম চলন আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও তাহা কেবল দায়েরসা য়ের সাহেবদিগের বিচারের যোগ্য তাহাতেও খাটিবেক না ইতি।

২০ ধারা।

ফৌজদারী আদাল

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইন ও ১৮০৩ সা লের

তের ছোট সাহেবেরা আপনসম্পর্কীয় কর্ম্মের নির্ব্বাহ পূর্ব্বের আইনানুসারে করিবার কিন্তু ক এক বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

লের ১২ দ্বাদশ আইনের ১৭ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারণ ফৌজদারী আদালতের ছোট সাহেবদিগকে অর্পণ হয় তাহাতেও উপরের ধারার লিখিত কথা খাটিবেক না বরং ঐ ছোট সাহেবেরা আপনারদিগের ব্যাপ্য কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহকরণেতে পূর্ব্বের আইনানুসারে হুকুম দিবেন কিন্তু যদি ছোট সাহেব দিগের এমত বোধ হয় যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৮ ধারার প্রস্তাবিত অপরাধের শাস্তির বিষয়ে ১৫ দিবস কয়েদের হুকুমের অধিক দণ্ডও করা যায় তবে উচিত যে উপরের লিখিত ধারাসকলের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দণ্ডের নিরূপণ করেন্ পরে যদি দণ্ডের টাকা না মিলে তবে ঐ ছোট সাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে দণ্ডের পরিবর্ত্তে আর ১৫ দিবস কয়েদের হুকুম দেন্ কিন্তু উচিত যে এক মাসের অধিক কয়েদের হুকুম ছোট সাহেবেরা কাহার প্রতি না দেন্ আর এইমত ঐ সাহেবেরদিগকে অনুমতি আছে যে যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ১ ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিচারকালে তাহার বৃত্তান্ত ও ভাবদৃষ্টে বিহিত বোধ হয় যে বেত্রাঘাতসম্বলিত কয়েদের হুকুম অপরাধির প্রতি দেওয়া যায় তবে এক মাসপর্য্যন্ত কয়েদের আর ত্রিশঘাপর্য্যন্ত বেত্রাঘাতের হুকুম দেন্ আর এই মত ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ১৭ ধারানুসারে ছোট সাহেবদিগকে যে মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহার বিচারকালে যদি ঐ ছোট সাহেবদিগের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে এই ধারানুসারে যেমত শাস্তি দিবার ক্ষমতা তাঁহারদিগকে অর্পণ হইল অপরাধী তাহাহইতে অধিক শাস্তির যোগ্য বটে তবে উচিত যে তাহার শাস্তির হুকুম স্থগিত রাখিয়া মোকদ্দমার রুবকারীর সমস্ত কাগজপত্র মাজিস্ট্রেটসাহেবের সমীপে পাঠান্ পরে মাজিস্ট্রেটসাহেব মোকদ্দমার বিচারক্রমে অপরাধির অপরাধ প্রমাণ হইলে পর এই আইনের ১৯ ধারার মতে ও আরং চলিত আইনানুসারে যেমত উচিত বুঝেন্ অপরাধির প্রতি সেই মত হুকুম করিবেন আর আবশ্যক মতে অপরাধিকে কয়েদ কিম্বা জামিনী অবস্থাতে রাখিয়া তাহার মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের বিচারের জন্যে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

২১ ধারা।

ফৌজদারী আদালতের ছোট সাহেবদিগকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে হইলে তাহার হুকুম এবং আর যে কথা মাজিস্ট্রেটসাহেবের রুবকারীতে লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১৭ ধারানুসারে যদি নালিশের বৃত্তান্ত বিচারজন্যে জিলা কিম্বা শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবের হুজুরহইতে তাঁহারদিগের ছোট সাহেবদিগকে কোন মোকদ্দমা অর্পণ হয় তবে উচিত যে মাজিস্ট্রেটসাহেবের রুবকারীতে সোপর্দ্দের হুকুম এবং এ বিষয়ের অনুমতি লেখা যায় যে এ মোকদ্দমার বিচার হইলে পর হয় ছোট সাহেব নিজে নিষ্পত্তি করেন্ অথবা মোকদ্দমার রুবকারীর কাগজপত্র মাজিস্ট্রেটসাহেবের



নিষ্পত্তিজন্যে

নিষ্পত্তিজন্যে পাঠান আর যদি কেহ ছোট সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমায় অসম্মত হইয়া অব্যাজে ও অবিলম্বে নালিশের আরজী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে দেয় আর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অন্তঃকরণে সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টিকরা বিহিত বোধ হয় তবে এমতে অনুমতি আছে যে যদি ছোট সাহেবের দেওয়া নিষ্পত্তির হুকুম অন্যায় হয় তাহা নিবর্ত্ত করিয়া ঐ মোকদ্দমায় যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

ছোট সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমায় নালিশের আরজী গুজরিলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে আচরণ করিবেন তাহার কথা।

## ২২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১৭ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারায় লেখা আছে যে ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের থাকিবার স্থানে দায়েরসায়েরর সাহেবলোক পঁহুছিলে যে সকল লোককে ফৌজদারী আদালতের সাহেব ধরাইয়া শাস্তির হুকুম অথবা খালাসের আজ্ঞা দিয়া থাকেন্ তাহারদিগের নামসম্বলিত ফিরিস্তি তাহারদিগের হজুরে দেন্ এক্ষণে উচিত যে ঐ সকল ফিরিস্তি যে সকল লোককে ফৌজদারী আদালতের ছোট সাহেবেরা শাস্তির অথবা খালাসের হুকুম দিয়া থাকেন্ তাহারদিগেরও নাম লেখা যায় এবং ঐ সকল ধারাতে লেখা আছে যে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক বুঝেন্ যে উপরের প্রস্তাবিত ফিরিস্তির লিখিত অপরাধির মধ্যে কেহ অকারণে খালাস অথবা শাস্তি পাইয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার বৃত্তান্ত আপনারদিগের অভিপ্রায়ের কথাসম্বলিত নিজামৎ আদালতে লিখেন্ এক্ষণে দায়েরসায়েরর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারা কোন মোকদ্দমায় বুঝেন্ যে তাহার বিচার প্রকৃতরূপে অর্থাৎ যথার্থ হয় নাই তবে উচিত যে তাহার পুনরায় বিচারের আজ্ঞা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের প্রতি দেন্ এমতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে পুনর্ব্বিচারের রুবকারীর কাগজপত্র দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের হজুরে পাঠান্ পরে ঐ সাহেবেরা পূরা বৈঠকে অর্থাৎ সকল সাহেবের বৈঠককালে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া তাহার বৃত্তান্ত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের জ্ঞাপনার্থে না পাঠাইয়া আপনারা যে হুকুম উচিত জানেন্ তাহাই দেন্ ইতি।

ইং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১৭ধারাইত্যাদির লিখিত ফিরিস্তিতে যে সকল লোকের শাস্তি অথবা খালাসের হুকুম ফৌজদারীর ছোট সাহেব দিয়া থাকেন তাহারদিগের নাম লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বোধ হয় যে ফিরিস্তির লিখিত কোন অপরাধী অকারণে শাস্তি কিম্বা খালাস পাইয়াছে তবে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ২৩ ধারা।

যদি জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অথবা তাঁহারদিগের ছোট সাহেবের হুকুমে কেহ অসম্মত হইয়া দায়েরসায়েরী আদালতের দুই জন অথবা অধিক সাহেবের বৈঠকের সময়ে সদর স্থানে দরখাস্ত গুজরায় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার রুবকারীর সমস্ত কাগজপত্র

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অথবা তাহার ছোট সাহেবের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমায় দরখাস্ত গুজরিলে দায়েরসায়েরী আ



মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের

দালতের সাহেবেরা যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানহইতে আনাইয়া সরকারী আইনানুসারে যেমত উচিত বুঝেন্ সেইমত হুকুম করেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

দায়েরসায়ের ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ও তাহার ছোট সাহেবের রুবকারী নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক আনান বিহিত বুঝিলে তাহা আনাইতে পারিবার কথা।

যদি কোন মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের অথবা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের ছোট সাহেবদিগের রুবকারীর কাগজপত্র কোনহেতুক তলব করা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের বিহিত বোধ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহা আনাইয়া তাহাতে যে হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহাই দেন্ ইতি।

২৫ ধারা।

প্রতিমাসের ফিরিস্তি ব্যতিরেকে যে সকল মোকদ্দমা দিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মুলতবী থাকে তাহার এক ফিরিস্তি প্রতি বৎসর নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৩০ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৭ ও ২৮ ও ২৯ ও ৩০ ধারানুসারে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে মাসমাসের ফিরিস্তিসকল নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ এক্ষণেও কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ফিরিস্তিব্যতিরেকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি তাঁহার ছোটসাহেবের নিকট দিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফৌজদারী যত মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ বিচারাপেক্ষায় থাকে তাহারও এক ফিরিস্তি ইঙ্গরেজী কি পারসী ভাষায় প্রস্তুত করিয়া সন২ জানুআরি মাসে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ ইতি।

মুলতবী মোকদ্দমার ফিরিস্তির বিবরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উচিত যে উপরের লিখিত ফিরিস্তি নীচের দাঁড়ামতে লেখা যায় ইতি।

ফৌজদারীর যে সকল মোকদ্দমা অমুক সনের ৩১ দিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত অমুক জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেব অথবা তাঁহার ছোট সাহেবের নিকটে মুলতবী আছে তাহার ফিরিস্তি।

| আসামীর নাম | কয়েদ কিম্বা জামিনী অবস্থা | অপরাধের বেওরা | নালিশের তারিখ | আসামীধরা পড়িবার কিম্বা হাজির হইবার তারিখ | বিলম্ব দর্শিবার কারণ আর তাহার সম্পর্কীয় অন্য বৃত্তান্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

২৬ ধারা।

ডাকাইতীদিগর গুরু

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেং



ডাকাইতী

# ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ৯ নবম আইন।

ডাকাইতী ও অন্য গুরুতর অপরাধের বৃত্তান্ত ইঙ্গরেজী গত সনে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে পোলীসের আমলাদ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে তদন্ত হইয়া থাকে তাহার সংখ্যার ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া প্রতিবৎসর জানুআরি মাসে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন আর যে সকল লোক অপরাধ করিবার কালে অংশী হইয়া থাকে আর যে সকল লোক ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইয়া থাকে অথবা তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে সে সকল আসামীর নাম ও সঙ্খ্যা মোটে ঐ ফিরিস্তিতে লিখেন অতএব নীচের দাঁড়ামতে সে ফিরিস্তি লেখা যায় ইতি।

গুরুতরাপরাধের সঙ্খ্যা ও অপরাধিগণের সঙ্খ্যার ফিরিস্তি প্রস্তুত হইবার কথা।

যে সকল ডাকাইতী ও অন্য গুরুতর অপরাধ অমুক জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে ইঙ্গরেজী অমক সনে পোলীসের আমলাদিগের দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে তদন্ত হইয়াছে এবং যে সকল লোক উপরের প্রস্তাবিত অপরাধ হইবার কালে তাহার অংশী হইয়াছিল ও যে সকল লোক ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইয়াছে অথবা তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে বিচার জন্যে অর্পণের হুকুম হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত ও সঙ্খ্যাসম্বলিত ফিরিস্তি।

| অপরাধের সঙ্খ্যা ও বেওরা। | | যে সকল লোক অপরাধের অংশী হইয়াছিল তাহারদিগের সঙ্খ্যা। | যে সকল লোক ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইয়াছে অথবা তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে তাহারদিগের সঙ্খ্যা। |
|---|---|---|---|
| যে ডাকাইতীতে হত্যা হইয়াছে। | ১০ | ১০০ | ৫০ |
| যে ডাকাইতীতে হত্যা হয় নাই। | ২০ | ২০০ | ১০০ |
| খানাজঙ্গী অর্থাৎ ঘরাউ লড়াই ঝগড়া অথবা অন্য কোন গুরুতর প্রমাদ ও গণ্ডগোল যাহাতে হত্যা কিম্বা ক্ষত হইয়াছে। | ২৫ | ২০০ | ১০০ |
| হত্যা | ৫ | ২০ | ১০ |
| সিন্ধদেওয়া | ১০ | ৪০ | ২০ |
| যে চুরীতে অনেক দ্রব্যাদি লুট ও চুরী গিয়াছে অথবা অধিক অপরাধজনক কোন কর্ম্ম হইয়াছে। | ৭৭ | ৬০ | ৩০ |
| যে সকল লোকের নিকটহইতে চুরী ডাকাইতীর দ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে। | ২০ | ২০ | ২০ |



কেবল

| | | | |
|---|---|---|---|
| কেবল যে গৃহদাহেতে অন্য কোন অপরাধ না হইয়া থাকে। | ৫ | ২০ | ১০ |
| বলাৎকার। | ২ | ২ | ২ |
| অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত পরদার। | ৪ | ৪ | ৪ |
| শপথের অন্যথা করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। | ১০ | ১০ | ১০ |
| জাল দস্তাবেজাৎ অর্থাৎ নির্দর্শন কাগজপত্র মিথ্যা ও কৃত্রিম সৃষ্টিকরা। | ৫ | ৫ | ৫ |
| | ১৫১ | ৬৮১ | ৩৬১ |

ডাকাইতীদিগর অপরাধের সঙ্খ্যাসম্বলিত মাসমাসের ফিরিস্তি পোলীসের আমলার পাঠাইবার কথা।

উচিত যে পূর্ব্বাপেক্ষা অপরাধের ক্রিয়ার অল্পতা কি বাহুল্য অথবা পূর্ব্বাপেক্ষা অপরাধি লোকের অল্পতা কিম্বা আধিক্য হয় এবং তাহার কারণসকল অন্য অন্য কথাসম্বলিত যাহার বিবরণ লেখা বিহিত বোধ হয় লিখিয়া ফিরিস্তির সঙ্গে পাঠান্ ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐফিরিস্তি তৈয়ার করিতে বিলম্ব না দর্শে এবং ব্যামোহ না হয় ইহার দৃষ্টে মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোককে অনুমতি হইল যে দারোগাপ্রভৃতি পোলীসের আমলাকে এমত হুকুম দেন্ যে তাহারা আপনং হুকুমের তাবে সীমানার মধ্যে হওয়া ডাকাইতী ও অন্য গুরুতর অপরাধের সঙ্খ্যা এবং যে সকল লোক অপরাধিদিগের অংশী হইয়া থাকে এবং যে সকল আসামী ধরা পড়িয়া থাকে তাহারদিগের সঙ্খ্যা ও বেওরাসম্বলিত মাসমাসের ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে পাঠাইতে থাকে ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে পোলীসের কার্য্যে আমীনসকল নিযুক্তের এবং তাহারদিগের প্রতি যে সকল কর্ম্মকার্য্য চালাইবার ক্ষমতার্পণ হইবেক তাহার বিবরণ ও নিরূপণের এবং জমীদার ও ইজারদারপ্রভৃতির চাকর চৌকীদার ও পাইকদিগের ইসমনবীসীর ফিরিস্তি পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে হইবার আর কএক মতে ঐ জমীদারপ্রভৃতিরা ঐ সকল চাকরলোকের মন্দ ব্যবহারের জওয়াব দিবার দায় আপনারদিগের শিরে জানিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ১৯ জন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৪ সালের ৬ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৬ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৪ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ১২ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে অনেক মহালে হেতুবাদ। সরকারের তরফহইতে যে সকল পোলীসের চাকরলোক নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদিগের উদ্যোগ ও মনোযোগক্রমে তথাকার উপস্থিত কার্য্য ও কর্ম্মের নির্ব্বাহ এবং ঐ সকল মহালের শাসন ও পরিমিত সরকারের অভীষ্টমত সুন্দররূপে হইল না আর জানা কর্ত্তব্য যে জমীদার ও ইজারদারদিগের প্রতি হপ্তমরাবী বন্দোবস্ত কালে তাহারদিগের কবুলিয়তের লিখনানুসারে পোলীসের যে২ ব্যাপার কার্য্য নির্ব্বাহের ভার হইয়াছিল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালে সে ভার তাহারদিগের হাত ছাড়া হইয়াছে ও ঐ ভার রহিতহওনের হেতুসকল ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের হেতুবাদে লেখা গিয়াছে কিন্তু অনেক জমীদার ও ইজারদার ও জিলাসকলের নিবাসী অন্য২ লোক আপন২ সুখ্যাতি ও সদাচরণক্রমে প্রত্যয় যোগ্য বটে ও নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহারা উৎপাত ও ঝকড়া গণ্ডগোল ও নষ্টামী ও দুষ্ট ব্যবহারের নিবারণে ও প্রজাদিগের ধনপ্রাণরক্ষার্থে এবং অপরাধিদিগের ধরিবার জন্যে যথোচিত মনোযোগী হইবেক অতএব উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে পোলীসের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলাসকলের নিবাসি প্রধান হিন্দু ও মুসলমানলোকদিগকে সনন্দ দিবার এবং তাহারদিগের ব্যাপার ও ক্ষমতার নিরূপণের বিষয়ে কএক দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য করা যায় ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারায় গ্রামসকলের পাইক ও চৌকীদারদিগের ইসমনবীসীর যে ফিরিস্তি তৈয়ার করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে প্রস্তুত হয় এবং সর্ব্বদা তাহার



দিগের

দিগের শুমার অর্থাৎ সঙ্খ্যা ও ব্যবহার চরিত্রের বৃত্তান্ত জিলা ও শহরসকলের মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাত হইতে পারেন্ একারণ কর্ত্তব্য যে যাহারদের নিকটে পাইক ও চৌকীদার ও নেগাহবান ও বরকন্দাজ ও আর যেং প্রকারের রক্ষক লোক থাকে তাহারা ঐ পাইকইত্যাদি লোকদিগের ইসমনবীসীর ফিরিস্তি সনং তৈয়ার করিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠায় এই সকল বিষয়দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হইল যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখঅবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সকল মহালে চলন হইবেক কিন্তু জিলা কটকে এবং তাহার ব্যাপ্য যে পরগনাসকল সম্প্রতি জিলা মেদিনীপুরের শামিল হইয়াছে তাহাতে চলন হইবেক না। ইতি।

২ ধারা।

প্রধান হিন্দু ও মুসলমানলোকদিগকে পোলীসের আমিনী কার্য্যের সনন্দ দিবার কথা।

এই ধারানুসারে ক্ষমতা ও অনুমতি আছে যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলাসকলের নিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রধান লোকদিগকে এমত শক্তিঅর্পণের বিষয়ে সনন্দ দেওয়া যায় যে তাহারা পোলীসের আমিনী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এই আইনের প্রস্তাবিত দাঁড়ামতে কর্ম্মনির্ব্বাহ করে ইতি।

৩ ধারা।

লোকদিগকে পোলীসের আমিনীকর্ম্মার্থে নির্ব্বাচিবার ও তাহারদিগের সুখ্যাতি ও যোগ্যতার কৈফিয়ৎ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা পোলীসের আমিনী কর্ম্মের নিমিত্তে লোকদিগকে নির্ব্বাচনী করিয়া তাহারদিগের সুখ্যাতি ও যোগ্যতার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর কারণ পাঠান্ ইতি।

৪ ধারা।

যেং লোককে পোলীসের আমিনী কর্ম্মার্থে নির্ব্বাচিতে হইবেক তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে লোকদিগকে পোলীসের আমিনী কর্ম্মের নিমিত্তে নির্ব্বাচিবার সময়ে নীচের লিখিত ব্যক্তিদিগের সুখ্যাতি ও যোগ্যতার তদন্তের পর তাহার মধ্যে অন্যং অপেক্ষা যেং লোক উত্তম ও প্রথমকল্প হয় তাহারদিগের নিমিত্তে লিখেন্ ইতি।

যে সকর ও নিষ্কর ভূম্যধিকারিরা আপনং ভূমির ব্যাপার নিজে নির্ব্বাহ করে।

সদরে মালগুজারী করে এমত ইজারদার লোক।

কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোকের তরফহইতে অযোগ্য ভূমাধিকারিগণের ভূমির সরবরাহের জন্যে যে সরবরাহকার লোক নিযুক্ত আছে।

সাধারণভূমির যে সরবরাহকার লোকেরা সেই ভূমির অংশিগণের তরফহইতে নিযুক্ত আছে।

খাসমহালাতের তহসীলদার লোক কিম্বা মজকুরী অর্থাৎ ক্ষুদ্র মহালাতের অধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের স্থানে মালগুজারী তহসীলের তহসীলদার লোক।

পেটার ইজারদারেরা ও কট্‌কিনাদারেরা আর ভারী মহালের জমীদার ও ইজারদারদিগের কর্ম্মকর্ত্তা লোক।

যদি শহর কিম্বা বাজার অথবা গঞ্জ কিম্বা আড়ঙ্গে পোলীসের আমীন নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় তবে কর্ত্তব্য যে তথাকার নিবাসি যে ব্যক্তি ধনবান্‌ ও সুখ্যাত্যাপন্ন ও বিশ্বস্ত হয় তাহাকে এ কর্ম্মের অর্থে নির্ব্বাচা যায় ইতি।

৫ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে জিলাসকলের সকল মহালে পোলীসের আমীন নিযুক্ত করিবার আবশ্যক নাই বরং সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় এই যে এ কর্ম্ম এমত সকল লোক ক অর্পণ হয় যে যাহারা সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও সর্ব্বপ্রকারে বিশ্বাসযোগ্য ও উৎপাত ও দুষ্টামী ও ঝকড়া গণ্ডগোলের ও বিরুদ্ধাচরণের নিবারণে ও লোকদিগের ধনপ্রাণরক্ষার্থে আর অপরাধিদিগকে ধরিবার জন্যে যথাসাধ্যে মনোযোগ করে অতএব মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য যে এই কর্ম্মের নিমিত্তে লোকদিগকে নির্ব্বাচনী করিবার কালে সরকারের অভিপ্রায় ও উপরের লিখিত প্রস্তাবে নিতান্ত দৃষ্টি রাখেন্‌ ইতি।

পোলীসের আমিনী কর্ম্মার্থে লোকদিগকে নির্ব্বাচিবার কালে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

৬ ধারা।

যদি পোলীসের আমিনী কর্ম্ম ভূম্যধিকারিকে অর্পণ হইয়া থাকে ও তাহার পর সেই ভূমির কর্ম্মের ভার তাহার হস্তছাড়া হয় তবে ঐ কর্ম্মের সনন্দ তাহার স্থান হইতে ফিরিয়া লওয়া যাইবেক আর সদরে মালগুজারীকরণিয়া ইজারদার লোক ও মফঃসলী ইজারদারদিগকে পোলীসের আমিনী কর্ম্মের সনন্দ অর্পণ হইয়া থাকিলে তাহারদিগের ইজারার মিয়াদ গতে তাহারদিগেরও স্থানহইতে সে সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক আর সরকারের নিযুক্তকরা সরবরাহকার ও তহসীলদার লোকইত্যাদি ও ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের যে কর্ম্মকর্ত্তাগণ পোলীসের আমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত হয় যে কালে তাহারা আপন২ কার্য্যহইতে অবসর হইবেক তৎকালে তাহারদিগের স্থানহইতে পোলীসের আমিনী কর্ম্মের সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক আর শহর কিম্বা বাজার অথবা গঞ্জ কিম্বা আড়ঙ্গের নিবাসি লোককে তথাকার বসতিপ্রযুক্ত পোলীসের আমিনী কর্ম্মের সনন্দ অর্পণ হইয়া থাকিলে যে কালে সে ব্যক্তি সেই শহর কিম্বা বাজারইত্যাদিহইতে স্থানান্তরে বসতি করে সে সময়ে তাহার স্থানহইতে এ কর্ম্মের সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক ও জানা কর্ত্তব্য

পোলীসের আমীন লোকের স্থানে যেহেতুক সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক তাহার কথা।



যে

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিহিত বোধ মতে সনন্দ বহাল থাকিবার এবং অকর্ম্মণ্য কিম্বা স্থগিত হইবার কথা।

যে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের লিখনানুসারে কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কৌন্সেলের বৈঠকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অন্তঃকরণে বিহিত বোধ হয় যে ঐ সকল লোকের আমিনী কর্ম্মের সনন্দ বহাল থাকে তবে ক্ষমতা আছে যে যত মিয়াদে তাহা বহাল রাখা উচিত হয় তাহার আজ্ঞা দেন্ এবং ইহারো শক্তি রাখেন্ যে যখন ঐ কর্ম্মের সনন্দ কোন কারণে ফিরিয়া লওয়া কিম্বা স্থগিত করা বিহিত হয় তাহারো অনুমতি করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

পোলীসের আমীনকে সনন্দ অর্পণের কথা।

যে সময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরী অর্থাৎ অনুমতিক্রমে পোলীসের আমিনী কর্ম্ম কাহাকেও অর্পণ হয় তথাকার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত বিবরণসম্বলিত এক কেতা সনন্দ পারসী ভাষায় প্রস্তুত করিয়া আদালতের মোহর ও আপন স্বাক্ষর অর্থাৎ দস্তখতে ঐ আমীনকে অর্পণ করেন্ ইতি।

সনন্দের মজমুন।

সনন্দের বিবরণের কথা।

অমুক জমীদারীর অধিকারী অমুক জানিবা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনমতে যে ক্ষমতা আমাকে অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে যে অমুক জমীদারীর বিবরণ নীচে লেখা আছে তাহার পোলীসের আমিনী কর্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি উচিত যে তুমি গুরুতরাপরাধিদিগকে ধরিবার বিষয়ে আর যে সকল কর্ম্ম চালাইবার ভার এই আইনানুসারে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশ আইনের দাঁড়ামতে যে২ আইন চলন হয় তদনুসারে থাকে তাহাতে আপনাকে ক্ষমতাবান্ বুঝিবা এবং যাবৎ শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে তোমার সনন্দ না ফিরে অথবা যাবৎ জমীদারী মজকুরের অধিকারহইতে অনধিকারী কিম্বা তাহার সরবরাহহইতে অবসর না হও তাবৎ আপনসম্পর্কীয় উপস্থিত কর্ম্মনির্ব্বাহের বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী হইবা যদি জমীদারী মজকুর কিম্বা তাহার সরবরাহ তোমার হস্তহইতে যায় তবে উচিত যে ইহার সম্বাদ অতিশীঘ্র মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে দিবা পরে এমতে যাবৎ শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরহইতে এ বিষয়ে বিশেষ অনুমতি না হয় তাবৎ কোন প্রকারে পোলীসের আমিনী কার্য্যের কোন কর্ম্ম করিবা না যদি এই হুকুমের অন্যথা কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করহ তবে তোমার অপরাধের মত যে ভারি দণ্ড ও শাস্তি উচিত হয় তাহার যোগ্য হইবা এ বিষয়ে তাকীদ জানিবা যদি সদরে মালগুজারীকরণিয়া ইজারদার পোলীসের আমীন হয় তবে তাহার কর্ম্মের সনন্দে লেখা যাইবেক যে যে সময়ে তাহার ইজারার মিয়াদ গত হয় তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে পঁহুছায় আর এইমত যদি পোলীসের আমীন তহশীলদার কিম্বা সরবরাহকারপ্রভৃতি



কার্য্যকারকেরা

কার্য্যকারকেরা হয় তাহারা আপনং কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইলে ঐ মতে সমাচার দেয় আর যদি শহর কিম্বা বাজার অথবা গঞ্জইত্যাদির নিবাসী কোন লোক তথায় বসতিপ্রযুক্ত পোলীসের আমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে যে সময়ে সেই শহর ও বাজারইত্যাদি ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বসতি করে তাহার সম্বাদ অব্যাজে মাজিস্ত্রেটসাহেবের হজুরে দেয় এবং সনন্দের মজমুন প্রত্যেকের বিষয়দৃষ্টে লিখিতে হইবেক ইতি।

## ৮ ধারা।

কোন অপরাধ প্রমাণে অথবা কারণান্তরে পোলীসের আমীনকে তগীর করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

পোলীসআমীনের অবসরের বিষয়ে মাজিস্ত্রেটসাহেবের কৈফিয়ৎ পাঠাইবার মতের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত সনন্দ কাহাকেও অর্পিত হইলে সে ব্যক্তি সনন্দের লিখিত মিয়াদপর্য্যন্ত আমিনী কর্ম্মে বহাল থাকিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকে ক্ষমতা আছে যে যখন কোন অপরাধ প্রমাণহওনপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আমীন মজকুরকে তগীর অর্থাৎ অবসর করা উচিত বুঝেন্ তাহার আজ্ঞা দিবেন আর যদি মাজিস্ত্রেটসাহেবের বোধ হয় যে সনন্দের মিয়াদ গত না হইতে তাহা ফিরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য তবে উচিত যে মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত ও রুবকারীর কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সুগোচর ও আজ্ঞার নিমিত্তে পাঠান্ ইতি।

## ৯ ধারা।

পোলীসের আমীনের সনন্দ ফিরিয়া লওনের পরে তাহা মাজিস্ত্রেট্ সাহেবের কলমে অকর্ম্মণ্য হইবার কথা।

কেহ সনন্দ না পাইয়া পোলীসআমিনীর কোন কর্ম্ম করিলে তাহার শাস্তি ও দণ্ডের কথা।

যে সময়ে পোলীসের আমিনী কর্ম্মের সনন্দ ফিরে কিম্বা তাহার লিখিত মিয়াদ গত হয় কর্ত্তব্য যে সে সনন্দ মাজিস্ত্রেটসাহেবের সমীপে দাখিল হইয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের স্বহস্তে বাতিল অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হয় আর যদি কেহ এই আইনের দাঁড়ামতে সনন্দ না পাইয়া পোলীসের আমিনীসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করে আর ইহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত ও ভাবদৃষ্টে যত টাকা দণ্ড ও যত মিয়াদ কয়েদ করা উচিত বুঝেন্ তাহার আজ্ঞা দেন্ ও মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত সকল মোকদ্দমার রুবকারী ও কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ এবং অপরাধের ভাব ও অপরাধির দিবার শক্তিদৃষ্টে দণ্ডের নিরূপণ আপনং অভিপ্রায়মতে লিখিয়া ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবেন ইতি।

## ১০ ধারা।

পোলীসের আমীন লোক কর্ম্মে প্রবর্ত্তের পূ

পোলীসের আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা আপনং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নীচের লিখনানুসারে মাজিস্ত্রেটসাহেবের অথবা অন্য যে ব্যক্তি ঐ কর্ম্মের



নিমিত্তে

নির্ব্বে একরারনামায় দস্তখৎ করিয়া দাখিল করিবার কথা।

একরারনামার বিবরণের কথা।

নিমিত্তে নিযুক্ত হন্ তাঁহার সম্মুখে এক একরারনামা আপন দস্তখতে প্রস্তুত করিয়া দাখিল করে।

লিখিতং শ্রীঅমুক আমি পোলীসের আমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া একরার করিতেছি যে এ ভারের সমস্ত কর্ম্ম এই আইনের অথবা আর যেং আইন এই বিষয়ে চলন হয় তাহার দাঁড়ামতে সাধ্যানুসারে দেয়ানতে ও আমানতে অর্থাৎ সত্যধর্ম্মানুচিত্ত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ব্বাহ করিব গোপনে কিম্বা অগোপনে কিছু নগদ তঙ্কা কিম্বা কোন দ্রব্যাদি রেশ্বৎ অথবা নজর কিম্বা ভেট স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না আর অন্য কাহাকেও লইতে অনুমতি দিব না বরং কোন প্রকারে আপন ভারের কর্ম্ম চালাইতে কিছু ত্রুটি করিব না ইতি।

## ১১ ধারা।

পোলীসের আমীন লোক আপনং ভারের কর্ম্ম থানার দারোগাদিগের সহায়তায় চালাইবার কথা।

পোলীস আমীনদিগের সনন্দের নীচে সরহদ্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবার এবং তথাকার বসিয়া সকল লোক আমীনদিগের তাবে থাকিবার কথা।

পোলীসআমীনের সীমানাহইতে কোন অপরাধী স্থানান্তরে গেলে তাহাকে ধরিবার মতের কথা।

এই আইনের দাঁড়ামতে কোন জমীদার কিম্বা তহসীলদার কিম্বা শহর অথবা অন্য কোন স্থানের বসিয়া লোক পোলীসের আমিনী কার্য্যের সনন্দ পাইলে পর তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং এলাকার শহর কিম্বা জমীদারীইত্যাদি অন্য কোন স্থানেতে আমিনী ভারের কর্ম্ম পোলীসের দারোগাদিগের সহায়তায় নির্ব্বাহ করে আর উচিত যে প্রত্যেক পোলীস আমীনের এলাকার জমীদারী কিম্বা মহাল অথবা শহরইত্যাদি অন্য কোন স্থানের সীমাসরহদ্দের নিরূপণ তাহারদিগের সনন্দের নীচে স্পষ্ট লেখা থাকে এমতে ঐ সরহদ্দের নিবাসি যে সকল লোক মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমের তাবে তাহারা যেমত পোলীসের দারোগাসকলের তাবে ও হুকুম তাব্যাপ্য আছে তদনুরূপ পোলীসের আমীনের তাবেও থাকিবেক যদি পোলীসের আমীনের সীমানার নিবাসি কোন ব্যক্তির নামে নালিশ উপস্থিত হয় আর সেই অপরাধী স্থানান্তরে পলাইয়া যায় তবে আমীন মজকুরের প্রতি অনুমতি আছে যে তথাকার থানার দারোগার কিম্বা পোলীসের আমীনের সহায়তা ও ঐক্যে সেই অপরাধিকে ধরিবার জন্যে চেষ্টা পায় ইতি।

## ১২ ধারা।

খুন ও ডাকাইতীইত্যাদি মোকদ্দমার নালিশ লইবার বিষয়ে আমীনদিগের প্রতি যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের আমীনদিগের প্রতি অনুমতি ও ভার আছে যে তাহারদিগের ব্যাপ্য অধিকারের নিবাসি কোন লোকের নামে যদি খুনের কিম্বা ডাকাইতীর অথবা সিন্ধের কিম্বা চুরীর অথবা গ্রাম কিম্বা গৃহ কি অন্য স্থানদাহের অথবা লড়াই ঝকড়া ও গণ্ডগোলইত্যাদির মত অন্য যে কোন অপরাধে অত্যন্ত প্রমাদ ও উৎপাত জন্মে তাহার নালিশের আরজী তাহারদিগের নিকটে গুজরে ও সে অপরাধিকে শীঘ্র ধরা আবশ্যক হয় তবে উচিত যে নীচের ধারার লিখিত দাঁড়ামতে কর্ম্ম করে ইতি।

আমীন লোক নালি

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারানুসারে নালিশের আরজী পোলীসের আমীন

দিগের নিকটে প্রজরিলে তাহারদিগের উচিত ও আবশ্যক যে ফরিয়াদী কিম্বা অন্য প্রধান লোকের শপথ অথবা সুকৃতিনামাক্রমে নালিশের সত্যতা জানিয়া আসামীকে ধরিবার জন্যে এক কেতা দস্তক আপন দস্তখতে ও মোহরে জারী করে কিন্তু যদি কোন বিশিষ্ট কারণে ঐ দস্তক জারীকরণ স্থগিত রাখা বিহিত বোধ হয় তবে পোলীসের আমীনদিগের উচিত যে তৎক্ষণাৎ নালিশের আরজী ও দস্তক জারী না হওনের কারণের বৃত্তান্ত লিখিয়া তথাকার থানার দারোগার নিকটে পাঠায় পরে দারোগার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ নবম আইনের ১২ ধারার লিখনানুসারে কার্য্য করে ইতি।

শের সত্যতা যাচিয়া আসামীকে ধরিতে দস্তক জারী করিবার কথা।

দস্তক জারীকরা স্থগিত রাখিতে হইলে আমীনদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের আমীনের তরফহইতে কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে দস্তক জারী করিতে হইলে উচিত যে তাহা নীচের দাড়ামতে লেখা যায় দস্তকের বয়ান।

দস্তকের বিবরণের কথা।

অমুক প্রতি আগে অমুক সাকিনের অমুকের নামে অমুক অপরাধের নালিশের আরজী উপস্থিত হইল আর তাহার লিখিত বৃত্তান্ত অমুক সাকিনের অমুকের শপথ অথবা সুকৃতিনামাক্রমে সত্য বোধ হইল অতএব তোমার উচিত যে আসামী মজকুরকে ধরিয়া হাজির করহ এবিষয়ে তাকীদ জানিবা ইতি।

অমুক সন অমুক তারিখ।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের আমীনের নিকটে কোন আসামী ধরা পড়িলে উচিত যে ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ এক দিবারাত্রের মধ্যে তথাকার থানার দারোগার নিকটে সে অপরাধিকে অতিসাবধানে চালান করে আর নালিশের আরজী এবং তাহার সমস্ত বৃত্তান্তের যে কাগজপত্র তাহার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে তাহাও ঐ অপরাধির সঙ্গে পাঠায় ইতি।

আমীনের নিকটে কোন অপরাধী ধরা পড়িলে এক দিবারাত্রের মধ্যে তাহাকে থানার দারোগার নিকটে পাঠাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সেই কয়েদী ও কৈফিয়তের কাগজপত্র পোলীসের দারোগার নিকটে পহুছিলে সে দারোগার উচিত যে চলন আইনসকলের হুকুমমতে ঐ অপরাধিকে আপন ক্ষমতা ও উদ্যোগক্রমে ধরিলে যে আচরণ করিত ইহাতেও সেই মত আচরণ করে আর সর্ব্বদাই পোলীসের আমীনের পাঠান কৈফিয়তের কাগজপত্র মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সুগোচরার্থে পাঠায় ইতি।

ঐ অপরাধী দারোগার নিকটে পঁহুছিলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

১৩ ধারা।

পোলীসের আমীন ও তাহার আমলাদিগের ক্ষমতা আছে যে দুষ্ট ব্যবহার ও গণ্ডগোল করিতে কিম্বা উপরের ধারার লিখিত কোন গুরুতরাপরাধ করিতে যে সকল লোককে দেখে আর যাহারদিগের পশ্চাৎ লোকেরা শোরশরাবৎ করিয়া যায় আর যাহারদিগের নিকটহইতে ডাকাইতীর দ্রব্যাদি বাহির হয় আর যাহারদিগকে

যে লোকদিগকে পোলীসের আমীনেরা বিনা নালিশে ও দস্তকজারীকরণে ধরিবেক তাহার কথা।

দিগেকে ধরিবার জন্যে হজুরহইতে ইশতিহার হইয়া থাকে এই প্রকারের লোকদিগকে বিনাদরখাস্তে ও বিনাদস্তক জারীতে ধরিয়া তথাকার থানার দারোগার নিকটে অতিসাবধানে পাঠায় কিন্তু পোলীসের আমীনদিগকে বারণ আছে যে উপরের লিখিত প্রকরণব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে ফরিয়াদীর মোহর ও দস্তখতে নালিশের আরজী না গুজরিলেও আপন মোহর ও দস্তখতে দস্তক জারী না করিয়া ধরে ইতি।

১৪ ধারা।

পোলীসের আমীন লোক থানার দারোগার দিগের সহিত একতায় ঝকড়া গণ্ডগোল নিবারণে ও অপরাধিদিগকে ধরিবার অর্থে মনোযোগ করিবার আর পোলীসের সমস্ত বিষয়ের সমাচার দারোগাদিগের নিকটে দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— পোলীসের আমিনদিগের উচিত যে দুষ্ট ব্যবহার ও গণ্ডগোল নিবারণে ও লোকদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষার্থে ও অপরাধিদিগকে ধরিবার জন্যে থানার দারোগার ও তাহারদিগের আমলার সহিত ঐক্যে সাধ্যানুসারে প্রাণপণে যথোচিত চেষ্টা করে আর পোলীসের সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ও সমাচার থানার দারোগার নিকটে পঁহুছাইতে থাকে আর যে সকল ডাকাইত তাহারদিগের সরহদ্দের গ্রামসকলে ও তাহার আশপাশে লুকাইয়া থাকে আর লুচ্চা ও লোকন্দরা ও দুষ্ট কল্পিতইত্যাদি যত লোক সেই অঞ্চলে বেড়ায় ও স্পষ্টতঃ তাহারদিগের নির্ব্বাহের সংস্থান ও উপজীবিকা না থাকে এমত সকল লোকের সম্বাদ অব্যাজে থানার দারোগার নিকটে পহুছায় আর এ বিষয়ে আপনার সমস্ত আমলা ও চাকরদিগকেও যথোচিত তাকদী করে এবং পোলীসের আমীনেরদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ১৩ ধারার প্রস্তাবিত পাইক ও চৌকীদার ও গ্রামসকলের অন্য অন্য রক্ষকদিগের ব্যবহারচরিত্রের প্রতি নিতান্ত দৃষ্টি রাখে কারণ এই যে ঐ আইনের ১৪ ধারার প্রস্তাবিত কর্ম্ম চালাইতে ত্রুটি ও তাচ্ছল্য হইতে না পায় বরং রক্ষকেরা রাত্রিতে আপন২ চৌকীর গ্রাম ও কসবায় ভ্রমণ করিয়া ডাকাইতী ও চুরীইত্যাদির নিবারণার্থে ও অপরাধিদিগকে ধরিবার জন্যে যথোচিত চেষ্টা করে ইতি।

পোলীসের আমীনেরা রক্ষকাদির ব্যবহার চরিত্রের প্রতি নিতান্ত দৃষ্টি রাখিবার কথা।

পোলীসের আমীন লোক খুন ও ডাকাইতার সম্বাদ শীঘ্র থানার দারোগারদিগকে দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সময়ে এমত সম্বাদ পোলীসের আমীনের নিকটে পঁহুছে যে খুন কিম্বা অকস্মাৎ মৃত্যু অথবা ডাকাইতী কিম্বা আর কোন গুরুতরাপরাধ তাহার রক্ষণের এলাকার সরহদ্দের মধ্যে হইয়াছে সে সময়ে উচিত যে অতিশীঘ্র তাহার সমাচার থানার দারোগাকে জ্ঞাত করায় কারণ এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৭ সালের ৯ নবম আইনের ১৮ ধারার দাঁড়ামতে ইহার বৃত্তান্তের অনুসন্ধান অর্থাৎ তহকীকাৎ ও সুরতহাল দারোগার দ্বারা যথোচিতক্রমে হয় এমতে ঐ আমীনের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে এমত সন্ধানানুসন্ধান ও উদ্যোগ করে যে অপরাধিদিগের সন্ধান অতিসহজে পাওয়া যায় ও তাহারদিগকে অনায়াসে ধরা যায় বরং যদি বৃত্তান্তের অনুসন্ধান ও সুরতহাল করা থানার দারোগার কিম্বা তাহার আমলার দ্বারা সময়শিরে হইতে না পারে তবে

অপরাধির সন্ধান ও ধরিবার উপায় করিবার কথা।



এমতে

এমতে পোলীসের আমীনো উপরের লিখিত আইনসকলের দাঁড়ামতে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সুরতহাল করিয়া আপন লিখিত কৈফিয়ৎ থানার দারোগার দ্বারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠায় ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— থানার দারোগাসকলের তরফহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ নবম আইনের ১৭ ধারানুসারে অনুসন্ধান ও তদন্তহওনের সময়ে পোলীসের আমীনদিগের উচিত যে তাহারদিগের সহায়তা ও সহকারিতা করে আর যে কোন অপরাধিকে ধরিবার ক্ষমতা পোলীসের আমীনদিগকে অর্পণ হইয়াছে সে যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন অপরাধ স্বীকার করে তবে ক্ষমতা আছে যে তাহার বৃত্তান্তকথা লিখে কারণ এই যে ঐ অপরাধির সঙ্গে আর যেং অপরাধী সঙ্গী হইয়া থাকে তাহারদিগের সন্ধান ও ডাকাইতীর দ্রব্যাদির ঠিকানা পাওয়া যায় আর পোলীসের আমীনের কর্ত্তব্য নহে যে কোন অপরাধিকে ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ এক দিবারাত্রের অধিক আপন নিকটে কয়েদ রাখে আর যদি কখন কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত কোন অপরাধিকে এক দিবারাত্রের অধিক কয়েদ রাখে তবে উচিত যে তাহার হেতুর বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ অপরাধির সঙ্গে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠায় ইতি।

পোলীসের আমীনেরা মোকদ্দমার তহকীকাতের সময়ে দারোগাদিগের সহায়তা করিবার কথা।

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে পোলীসের আমীনেরা তাহা লিখিয়া লইবার ও একদিবারাত্রের অধিক কোন অপরাধিকে কয়েদ না রাখিবার কথা।

১৫ ধারা।

পোলীসের আমীনদিগকে অনুমতি নাই যে মারিপীট ও গালিগালাজ কিম্বা ছেনালী অথবা অপবাদ কিম্বা অন্য যে কোন ক্ষুদ্রাপরাধেতে কোন উৎপাত ও গণ্ডগোল ও প্রমাদ না ঘটে এমত সকল মোকদ্দমার নালিশ কোন প্রকারে গ্রাহ্য করে কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরহইতে এ প্রকার নালিশের বৃত্তান্ত জানিবার জন্যে তাহারদিগের নামে বিশেষ হুকুম হয় তবে তাহা যাচিবার ক্ষমতা রাখিবেক ইতি।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমাসকলের নালিশ আমীনেরা গ্রাহ্য না করিবার কথা।

১৬ ধারা।

যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেব উচিত ও বিহিত বুঝেন যে যে কোন অপরাধ পোলীসের আমীনের এলাকার মধ্যে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে হইয়া থাকে সে অপরাধের নালিশের বৃত্তান্তের তহকীক ও অনুসন্ধান তথাকার পোলীসের আমীনের দ্বারা হয় তবে তাঁহার প্রতি অনুমতি ও ক্ষমতা আছে যে আপন মোহর ও দস্তখতে এক কেতা পরওয়ানা তাহার নামে পাঠান পরে ঐ পরওয়ানামতে আমীন মজকুর যে কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্তের কাগজপত্র লিখিয়া পাঠায় তাহা থানার দারোগার লিখিত বৃত্তান্তের ন্যায় জ্ঞান হইবেক আর পোলীসের আমীনদিগের উচিত যে ঐ তহকীকাৎ ও তদন্তের সময়ে কিম্বা তাহারদিগের সম্পর্ক্রান্ত কোন কর্ম্মনির্ব্বাহকালে সে বিষয়ে যদি কোন বিশেষ হুকুম এই আইনে না পাওয়া যায় তবে যে

কোন অপরাধের নালিশের বৃত্তান্ত তদন্তার্থে আমীনদিগের নামে পরওয়ানা পাঠাইবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের প্রতি থাকিবার কথা।

আমীনেরা কোন মোকদ্দমার তদন্তকরণের বিষয়ে এ আইনে কোন হুকুম না পাইলে যেমত

আচরণ করিবেক তাহার কথা।

কোন ব্যক্তি আমীনের হুকুম অমান্য করিলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

যে সকল আইন থানার দারোগারদিগের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সকল মর্ম্ম ও দাঁড়াপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কর্ম্ম চালায় আর যদি কেহ পোলীসের আমীনদিগের যথার্থ হুকুম না মানে কিম্বা দুর্দ্দামী করে তবে থানার দারোগারদিগের হুকুম অমান্যকরণে যে শাস্তি নির্দ্দিষ্ট আছে ইহাতেও সেই ব্যক্তি সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে আমীনলোক রোয়দাদের বহী পাঠাইবার ও তাহা লিখিবার মতের কথা।

পোলীসের আমীনেরদিগের উচিত যে রোয়দাদের বহী আপন২ এলাকার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে পাঠায় ও তাহারা যে সকল লোককে ধরিয়া থাকে তাহারদিগের নাম অপরাধের বেওরাযুক্তে আর যে তারিখে তাহারা ধরা পড়িয়া থাকে এবং যে তারিখে থানার দারোগার নিকটে চালান হইয়া থাকে তাহাও ঐ বহীতে লেখে আর গত মাসের বহী প্রতিমাসের ৫ তারিখে সরকারের ডাকের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে পাঠায় যদি ডাকের দ্বারা পাঠান অসঙ্গতি হয় তবে যে উপায় মাজিষ্ট্রেটসাহেব বিবেচনা করেন সেই মতে পাঠায় আর পোলীসের আমীনদিগের ইহাও উচিত ও আবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অনুমতিক্রমে অন্য২ বিষয়ের সমাচার ও কৈফিয়তের কাগজপত্র লিখিয়া পাঠাইতে থাকে ইতি।

১৮ ধারা।

দৌরাত্ম্যাপন্ন ব্যক্তি পোলীসের আমীন ও তাহার সম্পর্কীয় লোকের নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

ভুল ও ভ্রান্তিক্রমে আমীনের ত্রুটি হইলে তাহার নালিশ গ্রাহ্য না হইবার কথা।

যদি কোন পোলীসের আমীন কিম্বা তাহার সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি রেশ্বৎ লয় কিম্বা কাহার স্থানে কিছু টাকা বলক্রমে লয় কিম্বা কোন প্রকার দৌরাত্ম্য ও উৎপাত করে কিম্বা আইনসকলের অন্যথায় কোন কর্ম্ম করে তবে দৌরাত্ম্যাপন্ন ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে তাহার শাস্তির নিমিত্তে ফৌজদারী কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতেও হরমতের দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিন্তু তাহারদিগের সংক্রান্ত কর্ম্ম চালাইবাতে যদি কার্য্যক্রমে ভুলভ্রান্তিরূপে ঐ কর্ম্ম হইয়া থাকে তবে তাহার নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না বরং পোলীসের আমলাদিগের নামে উপরের লিখিত অপরাধের নালিশ হওনকালে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তলব চিঠী জারী করা স্থগিত রাখিয়া বিশিষ্ট সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা নালিশের বৃত্তান্তের সত্যতা যাচেন তাহাতে যদি সাক্ষ্যদ্বারা আদালতের সাহেবদিগের হৃদ্বোধ হয় যে ফরিয়াদীর নালিশ প্রকৃতার্থে সত্য বটে কিম্বা সত্য অনুমান হয় তবে ইহাতে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যাহা বিহিত বুঝেন তাহার হুকুম দিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

পাইকপ্রভৃতি রক্ষকে যা পোলীসের আমীনের

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ১৩ ধারায় এমত লেখা গিয়াছে যে গ্রামসকলের সমস্ত পাইক ও চৌকীদার

দার ও নেগাহবান ও পাসবান ও দোসাদ ও হাড়িয়ানইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের রক্ষকেরা থানার দারোগার হুকুমের নীচে থাকিবেক এক্ষণে ঐ সমস্ত রক্ষকেরা সেই মতে পোলীসের আমীনেরো হুকুমের তাবে থাকিবেক বরং পোলীসের আমীনেরদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত লোক কি তাহার কর্ম্মের আমলা কি নিজের চাকর যে প্রকারের হউক তাহারদিগের উচিত যে পোলীসের কর্ম্ম চালাইতে আমীনেরা যে সকল যথার্থ আজ্ঞা দেয় তদনুসারে কার্য্য করে ইতি।

তাবে যেমতে থাকিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল লোকদিগ্‌কে পোলীসের আমিনী কর্ম্মে নির্ব্বাচিতে এই আইনে হুকুম হইল তাহারদিগের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে তাহারা আপনং সংক্রান্ত কর্ম্মের নির্ব্বাহ সরকারহইতে আমলা ও চাকর নিযুক্ত না হইলেও করিবেক কিন্তু যদি কখন পোলীসের আমীনদিগের সহায়তার জন্যে আমলা নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইহার সমাচার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনার ও আজ্ঞার নিমিত্তে পাঠান্ ইতি।

সরকারের নিয়োজিত আমলা বিনা আমীন লোক কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কথা।

আমীনের সহায়তার্থে আমলার আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

২০ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারায় এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে থানার যে দারোগা যত ডাকাইত ধরে তাহারদিগের অপরাধপ্রমাণ হইলে পর ডাকাইত্‌প্রতি ১০ দশ টাকা ইনাম সরকারহইতে সে দারোগা পাইবেক এবং চুরী ডাকাইতীর যত দ্রব্যাদি বাহির করে সে সকল দ্রব্যের চোর ও ডাকাইত ধরা পড়িয়া অপরাধপ্রমাণ হইলে সেহ দ্রব্যাদির মূল্যের প্রতি শতকরা ১০ দশ টাকা তাহার মালিকের স্থানে পাইবেক এক্ষণে উপরের লিখিত ঐ দাঁড়া পোলীসের আমীনদিগের প্রতিও বর্ত্তিবেক অর্থাৎ ঐ মতে ইহারাও পাইবেক ইতি।

ইং ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১৮ধারার হুকুম পোলীসের আমীনদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশ আইনের ১৩ ধারানুসারে থানার দারোগাদিগ্‌কে হুকুম আছে যে তাহারা আপনং চৌকীর এলাকার গ্রামসকলের সমস্ত রক্ষকদিগের ইসমনবীসীর বহী আপনং নিকটে প্রস্তুত রাখে আর যখন সেই মফঃসলী রক্ষকদিগের মধ্যে কেহ তগীর হয় কিম্বা মরে জমীদার কিম্বা আর যে ব্যক্তি ঐ রক্ষকের স্থানে অন্য রক্ষককে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার উচিত যে যখন অন্য ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করে তখন তাহার নাম লিখিয়া দারোগার নিকটে পাঠায় যে সরকারের দাঁড়ামতে উপরের লিখিত ইসমনবীসীর বহীতে সে নাম দাখিল হয় এক্ষণে ঐ বহী পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে প্রস্তুত হইবার এবং সর্ব্বদা তাহারদিগের তমার অর্থাৎ সংখ্যা ও ব্যবহারচরিত্রের বৃত্তান্ত জিলাসকলের মাজি

সমস্ত রক্ষকদিগের ইসমনবীসীর বহী গ্রামসকলে যেমতে হইবেক তাহার এবং যে সময়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইবেক তাহার কথা।

ইসমনবীসীর বহী পাঠাইতে বিলম্ব কিম্বা ত্রুটি হইলে অথবা কোন রক্ষকের নাম ছাপাইয়া রাখিলে তাহার দণ্ডের কথা।

ষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাত হইতে পারিবার অর্থে কর্ত্তব্য হইল যে জমীদার ও ইজারদার ও সওদাগরলোক ও আর যে সমস্ত লোকের নিকটে পাইক ও চৌকীদার ও নেগাহবান ও বরকন্দাজ এবং আর২ প্রকারের রক্ষক সকল চাকর থাকে তাহারা ঐ সকল পাইকইত্যাদি রক্ষকের ইসমনবীসীর বহী এই আইনের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠায় আর ঐ বহীতে সমস্ত রক্ষকদিগের নাম ও ব্যবসায় ও বসতির স্থান আর উপজীবিকা অর্থাৎ গুজরাণের সংস্থান নগদ কি চাকরান ভূমি যাহা থাকে বেওরাপূর্ব্বক লেখে এবং জমীদারপ্রভৃতির উচিত যে প্রত্যেক স্থানের চলনমতে প্রতিবৎসরের প্রথম মাসে গত সনের ইসমনবীসীর বহী প্রস্তুত করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠায় যদি কোন ব্যক্তি ঐ বহী প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে কিছু বিলম্ব কিম্বা ত্রুটি করে অথবা তাহাতে কোন রক্ষকের নাম না লিখিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে মোকদ্দমার ভাব ও জমীদারপ্রভৃতির দিবার শক্তিদৃষ্টে যত টাকা জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনাতে উচিত বোধ হয় তত টাকা দণ্ডের যোগ্য হইবেক কিন্তু এই নিয়মে যে ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় ইতি।

VOL. IV. 420. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ আইন ও ১৮০৫ সালের ১২ দ্বাদশ আইনে সরকারী নির্ণীত সিক্কা ব্যতিরেকে আরং প্রকার টাকা ও মোহর দিবার নিয়মে যে নিয়মপত্র অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের বিষয়ে দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহার কএক কথা ও মর্ম্ম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ২৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৪ সালের ১২ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ৫ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ১২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৪ সালের ৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ১৮ রবীয়ঃসানীতে জারী হইল ইতি।

হেতুবাদ। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশ আইনের ২০ বিংশ ধারায় ও ১৭৯৪ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনে ও ১৭৯৫ সালের ৫৯ ঊনষষ্টি আইনে এমত লেখা গিয়াছে যে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে তারিখ নিরূপণ হইয়াছে তাহা অতীত হইলে পর কিছু টাকা দিবার করার অর্থাৎ নিয়মসম্বলিত যে তমঃসুক কিম্বা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদশনপত্রইত্যাদি লিখিত কিম্বা কথিত কোন করারদাদ অর্থাৎ নিয়মপত্র ও নিয়ম হয় উচিত যে তাহাতে সর্ব্বদা সিক্কা ১৯ সন টাকা কিম্বা মোহর অথবা তাহার রেজগীর নিয়ম থাকে এবং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় সকল জিলা ও শহরের আদালতের সমস্ত সাহেবদিগের প্রতি এমত হুকুম আছে যে সিক্কা ১৯ সন টাকা ও মোহর ও তাহার রেজগীভিন্ন অন্য কোন প্রকারের টাকাঘটিত কোন করারদাদ অর্থাৎ নিয়ম ও নিয়মপত্রের বাবৎ কোন মোকদ্দমা যদি উপস্থিত হয় আর সেই নিয়ম কি নিয়মপত্র উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের লিখিত তারিখসকলের পরে হইয়া থাকে তবে কোন প্রকারে সে মোকদ্দমাতে ডিক্রীর হুকুম না দেন্ এবং ঐ আইনের ২১ একবিংশ ধারানুসারে সমস্ত ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের প্রতি এ বিষয়ের বারণের হুকুম হইয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের আপ্রিল মাসের ১০ তারিখ অতীত হইলে পর তাহারা আপনারদিগের তাবে ইজারদার ও প্রজা ও তালুকদারদিগের সহিত সিক্কা ১৯ সন টাকা ও মোহরব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকা ও মোহরঘটিত করারদাদ অর্থাৎ নিয়মাদি না করে আর ঐ আইনের হুকুমের অন্যথাচরণ হইলে এমত করারদাদ অর্থাৎ নিয়মাদি বাবৎ যত টাকা প্রজাইত্যাদির স্থানে যথার্থ পাওনা হইবেক তাহা কোন আদালতহইতে দেওয়ান যাইবেক না এবং জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ও ১৬ ষোড়শ ধারা



নূসারে

নুসারে বিলায়তী ১২১৩ সাল অতীত হইলে পর উপরের প্রস্তাবিত দাঁড়াসকল জিলা কটকেও জারী হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৫ ও ২৬ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২৮ ধারানুসারে ফসলী ১২১৬ সালের প্রথমারম্ভহইতে উপরের প্রস্তাবিত দাঁড়াসকল শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দস্তাধিকারে ও যুদ্ধে জয়করা সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক কিন্তু তাহাতে প্রভেদ এই যে সিক্কা ১৯ সন টাকা ও মোহরইত্যাদির পরিবর্ত্তে সিক্কা ৪৫ সন লখনৌর টাকা সরকারী আইনানুসারে ঐ সমস্ত দেশে চলন হইবেক পরে জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ঐ২ আইনের দাঁড়াসকল নির্দ্ধার্য্যকরণের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য এই ছিল যে যে নানা প্রকার টাকার ওজন ও আসল দর পরস্পর সমান নহে তাহা চলন থাকিবাতে এক্ষণে যে অপচয় ও ক্ষতি হইতেছে তাহা নিবৃত্ত ও রহিত হয় এবং যে একপ্রকার টাকার নির্দ্ধারিত ওজন ও আসল দর একসম হয় সেই টাকা শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নিজাধিকার সমস্ত দেশে চলন হইয়া সর্ব্বদা এক রীতিক্রমে সমস্ত কর্ম্মকার্য্য ও কারবারে ও লেনাদেনার বিষয়ে চলিত থাকে এমতাবধানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২ ধারার উক্ত ১৯ সন টাকা ও মোহর বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত মহালাতে ও কটক জিলায় জারী ও চলন হইয়াছে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ আইনের ২ ধারার উক্ত সিক্কা ৪৫ সন লখনৌর টাকা দস্তাধিকারে ও যুদ্ধে জয়করা সমস্ত দেশে এবং জিলা বুন্দেলখণ্ডে চলন হইয়াছে আর জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত দাঁড়াসকলের লিখিত মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম দস্তাধিকার ও যুদ্ধে জয়করা সমস্ত দেশের সম্বন্ধে অদ্যাবধি অতীত হয় নাহি কিন্তু সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সম্বন্ধে যে মিয়াদ ঐ সকল আইনে নিরূপণ হইয়াছে তাহা অতীত হইলে পর সরকারের আইনের নিষেধ সত্ত্বেও অনেক২ নিদর্শনপত্রইত্যাদি ও লিখিত কিম্বা কথিত করারদাদ অর্থাৎ নিয়ম কি নিয়মপত্রেতে তদ্দেশীয় সমস্ত চলন টাকার কিম্বা যে সকল টাকা এক্ষণে যদি সে দেশাদিতে চলন নাহি তথাপি পূর্ব্ব রীত্যনুসারে লেনাদেনার বিষয়ে তাহার প্রসঙ্গ হয় এমত২ টাকার নিয়ম হইয়াছে এবং কোন২ মোকদ্দমায় এমত নিশ্চয়ানুমান হইল যে সরকারী আইনসকল চলন ও প্রকাশ না হওনেতে এপ্রকার সমস্ত করারদাদের অর্থাৎ নিয়মপত্র ও নিয়মের লিখনপঠন হইয়াছে বরং অনেক২ লোক নগদ কিম্বা দ্রব্য অথবা অন্য কোন আপন প্রকৃত স্বত্বের বিষয়ে এমত করারদাদ করিয়াছে যে সরকারী আইনানুসারে সর্ব্বপ্রকারেই তাহা বাতিল অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য ও অসাব্যস্ত বোধ হয় অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ঐ সকল ব্যক্তি এমত করারদাদকরণের সময়ে সরকারী যে আইন এ বিষয়ে জারী হইয়াছে তাহা অবগত ছিল না এমতে তাহার ডিক্রীর হুকুম না করণে অপচয় ও ক্ষতির বিষয় ও অন্যায় এবং অবিচার বোধ হয় একারণ উপরের সমস্ত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে ঐ সকল কথার নিবর্ত্তপরিবর্ত্ত এপ্রকারে হয় যে সরকারের অভীষ্টসিদ্ধি হয় এবং উপরের প্রস্তাবিত ঐ ক্ষতি ও



অপচয়েরো

অপচয়েরো নিবৃত্তি ও রহিত হয় অতএব নীচের লিখিত হুকুমসকল শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে মঞ্জুর হইল ও ঐ সকল হুকুম কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে এই আইনের লিখিত তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক কিন্তু বারাণসদেশে চলন হইবেক না কেননা তথায় অদ্যাবধি কোন প্রকারের টাকা চলন হইবার বিষয়ে কোন আইন নির্দ্ধার্য্য হয় নাই ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশ আইনের ২০ বিংশ ধারায় এমত লেখা গিয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের আপ্রিল মাসের ১০ তারিখ অতীত হইলে পর ১৯ সন টাকা ও মোহর ও তাহার রেজগীব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারের টাকা ও মোহরঘটিত যে তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র লেখা যায় অথবা লিখিত কিম্বা কথিত একরারআদি হয় এপ্রকার তমঃসুক ও একরারআদিরাখনিয়া ব্যক্তি তাহার বাবত টাকা কোন আদালতে পাইবেক না এক্ষণে সে ধারা রহিত ও রদ হইল ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৬ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৫৯ উনষষ্টি আইনের যে সকল কথা উপরের হুকুমের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২১ একবিংশ ধারার হুকুমের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাও এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

এই ধারানুসারে ইং ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারার হুকুম ও ১৭৯৪ সালের ৬ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৫৯ আইনের কোনং কথা রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ১৫ ধারার যে কথাসকল কটক জিলাতে জারী হইয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ঐ আইনের ১৬ ধারার লিখিত যে বিষয়েতে এমত লেখা গিয়াছে যে ১৯ সন মোহর ও টাকা ও তাহার রেজগীব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারের মোহর ও টাকাঘটিত কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত একরারআদি হয় এপ্রকারের তমঃসুক ও একরারআদিরাখনিয়া ব্যক্তি তাহার বাবত টাকা কোন আদালতে পাইবেক না তাহাও এই ধারানুসারে রহিত ও রদ হইল ইতি।

এই ধারানুসারে ইং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ১৫ ধারার লিখিত মর্ম্ম ও ঐ আইনের ১৬ ধারার কোনং কথা রহিত হইবার কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২ ধারার উক্ত ১৯ সন টাকা ও মোহর ও তাহার রেজগীব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারের টাকা ও মোহরঘটিত যে তমঃসুকইত্যাদি নির্দর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত একরার সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও জিলা কটকে হইয়া থাকে অথবা উত্তরকালে হয় সে নিদর্শনপত্রই ত্যাদির টাকার আদায় খাতকের ইচ্ছাক্রমে ১৯ সন টাকা কিম্বা মোহর দিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১৪ ধারার লিখিত হিসাবের নক্সামতে হইবেক ইতি।

১৯ সন টাকা ও মোহরব্যতিরেকে ইং ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত কোন প্রকার টাকাঘটিত যে কোন তমঃসুকইত্যাদি লেখা গিয়া থাকে কিম্বা লেখা যায় সে টাকা যে প্রকারে আদায় হইবেক তাহার কথা।

### ৫ ধারা।

হিসাবের নক্সার অনুক্ত টাকাঘটিত তমঃসুক ইত্যাদি নিদর্শনপত্র লেখা গিয়া থাকে কিম্বা লেখা যায় সে টাকা যে মতে আদায় হইবেক তাহার কথা।

যে কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত একরারসকল যে কোন প্রকার টাকার প্রসঙ্গ উপরের উক্ত হিসাবের নক্সায় লেখা যায় নাহি সেপ্রকার টাকাসম্বটিতে লেখা গিয়া থাকে কিম্বা হইয়া থাকে অথবা উত্তরকালে লেখা যায় কিম্বা হয় তাহার আসল মালীয়ৎ অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের আদায় খাতকের ইচ্ছাক্রমে সিক্কা ১৯ সন টাকা কিম্বা মোহর দিয়া হইবেক এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১৬ ধারা ও ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ১৩ ধারার নির্দ্ধারিত মতানুসারে ঐ রকম টাকার আসল মালীয়তের অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের পরখ ও যাচাই তথাকার সন্নিকটস্থ টাকশালে হইবেক ইতি।

### ৬ ধারা।

১৯ সন টাকাভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকাঘটিত তমঃসুকইত্যাদির মোকদ্দমার বিচারকালে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও জিলা কটকের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও জিলা কটকের আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে ১৯ সন টাকা ও মোহর ও তাহার রেজগীব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকা কিম্বা মোহরঘটিত লিখিত অথবা কথিত সকল করারদাদ ও তমঃসুক বাবত মোকদ্দমাদির বিচারকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১৪ ধারার লিখিত হিসাবের নক্সামতে সিক্কা ১৯ সন টাকা কিম্বা মোহর দিয়া তাহার আসল মালীয়ৎ অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের আদায় হইবার হুকুম দেন আর যদি ঐ একরারইত্যাদির লিখিত টাকার রকমের যাচাই হিসাবের নক্সায় নিরূপণ ও নির্ণয় না হইয়া থাকে তবে উপরের ধারার দাঁড়ানুসারে তাহার আসল মালীয়ৎ অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের আদায় করিবার হুকুম জারী করেন ইতি।

### ৭ ধারা।

এই আইনের তারিখের পরে কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ১৯ সন টাকা ও মোহর ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার টাকাঘটিতে লেখা গেলে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও জিলা কটকের মহালাতের মধ্যে কোন মহালে এই আইনের তারিখ অতীত হইলে পর যে কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত একরার হয় উচিত যে তাহাতে ১৯ সন মোহর কিম্বা টাকার নিয়ম থাকে আর যদি কেহ এ হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়া অন্য কোন প্রকার টাকার প্রতি কোন করারদাদ অর্থাৎ নিয়ম ও নিয়মপত্রাদি করে তবে সে ব্যক্তি সরকারে জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের উপযুক্ত হইবেক কিন্তু সেই দণ্ডের টাকার পরিমাণ ঐ করারদাদআদির লিখিত টাকার চতুর্থাংশের অধিক কোন প্রকারে হইবেক না ইতি।

### ৮ ধারা।

এই আইনের তারিখের পরে ১৯ সন টাকা ও মোহরভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকাঘটিতে তমঃসুকইত্যাদি লে

উপরের ধারার লিখিত কথাদৃষ্টে সকল দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে সিক্কা ১৯ সন টাকা ও মোহরব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকা ও মোহরঘটিত লিখিত কিম্বা কথিত একরার ও তমঃসুকাদি যে নিদর্শনপত্র



এই

এই আইনের তারিখের পরে হইয়া থাকে এমত তমঃসুক ও করারদাদইত্যাদির কোন মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে সর্ব্বদাই তাহাতে উপরের লিখিত দণ্ডের টাকা দিবার হুকুম দেন ইতি।

খা গেলে ঐ তমঃসুকের মোকদ্দমার বিচারকালে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৫ ধারার লিখিত যে দাঁড়াসকল নওয়াব উজীর বাহাদুরের দস্তাধিকারের সহিত সম্পর্ক রাখে ও তাহার লিখিত কথাসকল ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২৮ ধারানুসারে যুদ্ধে জয়করা দেশে ও জিলা বুন্দেলখণ্ডে জারী হইয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রহিত ও রদ হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৬ ধারায় এমত লেখা গিয়াছে যে সিক্কা ৪৫ সন যেং লখনৌর টাকার প্রস্তাব বিশেষ করিয়া ঐ আইনেতে লেখা গিয়াছে তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকাঘটিত যে কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত সকল একরার হয় এমত তমঃসুক ও একরারইত্যাদিরাখণিয়া ব্যক্তি কোন আদালতে তাহার বাবত টাকা পাইবেক না এক্ষণে সে কথা এই ধারানুসারে রহিত ও রদ হইল ইতি।

এই ধারানুসারে ইং ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৫ ধারার দাঁড়াসকল ও ঐ আইনের ২৬ ধারার মর্ম্ম রদ হইবার কথা।

১০ ধারা।

যেং লখনৌর সিক্কা ৪৫ সন টাকার প্রস্তাব বিশেষ করিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় ও ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৮ ধারায় লেখা গিয়াছে তাহাব্যতিরেক অন্য কোন প্রকার টাকা ঘটিতে যে কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত একরারসকল ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত জিলাসকলের কোন জিলার মধ্যে কিম্বা ১৮০৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত জিলাসকলে লেখা গিয়া থাকে কিম্বা হইয়া থাকে অথবা উত্তরকালে হয় সে টাকা খাতকের ইচ্ছামতে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার উক্ত লখনৌর সিক্কা ৪৫ সন টাকার দ্বারা ঐ আইনের ৫ ধারার লিখিত হিসাবের নক্শামতে আদায় হইবেক ইতি।

কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র লখনৌর সিক্কা ৪৫ সন টাকাভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকা ঘটিতে লেখা গিয়া থাকে কিম্বা যায় তাহার টাকা আদায়হওনের মতের কথা।

১১ ধারা।

কোন তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র ও লিখিত কিম্বা কথিত একরারসকল যে কোন প্রকার টাকার প্রস্তাব উপরের উক্ত হিসাবের নক্সায় লেখা যায় নাই সেপ্রকার টাকা সম্বন্ধে লেখা গিয়া থাকে কিম্বা হইয়া থাকে অথবা উত্তরকালে হয় তাহার আসল মালীয়ৎ অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের আদায় খাতকের ইচ্ছামতে লখনৌর সিক্কা ৪৫ সন টাকার দ্বারা হইবেক এমতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২১ ধারার নির্দ্ধারিত মতানুসারে ঐ রকম টাকার আসল মালীয়তের পরখ ও যাচাই করিয়া আদায়ের টাকশালে হইবেক ইতি।

হিসাবের নক্সার অনুক্ত টাকাঘটিতে যে তমঃসুকইত্যাদি হইয়া থাকে কি হয় তাহার আদায়হওনের মতের কথা।



১২ ধারা।

## ১২ ধারা।

ফসলী ১২১৬ সাল আরম্ভ হইলে ৪৫ সন টাকাব্যতিরেক আর কোন প্রকার টাকাঘটিত তমঃসুকইত্যাদির মোকদ্দমার বিচারকালে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৩ ধারানুসারে লখনৌর সিক্কা ৪৫ সন সমস্ত টাকা ফসলী ১২১৬ সালের প্রথম দিনাবধি চলনহওনের নিমিত্তে তারিখ নিরূপণ হইয়াছে অতএব ঐ ফসলী ১২১৬ সাল প্রবৃত্ত হইলে পর নওয়াব উজীর বাহাদুরের দস্তাধিকার ও যুদ্ধে জয়করা দেশাদির আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার উক্ত সিক্কা ৪৫ সন লখনৌর টাকাব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকাঘটিত লিখিত কিম্বা কথিত একরার ও তমঃসুকইত্যাদি বাবত মোকদ্দমাদির বিচারকালে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হিসাবের নক্সামতে লখনৌর সিক্কা ৪৫ সন টাকা দিয়া তাহার আসল মালীয়ৎ অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের আদায় করিবার হুকুম দেন্ আর যদি সে একরারইত্যাদির লিখিত রকমের টাকার যাচাই ও পরখ ঐ হিসাবের নক্সায় নিরূপণ না হইয়া থাকে তবে এমত্তে ঐ আসল মালীয়তের আদায়ের হুকুম উপরের ধারার দাঁড়ানুসারে জারী করিবেন ইতি।

## ১৩ ধারা।

ফসলী ১২১৬ সাল আরম্ভ হইলে পর কোন তমসুকইত্যাদি নিদর্শন পত্র ৪৫ সন লখনৌর টাকাভিন্ন অন্যপ্রকার টাকাঘটিতে লেখা গেলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দস্তাধিকারে ও যুদ্ধে জয়করা দেশাদির মহালাতের মধ্যে কোন মহালে ফসলী ১২১৬ সাল প্রবৃত্ত হইলে পর যে কোন লিখিত কিম্বা কথিত একরার ও তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শনপত্র লেখা যায় কিম্বা হয় কর্ত্তব্য যে তাহাতে সিক্কা ৪৫ সন লখনৌর টাকার নিয়ম থাকে আর এই হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়া যে কেহ অন্য কোন প্রকার টাকার প্রতি একরার অর্থাৎ নিয়ম করে সে ব্যক্তি সরকারে জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের উপযুক্ত হইবেক কিন্তু ঐ জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের টাকার পরিমাণ ঐ করারদাদের লিখিত টাকার চতুর্থাংশের অধিক কোন প্রকারে হইবেক না ইতি।

## ১৪ ধারা।

ফসলী ১২১৬ সাল আরম্ভ হইলে পর ৪৫ সন টাকাভিন্ন অন্যপ্রকার টাকার নিয়মে হওয়া তমঃসুকইত্যাদির মোকদ্দমায় যেমত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার মর্ম্মানুসারে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে সিক্কা ৪৫ সন লখনৌর টাকাব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকাঘটিত যেং লিখিত কিম্বা কথিত একরার ও তমঃসুকইত্যাদি নিদর্শপত্র ফসলী ১২১৬ সাল প্রবৃত্ত হইলে পর লেখা যায় কিম্বা হয় তাহার বাবত মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে উপরের উক্ত দণ্ডের টাকা দিবার হুকুম সর্ব্বদা জারী করেন্ ইতি।

## ১৫ ধারা।

ই° ১৮০৭ সালের

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের অনুসারে বারাপ্র



কার

কার টাকার হিসাবের নক্সা বিশেষিয়া ও নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে ও তদনুসারে নানাপ্রকার টাকা নূতন বন্দোবস্তের মিয়াদের কালাতীত হইবাপর্য্যন্ত দত্তাধিকার ও যুদ্ধে জয়করা দেশাদি ও কটক জিলার লেনাদেনা ও কারবারের বিষয়ে ব্যবহার হইবেক এক্ষণে এই আইনের কোন কথা ঐ আইনের হুকুমসকলের প্রতিরোধক ও নিবারক হইতে পারে ইহা কেহ না বুঝে ইতি।

৪ আইনের মর্ম্মসকল এই আইনের মর্ম্মদ্বারা প্রতিরোধিত না হইবার কথা।

Vol. IV. 427. সমাপ্ত।

A True Translation,

J. WALKER,

*Translator of Regulations.*

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক নিযুক্ত হইবার যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের তারিখ ২৭ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৪ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৪ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৪ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৪ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২২ সালের ১৬ জমাদীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক নিযুক্ত হইবার বিষয়ে নির্দ্ধারিত ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১০ দশম আইনের ২ ধারার লিখিত কথাসকল নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখঅবধি কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১০ দশম আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত সকল কথা এই ধারানুসারে নিবৃত্ত হইল ইতি। ইং ১৮০৫ সালের ১০ দশম আইনের ২ ধারা নিবৃত্ত হইবার কথা।

৩ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সিরিস্তার দাঁড়া উত্তর কালে এই রূপে নির্দ্ধার্য্য হইবেক যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর এবং সরকারের সমস্ত ফৌজের প্রধান অর্থাৎ সেনাপতি সাহেবব্যতিরেকে কৌন্সেলের এক সাহেব ঐ আদালতের বড় সাহেব হইবেন এতদ্ভিন্ন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবলোকের মধ্যের আর তিন সাহেব বা ছনী হইয়া ঐ আদালতের কর্ম্মনির্ব্বাহকারণ নিযুক্ত হইবেন ইতি। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সিরিস্তার নূতন দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

VOL. IV. 429. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Translator of Regulations*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

### ১১ দফা।


| | | | |
|---|---|---|---|
| মুদ্রার বিষয়। ... ... | ১ | পোলীসের বিষয়। ... ... | ১ |
| কালেজের বিষয়। ... ... | ১ | প্রবিন্স্যাল আপীল আদালতের বিষয়। | ১ |
| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | ১ | সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়। | ১ |
| অধিকারভূমির বিষয়। ... | ১ | ইষ্টাম্পের বিষয়। ... ... | ১ |
| নিজামৎ আদালতের বিষয়। ... | ১ | জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের বিষয়। | ১ |
| আফীনের বিষয়। ... ... | ১ | | |


উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

| | |
|---|---|
| পোলীসের আমীনের। ... ... | পোলীসের। |
| মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আসিষ্টাণ্টের। ... | মাজিষ্ট্রেটের। জিলা ও শহরের আদালতের। |
| জামিন। যে গতিকে তাহা লওয়া যাইবে তাহার। .... ... | জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের পোলীসের। |
| ভাটিয়ারার। ... ... | পোলীসের। |
| তমঃসুক অন্য টাকায় তাহা দেওনের বিষয়ের। ... ... ... | মুদ্রার। |
| সরকারী বরকন্দাজ পিয়াদাইত্যাদির। | পোলীসের। |
| কোতওয়ালের জামিনের। ... | পোলীসের। |
| অধিকারভূমির অংশকরণের। ... | অধিকারভূমির। |
| পোলীসের দারোগার কার্য্যপ্রভৃতির। | পোলীসের। |
| সনন্দ না পাইয়া আফীনের কৃষি ও বিক্রয় করণের জরীমানার। ... | আফীনের। |
| আফীনের কৃষি ও বিক্রয়ের মিথ্যা সম্বাদ যেরূপ দণ্ডনীয় হইবে তাহার। ... | ঐ। |

হস্তুকলমের।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

হস্তকলমের। .... ... দায়েরসায়েরী আদালতের।

ঘাট মাজীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের। ... পোলীসের।

খুন অথবা অন্য কোন ভারি অপরাধের সুরথালের। ... , ... আমীন দারোগাপ্রভৃতির।

সরকারী আমলারদের খোরাকীর।... বরকন্দাজপ্রভৃতির।

মহল্লাদারের কর্ত্তব্য কার্য্যের। ... পোলীসের।

মিথ্যা শপথের। ... ... দায়েরসায়েরী আদালতের

শান্তির ব্যাঘাত না হওনের বিষয়ের মুচলকার। ... ... পোলীসের।

ডাকাইত গ্রেপ্তারকরণের এবং চুরীকরা দ্রব্য পুনঃপ্রাপণের ইনামের। ... ঐ।

সমনের পাঠের। ... ... ঐ।

পোলীসের সনন্দের। ... ... আমীনের।

তহসীলদারেরদের মাহিয়ানাপ্রভৃতি কম করণের। ... ... ... পোলীসের।

সরকারী আমলারদের তলবানার। ... বরকন্দাজপ্রভৃতির।

ওয়ারিনের নানাপাঠের। ... জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের।

চৌকীদারেরদের স্থান ও কর্ত্তব্য কার্য্যের। পোলীসের।

জমীদারেরদের কর্ত্তব্য কার্য্যের। ... ঐ।

রৌপ্য

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| রৌপ্য মুদ্রার বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১০ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৬ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৫৯ আইনের কতক ভাগ রদ হইল। ... .... ... ... | ১৩ | ২ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ১৫। ১৬ ধারার কতক ভাগ রদ হইল। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| ১৯ সন টাকা ও মোহরব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার টাকা ঘটিত যে কোন তমঃসুকইত্যাদি লেখা গিয়া থাকে সে টাকা যে প্রকারে আদায় হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১৬ ধারায় যে প্রকার টাকার প্রসঙ্গ না হইয়াছে সেই টাকাঘটিত তমঃসুকের টাকা যে মতে আদায় হইবে তাহা। ... .... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও কটক প্রদেশে আদালতের সাহেবেরা ১৯ সনী টাকাভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকা ঘটিত তমঃসুকইত্যাদির মোকদ্দমার যেরূপ নিষ্পত্তি করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| এই আইনের তারিখের পরে ১৯ সন টাকা ও মোহর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকায় তমঃসুকইত্যাদি দেওয়া যাইবেক না। এই আইন উল্লঙ্ঘনের জরীমানা। ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| উপরের উক্ত জরীমানা যেরূপে উসুল হইবে তাহা। ... | ঐ | ৮ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৩৮ ধারাক্রমে যে ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৫ ধারা জয়করা দেশ এবং বুন্দেলখণ্ডের উপরে বিস্তারিত হয় তাহা এবং ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২৬ ধারার কতক ভাগ রদ হইল। ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| কোন তমঃসুকইত্যাদি লক্ষ্ণৌর সিক্কা ৪৫ সন টাকাভিন্ন অন্য | | | |

কোন

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| কোন প্রকার টাকাঘটিত লেখা থাকিলে তাহার টাকা মহাজনের ইচ্ছামতে যেরূপে আদায় হইবে তাহা। ... ... | ১৩ | ১০ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার অনুক্ত টাকা ঘটিত তমঃসুকের টাকার মহাজনেরদের ইচ্ছাক্রমে যেরূপে আদায় হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| লক্ষ্ণৌর ৪৫ সন টাকাভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকাঘটিত তমঃসুকের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা যে তারিখঅবধি যে প্রকার ডিক্রী করিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| যে তারিখঅবধি তমঃসুকইত্যাদির টাকা কেবল লক্ষ্ণৌর ৪৫ সন সিক্কা টাকায় দেওয়া যাইবে ও তাহা না দেওনের জরীমানা। ... ... ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| সেই জরীমানার টাকা যেরূপে উসুল হইবে তাহা। ... | ঐ | ১৪ | ০ |
| এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৪ আইনের কোন কথার অন্যথা হইবেক না। ... | ঐ | ১৫ | ০ |

### কলিকাতার পাঠশালার বিষয়।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| এক সভার কএক জন সাহেবের প্রতি পাঠশালার কর্ম্মাদিনির্ব্বাহ করিবার ভারাপণ হইল। ... ... | ৩ | ৩ | ০ |
| সভার সাহেবদিগের বৈঠক হইবার কথা। ... ... | ঐ | ৪ | ১ |
| সভার কতক জন সাহেব বৈঠক করিলে কর্ম্মনির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| কোন বিষয়ে সভার মতের অনৈক্য হইলে যে উপায় হইবে তাহার কথা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| সভার সাহেবেরা পাঠশালার আইন নির্দ্ধার্য্য করিতে পারেন। | ঐ | ৫ | ০ |
| সভার সাহেবেরা পাঠশালার কর্ম্ম কার্য্যনির্ব্বাহার্থে কোন২ হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| সভার সাহেবেরা যে২ আইন আপনারদিগের কার্য্যোপদেশক জানিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| সভার সাহেবেরা যেরূপে কর্ম্মচ্যুত ও পরিবর্ত্ত হইবেন তাহা। | ঐ | ৮ | ০ |

নানা

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।



| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| নানা বিদ্যা শিখাইবার কারণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। | ৩ | ৯ | ০ |
| পাঠশালাহইতে অবকাশ কালের মিয়াদ রহিত হইল এবং তিন২ মাস করিয়া চারি মিয়াদ পাঠের কারণ প্রতিবৎসরে নিরূপণ হইল। ... ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| সাহেবদিগের গুনপরীক্ষণের এবং তাঁহারদিগের পুরস্কার পাইবার কথা। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| সাহেবদিগের পাঠশালায় অবস্থিতির কাল যেরূপে নিরূপিত হইবেক তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ১২ | ০ |
| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | | | |
| ঐ আদালতে কোন ব্যক্তির মিথ্যা শপথকরণ বা করাওণের কিম্বা কৃত্রিম কাগজকরণের অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে শাস্তি হইবে তাহা। .... ... ... | ২ | ৩ | ১ |
| আসামীর দোষ সাব্যস্তকরণবিষয়ে আদালতের জজসাহেব ও মুফ্তীর মতের অনৈক্য হইলে যে উপায় হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| জানিয়াশুনিয়া মিথ্যাশপথকরণের কথার অর্থ। ... ... | ঐ | ৪ | ১ |
| মিথ্যাশপথ করাওণের কথার অর্থ। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| কাগজপত্রাদি কৃত্রিমকরণের কথার অর্থ। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| মিথ্যাশপথ ইত্যাদির অপরাধ যাহারা করে তাহারদিগের স্থানে বিশেষ কারণ না থাকিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেব জামিনী লইতে পারিবেন না। ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| মিথ্যাশপথকরণের বিষয়ে যাহারদের উপর সন্দেহ হইয়াছে সেই২ গতিকে তাহারদের মোকদ্দমা শীঘ্র সোপর্দ্দ করিতে হুকুম দিতে পারেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| আইনক্রমে যে অপরাধে জামিন লওয়া যাইতে না পারে সেই অপরাধের কোন গতিকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন এবং যদি জামিন অধিক লওয়া গিয়া থাকে তবে কমাইতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| হাজিরজামিনী পত্রের বিবরণ। ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| কোন অপরাধী অকারণে খালাস কি শাস্তি পাইয়াছে তাঁহারদের এমত বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা। ... | ঐ | ২২ | ০ |
| দুই বা ততোধিক জজসাহেব মাজিষ্ট্রেট অথবা আসিষ্টান্ট | | | |



সাহেবের

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| সাহেবের রুবকারীর সমস্ত কাগজপত্র আনাইয়া যেমত উচিত বুঝেন সেমত করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... | ৯ | ২৩ | ০ |
| **ইষ্টেট অধিকার ভূমির বিষয়।** | | | |
| যে ভূমির সদর জমা সালিয়ানা ১০০০ এক হাজার টাকার কম হয় তাহার বণ্টন হইবে না। ... ... | ৬ | ২ | ০ |
| যদি ভূমির প্রতিহিস্যার জমা সালিয়ানা ৫০০ পাঁচ শত টাকা না হয় তবে সে ভূমির বণ্টন হইবে না। ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| যাহারা ভূমি দানবিক্রয়ইত্যাদির দ্বারা পায় তাহারদের বিষয়ের বিধি। .... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| **নিজামৎ আদালতের বিষয়।** | | | |
| মিথ্যাশপথ করণাপরাধগ্রস্ত ব্যক্তিরদের মোকদ্দমা তাঁহারদিগেরে সোপর্দ্দ হইলে তাহারদের যে কর্ত্তব্য তাহা। ... | ২ | ৩ | ৩ |
| তাঁহারা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কি জিলার কি শহরের মাজিস্ট্রেট কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের রুবকারী আনাইয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম উচিত বুঝেন তাহা দিতে পারেন। ... ... ... ... | ৯ | ২৪ | ০ |
| উত্তর কালে ঐ আদালতে যত জন সাহেব নিযুক্ত হইবেন ও যাহারদের মধ্যহইতে তাঁহারদের বাচনী হইবে তাহা। ... | ১৫ | ৩ | ০ |
| **আফীনের বিষয়।** | | | |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ আইনের ৯। ১৫। ১৭ ধারার লিখিত জরীমানা জজসাহেবেরা যেরূপে উসুল করিবেন এবং অপরাধি ব্যক্তির ধনসম্পত্তি দণ্ডের সমস্ত টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত না হইলে জজসাহেবেরা যাহা করিবেন তাহা। ... | ৫ | ২ | ০ |
| যদি কেহ বেআইনীতে আফীনের কৃষি বা বিক্রয় করণের অপরাধের মিথ্যাপবাদ দেয় তবে সে গতিকে জজসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| যে মোকদ্দমা এই আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ আইনের অনুসারে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি যে রূপে হইবেক তাহা। . . ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| **পোলীসের বিষয়।** | | | |
| যে সময়ে গুরুতর অপরাধের নালিশের আরজী দারোগা প্রভৃতি | | | |

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| প্রভৃতি পোলীসের আমলার নিকটে গুজরে সে সময়ে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ৯ | ১২ | ১ |
| পোলীসের আমলারা সেই গতিকে দস্তক জারী করিবেক। | ঐ | ঐ | ২ |
| যে অপরাধে জামিনী লওয়া অনুপযুক্ত হয় সে অপরাধে পোলীসের আমলারদের যাহা কর্ত্তব্য অথবা মাতবর জামিন না দিলে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| অপরাধ যদি জামিনীগ্রাহ্যের বিষয় হয় এবং যদি মাতবর জামিনের প্রসঙ্গ করা যায় তবে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ঐ | ৪ |
| যেং গতিকে হাজির জামিনীব্যতিরেকে ফেয়ালজামিনী লইতে হইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| হাজিরজামিনী ও ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়া। ... | ঐ | ঐ | ৬। ৭ |
| যেং গতিকে আরজী গুজরাইলে তলবচিঠী জারী করা যাইবেক ও তাহা যেরূপে করা যাইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ১৩ | ১ |
| ক্ষুদ্র অপরাধ হইলে তলবচিঠীতে যাহা লেখা যাইবেক তাহা। | ঐ | ঐ | ২ |
| ভারি অপরাধ হইলে তাহাতে যাহা লেখা যাইবেক তাহা। | ঐ | ঐ | ৩ |
| তলবচিঠী ও হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়া। ... | ঐ | ঐ | ৪। ৫ |
| যেং গতিকে পোলীসের আমলারা আপনং কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে ব্যাপার করিবে এবং যেং গতিকে তাহারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিনাহুকুমে কার্য্য করিতে পারিবে না তাহা। ... ... ... ... ... | ঐ | ১৪ | ১ |
| যেং বরকন্দাজ হুকুম জারী করে তাহারা যদি খোরাকী লয় কিম্বা লইতে চাহে তবে যে শাস্তির যোগ্য হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| হুকুম জারীকরণে নিযুক্ত বরকন্দাজেরা যদি সরকারহইতে বেতন না পায় তবে তাহারা যেরূপে ও যাহার স্থানে মেহনতানা পাইবে তাহা। ... .... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| হাজিরজামিনীর পরিবর্ত্তে মুচলকা লওয়া যাইতে পারে। | ঐ | ১৫ | ১ |
| ফরিয়াদীদিগের মুচলকার মজমুনের কথা। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| সাক্ষিদিগের মুচলকার মজমুনের কথা। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| পোলীসের আমলারদের নিকটে যে নালিশ হয় সেই নালি | | | |

শের

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| শের তজবীজকরণে তাহারদের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট করা গেল। ... ... ... | ৯ | ১৬ | ০ |
| গুরুতর অপরাধগ্রস্ত আসামীদিগের জোবানবন্দী পোলীসের আমলারা যেরূপে লইবেন এবং আসামীরা যেকালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিতে পারে তাহা। ... .... ... | ঐ | ১৭ | ০ |
| হত্যার বিষয়ে পোলীসের আমলারা যেরূপে সুরথাল করিবে এবং গুরুতর অন্যাপরাধের বৃত্তান্ত যেরূপে নিশ্চয় করিবে তাহার বিধি। ... ... ... ... ... | ঐ | ১৮ | ০ |
| পোলীসের আমিনী কার্য্যের সনন্দ দেওয়া যাইবেক। .. | ১২ | ২ | ০ |
| যাহারদের দ্বারা তাহারদের বাচনী ও নিযুক্ত হইবে তাহা। | ঐ | ৩ | ০ |
| পোলীসের কার্য্যার্থে যেং লোকের নির্ব্বাচনী হইবে তাহা। | ঐ | ৪ | ০ |
| যেং বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া পোলীসের আমীনের বাচনী হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| পোলীসের আমীনদিগকে যে কালপর্য্যন্ত সনন্দ দেওয়া যাইবে ও যে কালে তাহা ফিরিয়া লওয়া যাইবে তাহা। ... | ঐ | ৬ | ০ |
| পারসী ভাষায় পোলীসের আমীনের সনন্দের দাঁড়া। ... | ঐ | ৭ | ০ |
| পোলীসের আমীনেরা যত কাল সদ্ব্যবহার করিবে তত কাল তাহারদের সনন্দ বহাল থাকিবে ও তাহারদের সনন্দ যেরূপে ফিরিয়া লওয়া যাইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| যাহারা কর্ম্মচ্যুত হয় অথবা যাহারদের সনন্দের মিয়াদ গত হয় তাহারা সনন্দ ফিরিয়া দিবে না দিলে যে জরীমানা লাগিবেক তাহা। .. ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| আমীনেরা যে একরারনামায় দস্তখৎ করিবে তাহা। ... | ঐ | ১০ | ০ |
| তাহারদিগেরে অপণকরা ক্ষমতা। ... ... | ঐ | ১১ | ০ |
| তাহারা যে মোকদ্দমার নালিশ লইতে পারে তাহা। ... | ঐ | ১২ | ১ |
| নালিশের আরজী পাইলে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ঐ | ২ |
| তাহারা যে দস্তক জারী করিবেক তাহার পাঠ। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিলে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। . ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |

আমীনেরা

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| আমীনেরা অপরাধি ব্যক্তিকে পোলীসের দারোগার নিকটে পাঠাইলে ঐ দারোগার যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... | ১২ | ১২ | ৫ |
| যে লোকদিগকে পোলীসের আমীনেরা বিনা নালিশে ও বিনা দস্তক জারীকরণে ধরিতে পারিবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| পোলীসের আমীনেরদের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিবরণ। ... | ঐ | ১৪ | ১ |
| খুন ও ডাকাইতী ও গুরুতর অন্য২ অপরাধের সুরথাল হইলে তাহারা যেরূপ সহায়তা করিবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| পোলীসের আমীনেরা মোকদ্দমার তহকীকাতের সময়ে দারোগাদিগের যেরূপ সহায়তা করিবে ও অপরাধি ব্যক্তিকে যে কাল পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিতে পারে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| ক্ষুদ্র অপরাধের নালিশ তাহারদিগেরে সোপর্দ্দ না হইলে তদ্বিষয় গ্রাহ্য করিবে না। ... ... . ... | ঐ | ১৫ | ০ |
| দারোগার প্রতি যে বিধি আছে সেই বিধ্যনুসারে তাহারা সামান্যতঃ কার্য্য করিবে এবং দারোগারদের হুকুমের প্রতিবন্ধকতাকরণে যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহারদের হুকুমের প্রতিবন্ধকতাকরণেও সেই দণ্ড খাটিবে। ... ... | ঐ | ১৬ | ০ |
| তাহারা জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে যে মাসিক রিপোর্ট দিবে তাহা। .. ... ... ... | ঐ | ১৭ | ০ |
| যে২ গতিকে ও যে২ রূপে তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ১৮ | ০ |
| পোলীসের আমীনেরদের সরকারী কার্য্য সম্পন্নকরণসময়ে যে ব্যক্তিরা তাহারদের তাবে কর্ম্ম করিবে তাহা। ... ... | ঐ | ১৯ | ১ |
| সরকারের তরফহইতে নিয়োজিত আমলারদের সহায়তা ব্যতিরেকে আমীন কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। আমীনের সহায়তা করণার্থে আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে দরখাস্ত দিবে। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ডাকাইত ধরিলে এবং চুরীকরা দ্রব্যাদি বাহির করিলে দারোগারা যে ইনাম পায় সেই ইনাম পোলীসের আমীনেরাও তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিলে পাইবে। ... ... ... | ঐ | ২০ | ০ |
| সমস্ত বরকন্দাজ প্যাইকইত্যাদির কর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে | | | |

নিয়মিত১

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| নিয়মিতং সময়ে পাঠাইতে হইবে না পাঠাইলে যে জরীমানা লাগিবে তাহা। ... ... ... ... | ১২ | ২১ | ০ |
| **মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়।** | | | |
| কোর্ট আপীলের এক জন সাহেব বৈঠক করিলে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন তাহা। ... .... ... | ১ | ৩ | ০ |
| এক জন সাহেব বৈঠক করিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুম পাইলে যাহা করিবেন তাহা। ... | ঐ | ৪ | ১ |
| কোর্ট আপীলের দুই বা ততোধিক জজসাহেবের হুকুম। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| আপীলের দরখাস্ত। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| বিচারহওনার্থে মোকদ্দমা প্রস্তুতকরণবিষয়ের কথা। ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ের কথা। ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলহইতে সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমার বিষয়। | ঐ | ঐ | ৬ |
| মুৎফরক্কা আরজীর বিষয়। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৭ |
| লিখনপঠন বিষয়ের কথা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৮ |
| কোর্ট আপীলের এক জন সাহেবকে অর্পিত ক্ষমতা। ... | ঐ | ৫ | ০ |
| যদি কোন সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাতে জজসাহেব যে উপায় করিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| এক জন জজসাহেব সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে কিম্বা ডিক্রী করিলে সকল সাহেবেরা পূরা বৈঠকের সময়ে তাহার সাক্ষ্য পুনর্ব্বার লইতে পারেন ও ডিক্রীর পরিবর্ত্ত করিতে পারেন। ... | ঐ | ৭ | ০ |
| **সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়।** | | | |
| উত্তর কালে সদর দেওয়ানী আদালতে যত জন জজসাহেব বৈঠক করিবেন ও তাঁহারদের বাচনী যেখানহইতে হইবে তাহা। | ১৫ | ৩ | ০ |
| **ইষ্টাম্পের বিষয়।** | | | |
| এক্ষণাবধি যত ইষ্টাম্পকাগজ বিনাদস্তখতে জারী হইয়াছে তাহার বিষয়ের বিধি কালেক্টরসাহেব দস্তখতী ইষ্টাম্প জারী করিলে তাহার সম্বাদ সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবেক। ... ... | ৮ | ৪ | ০ |
| গবর্ণমেণ্টের ইশ্তিহার ঘোষণা করা গেলে কালেক্টরসাহে | | | |

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| বের নিকটে বিনা দস্তখতে যত ইষ্টাম্পকাগজ থাকিবে তাহার বিষয়ের বিধি। ... ... ... ... | ৮ | ৫ | ০ |
| জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের বিষয়। | | | |
| যে অপরাধের বিষয়ে জামিন লওয়া অনুচিত সেই অপরাধের বিষয়ের সম্বাদ পাইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ৯ | ৩ | ১ |
| ঐ২ গতিকে দস্তক জারীর দাঁড়া ও তাহার বিবরণ। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| জামিন গ্রাহ্যোপযুক্ত অপরাধে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং জামিন লওনোপযুক্ত যে মোকদ্দমায় তিনি যে দস্তক লিখিয়া পাঠাইবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়া। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| ফেয়ালজামিনী পত্রের দাঁড়া। ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| যে২ গতিকে ফরিয়াদী হাজির না হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেব নালিশের আরজী গ্রাহ্য করিয়া দস্তক লিখিয়া পাঠাইবেন তাহা। | ঐ | ৪ | ০ |
| যে২ গতিকে মাজিষ্ট্রেটসাহেব কোন নালিশের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ করেন সেই গতিকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ... | ঐ | ৫ | ০ |
| জামিনী গ্রাহ্যোপযুক্ত অপরাধে কাহারু নামে নালিশ হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... | ঐ | ৬ | ১ |
| ঐ২ গতিকের তলবচিঠীর দাঁড়া। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| তলবচিঠীতে জামিনীর তঙ্কার নিয়ম লিখিবার কথা। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| উপরের উক্ত গতিকে হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়া। | ঐ | ঐ | ৪ |
| আসামী তলবচিঠীর নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে হাজির না হইলে কি আপন উকীলের দ্বারা হুজুরে হাজির না হইলে অথবা তলব করা জামিন না দিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ৭ | ০ |
| ক্ষুদ্র অপরাধে হাজিরজামিনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য এবং যে আমলা হুকুম জারী করে তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| জ্ঞানকৃত হত্যার মোকদ্দমাভিন্ন অন্য প্রকারে হত্যার মোকদ্দমায় হত্যাকারি কি তাহার অংশির স্থানে হাজিরজামিনী লওনবিষয়ের বিধি। ... ... .. | ঐ | ৯ | ১।২ |
| হাজিরজামিনী পত্র লিখিবার দাঁড়া। ... ... | ঐ | ১০ | ০ |

পূর্ব্বের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পূর্ব্বের লিখিত আইনে শাস্তিদেওনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তদতিরিক্ত ক্ষমতার্পণের বিষয়। | ৯ | ১৯ | ০ |
| শাস্তি দেওনবিষয়ে ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণবিষয়ে আসিষ্টাণ্টসাহেব যে বিধ্যনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ২০ | ০ |
| ফৌজদারী মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপনারদের আসিষ্টাণ্টের নিকটে সোপর্দ্দকরণসময়ে যে বিধ্যনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ২১ | ০ |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপনারদের যে ফিরিস্তি দায়েরসায়রী আদালতের সমক্ষে দেন তাহার সঙ্গে তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার ফিরিস্তির কাগজপত্রও দিতে হইবেক। ... ... ... ... | ঐ | ২২ | ০ |
| দিসেম্বর মাসপর্য্যন্ত যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহার এক ফিরিস্তি আগামি বৎসরের জানুয়ারি মাসে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ... | ঐ | ২৫ | ১ |
| ফিরিস্তির বিবরণের কথা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| ডাকাইতদিগের গুরুতর অপরাধের সংখ্যা ও অপরাধিগণের সংখ্যার ফিরিস্তি প্রতিবৎসরে প্রস্তুত করিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন। ... ... ... ... | ঐ | ২৬ | ১ |
| উপরের উক্ত অপরাধের সংখ্যাসম্বলিত মাসমাসের ফিরিস্তি পোলীসের আমলার স্থানে তলব করিবেন। ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| তাহারা আপনং এলাকার মধ্যে কোন ফৌজদারী নালিশের বৃত্তান্ত তদন্তকরণার্থে আমীনেরদের নামে পরবানা পাঠাইতে পারে। ... ... ... ... ... | ১২ | ১৬ | ০ |
| পোলীসের আমীনের সরকারী বেতনভোগি পাইকপ্রভৃতির আবশ্যক হইলে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট নিজামৎ আদালতের দ্বারা তাহারা শ্রীযুতের হুজুরে জানাইবে। ... ... | ঐ | ১৯ | ২ |

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

*Acting Translator of Regulations.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজর কোনসেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

### দ্বিতীয় আইন। ১৬ আপ্রিল।

চন্দননগর মোকামের ফিরিঙ্গী আদালতের ব্যাপ্যাধিকারনিবাসী অল্পবয়স্ক বালকদিগের সকল বস্তু ও ধনসম্পত্ত্যাদি স্বত্বাধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ সুন্দররূপ হওনার্থে।

### অষ্টম আইন। ১৯ সেপ্তম্বর।

ডাকাইতীকরণজন্য অপরাধের শাস্তির আধিক্যকরণার্থে এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে পাঠান যায় তাহার চলিত কোন২ দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের।

### ৯ নবম আইন। ৪ নবেম্বর।

যে সকল লোকেরা ডাকাইতিকরণেতে সঙ্গী হয় তাহারদিগকে এবং বিশেষতঃ ডাকাইতের সরদারদিগকে ধরিবার।

### ১০ দশম আইন। ২৮ নবেম্বর।

পোলীসের কার্য্যে এক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিযুক্ত করিবার এবং ঐ সাহেবের ক্ষমতার নিরূপণ ও বিবরণের।

### ১১ একাদশ আইন। ২৮ নবেম্বর।

ইস্তমরারদার জায়গীরদারদিগের অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের প্রকৃত যে রাজস্ব দিতে হয় তাহার বিষয়ে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

### ১৩ ত্রয়োদশ আইন। ৩০ দিসেম্বর।

সদর আপীলের যোগ্য সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার প্রথমতঃ মফঃসল

আপীল

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৫েং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার রিকিস্তি।

আপীল আদালতে হওনার্থে এবং যে সকল মোকদ্দমার আপীল হইয়া থাকে তাহার ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে এক প্রকার ক্ষমতার্পণের।

সমাপ্ত ।

A TRUE TRANSLATION,

W. B. BAYLEY,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

চন্দননগর মোকামের ফিরিঙ্গী আদালতের ব্যাপ্যাধিকারনিবাসি অল্পবয়স্ক বালকদিগের সকল বস্তু ও ধনসম্পত্ত্যাদি স্বত্বাধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ সুন্দররূপ হওনার্থে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের তারিখ ১৬ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ৫ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৫ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৫ সালের ৫ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৩ সালের ১৯ সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে ফরাঙ্গীসদিগের দেশের বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম তথাকার যুদ্ধবিগ্রহ ও ডামাডৌল হওনের পূর্ব্বে জারী ও চলন ছিল মোকাম চন্দননগর শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নিজাধিকারভুক্ত হওনকালাবধি এ পর্য্যন্ত সেই সকল হুকুম ও দাঁড়া ঐ চন্দননগর মোকামে পূর্ব্বমতই চলন আছে কিন্তু উপরের প্রস্তাবিত ঐ সকল হুকুম ও দাঁড়ার যে কোন২ কথা অল্পবয়স্ক বালকদিগের জ্ঞানবান্‌হওনের বয়ঃক্রমের কালনিয়ম অর্থাৎ মিয়াদের বিষয়ে ও তাহারদিগের অধ্যক্ষগণের অধ্যক্ষতাহওনের সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত আছে পরীক্ষাদ্বারা তাহা ঐ অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে এবং তাহারদিগের বস্তু ও ধনসম্পত্ত্যাদি স্বত্বাধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ হওনের বিষয়ে উপযুক্ত বোধ হইল না ও উপরের প্রস্তাবিত ঐ সকল দাঁড়ানুসারে বালকদিগের জ্ঞানবান্‌হওনের বয়ঃক্রমের কালনিয়ম অর্থাৎ মিয়াদ ২৫ পঞ্চবিংশ বৎসর নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে আর এক্ষণকার চলিতহুকুমানুসারে যাহা ফরাঙ্গীসদিগের রাজত্ব এবং ব্যাপ্য দেশাদির কর্ম্মকার্য্যের বন্দোবস্তের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে বালকদিগের জ্ঞানবান্‌হওনের বয়ঃক্রমের কালনিয়ম অর্থাৎ মিয়াদ ২১ একবিংশ বৎসর ধার্য্য হইয়াছে এইহেতুক চন্দননগরনিবাসিদিগের ও তাহারদিগের গোষ্ঠী ও আত্মীয় যে বন্ধুবর্গ ফরাঙ্গীসের বিলায়তে আছে তাহারদিগের মধ্যে তাহারদিগের বস্তু ও ধনসম্পত্ত্যাদি ভোগদখলকরণের বিষয়ে সমূহ প্রভেদ ও ব্যতিক্রম জন্মিয়াছে আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে বারম্বার এমত সঙ্ঘটন হয় যে চন্দননগরনিবাসি ফিরিঙ্গী লোকের মৃত্যুকালে তাহারদিগের গোষ্ঠী কুটুম্ব কেহ তথায় উপস্থিত থাকে না এবং ঐ মোকামের চলিতহুকুমানুসারে কোন ব্যক্তিকে অনুমতি নাহি যে আপন সন্তানাদির তরবীয়ৎ অর্থাৎ লিখনপঠন ও তত্ত্বাবধারণের নিমিত্তে ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্রের দ্বারা ওসী অর্থাৎ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে ইহাতে অল্পবয়স্ক বালকদিগের অধ্যক্ষতা অপরাপর লোকের হস্তগত হয় আর যদি আইনসকলের মধ্যে আবশ্যকরূপে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে

 সর্ব্বদা

সর্ব্বদা অপ্রাপ্তব্যবহার অর্থাৎ অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের বস্তুসম্পত্তি কোন ব্যক্তির স্থানে মাতবর জামিন লইয়া তাহার নিকটে আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত করিয়া রাখা যায় কিন্তু চন্দননগর মোকামে অনেকং সময়ে এমত জামিন প্রায় পাওয়া যায় না অতএব এ অকর্ম্মণ্য কথাক্রমে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের বস্তু ও ধনসম্পত্ত্যাদি স্বত্ব বাণিজ্য ব্যাপার ও দেনালেনার কার্য্যকর্ম্মদ্বারা নষ্ট ও লোপ হইতে পারে আর সেখানকার চলিত হুকুমসকলের মতে কোন অধ্যক্ষহইতে স্পষ্ট ক্ষতি ও অপচয়ের ক্রিয়াহওন ব্যতিরিক্ত তাহার স্থানে ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারে না এবং ঐ সকল অধ্যক্ষদিগকে এমত কোন ব্যক্তির ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের ব্যাপ্য বোধ হয় না যে সে ব্যক্তি ঐ অধ্যক্ষদিগের আপন ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে চাতুর্য্যক্রমে উড়ানপুড়ান ও ভাঙ্গিয়া খরচপত্রকরণের প্রতিবাদী হয় একারণ উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল যে অধ্যক্ষদিগের কার্য্যোপদেশনিমিত্তে এবং অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের বস্তু ও ধনসম্পত্ত্যাদি আমানৎ অর্থাৎ প্রস্তুতথাকনের অর্থে এমত এক সহজ দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য করা যায় যে তাহাতে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের ধনসম্পত্ত্যাদির ফলোদয় ও বৃদ্ধি এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সুন্দররূপে হইতে পারে আর ইহাও উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে সমস্ত অধ্যক্ষেরা কোন ব্যক্তির ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বতলে নিযুক্ত হয় যে তাহারদিগের জিম্মার ধনসম্পত্ত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণহওনের হেতু হয় আর সে ব্যক্তি এমত আঁটাআঁটি ও শক্তাশক্তিও না করে যে তাহাতে ঐ কর্ম্ম কবুল অর্থাৎ স্বীকার করিতে কোন ব্যক্তি ঔদাস্য করে একারণ উপরের উক্ত সকল বিষয়দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হইল যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখঅবধি চন্দননগর মোকামে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জ্ঞানবান্‌হওনের বয়ঃক্রমের কালনিয়মের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ফিরিঙ্গী লোকের ও তাহারদিগের সন্তানের নিমিত্তে এবং ফরাসীসদিগের চন্দননগর মোকামের চলিত হুকুমের ব্যাপ্য অন্যং ব্যক্তিদিগের অর্থেও জ্ঞানবান্‌হওনের বয়ঃক্রমের কালনিয়ম অর্থাৎ মিয়াদ ২১ একবিংশ বৎসর নিরূপণ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

অধ্যক্ষেরা প্রতিবৎসর আদালতে হিসাব দাখিল করিবার সময় ও মতের কথা।

পিতামাতাব্যতিরেকে অন্য যে সমস্ত ওসীয়ান্‌ অর্থাৎ অধ্যক্ষেরা নিযুক্ত আছে কিম্বা উত্তরকালে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের উচিত যে আপ্রিল মাসপর্য্যন্ত যত টাকা উসুল হইয়া থাকে এবং অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের কারবারে যত টাকা খরচ করিয়া থাকে এবং মৌজুদ যত টাকা থাকে তাহার সংখ্যা ও আমানৎ রাখিবার মতের কথাসম্বলিত হিসাব রফার কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রতিবৎসর জুলাই মাসের ১ তারিখে ফিরিঙ্গী আদালতে দাখিল করে ইতি।



৪ ধারা।

## ৪ ধারা।

অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের তরফহইতে যদি তাহারদিগের অধ্যক্ষের নামে চন্দন নগর মোকামের আদালতের সাহেবের নিকটে দরখাস্ত উপস্থিত হয় তবে সেই দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের বিচার ও প্রমাণ হইলেপর ঐ সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে উপরের উক্ত মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কাল অতীত না হইতে অধ্যক্ষের স্থানে হিসাবের কাগজ তলব করেন ইতি।

চন্দননগরের আদালতের সাহেবের নিকটে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালক অধ্যক্ষের নামে নালিশ করিলে ঐ সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৫ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে অস্থাবর বস্তুতে এক্ষণে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের স্বত্ব জন্মিয়াছে কিম্বা উত্তরকালে জন্মে আদালতের বিনামঞ্জুরীতে কিম্বা যে ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্রের লিখনানুসারে ঐ বস্তু তাহার হস্তগত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট হুকুম লেখা থাকনব্যতিরেকে সে স্থাবরবস্তু কদাচ বিক্রয় করা যাইবেক না। আর যে ধনেতে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের অধিকার আছে কিম্বা উত্তরকালে অধিকার হয় তাহা যদি তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারে কিম্বা কারবারের কর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত থাকে কিম্বা সুপ্রকৃত বন্ধকেতে আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখা যায় তবে আদালতের মঞ্জুরীক্রমে তাহার অধ্যক্ষ যে কালপর্য্যন্ত সেই ধন কারবারে ব্যবহারকরা অর্থাৎ খাটান ও আমানৎ রাখা অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের অর্থে ফলদায়ক বুঝে তাবৎ কাল পূর্ব্বমতে থাকিবেক কিন্তু কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতা নাহি যে আদালতের বিনাঅনুমতিতে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের ধন বাণিজ্যব্যাপার কিম্বা দেনালেনার বিষয়ে খরচ করে কিম্বা কোম্পানির তমঃসুক অর্থাৎ নোট খরীদ অর্থাৎ ক্রয়করণব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার খরচপত্র করে আর অধ্যক্ষদিগেরো উচিত যে কোম্পানির তমঃসুক অর্থাৎ নোট খরীদ করিলে শীঘ্র সে নোট সরকারের খাজানাঘরে আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত করিয়া রাখে এবং সমুদয় মৌজুদ বাকী টাকা যদি ঐ নোট খরীদ করিবার উপযুক্ত সংখ্যায় থাকে তাহা দিয়া অবিলম্বে সরকারের এই মত তমঃসুক অর্থাৎ নোটসকল খরীদ করে ইতি।

অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের স্বত্বসম্বন্ধীয় স্থাবরবস্তু আদালতের মঞ্জুরী কিম্বা অধ্যক্ষপত্রে হুকুম লেখা থাকনবিনা বিক্রয় না হইবার কথা।

অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের ধনসম্পত্তির বিষয়ে অধ্যক্ষ যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

## ৬ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত সালিয়ানার হিসাব চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বোধ হইবেক না ও যাবৎ ফরাসীসদিগের দেশের চলিত হুকুমসকলের মতে হিসাবের নিকাশ সুসিদ্ধ ও শেষ না হয় তাবৎ সমস্ত অধ্যক্ষের দাখিল করা হিসাব ভূলচুক কিম্বা চাতুরী প্রবঞ্চনা পাওয়া গেলে বিচার ও তথ্য তদন্তের যোগ্য হইবেক ইতি।

সালিয়ানা হিসাব ও সমস্ত অধ্যক্ষদিগের হিসাব সুসিদ্ধহওনের মতের কথা।

## ৭ ধারা।

অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের পিতায় আপন দত্ত ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্রের

অল্পবয়স্কের পিতার



দ্বারা

নিযুক্তকরা অধ্যক্ষের প্রতি উপরের উক্ত কথা না খাটিবার মতের ও বালকের পিতা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা রাখিবার ও এই ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষের স্থানে অধ্যক্ষতার মিয়াদপর্য্যন্ত ধরাধর না হইবার কিন্তু যে মতে হইতে পারিবেক তাহার কথা।

দ্বারা যে সকল অধ্যক্ষদিগ্‌কে নিযুক্ত করিয়া থাকে সে অধ্যক্ষদিগের সহিত উপরের উক্ত কথার সংস্রব থাকিবেক না কিন্তু এই নিয়মে যে যদি ঐ ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র পূর্ব্বরীতিমতে নোতরীর সমক্ষে কিম্বা অন্য কোনমতে লেখা গিয়া তাহার সত্যতা ও সাব্যস্ততার বিষয়ে চন্দননগর মোকামের সম্প্রতিকার চলিত হুকুম প্রমাণ ও নিয়ম থাকে ও এই ধারার হুকুমমতে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের পিতারদিগ্‌কে ক্ষমতার্পণ করা যাইতেছে যে ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্রের দ্বারা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে ও এইমতে যে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় অধ্যক্ষতাকর্ম্মের মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কালপর্য্যন্ত সে অধ্যক্ষের স্থানে কোন প্রকারে ধরাধর ও আপত্তি হইবেক না কিন্তু যদি ভারী হেতুপ্রযুক্ত অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের তরফহইতে অধ্যক্ষের নামে নালিশের আরজী উপস্থিত হয় তবে আদালতের সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে সমূহ ক্ষতিহওনের ত্রুটিপ্রমাণ হইলে অবয়ঃপ্রাপ্ত বালকের যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার হুকুম ঐ অধ্যক্ষের প্রতি দেন্ এবং আদালতের ডিক্রী মতে ঐ অধ্যক্ষ আপন ভারের কর্ম্মহইতে অবসর হইবেক ইতি।

## ৮ ধারা।

এই আইন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পঁহুছিলে ছোটবড় সকল লোকের জ্ঞাপনার্থে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

এই আইন চন্দননগর মোকামের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ফরান্সীসী ভাষায় ইহার তরজমা যথার্থরূপে করাইয়া ছোট বড় সকল লোকের জ্ঞাত ও অবগতার্থে কাছারীতে ও আদালতে ও অন্য২ নিরূপিত ও উপযুক্ত স্থানে ইশ্‌তিহার দেন্ ইতি।

VOL. IV. 434.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. WALKER,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ডাকাইতী করণজন্য অপরাধের শাস্তির আধিক্যকরণার্থে এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে পাঠান যায় তাহার চলিত কোন২ দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের অর্থে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ১৫ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ১৪ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৩ সালের ২৭ শহর রজবে নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ২।৩ প্রকরণানুসারে যে ডাকাইতীতে খুন অর্থাৎ হত্যা না হইয়া থাকে তাহাকরণিয়া অপরাধিদিগের শাস্তির বিষয়ে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি ডাকাইতদিগের ঝুণ্ড কোন স্থানে গিয়া ডাকাইতী করে কিম্বা ডাকাইতীকরণের মনস্থে বাহির হয় আর ঐ ডাকাইতীতে যদি কাহার অঙ্গক্ষত কি ক্ষতি কিম্বা কোন দুঃখ জনক ব্যাপার অথবা শরীরদাহ কিম্বা আর কোন শরীরের ক্ষতি অথবা গৃহদাহ কিম্বা এমত আর যে কোন কর্ম্মেতে অপরাধের আধিক্য হয় কিম্বা হইয়া থাকে তবে এমতে যে ব্যক্তি ডাকাইতদিগের সেই ঝুণ্ডের সরদার অর্থাৎ প্রধান হয় এবং যাহারদিগহইতে নিষ্পীড়ন ও দৌরাত্ম্য ও দুঃখ ও ক্লেশ জনক ব্যাপার হইয়া থাকে আর যাহারা অপরাধকরণের সময়ে নিজে তথায় সাক্ষাৎ থাকিয়া তাহার সহায়তা করিয়া থাকে এবং যে কোন লোকেরা ডাকাইতীকরণের সময়ে আপনারা নিজে তথায় সাক্ষাৎ না হইয়া ও যদি ইহার পূর্ব্ব উদ্যোগের পরামর্শের মধ্যে রহিয়া থাকে কিম্বা হুকুম অথবা মজুরী অর্থাৎ বেতন দিয়া ডাকাইতী কিম্বা ডাকাইতীর মনস্থ করাইয়া থাকে তবে তাহারা সমস্ত লোক চিরবন্ধনের এবং দেশহইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের পারে যাইবার যোগ্য বোধ হইবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে যে ডাকাইতীতে কাহার অঙ্গ ক্ষত কিম্বা ক্ষতি অথবা আর যে কোন গুরুতরাপরাধের ক্রিয়ার প্রস্তাব উপরে বেওরা করিয়া না লেখা গিয়া থাকে তাহাকরণিয়া অপরাধিদিগের শাস্ত্যর্থে কঠিন শ্রমযুত ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর কয়েদের মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে কিন্তু বিচারকালে যদি এমত প্রমাণ হয় যে যে ডাকাইতীতে কাহার অঙ্গ ক্ষত হয় নাহি এমত ডাকাইতীকরণিয়া অপরাধিদিগের মধ্যে যে কোন সরদার অর্থাৎ প্রধান পক্ষ ব্যক্তি অথবা লুটিয়ারাই বা হউক বারম্বার ডাকাইতী করিয়াছে কিম্বা যদি বারম্বার ডাকাইতীকরণ প্রমাণ হয় নাহি তথাপি বদনামী ও বদমায়েশী অর্থাৎ দুষ্ট ও মন্দখ্যাতি এবং অসদ্বৃত্তিতা প্রমাণ হইয়াছে অথবা মোকদ্দমার কৈফিয়তের দৃষ্টে অপরাধিগণের মধ্যে কোন হেতুবাদ।

 অপরাধির

অপরাধির অপরাধ যদি অন্যাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয় আর সেহেতুক তাহাকে ছাড়িয়া দেওনেতে উত্তরকালে বিরুদ্ধ ও উৎপাত হওনের সম্ভাবনা হয় আর নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক উপরের লিখিত কথাসকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনারদিগের বিহিত বিবেচনাক্রমে যদি ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর কয়েদহইতে শাস্তির আধিক্য করা উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে দায়মল হবস্ অর্থাৎ চিরবন্ধন ও দেশান্তর করিবার হুকুম দেন্ কিন্তু যে সকল মোকদ্দমার অপরাধের নির্ণীত শাস্তি দায়মল হবস্ অর্থাৎ চিরবন্ধনহইতে অল্প হয় তাহাতে দায়েরসায়ের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে যে যদি এমতং মোকদ্দমার কয়েদীগণের অপরাধ মুফ্তীর ফতওয়াঅনুসারে প্রমাণ হয় আর সেই ফতওয়া ঐ দায়েরসায়ের সাহেবের মঞ্জুর অথাৎ গ্রাহ্য হয় তবে মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে না পাঠাইয়া আপনারাই ঐ কয়েদীগণের শাস্তিহওনের হুকুম দেন এমতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের শাস্তির আধিক্যকরণের ক্ষমতামতাচরণকরা প্রায় সর্ব্বদা সঙ্গতি হয় না আর এইহেতুক যে অনেকং ডাকাইতদিগের স্বাভাবিক মন্দ চলন ও দুষ্ট প্রকৃতিপ্রযুক্ত তাহারদিগের দুষ্কর্ম্ম ও অপরাধহইতে ক্ষান্তহওন বুদ্ধি ও আশার অতীত তাহারা কয়েদের কাল অতীত হইলে পর খালাস হইয়া গিয়া আপনং পূর্ব্বের সঙ্গী ও সাথির সহিত একত্র ও একবাক্য হইয়া পুনর্ব্বার ডাকাইতী ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করিতেছে এহেতুক উচিত ও আবশ্যক বুঝা গেল যে অপরাধপ্রমাণহওয়া ডাকাইতীর যে সকল মোকদ্দমার বেওরা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণে লেখা গিয়াছে তাহা সমস্ত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান যায় আর জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির প্রতি ডাকাইতীকরণের অপরাধ প্রমাণ হয় আর তাহার প্রতিফলে কতল্ অর্থাৎ বধের হুকুম দেওয়া আবশ্যক না হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতানুসারে সে ব্যক্তি চিরবদ্ধ ও দেশান্তর হইয়া সমুদ্রপারে যাইবার যোগ্য বুঝা যাইবেক আর উপরের লিখনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান যাইবেক তাহার বাহুল্যপ্রযুক্ত শুনিতে ও বিচার করিতে বিলম্ব না হওনার্থে এবং মোকদ্দমার আধিক্যহেতুক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণেতে প্রতিবন্ধক ও বাধা না জন্মে এতদৃষ্টে ইহা উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে যদি নিজামৎ আদালতের মুফ্তীর উক্ত ফতওয়ার সকল কথা মফঃসলের ফতওয়ার সহিত ঐক্য হয় তবে নিজামৎ আদালতে পাঠান মোকদ্দমাসকলেতে ফতওয়া লিখিবার ভার নিজামৎ আদালতের মৌলবী লোকদিগের প্রত্যেক মৌলবীকে দেওয়া যায় এবং উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে চলিত আইনানুসারে ঐ সকল মোকদ্দমার বিষয়ে হুকুম জারী করিবার ক্ষমতা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রত্যেক সাহেবকে অর্পণ হয় কিন্তু এই নিয়মে যে ঐ সাহেবের কৃত বিবেচনা দায়েরসায়ের সাহেবের বিচারের বৈষম্য ও ব্যতিক্রম না হয় অতএব উপরের

 লিখিত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

লিখিত সকল বিষয়ের দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত দাড়াসকল কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণ রদ হইবার এবং ঐ প্রকরণের লিখিত কথা যে সময়ে ও যে মতে চলিবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণ এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল কিন্তু এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে সকল লোকেরা ঐ প্রকরণের উক্ত অপরাধ করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি ঐ প্রকরণের উক্ত কথা সকল খাটিবেক আর এমত২ মোকদ্দমাতে দায়েরসায়ের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে যে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে না পাঠাইয়া আপনারাই হুকুম জারী করেন কিন্তু যদি কোন অপরাধী চিরবন্ধন ইত্যাদি শাস্তির যোগ্য বোধ হয় তবে পূর্ব্বরীতিমতে সে মোকদ্দমার কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল ডাকাইতদিগের প্রতি বধের হুকুম না খাটে তাহারা চিরবদ্ধ ও দেশান্তর হইবার এবং কোড়ার মারি খাইবার যোগ্য হইবার কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকেরা যে মতে শাস্তির অল্পতা করিতে ক্ষমতা রাখেন তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারীহওনের পরে যে কোন ব্যক্তি সরদার অর্থাৎ প্রধান অথবা সঙ্গীসাথী হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার উক্ত মতে ডাকাইতী করে তাহার প্রতি চলিত আইনানুসারে কতল অর্থাৎ বধের হুকুম উপযুক্ত না হইলে দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে সে অপরাধী দায়মল্ হবস্ অর্থাৎ চিরবদ্ধ এবং দেশান্তর হইয়া সমুদ্র পারে যাওনের ও ৩৯ উনচল্লিশ ঘা কোড়ার মারি খাওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু মোকদ্দমার বিচারকালে যদি এমত কোন কথা ব্যক্ত হয় যে তাহাতে আসামীর অপরাধের অল্পতা বোধ হয় আর যে শাস্তি নিরূপণ করা গেল তাহা ঐ অপরাধের দৃষ্টে অতিশয় ভারী বুঝা যায় তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি উপরের লিখিত ধারার ৫ প্রকরণানুসারে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে ঐ সাহেবেরা শাস্তির যাহা ন্যূন এতাবতা কম করা উচিত বুঝেন তাহার হুকুম দেন আর অপরাধিগণের মধ্যে কোন অপরাধিকে ক্ষমাকরণের যোগ্য বুঝিলে ঐ ধারার ৬ প্রকরণের লিখনানুসারে যে কর্ত্তব্য তাহাই করেন ইতি।

৪ ধারা।

দায়েরসায়ের সাহেবেরা ডাকাইতার যে মোকদ্দমাসকলেতে শাস্তির হুকুম দিয়া এ সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদা

দায়েরসায়ের সাহেবদিগের উচিত যে যে সকল ডাকাইতী মোকদ্দমার আসামীদিগের অপরাধপ্রমাণ হইয়া উপরের ধারার নির্ণীত শাস্তি তাহারদিগের প্রতি উপযুক্ত বোধ হয় চলিত আইনের নির্দ্ধারিত মতানুসারে সে সমস্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান আর অপরাধির অপরাধের প্রমাণ গ্রাহ্যহওনেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের এবং মুফ্তীর বোধ

লতে পাঠাইয়া দিবেন তাহার কথা।

ও মতের ঐক্য হইলে সে অপরাধ ভয়প্রদর্শনকরাণ বিনা অপরাধির স্বেচ্ছাধীনাঙ্গীকারক্রমে কিম্বা বিশ্বস্ত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা নিশ্চয়বোধক কোন বিশিষ্ট নিদর্শনেই বা প্রমাণ হয় দায়েরসায়ের সাহেবের উচিত যে নির্ণীত শাস্তির হুকুম দেন্ কিন্তু যাবৎ ঐ সাহেবদিগের কৃত হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে দৃঢ় না হয় তাবৎ সে হুকুম সিদ্ধ এতাবতা পূরা বুঝা যাইবেক না আর ঐ সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরীতে অপরাধিদিগের শাস্তিদেওনের নিমিত্তে ওয়ারিন্ জারী না করেন্ আর মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে দায়েরসায়ের সাহেব অপরাধিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে অল্প শাস্তির কিম্বা ক্ষমা করিবার যোগ্য বুঝিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে এ বিষয়ের সমস্ত হেতুকথা ইঙ্গরেজী কৈফিয়তে বিবরণকরিয়া লিখিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

শাস্তির অল্পতাহওনের হেতু পাওয়া গেলে তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

## ৫ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বৈঠকের বিষয়ে আইনসকলের মধ্যে যেং হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

চলিত আইনের মধ্যে এমত যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে যে নিজামৎ আদালতের বৈঠককারণ দুই জন জজসাহেবের উপস্থিতহওয়া আবশ্যক এবং ঐ আদালতে দুই জন জজসাহেব বৈঠক করিয়া হুকুম দেওনব্যতিরিক্ত ঐ আদালতের কোন হুকুম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত এতাবতা পূরা বুঝা যাইবেক না সে সকল হুকুম এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

## ৬ ধারা।

সাধ্যানুসারে নিজামৎ আদালতের দুই জন জজসাহেব বৈঠক করিবার এবং মোকদ্দমার বাহুল্যহেতুক আবশ্যক হইলে এক জজসাহেব বৈঠক করিলেও হইতে পারিবার কথা।

মোকদ্দমার অল্পতাপ্রযুক্ত যে সময়ে কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনেতে বাধা ও ব্যস্তসমস্ততা না থাকে সে সময়ে পূর্ব্ব রীতিমতে দুই জন কিম্বা ততোধিক জজসাহেব বিদ্যমান হইয়া নিজামৎ আদালতের বৈঠক করিবেন আর যদি কোন সময়ে মোকদ্দমার বাহুল্যহেতুক একং জন জজসাহেবকে ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের বিলম্ব না হওনার্থে স্বতন্ত্রং বৈঠক করা আবশ্যক হয় তবে এমতে জজসাহেবদিগের প্রত্যেক সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা একং জন সাহেব অন্যের সহযোগব্যতিরিক্ত একাকী বৈঠক করিয়া নির্দ্ধারিত আইনসকলের অনুসারে হুকুম জারী করেন্ কিন্তু যদি আসামীর অপরাধপ্রমাণের বিষয়ে ঐ এক জন সাহেবের বোধ ও মত প্রথমতঃ ঐ মোকদ্দমা যে দায়েরসায়ের সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার বিচার ও মতের সহিত অনৈক্য হয় তবে এমতে ঐ এক জন জজসাহেব যাবৎ দুই জন কিম্বা ততোধিক জজসাহেবের সহিত একত্র বৈঠক করিয়া মোকদ্দমার বিচার না করেন্ তাবৎ সে মোকদ্দমাতে হুকুম জারী না হয় ইতি।

এক জন জজসাহেব যে মতে আপন হুকুম জারী করা স্থগিত রাখিবেন তাহার কথা।

## ৭ ধারা।

নিজামৎ আদালতের,

নিজামৎ আদালতের মৌলবীলোকদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারা পরস্পর মিলিয়া

যথাসাধ্য নিজামৎ আদালতে উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমাতে ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা লিখেন্ কিন্তু যদি কোন সময়ে মোকদ্দমার আধিক্যপ্রযুক্ত এবং অবিলম্বে তাহার নিষ্পত্তিকরণহেতুক ঐ সকল মোকদ্দমা আপনারা পরস্পর অংশ করিয়া লইয়া দৃষ্টি ও বিবেচনা করা আবশ্যক হয় তবে এমতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীলোকদিগের প্রত্যেক মৌলবীর ক্ষমতা আছে যে অন্যের সহযোগব্যতিরিক্ত আপনি একাকী মোকদ্দমা দেখিয়া ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা লিখেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদ দৃষ্টিকরণের পরে আসামীর অপরাধপ্রমাণহওনের বিষয়ে কাজী কিম্বা এক মুফ্তীর বিবেচনা ও মত দায়েরসায়েরের কাজী কিম্বা মুফ্তীর বিবেচনা ও মতের সহিত অনৈক্য হইলে যাবৎ নিজামৎ আদালতের অন্য মৌলবীর সহিত একবাক্য হইয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ দৃষ্টিপূর্ব্বক ফতওয়া না লিখেন্ তাবৎ ফতওয়া লেখা মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত রাখেন্ ইতি।

মৌলবীলোকেরা আপনারা পরস্পর মিলিয়া ফতওয়া লিখিবার ও মোকদ্দমার বাহুল্যপ্রযুক্ত একাকী এক ব্যক্তিও ফতওয়া লিখিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

নিজামৎ আদালতের মৌলবীলোকের একাকী এক জন যে মতে অন্যের পরামর্শব্যতিরেকে ফতওয়া না লিখিবে তাহার কথা।

৮ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে বধের হুকুম নাখাটনের উপযুক্ত অপরাধের মোকদ্দমাসকলেতে দায়েরসায়ের সাহেব আপন আদালতের মুফ্তীর ফতওয়া মঞ্জুর হইলে পর অপরাধিদিগের প্রতি শাস্তি দিবার হুকুম দেন্ আর অপরাধির অপরাধ প্রমাণহওনের বিষয়ে নিজামৎ আদালতের ফতওয়া দায়েরসায়েরী মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়ার মতানুযায়ী হইলে এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক দায়েরসায়ের সাহেবের দেওয়া হুকুম আইনানুযায়ী বুঝিলে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার রোয়দাদ সম্যক্ না দৃষ্টি করিয়া দায়েরসায়ের সাহেবের দেওয়া হুকুমকেই মঞ্জুর এবং সিদ্ধ করেন্ অতএব এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত আচরণসম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের যে সকল মোকদ্দমাতে দায়েরসায়ের সাহেবলোক আপন আদালতের মৌলবীলোকের ফতওয়ানুসারে হুকুম জারী করিবেন এবং মফঃসলের ফতওয়ার সহিত সর্ব্বতোভাবে নিজামৎ আদালতের ফতওয়ার একতা হয় উপরের লিখিত দাঁড়া তাহাতেও খাটিবেক এবং জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মোকদ্দমাতে দায়েরসায়ের সাহেবের চিত্তে এমত লয় যে যদি আসামীর অপরাধ যথোপযুক্ত প্রমাণ হইল ও আসামীর অপরাধ প্রমাণহওনের বিষয়ে সদর মফঃসলের ফতওয়ার ঐক্য হইল ও দায়েরসায়ের সাহেবো আইনের মতানুসারে শাস্ত্যর্থে হুকুম দিলেন কিন্তু তথাপি মোকদ্দমার সকল কথা ও ভাবদৃষ্টে শাস্তির অল্পতাহওয়া উচিত ইহা বুঝিয়া সে নিমিত্তে নিজামৎ আদালতে অনুরোধ লিখিয়া পাঠাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের দুই জন জজসাহেবের কিম্বা ততোধিক সাহেবের বৈঠকেতে মোকদ্দমার রোয়দাদের যেপর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা দৃষ্টি করিলে পর যদি দায়েরসায়েরসাহেবের পাঠান কৈফিয়তের লিখিত হেতুবিবরণ আসামীর শাস্তির অল্প

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া এই আইনের সম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের কোন মোকদ্দমার সমুদয় রোয়দাদ না দেখা গিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের তরফহইতে হুকুমজারী হইবার বিষয়েও খাটিবার কথা।

দায়েরসায়ের সাহেব

কোন আসামীর শাস্তির অন্যতার্থে অনুরোধ লিখিয়া পাঠাইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

তাহওনের বিষয়ে যথার্থ না বুঝেন্ তবে এমতে শাস্তির অন্যতার্থে অনুরোধ লিখিয়া পাঠান সত্ত্বেও আসামীর প্রতি আইনানুসারে দায়েরসায়ের সাহেব যে শাস্তির হুকুম দিয়া থাকেন্ তাহাই দৃঢ়রূপে মঞ্জুর করেন্ আর দায়েরসায়ের সাহেবের পাঠান কৈফিয়তের লিখিত হেতু বিবরণ শাস্তির অন্যতাহওনের বিষয়ে যথার্থ ও তাহা মঞ্জুরকরণের যোগ্য বোধ হয় তবে এ বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

## ৯ ধারা।

ইং ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের মতে যে ব্যক্তি মিয়াদী কয়েদের যোগ্য হয় সে আপনি খালাস হইবার পূর্ব্বে মাতবর জামিনী দাখিল করিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি ডাকাইতী করিবার মনস্থে ডাকাইতদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া বাহির হইয়াছিল কিন্তু ডাকাইতীকরণের পূর্ব্বে কিম্বা লূটপাট ও দৌরাত্ম্য ও নিষ্পীড়নকরণের পূর্ব্বে ঐ মনস্থ ও আকিঞ্চনেতেই ধরা পড়িয়াছে ইহা প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের লিখনানুসারে সে ব্যক্তিকে কঠিন শ্রমযুত মিয়াদী কয়েদে রাখা যাইত এক্ষণে যে সকল লোকদিগের প্রতি এ প্রকার দুষ্কর্ম্মকরণের কথা প্রমাণ হয় উচিত যে তাহারা খালাসহওনের পূর্ব্বে আপনারদিগের খোশমায়েশী অর্থাৎ সদ্বৃত্তিতাচরণের এস্তাবতা সঙ্গত কর্ম্ম করিয়া দিননির্ব্বাহ ও কালযাপনকরণার্থে জামিন দেয় আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মতে ও অন্য যে সকল মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের লিখনমতে কিম্বা আর২ চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ামতে আসামীর স্থানে জামিন লওয়া যায় এমত সকল মোকদ্দমাতে ধরা যাওয়া লোকেরা যদি বিখ্যাত ডাকাইত হয় আর এইহেতুক মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট জামিন না লইয়া তাহারদিগকে ছাড়িয়া দেওনেতে ক্ষতি ও বিরুদ্ধ ও উৎপাত জন্মিবার সম্ভাবনা বুঝা যায় তবে এমতে ঐ২ কয়েদীর দাখিল করা জামিনী যাবৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্তের দ্বারা দায়েরসায়ের সাহেবের নিকটে মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্যরূপে মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য না হয় তাবৎ ঐ সকল কয়েদীরা কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনহইতে কদাচ খালাস হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেব কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনাবস্থাতে কোন কয়েদীর চরিত্র ও চলন আচরণ দেখিয়া কিম্বা অন্য২ কারণেতে মুচলকা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওনের যোগ্য বুঝেন্ তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ১১ ধারার নির্ণীত দাঁড়ামতে যে কর্ত্তব্য তাহাই করিতে হইবেক ইতি।

আসামীদিগের মধ্যে যাহারদিগের স্থানে আইনানুসারে জামিনী তলব হইতে পারে তাহারা বিখ্যাত ডাকাইত হইলে বিনামাতবর জামিনে ও সেই জামিনী দায়েরসায়ের সাহেবের নিকটে মঞ্জুর না হইলে তাহারা খালাস না হইবার কথা।

মুচলকা দিলে পর যে কয়েদী খালাস হইতে পারিবেক তাহার কথা।

## ১০ ধারা।

আইনানুসারে ডাকাইতদিগের প্রতি যে২ শাস্তি উপযুক্ত হয় তাহার কথাসম্বলিত ইশ্তিহার

এই ধারানুসারে হুকুম আছে যে ডাকাইতীর প্রতিফলের নিমিত্তে এই আইন ও আর২ চলিত আইনানুসারে যে সকল শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের আজ্ঞাক্রমে তাহার চুম্বক কথাসম্বলিত ইশ্তিহারনামা অতিশীঘ্র হিন্দী ভাষাতে প্রস্তুত করা যায় পরে তাহা ছাপা হইয়া প্রয়োজনোপযুক্ত



সকল

সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যায় কারণ এই যে ঐ সাহেবদিগের সম্পর্কীয় সকল জিলার পোলীসের থানাসকলেতে ঐ ইশ্তিহারনামার লিখিত মর্ম্ম প্রচার ও প্রকাশ সুন্দররূপে হয় আর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের উচিত যে ইশ্তিহারনামার নকল পাইলে পর তাহার লিখিত কথা আপনং ব্যাপ্যাধিকারের থানাসকলেতে প্রকাশার্থে পড়ান্ ও দেখান্ আর ছোট বড় সমুদয় লোকদিগকে জ্ঞাত ও অবগত করাইবার অর্থে আপনং হুকুমের তাবে প্রত্যেক শহর ও কসবাতে ঐ ইশ্তিহারনামার মজমুন এতাবতা লিখিত কথা ঘোষণা অর্থাৎ ঢেঁড়রা দিয়া প্রকাশ ও প্রচার করান্ ইতি।

নামা ছাপাইয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিবার কথা।

ইশ্তিহারনামা জারী ও প্রচার করিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

VOL. IV. 441.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ৯ নবম আইন।

---

যে সকল লোকেরা ডাকাইতীকরণেতে সঙ্গী হয় তাহারদিগ্কে এবং বিশেষতঃ ডাকাইতের সরদারদিগ্কে ধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের তারিখ ৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ২০ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ২০ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৩ সালের ১৪ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে সুবে বাঙ্গালার সম্পর্কীয় অনেক২ জিলাতে বহুকালাবধি ডাকাই হেতুবাদ। তীহওনের পদ্য হইয়াছে আর ডাকাইতী অপরাধের অপরাধিদিগ্কে ধরিবার এবং তাহারদিগের শাস্তি ও দমনার্থেও অনেক২ আইন ও দাঁড়া পুনঃপুনঃ নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি যেহেতুক অদ্যাবধিও কএক জিলাতে ঐ উৎকটাপরাধের ক্রিয়া অনবরত হইতেছে আর যাহাতে লোকদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার সমূহ ব্যাঘাত জন্মে এমত অপরাধহওনের পাট উঠাইয়া দেওয়া উচিত ও কর্ত্তব্য অতএব আবশ্যক বুঝা গেল যে ডাকাইতের ঝুণ্ড ও আপন গণবদ্ধ ব্যাপ্য লোকদিগের প্রতি যে সকল সরদার ডাকাইতদিগের দব্দবা ও হকুমৎ অর্থাৎ প্রতাপ ও প্রভুত্ব ডাকাইতীহওনের প্রবল কারণ এতাবতা যে সরদার ডাকাইতদিগের প্রভুত্ব ও আজ্ঞায় ডাকাইতী হয় তাহারা সহজে ধরা যাইবার অর্থে এবং অন্য২ যে সকল লোকেরা ঐ ডাকাইতীকরণেতে সঙ্গী হয় তাহারাও অনায়াসে ধরা যাইবার নিমিত্তে কএক নূতন দাড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে যে সকল লোকেরা আপনারদিগের সম্ভাবনা ও সমযোগ্যতার দ্বারা উপরের লিখিত ঐ ডাকাইত ও অপরাধিদিগ্কে ধরণের বিষয়ে সহায়তা করিতে শক্তি রাখে তাহারদিগেরো কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধিদিগ্কে ধরিতে যথাসাধ্য সাহস ও মনোযোগ করে অতএব এ মুখ্য কামনা ও গুরুতর আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধি ও পূর্ণহওনের মনস্থে ইহাও বিহিত বুঝা গেল যে যে লোকেরা এমত অপরাধিদিগ্কে ধরণের সহায়তা ও সহকারিতা সাধ্যমত সুন্দররূপে করে তাহারদিগ্কে উপযুক্ত পুরস্কার এতাবতা ইনামদেওয়া যায় এবং তাহারা সর্ব্বমতে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে থাকে আর কোন প্রকার আপত্তি ও ধরাধর তাহারদিগের স্থানে না হয় আর ইহার অন্যথায় লোকদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার সমূহ ব্যাঘাত যে দুষ্কর্ম্মেতে জন্মে এমত দুষ্কর্ম্মের নিবারণে যে লোকেরা আলস্য ও তাচ্ছল্য করে তাহারদিগের অর্থে যথার্থ প্রতিফল ও শাস্তি নির্ণয় করা যায় অতএব উপরের প্রস্তাবিত কথাসকলের দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্

 জেনরল

# ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ৯ নবম আইন।

জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়া সকল এই আইনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

অপরাধিদিগকে ধরিবার যে দাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে কোন অপরাধিকে ধরিতে সে দাড়ার মতাচরণকরা মাজিষ্ট্রেটসাহেব অনর্থক বুঝিলে তাহার বৃত্তান্ত কথা ইনামের সঙ্খ্যাসম্বলিত নিজামৎ আদালতে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে যদি এমত নিশ্চয় সমাচার পঁহুছে যে তাঁহার ব্যাপ্যাধিকারের নিবাসি কোন ব্যক্তি কিম্বা সেই জিলা কি শহরের সম্পর্কীয় স্থানসকলেতে প্রায় সর্ব্বদাই চলে ফেরে ও অবস্থিতি করে এমত কোন ব্যক্তি প্রকৃতার্থেই ডাকাইতীর সঙ্গী হইয়াছে কিম্বা ডাকাইতীকরণ অথবা তাহাতে অংশিহওনেতে সে ব্যক্তি সচরাচর এমত বিখ্যাত হয় যে লোকদিগের উদ্বেগ ও দুঃখ দূরকরণার্থে তাহাকে ধরা উচিত ও অত্যাবশক হয় তাহাতে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অন্তঃকরণে এমত লয় যে অপরাধিদিগকে ধরিবার নিমিত্তে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তিকে ধরিতে সেই দাঁড়ার মতাচরণ করা বিফল ও অনর্থক তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার কথাসকল ও সে বিষয়ে আপনি যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ ও তাহার হেতুবিবরণ লিখিয়া একসাহিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ এবং কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবাতে যে সঙ্খ্যায় পুরস্কার এতাবতা ইনাম দেওয়া আপন বিবেচনাক্রমে উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন্ তাহাও লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

## ৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অপরাধিকে ধরণের বিষয়ে যে পরিমাণে ইনাম দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার নিয়মের হুকুম দিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা কিন্তু হজুরের বিনাহুকুমে ৫০০ টাকার অধিক না হইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তরফহইতে উপরের উক্ত কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত নিজামৎ আদালতে পঁহুছিলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে তাহার বদমাইশী অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিতার খ্যাতি এবং দুশ্চরিত্র ও মন্দ চলন যে প্রকার এবং যে অপরাধের নালিশ তাহার নামে হইয়া থাকে তাহার গুরুতা কি প্রকার তাহার প্রতি সূক্ষ্ম অনুধাবন ও যথোচিত বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ অপরাধিকে ধরিবার নিমিত্তে কিম্বা দুঁদামী ও আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে তাহার শাস্তি ও দমনার্থে নীচের লিখিত দাঁড়া ও হুকুম মতাচরণকরণেতে পরামর্শ মতে যাহা বিহিত বোধ হয় তদনুসারে কার্য্য করেন্ অতএব ঐ সকল কথা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিলে পর ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ উপরের উক্তমত অপরাধিকে ধরিবার নিমিত্তে যে সঙ্খ্যায় পুরস্কার এতাবতা ইনাম দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার নিয়মের হুকুম দেন্ কিন্তু কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিশেষ আজ্ঞাব্যতিরিক্ত ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক দিবার নিয়মের হুকুম কোন প্রকারে না দেন্ এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে নীচের লিখিত

উপরের লিখিত প্রকারাদিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মাজি

নক্সামতে ইশ্তিহারনামা জারী করিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে হুকুম দেন্ পরে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন কাছারীতে এবং আপন হুকুমের ব্যাপ্য স্থানানা

সম্পর্কীয় পোলীসের সমস্ত থানাতে ঐ ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়ান্ এবং যে সকল কসবাতে পোলীসের থানা থাকে সেখানে ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত কথা ঘোষণা অর্থাৎ ঢেঁড়রা দিয়া প্রকাশ করান্ ইতি।

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ইশ্‌তিহারনামা জারী করিতে হুকুম দিবার কথা।

ইশ্‌তিহারনামার নক্সা।

ইশ্‌তিহারনামার নক্সা।

অমুক স্থানের নিবাসী বিখ্যাত আন্দাজী বয়ঃক্রম এত অমুক ব্যবসায়ী অমুকের নামে হজুরে অমুক অপরাধের নালিশ উপস্থিত হইল একারণ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমমতে প্রকাশ ও প্রচার করা যাইতেছে যে তাহার প্রতি অত্যাবশ্যকমতে হুকুম আছে অতএব তাহার অতিকর্ত্তব্য যে এই তারিখঅবধি দুই মাসের মধ্যে তাহার নামে হওয়া নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে এই জিলা কিম্বা শহরের কাছারীতে হজুরে হাজির হয় ইহাতে যদি কিছু তাচ্ছল্য ও বিলম্ব কিম্বা আজ্ঞালঙ্ঘন করে তবে তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হইয়াছে তাহা করণ তাহার প্রতি নিশ্চয় ও প্রামাণ্য বোধ হইয়া সেইহেতুক সে চিরবদ্ধ এবং দেশান্তর হইয়া সমুদ্রপারে যাওনের যোগ্য ঠাহরিবেক এবং স্পষ্ট করিয়া ইহাও জানান যাইতেছে যে সমস্ত লোকদিগের উচিত ও আবশ্যক যে অমুককে যেখানে পায় ধরিয়া আনে পরে যে কোন ব্যক্তি কিম্বা যত জন লোকেতে এই হুকুমতানুসারে অমুককে ধরিয়া অতিসাবধানে হজুরে কিম্বা এই আদালতের সম্পর্কীয় পোলীসের দারোগার নিকটে আনিবেক সে কিম্বা তাহারা সরকারহইতে এত ইনাম পাইবেক এবং ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন ব্যক্তি ঐ অমুকেরে কোন প্রকার আশ্রয় দিবেক কি তাহার সহায়তা করিবেক ইহা প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের হুকুমানুসারে সে ব্যক্তি কয়েদ ও জরীমানা অর্থাৎ বন্ধন ও দণ্ডের যোগ্য এবং তাহার বস্তুসম্পত্ত্যাদি যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ্য ঠাহরিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের আবশ্যক যে ঐ ব্যক্তির অবয়ব ও দেহচিহ্ন জানা গেলে তাহাও অপরাধের বৃত্তান্ত কথাসম্বলিত এবং এই মত আর যে সকল কথা ও আকার আভাস বুঝা যায় তাহাও ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে উপযুক্ত স্থানেতে লিখেন পরে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইশ্‌তিহারনামার শেষে যেখানকার ফৌজদারী আদালত হয় সে আদালতের নাম ও ইঙ্গরেজী তারিখ এবং তাহার মোতাবেক তথাকার চলিত যে তারিখ হয় তাহা লিখেন এবং আদালতের মোহর ও আপন দস্তখৎ করেন ইতি।

৪ ধারা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে যে ব্যক্তির নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হয় মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অন্তঃকরণে যদি এমত লয় যে সে ব্যক্তি নিকটস্থ কোন জিলা কিম্বা শহরেতে লুকাইয়া রহিয়াছে তবে ঐ সাহেবের উচিত যে সেই জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত কথাসকল তাহার

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটস্থ জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে ইশ্‌তিহারনামার নকল সে জিলার অধিকারে প্র

চারার্থে পাঠাইতে হই ব্যর কথা।

ব্যাপ্য অধিকারসম্পর্কীয় স্থানসকলেতে প্রকাশ ও প্রচার হওনার্থে ইশ্‌তিহারনামার নকল তথাকার মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৫ ধারা।

ইশ্‌তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যাহারা হাজির হয় কিম্বা ধরা পড়ে তাহারদিগের প্রতি মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব যে ব্যবহার করিবেন তাহার কথা।

এই আইনের লিখনমতে কোন ব্যক্তির নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলে যদি সে ব্যক্তি ইশ্‌তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে হাজির হয় কিম্বা ধরা পড়িয়া আইসে তবে ঐ সাহেবের উচিত যে চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে তাহার প্রতি ব্যবহারকার্য্য করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

ইশ্‌তিহারনামার নির্ণীত মিয়াদ অতীত হইলে যাহারা হাজির হয় কিম্বা ধরা পড়ে তাহারদিগের পক্ষে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

কোন ব্যক্তির নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলে যদি সে ব্যক্তি ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদ অতীত হইলে পর হাজির হয় অথবা ধরা পড়িয়া আইসে তবে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে নীচের দাঁড়াসকলের লিখিত মতানুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

মাজিস্ট্রেটসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের উচিত যে যাহার নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছিল এ সেই ব্যক্তিই বটে ইহা নিশ্চয় বোধার্থে অপরাধির আকৃতি ও অবয়ব চিনিতে ও প্রমাণ করিতে যত সাক্ষির সাক্ষ্যলওয়া ও আর২ যে২ কথার অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদকরা আবশ্যক ও উপযুক্ত হয় তাহা লন্ ও করেন্ ও অবয়বের বিষয় নিশ্চয় ও প্রমাণ হইলে পর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অপরাধিকে ইহা জানান্ যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিনাবিচার ও তদন্তে ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহা ক্ষমা হইতে পারে এমত কোন ওজর এতাবতা হেতুকথা যদি তাহার থাকে তবে তাহা গোচর করায় পরে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি অপরাধী আপন ওজর অর্থাৎ হেতুকথাসকল সাব্যস্ত ও প্রমাণকরণার্থে যে সাক্ষিদিগের নাম করে তাহারদিগের নাম লিখিয়া লইয়া অপরাধিকে কয়েদ করিয়া রাখেন্ পরে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের উচিত যে ঐ অপরাধী যে সকল সাক্ষির নাম করিয়া থাকে তাহারদিগকে এবং অপরাধিকে চিনিতে ও এই আইনের ৩ ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের প্রামাণ্যার্থে এবং অপরাধী যে সময়ে ও যে গতিকে ধরা গিয়া থাকে তাহা প্রমাণকারণ যত সাক্ষির আবশ্যক হয় তাহারদিগকে অপরাধির সহিত দায়েরসায়ের সাহেবের আইন্দা অর্থাৎ আগামী বৈঠকের সময়ে হাজির করিয়া দেন্ আর ঐ মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ ঐ অপরাধী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে হাজির না হওনের বিষয়ে নাজিরের দেওয়া কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্তের সহিত দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিয়া দেন্ ইতি।



৮ ধারা।

## ৮ ধারা।

ঐ অপরাধী দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের বৈঠকের সময়ে হাজির হই লে দায়েরসায়ের সাহেবের উচিত যে পুনর্ব্বার অপরাধিকে জ্ঞাত করান্ যে এই আইনের লিখিত দাঁড়ামতে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিনাবিচার ও তদন্তে যে শাস্তির হুকুম হইবে তাহা ক্ষমা অর্থাৎ মাফ হইতে পারিবার বিষয়ে যদি তাহার কোন ওজর অর্থাৎ হেতুকথা থাকে তবে তাহা গোচর করায় এবং দায়েরসায়ের সাহে বের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারানুসারে যে২ সাক্ষিরা হাজির হইয়া থাকে অপরাধি কে চিনিতে এবং উপরের ধারার লিখিত অন্যা২ কথা তথ্যতদন্ত নিমিত্তে তাহারদি গের সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বুঝিলে তাহারদিগের প্রত্যেক জনের জোবানবন্দী লি খিয়া লন্ আর যদি মোকদ্দমার গতিক ও ভাবদৃষ্টে দায়েরসায়ের সাহেব অপরা ধিকে এ আইনের নির্দ্দিষ্ট শাস্তি পাইবার যোগ্য না বুঝেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে আসামীর প্রতি কোন প্রকার হুকুম না দেন্ কিন্তু নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ঐ অপ রাধী মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে হাজির নাহওনে তাহাহইতে প্রকৃতই অপরাধ হইয়াছে ইহা যদি দায়েরসায়ের সাহেবের চিত্তে লয় আর ঐ অপরাধির আকৃতি ও অবয়বনিশ্চয় ও প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে অপরাধিকে চিরব ন্ধন ও দেশান্তর করিয়া সমুদ্র পারে পাঠাইবার হুকুম দেন্ আর এই দুই প্রকারেই ঐ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ ও কৈফিয়তের কাগজপত্র নিজা মৎ আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ সাহেবলোক মোকদ্দ মার ভাব ও বৃত্তান্ত বুঝিয়া এ বিষয়ে যে শাস্তির অনুমতি ও হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে দেন্ ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৯ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত দাঁড়ামতে কোন অপরাধির প্রতি যে শা স্তির হুকুম হইয়াছে কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত তাহার অল্পতা করা যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে উচিত বোধ হয় তবে ঐ শাস্তির অল্পতার বিষয়ে যে হুকুম হইবেক এই আইনের হুকুমসকলের কোন হুকুম তাহার প্রতিরোধক হই বেক না ইতি।

শাস্তির অল্পতার হুকুম দিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

## ১০ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কথামতে যদি কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রমাণ হয় তবে সে প্রমাণ ঐ ব্যক্তির নামে নালিশহওয়া অন্য এমত অপরাধের মোক দ্দমার বৃত্তান্তের অনুসন্ধান ও তদন্তকরণের নিষেধক হইবেক না যে অপরাধকরণে তে ঐ অপরাধী চলিত আইনের দাঁড়ামতে এই আইনের নির্দিষ্ট শাস্তির অধিক কি ম্বা সম শাস্তি পাইবার যোগ্য হায়রে অতএব কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধহে তুক

এই আইনের লিখন মতে কাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে সে প্রমাণ তাহার নামে নালিশহ ওয়া অন্য অপরাধের বিচারের নিষেধক না হইবার কথা।

তুক ইশ্তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত তাহার নামে যদি ঐ মত উৎকটাপরাধের নালিশ সে ব্যক্তি ধরা পড়িবার পূর্ব্বে কি পরে উপস্থিত হয় কিম্বা সে অপরাধ তাহাহইতে হইয়াছে ইহা মোকদ্দমার ভাববৃত্তান্তের বিচার ও বিবেচনা দ্বারা বোধ হয় আর যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ঐ মোকদ্দমার বিচারহওয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অন্তঃকরণে বিহিত বোধ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ আসামী ধরা পড়িলে কিম্বা হাজির হইলে চলন আইনের দাঁড়ামতে সাধ্যানুসারে অতিশীঘ্র তাহাকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করেন্ এবং জানা কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে অপরাধহেতুক আসামীর নামে ইশ্তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত তাহার নামে নালিশহওয়া অন্য অপরাধের বিচার ও তদন্তকরা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত বিহিত বোধ হয় তবে তাহার বিচারকরণের হুকুম দেন্ ইতি।

১১ ধারা।

অপরাধিদিগকে ধরিবার সহকারী হইতে সমস্ত লোকের প্রতি হুকুম থাকিবার কথা।

উৎকটাপরাধের অপরাধি লোকদিগকে ধরিতে সহায়তা করা সকলপ্রকার লোকদিগের উচিত ও আবশ্যক এহেতুক এই ধারানুসারে সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্য সকর ও নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণ ও সমুদয় সদরী ইজারদার ও সকল প্রকার ইজারদার ও হুজুরী তালুকদার ও সমস্ত নায়েব ও সরবরাহকার লোকের প্রতি এবং সরকারের তরফহইতে ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তরফহইতে এদেশের বসিয়া যে সকল লোক ভূমির কিম্বা ইজারার ভূমির মালগুজারীর টাকা তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের বরং সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি হুকুম আছে যে এমত অপরাধিদিগকে ধরিবার বিশেষতঃ এই আইনের প্রস্তাবিত বিখ্যাত ও বিজ্ঞাত অপরাধিদিগকে ইশ্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে অথবা মিয়াদের মধ্যে তাহারা ধরা না পড়িলে মিয়াদ অতীত হইলে পরে ধরিতে যথাসাধ্য সহকার থাকে আর কোন স্থানে ডাকাইত পড়িলে কিম্বা খুন হইলে তৎক্ষণাৎ যদি কোন ব্যক্তি ডাকাইতের পিছা করিয়া তাহারদিগকে ধরিতে সাহস ও উদ্যোগ করণের সময়ে কোন ডাকাইতকে বধ করে কিম্বা তাহার অঙ্গক্ষত কি ভগ্ন করে কিম্বা ডাকাইতী করিতে উদ্যত হইবার সময়ে সম্মুখ হইয়া কোন ডাকাইতকে বধ করে কিম্বা অঙ্গক্ষত কি ভগ্ন করে তবে তাহাতে সে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ ও নিরপরাধী বোধ হয় অতএব সেই মত এক্ষণেও এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে অপরাধির নামে ইশতিহারনামা জারী হইয়াছে ও সেধরা পড়িলে ধরণিয়াকে ইনাম দিবার হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কখন যদি কোন ব্যক্তি এমত অপরাধিকে ধরিবার আকিঞ্চন ও উদ্যোগকরণের মধ্যে সম্মুখহওনহেতুক কিম্বা তাহাকে পলায়নোম্মুখ দেখিয়া বধ করে কিম্বা তাহার অঙ্গক্ষত ও ভগ্ন করে তবে সে ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্পাপ ও নিরপরাধী বুঝা যাইবেক ইতি।

কোন লোকেরা অপরাধিদিগকে ধরিবার আকিঞ্চনে কোন ডাকাইতকে বধ কি তাহার অঙ্গক্ষত ও ভগ্ন করিলে তাহারা নিরপরাধী হইবার কথা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ৯ নবম আইন।

### ১২ ধারা।

ডাকাইতী হইলে চলিত আইনের লিখনানুসারে যেহেতুক সমস্ত জমীদার ও তালুকদার এবং অন্য সকর ও নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণ এবং সমস্ত সদরী ইজারদার লোক এবং সকল প্রকার ইজারদার লোক ও মফঃসলী তালুকদার লোক ও নায়েব এবং অন্য সরবরাহকার লোকদিগের স্থানে এবং এদেশীয় যে সকল লোকেরা সরকারের কিম্বা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তরফহইতে মালগুজারী কিম্বা ইজারার ভূমির টাকা তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে সে সকল লোকের স্থানে ধরা ধর ও আপত্তি হইত অতএব এক্ষণাবধি ঐ সমস্ত লোকের উচিত ও আবশ্যক যে যে ডাকাইতের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে সে ডাকাইত তাহাঁরদিগের অধিকারের ব্যাপ্য মহালাতের সরহদ্দের কোন স্থানে আছে এ সমাচার কোন প্রকারে পাইলে তৎক্ষণাৎ গোপনে কিম্বা অগোপনে পরামর্শক্রমে যেমতে হয় মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হুজুরে কিম্বা পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে সমাচার দেয় এবং এমত সমাচার পাইলে পর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের উচিত ও আবশ্যক যে যদি ঐ কথা প্রকাশহওনেতে উত্তর কালে সমাচারদেওনিয়ার পক্ষে ক্ষতি ও আঘাত হইতে পারে এমত হয় তবে কদাচ ও কোন প্রকারে সে কথা ব্যক্ত ও প্রকাশ না করেন্‌ ইতি।

ঐ সকল অপরাধিদিগের কোন সমাচার জমীদারইত্যাদি লোকেরা পাইলে তাহার সম্বাদ শীঘ্র দিতে তাহারদিগের আবশ্যকের কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব গুপ্ত সম্বাদ ব্যক্ত কদাচ না করিবার কথা।

### ১৩ ধারা।

কোন বিশিষ্ট প্রকারেতে যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের চিত্তে এমত বোধ হয় যে যে ডাকাইতের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে সে ডাকাইত উপরের লিখিত সকল প্রকার লোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির অধিকারের ব্যাপ্য মহালাতের মধ্যে ছিল কিন্তু সে ব্যক্তি তাচ্ছল্য ও আলস্য করিয়া ইহার যথার্থ সমাচার দেয় নাহি তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ কথার জওয়াব দিবার কারণ অর্থাৎ উত্তর করিবার নিমিত্তে সে ব্যক্তিকে তলব করেন্‌ পরে যদি পক্ষপাতব্যতিরিক্ত যথার্থ বিচার তদন্তানুসারে প্রকৃতার্থে ঐ ব্যক্তির তাচ্ছল্য ও আলগী করণের কথা প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া আপন বিবেচনামতে যে সংখ্যায় ও যত দিবসের হয় ঐ ব্যক্তির জরীমানা ও কয়েদের হুকুম দেন্‌ কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার নির্ণীত সংখ্যা ও নিরূপিত মিয়াদ এতাবতা ২০০ দুই শত টাকা জরীমানাসম্বলিত ছয় মাস কালনিয়মে কয়েদের ও জরীমানার টাকা না দিলে আর ছয় মাসের কয়েদ হইতে অধিক সংখ্যায় ও কালনিয়মে জরীমানা ও কয়েদের হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতা নাহি ইতি।

উপরের উক্ত লোকদিগের যেকেহ যথার্থ সমাচার দিতে তাচ্ছল্য করিলে তাহার পক্ষে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

### ১৪ ধারা।

কোন বিশিষ্ট প্রকারে যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অন্তঃকরণে এমত লক্ষ্য যে যে

যে সকল ডাকাইতের



ডাকাইতের

নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে উপরের উক্ত লোকেরা তাহারদিগকে কোন প্রকারে আশ্রয় দিলে কি তাহারদিগের সহায়তা করিলে সে লোকদিগের প্রতি যেং মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

ডাকাইতের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে ঐ ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলে
পর উপরের ধারাসকলের প্রস্তাবিত নানাপ্রকার লোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি
সেই ডাকাইতকে আশ্রয়দেওনেতে সহায় ও সহকার ছিল এতাবতা যদি ঐ ব্যক্তির
প্রতি এমত সন্দেহ জন্মে যে সে ঐ ডাকাইতকে আশ্রয়ের স্থান কিম্বা টাকা অথবা তণ্ডু
লাদি শস্য কিম্বা আর কোন আবশ্যকী দ্রব্যজাত দিয়াছে কিম্বা লোকদিগের দ্রব্যাদি
লুটপাটকরণের বিষয়ে অপরাধির সহায়তাজনক কিম্বা অপরাধি ধরা না পড়িতে
পারিবার মত স্পষ্টতঃ কোন কর্ম্মান্তর করিয়াছে অথবা নজর ও ভেটী সেলামীরূপে
নগদ টাকা কিম্বা কোন দ্রব্য অপরাধির স্থানে লইয়াছে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে
এমত কর্ম্মকরণের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইহার জওয়াব অর্থাৎ উত্তর দিবার কারণ
তলব করেন্ পরে যদি বিনাপক্ষপাতে যথার্থ বিচারানুসারে এমত দুষ্কর্ম্মকরণের
কথা তাহার প্রতি প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে ঐ অপরাধী
জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা সদরী ইজারদারদিগের মধ্যহইতে কোন জন হই
লে উপরের ধারার লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত তাহার জমীদারীর ও ইজারার অধি
কারভূমিসকল ক্রোককরণের হুকুম দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ক্রোকের হুকুম
দেওনের পূর্ব্বে সে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজু
রে পাঠান্ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য কেননা ঐ আদালতের সাহেবলোক অপরা
ধের কথা প্রমাণ কি অপ্রমাণের দৃষ্টে আপনারদিগের বিহিত বিবেচনামতে সেই
হুকুমকেই দৃঢ় কিম্বা রদ করেন্ এবং জানা কর্ত্তব্য যে নিজামৎ আদালতের সাহেব
লোক ঐ হুকুমকে দৃঢ় করিতে হইলে কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্ত ও সে বি
ষয়ে আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া শাস্তির হুকুমদেওনের
কিম্বা তাহা পরিবর্ত্ত অথবা ক্ষমা করিবার অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল
বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ ইতি।

## ১৫ ধারা।

উপরের লিখিত প্রমাণ হওয়া অপরাধি ব্যক্তি হজুরী জমীদার না হইলে তাহার প্রতি যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ হয় সে ব্যক্তি যদি ভূম্যধিকা
রী কিম্বা হজুরী ইজারদার না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার অপ
রাধের ভাবদৃষ্টে এই আইনের ১৩ ধারার উক্ত শাস্তির অতিরিক্ত যে কিছু জরীমা
না কিম্বা কয়েদের হুকুমদেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহা দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ
অতিরিক্ত শাস্তির হুকুম জারীকরণের পূর্ব্বে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন করা মি
সিলের রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেবে
রা সে হুকুমকে দৃঢ় করা অথবা স্থগিত কিম্বা পরিবর্ত্ত অথবা নিবর্ত্ত করা ইহার যাহা
আপনারদিগের বিবেচনাতে বিহিত ও ন্যায় বিচারসঙ্গত বুঝেন্ তাহা করেন্ আর
যদি ঐ অপরাধী সরকারের কোন কার্য্যভারাক্রান্ত হয় তবে ঐ সাহেবলোক মোক
দ্দমার বৃত্তান্তবিবেচনা ও অনুধাবনপূর্ব্বক ঐ অপরাধিকে তাহার কর্ম্মহইতে তগীর

অর্থাৎ অবসরকরণের যোগ্য বুঝিলে এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত ও বিহিত হয় চলিত আইনানুসারে তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

## ১৬ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে২ ফিরিস্তির হুকুম আইনসকলের মধ্যে লেখা গিয়াছে তদ্ব্যতিরিক্ত ডাকাইতের সরদারদিগের এবং আর২ যে সকল লোকের নামে এ আইনের লিখনানুসারে ইশ্তিহারনামা জারী হইয়া থাকে তাহারদিগের ইসমনবিসীর আর এক স্বতন্ত্র ফিরিস্তি নীচের লিখিত নক্সামতে প্রস্তুত করিয়া আপন২ দফ্তরেতে রাখেন্ ইতি।

যে সকল ডাকাইতের নামে ইশ্তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহারদিগের ইসমনবিসীর স্বতন্ত্র এক ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবার কথা।

| ইশতিহারনামার তারিখ। | যাহার নামে ইশ্তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহার নাম। | ধরা পড়িবার কিম্বা হাজির হইবার অথবা মরণের তারিখ। | দায়েরসায়েরী আদালতের হুকুম। | নিজামৎ আদালতের চূড়ান্ত হুকুম। | চূড়ান্ত হুকুমের তারিখ। |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## ১৭ ধারা।

ঐ ফিরিস্তির নকল সুন্দররূপে মোকাবিলা ও শুদ্ধ হইলে পর প্রতিমাসের ১ তারিখে নিজামৎ আদালতে পাঠান কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের নামে ইশ্তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহারদিগের নাম ছোটবড় সকল লোকেতে জানিতে পারিবার নিমিত্তে ইশ্তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কাল অতীত হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে সর্ব্বদাই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে ঐ ইশ্তিহারনামার নকল টাঙ্গান থাকে ইতি।

ঐ ফিরিস্তির নকল নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার ও ছোটবড় সকল লোককে জানাইবার কারণ তাহা ফৌজদারী কাছারীতে টাঙ্গান থাকিবার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. Turnbull,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ১০ দশম আইন।

পোলীসের কার্য্যে এক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিযুক্ত করিবার এবং ঐ সাহেবের ক্ষমতার নিরূপণ ও বিবরণের আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের তারিখ ২৮ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৩ সালের ৯ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত সুবার পোলীসের সিরিস্তার অর্থে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে কএক প্রকরণব্যতিরেকে যাহাতে বিশেষ করিয়া সাধারণ ক্ষমতার হুকুম হইয়াছে এবং জিলা চব্বিশপরগনা ও তাহার নিকটবর্ত্তি অন্যং জিলার সম্পর্কীয় কলিকাতা শহরের আশপাশের কোনং স্থানছাড়া যাহার বন্দোবস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৭ আইনের হেতুবাদের লিখনানুসারে জুষ্টিস্ পীস্ খ্যাতিতে খ্যাত অর্থাৎ পোলীসসম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্মের বন্দোবস্তের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে আরং মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের মত ক্ষমতার্পণ হইয়াছে পোলীসের আর সমস্ত ব্যাপারকর্ম্মেতে সমস্ত জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও পোলীসের সকল আমলালোক এবং তাঁহারদিগের তাবে সমস্ত লোকদিগের আপনং হুকুমের ব্যাপ্য স্থানসকলেতে অসাধারণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে কিন্তু এ সরকারভিন্ন আরং সরকারের কর্ম্মচলনের নীতি ও দাঁড়ার দৃষ্টে বিহিত বোধ হইতেছে যে অপরাধিগণকে ধরিবার অর্থে এবং সরকারের রাজ্যের সুধারা ও সুব্যবস্থা এবং ভাল বন্দোবস্ত চিরকাল স্থিরতর ও সাব্যস্ত থাকিবার নিমিত্তে এবং রাজ্যের সমস্ত লোকেরা নিরুদ্বেগে ও স্বচ্ছন্দে থাকিবার কারণ পোলীসের কর্ম্ম চালাইবার অর্থ আবশ্যক সময়ে হুজুরহইতে কএক সুদাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হয় যে যখন পোলীসের আমলাদিগের শ্রম ও যত্ন বিফল ও ব্যর্থ বোধ হয় তখন এদেশের নানা দিগহইতে সে সকল সম্বাদ কলিকাতার মধ্যে বিশেষ এক সিরিস্তাতে একত্র হওনেতে উত্তমং নূতন দাঁড়াসকলের নক্সা নির্দ্দিষ্ট ও সুন্দররূপে তাহা জারীহওনের হেতু হইতে পারে এবং সুবে বাঙ্গালার অনেকং জিলাতে যে সকল ডাকাইতেরা এখনপর্য্যন্ত ডাকাইতী ও লুঠপাট করিতেছে পোলীসের কর্ম্মের ভারে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিলে বিশেষতঃ ঐ ডাকাইতদিগের তত্ত্ব ও সন্ধান ও ধরা যাইবার গতিক ও প্রকার হেতুবাদ।

বুঝা যাইতে পারে অতিসুন্দররূপেই এমত সমাচারাদিও পাওয়া যাইবেক এবং উপায় ও উদ্যোগ হইবেক এবং ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভারাক্রান্ত সাহেবকে বিষয় বুঝিয়া তাঁহার আপন পরামর্শমতে জিলা ও শহরের সাহেবদিগের সহযোগে কিম্বা তাঁহারদিগের সহযোগব্যতিরিক্ত কর্ম্মকার্য্য করিবার ক্ষমতার্পণ করিলে অপরাধের যথার্থ বেওরা প্রকাশহওনে এবং অপরাধের অপবাদী ও যাহারদিগের প্রতি অপরাধের সন্দেহ হয় এমত সকল লোকদিগের ধরা যাওনেতে অতিশয় গুণ দর্শিবেক অতএব এ বিষয় সফল হওনাবধানে আবশ্যক বুঝা গেল যে ঐ সাহেব কলিকাতার জুষ্টিস্ পীস্ সাহেবদিগের মধ্যে এক জন হন্ একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানির চাকর সাহেবলোকহইতে এক সাহেব কলিকাতা শহরের জুষ্টিস পীস্ ও চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবার কথা।

যে সাহেবলোকেরা এক্ষণে শহর কলিকাতার জুষ্টিস্ পীস্ ও চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটের ভারাক্রান্ত এবং কেবল কলিকাতাশহর ও তাহার আশপাশের স্থানাদির পোলীসের কার্য্যক্ষমতা রাখেন্ ঐ২ সাহেবব্যতিরিক্ত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যহইতে আর এক সাহেব কলিকাতাশহরের জুষ্টিস্পীস্ এবং চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট্ এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ভারে নিযুক্ত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

জুষ্টিস পীসের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যে২ দাঁড়া কার্য্যোপদেশক হইবেক তাহার কথা।

জুষ্টিস্পীসের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যে২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট ও চলিত আছে ঐ ভারের কর্ম্মকার্য্য চালাইতে সেই সকল দাঁড়া আপন কার্য্যোপদেশ জানা কর্ত্তব্য ইতি।

৪ ধারা।

চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটী ভারের কর্ম্ম যে দাঁড়ামতে চলিবেক তাহার কথা।

জিলা চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্য চালাইবার নিমিত্তে উচিত যে দুই জন আসিষ্টাণ্টসাহেবের সহকারিতাতে চলিত দাঁড়ানুক্রমে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইতি।

৫ ধারা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী ভারানুসারে যে২ স্থানে ও যে২ কার্য্যে ক্ষমতা বর্ত্তিবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ভারানুসারে ঐ ভারসম্পর্কীয় উপস্থিত কর্ম্মাদি এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের সম্পর্কীয় দায়েরসায়েরীর ব্যাপ্য জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের সহযোগে নির্ব্বাহের ক্ষমতা বর্ত্তিবেক ইতি।



৬ ধারা।

### ৬ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতা আছে যে আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়া ও নক্সামতে স্বেচ্ছাক্রমে হয় আপন আমলার দ্বারা কিম্বা সরকারের অন্য২ কার্য্যকারকদিগের দ্বারা ওয়ারিন ও অন্য হুকুমনামা জারী করেন্ অতএব জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের এবং তাহারদিগের তাবে সমস্ত লোকদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তরফহইতে মোহর ও দস্তখৎসহিতে যে ওয়ারিন ও যে কোন হুকুমনামা হয় তাহা জারীকরণের বিষয়ে ঐ সাহেবের আমলা লোকের সহায়তা করেন্ যদি কোন ব্যক্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের এমত২ হুকুম জারীকরণেতে কোন প্রকার আজ্ঞালঙ্ঘন করে তবে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের হুকুমনামা জারীকরণেতে আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে যে শাস্তি উপযুক্ত হয় সে ব্যক্তি সেই শাস্তির যোগ্য বুঝা যাইবেক ইতি।

ওয়ারিন ও হুকুমনামা জারীকরণেতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতার কথা।

### ৭ ধারা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে আপন ভারসম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্মনির্ব্বাহার্থে সরকারের সমস্ত সিরিস্তার কার্য্যকারক লোকদিগের স্থানে নির্দ্ধারিত মত অগোপনে কিম্বা গোপনে লিখনপত্র পাঠাইতে ও আনাইতে পারিবার অনুমতি আছে অতএব সমস্ত কার্য্যকারকদিগের প্রতি হুকুম আছে যে এমত২ কর্ম্মের বিষয়ে তাঁহারা যে২ সমাচার পান্ তাহা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ বরং ঐ ভারের মর্ম্ম ও ফলসিদ্ধিহওনার্থে সর্ব্বপ্রকারে একবাক্য হইয়া যথাসাধ্য ঐ সাহেবের সহায়তা ও সহকারিতা করেন্ ইতি।

লিখনপত্র পাঠাইতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতার ও ঐ সাহেবকে সমাচার দিতে ও তাঁহার সহায়তাতে সরকারের কার্য্যকারক লোকের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

### ৮ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন ভারের সমস্ত কর্ম্মকার্য্যের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত যাঁহার দ্বারা পাঠাইবার নিরূপণ আছে তাঁহার দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ আর হজুরহইতে তাঁহার কার্য্যোপদেশ নিমিত্তে যে হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব প্রয়োজনমতে আপন ভারের কর্ম্মাদির কৈফিয়ৎ হজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

### ৯ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরো কর্ত্তব্য যে পোলীসসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যকর্ম্মেতে আপনাকে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে জ্ঞান করেন্ আর যে কোন বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত দাঁড়া ও সরকারের হুকুমসকলের মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম না হইয়া থাকে সে বিষয়েতে ঐ সাহেবদিগের হুকুম ও অনুমতিক্রমে কার্য্য সমাধা করেন্ ইতি।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরো তাবে থাকিবার কথা।



১০ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ১০ দশম আইন।

### ১০ ধারা।

ইং° ১৮০২ সালের ২ আইনের ২৭ ধারা এই ধারানুসারে রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের ২৭ ধারানুসারে শহর কলিকাতা ও জিলা চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা রসুম পাইতেন এক্ষণে এই ধারানুসারে ঐ ধারার লিখিত মর্ম্ম রদ ও রহিত হইল ইতি।

Vol. IV. 456.

সমাপ্ত।

A True Translation,
M. H. TURNBULL,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

ইম্বলীদ জায়গীরদারদিগের অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের প্রকৃত যে রাজস্ব দিতে হয় তাহার বিষয়ে কএক দাড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের তারিখ ২৮ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৩ সালের ৯ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে জায়গীরদার ইম্বলীদদিগের অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের যে রাজস্ব দিতে হয় তাহার অথে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনের ৫ ধারার ৯ প্রকরণেতে এমত লেখা গিয়াছে যে ৫ পাচ বৎসর অতীত হইলে পর কালেকটরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ৪ চতুর্থ নিয়মের লিখিত মালিকানার অঙ্ক মৌকুফ অর্থাৎ রহিত করিয়া ঐ জায়গীরের ভূমির মত অন্য ভূমিহইতে সেখানকার জিলাতে যত রাজস্ব পাওয়া যায় তাহার তিন অংশের দুই অংশ ঐ জায়গীরের ভূমির প্রতি রাজস্ব ধার্য্য করেন আর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণেতেও ইহা লেখা গিয়াছে যে ৫ পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পর মালিকানার অঙ্ক মৌকুফ হইয়া সম্বৎসরে যে উৎপন্ন হইবেক তাহার পাঁচ ভাগের ২ দুই ভাগ জিনিসে কিম্বা নগদে যাহা উভয়মধ্যে ধার্য্য পায় তাহাই সেই ভূমির অধিকারির স্বত্ব ঠাহরিবেক এতাবতা ন্যায্য পাওনা হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শেষের লিখিত ঐ দাঁড়ার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য ইহা ছিল না যে জমীদারদিগকে ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের যত করিয়া রাজস্ব দিতে হয় তাহাহইতে কোন প্রকারে কিছু অতিশয় হয়। আর ইম্বলীদের ভূমি জমীদারদিগের প্রকৃত মালগুজারীর জমার বন্দোবস্তের মধ্যে ভুক্ত হয় নাহি অতএব ইহাতে অতিশয়ের তাৎপর্য্যের ভাব্যভাবনা সুতরাং কোন প্রকারে এ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের অন্তঃকরণে হইতে পারে না বরং সেখানকার জিলাতে ঐ জায়গীরের ভূমির মত অন্য ভূমিহইতে যে উৎপন্ন হয় তাহার তিন ভাগের দুই ভাগের সমান যতকে হয় তাহার সখ্যাঠাহরা ও নির্ণয়করা যদি দুষ্কর হয় এই অনুমানে এবং পূর্ব্বের দাঁড়াক্রমে যে ফলোদয় হইত ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণে যে দাঁড়া স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে তাহা জারীকরণেতেও অপ্রচ্ছেদে সেই ফল দর্শিবেক এই ভাবার্থে পূর্ব্বের দাঁড়াসকলের ফেরফার করা গিয়াছিল কিন্তু হজুরে যেং সমাচার পঁহুছিল তাহা পাওনেতে এ সরকারের

কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বোধ হইতেছে যে কোন২ প্রকারেতে ঐ ফলোদয় হয় না একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি যে সকল জিলাতে ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের থানা আছে কিম্বা উত্তর কালে হয় সে সকল জিলায় জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ২ ধারা।

ইন্বলীদলোকের উত্তরাধিকারিদিগের যে রাজস্ব দিতে হয় বোর্ড রেবিনিউর হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবেরা তাহার ধার্য্য করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৪সালের ১ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত কাল অতীত হইলে পর যে২ জিলাতে ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের থানা থাকে সে সকল জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের আবশ্যক হইবেক যে জায়গীরদারদিগের উত্তরাধিকারিগণের তাহারদিগের ভোগদখলে জায়গীরের যে ভূমি আছে তাহার নিমিত্তে যে রাজস্ব জমীদারদিগকে দিতে হয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের অনুমতি ও হুকুমমতে তাহার ধার্য্য করেন্ ইতি।

## ৩ ধারা।

যে দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কালেক্টরসাহেবেরা রাজস্ব ধার্য্য করিবেন তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ রাজস্ব ধার্য্যকরণের সময়ে এই আইনের হেতুবাদের লিখিত দাঁড়ার অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তদনুসারে কার্য্য করেন্ কেননা জায়গীরের ভূমির মত সে জিলাতে অন্য যে২ ভূমি আছে তাহার রাজস্বের যথার্থ হার যত করিয়া হয় তাহা বুঝা গেলে তাহার তিন অংশের দুই অংশের সমান অঙ্ক যতকে হয় তত করিয়া ঐ জায়গীরের ভূমির রাজস্ব তাহার অধিকারির স্বত্ব ঠাহরিবেক এতাবতা ন্যায্য পাওনা হইবেক আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের তরফহইতে জমীদার ও ঐ প্রকার ইজারদারদিগের মধ্যে এ বিষয়ে যে নিয়মের ধার্য্য হয় যাবৎ ভূমিতে তাহারদিগের অধিকার থাকে তাবৎ তাহাই বহাল ও স্থিরতর বুঝা যাইবেক ইতি।

## ৪ ধারা।

জমীদারের তরফহইতে ইন্বলীদের উত্তরাধিকারির নামে হওয়া নালিশের বিচার নিষ্পত্তি কালেক্টরসাহেবের ধার্য্য করা রাজস্বের দৃষ্টে সমস্ত আদালতের সাহেবদিগের করিতে হইবার কথা।

সমস্ত আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি জমীদারদিগের তরফহইতে ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য সিপাহীলোকের উত্তরাধিকারিদিগের নামে জায়গীরের ভূমির রাজস্বের নালিশ উপস্থিত হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবদিগের তরফহইতে যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ আর উপরের ধারাসকলের লিখনমতে যাবৎ কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে এ বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়া থাকে তাবৎ এপ্রকার কোন দাওয়ার মোকদ্দমা শ্রবণ ও গ্রাহ্যের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি কালেক্টরসাহেবেরা উপযুক্ত সময়ে তাহার ধার্য্যকরণেতে বিলম্ব করিয়া থাকেন্ আর সেইহেতুক জমীদারদিগের পক্ষে কিছু ক্ষতি ও ব্যামোহ হইয়া থাকে তবে ঐ জমী

উপযুক্ত সময়ে রাজস্ব ধার্য্য না হইলে জমীদার



দারদিগের

দারদিগের ক্ষমতা আছে যে এ বিষয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিত করে পরে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে এপ্রকার নালিশের বিচার অতিশীঘ্র করেন্ ইতি।

দিগেতে যে ক্ষমতা বর্ত্তে তাহার কথা।

Vol. IV. 459.

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. WALKER,
*Translator of Regulations,*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

সদর আপীলের যোগ্য সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার প্রথমতঃ মফঃসল আপীল আদালতে হওনার্থে এবং যে সকল মোকদ্দমার আপীল হইয়া থাকে তাহার ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে এক প্রকার ক্ষমতাপণের কারণ এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের তারিখ ৩০ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ১৭ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ২৭ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ১৭ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ১৩ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৩ সালের ১১ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে যত মোকদ্দমা প্রথম বিচারের নিমিত্তে মফঃসল আপীল আদালতে অর্পণ হয় তাহাব্যতিরিক্ত এবং পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার দাওয়ার যত স্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমা কমিসানর এতাবতা মুনসেফ দিগের শুনিবার যোগ্য সে সকল মোকদ্দমাভিন্ন আর সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিত আইনের দাঁড়ামতে জিলা ও শহরের আদালতে প্রথম বিচারের নিমিত্তে উপস্থিত হয় আর জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তি করা সমস্ত মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে আর ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক সংখ্যার দাওয়ার মোকদ্দমা হইলে তাহার সানী অর্থাৎ দ্বিতীয় আপীল সদর দেওয়ানী আদালতেও হইতে পারে কিন্তু এই সকল মোকদ্দমার দ্বিতীয় আপীলহওনেতে বিরোধের বড়ং জমীদারী ও বহুমূল্য দ্রব্যসকলের দাওয়ার মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তিহওনেতে প্রায় সর্ব্বদা এত কালবিলম্ব হয় যে সেহেতুক ঐ সকল বস্তুর স্বত্বাধিকারি ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমূহ হানি ও ক্ষতি হয় এবং বিশেষ কোন ফলোদয়ব্যতিরিক্ত উভয়পক্ষের খরচা দ্বিগুণ হয় এবং জিলা কিম্বা শহরের আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালতহইতে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় যাবৎ ঐ ফয়সালার দ্বারা তাহার আপীলকরণের ক্ষমতা থাকে তাবৎ ঐ ডিক্রীর হওয়া হুকুম প্রায় সর্ব্বদা আপনার প্রতি স্বীকার করিয়া লয় না আর চলিত আইনানুসারে আপেলাণ্টদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে চূড়ান্ত এতাবতা শেষ ডিক্রী জারীহওনের নিমিত্তে যদি মাতবর জামিন দেয় ঐ চূড়ান্ত অর্থাৎ শেষ হুকুমহওনকালপর্য্যন্ত সেই বিরোধের বস্তুসম্পত্তি তাহারদিগের ভোগ দখলে থাকিবেক এইহেতুক তাহারা কেবল বিরোধীয় বস্তু আপন ভোগদখলে



রাখিবার

রাখিবার কারণ এবং সেই বস্তুর স্বত্বাধিকারি ব্যক্তির হানি ও ক্ষতির মনস্থে অনেক২ সময়ে অনর্থক ও মিথ্যা আপীলসকল করে অতএব এ কুপদ্য উঠাইয়া দেওনের মনস্থে ইহা আবশ্যক বুঝা গেল যে যে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য কোন স্থাবর বস্তু পাওনের অর্থে ডিক্রী হয় সে যদি এই ফয়সালার আপীলেতে যে ডিক্রী হইবেক সেই ডিক্রী জারীহওনের অর্থে আইনের নির্ণীত জামিন দিতে পারে তবে আপীল হইলেও ঐ ডিক্রীর বস্তুতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দখল দেওয়ান যায় কিন্তু কোর্ট আপীলের সাহেব কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত শেষ নিষ্পত্তি হওনকালপর্য্যন্ত বিরোধের ঐ বস্তু আপেলাণ্টের ভোগদখলে থাকা উচিত বুঝিলে পূর্ব্বের ঐ ব্যক্তি দখল পাইবেক না এবং উপরের কথাসকলের দৃষ্টে ইহাও বিহিত বুঝা গেল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য সমস্ত মোকদ্দমার প্রথম বিচারের ভার মফঃসল আপীল আদালতসকলে দেওয়া যায় কেননা ইহাতে এমত২ মোকদ্দমার উভয় বিবাদির পক্ষে যে ফলোদয় হইবেক তাহাব্যতিরিক্ত জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ম্মের অল্পতাহেতুক কিছু অবকাশপাওনেতে তাঁহারদিগের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহার নিষ্পত্তিও অতিশীঘ্র হইবেক এমত আশাও আছে এবং যে সকল সাক্ষিদিগের নিবাস মফঃসল আপীল আদালতের স্থানহইতে দূরে হয় তাহারদিগের দুঃখ ও ক্লেশ নাপাওনের মনস্থে এবং ঐ মফঃসল আপীল আদলতসকলেতে কর্ম্মাদির অতিশয় বাহুল্য না হওনের অর্থে ইহাও আবশ্যক বুঝা গেল যে জিলা ও শহরের আদালতে কিম্বা কোর্ট আপীলের যে জজসাহেব ছয়মাসিয়া ভ্রমণে জিলাসকলেতে যান্ তাঁহার দ্বারা সাক্ষিগণের জোবানবন্দী করাইবার ক্ষমতা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেদিগকে দেওয়া যায় এই সকল কথার দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল এই আইনের তারিখ অবধি কলিকাতার হুকুমতের ব্যাপ্য সমস্ত শাসিত দেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সরাসরী বিচারভিন্ন যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয় পাঁচ হাজার টাকার অধিক তাহার প্রথম বিচার জিলা ও শহরের আদালতে হওনের বিষয়ে চলিত আইনের যত দাঁড়ার মত বর্ত্তে এই ধারানুসারে সে সকল

সরাসরী বিচারভিন্ন অন্য যে সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাহইতে অধিক এতাবতা মালগুজারীর যে২ ভূমির সম্বৎসরের আন্দাজী উৎপন্ন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার লিখনমতে পাঁচ হাজার টাকাহইতে অধিক হয় তাহার মোকদ্দমা কিম্বা লাখেরাজী অর্থাৎ নিষ্করসম্পর্কীয় যে সকল ভূমির সম্বৎসরের আন্দাজী উৎপন্ন পাঁচ শত টাকার অধিক অথবা বাটী কিম্বা পুষ্করিণী কিম্বা বাগাৎ অথবা অন্য নানা প্রকার স্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা পাঁচ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ হয় অথবা নগদ কি জিনিস যাহার সংখ্যা কি মূল্য পাঁচ হাজার টাকাহইতে অধিক এই২ মত সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ

 জিলা

জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের বিষয়ে চলিত আইনের দাঁড়াসকলের যে সকল দাঁড়া সম্পর্ক রাখে এক্ষণে সেই সকল দাঁড়ার লিখিত কথা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

দাঁড়া রদ ও রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে সরাসরী বিচারভিন্ন অন্য যে সমস্ত ভূমি কিম্বা বাটী অথবা আর২ স্থাবর বস্তুসম্পত্তির বিষয়ী যে দেওয়ানী মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা উপরের প্রস্তাবিত ধারার নির্ণীত মতে পাঁচ হাজার টাকাহইতে অধিক হয় সে সকল মোকদ্দমা উপস্থিতহওনের এবং বিচার ও নিষ্পত্তিপাওনের বিষয়ে যে২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ঐ সকল মোকদ্দমার প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তি যে প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের ব্যাপ্যাধিকারে সেই দাওয়ার ভূমিইত্যাদি থাকে সেই প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে হইবেক এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত মোকদ্দমা যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের ব্যাপ্যাধিকারে তাহার দাওয়ার হেতু জন্মিয়া থাকে কিম্বা নালিশের সময়ে আসামীর বসতবাস তথায় থাকে সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টে বিচার হইবেক ইতি।

সরাসরীভিন্ন পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধ সংখ্যার দাওয়ার সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার মফঃসল কোর্ট আপীল আদালতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলের নালিশের আরজী আইনের নির্দ্ধারিত রসুম ও জামিনীর সহিত প্রবিন্স্যাল কোর্টে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু যদি কোন২ হেতুপ্রযুক্ত উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী যে জিলার অধিকারে বসতবাস করে সেই জিলার আদালতে রসুম ও জামিনী দাখিলকরা আপনারদিগের পক্ষে ভাল বুঝিয়া গোচর করায় আর প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের বিবেচনাতে তাহা বিহিত বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে ঐ রসুম ও জামিনী লওনের নিরূপিত মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কালের কথাসম্বলিত সেই জিলার জজসাহেবকে দাখিল করিয়া লওনের বিষয়ে সমাচার লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলের নালিশের আরজী জামিনী ও রসুমের সহিত মফঃসল কোর্ট আপীলে দিতে হইবার কিন্তু কোন২ মতে কোর্টের সাহেব জিলা ও শহরের আদালতে দাখিল করিতে অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দাওয়ার বিষয় পাঁচ হাজার টাকার অধিক নহে ইহা বলিয়া যদি কোন ফরিয়াদী কোন জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করে আর আসামী ইহা অস্বীকার করিয়া তাহার জওয়াবে এ কথা জানায় যে দাওয়ার বিষয়ের উৎপন্ন কিম্বা মূল্য অথবা সংখ্যা এত যে তাহাতে এই আইনের লিখিত কথানুসারে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য নহে তবে ঐ আদালতের সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিচারের পূর্ব্বে এ কথার এমত জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্যানুসন্ধান করেন্ যে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের শুনিবার যোগ্য বটে কি না ইহা স্পষ্ট বোধ হয় পরে যেমত বুঝেন্ তদনুরূপ হুকুম তাহাতে লিখেন্ পরে যদি ইহাতে উভয় বিবাদির কেহ অসম্মত হয়

এই আইনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিচারহওনের উপযুক্ত বটে কি না এ বিষয়ে যে বিরোধ হয় তাহার নিষ্পত্তিহওনের মতের কথা।

হয় সে ব্যক্তি প্রবিন্সাল কোর্টে ইহার আপীল করিতে পারে এমত ক্ষমতা আছে আর ঐ প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতহইতে এ বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত এতাবতা পূরা বুঝা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি আসামী ফরিয়াদীর নালিশের প্রথম জওয়াবেতে এ বিষয়ে কোন ওজর স্পষ্ট না করে অর্থাৎ না জানায় তবে তাহার পর সে ওজর শুনা যাইবেক না আর এইমত জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের এইমত কৃত নিষ্পত্তির আপীল এক মাসের মধ্যে না করিলে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের প্রত্যয় নিমিত্তে নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করিতে পারণের কোন বিশিষ্ট হেতু গোচর করাণব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকারে তাহার আপীল মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

কোন মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে শুনিবার উপযুক্তহওয়া না হওয়াতে জিলা ও শহরের জজসাহেব কোন হুকুম দিলে তাহার আপীলের আরজী যথায় দিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের আদালতে শুনিবার ও বিচার করিবার যোগ্য বটে কি না এ বিষয়ে জিলা কি শহরের জজসাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার আপীলের আরজী সেই জিলা কি শহরের আদালতে এতাবতা যে আদালতের নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া আপীল করিতে চাহে অথবা সেই জিলার সম্পর্কীয় প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে আপেলাণ্টের ইচ্ছামতে ইহার যেখানে হয় সেই খানে দাখিল হইবেক আর ইহার প্রথম প্রকারেতে ঐ জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আরজী ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র ও রোয়দাদের সহিত শীঘ্র কোর্ট আপীল আদালতে পাঠাইয়া দেন্ যে সে মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি কোর্টের সাহেবলোকেরা করেন্ আর ঐ বিষয়ে কোর্টের নিষ্পত্তির হুকুম পঁহুছিবাপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ বিচারঅপেক্ষায় রাখেন্ ইতি।

আর যদি সেই আরজী জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হয় তবে সেই আদালতের সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

এমত আপীলের রসুমের বিষয়ে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার ১।২ প্রকরণের প্রস্তাবিত আপীলের রসুম কিছুই লওয়া যাইবেক না আর উকীলদিগের মেহনতানার খরচা তাঁহারা যেমত শ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন্ তাহার দৃষ্টে এই নিয়মে যে যাহাতে উকীলেরদিগের নিরূপিত মেহনতানার রসুমের চতুর্থাংশের অধিক না হয় তাহা কোর্ট আপীলের সাহেবলোক আপনারদিগের বিহিত বিবেচনামতে যে ব্যক্তি নালিশের বিষয়ে মিথ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহার স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।

## ৫ ধারা।

প্রবিন্সাল কোর্টে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা প্রথমতঃ তথায় বিচারহওনের যোগ্যহওয়া না হওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষের যে বিরোধ তাহার নিষ্পত্তিহওনের মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রবিন্সাল কোর্টে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের কোন মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী যদি কহে যে আমার দাওয়ার বিষয় পাঁচ হাজার টাকার অধিক আর আসামী ইহা অস্বীকার করিয়া তাহার জওয়াবেতে ঐ দাওয়ার বিষয়ের উৎপন্ন কিম্বা মূল্য অথবা সংখ্যা জিলা ও শহরের আদালতে প্রথমতঃ ঐ মোকদ্দমা বিচারহওনের উপযুক্ত জানায় তবে এমতে প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদা



লতের

লতের কি প্রবিন্স্যাল কোর্টের বিচারের যোগ্য ইহা যাহাতে তথ্য ও নিশ্চয় বোধ হয় এমত জিজ্ঞাসাবাদ ও সুন্দর সন্ধানানুসন্ধান করেন্ আর প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবলোকেরা এ বিষয়ে যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত অর্থাৎ পূরা বুঝা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে আসামী যদি ফরিয়াদীর নালিশের প্রথম জওয়াবেতে এ বিষয়ে কোন ওজর না গোচর করায় তবে তাহার পরে তাহা শুনা যাইবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবলোক উপরেরর প্রস্তাবিত কোন মোকদ্দমাতে যদি এমন নিষ্পত্তি করেন্ যে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে শুনিবার যোগ্য তবে ফরিয়াদী যে রসুম দাখিল করিয়াছিল তাহা সে ফিরিয়া পাইবেক এবং আপন মোকদ্দমার নালিশ পুনর্ব্বার নূতন করিয়া জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবেক আর যদি প্রবিন্স্যাল কোর্টের উকীলেরদিগহইতে ঐ মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াব করাইয়া থাকে তবে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উকীলদিগের মেহনতানার রসুম যাহা উচিত বুঝেন্ মোকররী অর্থাৎ নিরূপিত রসুমের চতুর্থাংশের অধিক না হয় এই নিয়মে রসুম দিতে ফরিয়াদীর প্রতি হুকুম করেন্ ইতি।

ঐ মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে বিচারহওনের বিষয়ে নিষ্পত্তি হইলে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া তথাকার আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরাসরী বিচারভিন্ন এই আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমাসকলের ন্যায় যত মোকদ্দমা এই আইন জারীহওনের পর্ব্বে জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার সমুদয় কাগজপত্র ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দীহওয়া সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া এমত প্রস্তুত হইয়া থাকে যে তাহার নিষ্পত্তিহওনেতে কোন প্রকার আটক ও বাধা নাহি এই আইনের লিখিত দাঁড়া সে সকল মোকদ্দমার বিচার সেই আদালতে হওনের নিষেধক হইবেক না তদ্ব্যতিরিক্ত এই আইনের ২ ধারার উক্ত আর যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কোন জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া জের তজবীজে থাকে সে সকল মোকদ্দমা সেই জিলার সম্পর্কীয় প্রবিন্স্যাল কোর্টে পাঠান যাইবেক আর উভয় বিবাদিকে আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে কোর্ট আপীল আদালতে হাজির হইতে সমাচার দিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সম্প্রতি জিলা কি শহরের আদালতে এই আইনের লিখিত মতানুযায়ী যে কোন মোকদ্দমা রুবকার অর্থাৎ উপস্থিত আছে তাহাতে যদি জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের দেওয়া সমাচারে কিম্বা উভয় বিবাদির মধ্যে কাহার কথাক্রমে এমত বোধ হয় যে যদি সে মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি ঐ আদালতে সম্যক প্রকার প্রস্তুত হয় নাহি কিন্তু তথাপি এপর্য্যন্ত হইয়া রহিয়াছে যে মোকদ্দমার প্রথম বিচার সেই আদালতেই হওয়া উচিত বুঝা যাইতেছে তবে এমতে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের

এই আইনের ২ ধারার উক্ত মত যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে জের তজবীজে থাকে তাহার যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তথাতেই হইবেক তাহার কথা।

বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্টে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

আপনারদিগের বিহিত বিবেচনামতে ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার বিচার সেই আদালতে হওনের হুকুম দেন এমতে জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ সাঙ্গোপাঙ্গ করিয়া এই আইন জারী না হওনের মতে নিষ্পত্তি করেন ইতি।

জিলা ও শহরের আদালতহইতে প্রবিন্সাল কোর্টে পাঠান মোকদ্দমাসকলের রসুমের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারার লিখিত মতানুসারে জিলা ও শহরের আদালতসকলহইতে যে মোকদ্দমা প্রবিন্সাল কোর্টে পাঠান যায় ফরিয়াদী যদি সে মোকদ্দমার রসুম ঐ জিলা কি শহরের আদালতে দাখিল করিয়া থাকে তবে পুনর্ব্বার কোর্ট আপীলেতে তাহার স্থানে অতিশয় রসুম লওয়া যাইবেক না আর যদি জিলা কি শহরের আদালতে উকীলদিগের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব অর্থাৎ উত্তরপ্রত্যুত্তর ও কিছু লেখাপড়া করাইয়া থাকে তবে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে দুই আদালতের উকীলদিগের শ্রম ও যত্নের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচারানুসারে তাঁহারদিগের উভয় মধ্যে নির্দ্ধারিত রসুমের অংশহওনের হুকুম মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে দেন ইতি।

উকীলদিগের রসুমের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উকীলদিগের রসুমের বিষয়ে চলিত আইনের মধ্যে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারানুসারে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানান যাইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তি প্রথমতঃ এক উকীলকে নিযুক্ত করিয়া আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের আরম্ভ করাইয়া থাকে তাহার পর ঐ উকীলের ত্রুটির হেতুব্যতিরিক্ত অন্য কোনহেতুক ঐ উকীলের স্থানে অন্য কোন উকীল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কিম্বা অন্য কোন প্রকার মিটমাটহওন কালে নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা সওয়াল ও জওয়াব করাইয়া থাকে এমতে যে আদালতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কি কোন প্রকার সমাধা হয় সেই আদালতের জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রথমতঃ যে উকীল সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিয়া থাকে তাহার শ্রম ও যত্নের দৃষ্টে নির্দ্ধারিত মেহনতানার রসমহইতে যাহা তাহাকে দেওয়ান উচিত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম দেন আর সে উকীল যদি মরিয়া থাকে তবে তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে দেওয়াইয়া দেন ইতি।

৭ ধারা।

সরাসরী বিচারের মোকদ্দমা যত সঙ্খ্যার দাওয়ার হয় এই আইনের কথা তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

সরাসরীভিন্ন অন্য মোকদ্দমাসকলেতে যেমত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৮ আইন এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের লিখিত দাঁড়া সকল সম্পর্ক রাখে সেই মত এই আইনের লিখিত দাঁড়াসকল কেবল ঐ সকল মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ও ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন এবং ১৮০৩ সালের ৩২ আইনানুসারে বেদখলী ভূমি কিম্বা অন্য বস্তুসম্পত্তির প্রতি পুনর্ব্বার দখলপাওনের কারণ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও ১৮০৩



সালের

সালের ২৮ আইনমতে মালগুজারীর বাকী টাকা শীঘ্র উসুলহওনার্থে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় অথবা আইনানুসারে যাহার সরাসরী বিচার করা সঙ্গত যে কোনহেতুক এমত সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় ফল সরাসরী বিচারের সমস্ত মোকদ্দমা তাহার বিরোধি ভূমি কিম্বা অন্য বস্তুসম্পত্তির উৎপন্ন কি মূল্য অথবা সঙ্খ্যা যত হয় পূর্ব্বমত জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত ও বিচারের যোগ্য হইবেক ইতি।

## ৮ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৫ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৯ আইনের ৬ ধারানুসারে বারাণসদেশে চলন হইয়াছে ও তাহার পরেও ঐ আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১৮ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্তদেশাদির বন্দোবস্তের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ১৮ ধারার নির্দ্ধারিত দাড়ামতে উভয়ের এতাবতা ফরিয়াদী ও আসামীর উপস্থিত করা সাক্ষিগণের সাক্ষ্যবাক্য নিজে শুনিতে কিম্বা তাহা শুনিবার অনুমতি আপন রেজিষ্টরসাহেবকে দিতে চলিত আইনানুসারে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে এক্ষণে তদ্ব্যতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে ৪৯ আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত ও জয় করা দেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ২১ ধারার ১ প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরের আদালতসকলের জজসাহেবদিগের যেমত ক্ষমতা আছে সেই মত কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগেরো এই ধারানুসারে ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ সাহেবদিগের অবকাশ না থাকিলে উপরের লিখিত আইনের দাঁড়ামতে আপন আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রত্যয়যোগ্য আমলার প্রতি সাক্ষ্য লইবার হুকুম করিয়া তাহারদিগের দ্বারা সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করান্ ইতি।

সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশ কারণ চলিত আইনের দাঁড়াভিন্ন অন্য দাঁড়ার কথা।

## ৯ ধারা।

কোন প্রবিন্স্যল্ কোর্ট আদালতে যদি কোন সাক্ষির সাক্ষ্যলওয়া আবশ্যক হয় আর তথাহইতে ঐ সাক্ষির বাসস্থান এত দূরে হয় যে তথাহইতে ঐ আদালতে হাজির হইতে হইলে ক্ষতির বিষয় বোধ হয় অথবা অন্য কোনহেতুক সে সাক্ষিকে ঐ আদালতের কাছারীতে আনান প্রবিন্স্যল্ কোর্টের সাহেবদিগের চিত্তে বিহিত বোধ না হয় তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ সাক্ষির বাসস্থান সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবকে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী করিয়া লওনের হুকুম দেন্ আর এমতে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সাক্ষিকে যেং কথার জিজ্ঞাসাবাদ ও সওয়াল অর্থাৎ প্রশ্ন করিতে উচিত ও আবশ্যক তাহার সমাচার সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবকে লিখিয়া পাঠান্ এবং সাক্ষিগণের সাক্ষ্য উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলের সাক্ষাৎ কাছা

প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবেরা যেমতে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী তাহার বাসস্থানের ব্যাপক জিলা কি শহরের জজসাহেবের দ্বারা করাইবেন তাহার কথা।

জোবানবন্দী লওনের মতের কথা।

দ্বীয় বৈঠককালে দেওয়ানী আদালতে সাক্ষির সাক্ষ্যলওনের বিষয়ে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে লওয়া কর্ত্তব্য ইতি।

১০ ধারা।

প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের সাহেবলোক যেমতেতে সাক্ষির জোবানবন্দী দায়েরসায়ের সাহেবের দ্বারা করাইবেন তাহার কথা।

প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের সাহেবদিগের চিত্তে যদি বিহিত বোধ হয় যে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী সেই সাক্ষির বাসস্থানের সম্পর্কীয় জিলায় ঐ কোর্ট আপীল আদালতের যে জজসাহেব দওরা অর্থাৎ ভ্রমণ করিতে যান তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তবে এমতে ক্ষমতা আছে যে নির্দ্ধারিত দাড়ামতে সেই সাহেবের দ্বারা সে সাক্ষির জোবানবন্দী করান্ ইতি।

১১ ধারা।

স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার ডিক্রী জারী না হওনের বিষয়ে চলিত দাড়া স্বপরণ ও পরিবর্ত্তের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্যং স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমায় যাহার উপর এতাবতা যাহার পরাজয়ে ডিক্রী হয় সে যদি ঐ মোকদ্দমার আপীলেতে অন্য যে ডিক্রী হইবেক তাহা জারীহওনের নিমিত্তে প্রথম ডিক্রীর লিখিত বিষয়ের এক বৎসরের উৎপন্নের সঙ্খ্যার নিয়মে মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয় যোগ্য জামিনী দাখিল করে তবে মোকদ্দমার আপীল হইলে প্রথমকার হওয়া ডিক্রী জারী হইবেক না এ বিষয়েতে চলিত আইনসকলের যেং দাঁড়ার লিখিত কথার সম্পর্ক আছে এক্ষণে এই ধারানুসারে সে সকল দাঁড়ার মজমুন অর্থাৎ মর্ম্ম শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা গেল ইতি।

যে ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তুর দাওয়া করিয়া আপন স্বত্ব চাহরিবার বিষয়ে ডিক্রী পায় সে নিরুপিত জামিনী দিলে সে মোকদ্দমার আপীল হইলেও তাহাতে দখল পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি ভূমি কিম্বা বাটী অথবা যে আর কোন স্থাবর বস্তু তাহার ভোগদখলের বহির্ভূত হইয়াছে তাহার স্বত্বের দাওয়াতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিচার হইলে পর সেই বস্তুতে আপন স্বত্ব সাব্যস্তহওনে এতাবতা সেই ভূমিইত্যাদি আপনি পাওনের বিষয়ে ডিক্রী পায় তাহাতে সে মোকদ্দমার প্রথম বিচার জিলা কি শহরের আদালতের অথবা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতেই বা হইয়া থাকে ফল এমতে যে ব্যক্তি ডিক্রী পায় সে যদি দ্বিতীয় ডিক্রী জারী হওনের নিমিত্তে দাওয়ার বস্তু যদি মালগুজারীর ভূমি হয় তবে তাহার এক বৎসরের উৎপন্নের ও নিষ্কর ভূমি হইলে তাহার দশ বৎসরের উৎপন্নের ও বাটী কিম্বা আর কোন স্থাবর বস্তু হইলে তাহার আন্দাজী অর্থাৎ আনুমানিক মূল্যের তুল্য সঙ্খ্যায় মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য জামিনী দাখিল করে তবে সে মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হইলেও প্রথম ডিক্রীর লিখনমতে সে ব্যক্তি ঐ বস্তুতে দখল পাইয়া ভোগ করিতে পারিবেক ইতি।

যে আদালতে মোকদ্দমার আপীল হয় তথাকার সাহেব ঐ বস্তু কোন হেতুক আপেলাণ্টের দ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপীল যে আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে ঐ বিরোধের বস্তু আপীলের অবস্থাতে কোন বিশেষহেতুক আপেলাণ্টের ভোগদখলে থাকা রহিত



বোধ

বোধ হয় তবে সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে উপরের লিখিত মতে এক কেতা জামিনী লইয়া ঐ বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখান্ ইতি।

খলে থাকা উচিত বুঝিলে তাহার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মালগুজারীর ভূমি আপীলের কালে আপেলাণ্ট কি রিস্পাণ্ডেণ্টের ভোগদখলে থাকিলে সে ভূমির ভোগবান তাহার মোকররী জমার টাকা দিতে গয়ঙ্গচ্ছ ও বিলম্ব করে আর সেইহেতুক সে ভূমির নীলামের হুকুম হয় তবে এমতে তাহার তরফসানী অর্থাৎ প্রতিবাদি ব্যক্তি যদি নীলামের পূর্ব্বে সরকারের মালগুজারীর প্রকৃত বাকী টাকা দেয় ও নির্ণীত জামিনী দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান যাইবেক আর সেই তরফসানী যত টাকা দিবেক সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর হিসাব রফা যেমতে হয় সেই মতে সে টাকা শতকরা মাসে এক টাকার হিসাবে সুদ সমেত হিসাব করা যাইবেক ইতি।

আপীলের অবস্থাতে বিরোধীয় ভূমির মালগুজারী না দিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকলের ডিক্রী জারীহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে না একারণ এমত মোকদ্দমার ডিক্রী তাহার আপীল হইলে জারীহওন ও না হওনের বিষয়ে চলিত আইনের ও নীচের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক ইতি।

নগদ ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার ডিক্রী জারী হওয়া ও না হওয়া যে দাড়ামতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার ডিক্রী জারী না হওনের মতে আপেলাণ্টের তরফহইতে অথবা ডিক্রী জারীহওনের মতে রিস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে মোকদ্দমার আপীলের অবস্থাতে যে জামিনী তলব হয় সে জামিনীতে ডিক্রীর লিখিত আসল অথবা মূল্যাদির টাকা এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩৫ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনকালপর্য্যন্ত তাহার উপর যে সুদ অতিশয় হয় তাহা সমেত আদায়হওনের উপযুক্ত টাকার পরিমাণ লেখা কর্ত্তব্য ইতি।

নগদ ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার ডিক্রী জারী হওয়া ও না হওয়ার বিষয়ে আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যে মত সখ্যা নিয়মে জামিনী লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১৩ ধারা।

আপীলের ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে আপেলাণ্ট কি রিস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে যে আদালতে জামিনী দাখিল হয় সেই আদালতের জজসাহেবের উচিত ও অত্যাবশ্যক যে সে জামিনী প্রামাণ্য ও প্রত্যয়যোগ্য বটে কি না ইহা সুন্দররূপে যাচিয়া বুঝিয়া নিশ্চয় করেন্ এবং আদালতের নাজির ও আর যে আমলার প্রতি জামিনদারদিগের বস্তুসম্পত্ত্যাদি যাহা২ আছে ইহার নিশ্চয় জানিবার ভার আছে সর্ব্ব প্রকারেতে তাহারদিগকে হুকুম দেন্ যে যথাসাধ্য ঐ বস্তুসম্পত্তির প্রকৃত প্রস্তাব ও কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত তদাদিতদন্তের গতিক ও প্রকার লিখিয়া একসহিতে দা

আপীলের মোকদ্দমার জামিনী লওনের সময়ে আদালতের জজসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

এ বিষয়ে যেমতাচরণ আবশ্যক তাহার কথা।

খিল করে আর সেই কৈফিয়ৎ ও বিবরণেতে ইচ্ছাক্রমে কিছু মিথ্যা লেখা গেলে তাহার জওয়াব তাহারদিগের দিতে হইবেক ইহাও তাহারদিগকে জানান্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

### ৮ দফা।


| | | | |
|---|---|---|---|
| কালেক্টরসাহেবেরদের বিষয়। | ১ | মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়। | ১ |
| দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়। | ১ | জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়। | ১ |
| নাবালকের বিষয়। ... | ১ | জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিষয়। ... ... | ১ |
| নিজামৎ আদালতের বিষয়। ... | ১ | | |
| পোলীসের বিষয়। ... | ১ | | |


উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

| প্রস্তাব। | বিষয়ের তলে। |
|---|---|
| নাবালকদিগের হিসাবের। ... | নাবালকের। |
| ইস্তলীদেরদের উত্তরাধিকারিদিগের যে রাজস্ব দিতে হইবে তাহা ধার্য্যকরণের। | কালেক্টরসাহেবের। |
| মশহূর ডাকাইতেরদের গেরেফ্তারকরণের ইশ্তিহারনামা প্রকাশ করণে অথবা যাহারা তাহারদের বিষয়ে সম্বাদ না দেয় অথবা তাহারদিগকে আশ্রয় দেয় অথবা তাহারদের সহায়তা করে তাহাদের এবং রেজিষ্টরী রাখাণের বিষয়ের। ... ... ... | জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের। দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার আপীল হইলে সে মোকদ্দমার ডিক্রী জারী স্থগিতকরণের। ... ... | মফঃসল আপীল আদালতের। |
| জিলা ও শহরের আদালতের মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে সোপর্দ্দ হইলে তাহার রসূমের। ... | জিলা ও শহরের আদালতের। |
| সংসারাধ্যক্ষেরা পিতার দ্বারা নিযুক্ত হইবার। ... ... ... | নাবালকের। |
| দলবদ্ধ ডাকাইতের সঙ্গে যাহারা বাহির | |

হয়

| | |
|---|---|
| হয় তাহারদিগকে গ্রেপ্তারকরণের। | দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| এক জন জজসাহেব যেং গতিকে আদালতে বৈঠক করিতে পারেন তাহার। | নিজামৎ আদালতের। |
| জজসাহেবের জামিন লওনবিষয়ের বিধির। ... ... ... | মফঃসল আপীল আদালতের। |
| নাবালকেরদের জায়দাদের। ... | নাবালকেরদের। |
| ঘোরতর অপরাধকরণের অভিপ্রায়ে যাহারা বাহির হয় তাহারদের স্থানে জামিনলওনের। .... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। |
| সমস্ত কুবকারী পুনর্দৃষ্টি না করিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা মঞ্জুরকরণের। .... ... | নিজামৎ আদালতের। |
| পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য ও ক্ষমতাপ্রভৃতির। ... ... | পোলীসের। |
| পাঁচ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার যে স্থানে প্রথমতঃ হইবে তাহার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইন জারীকরণসময়ে যে মোকদ্দমা মুলতবী ছিল তাহার। | জিলা ও শহরের আদালতের। |
| বলপূর্ব্বক ডাকাইতীকরণবিষয়ের বিধির। ... ... ... | দায়েরসায়েরী আদালতের। |

কালেক্টর

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| কালেক্টরসাহেবের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ইন্তকালীদেরদের উত্তরাধিকারিরা যে সময়ে ও যে বিধ্যনুসারে মালগুজারী দিবে তাহার ধার্য্য কালেকটরসাহেবেরা করিবেন। | ১১ | ২ | ০ |
| সেই নির্দ্ধার্য্য যেং বিধ্যনুসারে করিবেন তাহা। ... | ঐ | ৩ | ০ |
| আদালতের সাহেবেরা তদঘটিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণ সময়ে কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তির অনুসারে কার্য্য করিবেন। | ঐ | ৪ | ০ |
| উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ নিষ্পত্তির শেষ না হইলে জমীদারেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ০ |
| **দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়।** | | | |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণ রদ হইল যে গতিকে তাহার বিধি বহাল থাকিবে। ... | ৮ | ২ | ০ |
| যে সকল ডাকাইতেরদের প্রতি বধের হুকুম না খাটে তাহারা যেরূপে ও যাহার দ্বারা শাস্তি পাইবে তাহা। ... | ঐ | ৩ | ১ |
| দায়েরসায়ের সাহেবেরা যাহার স্থানে ও যেক্রমে ডাকাইতীর মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| যাহারা ডাকাইতীকরণার্থে বাহির হয় কিন্তু ডাকাইতীকরণের পূর্ব্বে ধৃত হয় তাহারদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... | ঐ | ৯ | ১ |
| যে ডাকাইতের নামে ইশতিহারনামা জারী হইয়াছিল সে নিয়মিত মিয়াদ অতীতে তাঁহারদের সম্মুখে হাজির হইলে কি ধরা পড়িলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ৯ | ৮ | ০ |
| কোন বিশেষ নালিশে সেই আসামীর মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| **নাবালকের বিষয়।** | | | |
| ফ্রান্সীয়েরদের চন্দননগর মোকামে নাবালকী কালনিরূপণের কথা। ... ... ... ... | ২ | ২ | ০ |
| সংসারাধ্যক্ষেরা প্রতিবৎসরে যাঁহার নিকটে হিসাব দাখিল করিবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |

নিয়মিত

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| নিয়মিত বৎসর অতীত না হইলে যাঁহারা সংসারাধ্যক্ষের স্থানে হিসাবের কাগজপত্র তলব করিতে পারেন তাহা। ... | ২ | ৪ | ০ |
| নাবালকেরদের স্বত্বসম্বন্ধীয় স্থাবর বস্তু সংসারাধ্যক্ষেরা যে বিধ্যনুসারে বিক্রয় করিতে পারে তাহা। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| সংসারাধ্যক্ষেরদের হিসাব নিকাশ ও সুসিদ্ধ না হইলে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বোধ হইবেক না। ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| পিতার নিযুক্তকরা সংসারাধ্যক্ষের প্রতি হুকুম ও পিতারা যেরূপে সংসারাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিবেন তাহা। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| সংসারাধ্যক্ষেরদের প্রতি যে হুকুম হইল তাহা ফ্রান্সীয় ভাষায় তরজমা হইবেক এবং ছোট বড় সকল লোকের জ্ঞাপনার্থে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক। ... ... .... | ঐ | ৮ | ০ |
| **নিজামৎ আদালতের বিষয়।** | | | |
| ঘোরতর ডাকাইতী হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ৮ | ৩ | ০ |
| নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বৈঠককারণ দুই জন জজসাহেব উপস্থিতহওয়ার আবশ্যকের যে বিধি তাহা রহিত হইল। | ঐ | ৫ | ০ |
| যে২ গতিকে এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে শাস্তির হুকুম দিতে পারেন তাহা। ... .... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| যে২ গতিকে এক জন মৌলবী ফতওয়া লিখিতে ক্ষমতা রাখেন তাহা। .... ... .... | ঐ | ৭ | ০ |
| যে২ গতিকে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আদালতের সাহেবদিগের সমুদয় রোয়দাদ না দেখিয়া হুকুম জারী করিতে পারেন তাহা এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব কোন আসামীর শাস্তির অল্পতা করণার্থে অনুরোধ লিখিয়া পাঠাইলে আপনারদের বিবেচনাক্রমে তাহা কমাইতে পারেন। ... | ঐ | ৮ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইন পাওয়া গেলে যে ইশ্তিহারনামা ছাপাইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে হইবে তাহা এবং যাহার দ্বারা তাহা পাঠান যাইবে ও ঘোষণা করা যাইবেক তাহা। | ঐ | ১০ | ০ |
| আপন জিলার মধ্যে কোন স্থানে প্রকৃতার্থেই ডাকাইত সর্ব্বদাই চলে ফিরে ও অবস্থিতি করে এইমত সম্বাদ মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা | | | |

যে

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ৯ | ৩ | ০ |
| দায়েরসায়ের সাহেবদিগের রোয়দাদ পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে শাস্তির হুকুম দিবেন তাহা। ... | ঐ | ৮ | ০ |
| উপরের উক্ত ডাকাইতের বিষয়ে দায়েরসায়ের সাহেবেরা যে শাস্তির হুকুম দিবেন তাহার অন্যতা করিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| কোন বিশেষ অপরাধের বিষয়ে ডাকাইতের মোকদ্দমাকরণের হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| যে ভূম্যধিকারির মাপুর ডাকাইতের সহায়তাকরণবিষয়ে মাজিস্ট্রেটসাহেবের দ্বারা জমী জব্দের ডিক্রী হইয়াছে তাহার সম্বাদ পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ১৪ | ০ |
| ভূম্যধিকারী নহে এমত কোন ব্যক্তির প্রতি উপরের উক্ত অপরাধের বিষয়ে সম্পত্তি জব্দের ডিক্রী হইলে তাহারা যাহা করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ১৫ | ০ |
| **পোলীসের বিষয়।** | | | |
| যে সাহেবকে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক ও তাঁহার উপরে অন্য যেং কর্ম্মের ভার দেওয়া যাইবেক তাহা। ... ... .. ... | ১০ | ২ | ০ |
| জুষ্টিস পীসের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যেং দাঁড়ামতে চলিবেন তাহা। ... ... ... .... | ঐ | ৩ | ০ |
| চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেটী ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যেং দাঁড়ামতে চলিবেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ৪ | ০ |
| সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী ভারানুসারে যেং স্থানে ও যেং কার্য্যে ক্ষমতা বর্ত্তিবেক তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| ওয়ারিন ও হুকুমনামা জারীকরণেতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতা। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| লিখনপঠন পাঠাইতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতা। ঐং সাহেবকে সমাচার দেওনবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। .... | ঐ | ৭ | ০ |
| সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব প্রয়োজনমতে হুজুরে লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। ... ... ... ... ... | ঐ | ৮ | ০ |

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যাঁহার তাবে থাকিয়া কার্য্য করিবেন তাহা। ... ... ... ... ... | ১০ | ৯ | ০ |
| শহর কলিকাতা ও চব্বিশপরগনা জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা যে রসুম পাইতেন তাহা রদ ও রহিত হইল। ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়। | | | |
| ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার দাওয়ার সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার মফঃসল কোর্ট আপীল আদালতে হইবেক। ... ... ... | ১৩ | ৩ | ১ |
| উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলের নালিশের আরজী ও জামিনী ও রসুম যে স্থানে দাখিল করিতে হইবেক তাহা। .. | ঐ | ঐ | ২ |
| মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিচারহওনের যোগ্য কি না ইহার বিষয়ে উভয় পক্ষের যে বিরোধ তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহা। ... ... ... | ঐ | ৫ | ১ |
| ঐ মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে প্রথমতঃ বিচারহওনের যোগ্য এইরূপ নিষ্পত্তি হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| সাক্ষ্যলওন সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরা যাহার সহায়তা লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন তাহা। ... | ঐ | ৮ | ০ |
| ভিন্ন২ মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের আদালতের কিম্বা দায়ের সায়ের সাহেবদিগের সাক্ষ্য লইতে হুকুম দিবার বিষয়ি বিধি। | ঐ | ৯।১০ | ০ |
| স্থাবর বস্তুর বিষয়ি মোকদ্দমার আপীল হইলে আপীলের সময়ে ডিক্রী জারী স্থগিতকরণবিষয়ে যে বিধি আছে তাহা মতা[illegible] করা গেল। ... ... ... ... | ঐ | ১১ | ১—৪ |
| সেই গতিকে অস্থাবর বস্তুবিষয়ি বিধি। ... ... | ঐ | ১২ | ১।২ |
| জামিনলওনের বিষয়ে জজসাহেবের প্রতি হুকুম। ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়। | | | |
| দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকরণে যে ক্ষমতা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবকে অর্পণ করা গিয়াছিল তদ্বিষয়ের চলিত আইন সকল রদ হইল। ... ... ... | ১৩ | ২ | ০ |
| উপরের উক্ত মোকদ্দমার বিচার প্রথমতঃ যে স্থানে হইবেক তাহা ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ১ |

# ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| উপরের উক্ত মোকদ্দমার নালিশের আরজী ও জামিনী ও রসুম যেখানে দাখিল হইবে তাহা। ... ... | ১৩ | ৩ | ২ |
| মোকদ্দমা প্রথমতঃ যে স্থানে বিচারহওনের যোগ্য এই বিষয়ে উভয় পক্ষের যে বিরোধ হয় তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহা। .. ... ... ... | ঐ | ৪ | ১ |
| ঐ বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া যে হুকুম হয় তাহার সরাসরী আপীলের দরখাস্ত যে স্থানে দিতে হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| উপরের উক্তমত কার্য্য হইলে যে রসুম দেওয়া যাইবে ও তাহা যে ব্যক্তির দিতে হইবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইন জারীহওনসময়ে জিলা ও শহরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা জের তজবীজে থাকে তাহার নিষ্পত্তি যে স্থানে হইবেক তাহা। ... ... | ঐ | ৬ | ১ |
| জিলা ও শহরের আদালতহইতে যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে যাইবেক তাহার রসুমের বিষয়ের বিধি। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| উকীলেরদের রসুমের বিষয়ের সামান্য বিধি। ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| উত্তর কালে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা সকল প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। ... .... | ঐ | ৭ | ০ |
| **জিলা ও শহরের আদালতের বিষয়।** | | | |
| ডাকাইতের যে শাস্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ের ইশ্তিহারনামা মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা যেরূপে ঘোষণা করিবেন তাহা। ... ... ... ... | ৮ | ১০ | ০ |
| যে মাজিস্ট্রেটসাহেবের এলাকার মধ্যে কোন মশহুর ডাকাইত চলে ফিরে ও অবস্থিতি করে তাহাকে সামান্যরূপে ধরিতে না পারিলে মাজিস্ট্রেটসাহেবের সেই গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ৯ | ২ | ০ |
| মাজিস্ট্রেটসাহেব যেরূপে ইশ্তিহারনামা জারী করিবেন তাহা। ... ... ... .... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| ইশ্তিহারনামার নকল যাহার নিকটে পাঠাইবেন তাহা। | ঐ | ৪ | ০ |
| যাহার নামে ইশ্তিহার হইয়াছে সে নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... | ঐ | ৫ | ০ |

মিয়াদ

## ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| মিয়াদ অতীত হইলে যদি সে ব্যক্তি হাজির হয় তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... ... | ৯ | ৬।৭ | ০ |
| কোন বিশেষ অপরাধে তাহার নামে মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... ... ... | ঐ | ১০ | ০ |
| উপরের উক্ত অপরাধিদিগকে ধরণার্থে সকলেই সহায়তা করিবে এবং যে ব্যক্তিরা তাহারদিগকে ধরিবার আকিঞ্চনে কোন ডাকাইতকে অঙ্গক্ষত কি খুন করে তাহারা নির্দ্দোষী হইবেক। | ঐ | ১১ | ০ |
| সকল জমীদার ও আমলারা ডাকাইতের বিষয়ে সম্বাদ দিবে। যদি গোপনে সম্বাদ দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব তাহা প্রকাশ করিবেন না। ... ... ... .. | ঐ | ১২ | ০ |
| যে জমীদারপ্রভৃতি সম্বাদ দিতে ত্রুটি করে তাহারদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ১৩ | ০ |
| যে২ ডাকাইতের নামে ইশ্‌তিহার হইয়াছে তাহারদিগের সহায়তা জমীদারপ্রভৃতি করিলে তাঁহারদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা। | ঐ | ১৪ | ০ |
| যাহারা জমীদার না হয় তাহারা উপরের উক্ত প্রকার ডাকাইতদিগের সহায়তা করিলে তাহারদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... .. | ঐ | ১৫ | ০ |
| যে২ ডাকাইতের নামে ইশ্‌তিহার হইয়াছে তাহারদের এক আলাহিদা রেজিষ্টরী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব রাখিবেন। .. | ঐ | ১৬ | ০ |
| সেই রেজিষ্টরী যাহার নিকটে পাঠান যাইবেক ও যাহার দ্বারা ঘোষণা করা যাইবেক তাহা। .... .. | ঐ | ১৭ | ০ |

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. M. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিহ্রিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

২ আইন। ২৪ ফেব্রুআরি।

সরকারের সমস্ত ফৌজের সরদার এতাবতা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি সাহেব আপন প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে বাঙ্গালার সম্পর্কীয় যে সকল ফৌজের সুওের সরদার অর্থাৎ প্রধানেরা সরকারের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে সমুদ্রপারে যান তাঁহারদিগের প্রতি এদেশনিবাসি চন্দাদার ও সিপাহীগণের অপরাধের বিচার নিমিত্তে জেনরল কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ লশকরী বড় আদালত সংগ্রহকরণের ক্ষমতার্পণ করিবার আর কত চন্দাদার হইলে ঐ কোর্ট মার্স্যল সংগ্রহ হইতে পারে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবার।

৩ আইন। ১৩ মার্চ।

সমস্ত ছাউনী ও তৎসম্পর্কীয় সকল বাজারের পোলীসের কার্য্য কর্ম্মাদির সুন্দর রূপ বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহ হইবার এবং ঐ সকল কর্ম্ম করিবার কালে মুল্কী অর্থাৎ রাজ্যশাসনীয় ব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেব ও ফৌজের প্রধান সাহেবের ক্ষমতার নিরূপণ ও বিবরণের আর ঐ সমস্ত ছাউনী ও বাজারের সীমা নিরূপণের।

৫ আইন। ৬ জুন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য এদেশীয় লোকদিগহইতে সরকারের শাসিত দেশাদির সীমার বাহিরের স্থানসকলেতে হওয়া সকল অপরাধের দাওয়াসকলের বৃত্তান্তানুসন্ধান জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে নূতন দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্টকরণের।

৬ আইন। ৪ আগস্ত।

সুবজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশের মধ্যেতে অসঙ্গত প্রকারেতে পোস্তের ক্ষেতকরণের নিবারণার্থে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের একত্রিংশ আইনের ১০ দশম ধারা ও ১৮০১ সালের ৯ নবম আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত কথাসকল আফীমের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের নিযুক্ত করা এদেশীয় কোন২ আমলালোকের প্রতি খাটিবার নিমিত্তে সুদাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্টকরণের।

৭ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

৭ আইন। ৪ আগস্ত।

ইস্টাম্পকাগজের মূল্যদ্বারা সরকারী মাসুল তহসীলের বিষয়ি চলিত আইনসকলের লিখিত কোনং হুকুমের নিবর্ত্ত ও পারিবর্ত্ত করিবার।

৮ আইন। ২৯ আগস্ত।

আদালত ও মালগুজারী ও তেজারতের সিরিস্তাসম্পর্কীয় সরকারী চাকর এদেশীয় আমলালোকদিগের তগীর ও বহাল অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত ও কর্ম্মে নিযুক্তহওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত কোনং হুকুম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণের।

৯ আইন। ৩ অক্তোবর।

চুঁচড়া মোকামের কমিস্যনর ও চন্দননগর মোকামের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের অগ্রে প্রথমতঃ নিষ্পত্তিহওয়া কোনং মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচার করিবার অর্থে কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতার্পণের এবং ঐ চুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামে দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মাদি চালাইবার বিষয়ে নূতন দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্টকরণের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

---

সরকারের সমস্ত ফৌজের সরদার এতাবতা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি সাহেব আপন প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে বাঙ্গালার সম্পর্কীয় যে সকল ফৌজের ঝুণ্ডের সরদার অর্থাৎ প্রধানেরা সরকারের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে সমুদ্র পারে যান্ তাঁহারদিগের প্রতি এদেশনিবাসি হুদ্দাদার ও সিপাহীগণের অপরাধের বিচারনিমিত্তে জেনরল কোর্ট মার্সিয়ল অর্থাৎ লশ্করী বড় আদালত সংগ্রহকরণের ক্ষমতার্পণ করিবার আর কত হুদ্দাদার হইলে ঐ কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহ হইতে পারে তাহার সঙ্খ্যা নিরূপণ করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের তারিখ ২৪ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ১৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ২৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ১৫ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৫ সালের ১০ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ৮ শহর মহরমে জারী করিলেন ইতি।

**হেতুবাদ।** জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অর্থাৎ রাজত্বের কর্ম্মকর্ত্তারা বাদশাহী ফৌজের সম্পর্কীয় কর্ম্মাদির বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহহওনার্থে যে সকল আইনের কেতাব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তদনুসারে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির প্রতি এমত ক্ষমতার্পণ হইয়াছে যে আপনি স্বয়ং কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহ করেন্ অথবা আপনার তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য সরদার এতাবতা প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রতি বিশেষ কএক নিয়মসংযুক্তে এ বিষয়ের অনুমতি দেন্ এবং কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ফৌজের মধ্যে কোন ব্যক্তি দুঁদ্যামী ও আজ্ঞালঙ্ঘন না করে ও না পলায় এতদ্দৃষ্টে পূর্ব্বের ৩ বাদশাহ এতাবতা দ্বিতীয় জর্জ্জের জলুস ২৭ সালের কেতাবে ঐ মত ক্ষমতার্পণহওনের অর্থে এক দাঁড়া লেখা গিয়াছে কিন্তু এই শেষের কেতাবের লিখিত কথা ও মর্ম্ম কেবল কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের ফৌজসম্পর্কীয় গোরা হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে আর অদ্যাবধি কোন আইন এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি যে প্রধান সেনাপতি সাহেব আপন ক্ষমতানুসারে এদেশের বসিয়া সিপাহী ও হুদ্দাদারদিগের নিমিত্তে জেনরল কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহ করণের ক্ষমতা অন্য ব্যক্তিকে দেন্ আর স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে যখন সরকারের কার্য্যকর্ম্মজন্যে বাঙ্গালার সম্পর্কীয় ফৌজহইতে এক ঝুণ্ড সিপাহী এ সরকারভিন্ন অন্য অধিকারে পাঠান যায় কিম্বা সমুদ্র পারের স্থানাদিতে তৈনাৎ থাকে তখন তাহাতে ঐ মত ক্ষমতা এতাবতা জেনরল কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহকরণের ভার থাকা আবশ্যক হইবেক আর এদেশনিবাসি সিপাহীআদির সম্বন্ধে জেনরল কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহ করিতে এক্ষণে যত জন হুদ্দাদারের আবশ্যক উপরের উক্ত মতে তত জন হুদ্দাদার প্রায় সর্ব্বদা মেলা ভার ও

দুষ্কর হইতে পারে অতএব ঐ মত দুষ্কর না হইতে পাওনের অর্থে উপরের লিখিত ঐ কেতাবে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে আফ্রিকা ও নিউসৌত ওএল্‌সেতে বাদশাহী ফৌজের সম্বন্ধে ও সান্ত হেলীনাতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজের অর্থে জেনরল কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহের কারণ পাঁচ জনহইতে কম না হইয়া যত জন হুদ্দাদারে হয় যথার্থ হইতে পারে কিন্তু ঐ কোর্টের মধ্যগত হুদ্দাদারদিগের তিন অংশের দুই অংশের লোকদিগের বোধ ও মতের ঐক্য না হইলে ও পাঁচ জনে কোর্ট সংগ্রহ হইয়া থাকিলে তাহার চারি জনের বোধ ও মতের অনৈক্য হইলে কতল্ অর্থাৎ বধের হুকুম জারী হইবেক না অতএব এদেশনিবাসি ফৌজের সিপাহীদিগের কর্ম্মাদির বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহের বিষয়ে লস্করী আদালতের সমস্ত হুকুমের মতামত একতাহওনার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

## ২ ধারা।

বাঙ্গালার ফৌজসম্বন্ধীয় এদেশনিবাসি সিপাহী লোকের এক ঝুণ্ড সিপাহী সরকারের কর্ম্ম নিমিত্তে ভিন্নাধিকারে কিম্বা সরকারের দখলী সমুদ্র পারের অন্যং স্থানে তৈনাৎ হইলে ঐ সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি সাহেবের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

যদি বাঙ্গালার ফৌজসম্বন্ধীয় এদেশের বসিয়া সিপাহী লোকহইতে এক ঝুণ্ড সিপাহী সরকারের কর্ম্ম নিমিত্তে এ সরকারভিন্ন অন্য অধিকারে কিম্বা পুলোপিনাঙ্গ অথবা বেঙ্কুলেন কিম্বা মলাকা অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দখলী সমুদ্র পারের অন্যং স্থানেতে তৈনাৎ থাকে তবে বাঙ্গালার সম্বন্ধীয় সমস্ত ফৌজের সরদার অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই ঝুণ্ডের সরদার অর্থাৎ প্রধান সাহেবের নামে আবশ্যক সময়ে এদেশনিবাসি সিপাহী লোকের অর্থে আপন ক্ষমতাক্রমে জেনরল কোর্ট মার্সিয়ল্ সংগ্রহকরণের অনুমতির কথাসম্বলিত ওয়ারাণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামা পাঠান্ আর প্রধান সেনাপতি সাহেবকে এমত অনুমতিও আছে যে আপন ওয়ারাণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামানুসারে সামুদায়িক অথবা যে কএক নিয়ম আপন বিবেচনাক্রমে বিহিত বুঝেন্ তাহাসংযুক্তে ঐ ঝুণ্ডের সরদারকে এমত ক্ষমতার্পণ করেন্ যে জেনরল কোর্ট মার্সিয়লের হওয়া হুকুম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত এতাবতা পূরা জ্ঞান করেন্ অথবা তাহার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের হুকুম দেন্ ইতি।

## ৩ ধারা।

কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহনিমিত্তে সুবেদারইত্যাদির মত হুদ্দাদারের সঙ্খ্যার কথা।

উপরের ধারার লিখনমতে ঐ প্রধান সেনাপতি সাহেবের জারীকরা ওয়ারাণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামানুসারে কোর্ট মার্সিয়ল্ সংগ্রহ হওয়াব্যতিরিক্ত আর সর্ব্ব প্রকারে এদেশনিবাসি সিপাহীলোকের অর্থে জেনরল কোর্ট মার্সিয়লের সংগ্রহ সুবেদার ও জমাদারের মত ৯ নয় জন হুদ্দাদারের কমে না হয় পরে ওয়ারাণ্ট হুকুমমতে কোর্ট মার্সিয়ল সংগ্রহ হইতে হইলে যে সরদার অর্থাৎ প্রধান সাহেবকে ঐ কোর্ট সংগ্রহ করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহার বুদ্ধিক্রমে নয় জন হুদ্দাদার পাওয়া যদি অসম্ভব বোধ হয় তবে পাঁচ জনহইতে কম না হইয়া সুবেদার

ও জমাদারের মত যে কএক জন হুদ্দাদার হয় তাহাতেই ঐ কুণ্ডের মধ্যগত এদেশ নিবাসি হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগের অপরাধের বিচার হওনের মত কোর্ট মার্সিয়ল্ সংগ্রহ হইতে পারিবেক কিন্তু এমত কোর্ট মার্সিয়লের বৈঠকে যাবৎ ঐ কোর্ট মার্সিয়লের মধ্যগত হুদ্দাদারদিগের তিন অংশের দুই অংশের লোকদিগের বোধ ও মত পাঁচ জনেতে সংগ্রহ হইয়া থাকিলে তাহার চারি জনের বোধ ও মতের ঐক্য না হইলে কতল্ অর্থাৎ বধের কোন হুকুম জারী হইবেক না ইতি।

বধের হুকুম দেওনার্থে যে কএক জনের বোধের একতা চাহি তাহার সঙ্খ্যার কথা।

VOL. IV. 473.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

সমস্ত ছাউনী ও তৎসম্পর্কীয় সকল বাজারের পোলীসের কার্য্য কর্ম্মাদির সুন্দররূপ বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহ হইবার এবং ঐ সকল কর্ম্ম করিবার কালে মুল্কী অর্থাৎ রাজ্য শাসনীয় ব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেব ও ফৌজের প্রধান সাহেবের ক্ষমতার নিরূপণ ও বিবরণের আর ঐ সমস্ত ছাউনী ও বাজারের সীমানিরূপণের আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৫ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ১১ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ২৫ মোহররমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইনের মর্ম্মানুসারে সকল ছাউনী ও তৎসম্পর্কীয় সমস্ত বাজারের পোলীসের কর্ম্মাদির ভার মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য আমলালোকের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল কিন্তু যেহেতুক এমত বন্দোবস্তে কোন২ বিষয়ে ক্ষতি ও ব্যাঘাত জন্মিয়াছে বুঝা গেল অতএব ঐ সকল স্থানের পোলীসের কর্ম্মাদির বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হওনার্থে ঐ সকল কর্ম্মকরণের বিষয়ে মুল্কী অর্থাৎ শাসনব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেব ও ফৌজের প্রধান সাহেবদিগের ক্ষমতার নিরূপণ ও বিবরণের কারণ ও ঐ সমস্ত ছাউনী ও বাজারের সীমানিরূপণ করিবার জন্যে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

## ২ ধারা।

ছাউনী ও বাজারের সম্পর্কীয় পোলীসের কর্ম্মের বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহ করিবার ভার ঐ২ স্থানের তৈনাতী ফৌজের প্রধান সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল এমতে ঐ প্রধান সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাঁহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের কর্ম্মাদির বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহকরণের ভার ও সমস্ত ছাউনী ও তৎসম্পর্কীয় বাজারসকলের যে সীমাসরহদ্দ নীচের লিখনমতে নির্দ্দিষ্ট হইবেক সে সীমাসরহদ্দের স্থানাদিতে স্থৈর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা থাকিবার কর্ম্মাদির ভার এই ধারানুসারে সেই২ স্থানের তৈনাতী ফৌজের প্রধান সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল অতএব ঐ প্রধান সাহেবলোকের উচিত যে ঐ সকল ছাউনী ও বাজারের সীমার মধ্যে চুরী ও ডাকাইতী ও খুন অর্থাৎ হত্যা ও অন্য গুরুতরাপরাধ যাহাতে না হইতে পারে এবং এমত অপরাধের অপরাধি ব্যক্তিদিগের সন্ধান ও তাহারদিগকে ধরিবাতে তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য সিপাহী লোকের সহকারিতায় যথাসাধ্য উদ্যোগ ও মনোযোগ করেন ইতি।



২ দ্বিতীয়

ঐ প্রধান সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে আমলাদিগের মারিপিট ইত্যাদি ক্ষুদ্রাপরাধের মোকদ্দমায় হাত দিতে ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের ধারানুসারে ঐ প্রধান সাহেবলোকের কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে পোলীসের কার্য্যকারক আমলাদিগের ক্ষমতা নাহি যে মারিপিট ও গালিগালাজইত্যাদি ক্ষুদ্রাপরাধের মোকদ্দমায় কেবল অপরাধী অপরাধকরণকালে ধরা যাওনব্যতিরিক্ত হস্তনিক্ষেপ করেন্ ইতি।

অপরাধী যে ছাউনী ও বাজারের সীমার মধ্যে ধরা পড়ে সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে তাহাকে পাঠাইবার ও এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি উপরের ধারানুসারে ছাউনী কিম্বা তৎসম্পর্কীয় বাজারসকলের সীমার মধ্যে গুরুতরাপরাধকরণহেতুক ধরা পড়ে তবে উচিত যে ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ ছাউনী যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠান যায় এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে চলিত আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে ঐ অপরাধি ব্যক্তির প্রতি আচরণ করেন্ ইতি।

## ৩ ধারা।

ছাউনী ও বাজারের নিবাসি কোন ব্যক্তির নামে কেহ নালিশ কিম্বা দাওয়া রাখিলে তাহা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে উপস্থিত করিবার এবং ঐ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কেহ ছাউনী কিম্বা তৎসম্পর্কীয় বাজারের নিবাসি ব্যক্তির প্রতি নালিশ কিম্বা দাওয়া রাখে আর ঐ ব্যক্তি সেপর্য্যন্ত পোলীসের তৈনাতী লোকদিগের দ্বারা ধরা না পড়িয়া থাকে কিম্বা উপরের ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ প্রধান সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আমলাদিগের প্রতি যে নালিশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার্পণ হয় নাহি ঐ দাওয়া কি নালিশ যদি সেই মত হয় তবে এমতে ঐ দাওয়া ইত্যাদিরাখনিয়াকে অনুমতি আছে যে অন্যের সহকারিতাব্যতিরিক্ত তাহার আপন নালিশ কিম্বা দাওয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে উপস্থিত করে আর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য বরং তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে চলিত আইনের দাঁড়ানুসারে যেরূপে আপন ব্যাপ্যাধিকারের স্থানাদির মোকদ্দমায় আচরণ করেন্ এ সকল মোকদ্দমার বিষয়েও সেই মত আচরণ ও ব্যবহার করেন্ ইতি।

ছাউনীর নিবাসিলোকের নামে তলবচিঠী ও ওয়ারাণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার ও জজইত্যাদি সাহেবের কার্য্যকারকদিগের স্বং ভারের কর্ম্ম চালাইবার কালে সহায়তার বিষয়ে ঐ প্রধান সাহেবদিগের প্রতি যেমত হুকুম আছে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারার লিখনানুসারে ইহা স্পষ্ট আছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি এমত ক্ষমতার্পণ হইল যে তাঁহারদিগের আপনং ব্যাপ্যাধিকারের মধ্যগত অন্যং স্থানের নিবাসি লোকদিগের মত সমস্ত ছাউনী ও তৎসম্পর্কীয় বাজারের নিবাসি লোকদিগের নামে ওয়ারাণ্ট ও তলবচিঠী জারী করেন্ ইহাতে ঐ সকল স্থানের প্রধান সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জজ ও মাজিষ্ট্রেট্ ও জুষ্টিস্ পীসের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের স্বং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কালে এ বিষয়ে কোন চিঠী পাঠাইলে কি না পাঠাইলে এতাবতা তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা ও সহকারিতা করেন ইতি।

## ৪ ধারা।

ছাউনী ও বাজারের

যে সকল ছাউনীতে এক বুও কিম্বা এক কোম্পানি অথবা আঁধবটালিয়নের ন্যূন



নহে

নহে এত বিস্তর ফৌজ তৈনাৎ থাকে সেই সকল ছাউনীর প্রধান সাহেবদিগের উচিত যে এই আইন পাইলে পর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সহিত একবাক্য হইয়া সমস্ত ছাউনী ও তৎসম্পর্কীয় বাজারের সীমাসরহদ্দ নিরূপণ করেন্ পরে ঐ সকল স্থানের প্রধান সাহেবের উচিত যে যে জিলায় ছাউনী থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মতের ঐক্যে ঐসমস্ত ছাউনীর সীমানিরূপণহওনের কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া এবং এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যে মত তাহার বিবরণসম্বলিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুমের কারণ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হুজুরে শীঘ্র পাঠান্ ইতি।

সীমানিরূপণের ও তাহার কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মতের বিবরণ সম্বলিত পাঠাইবার বিষয়ে ঐ স্থানের প্রধান সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের ধারাসকলের স্পষ্ট করিয়া লেখা দাঁড়াসকল যে সকল ছাউনীতে অনেক সিপাহী এতাবতা আধবাটালিয়নের ন্যূন নহে এত বিস্তর ফৌজ তৈনাৎ থাকে ইহাতে ঐ সমস্ত ছাউনী জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেব থাকিবার স্থানের মধ্যে কিম্বা জিলার মধ্যে অন্য কোন স্থানেই বা থাকে তাহাতে খাটিবেক ইতি।

উপরের ধারাসকলের লিখিত দাঁড়া যে সকল ছাউনীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য এদেশীয় লোকদিগ্‌হইতে সরকারের শাসিত দেশাদির সীমার বাহিরের স্থানসকলেতে হওয়া সকল অপরাধের দাওয়াসকলের বৃত্তান্তানুসন্ধান জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে নূতন দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্টকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের তারিখ ৬ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফকে ফসলী ১২১৬ সালের ৮ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৯ আসাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ২১ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক চলিত আইনের দাড়ানুসারে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য এদেশীয় লোকেরা সরকারের শাসিত দেশাদির সীমার বাহিরের স্থানাদিতে অপরাধকরণহেতুক ফৌজদারী আদালতসকলেতে রুজু এতাবতা উপস্থিত হইবার যোগ্য নহে ও ন্যায় ও বিচারের বিধানমতে কর্ত্তব্য যে এমত ক্ষতি ও ত্রুটি না হইতে পারিবার অর্থে নূতন দাড়া নির্দ্দিষ্ট হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে এদেশীয় কাহার প্রতি সরকারের শাসিত দেশাদির সীমার বাহিরের স্থানাদিতে গুরুতরাপরাধ করণের দাওয়া উপস্থিত হইলে যে মাজিস্ট্রেটসাহেব ঐ অপরাধির সন্ধান আপন অধিকারে পান তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য এদেশীয় লোকদিগের প্রতি যদি কতল্ অমদ অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের কিম্বা অন্য প্রকার হত্যার অথবা বলাৎকারে স্ত্রীসংসর্গকরণের কিম্বা শারীরিক অতিশয় দুঃখজনক অন্য কোন ক্রিয়াকরণের অথবা ডাকাইতীর কিম্বা গৃহদাহ অথবা খানাজঙ্গী অর্থাৎ ঘরাউ অতিবড় লড়াইঝকড়া কিম্বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধকরণের দাওয়া উপস্থিত হয় তবে ইহাতে এমত অপরাধের ক্রিয়া এ সরকারের কিম্বা অন্য সরকারের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেই বা হউক যদি সরকারের শাসিত দেশাদির সীমার মধ্যে ঐ অপরাধির সন্ধান পাওয়া যায় তবে তথাকার জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ নবম আইনের ৪ ধারার লিখনমতে ফরিয়াদী কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে তাহার হলফ অর্থাৎ দিব্য করাতে কিম্বা হলফনামা অর্থাৎ সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ অর্থাৎ স্বাক্ষরকরণাধীন না



লিশের

লিশের সত্যতা জানিলে পর ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে ধরিবার কিম্বা হাজির করিবার বিষয়ে ঐ আইনের হুকুমমতে ওয়ারিন কিম্বা তলবচিঠী জারী করেন্ ও ঐ অপরাধী হাজির হইলে পর মোকদ্দমার ভাব ও গতিক ও সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা যথাসাধ্য দাওয়ার বিষয়ের সন্ধানানুসন্ধান ও তথ্যতদন্ত করেন্ পরে আপন রোয়দাদের কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

ঐ সকল মোকদ্দমাতে অপরাধিকে কয়েদ রাখিবার কি তাহার স্থানে জামিন লইবার বিষয়ের দাড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে অনুমতি আছে যে অন্য২ মোকদ্দমার মত দাওয়ার ভাবগতিক বুঝিয়া ঐ অপরাধিকে কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনে কিম্বা জামিনীতে রাখেন্ পরে কয়েদের হুকুমদেওয়া বিহিত বুঝিলে এ বিষয়েতে হুজুরের হুকুমহওনকালপর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন্ ও জামিনী লওয়া বিহিত বুঝিলে এই মজমুনে এক জামিনীপত্র লন্ যে অমুক তারিখে অবশ্যই যাহার মধ্যে সরকারের হুকুম পহুছিবেক সে তারিখে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে হাজির হয় এবং তাহার পর অন্য২ দিবসে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমমতে হাজির থাকে পরে শেষের এই প্রকারেতে যদি হুজুরহইতে অপরাধির অপরাধের বিচার ও তদন্তকরণার্থে হুকুম হয় তবে সে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে চলিত রীতিমতে আর এক জামিনীপত্র এই মজমুনে লন্ যে এই মোকদ্দমা যে কোন আদালতে অর্পণ হয় জওয়াব দিবার নিমিত্তে সেই আদালতে হাজির হয় ইতি।

## ৩ ধারা।

নির্দ্ধারিত ফৌজদারী আদালতসকলের যে কোন আদালতে অপরাধির উপস্থিতহওনার্থে হুকুম দিতে শ্রীযুৎ নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কর্তৃত্বের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এমত সকল মোকদ্দমাতে ও তাহার মত হুজুরে উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমাতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কর্তৃত্ব আছে যে যদি তাহার দাওয়ার বিচারহওয়া উচিত বুঝেন্ তবে আপন ইচ্ছাক্রমে সরকারের শাসিত দেশাদির সম্পর্কীয় ফৌজদারী আদালতসকলের যে আদালতে হয় সে আদালতে ঐ দাওয়া উপস্থিত ও বিচারকরণের হুকুম দেন এমতে মোকদ্দমার বিচার ও অপরাধির শাস্ত্যর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের দেওয়া বিশেষ হুকুম ঐ আদালতে কিম্বা চলিত আইনের অনুসারে ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে উপস্থিতহওনের যোগ্য হইলে সেখানে পূরা এতাবতা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বুঝা যাইবেক ইতি।

## ৪ ধারা।

অন্য২ মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে চলিত আইনের লিখনানুসারে এই আইনের সম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের বিচার ও তাহার শাস্তির হুকুম হইবার কথা।

সরকারের হুকুমতের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য এদেশীয় কোন ব্যক্তি এই আইনের লিখনমতে সরকারের শাসিত দেশাদির সম্পর্কীয় ফৌজদারী আদালতসকলের যে কোন আদালতে নালিশের জওয়াব দিবার ও জিজ্ঞাসাবাদ নিমিত্তে হাজির হইলে কর্ত্তব্য যে সরকারের শাসিত দেশাদির সীমার মধ্যগত স্থানসকলেতে হওয়া অপরাধের বিচার যেমত নিরূপিত আদালতসকলের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য মোকদ্দমার মত হয় সেই

সেই মত চলিত আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও শাস্তির হুকুম ও তাহা জারী হয় ইতি।

Vol. IV. 481. সমাপ্ত।

A True Translation,
M. H. TURNBULL,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশের মধ্যেতে অসঙ্গত প্রকারেতে পোস্তের ক্ষেতকরণের নিবারণার্থে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ এক ত্রিংশ আইনের ১০ দশম ধারা ও ১৮০১ সালের ৯ নবম আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত কথাসকল আফীনের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের নিযুক্তকরা এদেশীয় কোনং আমলালোকের প্রতি খাটিবার নিমিত্তে সুদাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট করণের আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের তারিখ ৪ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২১ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ২২ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ২১ জমাদীয়ৎসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের অর্থোৎপত্তির স্থিতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের অন্তঃকরণে বিহিত বোধ হইয়াছিল যে আফীন জন্মাইবার ক্ষমতা কেবল সরকারেতেই থাকে একারণ যাহাতে সরকারের উপস্বত্বে ক্ষতি বোধ হয় এমত অসঙ্গত প্রকারেতে পোস্তের চাসবাস ও ক্ষেতকরণের নিষেধ ও নিবারণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের লিখিত কথাসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরীক্ষা করা গেল যে ঐ আইনের লিখিত কথাসকল ঐ পোস্তের চাস ও ক্ষেতকরণের বারণের বিষয়ে যথা বিহিত ফলদায়ক হইল না আর যেহেতুক আফীনের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের নিযুক্ত করা কার্য্যকারকদিগের মধ্যে কোনং কার্য্যকারকের যদি জামিন লওয়া যাইবার উপযুক্ত কোন মোকদ্দমা কিম্বা নালিশ উপস্থিতহওনপ্রযুক্ত যেং মোকামে তাহারা নিযুক্ত থাকে সেইং স্থানহইতে অনুপস্থিত হইতে হয় তবে অবশ্য ইহাতেও আফীন প্রস্তুতহওনেতে হানি হইতে পারে জানা যাইতেছে অতএব এ সকল বিঘ্ন দূরকরণার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

ইং ১৭৯৯ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারা রদ হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৫ ধারা এই ধারার দ্বারা রদ ও রহিত হইল ইতি।



### ৩ ধারা।

## ৩ ধারা।

ইং ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের কএক ধারার লিখিত কথা সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশে চলন হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশ আইনের ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ ও ১৬ ধারার লিখিত কথাসকল এই ধারানুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

## ৪ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার কএক প্রকরণের ও ১৮০১ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার লিখিত কথাসকল নীচের লিখিত কার্য্যকারকদিগের প্রতি খাটিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ একত্রিংশ আইনের ১০ দশম ধারার ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০ প্রকরণের ও ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৯ নবম আইনের ৪ ধারার লিখিত কথাসকল এই ধারানুসারে আফীনের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের নিযুক্তকরা নীচের বেওরাক্রমে লিখিত কার্য্যকারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

| সদর কুঠীর। | মফঃসলী কুঠীসকলের। |
|---|---|
| দেওয়ান। | গোমাস্তালোক। |
| নায়েব দেওয়ান। | তহবীলদার লোক। |
| তহবীলদার। | মুহরির লোক। |
| মুহরির লোক। | পরক্ষিয়া। |
| নাগরীনবীস। | দাণ্ডীদার লোক। |
| নাজির। | |
| পলোদার। | |

## ৫ ধারা।

আফীনের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

আফীনের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত কার্য্যকারকদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ তাহারা যে২ মোকামে নিযুক্ত থাকে তাহার নামসম্বলিত সেই২ স্থানের চলন ভাষাতে প্রস্তুত করিয়া তাহার নকল প্রতিবৎসর একবার যে জিলার অধিকারে ঐ সকল লোকেরা থাকে সেই জিলার জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন আর ঐ সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আমলালোকের মধ্যে যাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত অর্থাৎ ফেরফার হয় সর্ব্বদা তাহার সমাচার জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরদিগকে দিতে থাকেন ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যদ্বারা সরকারী মাসুল তহসীলের বিষয়ী চলিত আইনসকলের লিখিত কোন২ হুকুমের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের তারিখ ৪ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২১ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ২২ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ২১ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক কোন২ প্রকার ইষ্টাম্পকাগজের মাসুলের এতাবতা মূল্যের অঙ্ক স্বতন্ত্র২ নানা প্রকার হওয়াতে সরকারের কর্ম্মেতে হানি ও বিঘ্ন জন্মিল বুঝা গেল এবং সকল রওয়ানা ও কাজী ও সিরিস্তার উকীলদিগের সনন্দ ও নানা প্রকার মদিরা ও তাড়ীইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার বিষয়ের পরওয়ানা এতাবতা পাট্টার প্রতি ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যদ্বারা যে মাসুল লওয়া যায় তাহা নিবৃত্ত ও রহিত করাও উচিত ও বিহিত বোধ হইল এইহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এ আইনের লিখিত ধারাসকলের উক্ত তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

যে দাঁড়ানুসারে ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে তাহার সিরিস্তার মোখ্তার সাহেব ও তাঁহার তাবে কার্য্যকারকদিগকে দস্তখৎ করিতে হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ২।১০।১১ ধারা ও ১৮০৭ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে হুকুম আছে যে ইষ্টাম্প কাগজের সিরিস্তার মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য অন্য যে কার্য্যভারাক্রান্ত লোকের প্রতি দস্তখৎ করিবার অনুমতি আছে যে তাঁহারা সমস্ত ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে আপন২ প্রাপ্ত ভারানুসারে দস্তখৎ করেন তাহা এই আইনের তারিখঅবধি রদ ও রহিত হইল কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যত ইষ্টাম্পকাগজেতে ইষ্টাম্পের সিরিস্তার মোখ্তারকার সাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের দস্তখৎ হইয়া থাকে কিম্বা ঐ সাহেবের নিকটহইতে পাঠান গিয়া থাকে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১ জানুআরিপর্য্যন্ত এই ধারার লিখিত কথা ঐ সকল ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়হওনের প্রতিবন্ধক ও নিষেধক হইবেক না ইতি।

### ৩ ধারা।

যে দাঁড়ানুসারে কএক

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬।১৮।২০ ধারা

বিষয়ের নিমিত্তে স্বতন্ত্রং ইষ্টাম্পের কাগজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা এই ধারানুসারে রদ হইবার কথা।

ও ১০ আইনের ৬। ৭ ধারা ও ১৮০০ সালের ৭ আইনের ২৩। ২৫ ধারার লিখনমতে এবং ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১৫। ২৩ ধারা যাহা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২৭ ধারানুসারে জয়করা দেশাদিতে চলন হইয়াছে তাহার লিখিত দাঁড়ানুসারে যে নানা প্রকার স্বতন্ত্রং ইষ্টাম্পকাগজ এতাবতা শরয়ী কাগজসকলের প্রতি নানা প্রকার ইষ্টাম্প অর্থাৎ ছাপা হয় ও দেওয়ানী আদালত ও মালগুজারীসম্পর্কীয় কাগজাতের নকলের কাগজ ও যে সকল নালিশেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা শাস্তি দিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কাগজ ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে আরজী ও দরখাস্ত দিবার কাগজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও এক্ষণে ঐ সকল কর্ম্মেতে যত কাগজ লাগিবেক তাহার সমস্ত বন্দ ও তত্খাতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক যত অঙ্ক বিবেচনামতে স্থির করেন্ তত অঙ্কে কেবল এক প্রকার চিহ্ন নীচের লিখিত কথাক্রমে ছাপা হইবেক শরয়ীইত্যাদি কাগজ ॥০ আট আনা ইতি।

এখনপর্য্যন্ত যে সকল ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত হইয়াছে উপরের ধারার লিখিত হুকুম ইং ১৮১০ সালের ১ জানুআরী পর্য্যন্ত তাহা বিক্রয়হওনের নিবারক না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নানা প্রকার দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ও উপরের ধারার উক্ত কাগজপত্রের নিমিত্তে এপর্য্যন্ত যে সকল ইষ্টাম্পকাগজ জন্মিয়াছে ও পাঠান গিয়াছে উপরের ধারার শেষের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের জানুআরী মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত তাহা বিক্রয়হওনের নিষেধক হইবেক না তাহার পরে উপরের ধারার লিখিত দাঁড়া জারী ও চলন হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

উত্তরকালে রওয়ানা সকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার আবশ্যক না হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে সমস্ত রওয়ানা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার বিষয়ে চলিত আইনের লিখনক্রমে যে হুকুম আছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও উত্তরকালে ঐ সকল রওয়ানা সাদা কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু পূর্ব্বে এই প্রকার কাগজের প্রতি সরকারের হুকুমানুসারে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট ছিল কিম্বা উত্তরকালে যাহা ধার্য্য হয় তাহা দিতে হইবেক ও এই ধারার লিখিত দাঁড়া এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি কলিকাতার হুকুমতের তাবে সমস্ত দেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই প্রকরণের নীচের লিখিত কালাতীত হইলে আবকারীর পরওয়ানা সকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখা না যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নানা প্রকার মদিরা ও তাড়ীইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার পরওয়ানা অর্থাৎ পাট্টাসকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখনক্রমে যে হুকুম আছে তাহা নীচের লিখিত বেওরাক্রমের তারিখসকলঅবধি রদ ও রহিত হইবেক ইতি।

সুবে বাঙ্গালাতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১১ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ৩১ চৈত্রঅবধি ইতি।



সুবে

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

সুবে উড়িষ্যাতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ৬ আশ্বিনঅবধি ইতি।

সুবে বেহার ও বারাণসদেশে এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দস্তাধিকারে ও যমুনা নদীর দুই দিগেতে যে জয়করা দেশ আছে তাহাতে এবং জিলা বুন্দেলখণ্ডেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ২৩ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে ফসলী ১২১৬ সালের ২৯ ভাদ্রঅবধি ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত কালাতীত হইলে পরে নানাপ্রকার মদিরা ও তাড়ীইত্যাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার নিমিত্তে পরওয়ানাসকল সাদা কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু সরকারহইতে এখনপর্য্যন্ত যে রসুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহা দিতে হইবেক ইতি।

ঐ সকল পরওয়ানা সাদা কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু যে রসুম নিরূপণ আছে কি পশ্চাৎ হয় তাহা দিতে হইবার কথা।

৬ ধারা।

কাজীদিগের ও দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের সনন্দসকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার অর্থে চলিত আইনের লিখনক্রমে যে হুকুম আছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও এই আইনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত ঐ সকল সনন্দ সাদা কাগজে লেখা যাইবেক ও কোন রসম তাহাতে লাগিবেক না ইতি।

উত্তরকালে কাজীদিগের ও উকীলদিগের সনন্দসকল সাদা কাগজে লেখা যাইবার ও কোন রসুম তাহাতে না লাগিবার কথা।

৭ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ২ প্রকরণের লিখনমতে কালেক্টরসাহেবেরা যে সকল দরখাস্ত আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করেন্ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার লিখিত কথা তাহাতে খাটিবেক না অতএব জজসাহেবদিগের উচিত যে উত্তর কালে বাকীদার লোকদিগকে ধরিবার কিম্বা কয়েদে রাখিবার বিষয়ে অথবা সরকারের মালগুজারীসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়েই বা হউক এমতং যত দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহা বিনাইষ্টাম্পে সাদা কাগজেই লন্ কিন্তু কালেক্টরসাহেবেরা নিজে কিম্বা সরকারের তরফহইতে যে কোন মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী থাকেন্ এই ধারার লিখিত কথা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

আদালতের সাহেবদিগের তরফহইতে বাকীদারদিগকে ধরিবার কি কয়েদরাখণইত্যাদি বিষয়ের যত দরখাস্ত তাহা সমস্ত সাদা কাগজে লেখা যাইবার কথা।

VOL. IV. 487. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৮ অষ্টম আইন।

আদালত ও মালগুজারী ও তেজারতের সিরিস্তাসম্পর্কীয় সরকারী চাকর এদেশীয় আমলালোকদিগের তগীর ও বহাল অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত ও কর্ম্মে নিযুক্তহওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত কোন২ হুকুম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের তারিখ ২৯ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ১৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৬ সালের ১৬ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ১৭ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের লিখিত হুকুমমতে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের ও মফঃসল কোর্ট আপীল ওদায়েরসায়েরী আদালতসকলের ও সমস্ত জিলা ও শহরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সম্পর্কীয় এদেশীয় প্রধান আমলালোকের এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোড ত্রেডের সাহেবদিগের ও মালগুজারীর এবং মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবদিগের এবং নিমক ও আফীন প্রস্তুতকরণের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবলোকের তাবে অর্থাৎ হুকুমের নীচে নিযুক্ত কার্য্যকারক লোকদিগের তগীর ও বহালী অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত ও কর্ম্মে নিযুক্তহওন ও ইস্তফা এতাবতা কর্ম্মত্যাগকরণের মঞ্জুরীর ক্ষমতা কৌন্সেলের সভাতে বিশেষ কেবল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আছে এবং সমস্ত আদালতের মৌলবী লোক ও কাজীয়ল্ কুজ্জাৎ ও সকল শহর ও কস্বা ও পরগনার সমস্ত কাজী এবং আদালত ও কালেক্টরীর দফ্তরসকলের মহাফেজ লোকদিগের ও পোলীসের সমস্ত দারোগা ও তাহার সম্পর্কীয় অন্য২ প্রধান আমলালোকের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা লওনের বিষয়েও ঐ মত ক্ষমতা ঐ শ্রীযুতের আছে এবং ঐ আইনের ৬ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে উপরের লিখিত ঐ সকল সাহেবদিগের চিত্তে যদি ঐ কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুতহওনের কোন হেতু গোচর হয় তবে কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তিকে ঐ হেতুকথা জানাইয়া সে ব্যক্তি এ বিষয়ে যে ওজর রাখে তাহা তাহার স্থানে তলব করেন্ পরে ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্তসম্বলিত কৈফিয়ৎ ঐ কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ হেতুকথা জানান্ ও তাহার জওয়াবের কথার নকল ও তরজমা এবং কৈফিয়তের উক্ত রুবকারী ও দস্তাবেজাৎ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রসকলের ও মোকদ্দমা স্পষ্ট বোধহওনার্থে যত নকল ও

তরজমার আবশ্যক হয় তাহার সহিত যাঁহার দ্বারা পাঠাইবার নিরূপণ থাকে তাঁহার দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ আর অন্য ২ আমলালোকের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের প্রতি আছে তাহারদিগের বিষয়েও ঐমত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল হুকুম জারী করিতে ঐ সকল দফ্তরের কর্ত্তা সাহেবদিগের শ্রমের অতিশয় ও কাল গত হয় আর ইহাতে আর২ বড়২ কর্ম্মেতে ক্ষতি ও ব্যাঘাত জন্মে এতদ্দৃষ্টে এইমত বিবেচনা সিদ্ধ হইল যে যদি সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকছাড়া কেননা তাঁহারদিগের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মাদির দৃষ্টে তাঁহারদিগের তগীর বহালীর ভার কেবল সরকারেতেই থাকা উচিত উপরের উক্ত আর২ কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরীর ক্ষমতা ও ভার সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের ও মফঃসল আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেডের ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকেরদিগকে দেওয়া যায় আর শেষ রোয়দাদের কৈফিয়ৎসকল তলবকরণের কোন২ বিষয়ের পরিবর্ত্ত অর্থাৎ ফেরফার করা যায় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের হেতুবাদের লিখনক্রমের যে মর্ম্ম তাহা সুন্দররূপে সফল হইবেক আর দায়েরসায়ের সাহেবলোক তাঁহারা যে২ স্থানে নিযুক্ত থাকেন্ তথাকার বিষয়েতে বিশেষ বিজ্ঞ এবং জিলা ও শহরসকলের দওরা অর্থাৎ ভ্রমণের সময়ে নানাপ্রকার অনেক মোকদ্দমা উপস্থিতহওনহেতুক পোলীসের কার্য্যকারক লোকদিগের ক্রিয়াদি ও আচরণ ও প্রকরণ জানিতে ও বুঝিতে পারেন্ এইহেতুক উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে কোতওয়াল ও দারোগালোক ও পোলীসসম্পর্কীয় আর২ প্রধান আমলালোকের তগীর ও বহালীর ক্ষমতা ঐ সাহেবদিগের প্রতি থাকে এবং আবশ্যক হইল যে ঐ সকল কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের ও এদেশীয় আর২ আমলা লোকদিগের সম্বন্ধে প্রকাশ ও জ্ঞাত করাণ যায় যে যদি তাঁহারদিগের অযোগ্যতা কিম্বা আপন২ ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মাদি চালাইবাতে তাচ্ছল্য কি আলস্য বোধহওনের অথবা অন্য কোন প্রকারে সরকারের প্রত্যয়যোগ্য না হওনের কোন বিশিষ্ট হেতুকথা প্রকাশ হয় তবে বিশেষ কোন অপরাধ তাঁহারদিগের প্রতি প্রমাণ না হইলেও তাঁহারা আপন২ প্রাপ্তভারের কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসরহওনের যোগ্য হইবেন বিশেষতঃ ইহা পোলীসের আমলা লোকদিগের হুকুমের ব্যাপ্য সীমার মধ্যে ডাকাইতী কিম্বা আর২ স্পষ্ট এতাবতা গুরুতরাপরাধহওনের পদ্য হইলে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে অতএব উপরের কথাসকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি ।

 ২ ধারা ।

## ২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ও অন্য যে কোন আইনের লিখিত দাঁড়াসকল আদালত ও মালগুজারী ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপার ও নিমক ও আফীন ও মাসুলের সিরিস্তাসকলের নিয়োজিত এদেশীয় সরকারী কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের তগীর ও বহালীর বিষয়ে চলন হইয়াছে তাহা এই আইনের লিখিত মর্ম্মক্রমে শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা গেল ইতি।

ই°১৮০৪ সালের ৫ আইন ও অন্য যে কোন আইন আদালতইত্যাদি সিরিস্তার কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের তগীর ও বহালীর বিষয়ে চলন হইয়াছে তাহার দাঁড়া সকল শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার কথা।

## ৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরা আদালতের এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেড এবং বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকদিগের প্রতি তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত এদেশীয় প্রধান২ আমলা ও আর২ কার্য্যকারক লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরকরণের বিষয়েতে হজুরের মঞ্জুরীর কারণ আপন২ রোয়দাদের কৈফিয়ৎ পাঠান বিনা এই ধারানুসারে ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতলোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফার কৈফিয়ৎ পূর্ব্ব রীতিমতে মঞ্জুরীর কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে পাঠান যাইবেক ইতি।

সরকারী এদেশীয় আমলালোকের তগীর ও বহালীর বিষয়ে আদালত ও মালগুজারী ও তেজারতের সাহেবলোকের প্রাপ্ত ক্ষমতার কথা।

## ৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৫ ধারা ও নীচের লিখিত প্রকরণানুসারে শুধরা ও পরিবর্ত্তহওয়া ৬ ধারা আর ৯ ধারার নিরূপিত কৈফিয়ৎসকল পহুছিলে সকল প্রবিন্স্যল্ কোর্ট ও জিলা ও শহরসকলের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতলোকের ও সকল শহর ও কস্‌বা ও পরগনার কাজীদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরীর হুকুম দিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

সকল প্রবিন্স্যল্ কোর্ট ও জিলা ও শহরের মৌলবী ও পণ্ডিতলোকের ও শহর ও কস্‌বা ও পরগনাসকলের কাজীদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরীর ক্ষমতা সদরের সাহেবলোকের প্রতি থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি মফঃসল প্রবিন্স্যল্ কোর্ট ও জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে কোন কাজী কিম্বা মুফ্তীর অসঙ্গত ক্রিয়া কিম্বা তাচ্ছল্য প্রকাশহওন অথবা গুণহীনতা কিম্বা আর কোন প্রকার অনুপযুক্ততা বুঝা যাওনাধীন তাঁহারদিগের তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতু বোধ হয় তবে উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্তসম্বলিত কৈফিয়ৎ আপনারদিগের কৃত বিবেচনার কথাসকলের সহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ সাহেবলোকেরা সে বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহা দেন্ কিম্বা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ কৈফিয়তের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাত ও অবগতহওয়া কিম্বা আর বিবেচনা ও তথ্যতদন্ত করা আবশ্যক জানিলে তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

প্রবিন্স্যল্ কোর্ট ও জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন কাজী কি মুফ্তীর অসঙ্গত ক্রিয়াইত্যাদি প্রকাশ হওনেতে তাঁহারদিগের কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতু বুঝিলে যেমতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।



ধারা।

## ৫ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগালোকের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোকের তরফহইতে নীচের লিখিত প্রকরণসকলের উক্ত কৈফিয়ৎসকল পাইলে পর আপনারদিগের হুকুমের ব্যাপ্য স্থানের নিয়োজিত পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগালোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরীর দৃঢ়তাকরণেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

কোতওয়াল ও দারোগালোক নির্ব্বাচিতে জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার কিন্তু উপযুক্ত লোক বাচনি করিতে সুন্দর মনোযোগ করিবার কথা।

উপরের উক্ত লোক সকল নির্ব্বাচ্য হইলে পর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

উপরের উক্ত বাচনিহওয়া লোকের নিযুক্তহওনের দৃঢ়তা করিতে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হজুরহইতে নিযুক্তহওনের দৃঢ়তার হুকুমহওনবিনা কোন ব্যক্তির বাচনি ও নাম নির্দ্দিষ্ট হওয়া পূরা না হইবার কথা।

পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা মরিলে কি অবসর হইলে অথবা ইস্তফা দিলে কি রহিত থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের যে ক্ষমতা তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোক আপনারদিগের হুকুমের ব্যাপ্য সীমার মধ্যগত স্থানসকলের নিমিত্তে কোতওয়াল ও দারোগালোকদিগকে নির্ব্বাচিয়া নাম নির্দ্দিষ্ট করিবেন ও ঐ সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে সুন্দর বিবেচনা ও মনোযোগপূর্ব্বক যোগ্য ও পারগ লোকদিগকে নির্ব্বাচিয়া স্থির করেন্ কিন্তু কর্ত্তব্য যে পোলীসের কোতওয়ালী ও দারোগগী কর্ম্মের নিমিত্তে আপনারদিগের নির্ব্বাচ্য লোকেরা পূর্ব্বে যে২ কর্ম্ম করিয়াছে ও তাহারদিগের সুখ্যাতি ও গুণযোগের সম্বাদসম্বলিত কৈফিয়ৎ পূর্ব্বে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে পাঠাইতেন এক্ষণে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ও দায়েরসায়ের সাহেবলোকদিগের প্রতি তাহারদিগের নিযুক্তহওনের দৃঢ়তার হুকুম দিবার ক্ষমতা থাকিবেক কিম্বা ঐ বাচনিকরা লোকের পূর্ব্বের করা কর্ম্মকার্য্যের ও সুখ্যাতির ও গুণযোগের কথা জ্ঞাতহওনার্থে অন্য কৈফিয়তের আবশ্যক বুঝিলে তাহা তলব করেন্ কিম্বা কোন হেতুতে তাহার নিযুক্তহওয়া অনুচিত বুঝিলে অন্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে হুকুম দেন্ অতএব ইহাতে উত্তরকালে কোতওয়ালী ও দারোগগী কর্ম্মে কোন ব্যক্তির নিযুক্তহওয়া যাবৎ দায়েরসায়ের সাহেবেরা এই ধারার লিখনক্রমের প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে সাব্যস্ত ও দৃঢ়তর না করেন্ তাবৎ পূরা বুঝা যাইবেক না কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের প্রতি এই প্রকারেতে ক্ষমতা আছে যে যদি কোন কোতওয়াল কিম্বা দারোগার মরণ কিম্বা কর্ম্মচ্যুতহওন অথবা ইস্তফাকরণ কিম্বা কোন কারণে রহিতহওনহেতুক তাহার ভার সম্পর্কীয় কর্ম্মস্থান খালী অর্থাৎ অমনি থাকে তবে কতক দিনের কারণ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই ভারের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়া অতিশীঘ্র তাহার সমাচার দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা ইস্তফা দিলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন কোতওয়াল কিম্বা দারোগা আপন কর্ম্মের ভার হইতে ইস্তফা দিবার মনস্থ জানায় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে আদালতের বৈঠকের সময়ে তাহার ইস্তফা লইয়া সিরিস্তার বহীতে দাখিল করেন্ পরে উপরের প্রকরণের মতানুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থানে নির্ব্বাচিয়া তাহার সমাচার ইস্তফার ফর্দ্দের সহিত অবিলম্বে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন কোতওয়াল কিম্বা দারোগার কোন অসঙ্গত ক্রিয়া কিম্বা তাচ্ছল্য প্রকাশহওন অথবা অকৃতিত্ব ও গুণহীনতা কি অন্যপ্রকার অনুপযুক্ততা বুঝা যাওনেতে তাহার তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতু মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের বুদ্ধিগোচর হয় তবে কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বৃত্তান্তসম্বলিত কৈফিয়ৎ আপনারা সে বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহার কথার সহিত দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ সাহেবেরা সে বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্ কিম্বা মোকদ্দমার কথাসকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ কৈফিয়তের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাত ও অবগত হওয়া কিম্বা আর বিবেচনা ও তথ্যতদন্ত করা আবশ্যক বুঝিলে তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগার কর্ম্মহইতে অবসর হইবার কোন হেতু গোচর হইলে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

তাহাতে দায়েরসায়ের সাহেবলোক যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন দারোগা তাহার স্পষ্ট কোন অসঙ্গতাচরণ কিম্বা তাচ্ছল্য অথবা গুণহীনতা প্রকাশহওনহেতুক শীঘ্র রহিত রাখিবার যোগ্য বোধ হয় তবে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার হুকুম দিয়া সে বিষয়ের কৈফিয়ৎ আর২ আবশ্যকী সমাচারের সহিত দায়েরসায়ের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগহইতে কোন অপরাধ কিম্বা অসঙ্গত ক্রিয়াহওনহেতুক তাহারদিগের শাস্তি দিবার বিষয়ে চলিত আইনানুসারে মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি যে ক্ষমতা আছে তদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহারদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে ঐ পোলীসের কোন কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তিহইতে তাচ্ছল্য প্রকাশ হইলে তাহার মাহিয়ানার তুল্য সংখ্যায় জরীমানার হুকুম করিয়া তাহার মোকররী অর্থাৎ নির্দ্ধারিত মাহিয়ানাহইতে ঐ জরীমানার টাকা কাটিয়া লন্ অতএব প্রকাশ করা যাইতেছে যে পোলীসের সমস্ত কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের কিম্বা সরকারের চাকর এদেশীয় অন্যং কার্য্যকারকদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাহার গুণহীনতা কিম্বা আপন ভারের কর্ম্ম করিতে তাচ্ছল্য ও আলস্যকরণহেতুক কিম্বা অন্য কোন প্রকারেতে সরকারের প্রত্যয়ের যোগ্য বোধ না হইলে তাহার প্রতি বিশেষ কোন অপরাধ প্রমাণ না হইলেও আপন প্রাপ্ত কর্ম্মের ভারহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

যে মতেতে মাজিস্ট্রেট্ সাহেব কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগকে স্থগিত রাখিবার হুকুম দিবেন ও তাহাতে যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের তাচ্ছল্য প্রকাশ হইলে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের ক্ষমতার কথা।

সমস্ত প্রকার কার্য্যভারাক্রান্ত লোক অযোগ্যতার সন্দেহহওনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্যহেতুক কর্ম্মচ্যুতহওনের যোগ্য হইবার কথা।

## ৬ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন কারণে পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগাকে আপনারদিগের হুকুমের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য সীমার মধ্যে এক স্থানহইতে আর স্থানে বদলী করা বিহিত বুঝিলে দায়েরসায়ের সাহেবলোকের নিকটে তাহার সমাচার লিখিয়া পাঠান্ আর ঐ সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরীতে ঐ প্রকার বদলী করিতে কোন প্রকার অনুমতি নাহি কিন্তু যদি কখন তাহার অতিআবশ্যক হয় তবে ঐ প্রকার বদলী করিয়া অতিশীঘ্র তাহার কৈফিয়ৎ মঞ্জুর ও হুকুমহওনার্থে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগার বদলীকরা বিহিত ও আবশ্যক হইলে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।



৭ ধারা।

### ৭ ধারা।

মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক প্রধান২ আমলার বরং জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেব লোকের তাবে দশ টাকা কি ততোধিক মাহিয়ানার কার্য্যভারাক্রান্তদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সকল জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য প্রধান২ আমলালোকের ও দফ্তরের মহাফেজদিগের ও জিলা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের সিরিস্তার সম্পর্কীয় এদেশীয় যে সকল কার্য্য ভারাক্রান্ত লোকেরা ১০ টাকা কিম্বা তাহাহইতে অধিক মাহিয়ানা পায় তাহারদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফা মঞ্জুরীর দৃঢ়তাকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৪।১০।১৫ ধারার লিখনানুসারে সরকারে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের প্রতি যে ক্ষমতা ছিল এক্ষণে সেই ক্ষমতা মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল ইতি।

এই ধারার প্রথম প্রকরণের উক্ত কার্য্যকারকদিগের প্রতি ৫ ধারার লিখিত কথাসকল খাটিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম পোলীসের আমলালোকের ও এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের উক্ত কার্য্যকারকদিগের প্রতি খাটিবেক অতএব সকল জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ক্ষমতা বরং তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাহার মতে কার্য্য করিয়া এমতাবধান করেন্‌ যে কৈফিয়তের লিখিত কার্য্যভারাক্রান্তের নিযুক্ত ও ইস্তফা ও তগীরী অর্থাৎ অবসরহওন যদি দেওয়ানী আদালতের সহিত সম্পর্ক রাখে তবে তাহার কৈফিয়ৎ কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে আর ফৌজদারী আদালতের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের অগ্রে পাঠাইয়া দেন্‌ ইতি।

### ৮ ধারা।

পূর্ব্ব মত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীর প্রতি কমিস্যনরদিগের তগীর ও বহালীর নির্ভর থাকিবার কিন্তু এই আইনের ৪ ধারার লিখিত কথাসকল তাহারদিগের প্রতি খাটিবার কথা।

কমিস্যনরেরদিগহইতে কোন মোকদ্দমাতে তাচ্ছল্য কি অসঙ্গতাচরণ প্রকাশ হইলে তাহার রসুম না পাইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত এদেশীয় কমিস্যনর লোকদিগের প্রতি উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াসকল খাটিবেক না ও তাহারদিগের তগীর ও বহালীর বিষয়ে পূর্ব্বমত ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীর প্রতি নির্ভর থাকিবেক যদি জিলা ও শহরের জজসাহেবের অন্তঃকরণে কোন কমিস্যনরের তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতু গোচর হয় তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ার বদলে এই আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত কথাসকল যথার্থ জানিয়া কার্য্য করেন্‌ অতএব প্রকাশ করা যাইতেছে যে এদেশনিবাসি কোন কমিস্যনরের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমাতে অতিতাচ্ছল্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার হইয়াছে ইহা যদি প্রকাশ হয় তবে সে মোকদ্দমার নিরূপিত রসুম পাইতে পারিবেক না আর যদি তাহার রসুম লইয়া থাকে তবে তাহার তাহা ফিরিয়া দিতে হইবেক ইতি।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৮ অষ্টম আইন।

### ৯ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ৫ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত যেং মর্ম্ম চলিত আইনের লিখিত আরং বিশেষ হুকুমের সহিত সরকারের চাকর এদেশীয় সমস্ত কার্য্যকারকদিগের প্রতি খাটিবেক তাহাব্যতিরিক্ত এই আইনের আর কোন কথা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের সম্পর্কীয় যে সকল আমলালোকের মাহিয়ানা ১০ দশ টাকার নূন তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ও ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১২। ১৩। ১৪ ধারার লিখিত দাঁড়াসকল পোলীসের নায়েব ও জমাদার ও বরকন্দাজইত্যাদি অন্যং ক্ষুদ্র আমলা লোকদিগের প্রতি পূর্ব্বমত জারী ও চলন থাকিবেক ইতি।

৫ ধারার ৫ প্রকরণের উক্ত কথাসকল সমস্ত কার্য্যকারকের প্রতি খাটিবার ও এই আইনের আর কোন কথা আদালতসম্পর্কীয় দশ টাকার কম মাহিয়ানার আমলাদিগের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

### ১০ ধারা

১ প্রথম প্রকরণ।—মালগুজারী ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের সিরিস্তার ও সকল মাসুলতহসীলের ও নিমক ও আফীনের সিরিস্তার নিযোজিত এদেশীয় কার্য্যকারকদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১০। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকল নীচের লিখিত প্রকরণসকলের বেওরাকরা পরিবর্ত্ত ও অতিশয়হওয়া অন্যং কথাসকলের সহিত জারী ও চলন থাকিবেক ইতি।

ইং ১৮০৪ সালের ৫ আইনের লিখিত দাঁড়াসকল কএক প্রকার পরিবর্ত্তের সহিত জারী থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে মালগুজারীর ও সকল মাসুলতহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল কৈফিয়ৎ পূর্ব্বে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইতেন সেই সকল কৈফিয়ৎ এক্ষণে বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইতে থাকেন ইতি।

বোর্ড কমিস্যনরের তাবে মালগুজারী ও সকল মাসুলতহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মালগুজারী ও মাসুলের কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে নিযুক্ত প্রধানং আমলালোকের ও কালেক্টরসাহেবদিগের সমস্ত কাছারীর দফ্তরের মহাফেজ লোকের তগীর ও বহালীর যে কৈফিয়ৎ পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৪। ১০ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠান যাইত তাহা এক্ষণে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক আর তগীর ও বহালীর মঞ্জুরীর ক্ষমতা ও ভার ঐ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল এবং বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের প্রতি তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের ও নিমক ও আফীন প্রস্তুতের কার্য্যে নিযুক্ত সাহেবলোকের তরফহইতে কৈফিয়ৎ পাইলে ঐ সাহেবলোকের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত প্রধানং আমলালোকের তগীর ও বহালীর ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক ইতি।

মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে প্রধানং আমলা ও সমস্ত কালেক্টরীর দফ্তরের মহাফেজ লোকের তগীর ও বহালীর বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার এবং তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবলোকের তাবে প্রধান আমলালোকের তগীর ও বহালীর ক্ষমতা বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কালেক্টরসাহেবলোক ও তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার

ও তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবলোকের আপনারদিগের ব্যাপ্য কোন ব্যক্তির তগীরীর বিষয়ে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সাহেবলোক আপনারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য আমলালোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তগীর অর্থাৎ কর্ম্মহইতে অবসরকরা উচিত বুঝেন্ তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ার বদলে এই আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখনানুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

মালগুজারীইত্যাদির কালেক্টরসাহেবদিগের আপনারদিগের কোন আমলার ক্রিয়াদি ও আচরণ অবগতহওনার্থে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হইলে যে মতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মালগুজারীর ও সকল মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের ও তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের মোখ্তারকার সাহেবদিগের ও নিমক ও আফীম প্রস্তুতের মোখ্তাকার সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৫০ আইনের ৫ ধারার লিখনানুসারে ও জয় করা ও দত্ত দেশাদির অর্থে নির্দ্ধারিত ঐ সনের ৩ আইনের ৭ ধারা ও ৮ আইনের ২৫ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত কথা মতে আপনারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য আমলাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির ক্রিয়াদি ও আচরণ জ্ঞাত হইবার অর্থে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী আবশ্যক হইলে ঐ সাক্ষিকে দিব্য করাইয়া জোবানবন্দী করেন্ আর তাহাকে যেমত দিব্য করাইতে হইবেক তাহা করিতে যদি সে স্বীকার না করে তবে তাহাকে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ যে চলিত আইনের নির্দ্ধারিত হুকুমানুসারে তাহাকে কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনে রাখা যায় ইতি।

## ১১ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের আপনারদিগের সিরিস্তাসকলের কৈফিয়ৎ মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়ের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবার কথা।

মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়ের সাহেবলোক কৈফিয়ৎসকলের নকল মুস্তোফী সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইন পাইলে পর সকল জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের উচিত হইবেক যে আপনং নিজসম্পর্কীয় আমলার সিরিস্তার কৈফিয়ৎ এবং তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের অর্থে সরকারের নিযোজিত অন্যং আমলালোকের সিরিস্তাসকলের কৈফিয়ৎ যে কার্য্যভারাক্রান্ত লোকেরা ১০ দশ টাকা কি তাহাহইতে অধিক মাহিয়ানা পায় সে সমস্ত লোকদিগের নিযুক্তহওনের তারিখ ও নামসংযুক্তে তাঁহারা যেং মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের ব্যাপ্য জিলা ও শহরে থাকেন্ সেইং আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ আর সেইং আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল কৈফিয়তের নকল মুস্তোফী সাহেবের নিকটে পাঠান্ আর মুস্তোফী সাহেবের উচিত যে মোকররী সিরিস্তাসকলের মধ্যে যদি কোন প্রকার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত কিম্বা ঐ সিরস্তাসম্পর্কীয় কার্য্যভারাক্রান্ত লোকের বিষয়ে অসঙ্গত ফেরফার হইয়া থাকে তবে তাহার সমাচার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুম হইবার নিমিত্তে যাহার দ্বারা পাঠাইবার নিরূপণ থাকে তাঁহার দ্বারা হজুরে পাঠান্ ইতি।

মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়ের সা

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের নিজের সিরিস্তা কিম্বা তাঁহারদিগের আপনারদিগের হকু

মের ব্যাপ্য জিলা ও শহরসকলের সাহেবলোকের সিরিস্তার সম্পর্কীয় যত কার্য্য ভারাক্রান্ত লোকের তগীর ও বহালী এই আইনের অর্পিত ক্ষমতানুসারে মঞ্জুর করেন্ তাহার সমাচারসম্বলিত মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ মুস্তৌফী সাহেবের নিকটে পাঠান্ ইতি।

হেবলোক মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ মুস্তৌফী সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে হুজুরের বিনামঞ্জুরীতে সরকারের মোকররী সিরিস্তাসকলের বিষয়ে কিছু অতিশয় করিতে কিম্বা তদংশেতে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত এতাবতা ফের ফার করিতে অনুমতি দিবার কোন প্রকার ক্ষমতা মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক না কিন্তু প্রবিন্স্যল কোর্ট ও দায়েরসায়েরী আদালতসকলের সাহেবলোক সকল জিলা ও শহরের আদালত ও পোলীসের সিরিস্তাসকলের কর্ম্মাদির বিষয়েতে সর্ব্বদা সম্বাদবাদ জানিতে পাইয়া থাকেন্ এতদ্দৃষ্টে হুকুম হইল যে সমস্ত লিখনপত্র ঐ সাহেবদিগের দ্বারা পাঠান যায় অতএব ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সকল জিলা ও শহরের সাহেবদিগের তরফহইতে তাঁহারদিগের সিরিস্তাসকলের বিষয়ী কোন বিবরণের কাগজ পাঠাইতে হইলে তাহা হয় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অগ্রে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলেতে পাঠাইয়া দেন্ ও সে বিষয়ে আর যে কিছু তথ্যাতদন্তের আবশ্যক থাকে তাহা তলব করিলে পরে আপনারা সে বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহার বৃত্তান্তের সহিত ঐ সদরের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

এ ধারানুসারে কাহার প্রতি সরকারের মোকররী সিরিস্তাতে কিছু অতিশয় কি তাহার অংশেতে ফেরফার করিতে ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

আদালত ও পোলীসের সিরিস্তাসকলের বিষয়ী সমস্ত লিখনপত্র মফঃসল কোর্ট আপীলের ও দায়েরসায়ের সাহেবদিগের দ্বারা হুজুরে পাঠান যাইবার ও ঐ সাহেবেরা তাহা পাঠাইবার সময়ে সে বিষয়ে আপনারদিগের বিবেচনার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

১৩ ধারা।

এই ধারানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে যে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কিম্বা সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে এদেশীয় কোন কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তির কর্ম্মহইতে অবসর হইবার বিশিষ্ট হেতু গোচর হয় তবে এই আইনের মর্ম্ম তাহার হুকুমদেওনের নিষেধক হইবেক না এবং জানা কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইনের দাঁড়াসকলের কোন দাঁড়া তাহার নিবারক হইতে পারিবেক না ইতি।

হুজুরে কিম্বা সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের চিত্তে কোন ব্যক্তিকে তগীরকরা বিহিত বুঝা গেলে এই আইনের লিখিত কথা তাহার প্রতিরোধকতা না করিবার কথা।

এই আইনের কোন দাঁড়া সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার নিবারক না হইবার কথা।

১৪ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের চাকর এদেশীয় অন্যং যে সকল আমলারদিগের প্রস্তাব এই আইনের মধ্যে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনেতে না হইয়া থাকে বিহিত বুঝিলে তাহারদিগের প্রতিও এই আইনের উক্ত সকল কথা ও হুকুম

অন্যং যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি এই আই

লের ও আইনের লিখিত হুকুম জারী করিতে হজুরে কর্ত্তৃত্ব আছে তাহার কথা।

জারী করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কর্ত্তৃত্ব আছে ইতি।

Vol. IV. 498.

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৯ নবম আইন।

টুঁচড়া মোকামের কমিস্যনর ও চন্দননগর মোকামের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের অগ্রে প্রথমতঃ নিষ্পত্তিহওয়া কোনং মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচার করিবার অর্থে কলিকাতার প্রবিন্সাল্ কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতার্পণের এবং ঐ টুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামে দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মাদি চালাইবার বিষয়ে নূতন দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্টকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর অর্থাৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের স্বরূপ সাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ১৯ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১০ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২০ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৯ আশ্বিন মোতাবেকে হজিরী ১২২৪ সালের ২২ শহর শাবানে জারী হইল ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে টুঁচড়া মোকামের কমিস্যনর ও চন্দননগর মোকামের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ হইবার নূতন বন্দোবস্ত ধার্য্যকরণ হেতুক আবশ্যক ও বিহিত বুঝা গেল যে ঐ সাহেবের নায়েবী কর্ম্মের ভার মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হয় অতএব উচিত ও আবশ্যক হইল যে ঐ টুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামের নিবাসি এ দেশীয় লোকদিগের মধ্যে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা কেবল আসামী এ দেশীয় হয় ও ইহার পূর্ব্বে ঐ সকল মোকদ্দমা নায়েবের কাছারীতে শ্রবণ ও বিচার হইত ও টুঁচড়া মোকামের কমিস্যনর ও চন্দননগর মোকামের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে আপীলের যোগ্য হইত সেই সকল মোকদ্দমার বিচারের অর্থে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর অর্থাৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের স্বরূপ সাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি টুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

### ২ ধারা।

ইং ১৮০৫ সালের ১ আইনের ২ ধারার, ১। ২। ৩ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১ প্রথম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার ২। ৩ প্রকরণ এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

### ৩ ধারা।

টুঁচড়া ও চন্দননগরের

১ প্রথম প্রকরণ।—এক শত টাকার অনূর্দ্ধ সঙ্খ্যার যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দ



মাতে

কোনং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এদেশীয় লোকদিগহইতে এক জন কি ততোধিক কমিস্যনর নিযুক্ত হইবার কথা।

মাতে উভয় বিবাদী কিম্বা কেবল আসামী এ দেশীয় হয় এমতং সমস্ত মোকদ্দমার বিচারার্থে চুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামে এ দেশীয় লোকদিগহইতে এক জন কিম্বা ততোধিক কমিস্যনর আবশ্যকমতে নিযুক্ত হইবেক ইতি।

চুঁচড়ার কমিস্যনর ও চন্দননগরের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব এই আইন পাইলে পর কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবাতে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চুঁচড়া মোকামের কমিস্যনর ও চন্দননগর মোকামের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইবামাত্র ঐ দুই মোকামের নিমিত্তে যত কমিস্যনর নিযুক্ত করা আবশ্যক বুঝেন তাহার সমাচার ঐ সকল লোককে মুনসিফীর ক্ষমতার্পণ করা কি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের ৯ ধারানুসারে সদর আমীনদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতাযুক্তে আমীনী কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত করা উচিত এ বিষয়ে আপনারদিগের বুদ্ধিক্রমে যে বিবেচনা স্থির করেন তাহার কথাসকলের সহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে লিখিয়া পাঠান এবং কর্ত্তব্য যে ঐ ধারানুসারে মুনসিফী কি আমীনী কর্ম্মের নিমিত্তে উপযুক্ত লোকদিগকে নির্ব্বাচিয়া মঞ্জুরীর কারণ তাহার কৈফিয়ৎ ঐ সদরের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।

এদেশীয় কমিস্যনরলোকের কার্য্যোপদেশার্থে দাঁড়াসকলের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪১ আইনানুসারে এদেশনিবাসি কমিস্যনরদিগের কার্য্যোপদেশ এতাবতা কর্ম্ম চালাইবার দাড়া ও নীতি নিমিত্তে যত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামের ভাবগতিকের দৃষ্টে তাহার যে কিছু শুধরা যাওয়া ও ন্যূনাধিক্যক্রমে কমিস্যনর ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব বিহিত বুঝেন ও তাহা ঐ সাহেবের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ পাঠান বৃত্তান্তানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরেতে মঞ্জুর হইলে সেই সকল হুকুম ঐ শুধরণ ও ন্যূনাধিক্যের সহিত এই আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরলোকদিগের প্রতি বর্ত্তিবেক অতএব ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইন পঁহুছিলে পর ঐ চুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামের ভাবগতিকের দৃষ্টে তথাকার কমিস্যনরলোকদিগের কার্য্যোপদেশ অর্থাৎ কর্ম্মনির্ব্বাহের দাঁড়া ও নীতি নিমিত্তে আরং যত হুকুম আবশ্যক ও বিহিত বুঝেন তাহার সমাচার ঐ সদরের সাহেবলোকের হুজুরে লিখিয়া পাঠান ইতি।

চুঁচড়ার কমিস্যনর ও চন্দননগরের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব ঐং মোকামের ভাব ও গতিকের দৃষ্টে অন্যং হুকুম চাহিয়া ইয়া সদরের সাহেবলোকের হুজুরে পাঠাইবার কথা।

## ৪ ধারা।

চুঁচড়া ও চন্দননগরের কমিস্যনরদিগের করা সমস্ত ডিক্রী ও হুকুমের আপীল ঐং মোকামের কমিস্যনর ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—চুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামের কমিস্যনরলোকদিগের করা সমস্ত ডিক্রী ও হুকুমের আপীল ঐং মোকামের কমিস্যনর ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের আদালতে এই নিয়মে যে যদি ঐ আপীলের দরখাস্ত তিন মাসের মধ্যে দেয় কিম্বা ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না হইয়া থাকিলে তাহার বিলম্বের কারণ সুন্দররূপে জ্ঞাত করায় তবে হইতে পারিবেক ইতি।

যে সকল মোকদ্দমাতে চুঁচড়ার কমিস্যনর ও

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলেতে ও এক শত সঙ্খ্যার অনূর্দ্ধ নগদ টাকা কি দ্রব্যের মূল্যের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ চুঁচড়ার কমি



স্যনর

স্যনর ও চন্দননগরের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের অগ্রে বিচার ও নিষ্পত্তি পায় সে স মস্ত মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত এতাবতা পূরা বুঝা যাইবেক কিন্তু যদি ঐ সাহেবের করা ডিক্রীর কথাসকলের দৃষ্টে কোন স্পষ্ট ভুলচুক কি ত্রুটি অথবা ন্যায় ও বিচারের দাঁড়া ও মতের ব্যতিক্রম বুঝা যায় কিম্বা ডিক্রীর লিখিত বৃত্তান্ত দৃষ্টিকরণাধীন কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের সাহেবদিগের বিবেচনাতে আপীলমতে ঐ মোকদ্দমার দ্বিতীয় বিচারহওয়া বিহিত বোধ হয় তবে ঐ সাহেব দিগের ক্ষমতা আছে যে খাস আপীলমতে সে মোকদ্দমা মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

চন্দননগরের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক তাহার ও কেবল বিশেষ প্রকারেতে তাহার আপীলহওনের নির্ভর কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের সাহেবলোকের প্রতি থাকিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—চুঁচড়া ও চন্দননগরনিবাসি লোকদিগের সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদী এতাবতা ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা কেবল আসামী এ দেশীয় হয় তাহাতে যদি কমিস্যনর ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা ফয়সলার লিখিত টাকার সঙ্খ্যা ১০০ এক শতের উপর ৫০০০ পাচ হাজারপর্য্যন্ত থাকে তবে তাহার আপীল কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট আদালতে এই নিয়মে যে যদি ঐ আপীলের দরখাস্ত যে ডিক্রীতে উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অসম্মত হয় সেই ডিক্রী পাওনের তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে দেয় অথবা ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দাখিল না হইয়া থাকিলে তাহার বিলম্বের কারণ যদি ঐ আদালতের সাহেবলোকের বিবেচনাতে প্রামাণ্য ও যথার্থ বোধ হয় তবে হইতে পারিবে ইতি।

যে সকল মোকদ্দমার আপীল কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে এই ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা আপীলমতে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত এতাবতা পূরা বুঝা যাইবেক কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের চিত্তে সে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবার বিশেষ কোন২ হেতু গোচর হয় তবে ঐ সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে তাহার দরখাস্ত খাস আপীলমতে মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি পূরা বুঝা যাইবার কিন্তু সদরের সাহেবদিগের চিত্তে খাস আপীলের কোন২ হেতু গোচর হইলে তাহা মঞ্জুর করিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতার কথা।

৬ ধারা।

উপরের ধারার উক্ত মোকদ্দমা এতাবতা যাহাতে উভয় বিবাদী কি কেবল আসামী এদেশীয় হয় তাহাতে যদি কমিস্যনর কি সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা ফয়সলার লিখিত টাকার সঙ্খ্যা ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক হয় তবে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে এই নিয়মে যে যদি ঐ আপীলের দরখাস্ত যে ডিক্রীতে উভয়ের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অসম্মত হয় সেই ডিক্রীপাওনের তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে দেয় কিম্বা ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না

কমিস্যনর ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের করা ফয়সলাহইতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক তাহার কথা।

হইয়া থাকিলে তাহার বিলম্বের হেতু যদি ঐ আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে যথার্থ ও প্রামাণ্য বোধ হয় তবে হইতে পারিবেক ইতি।

৭ ধারা।

চুঁচড়া ও চন্দননগরের নির্দ্ধারিত ফিরিঙ্গী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের আপীল পূর্ব্বমত কএক নিয়মসংযুক্তে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

এক শত সঙ্খ্যার মোকদ্দমা কেবল খাসআপীলমতে উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে চুঁচড়া ও চন্দননগর মোকামের নির্দ্ধারিত ফিরিঙ্গী আদালতে প্রথমতঃ যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় সে সকল মোকদ্দমার আপীল পূর্ব্বমত ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক এই নিয়মে যদি কমিসানর ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা ডিক্রী কি ফয়সলার লিখিত টাকার সঙ্খ্যা এক শতের অধিক হয় আর যদি ফয়সলার লিখিত টাকার সঙ্খ্যা এক শতের অধিক না হয় তবে ঐ কমিসানর ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত এতাবতা পূরা বুঝা যাইবেক কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে সে মোকদ্দমার খাস আপীল হওনের কোন হেতু গোচর হয় তবে তাহা মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করিতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

ইং ১৮০৫ সালের ১ আইনের কএক ধারার লিখিত কথাসকল যে সকল মোকদ্দমার আপীল কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে হইতে পারে তাহাতে খাটিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১ আইনের ৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ ধারার লিখিত কথাসকল যেমত ঐ আইনের মতানুসারে সদর আপীলহওনের যোগ্য মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক রাখে এই আইনের অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার আপীল কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে হইতে পারে তাহাতেও সেই মত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

ইং ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের কএক ধারার কথাসকল এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহাতে খাটিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল ডিক্রীহইতে আপীল হয় তাহা জারীহওন কি মুলতবী অর্থাৎ স্থগিত রাখণ ও জামিন লওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১।১২।১৩ ধারার লিখিত কথাসকল এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতেই বা হয় তাহাতে খাটিবেক ইতি।

আপীলের মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের নিযুক্ত করা উকীলের রসুম দিবার দাঁড়ার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি আপীলের মোকদ্দমাসকলেতে উভয় বিবাদিরা আদালতের সিরিস্তার নিযোজিত এক২ জন কি তাহাহইতে অধিক উকীল ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১ আইনের ৫ ধারার অর্পিত ক্ষমতানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টে সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর ও প্রত্যুত্তর করণার্থে নিযুক্ত করে তবে ঐ২ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নির্দ্ধারিত পরিমাণের অতিশয় না হইয়া যে মেহনতানা উচিত ও বিহিত বুঝেন্ তাহা ঐ উকীলদিগকে দিবার হুকুম দেন্ ইতি।



৯ ধারা।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সাল ৯ নবম আইন।

### ৯ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে চুঁচড়ার কমিস্যনর ও চন্দননগরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নায়েবের নিষ্পত্তিকরা যে সকল মোকদ্দমার আপীল এখনপর্য্যন্ত মুলতবী আছে তাহাতে এই আইনের লিখিত কথাসকল খাটিবেক অতএব যদি ঐ নায়েবের করা ফয়সলার লিখিত টাকা এক শত সঙ্খ্যার অধিক না হয় তবে সে মোকদ্দমার ডিক্রী চুঁচড়ার কমিস্যনর ও চন্দননগরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরহইতে পূরা এতাবতা চূড়ান্ত হইবেক ও সে সকল মোকদ্দমার অপীল খাস অর্থাৎ বিশেসমতে কলিকাতার প্রবিন্স্যল্ কোর্ট আদালতে হইতে পারিবেক আর যদি তাহার টাকার সঙ্খ্যা এক শতহইতে অধিক হয় আর ঐ নায়েবের ফয়সলাহইতে তাহার আপীল হওয়া এপর্য্যন্ত মুলতবী রহিয়া থাকে তবে সে মোকদ্দমা এই আইনের ৫। ৬ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে কলিকাতার প্রবিন্স্যল্ কোর্ট আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতেই বা হউক যেখানকার শুনিবার যোগ্য সেই আদালতে উপস্থিত হইবেক ইতি।

চুঁচড়ার কমিস্যনর ও চন্দননগরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নায়েবের নিষ্পত্তিকরা যে সকল মোকদ্দমার আপীলহওন এপর্য্যন্ত মুলতবী আছে তাহাতে যে প্রকারে এই আইনের লিখিত কথাসকল খাটিবেক তাহার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

---

### ৯ দফা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার বিষয়। ... | ১ | পোলীসের বিষয়। ... | ১ |
| কোর্ট মার্স্যালের বিষয়। ... | ১ | মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়। | ১ |
| শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়। ... | ১ | আফীনের বিষয়। ... ... | ১ |
| | | ইষ্টাম্পের বিষয়। ... ... | ১ |
| এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার বিষয়। | ১ | জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিষয়। .... ... | ১ |

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

| প্রস্তাব। | বিষয়ের তলে। |
|---|---|
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় কমিস্যনরেরদের ডিক্রীর আপীলের। ... .... | চন্দননগরের। |
| অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারকরণবিষয়ে কালেক্টরসাহেবেরা আদালতের সাহেবেরদিগকে যে দরখাস্ত দেন তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লেখার অনাবশ্যকের বিষয়ে। | ইষ্টাম্পের। |
| যুদ্ধসম্পর্কীয় বাজারে পোলীসের কার্য্যের ভারের। ... ... | পোলীসের। |
| বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা আপনং এতদ্দেশীয় আমলারদের তগীরকরণের বিষয়ের। | এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার। |
| সৈন্যের ছাউনীতে পোলীসের কার্য্যের ভারের। ... ... ... | পোলীসের। |
| পশ্চিমপ্রদেশে কমিস্যনরসাহেবেরদের আপনং এতদ্দেশীয় আমলারদের তগীরকরণের। ... ... ... | এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার। |

চন্দননগর

| | |
|---|---|
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার কমিস্যনরসাহেবেরদের এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় কর্ম্মকারকেরদের। ... ... | চন্দননগরও চুঁচড়ার। |
| এতদ্দেশীয় আমলার কর্ম্মে নিয়োগ বা তগীরকরণের বিষয়ে দায়েরসায়েরা আদালতের সাহেবেরদের কর্ত্তব্য কার্য্য। | |
| এতদ্দেশীয় তেজারৎসম্পর্কীয় আমলারদের নিয়োগ ও তগীরপ্রভৃতির বিষয়ের। | |
| কাজীর। | |
| কোতওয়ালের। ... ... | এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার। |
| আবকারী মহালসম্পর্কীয় পাট্টা যেকালাবধি ইষ্টাম্পকাগজে লিখনের আবশ্যক নাই তাহার বিষয়ের। .... | ইষ্টাম্পের। |
| চন্দননগরের আদালতের ডিক্রী স্থগিত রাখণপ্রভৃতির। ... ... | চন্দননগরের। |
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার আপীলী মোকদ্দমায় উকীলেরদের রসুমের। ... | চন্দননগরের। |
| মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা যেরূপে আপনং আমলারদের নিয়োগ ও তগীর করিবেন। | |
| এতদ্দেশীয় বৃটিসসবজেক্টেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের সীমান্তরে ভারি অপরাধকরণের বিষয়ের। .... | জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের। |
| আফীনসম্পর্কীয় দফতরের এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরদের। ... ... | এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার। |
| পোলীসের দারোগার নিয়োগ ও তগীরকরণবিষয়ের বিধির। .... | এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার। |
| রেবিনিউসম্পর্কীয় আমলার বিষয়ের বিধির। ... ... ... | এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার। |
| কোনং আমলার রেজিষ্টরকরণবিষয়ের। ... ... ... | আফীনের। |
| কাজী ও উকীলকে যে সনন্দ দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখনের অনাবশ্যকের বিষয়ের। ... ... | ইষ্টাম্পের। |
| এতদ্দেশীয় নিমকমহালের আমলার বিষয়ক বিধির। ... ... | এতদ্দেশীয় সরকারী আমালার। |

চন্দননগরের আপীলী মোকদ্দমার জামিনের। ... .... চন্দননগর ও চুঁচড়ার।

ব্রিটনীয় অধিকারের সীমান্তরে ব্রিটিস সব্জেক্টেরা ভারি অপরাধ করিলে তাহারদের মোকদ্দমার বিষয়ের। ... জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটের।

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| চন্দননগর ও চুঁচড়ার বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| এতদ্দেশীয় যে কমিস্যনর নিযুক্ত হইবে তাহারা যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে তাহা। ... ... .... | ৯ | ৩ | ১ |
| তাহারা যাহার দ্বারা নিযুক্ত হইবে ও যাহার দ্বারা তাঁহারদের নিয়োগ মঞ্জুর করা যাইবে ও তাহারা যে ক্ষমতাপন্ন হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| যেং বিধ্যনুসারে তাহারা কার্য্য করিবে তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| তাহারদের ডিক্রীর আপীল যেখানে হইবে তাহা। ... | ঐ | ৪ | ১ |
| চন্দননগর ও চুঁচড়ার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বোধ হইবেক তাহা। .... | ঐ | ঐ | ২ |
| যে সকল মোকদ্দমার বিশেষ আপীল কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইতে পারিবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ঐ |
| যে সকল মোকদ্দমার আপীল ঐ কোর্টে হইতে পারে তাহা। | ঐ | ৫ | ১ |
| যেং গতিকে ঐ সকল মোকদ্দমায় কলিকাতার প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রী চূড়ান্ত বোধ হইবে তাহা। ... .... | ঐ | ঐ | ২ |
| কমিস্যনর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা ফয়সলাহইতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| ঐ দুইস্থানের ফিরিঙ্গী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের আপীল পূর্ব্বমত কএক নিয়মসংযুক্তে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে। ... ... | ঐ | ৭ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের প্রথম আইনে সদর আপীলের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা কলিকাতার আদালতে আপীলের উপরে খাটিবে। .. ... ... ... | ঐ | ৮ | ১ |
| ডিক্রীজারীকরণবিষয়ে ও জামিনের বিষয়ে যে কএক ধারা আছে তাহা এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহাতে খাটিবে। ... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |

## ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| উপরের উক্ত দুই স্থানে আদালতের ডিক্রীর আপীলে বিবাদিরা যে উকীল নিযুক্ত করে তাহারদের রসুম যেরূপে দেওয়া যাইবেক তাহা। ... ... ... ... | ১ | ৮ | ৩ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১ আইনের বিধি পূর্ব্বোক্ত স্থানের নায়েব কমিস্যনর ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ডিক্রীর মুলতবী আপীলের উপরে যেরূপে খাটিবে তাহা। ... ... | ঐ | ৯ | ০ |
| **কোর্ট মার্স্যলের বিষয়।** | | | |
| যেং গতিকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি সাহেব কোর্ট মার্স্যল আদালত করিতে এক ঝুণ্ড সিপাহীর সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহা। ... ... ... | ২ | ২ | ০ |
| কোর্ট মার্স্যল সংগ্রহনিমিত্তে কত হুদ্দাদারের আবশ্যক আছে এবং তাহারদের কত লোক একবাক্য হইলে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে পারেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| **শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়।** | | | |
| বৃটনীয় অধিকারের সীমান্তরে যে বৃটিসসবজেক্টেরা ভারি অপরাধ করে তাহরদিগকে নির্দ্ধারিত ফৌজদারী আদালতসকলের যে কোন আদালতে উপযুক্ত বুঝেন্ সেই স্থানে তাহারদের বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন। ... ... | ৫ | ৩ | ০ |
| এতদ্দেশীয় কোন আমলাকে তগীরকরণে তাঁহার কিছু প্রতিরোধকতা নাই। ... ... ... | ৮ | ১৩ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৮ আইনে এতদ্দেশীয় যে আমলার বিষয় উক্ত নাই তাহারদের উপরে সেই আইনের কার্য্য খাটাইতে হুকুম দিতে পারেন্। ... ... ... | ঐ | ১৪ | ০ |
| **এতদ্দেশীয় সরকারী আমলার বিষয়।** | | | |
| এতদ্দেশীয় আমলার তগীর ও বহালের বিষয়ে যে আইন চলন হইয়াছে তাহা মতান্তর করা গেল। ... ... | ঐ | ২ | ০ |
| সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতব্যতিরেকে অন্য সকল সরকারী আমলারা যদ্দ্বারা তগীর হইতে পারে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৩ | |
| সকল প্রবিন্স্যল ও জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও | | | |

পণ্ডিতের

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| পণ্ডিতের ও শহর ও কসবা ও পরগনাসকলের কাজীদিগের তগীর ও বহালী ও ইস্তফার মঞ্জুরীর ক্ষমতা যে সাহেবলোকের প্রতি থাকিবে তাহা। ... ... ... | ৮ | ৪ | ১ |
| প্রবিন্সাল ও জিলা ও শহরের আদালতের কাজী কি মুফ্তীকে তগীর করিতে হইলে যে মতাচরণ হইবে তাহা। ... | ঐ | ঐ | ২ |
| কোতওয়াল ও পোলীসের দারোগার বহালী মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা যাঁহার থাকিবে তাহা। ... ... .... | ঐ | ৫ | ১ |
| তাহারদিগের নিযুক্তকরণ ও রিপোর্ট ও মঞ্জুরকরণের বিষয়ের বিধি। ... ... ... .... ... ... | ঐ | ঐ | ২ |
| পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা ইস্তফা দিলে মাজিস্ট্রেটসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| তাহারদের কর্ম্মহইতে অবসর হইবার কোন হেতু থাকিলে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহা। ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| যেং গতিকে মাজিস্ট্রেটসাহেব কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের দণ্ড করিতে পারেন তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগার বদলীকরা বিহিত হইলে মাজিস্ট্রেটসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ...... | ঐ | ৬ | ০ |
| জিলা ও শহরের আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারীভারাক্রান্ত আমলার বহালী যাহার দ্বারা মঞ্জুর করা যাইবে তাহা। | ঐ | ৭ | ১ |
| কার্য্যকারকেরদিগের বহালী ও ইস্তফা ও তগীরী যেরূপে করা যাইবে তাহা। ... ... ...... | ঐ | ঐ | ২ |
| দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে যে এতদ্দেশীয় কমিস্যনর নিযুক্ত হয় তাহারা পূর্ব্বমত তগীর ও বহাল হইবে কিন্তু তাহারদের তাচ্ছল্য কি অসঙ্গতাচরণ প্রকাশ হইলে যে বিধি চলন আছে তাহা মতান্তর করা গেল। ... ... | ঐ | ৮ | ০ |
| জিলা ও শহরের আদালতের ১০ দশ টাকার ন্যূন বেতনভোগি আমলারদের ও অন্যং ক্ষুদ্র আমলার বিষয়ে যে বিধি চলন আছে তাহা পূর্ব্বমত বলবৎ থাকিবে। ... ... | ঐ | ৯ | ২ |
| মালগুজারী ও তেজারত ও নিমক ও আফীন ও মাসুলের সম্বন্ধীয় এতদ্দেশীয় আমলারদের বিষয়ে যে হুকুম চলন আছে তাহা মতান্তর করা গেল। ... ... ... | ঐ | ১০ | ১ |

হারদের

| | | | |
|---|---|---|---|
| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
| তাহারদের বহালপ্রভৃতিকরণবিষয়ের রিপোর্ট যাঁহার নিকটে করিতে হইবে তাহা। ... ... ... | ৮ | ১০ | ২ |
| মালগুজারী ও মাসুলের কালেক্টরসাহেবের তাবে নিযুক্ত প্রধানং আমলারদের বহালীপ্রভৃতি যাঁহার দ্বারা মঞ্জুর করা যাইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৩ |
| প্রধান আমলারদিগকে তগীর করিতে বিহিত বোধ হইলে কালেক্টরসাহেব ও তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবলোকের যে কর্ত্তব্য তাহা। ... ... ... | ঐ | ঐ | ৪ |
| প্রধান আমলারদের ক্রিয়াদি অবগতহওনার্থে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হইলে যাহারা সেই সাক্ষিকে শপথ করাইতে পারে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ঐ | ৫ |
| **পোলীসের বিষয়।** | | | |
| ছাউনী ও বাজারে পোলীসের তদারকের ভার যাহাকে সোপর্দ্দ হইল তাহা। ... ... ... | ৩ | ২ | ১।২ |
| ধরাপড়া ব্যক্তিকে যাহারদের জিম্মায় রাখিতে হইবে তাহা। | ঐ | ঐ | ৩ |
| ছাউনী কি বাজারের নিবাসি ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে তাহারা যদি ধরা না পড়িয়া থাকে কিম্বা তাহারদের অপরাধ যদি অতিলঘু হয় তবে তাহারদের বিষয়ে যেমতাচরণ করিতে হইবে তাহা। ... ... ... ... | ঐ | ৩ | ১ |
| ছাউনী ও বাজারের নিবাসি লোকের নামে তলবচিঠী ওয়ারণ্ট জারী করিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা। | ঐ | ঐ | ২ |
| ছাউনী ও বাজারের সীমা যেরূপে ও যাহার দ্বারা নিরূপণ হইবে ও যাহার নিকটে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবে তাহা। | ঐ | ৪ | ০ |
| যত সিপাহী একত্র থাকিলে তাহারদের নিবাস ছাউনীর মধ্যে হইবে তাহা। ... ... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| **প্রবিন্স্যাল কোর্ট আপীলের বিষয়।** | | | |
| তাঁহারা যে মাসিক রিপোর্ট সিবিল আডিটর সাহেবকে দিবেন তাহা। ... ... ... | ৮ | ১১ | |
| ঐ আদালতের সাহেবেরা এতদ্দেশীয় আমলার মোকররীপসিরিস্তাতে কিছু ফেরফার করিতে পারিবেন না। ... | ঐ | ১২ | |

জিলা

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| জিলা ও শহরের ও আদালতের ও পোলীসের সিরিস্তাসকলের বিষয়ি সমস্ত লিখনপঠন মফঃসল কোর্ট আপীলের দ্বারা সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতে কি হজুরে পাঠান যাইবে। | ৮ | ১২ | ৩ |
| **আফীনের বিষয়।** | | | |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারা রদ হইল। | ৬ | ২ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের ৩ অবধি ৮ ধারাপর্য্যন্ত ও ১৬ ধারা বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের উপরে বহাল হইল। ... ... ... | ঐ | ৩ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার ৪ অবধি দশ প্রকরণপর্য্যন্ত এবং ১৮০১ সালের ৯ আইনের ৪ ধারা যে পর্য্যন্ত বহাল হইল তাহা। ... .... | ঐ | ৪ | ০ |
| যে কর্ম্মকারিদিগের রেজিষ্টরী রাখিতে হইবে এবং তাহা যাহার স্থানে প্রেরণ করা যাইবে তাহা। .... ... | ঐ | ৫ | ০ |
| **ইষ্টাম্পের বিষয়।** | | | |
| ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিতে যে হুকুম আছে তাহা রদ হইল। ... | ৭ | ২ | ০ |
| যে দাঁড়ানুসারে কএক বিষয়ের নিমিত্তে স্বতন্ত্র২ ইষ্টাম্পের কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রদ হইল। .... ... | ঐ | ৩ | ১ |
| এখনপর্য্যন্ত যে সকল ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ১৮১০ সালের ১ জানুআরি তারিখপর্য্যন্ত ব্যবহার হইবে। | ঐ | ঐ | ২ |
| রওয়ানাপ্রভৃতি ইষ্টাম্পকাগজে লেখনের আবশ্যক নাই। | ঐ | ৪ | ০ |
| আবকারীর পরওয়ানাসকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখনের আবশ্যক নাই। ... ... ... ... | ঐ | ৫ | ১।২ |
| কাজী ও উকীলের সনন্দ ইষ্টাম্পকাগজে লেখনের আবশ্যক নাই। ... ... ... ... | ঐ | ৬ | ০ |
| অপরাধিরদের গ্রেফ্তারকরণের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবেরা আদালতের সাহেবদিগকে যে দরখাস্ত দেন তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখনের আবশ্যক নাই। ... ... ... | ঐ | ৭ | ০ |

জিলা

## ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

| জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিষয়। | আইন | ধারা | প্রকরণ |
|---|---|---|---|
| ব্রিটনীয় অধিকারের সীমান্তরে ব্রিটিস সবজেক্ট ঘোরতর অপরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। ... | ৫ | ২ | ১।২ |
| উপরের উক্ত গতিকে মোকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহা। ... | ঐ | ৪ | ০ |
| ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারা যে রিপোর্ট ও যাহাকে রিপোর্ট দিবেন তাহা। ... | ৮ | ১১ | ৬ |

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL.

*Translator of Regulations.*